বাংলায় উপনিষৎ

প্রথম খণ্ড

(ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি, প্রশ্ন,
মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাংলা
অনুবাদ এবং শংকর, রামানুজ, মধ্ব, শ্রীঅরবিন্দ,
রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)।

শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু
অনুবাদক ও সম্পাদক

পরিবেশক
সায়েন্স্ বুক এজেন্সী, ১৩৫-বি লেক টেরেস্
কলিকাতা—২৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু বি. কম্.
পি. ৩৭৮ কেয়াতলা লেন,
কলিকাতা-২৯

মুদ্রিত হইতেছে

বাংলায় উপনিষদ

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ এবং
শংকর, রংগরামানুজ, মধ্ব ও রাধাকৃষ্ণনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

(মূল্য ছয় টাকা মাত্র)

মুদ্রাকর :—সুনীলচন্দ্র পাল
বেনলী প্রেস,
১২১-বি সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য ও পরমস্নেহময়
পিতৃদেব ৺রজনীকান্ত বসুর

ও

আমার পরমারাধ্যা ও পরমস্নেহময়ী
মাতৃদেবী ৺বিধুমুখী বসুর
পবিত্র স্মৃতিতে।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও হাওয়াই (যুক্তরাষ্ট্র) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির ভূতপূর্ব অধ্যাপক (Visiting Professor of Indian Philosophy and Culture) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ. ডি. লিখিত।]

মুখবন্ধ

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক আর্থার সোপেনহাওয়ার উপনিষৎ পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'সারা পৃথিবীতে উপনিষৎপাঠের মত কোন গ্রন্থপাঠই এমন উপকারী ও উন্নয়নকারী নহে, ইহাতে আমি জীবনে শান্তি পেয়েছি, ইহাতে আমি মরণেও শান্তি পাব'। জার্ম্মান দার্শনিক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল উপনিষৎ গ্রন্থ পাঠ করতে পারেননি, তিনি মূল উপনিষদের পারস্য অনুবাদের ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করেছিলেন, তথাপি উপনিষদের জ্ঞানগর্ভ অমৃত-নিষ্যন্দী বাণী তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল এবং তাঁকে জীবনে ও মরণে শান্তি দিয়েছিল।

শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু এম.এ., বি.এল. 'বাংলায় উপনিষৎ' পুস্তকটি রচনা করেছেন, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের জনৈক প্রাক্তন কৃতী ছাত্র, বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। জীবনে বিদেশে ব্যবহারজীবীর কাজে ব্যাপৃত থেকেও তাঁর আধ্যাত্ম জ্ঞানানুসন্ধিৎসা হ্রাস পায়নি। উপনিষৎপাঠে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও দীর্ঘব্যাপী প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এই পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ইহাতে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মূল বাক্যগুলির বাংলা অনুবাদ এবং আচার্য শঙ্কর প্রমুখ প্রাচীন ভাষ্যকারদের ও শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নব্য টীকাকারদের ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুবাদের ভাষা সরল ও সরস এবং মূলানুসারী হয়েছে। প্রসিদ্ধ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যা উল্লিখিত হওয়ায় উপনিষৎ বাক্যের বিভিন্ন তাৎপর্যার্থ জানবার সুযোগও হবে। পরিশিষ্টে প্রত্যেক উপনিষদের প্রসিদ্ধ মূল বাক্যগুলিও দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা বাংলাভাষাভিজ্ঞ কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মূল উপনিষৎ পাঠে অসমর্থ বা শঙ্কান্বিত তাঁদের পক্ষে 'বাংলায় উপনিষৎ' অত্যন্ত উপযোগী হবে। এতে তাঁরাও উপনিষদের আলোক দেখতে পাবেন এবং জীবনে কিছু প্রসাদ ও প্রশান্তি লাভ করবেন।

শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্ত শব্দের সূচী

অ. বে.=অথর্ব বেদ।

আ. =আনন্দগিরির শংকরভাষ্যের টীকা।

আ. আ.=আনন্দাশ্রম প্রকাশিত কৌষীতকি উপনিষদের পাঠ।

ঈ. উ.=ঈশোপনিষৎ।

ঋ. বে.=ঋগ্‌বেদ।

ঐ. আ=ঐতরেয় আরণ্যক।

ঐ. উ.=ঐতরেয় উপনিষৎ।

ঐ. ব্রা.=ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

ক. উ.=কঠোপনিষৎ।

কে. উ.=কেনোপনিষৎ।

কৌ. উ.=কৌষীতকি উপনিষৎ।

গ.=(ক) স্বামী গম্ভীরানন্দ—উপনিষৎ গ্রন্থাবলী।

(খ) „ „ Eight Upanishads.

গী.=শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

ছা. উ.=ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ঝা.=মহামহোপধ্যায় ডাঃ গঙ্গনাথ ঝার ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও শংকরভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ বা তাহার বঙ্গানুবাদ।

তৈ. আ.=তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

তৈ. উ.=তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

তৈ. সং.=তৈত্তিরীয় সংহিতা (কৃষ্ণ-যজুর্বেদ)।

দু.=মহামহোপধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত একাদশ উপনিষৎ।

না=রামানুজপন্থী নারায়ণ কৃত ঈশোপনিষদের ভাষ্য।

প্র. উ.=প্রশ্নোপনিষৎ।

বসন্তকুমার=বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত উপনিষৎ তিন খণ্ড।

বা. সং.=বাজসানেয়ী সংহিতা (শুক্ল যজুর্বেদ)।

বৃ. উ.=বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

ভা.=শংকরাচার্যের নামে প্রচলিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অজ্ঞাত ভাষ্যকারের ভাষ্য।

ভা. গ.=ঐ ভাষ্য স্বামী গম্ভীরানন্দ দ্বারা অনূদিত ও ব্যাখ্যাত।

ভা. দু.=ঐ ভাষ্য পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ দ্বারা অনূদিত ও ব্যাখ্যাত।

ভা. বি.=ঐ ভাষ্য স্বামী বিশুদ্ধানন্দগিরি কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত।

ম.=মধ্বাচার্য্যের উপনিষদের ভাষ্যের ভাবানুবাদ।

ম. উ.—Sir Monier Monier-Williams—Sanskrit-English Dictionary.

মহেশচন্দ্র=মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত এবং সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

মা. উ.=মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

মা.=স্বামী মাধবানন্দ কর্তৃক ইংরেজীতে শংকরভাষ্য সমেত অনূদিত বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বা তাহার বঙ্গানুবাদ।

মু. উ=মুণ্ডকোপনিষৎ

য. বে.=যজুর্বেদ।

র.—রামানুজপন্থী রংগরামানুজ কৃত উপনিষৎ ভাষ্যসমূহের সারানুবাদ।

রবীন্দ্রনাথ শা. নি=রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন (দুই খণ্ডে বিশ্বভারতী সংস্করণ)।

রা.=আচার্য রাধাকৃষ্ণনের Principal Upanishads হইতে উদ্ধৃতির বা ব্যাখ্যার সারানুবাদ।

রামা.=আচার্য রামানুজকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের অনুবাদ।

শ.=আচার্য শংকরের উপনিষৎ-ভাষ্যের অনুবাদ বা সারাংশ।

শ. গ.—শংকরভাষ্যের স্বামী গম্ভীরানন্দের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ।

শ. দু. শংকরভাষ্যের পণ্ডিত দুর্গাচরণের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ।

শ. বি.—শংকরভাষ্যের স্বামী বিশুদ্ধানন্দের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ।

শ. ব্র. সূ.=আচার্য শংকরের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—কালীবর বেদান্তবাগীশের অনুবাদ।

শ. ব্রা.=শতপথ ব্রাহ্মণ।

শং=শংকরানন্দ বিরচিত কৌষীতকি উপনিষদের ব্যাখ্যা—আনন্দাশ্রম প্রকাশিত।

শ্বে. উ.=শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

শ্রীঅ=শ্রী.অরবিন্দের Isha Upanisad, Kena Upanishad & translation of Kathopanishad.

সা. বে.=সামবেদ।

সীতানাথ—সীতানাথতত্ত্বভূষণ সম্পাদিত দশোপনিষৎ।

হি—Dr. R. E. Hume's Thirteen Principal Upanishads.

নিবেদন

ইহা আমার নিকট অতি দুঃখের বিষয় মনে হইয়াছে যে ভারতসাধনার মুকুটমণি এবং হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রধান উপনিষৎসমূহের এমন কোন বাংলা অনুবাদ নাই যাহা পাঠ করিয়া, আমরা, মূল সংস্কৃতের সহায়তা ব্যতীত, উপনিষদের উপদেশসমূহ সাধারণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উপনিষদের অনুপম ভাষা ও ভাব, অনুবাদ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ অসম্ভব। উপনিষদের ভাব-সমূহ অনুবাদ দ্বারা স্থূলভাবে প্রকাশ সম্ভব। দারাশুকোর তত্ত্বাবধানে ৫০ খানি উপনিষৎ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। সেই অনুবাদ হইতে ঐ সকল উপনিষৎ আঁকেতিল্ দুপেরোঁ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই ফারসী ভাষায় উপনিষদের অনুবাদের ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলিয়াছিলেন—In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life and it will be the solace of my death. (উপনিষৎ পাঠের ন্যায় এরূপ হিতকর ও উন্নতিকর পাঠ সমস্ত জগতে আর নাই। ইহা আমার জীবনের সান্ত্বনা হইয়াছে। ইহা আমার মৃত্যুতে ও সান্ত্বনা হইবে)। যদি অনুবাদের পাশ্চাত্ত্য ভাষায় এইরূপ অনুবাদ সম্ভব হয়, তবে সংস্কৃত ভাষা হইতে সম্ভূত বাংলা ভাষায় ঐ সকল ভাব প্রকাশ নিশ্চয়ই সম্ভব। উপনিষদের সংস্কৃত মূল ও তাহাদের ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ আছে। মূলের সহিত পড়িলে সেই অনুবাদ বোধগম্য হয়। কিন্তু মূলের সহিত না পড়িলে তাহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, এবং অনুবাদ অনেক স্থলে মূলের অনুবাদ নয়, উহা শংকরের ব্যাখ্যার অনুবাদ। শ্রদ্ধেয় শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন আর সকলেই শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিয়াছেন।

এখানে আচার্য্যদের শব্দার্থ ও ব্যাখ্যার এবং অনুবাদকদের অনুবাদের সহায়তায় অর্থজ্ঞাপক বাচনিক অনুবাদ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যখন বিভিন্ন আচার্য্য একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ দিয়াছেন, তখন মূল সংস্কৃত শব্দটি রাখিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে, এবং সেই সমুদয় শব্দ পাদটীকায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেখানে মূলের শব্দ রাখা সম্ভব হইয়াছে, সেখানেই মূলের শব্দই ব্যবহার করা

হইয়াছে। যেখানে মূলের শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইতে পারে না, সেখানে সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ বাংলায় যাহা ব্যবহৃত হয়, সেই শব্দ দেওয়া হইয়াছে। যেমন মূলের 'জায়তে' শব্দ 'জাত হয়' এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে। অনেক স্থলে মূলের যে সকল শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় না, সেখানে আচার্য শংকরের প্রদত্ত প্রতি-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপনিষদের পদবিন্যাস অনেক স্থানে জটিল, এবং এখানে বাচনিক অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া ভাষা সকল স্থানে সাবলীল হয় নাই। উপনিষদে অতি সংক্ষেপে, অনেক শব্দ বা ভাব উহ্য রাখিয়া, বাক্য সমূহ রচিত হইয়াছে। সেই জন্য অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য অনেক শব্দ, যাহা মূলে নাই, ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তাহারা মূলে নাই ইহা বুঝাইবার জন্য সেই সকল শব্দ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য শব্দার্থটি সমান চিহ্ন দিয়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, প্রতিশব্দ কিন্তু সকলের এক নয়। যেখানে অনুবাদ সম্বন্ধে সংশয় হইতে পারে, সেখানে সুধীদের বিবেচনার জন্য মূল শব্দ বা বাক্যটি পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

উপনিষদের বাক্যসমূহ গভীর অর্থপূর্ণ, মূল বা অনুবাদ অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না বলিয়া, কিছু কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ অনুসারে উপনিষদের বাক্যসমূহ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—শুধু এক মতানুযায়ী ব্যাখ্যা দিলে অনুবাদকের মূলানুবাদের প্রতি অবিচার করা হয়। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের বিভিন্ন ব্যাখ্যাতার উল্লেখ আছে। রামানুজ শ্রীভাষ্যে বোধায়নের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কেবল এক ব্যাখ্যা না দিয়া অদ্বৈতবাদী আচার্য শংকর, রামানুজপন্থী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রংগ রামানুজ, নারায়ণ ও কুরনারায়ণ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বের ব্যাখ্যার অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেওয়া হইয়াছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ উপনিষৎ-ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য রাধাকৃষ্ণন। তাঁহাদের পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি বা ব্যাখ্যার সারাংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Isha Upanishad-এ উপনিষদের বাক্যসমূহে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সারাংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ঈশোপনিষদে প্রথম মন্ত্রটির মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দুইটি বক্তৃতায় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহাদের সারাংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

উপনিষদের অনুবাদ অতি দুরূহ। বঙ্গমাতার কোন সুশিক্ষিত পণ্ডিত সন্তান দ্বারা ইহা সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এত দিন যখন তাহা হয় নাই, তখন বাংলা

ভাষার অভাব পুরণের জন্য আমার মত সামান্য ব্যক্তিকেই এই গুরুভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যাহাতে আমাদের বাঙ্গালী ভাইবোনেরা উপনিষদের তত্ত্বগুলি মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে জানিতে পারে সেই জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এই অনুবাদ মুখ্যতঃ তাঁহাদের জন্য, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, অথবা যাঁহারা দুর্বোধ্য সংস্কৃত পড়িতে ইচ্ছুক নন, অথবা যাঁহাদের সে অবসর নাই, অথচ যাঁহারা উপনিষদের তত্ত্বগুলি বাংলা ভাষায় পড়িতে ইচ্ছুক। আমার এই আশা আছে যে যাঁহারা এই অনুবাদ ব্যাখ্যার সহিত পাঠ করিবেন তাঁহারা স্থূলভাবে অন্ততঃ উপনিষদের উপদেশগুলি ও তাহাদের তাৎপর্য জানিতে পারিবেন।

মুক্তিকা উপনিষৎ এক শত আটখানি উপনিষদের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই দ্বাদশখানি উপনিষৎ মাত্র কেন সংকলন করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই—আচার্য শংকর ও মধ্ব বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, কেন, কঠ (বা কাঠক), প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শংকরের নামীয় একখানি ভাষ্য প্রচলিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন ইহা আচার্য শংকরের লিখিত নয়। আচার্য শংকর কৌষীতকি উপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য না লিখিলেও তিনি তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে কৌষীতকি উপনিষৎ হইতে ৮৮টি এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ হইতে ৫৩টি উদ্ধৃতি, মাণ্ডুক্য ব্যতীত, অন্যান্য নয়খানি প্রাচীন উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃতির ন্যায়, প্রামাণিক শ্রুতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য রামানুজও মাণ্ডুক্য ব্যতীত, অন্য একাদশ উপনিষদের বাক্যসমূহ শ্রুতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শংকর বা রামানুজ মাণ্ডুক্য উপনিষদের কোন মন্ত্র ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে উল্লেখ করেন নাই। বাদরায়ণ, ডাঃ জ্যাকোবির মতানুসারে, খৃষ্টপূর্ব ২০০ হইতে ৪৫০ অব্দ মধ্যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণন বলেন খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উহা রচিত হইয়াছিল। হয়তো মাণ্ডুক্য বাদরায়ণের দিনে প্রামাণিক উপনিষৎরূপে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন মাণ্ডুক্য একখানা প্রাচীন উপনিষৎ। মুক্তিকা উপনিষৎ বলেন যে ইহা সকল উপনিষদের সার। ইহা অত্যুক্তি হইলেও ইহার ভাবগৌরব সকলেই স্বীকার করেন। শংকরের গুরুর গুরু গৌড়পাদ ইহার একখানি কারিকা লিখিয়াছেন ; (রাধাকৃষ্ণন বলেন যে এই কারিকা অদ্বৈত দর্শনের সর্বপ্রথম সুসংগত গ্রন্থ।) আচার্য শংকর, মধ্ব এবং রামানুজ-পন্থী কুরনারায়ণ এই উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন ; এবং ঈশাদি একাদশ উপনিষদের

ন্যায় মাণ্ডুক্যও প্রামাণিক উপনিষৎ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শংকর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে জাবালাদি কয়েকখানা উপনিষদের নাম উল্লেখ করিলেও তাহাদের বাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ জাবাল, মহানারায়ণ ও মৈত্রী বা মৈত্রায়ণী উপনিষৎকেও প্রামাণিক ও প্রাচীন উপনিষৎ মনে করেন কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত জাবাল উপনিষৎ সম্বন্ধে বলেন "ইহার ভাষা অনেক স্থলে আধুনিক। ইহা প্রধানতঃ গদ্যে রচিত কিন্তু ইহার অনেক স্থলেই অর্বাচীন সংস্কৃতে রচিত শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে।"১ মহানারায়ণ সম্বন্ধেও তিনি বলেন "অনেক শ্লোকের ভাষা অর্বাচীন"২। মৈত্রায়ণীয় (বা মৈত্রী) উপনিষৎ সম্বন্ধে বলেন "ইহাতেও প্রাচীন এবং অর্বাচীন উপদেশ একত্র গ্রথিত হইয়াছে।"৩ সংকলিত দ্বাদশ উপনিষদের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া তাহাদের সংকলন করা হইল।

উল্লিখিত দ্বাদশ উপনিষৎ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে—প্রথম খণ্ডে দশখানি—সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ উপনিষৎ সন্নিবেশ করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ দেওয়া হইয়াছে, কারণ উপনিষৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকিলে বৃহদারণ্যকের ও ছান্দোগ্যের আলোচনা নীরস ও দুর্বোধ্য মনে হইতে পারে।

উপনিষৎ আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। একজন সাধু খৃষ্টান বাইবেলকে এবং সাধু মুসলমান কোরাণকে যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখেন, আমি উপনিষৎকে সেই চক্ষে দেখি। ইহা দর্শন শাস্ত্র নয়, ইহা আমাদের জীবনবেদ। যে সত্যগুলি ঋষিগণ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই মূলতঃ উপনিষদে আছে—অবশ্য প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য ব্যতীত বিষয়ও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

উপনিষৎ ও তাহার ভাষ্য এক পর্যায়ে দেখা সঙ্গত নয়। উপনিষৎ দর্শনশাস্ত্র নয়, দার্শনিক ইহাতে দর্শনতত্ত্ব পাইতে পারেন; দার্শনিক মত পরিবর্তিত হয়, এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যসমূহ পরিবর্তনশীল নয়। উপনিষদের তত্ত্বসমূহ আমাদিগকে উপনিষদের মূল বা অনুবাদ পাঠ দ্বারাই জানিতে হইবে। ব্যাখ্যার মধ্যে মূলকে আমরা হারাইয়া না ফেলি, সেজন্য আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে।

(১) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত উপনিষৎ-ব্রহ্মতত্ত্ব পৃ ৪০
(২) ঐ ঐ ঐ পৃ ৩৮
(৩) ঐ ঐ ঐ পৃ ২৮-৩৯

অনেকে বলেন উপনিষদের ধর্ম সন্ন্যাসীর জন্য। ইহা সত্য যে ভারতবর্ষের দুর্দিনে সন্ন্যাসীরাই উপনিষৎ রক্ষা করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এখনও সন্ন্যাসীরা ইহার ব্যাখ্যা করেন। প্রধান প্রধান উপনিষৎ সমূহে যেখানে মন্ত্রদ্রষ্টার বা উপদেশকের বা শিষ্যের নাম পাই, আমরা দেখি যে আচার্য ও শিষ্য, বক্তা ও শ্রোতা সম্পন্ন গৃহী, সম্রাট্, রাজা, দেবসেনাপতি বা প্রজাপতি। কেহই সন্ন্যাসী নহেন। উপদিষ্ট ধর্মও সার্বজনীন, সকলের জন্য। গৃহীরা সন্ন্যাসীর জন্য ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা অবিশ্বাস্য। উপনিষৎ পড়িলে, উপনিষৎ কেবল সন্ন্যাসীর জন্য এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসগ্রহণ জীবনের সর্বকর্তব্য সম্পাদনের পর, শেষ আশ্রম। জৈন বা বৌদ্ধধর্মে যে ব্যাপকভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ বা সন্ন্যাসি-সংঘ সংগঠন আমরা দেখি, বৈদিক হিন্দুধর্মে তাহা ছিল না। বৌদ্ধ এবং জৈন আদর্শে পরে হিন্দুগণও সন্ন্যাসি-সংঘ গঠন করিয়াছেন। পরার্থে জীবন-উৎসর্গের দ্বারা মোক্ষলাভের জন্য যে সন্ন্যাসিসংঘ, তাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নূতন আদর্শ।

আরেকটি ধারণা আছে যে উপনিষৎ শিক্ষা দেয় ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা ইহা কোন উপনিষদে নাই। উপনিষৎ বলেন ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং জগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। আচার্য শংকর অবশ্য ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন জগৎ মিথ্যা। কিন্তু তাঁহার মতে মিথ্যা অর্থ অস্তিত্ব-বিহীন নয়, যাহার পারমার্থিক সত্যতা নাই, কেবল ব্যবহারিক সত্তা (empirical existence) যাহার আছে তাহা মিথ্যা। তাঁহার মতেও জগৎ অলীক বা স্বপ্ন নয়।

আমার একটি নিবেদন আছে পাঠকদের নিকট যিনি এই অক্ষম অনুবাদ পাঠ করিবেন, তিনি যেন গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করেন, কারণ যে মূলের ইহা অনুবাদ তাহার ন্যায় গভীর অর্থব্যঞ্জক ধর্মগ্রন্থ জগতে আছে কি না সন্দেহ। গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, পাঠকগণ দেখিবেন উপনিষদের মূলতত্ত্বসমূহ গভীর কিন্তু সরল।

কালিদাস বলিয়াছেন মণিতে বজ্র দ্বারা ছিদ্র করিলে সূত্রেরও তাহাতে গতি হয়। উপনিষদ্-অনুবাদে আমার সেই সূত্রের ন্যায় অবস্থা। যে মনীষীদের ও যাঁহাদের লিখিত পুস্তকসমূহের নাম গ্রন্থবিবরণীতে প্রদত্ত হইল, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম পনের জন উপনিষদ্-মণিতে ছিদ্র করিয়াছেন ; আমি সূত্র মাত্র। সেই গ্রন্থ মনীষীরা আমার আচার্যস্থানীয়, তাঁহাদের লিখিত পুস্তক আমার নিকট আচার্যের উপদেশ। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এই দুরূহ কাজে হস্তক্ষেপ

সম্ভব হইত না, যদিও সকল স্থানে সাহায্যপ্রাপ্তি স্বীকার সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য মনীষীদের নিকটও আমি সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। কৌষীতকি উপনিষদের পাঠের জন্য E. B. Cowell-এর নিকট ঋণী। যদিও আমি অনুবাদ ও ব্যাখ্যার জন্য ইহাদের নিকট ঋণী এবং চিরকৃতজ্ঞ, তবুও অনুবাদ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার সারাংশ যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের দায়িত্ব আমার নিজের এবং ভুল ত্রুটির জন্য আমিই দায়ী।

এই পুস্তকে ভুলত্রুটি অনেক আছে। পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ ভুল ও ত্রুটি সংশোধন করিয়া দেন বা এই পুস্তকের উন্নতির জন্য কোন উপদেশ দেন, তবে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

এই খণ্ডে সংকলিত দশখানি উপনিষদের প্রধান প্রধান সংস্কৃত মূলমন্ত্রসমূহ পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেওয়া হইল। পরিশিষ্ট 'খ'তে পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণবের জেন্দাবেস্তা বাইবেল ও উপনিষদের একটি মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে।

বেন্‌লী প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীমান্ পশুপতি (বেণু) ঘোষের শাস্ত্রমুদ্রণের উৎসাহ প্রশংসনীয়, শ্রীমান্, ও তাহার মুদ্রাকরগণ এবং সংশোধক শ্রীরমেশচন্দ্র নিয়োগী বি. এ. শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের কর্তব্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। মুদ্রাকর ও সংশোধকের চেষ্টাসত্ত্ব সত্ত্বেও মুদ্রণে কিছু ভুল আছে, পাঠকগণ সেই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং হাওয়াই (যুক্তরাষ্ট্র) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির ভূতপূর্ব অধ্যাপক (Visiting Professor), The Nyaya Theory of Knowledge, The Fundamentals of Hinduism, The Problems of Philosophy, An Introduction to Indian Philosophy, ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, এবং আমার প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ্. ডি. এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি তাঁহার ছাত্র, তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারি না, তাঁহাকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাইতেছি।

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৮
২৮শে চৈত্র, ১৮৮৩
পি ৩৭৮ কেয়াতলা লেন,
কলিকাতা—২৯

শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু

যে সকল মনীষীদের পুস্তক হইতে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহাদের নাম ও পুস্তকের নাম

১। S. Radhakrishnan—Principal Upanishads.

২। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত—শংকর ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসমেত বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

৩। মহেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত—শংকরভাষ্যসমেত উপরোক্ত একাদশ উপনিষৎ।

৪। আনন্দাশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত—(ক) রামানুজপন্থী রংগরামানুজ-ভাষ্যসমেত বৃহাদারণ্যক, ছন্দোগ্য, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, তৈত্তিরীয় (আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী) উপনিষৎ। (খ) রামানুজপন্থী নারায়ণকৃত ভাষ্য সমেত ঈশোপনিষৎ। (গ) রামানুজপন্থী কুরনারায়ণকৃত ভাষ্যসহ মাণ্ডুক্য উপনিষৎ। ভুলক্রমে তাঁহার নামের পরিবর্তে রংগরামানুজের নাম পুস্তকে উল্লেখ হইয়াছে। (ঘ) শংকরানন্দ ভাষ্যসহ কৌষীতকি উপনিষৎ।

৫। শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত—মধ্ব ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসমেত, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় উপনিষৎ ও শংকরানন্দভাষ্য ব্যাখ্যাসমেত কৌষীতকি উপনিষৎ।

৬। শ্রীঅরবিন্দ—Isha Upanishad, Kena Upanishad এবং Translation of Kathopanishad.

৭। স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত—(i) উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—তিন খণ্ডে—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, বৃহাদরণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ। (ii) Eight Upanishads.

৮। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি সম্পাদিত—শংকরভাষ্য ও ব্যাখ্যা সমেত, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

৯। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—উপনিষদ্ (তিন খণ্ডে)—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় উপনিষৎ।

১০। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত—দশোপনিষৎ—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি উপনিষৎ।

১১। Dr. R. E. Hume.—Thirteen Principal Upanishads.

১২। মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত এবং সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত —বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

১৩। Swami Madhabananda—Brihadaranyaka Upanishad with Text and Translation of Text & Commentary of Sankara.

১৪। Dr. Ganganath Jha—Translation of Chandogya Upanishad with Commentary of Sankara.

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শান্তিনিকেতন দুই খণ্ড।

যে সকল পুস্তক হইতে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৬। বসুমতী-প্রকশিত—উপনিষৎগ্রন্থাবলী তিনখণ্ড।

১৭। Dr. E. Röer—Isha, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya & Brihadaranyaka Upanishad with Text, English Translation & Notes from Sankara.

১৮। Dr. Rajandra Lal Mitra—Chandogya Upanishad with Text, English Translation & Notes from Sankara.

১৯। E. B. Cowell—Kaushitaki Upanisad with Text, English Translation & Notes.

২০। Swami Sarvananda—Isa, Kena, Katha Mundaka, Mandukya, Prasna, Aitareya, Taittiriya Upanishads.

২১। Swami Nikhilananda—Mandukya Upanishad.

২২। Swami Tyagishananda—Svetasvatara Upanishad.

২৩। Swami Swahananda—Chandogya Upanishad.

২৪। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব এবং জড় ও জীবতত্ত্ব)।

২৫। কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত—ব্রহ্মসূত্র (শংকরভাষ্য সমেত)।

২৬। দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ—ব্রহ্মসূত্র (শ্রীভাষ্য সমেত)।

২৭। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার—উপনিষদের আলো।

২৮। পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য—উপনিষদের উপদেশ।

উপক্রমণিকা

বেদঃ আমাদের ঐতিহ্য অনুসারে উপনিষৎ বেদের শেষাংশ—বেদান্ত। বেদ শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞান। এখন আমরা বেদ শব্দ দ্বারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদকেই বুঝি। প্রাচীনকালে তিন বেদ ছিল,—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সাম বেদ। তাহাদের নাম ছিল ত্রয়ী, বা ত্রয়ীবিদ্যা। ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। যজুর্বেদ ও সামবেদেব অধিকাংশ মন্ত্রই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। যজুর্বেদ—দুইভাগে বিভক্ত—কৃষ্ণ বা তৈত্তিরীয়, এবং শুক্ল বা বাজসনেয়। প্রাচীন উপনিষৎ সমূহে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সাম বেদের উল্লেখ আমরা পাই। এই তিন বেদ বা ত্রয়ী বিদ্যা ব্যতীত আরও কতকগুলি শ্লোক ছিল, যাহা অথর্বাঙ্গিরস অথবা আথর্বণ নামে পরিচিত ছিল; তাহাদিগকে 'বেদ' আখ্যা প্রাচীনকালে দেওয়া হয় নাই। বৃ. উ. ২।৪।১০, ৪।১।২ এবং ৪।৫।১১ মন্ত্রে এবং ছা. উ. ৭।১।২, ৭।১।৪, ৭।২।১ মন্ত্রে আমরা ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদের স্পষ্টতঃভাবে উল্লেখ পাই, অথর্বাঙ্গিরস বা আথর্বণ শ্লোকসমূহের ইতিহাস পুরাণের সহিত উল্লেখ পাই। ইহা ব্যতীত ছা. উ. ১।১।৯ মন্ত্রে ত্রয়ীবিদ্যার উল্লেখ, ১।৪।২-৪ দেবগণের মৃত্যুভয়ে ত্রয়ীবিদ্যাতে আশ্রয়ের উল্লেখ আছে। ছা. উ. ২।২৩।২-৩ মন্ত্রে আছে যে প্রজাপতি লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া তাহাদের সারগ্রহণের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং সেই তপস্যার ফলে লোকসমূহের সারস্বরূপ ত্রয়ীবিদ্যা প্রতিভাত হইল। সেই ত্রয়ীবিদ্যাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি পুনরায় তপস্যা করিলেন, সেই ত্রয়ীবিদ্যা হইতে তিন ব্যাহৃতি মন্ত্র প্রতিভাত হইল। সেই তিন ব্যাহৃতি মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া তিনি পুনরায় তপস্যা করিলেন, সেই ব্যাহৃতি মন্ত্র হইতে ওঙ্কার প্রতিভাত হইল। এখানে আথর্বণ বা অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহের স্থান নাই। ইহাও সর্ববাদিসম্মত যে যজ্ঞে ছন্দোবদ্ধ ঋক্ মন্ত্র উচ্চস্বরে, গদ্যে রচিত যজুর্মন্ত্র নিম্নস্বরে উচ্চারিত হইত এবং সামমন্ত্র গীত হইত, আথর্ব শ্লোক উচ্চারিত হইত না। পরবর্তীকালে ব্যাসদেব চতুর্বেদ সংকলন করেন, অথর্বাঙ্গিরস বা আথর্বণ মন্ত্রসমূহকে অথর্ববেদ আখ্যা দেন। তখন হইতে চতুর্বেদের প্রচলন হইলেও মনুসংহিতাতেও তিন বেদকে 'ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্' বলিয়া উল্লেখ আছে। কেবলমাত্র

একবার ১১।৩৩ শ্লোকে অথর্বাঙ্গিরস শ্লোকের কথা আছে, কিন্তু 'অথর্ব বেদ' বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অথর্ববেদীয় প্র. উ. ৫।৩-৫ মন্ত্রে আমরা পাই যে ওমের তিন মাত্রা অ. উ. ম. ঋক্-যজুঃ-সামাত্মক। ঋক্ মন্ত্র মনুষ্যলোক যজুর্মন্ত্র অন্তরীক্ষলোক এবং সাম মন্ত্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়। এখানেও অথর্ব বেদকে অন্য তিন বেদের পর্যায়ে দেখা হয় নাই। আমরা এখন চারি বেদ মানিয়া চলি।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে অথর্ব বেদের অধিকাংশ মন্ত্র মৌলিক শ্লোক। অল্পসংখ্যক মন্ত্র মাত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত।

প্রত্যেক বেদের দুইটী বিভাগ আছে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যাস্কের মতে যাহা দ্বারা মনন করা যায় তাহা মন্ত্র। এক এক বেদের মন্ত্রসমূহ যেখানে সংহিত অর্থাৎ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাকে সংহিতা বলা হয়। মন্ত্রসমূহে দেবতাদের উদ্দেশ্যেও স্তুতি এবং যজ্ঞাত্মক বচন আছে। ব্রাহ্মণে সংহিতার মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা এবং যজ্ঞাদিতে প্রয়োগের বিধি আছে। ব্রাহ্মণের এক অংশের নাম আরণ্যক। অরণ্যবাসী সাধকদের জন্য রচিত এবং অরণ্যে পঠিত এবং আচরিত হইত বলিয়া বোধ হয়, ব্রাহ্মণের এই অংশের নাম আরণ্যক। আরণ্যকে উপকরণবিহীন মানস যজ্ঞের কথা আছে, আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।১।১-২) সেই মানস অশ্বমেধযজ্ঞের উল্লেখ পাই। ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের যে অংশ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে তাহাকে উপনিষৎ বলা হয়।

'উপনিষৎ' : এই শব্দ উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপ' অর্থ সামীপ্য বুঝায়, (near-রূ) ; 'নি' বুঝায় নিশ্চয়, নিঃশেষ (=বিশেষরূপে) বা অধোভাগ (down-রূ) ; 'সদ্' ধাতু বুঝায় উপবেশন করা (to sit-রূ), গতি, বিশরণ (অর্থাৎ শিথিল করণ), বা অবসাদন অর্থাৎ বিনাশ। আচার্য রাধাকৃষ্ণন অর্থ করেন—গুরুর সমীপে বসিয়া যে রহস্য বিদ্যা শিষ্য প্রাপ্ত হন তাহা উপনিষৎ। (রহস্য বিদ্যা অর্থ রহসি অর্থাৎ একান্তে, গুরুর নিকট যে বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়)। আনন্দগিরি শংকর ভাষ্যের টীকায় উপনিষৎ শব্দের অর্থ করেন সহেতুক সংসার-নিবর্তক ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ যে বিদ্যা ঐকাত্ম্য দ্বারা সহেতুক সংসারের অবসাদন বা বিনাশ করে। স্বামী গম্ভীরানন্দ অন্যান্য অর্থ উল্লেখ করিয়া বলেন "যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায়।" আচার্য শংকর বলেন উপনিষৎ অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। সেই অর্থই এখন সর্ববাদিসম্মত।

উপনিষদের কাল ও সংখ্যা: উপনিষৎসমূহ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদের রচনার সময় লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে। এই বিষয়েও কোন নিশ্চিত সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নাই। উপনিষৎ রচনা সম্বন্ধেও কোন সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নাই। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে ঐতরেয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য, কেন (গদ্যাংশ), বৃহদারণ্যক, ঈশা, তৈত্তিরীয় ও কঠ (প্রথম দুই বল্লী) প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগে রচিত। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ, সাংখ্য বা যোগশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হয় না। ইহাদিগকে বৈদিক উপনিষৎ বলা যায়। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া মহিদাস এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে উল্লিখিত ঋষিদিগকে প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগীয় বলেন। কঠোপনিষদের, উইলসন মতে শেষ চার বল্লী, কেন (পদ্যাংশ) প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ বৌদ্ধযুগে বা তাহার পরবর্তী কালে রচিত। কঠোপনিষদের শেষ চারি বল্লী, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাব ও ভাষার সহিত শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতার ভাব ও ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে। ইহাদের সকলের মধ্যেই সাংখ্য ও যোগের সহিত বৈদিক উপনিষৎসমূহের ব্রহ্মবিদ্যার সমন্বয়ের চেষ্টা আছে! ইহারা বোধ হয় একই যুগে রচিত।

উপনিষৎসমূহের রচনা ও সংকলন-কাল এক নয় বলিয়া মনে হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশে এখন আমরা প্রাপ্ত হই বলিয়া, এবং শতপথ ব্রাহ্মণে জন্মেজয়ের কথা আছে বলিয়া এই উপনিষৎ তাঁহার মৃত্যুর পরে রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা সমীচীন হইবে না। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষৎ বেদব্যাসের বেদবিভাগের পুর্ব্বে রচিত বলিয়া মনে হয়, কারণ যেখানে ঋগ্বেদ, সামবেদ, ও যজুঃ বেদকেই বেদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ববেদকে বেদ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। (বৃ. উ. ২।৪।১০. ৪।১।২, ৪।৫।১১, ছা. উ. ৭।১।৪ এবং ৭।২।১ দ্রষ্টব্য।) বৃ. উ. এ আমরা বংশ ব্রাহ্মণ তিনবার, মৈত্রেয়ী-উপখ্যান দুইবার পাই। যদি রচনা ও সংকলন একই সময়ে হইত, তবে এরূপ হইতে পারিত না। ইহা ব্যতীত উপনিষদের মধ্যে এই বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পুর্ব্বেও উপনিষৎ ছিল, কারণ ঐ উপনিষদের ২।৪।১০ এবং ৪।৫।১১ মন্ত্রে আমরা 'উপনিষদঃ' এই শব্দ পাই। উপনিষৎ সমূহকে বেদ হইতে পৃথক্‌ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছা. উ. সপ্তম অধ্যায়েও ব্রহ্মবিদ্যা বেদ হইতে ভিন্ন এইরূপ আভাষ আছে। মুণ্ডক উপনিষৎ ১।১।৫ মন্ত্রে বিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত

করিয়াছেন—পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা হইতেছে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প ইত্যাদি। আর পরা বিদ্যা হইতেছে—ব্রহ্মবিদ্যা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পূর্বে উপনিষৎ কিরূপ বা কি আকার ছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। আচার্য শংকর বৃ. উ. (২।৪।১০) মন্ত্রে উপনিষদঃ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'প্রিয়মিতি উপাসীত' এই রূপ বাক্যসমূহ। 'প্রিয়মিতি উপাসীত' এবং অন্যান্য বাক্য সকল যাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল তাহারা প্রাচীনতর অধুনা বিলুপ্ত উপনিষৎ হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

১। আত্মা ইতি উপাসীত—আত্মা এই রূপে উপাসনা করিবে—বৃ. উ. ১।৪।৭।

২। আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত—আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। বৃ. উ. ১।৪।৮।

৩। নেতি নেতি (ইহা নয়)—বৃ.উ. ২।৩।৬। নেতি নেতি আত্মা (ইহা আত্মা নয়) —বৃ. উ. ৪।২।৪, ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫।

৪। সত্যস্য সত্যম্—সত্যের সত্য বৃ. উ. ২।৩।৬।

৫। সোঽহমস্মি—আমি তিনি—বৃ. উ. (৫।১৫।১) ঈ. উ. ১৬।

৬। প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনঃ—বৃ. উ. ৪।৪।১৮। (প্রাণের প্রাণ, ও চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্, মনসো মনঃ, বাচোবাচং, প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষঃ চক্ষুঃ—কে. উ. ১।২।

৭। তজ্জলান্—(সমস্তই ব্রহ্ম), কারণ সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে লীন ও তাঁহাতে স্থিত—ছা. উ. ৩।১৪।১।

৮। তত্ত্বমসি—তুমি তাহা—ছা. উ. ৬।৮।৭।

৯। সংযদ্বামঃ—ছা. উ ৪।১৫।২ সকল বননীয় যাঁহাতে আশ্রিত।

১০। বামনী—ছা. উ. ৪।১৫।৩—সকল বননীয় প্রদানকারী।

১১। ভামনী—ছা. উ ৪।১৫।৪—দীপ্তি প্রদানকারী

১২। তদ্বনম্—কে. উ. ৪।৭ (১ম খণ্ড পৃ. ৪৮-৪৯ দ্রষ্টব্য)।

উপনিষদের সংখ্যা—মুক্তিকা উপনিষৎ ১০৮ খানি উপনিষদের নাম উল্লেখ করেন। মুক্তিকা উপনিষৎ কোন সময়ে রচিত তাহা আমরা জানি না। ঈশোপনিষৎ প্রকৃতপক্ষে উপনিষৎ নয়, ইহা যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার চত্বারিংশ অধ্যায়। ইহা কি করিয়া উপনিষৎ শ্রেণীভুক্ত হইল তাহা জানা যায় না—বোধ হয় ভাবগৌরবের জন্য। যে দ্বাদশ উপনিষৎ এই সংকলনে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা সকলেই অতি প্রাচীন

না হইলেও তাহারা যে প্রধান উপনিষৎ এবং অধুনা প্রাপ্ত উপনিষৎ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই দ্বাদশ উপনিষৎ ব্যতীত অন্য উপনিষদে আমরা কোন নূতন ভাবধারা দেখি না; এবং তাহারা সকলেই শ্বেতাশ্বতর ও মাণ্ডূক্যের পরে রচিত মনে হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বৈদিক দেবতা রুদ্রকে ব্রহ্মের সহিত এক বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরে এই ভাবটি আরও প্রবল হইলে, শৈব ও বৈষ্ণব উপনিষৎ সমূহের উৎপত্তি হয়। পরে, বোধ হয়, আকবরের সময়, আল্লোপনিষৎ রচিত হয়।

উপনিষদের ব্যাখ্যা—উপনিষদের ব্যাখ্যা লইয়া মতদ্বৈধ বহু প্রাচীন কাল হইতে আছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের শিক্ষা সূত্রাকারে সংকলিত হয় এবং উপনিষদের আপাত বিরুদ্ধ বাক্যগুলি সমন্বয়ের চেষ্টা হয়। সেখানেও বিভিন্ন মতের উল্লেখ আছে। সেই মতদ্বৈধ পরবর্তীকালেও চলিতে থাকে। ব্রহ্মসূত্রের শংকরের মায়াবাদী অদ্বৈতজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা, রামানুজের ভক্তিমিশ্রিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা, বল্লভাচাযের শুদ্ধাদ্বৈত জ্ঞান ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা, নিম্বার্কের ভেদাভেদমূলক ব্যাখ্যা এবং মধ্বাচার্যের ভক্তিমূলক দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা আছে। আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা অথবা উপনিষদের ভাষ্যদ্বারা নিজ নিজ মতবাদ অনুযায়ী উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সেই সকল দার্শনিক তত্ত্বের গহন অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া, উপনিষদের মূল তত্ত্ব কি তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা—সুতরাং (১) ব্রহ্মই তাহার মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়, ব্রহ্মের আলোচনার মধ্যে জীব ও জগতের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ এই সকল বিষয়ের, (২) কি প্রকার সাধনা দ্বারা ঋষিগণ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার, (৩) জগৎ-সৃষ্টির, এবং (৪) ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল ও মৃত্যুর পর আত্মার গতির, অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হইল। এখানেও আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কোন্ অংশ ঋষিদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং কোন অংশ তৎকালীন জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর রচিত। যেখানে আচার্যদের মত ও ব্যাখ্যা ভিন্ন, সেখানে অনুবাদকের পক্ষে কোন এক আচার্যের মত গ্রহণ করা বা নিজের মত প্রকাশ সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া উপনিষদের বাক্যসমূহের উদ্ধৃতি দ্বারাই উপনিষদের আলোচনা করা হইল। এখানে অনুবাদ মাত্র দেওয়া হইল, কারণ অনুবাদের ব্যাখ্যা পুস্তকের মধ্যে আছে।

(১) **ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ :** 'ব্রহ্ম কি? যাঁহা হইতে ভূতসমূহ জাত হয়, যাঁহা দ্বারা জাত (ভূত) সমূহ জীবিত থাকে, এবং যাঁহাতে প্রয়াণ এবং প্রবেশ করে, তাঁহাই ব্রহ্ম—তৈ, উ, ৩।১। এই সমস্ত (জগৎ)ই ব্রহ্ম, কারণ তাঁহা হইতেই ইহারা জাত হয়, তাঁহাতেই লীন হয়, এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে—ছা. উ. ৪।১৪।১। ব্রহ্মের দুইরূপ—মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত, স্থিত ও 'যৎ' (পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন) সৎ ও ত্যৎ—বৃ. উ. ২।৩।১। তিনি চলেন তিনি চলেন না, তিনি দূরে আবার তিনিই নিকটে; তিনি এই সকলের অন্তরে, তিনি আবার সকলের বাহিরেও—ঈ. উ. ৫। মুখ্যতঃ ঋষিগণ ব্রহ্মের এই অমূর্ত, অমৃত, যৎ (অপরিচ্ছিন্ন) ও ত্যৎরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহারই বর্ণনা উপনিষদে দিয়াছেন। সাধারণতঃ এই রূপকেই ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মের এই দুই রূপের কথা স্মরণ রাখিলে অনেক আপাতবিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় সম্ভব হইবে।

আত্মাই ব্রহ্ম—বৃ.উ. ২।৫।১৯; এই মহান্ আত্মাই অজর অমৃত অভয় ব্রহ্ম—বৃ উ. ৪।৪।২৫। এই মহদ্ভূত অনন্ত অপার ও বিজ্ঞানঘনই—বৃ. উ. ২।৪।১২। এই আত্মা অন্তরবিহীন বাহ্যবিহীন এবং সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞানঘনই বৃ. উ. ৪।৫।১৩। সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র (প্রজ্ঞাদ্বারা সত্তাপ্রাপ্ত), প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম—ঐ. উ. ৩।৩।

ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ—বৃ. উ. ৩।৯।২৮ (৭)। সত্য, জ্ঞান, ও অনন্ত ব্রহ্ম—তৈ. উ. ২।১।২। আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ হইতেই ভূতসমূহ জাত হয়, আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে, আনন্দেই প্রয়াণ এবং প্রবেশ করে—তৈ. উ. ৩।৬।১। পুরুষ (মানব) অন্নরসময়, সেই অন্নরসময়েই অন্তরে প্রাণময় আত্মা, প্রাণময়ের অন্তরে মনোময় আত্মা, মনোময়ের অন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা, বিজ্ঞানময়ের অন্তরে আনন্দময় আত্মা আছেন—তৈ. উ. ২।২।১—২।৫।১ (সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে)। বাদরায়ণ ১।১।১২ ব্রহ্মসূত্রে বলেন এই আনন্দময় আত্মাই ব্রহ্ম। রামানুজেরও সেই মত। কিন্তু শংকর বলেন ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। আনন্দময় আত্মা তাঁহার কোশ।

যিনি সেই সুকৃত (স্বয়ংকর্তা—শ), তিনিই রস(-স্বরূপ)। এই (জীব) রস(স্বরূপ)কে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়—তৈ. উ. ৩।৭।১।

এই পৃথিবীতে, জলে, অগ্নিতে, বায়ুতে, আদিত্যে, দিক্‌সমূহে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, মেঘে, আকাশে, ধর্মে, সত্যে, মনুষ্যজাতিতে, আত্মাতে এবং এই দেহে

যিনি এই তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহাই সমস্ত—বৃ. উ. ২।৫।১-১৪। এই আত্মা সর্বভূতের অধিপতি, সর্বভূতের রাজা। রথনাভিতে এবং রথনেমিতে চক্রশলাকাসমূহ যেরূপ সন্নিবিষ্ট থাকে, সেইরূপ সর্বভূত, সর্বলোক ও সর্বপ্রাণ ইহারা সকলে এই আত্মাতে সমর্পিত—বৃ. উ. ২।৫।১৫।

যিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, দিক্‌সমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ এবং সর্বভূতে এবং প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান ও শুক্রে অবস্থিত এবং ইহাদের অন্তরস্থ (অথবা এই সকল এবং সর্বভূত হইতে ভিন্ন) এবং তাহারা যাঁহাকে জানে না এবং পৃথিবী প্রভৃতি সর্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি ইহাদের অন্তরস্থ হইয়া ইহাদিগকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত—বৃ. উ. ৩।৭।১-২২। এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই অক্ষরেরই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই অক্ষরেরই প্রশাসনে শ্বেত (হিমবান্) পর্বত হইতে কোন কোন নদী পূর্ববাহিনী হইয়া, কোন কোন নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া যাহার যে দিক্ সেই অনুসারে প্রবাহিত হইতেছে—বৃ. উ. ৩।৮।৯।

ইঁহার (ব্রহ্মের) ভয়ে ইঁহার বায়ু প্রবাহিত হয়, ভয়ে সূর্য উদিত হন, (ইঁহার) ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম(স্থানীয়) মৃত্যু (স্ব স্ব কর্মে) ধাবিত হন—তৈ. উ. ২।৮।১। ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয়—যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন। ইঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, (ইঁহার) ভয়ে সূর্য তাপ দেন; (ইঁহার) ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম (স্থানীয়) মৃত্যু (স্বকার্যে) ধাবিত হন—ক. উ. ২।৩।২-৩।

ইনি অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়া শ্রোতা, অমত হইয়াও মন্তা (মনন কর্তা), অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাতা। তাঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত—বৃ. উ. ৩।৭।২৩ ও ৩।৮।১১।

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু—কে. উ. ১।১।২। যাঁহারা প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মনকে জানেন তাঁহারা পুরাণ 'অগ্র্য' ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন—বৃ. উ. ৪।৪।১৮।৭।

এই যে অন্তরতর আত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্য সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়—বৃ. উ. ১।৪।৭

বৈশ্বানর আত্মার দ্যুলোক মূর্ধা, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহ, জল বস্তি, পৃথিবী পাদদ্বয়—ছা. উ. ৫।১৮।২.

এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময় ও অতেজোময়, কামময় ও অকামময়, ক্রোধময় ও অক্রোধময়, ধর্মময় ও অধর্মময় এবং সর্বময়—বৃ.উ. ৪।৪।৫। (যিনি) মনোময়, প্রাণশরীর, জ্যোতিরূপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, বাক্-বিহীন, আগ্রহশূন্য, ইনি আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মা—ছা. উ. ৩।১৪।২-৩.

এই অন্তঃহৃদয়ে অবস্থিত আত্মা, ব্রীহিযব, সর্ষপ শ্যামক ধান্য বা শ্যামক তণ্ডুল, অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। হৃদয়-পদ্মে অবস্থিত আত্মাই পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহত্তর, এই সমস্ত লোক হইতে বৃহত্তর—ছা. উ. ৩।১৪।৪। মনোময় 'ভা-সত্য' এই পুরুষ ব্রীহি বা যবের সদৃশ। তিনি সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি, যাহা কিছু আছে সেই সমস্তই তিনি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করেন—বৃ. উ. ৫।৬।১। তৈ. আ. ১০।৩৮।১ এবং ক. উ. ২।১।১২-১৩ ও ২।৩।১৭ মন্ত্রে তাঁহাকে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পুরুষ বলা হইয়াছে। হৃদয়পদ্মে ব্রহ্ম অনুভূত হন, হৃদয়পদ্ম অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলিয়া ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বা সূক্ষ্ম ব্রীহিযবের ন্যায় বলা হইয়াছে। ক. উ. ১।২।২০ মন্ত্রে অপূর্ব ভাষায় বলা হইয়াছে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্' (অণু হইতে অণীয়ান্, মহান্ হইতে মহীয়ান্ আত্মা, এই প্রাণিগণের (হৃদয়-) গুহায় নিহিত)।'

যাহা ভূমা (the infinite) তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। যাঁহাতে কেহ (ভূমাব্যতীত) অন্য কিছু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু বিশেষ ভাবে জানেন না, তিনিই ভূমা—ছা. উ. ৭।২৩।১ ৭।২৪।১ তিনি (ভূমা)ই অধোভাগে, তিনিই উপরিভাগে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনি এই সমস্ত (জগৎ), যিনি ভূমা তিনিই অমৃত—ছা. উ. ৭।২৪।১ আত্মাই অধোভাগে, আত্মা উপরিভাগে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা পুরোভাগে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত (জগৎ)—ছা. উ. ৭।২৫।১ তিনি সর্বত্র আছেন, (তিনি) শুক্র, অকায়, অব্রণ, স্নায়ুবিহীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। (তিনি) কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভূ, তিনি শাশ্বতকাল হইতে (শাশ্বতকালের জন্য) অর্থ (বস্তু) সমূহকে যথাযথরূপে বিধান করিয়াছেন—ঈ. উ. ৮।

এই কয়েকটি উদ্ধৃতি দ্বারা ব্রহ্ম কিরূপে সত্তাবাচক (positive) শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার কতকটা আভাষ দেওয়া হইল। এখন ব্রহ্ম কিরূপে নঞর্থক শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার আভাষ দেওয়া হইবে। উপরিলিখিত বাক্যসমূহ হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। যাহা দেশাদি পরিচ্ছিন্ন তাহাদিগকে আমরা 'ইহা'বা এরূপ বলিয়া বর্ণনা করি।

ব্রহ্মকে 'নেতি' 'নেতি', বা 'নেতি' 'নেতি' আত্মা বলা হইয়াছে—বৃ. উ. ২।৩।৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫ নেতি (ন+ইতি) শংকর মতে অর্থ 'ইহা নয়', রামানুজ মতে অর্থ 'এরূপ নয়'। 'ইহা' নয় বা 'এরূপ নয়' বলিলে ব্রহ্ম দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নন ইহাই বুঝায়। কেনোপনিষৎ ১।৫-৯ মন্ত্রে এই ভাবটির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

যিনি বাক্ দ্বারা অভিব্যক্ত হন না, যাহা দ্বারা বাক্ অভিব্যক্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। 'ইহা' বলিয়া যাহা (মানুষ) উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নয়।

যাঁহাকে মনদ্বারা মানুষ মনন করিতে পারে না, যাহা দ্বারা মন মত হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, 'ইহা' বলিয়া মানুষ যাহা উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে চক্ষুদ্বারা কেহ দর্শন করিতে পারে না যাঁহা দ্বারা চক্ষু দর্শন করে, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে 'ইহা' বলিয়া মানুষ যাহা উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

সেই 'নেতি' 'নেতি' আত্মা অগৃহ্য, তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, অশীর্য শীর্ণ হন না, অসঙ্গ আসক্ত হন না, অসিত ব্যথিত হন না—বৃ.উ. ৪।২।৪ ৪।৪।২২। তিনি স্থুল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহ (তরল) নহেন, ছায়া নহেন, তমো নহেন, (তিনি) অসঙ্গ, অরস, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনা, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অ-মুখ, মাত্রারহিত, অন্তরবহিত ও বাহ্যরহিত—বৃ. উ. ৩।৭।৮। অর্থাৎ কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তু বা গুণদ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না।

ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষাংশে (৮।১৩।১) যে ধ্যান ও জপের মন্ত্র আছে তাহা অনুধাবনযোগ্য—"আমি 'শ্যাম' (হৃদয়স্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা) হইতে শবল (নামরূপে প্রকটিত প্রকৃতিস্বরূপ ব্রহ্ম বা চিদ্-অচিদাত্মক ব্রহ্ম)কে প্রাপ্ত হই; এবং শবল হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ শ্যাম ও শবল উভয়ই ব্রহ্ম, তাহারা ব্রহ্মের দুই রূপ। এখন উপনিষদের তিনটি বাক্য বাক্যপ্রসঙ্গের সহিত উল্লেখ করিয়া এই পর্ব শেষ করিব—

(১) সোঽহম্ বা সোঽহমস্মি—আমিই তিনি, (অথবা তিনি অহম্ পরমাত্মা—র) এই বাক্যটি একটি মন্ত্রের অংশ মাত্র। মূলমন্ত্রটি ঈশোপনিষৎ ১৬, এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৫।১৫।১-এ আছে। অনুবাদ এই—হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য, হে প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মিসমূহ ব্যাহত (অথবা ব্যূহিত) কর, তেজ সংবরণ কর, তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা তোমার প্রসাদে দর্শন করিব। ঐ ঐ (আদিত্য মণ্ডলস্থ) যে পুরুষ তিনিই আমি (অথবা, তিনিই পরমাত্মা—র)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১০।৪) মন্ত্রে এই তত্ত্বই বলা হইয়াছে :—"যিনি এই পুরুষে (মানুষে), তিনি ঐ আদিত্যে। তিনি এক।" "এই পরিবর্তনশীল জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত জানিবে।"—ঈ. উ. ১। এই সকল বাক্য একই অর্থজ্ঞাপক।

(২) 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' (ছা. উ. ৩।১৪।১)। ইহাও একটি মন্ত্রাংশ। সমগ্র মন্ত্রটি এই—'এই সমস্ত (জগৎ)ই ব্রহ্ম, (কারণ) তাঁহা হইতে এই সমস্ত জাত হয়, তাঁহাতেই লীন হয়, এবং তাঁহাতে জীবিত থাকে [অথবা, জন্ম লয় ও স্থিতি তাঁহারই—র] তাঁহাকে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে'। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মময়। এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মের দুইরূপ—মূর্ত অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত ইত্যাদি (বৃ. উ. ২।৩।১) এবং তিনি শ্যাম ও শবল (ছা. উ. ৮।১৩।১)।

(৩) তত্ত্বমসি, (তুমিই তাহা বা তিনি) : এইটিও একটি বাক্যাংশ (ছা. উ. ৬।৮।৭)। পূর্ব এবং পরবর্তী মন্ত্রসমূহের সহিত সম্পূর্ণ মন্ত্রটি পাঠ করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইবে।—"শরীরের মূল জলে, জলের মূল তেজে, তেজের মূল 'সৎ'এ। **সকল প্রাণীরই 'সৎ'ই মূল' 'সৎ'ই আশ্রয়, 'সৎ'ই প্রতিষ্ঠা।** * * সেই যে এই অণিমা, (অর্থাৎ সৎ), এই সমস্ত (জগৎ) এতদাত্মক' (অর্থাৎ সদাত্মক)। তাহা সত্য। তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু 'তুমিই তাহা (তৎ ত্বম্ অসি)'।" 'তুমিই তাহা' কেন? কারণ 'সৎ'ই তোমার মূল; 'সৎ'ই তোমার আশ্রয়, 'সৎ'ই তোমার প্রতিষ্ঠা।

(২) **ব্রহ্ম সাধন** :—ব্রহ্মপ্রাপ্তির কি উপায়? ইহাকে দেব (ইন্দ্রিয়)গণ প্রাপ্ত হয় না—ঈ. উ. ৪। সেখানে চক্ষু গমন করে না, বাক্ গমন করে না"—কে. উ ১।৩। ইহার রূপকে কেহ চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না—ক. উ. ২।৩।৯, শ্বে. উ. ৪।২০। বাক্য দ্বারা, চক্ষু দ্বারা, মন[১] দ্বারা কেহ ইহাকে পাইতে পারে না—ক. উ ২।৩।১২। যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য, মনের[১] সহিত ফিরিয়া আসে—তৈ. উ. ২।৪।১, ২।৯।১। বিজ্ঞাতাকে

(১) অসংস্কৃত মন।

কিরূপে জানিবে—বৃ. উ. ২।৪।১৪। এই সকল বাক্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, এবং অসংস্কৃত মনের অগোচর। তিনি বিশ্বব্যাপ্ত ও বিশ্বাতীত, সুতরাং তিনি সাধারণ জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ যুক্ত সাধারণ জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। তবে কি তিনি একেবারে অজ্ঞেয়? না। আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এই সমস্ত (জগৎ) বিদিত হয়—বৃ. উ. ২।৪.৫।

কিরূপে জানিবে? তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর—তপস্যাই ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার—তৈ. উ. ৩।২।১)। (তপস্যা কি তাহা উপনিষৎ বলেন নাই। শংকর ব্যাখ্যা করেন—তপস্যা ব্রহ্ম-বিজ্ঞান সাধনা—বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমাধি, স্মৃতি বলেন মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই তপস্যা।) ব্রহ্মকে আত্মারূপে উপাসনা করিবে—বৃ. উ. ১।৪।৭। আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে—বৃ. উ. ১।৪।৮। মনের দ্বারাই ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য—বৃ. উ. ৪।৪।১৯। শংকর বলেন আচার্যের উপদেশ লাভ পুর্বক পরমার্থজ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত মন দ্বারা দ্রষ্টব্য। রংগরামানুজ বলেন ধ্যান সহায়ে বিশুদ্ধ মন দ্বারা প্রাপ্তব্য। কঠোপনিষৎ (২।৩।৯) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৪।১৭) বলেন "হৃদা মনীষা মনসা অভিক্লৃপ্ত[১]"—অর্থাৎ ব্রহ্ম, হৃদয় দ্বারা, মনের নিয়ন্তা দ্বারা এবং মনের দ্বারা প্রকাশিত হন। অন্যস্থানে (৩।১৩ ও ৪।২০) শ্বেতাশ্বতর বলেন হৃদা মনসা, (হৃদয়দ্বারা ও মনদ্বারা) দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়।

'জ্ঞান-প্রসাদ' দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইলে ধ্যায়মান সাধক সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে দর্শন করেন—মু. উ. ৩।১।৮ [রংগরামানুজ জ্ঞান অর্থ বলেন পরমাত্মা, শংকর বলেন নির্মল জ্ঞান]। আত্মাকে চিত্ত দ্বারা জানিতে হইবে—মু. উ. ৩।১।৯। তপস্যা, দম ও কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা (=ভিত্তি শ্রীঅ), বেদসমূহ ইহার সর্বাঙ্গ, সত্য (অথবা বেদ, বেদাঙ্গ ও সত্য) ইহার আয়তন—কে. উ. ৪।৮। যিনি বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) ও অবিদ্যা উভয়কে একত্র জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন—ঈ. উ. ১১।

---

(১) আচার্য শংকর অর্থ করিয়াছেন—হৃদয়স্থিত বুদ্ধি ও মনন দ্বারা। বুদ্ধি হৃদয়ে অবস্থিত তাহা বর্তমান বিজ্ঞান স্বীকার করে না। এখানে বাচনিক অনুবাদ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়, এই বাচনিক অনুবাদ অধিকাংশ মনীষী গ্রহণ করিয়াছেন।

আচার্য রাধাকৃষ্ণন দেখাইয়াছেন যে উপনিষদে ঐশ্বরিক কৃপার কথা আছে। সেই বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল—(ক) অণু হইতে অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর), মহান্ হইতে মহীয়ান্ আত্মা এই প্রাণিগণের হৃদয়গুহায় নিহিত। নিষ্কাম বীতশোক সাধক **ধাতার প্রসাদে** আত্মার (ঈশের—শ্বে. উ.) মহিমা দর্শন করেন—ক.উ. ১।২।২০, শ্বে. উ.—৩।২০। তপঃপ্রভাবে এবং **'দেবপ্রসাদে'** শ্বেতাশ্বতর ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন—শ্বে. উ. ৬।২০। এই আত্মা প্রবচন দ্বারা লভ্য নয়, মেধা দ্বারাও নয়, বহু (শাস্ত্র) শ্রবণ দ্বারা ও নয়। ইনি (=আত্মা) যাঁহাকে **বরণ** করেন, তাহা দ্বারা ইনি লভ্য, তাঁহার নিকট ইনি নিজের তনু (স্বরূপ) প্রকাশ করেন—ক.উ. ১।২।২৩ ও মু. উ. ৩।২।৩। অনিত্যের (পাঠান্তর নিত্যের) মধ্যে যিনি নিত্য, যিনি চেতনবান্দের মধ্যে চেতন, বহুর মধ্যে এক, যিনি কাম্যসমূহ (অথবা যিনি এক হইয়াও বহুর কাম্য সমূহ) **বিধান** করেন, যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্থ দর্শন করেন, তাঁহাদের শাশ্বত শান্তি লাভ হয়, অন্য কাহারও নয়—ক.উ. ২।২।১৩ এবং শ্বে. উ. ৬।১৩।

ব্রহ্মকে নানা প্রকারে উপাসনার বিধি আছে। উপরে মাত্র কয়েকটি উপাসনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির নানাপ্রকার ফলের কথা আছে। তাহাদের কোন আলোচনা করা হইল না। উপনিষদের অনুবাদ পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে।

(৩) **সৃষ্টিতত্ত্ব:** ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া ঋষিগণ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন।

এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মতত্ত্ব ঋষিদের সাধনালব্ধ জ্ঞান, সৃষ্টিতত্ত্ব তাহা নয়। উপনিষদে জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহার কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি দেওয়া হইল—

সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র ছিলেন—ঐ. উ. ১।১।১, বৃ. উ. ১।৪।১, ১১, ১৭। তিনি কামনা করিলেন 'আমি বহু হইব, প্রজাত হইব।' তিনি তপস্যা করিলেন, তিনি এই সমস্ত যাহা কিছু সমস্তই সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ করিলেন—তৈ. উ. ২।৬।১। এই আত্মা হইতেই আকাশ সম্ভূত হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি, হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধিসমূহ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ সম্ভূত হইয়াছে—তৈ. উ. ২।১।৩।

সৃষ্টি পূর্বে কিছুই ছিল না, অশনয়ারূপ সমস্ত মৃত্যুদ্বারা আবৃত ছিল। (তিনি) "আমি আত্মাবান্ হইব' এই চিন্তা করিয়া মন সৃষ্টি করিলেন। তিনি যখন অর্চনানিরত ছিলেন, তখন তাঁহা হইতে জল উৎপন্ন হইল। সেই জলে যে শর ছিল, তাহা কঠিনতা প্রাপ্ত হইল। সৃষ্টিকার্যে তিনি শ্রান্ত হইলেন, শ্রান্ত ও তপ্ত (আত্মা) হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল—বৃ. উ. ১।২।১-২। তিনি বাক্ ও মনের মিথুন হইতে সংবৎসর সৃষ্টি করিলেন—বৃ. উ. ১।২।৪।

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ 'অসৎ' (নাম ও রূপে অব্যাকৃত) ছিল। পরে 'সৎ' হইল অর্থাৎ জগৎ নাম ও রূপে প্রকাশিত হইল—ছা. উ. ৩।১৯।

এইরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্তমান যুগের শিক্ষিত মনকে সন্তুষ্ট করিবে না। সৃষ্টিতত্ত্ব ব্রহ্মবিদ্যার অংশ নয় এবং ঋষিগণ ইহা জীবনে সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করেন নাই। আচার্য শংকর ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম খণ্ডের আভাষ ভাষ্যে নিজেই প্রতিপক্ষের মত খণ্ডনের জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই—

অন্যত্র (অন্যশ্রুতিতে) আছে সর্বগত সর্বাত্মকের (ব্রহ্মের) কেশাগ্রমাত্র অপ্রবিষ্ট নাই (অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী, সকলের আত্মা এবং সর্বত্রই প্রবিষ্ট আছেন)। তখন পিপীলিকার গর্ত-প্রবেশের ন্যায় তিনি কি প্রকারে (মূর্ধা) সীমা বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিলেন? ইহা নিশ্চয়ই অতি সামান্য আপত্তি। এ বিষয়ে আরও বহু আপত্তি আছে—তিনি করণ(ইন্দ্রিয়-)হীন হইয়া ঈক্ষণ করিলেন, কোন উপাদান না লইয়া সৃষ্টি করিলেন, জল হইতে পুরুষ(পিণ্ড) উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে মূর্তন করিলেন, তাঁহার অভিধ্যান হইতে মুখাদি নির্ভিন্ন হইল, মুখাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি লোকপাল প্রদুর্ভূত হইলেন, তাঁহাদের সহিত ক্ষুধাতৃষ্ণার সংযোগ, তাহাদের আয়তনের প্রার্থনা, সেইজন্য গবাদি প্রদর্শন, তাহাদের আয়তনে প্রবেশ, সৃষ্ট অন্নের পলায়ন এবং বাগাদির তাহাকে গ্রহণেচ্ছা, এই সকল (মূর্ধা-) সীমা বিদারণ দ্বারা প্রবেশের ন্যায় (আপত্তিজনক)। এই সকল অসঙ্গত হউক (তাহাতে ক্ষতি কি?) না, ক্ষতি নাই এখানে **'আত্মাববোধ'** (অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি Knowledge of Atman or Self) মাত্র বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, সুতরাং এই সমস্তই অর্থবাদ (=স্তুতি, eulogy) সুতরাং কোন দোষ নাই।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে আচার্য শংকরও এই সৃষ্টি তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার মত মনে হয় যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত আর যাহা কিছু উপনিষদে

আছে, তাহা উপনিষদের মুখ্য বিষয় নয়, তাহারা গৌণ। এই বাক্যসমূহের বাচনিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব অনুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্ব এই রূপ—যেমন উর্ণনাভ স্বীয় তন্তু দ্বারা বিচরণ করে, যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সর্বপ্রাণ, সর্বলোক, সর্ব্বদেবতা সর্ব্বভূত উত্থিত হয়। তাঁহার উপনিষৎ সত্যের সত্য, প্রাণ সমূহই সত্য, ইনি তাহাদের সত্য—বৃ. উ. ২।১।২০। যেমন উর্ণনাভ (নিজ দেহ হইতে তন্তু ও জাল) সৃষ্টি করে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি সমূহ সম্ভূত হয়, যেমন সজীব পুরুষ হইতে কেশ ও লোম সম্ভূত হয় সেইরূপ অক্ষর হইতে বিশ্ব সম্ভূত হয়—মু. উ. ১।১।৭। এই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যে ব্রহ্ম জগতের কর্তা এবং উপাদান—He is both the efficient and material cause of the universe।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল ও মৃত্যুর পর গতি :

(ব্রহ্ম)বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব (=মোক্ষ) লাভ হয়—ঈ. উ. ১১। প্রতিবোধে যখন ব্রহ্ম বিদিত হন, তখন তিনি সম্যক্ বিদিত হন, তখন মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে; কে.উ ২।৪। ধীরগণ সর্বভূতে (ব্রহ্মকে) উপলব্ধি করিয়া অমৃত হন—কে. উ. ২।৫। মহান্ বিভু আত্মাকে জানিয়া 'ধীর' শোক করেন না (অর্থাৎ দুঃখাতীত হন) —ক. উ. ১।২।২২। সেই অনাদি অনন্ত ধ্রুবকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন— —ক. উ ১।৩।১৫, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন—ক. উ. ২।৩।৯। শ্বে. উ. ৩।৭, ৩।১০। ৪।২০। যিনি অক্ষরকে জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন, সর্ব মধ্যে প্রবেশ করেন (সর্বময় হন)—প্র. উ. ৪।১১। তাঁহারা সকলে পরামৃত হইয়া শেষ মৃত্যুকালে ব্রহ্মলোকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হন, তাঁহাদের পঞ্চদশ কলা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাতে (স্ব স্ব কারণে) গমন করে, সকল দেবতা (ইন্দ্রিয়) স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে গমন করে। কর্মসমূহ ও বিজ্ঞানময় (জীব) আত্মা সকলে পরম অব্যয় ব্রহ্মে একীভূত হয়—মু. উ. ৩।২।৬-৭। যাঁহারা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানেন তাঁহারা শাশ্বত সুখ প্রাপ্ত হন— শ্বে. উ. ৬।১২; আত্যন্তিক ভাবে শান্তি প্রাপ্ত হন—শ্বে. উ. ৪।১৪; সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন—শ্বে. উ. ১।৮, ২।১৫, ৪।১৬, ৫।১৪, ৬।১৩, মৃত্যুপাশ ছিন্ন করেন—শ্বে. উ. ৪।১৫। বীতশোক হন—শ্বে. উ. ২।১৪। কেবল ও আপ্তকাম হন—শ্বে. উ ১।১১। তাঁহার বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়—শ্বে. উ. ১।১০ এবং যোনিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হন— শ্বে. উ. ১।৭। ব্রহ্মবিদের আনন্দের পরিমাণ তৈ. উ. ২।৮।১-৫ বর্ণিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দশমখণ্ডে মৃত্যুর পর গতি সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মরূপ লোক প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। যাঁহারা ইষ্ট ও পূর্ত এবং দানাদি কর্ম অনুষ্ঠানে করেন, তাঁহারা ধূমযান পথে গমন করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং পুণ্যফল ভোগ করিয়া সেই পথেই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা 'রমণীয়' আচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা 'রমণীয়া' যোনি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যযোনি—প্রাপ্ত হন। যাহারা ইহলোকে কুৎসিত আচরণ করে তাহারা কুৎসিত যোনি—কুক্কুরযোনি বা শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি—প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা এই উভয় পথের কোন পথ দ্বারাই গমন করে না, তাহারা "জন্মগ্রহণ কর ও মরিয়া যাও" (এই প্রবাহে) পুনঃপুনঃ আবর্তনকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে—ইহা তৃতীয় পথ।

ইহলোকে শরীর পতনের পূর্ব্বে যদি কেহ ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ না হয়, তবে সৃষ্ট লোক সমূহে তাহাকে শরীর ধারণ করিতে হয়—ক. উ. ২।৩।৪। কৃতকর্ম ও শ্রুত অনুযায়ী কোন কোন দেহী শরীরগ্রহণের জন্য যোনি মধ্যে প্রবেশ করে, অপর কেহ স্থানুত্ব অনুগমন করে (অর্থাৎ স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হয়)—ক. উ. ২।২।৭। যে হেতু কর্মিগণ (কর্মফলের প্রতি) আসক্তিবশতঃ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, সেই জন্য কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাহারা অতুর হইয়া (স্বর্গ-লোক) হইতে বিচ্যুত হয়। মূঢ়গণ ইষ্ট ও পূর্তকে বরিষ্ঠ মনে করে এবং অন্য কোন শ্রেয় জানে না, তাহারা স্বর্গের পৃষ্ঠে সুকৃতির ফল ভোগ করিয়া এই লোকে বা হীনতর লোকে প্রবেশ করে—মু. উ. ১।২।৯-১০। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৪।৪।৬) এইরূপে এই সত্যটি প্রকাশ করিয়াছেন—ইহার (জীবের) লিঙ্গ (রূপ) মন, যাহাতে আসক্ত থাকে, (জীব) কর্মের সহিত তাহাতেই গমন করে। তাহা (সেই ফল)ই প্রাপ্ত হয়। ইহ লোকে ইনি (জীব) যাহা কিছু (কর্ম) করেন, (পরলোকে) তাহার কর্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া সেই লোক হইতে কর্ম্ম করিবার জন্য এই লোকে পুনরায় আগমন করে। কামনা যুক্ত [জীবের এইরূপ হয়]। এখন কামনাহীন [জীবের কথা বলা হইতেছে]—যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞ) তাহার প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহ উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

বাংলায় উপনিষৎ

ঈশোপনিষৎ

এই উপনিষৎ শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার শেষ অধ্যায় বলিয়া ইহাকে বাজসনেয়ী সংহিতোপনিষৎ বলা হয়। 'ঈশা' শব্দ এই উপনিষদের প্রথম শব্দ, সেই জন্য ইহাকে 'ঈশোপনিষৎ' বলা হয়। এই নামেই এই উপনিষৎ প্রসিদ্ধ। অন্যান্য সকল উপনিষৎই বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অংশ; কেবল মাত্র ঈশোপনিষৎ বেদের সংহিতার অংশ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে গদ্যে লিখিত উপনিষৎসমূহ, পদ্যে লিখিত উপনিষৎ-সমূহ অপেক্ষা প্রাচীন এবং বৃহদারণ্যক উপনিষৎ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার্ণব বলেন যে ঈশোপনিষৎ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিষৎ, কারণ ইহা যজুর্বেদ-সংহিতার অংশ। ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে বেদের সংহিতা অংশ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অপেক্ষা প্রাচীন। যদি তাহা হয়, তবে ঈশোপনিষৎ বেদের সংহিতার অংশ বলিয়া সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে পদ্যে লিখিত উপনিষৎ সমূহের মধ্যে এই উপনিষৎ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

এই উপনিষৎখানি প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইল কারণ ইহা একমাত্র সংহিতোপনিষৎ এবং আমাদের ঐতিহ্য অনুসারে এই উপনিষদের নাম প্রথম করা হয়, এবং ভাবগৌরবে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট উপনিষৎসমূহের অন্যতম। মাত্র আঠারটি মন্ত্রে উপনিষদের মূলতত্ত্ব এবং শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এক ও বহু, জ্ঞান ও কর্ম প্রভৃতি আপাতবিরুদ্ধ বিষয়সমূহের অপূর্ব সমন্বয়, আমরা এখানে আমরা প্রাপ্ত হই।

এই উপনিষদের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেন 'যখন এই মন্ত্রের সাহায্যে আমি গীতা অধ্যয়ন করি বা গীতার সাহায্যে এই মন্ত্রের অনুধ্যান

করি, তখন আমি বুঝিতে পারি গীতা এই মন্ত্রের ভাষ্য।······আমি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যদি সমস্ত উপনিষদাবলী ও সমস্ত শাস্ত্রাদি অকস্মাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায় আর শুধু এই মন্ত্রটি রক্ষা পায়, তাহা হইলে এই মন্ত্রটির জন্য হিন্দুধর্ম হিন্দুদের মনে চিরদিন সজীব হয়ে থাকবে।' (১)

আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেন "এই উপনিষৎ শিক্ষা দেয় যে সাংসারিক জীবন ও ভগবানে অর্পিত জীবন পরস্পর বিরোধী নয়"। (২)

আচার্য শংকর, মধ্ব ও রামানুজপন্থী নারায়ণ এই উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Isha Upanishad এবং আচার্য রাধাকৃষ্ণন তাঁহার Principal Upanishads-এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সারাংশ এখানে সন্নিবেশিত হইল। রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতনে" কয়েকটি মন্ত্রের এবং মহাত্মা গান্ধী প্রথম মন্ত্রটির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহা হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হইয়াছে, কিন্তু এই উপনিষদের ভাবপ্রকাশের জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সার্ উলিয়াম্ জোন্স (Sir William Jones) ১৭৯৯ খৃঃ অঃ এই উপনিষৎখানি ইংরেজী ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন।

(১) হরিজন, কুইলনে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে প্রদত্ত অভিভাষণ হইতে অনুবাদ।
(২) Radha-krishnan—Principal Upanishads. পৃঃ ৫৫৬

ঈশোপনিষৎ

শান্তিপাঠ *

ওম্[১], উহা[২] পূর্ণ[৩], ইহা[৪] পূর্ণ,
পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্‌গত হন[৫],
পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও
পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে[৬]।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ভাবার্থ—ব্রহ্ম জগদতীত (transcendent) এবং জগদ্‌ব্যাপী (**immanent**); জন্ম বা সৃষ্টি ব্রহ্মের একত্বের কোন পরিবর্তন করে না—রা।

(১) ওম্ (বেদে ওঁ লিখিত হইয়াছে)—জগৎ ইহাতে 'ওত' (বোনা হইয়াছে—woven) সেইজন্য তিনি 'ওম্'—'র'. (মা.উ. ভাষ্য)। সমস্ত (জগৎ) যাহা দ্বারা ওত (পরিব্যাপ্ত), তিনি ওম্—ম. (মা. উ. ভাষ্য)। সকল গুণ বিষ্ণুতে ওত বলিয়া তিনি ওম্—ম. (বৃ.উ. ভাষ্য)। অব্ ধাতু (রক্ষা করা) মন্ প্রত্যয়—(রক্ষাকর্তা)—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ছা. উ.)। ওম্ পরমাত্মার নিকটতম 'নাম', এই নাম প্রয়োগে তিনি প্রসন্ন হন—শ—(ছা. উ.)। ওম্ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝায়, এবং তাঁহাকে উপাসনা করা হয়। ওম্ আবার ব্রহ্মের প্রতীক। বিভিন্ন উপনিষদে ওম্ শব্দের ব্যাখ্যা আছে-ছা. উ. ২।২৩।২-৩, তৈ. উ. ১।৪।১, ১।৮।১, ১।২।১৫-১৭, প্র. উ. ৫।২, মা. উ. ১, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, দ্রষ্টব্য।

(২) উহা—(পরোক্ষ বাচক সর্বনাম)—পরব্রহ্ম পূর্ণ, আকাশের ন্যায় ব্যাপক, নিরন্তর ও নিরুপাধিক—শ। ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণ-রূপ ব্রহ্ম—দু। সর্বাতীত (transcendent) ব্রহ্ম—রা। 'মূল রূপ' 'পরমরূপ' (বিষ্ণু)-ম। পরোক্ষ লোক—র।

(৩) পূর্ণ-সর্বব্যাপী, যাহা কোন কিছু দ্বারা খণ্ডিত (limited) নয়—শ। full—রা; infinite—মা। অনন্ত-রূপ—বসন্তকুমার। ব্যাহৃতিরূপী বেদ দ্বারা পূর্ণ বা ব্যাপ্ত—না।

---

* মূল মন্ত্রটি পরিশিষ্টে 'ক' (১)এ প্রদত্ত হইল। বৃ. উ. ৫।১।১এ এই মন্ত্র আছে।

(৪) ইহা—নামরূপে প্রকাশিত সোপাধিক ব্রহ্ম—শ। ইহলোক—র। 'অবতাররূপ'—ম। কার্যাত্মক জগদ্রূপ ব্রহ্ম—দু। সর্বব্যাপী (immanent) ব্রহ্ম—রা।

(৫) অর্থাৎ কারণাত্মক (cause) ব্রহ্ম হইতে কার্যাত্মক (effect) ব্রহ্ম (জগৎ) উৎপন্ন হয় - বসন্তকুমার। ব্যাহৃতি লোকসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ—(উদ্গত = ঊর্ধ্বগত = শ্রেষ্ঠ)—র। 'পরমরূপ' হইতে অবতার হন—ম।

(৬) অর্থাৎ কার্যাত্মক ব্রহ্মের (জগতের) পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পরব্রহ্ম বা কারণাত্মক ব্রহ্ম পূর্ণই থাকেন—শ। অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত জগৎ গ্রহণ করিলেও, অনন্ত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন—বসন্তকুমার। ওম্ দ্বারা ব্যাহৃতি ব্যাপ্ত, লোকসমূহ ব্যাহৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত। লোকসমূহ হইতে ব্যাহৃতি গ্রহণ করিলেও ওঙ্কার অবশিষ্ট থাকে—না। পরমরূপ যখন অবতাররূপ পূর্ণকে গ্রহণ করেন, তখন পূর্ণপরমরূপই অবশিষ্ট থাকেন—ম।

(৭) **সংক্ষেপে আচার্যদের ব্যাখ্যা এই—**

শংকর—পরব্রহ্ম অনন্ত, এই বিশ্বও অনন্ত; অনন্ত বিশ্ব অনন্ত পরব্রহ্ম হইতে উদ্গত হয়। অনন্ত বিশ্ব অনন্ত পরব্রহ্ম হইতে গ্রহণ করিলেও অনন্ত পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

রংগরামানুজ—ওম্ (ব্রহ্ম) দ্বারা বেদরূপী সপ্তব্যাহৃতি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, ব্যাপ্ত। এই সপ্ত ব্যাহৃতি আবার সপ্ত লোক—ইহ এবং পরোক্ষ—ব্যাপ্ত করিয়া আছে। লোক, ব্যাহৃতি ও ওম্ তিনই পূর্ণ। পূর্ণ লোক হইতে পূর্ণ ব্যাহৃতি গ্রহণ করিলে পূর্ণ ওম্ অবশিষ্ট থাকেন।

মধ্ব—পরমরূপ বা মূলরূপ (বিষ্ণু) পূর্ণ। অবতাররূপও পূর্ণ। সেই অবতার রূপ মূলরূপ বা পরম-রূপ হইতে উদ্গত হন। যখন পরমরূপ অবতার রূপকে গ্রহণ করেন, তখন পূর্ণ পরমরূপই অবশিষ্ট থাকেন।

(৮) তিনবার শান্তি শব্দ উচ্চারণ করা হয়, কারণ ইহা দ্বারা তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক (শারীরিক ও মানসিক), আধিদৈবিক (দেবতা বা প্রকৃতি সম্বন্ধী যেমন বজ্রপতন), এবং আধিভৌতিক (যেমন হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ)—শান্তি প্রার্থনা করা হয়।

ঈশোপনিষৎ

(ঈশ্বর, জগৎ ও জীবনের নিয়ম)

* এই জগতে যাহা কিছু পরিবর্তনশীল (পদার্থ) আছে,
সেই সমস্তই ঈশ্বরের[১] দ্বারা পরিব্যাপ্ত জানিবে[২],
সেই ত্যাগের (অথবা তাঁহার দানের) দ্বারা ভোগ করিবে[৩],
কাহারও ধনে[৪] আকাঙ্ক্ষা করিও না।
অথবা[৫] আকাঙ্ক্ষা করিও না, ধন আবার কাহার[৬] ?

ঈ. উ. ১

(১) ঈশ্বরের দ্বারা (মূলে আছে ঈশা, ঈষ্টে শাসন করে, সেই জন্য ঈট্ তাঁহা দ্বারা) পরমাত্মা পরমেশ্বর সকলের ঈশিতা (নিয়ন্তা) তিনি সর্ব জীবের অন্তরাত্মারূপে অবস্থান করিয়া জগৎ শাসন করেন—শ। সর্বনিয়ন্তা—না।

(২) পরিব্যাপ্ত জানিবে—মূলে আছে বাস্যম্-আচ্ছাদনীয়—শ। সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদনীয়—শ. গ। বসনীয়, ব্যাপ্য—না; (ঈশ্বরের) আবাসের যোগ্য—ম; এই জগৎ সর্বজ্ঞ ও শাসনকারী আত্মার আবাসস্থান—শ্রীঅ। ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও আচ্ছাদিত, জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নয়, জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—রা; সমাবৃত জানিবে—রবীন্দ্রনাথ।

(৩) ত্যাগের বা দানের দ্বারা ভোগ—মূলে আছে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা': ত্যাগ=পুত্র, বিত্ত ও সংসারের এষণা (আকাঙ্ক্ষা) ত্যাগ। ভোগ করিবে—আত্মাকে পালন (উপলব্ধি) করিবে—শ; ব্রহ্মানন্দ-অনুভব-বিরোধী বিষয় ও দেহাভিমান ত্যাগ; ভোগ করিবে, ভগবদ্ উপসনার জন্য ও দেহধারণ করিবার জন্য যে অন্নপানাদি প্রয়োজন তাহাই ভোগ করিবে—না। তেন—তাঁহার—পরমেশ্বর দ্বারা, ত্যক্তেন—দত্তেন, ভুঞ্জীথাঃ—ভোগ কর, পরমেশ্বর যাহা দান করেন, তাহাই ভোগকর—ম। এখানে যে ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে তাহা বাধ্যতামূলক নৈতিক আত্মত্যাগ বা দৈহিক ত্যাগ নয়, ইহা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও আমিত্বের বোধ হইতে আত্মার পরিপূর্ণ মুক্তি; ভোগ কোনও বস্তুকে ভোগ নয়, সমগ্র বিশ্বকে ভোগ; আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া, 'আমিত্ব'কে অতিক্রম করিয়া, আমরা বিশ্বজগৎকে এক বিশ্ব সত্তাতে

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২) দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত হই—ইহাই ভোগ—শ্রীঅ। "এই ত্যাগ নিজকে রিক্ত করার জন্য নয়, নিজকে পূর্ণ করবার জন্যই, ত্যাগ মানে আংশিক ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য; অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তি দ্বারা নয়"—রবীন্দ্রনাথ শা. নি. ২।৪।১৯

(৪) কাহারও ধনে—নিজের বা অপরের ধনে—শ।

(৫) শঙ্কর শেষ ছত্রের দুই প্রকার অর্থ সম্ভব মনে করেন, সেই জন্য দুই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৬) **বিভিন্ন মনীষীর সম্পূর্ণ মন্ত্রের ব্যাখ্যা—**

(ক) **শংকর**—পরমেশ্বর সকলের পরমাত্মা; তিনি অন্তরাত্মারূপে জীব ও জগৎকে শাসন করেন। 'আমিই আত্মারূপে এই সমগ্র জগৎ'; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা। এই মিথ্যা জগৎকে পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া আত্মাকে পালন করিবে, অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে। এই মন্ত্র আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দিয়াছে। এই মন্ত্রের বিধান সন্ন্যাসীর জন্য, গৃহীর জন্য নয়।

(খ) **রামানুজপন্থী নারায়ণ**—সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর দ্বারা এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এবং এই বিশ্ব তাঁহার অধীন, এই সত্য চিন্তা করিবে। তাহা হইলে মুক্তির ইচ্ছা ও বৈরাগ্য আসিবে। ব্রহ্মানন্দ-বিরোধী, ক্ষণস্থায়ী, ও 'দুঃখ মূল' বিষয় ও দেহাভিমান ত্যাগ করিবে। দেহধারণের জন্য এবং ভগবদ্-উপাসনার জন্য যতটুকু অন্নপানাদি প্রয়োজন তাহাই ভোগ করিবে। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। ('জগৎ মিথ্যা এবং এই মন্ত্র সন্ন্যাসীদের জন্য' রামানুজ বা নারায়ণ, শঙ্করের এই মত গ্রহণ করেন নাই।)

(গ) **মধ্বাচার্য্য**—প্রকৃতি অচলা, ঈশ্বর প্রকৃতিতে বাস করেন এবং জগৎকে সচল করেন। প্রকৃতিকে প্রবৃত্ত করাইবার (for evolution) জন্য বিষ্ণু (যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন) প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রবৃত্তি বিষ্ণুর অধীন বলিয়া সকল পদার্থই তাঁহার, বলা হয়। তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাই ভোগ কর, অন্যের নিকট ভিক্ষা করিও না।

(ঘ) **শ্রীঅরবিন্দ**—শংকর বলেন শুদ্ধ ব্রহ্ম দর্শন দ্বারা আমাদের এই মিথ্যা বাস্তব বিশ্বের অস্তিত্ববোধ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, এই

মন্ত্রটি এই উপনিষদের অন্যান্য শিক্ষার বিরুদ্ধ হয়। এই উপনিষৎ শিক্ষা দেয় আপাত-বিরুদ্ধ বিষয়ের সমন্বয়—যেমন ঈশ্বর ও জগৎ, ত্যাগ ও ভোগ, কর্ম ও অন্তরের স্বাধীনতা, এক ও বহু, সত্তা ও বিকাশ, নিষ্ক্রিয় ঐশ্বরিক অব্যক্তিত্ব ও সক্রিয় ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যা, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি, এবং পার্থিব জীবন ও অমরত্ব।

আমরা নিজেকে জগৎ ও ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন মনে করি। এই বোধ হইতে আমাদের আমিত্ব বোধ বা অহমিকা উৎপন্ন হয়। তাহার ফলে আমরা বিশ্বের সহিত বা ঈশ্বরের সহিত ঐক্য (harmony) বা একত্ব (unity) বোধ করি না, এবং এই বিশ্ব যে ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাহা উপলব্ধি করি না। সুতরাং যাহা আমাদের নাই, সেই সব সসীম বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি, এবং তাহা ভোগ করিতে চাই। এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের বন্ধনের ও সকল দুঃখের কারণ হয়।

যখন আমরা উপলব্ধি করিব যে, ঈশ্বরের দ্বারা এই চরাচর পরিব্যাপ্ত, তখন আমরা বিশ্বের সহিত ও ঈশ্বরের সহিত ঐক্য অনুভব করিব, আমরা অসীমকে পাইব, তখন আমাদের সসীম বস্তুর আকাঙ্ক্ষা দূর হইবে। ফলে আমরা বিশ্বকে ও ঈশ্বরকে অখণ্ডভাবে পাইব; আমিত্ব-বোধের অতীতে যাইয়া এবং পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া আমরা সমগ্র বিশ্বকে এক বিশ্বাত্মার মধ্যে পাইব। ত্যাগবুদ্ধি (renunciation) না হইলে জগৎ উপভোগ সম্ভবপর হয় না।

(ঙ) **রবীন্দ্রনাথ**—"যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য্য চন্দ্র তারা নিয়মিত, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন ইহা উপলব্ধি করো। সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। * * অজস্রধারায় সেই আনন্দ সেই প্রেম প্রবাহিত। ভোগ কর, আনন্দে ভোগ কর। মা গৃধঃ, মনের ভিতরে কোন কলুষ, কোন লোভ না আসুক। পাপের, লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক্।"

(চ) **মহাত্মা গান্ধী**—এই মন্ত্রটিকে আমি এই ভাবে অনুবাদ করিতে চাই—

এই বিশাল বিশ্বে যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়,
তাহা সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।
(ইহাকে) ত্যাগ কর, (ইহাকে) ভোগ কর।

(আর একভাবে অনুবাদ করা যায় অর্থ অবশ্য একই থাকে)
তোমরা তাহাই ভোগ কর, তিনি যাহা তোমাদের দেন।
অপর কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই :—পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে—বস্তুই হোক্ আর প্রাণই হোক্—ভগবান্ই সে সব কিছুর স্রষ্টা এবং প্রভু এবং তিনিই সব কিছু পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। মন্ত্রটির শেষ তিনটি অংশ প্রথম অংশটি হইতে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত। যদি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং তিনিই আমাদের স্রষ্টা, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে, আমরা এমন কিছু ভোগ করিতে পারি না, যাহা তাঁহার দান নয়।

আর যদি মনে রাখি যে, সকলেই তাঁহার সন্তান, তাহা হইলে অন্য কাহারও ধনে লোভ করা যায় না। যদি আমি মনে করি যে, আমি তাঁহার অসংখ্য সৃষ্ট জীবের অন্যতম, তাহা হইলে সব কিছু তাঁহার পায়ে সমর্পণ করা উচিত মনে হইবে। ইহার অর্থ—এই ত্যাগ এক নব-জন্মের সূচনা। ইহাই যথার্থ 'দ্বিজ' হওয়া। এই ত্যাগ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় করিতে হইবে—অজ্ঞানে নয়। এই ত্যাগ আমাদের জীবনে নবীনতা আনয়ন করে।

যাঁহাকে দেহ ধারণ করিতে হয়, তাঁহার নিজের দেহকে অন্ন বস্ত্র দিতে হইবে। সুতরাং ত্যাগী চাহিবেন সেই কাজ করিতে যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। তাঁহার যাহা প্রয়োজনীয় তাহা তিনি ঈশ্বরের নিকটেই চাহিবেন, এবং তাঁহার ত্যাগের ফলস্বরূপ তাহা স্বাভাবিকভাবেই লাভ করিবেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া মন্ত্রটিকে শেষ করা হইয়াছে—'অন্যের ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না'—এই নির্দ্দেশ দ্বারা। এই নির্দ্দেশ যে মুহূর্ত্তে আমরা গ্রহণ করিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা বিশ্বের বিজ্ঞ নাগরিক হইব ;—যত প্রাণ আছে, তাহার কোনটির সঙ্গে আর আমাদের বিরোধের সম্ভাবনা থাকিবে না। পৃথিবীতে বা মৃত্যুর পরপারে সব আকাঙ্ক্ষা ইহাতে মিটিবে। (কুইলনে প্রদত্ত অভিভাষণের আংশিক ভাবানুবাদ—হরিজন ১৯৩৭)।

এই মন্ত্রটিতে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা, শাসক এবং প্রভু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে মন্ত্রদ্রষ্টা কবির নিকট এই মন্ত্রটি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখা যায় —এই কথা বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন নাই ; তিনি আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর যখন সমস্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত, তখন কিছুই তোমার সম্পত্তি নয়—তোমার শরীরও নয়। তোমার যাহা কিছু আছে, পরমেশ্বরই তাহার অবিসংবাদিত প্রভু।'

(কর্ম ও পার্থিব জীবনের সমর্থন)

(মানুষ) ইহ লোকে কর্ম[৭] করিয়াই[৮]
শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে।
এইরূপে—ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই—
(যাহাতে) নর(রূপী) তুমি, কর্মে[৯] লিপ্ত
হইবে না[১০]। ঈ. উ. ২

এই মন্ত্রে আমি পাই—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, যাহা কেবল মানব জাতিরও মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সমগ্র জীব জগতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই মন্ত্রে এই আমি পাই ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস *** ঈশ্বরের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, এবং এই বিশ্বাস আমি পাই যে তিনি আমার ও তোমাদের প্রতি তন্তুতে পরিব্যাপ্ত। এই মন্ত্র হইতে আমি পাই, সকল প্রাণীর সমত্বের তত্ত্ব। এই মন্ত্রে সকল দার্শনিক সাম্যবাদীদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে। এই মন্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে যাহা ঈশ্বরের সম্পত্তি, তাহা আমি নিজের বলিয়া রাখিতে পারি না, আমার জীবন এবং এই মন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জীবন হইবে পরার্থে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত জীবন। তাঁহাদের জীবন হইবে সকল মানবের অবিশ্রান্ত সেবার জন্য নিবেদিত জীবন। (কোট্টায়ামে প্রদত্ত বক্তৃতার আংশিক ভাবানুবাদ—হরিজন ১৯৩৭)।

(৭) কর্ম—শাস্ত্রবিহিত কর্ম—শ। নিত্য নৈমিত্তিক **নিষ্কাম** কর্ম—না। (নিত্য কর্ম—সন্ধ্যা-বন্দনাদি, নৈমিত্তিক কর্ম—শ্রাদ্ধাদি), সাধারণ কর্ম ও পুজা—ম। পার্থিব জীবনের কর্ম ও পার্থিব জীবন সম্যক্ গ্রহণ—শ্রীঅ।

(৮) কর্ম করিয়াই—কর্ম হইতে কখনও বিরত না হইয়া—শ্রীঅ।

(৯) কর্ম—অশুভ কর্ম—শ। যে কোন কর্ম—না। পাপ কর্ম—ম।

(১০) মনীষীদের ব্যাখ্যা—

(ক) **শ্রীঅরবিন্দ**—ব্রহ্ম কর্ম দ্বারাই নিজকে পূর্ণ করেন, সেইরূপ মানুষ কর্ম করিয়াই নিজকে এই দেহে পূর্ণ করিতে পারে। এই পার্থিব জগতে কর্ম ও পার্থিব জীবনকে সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করা জীবনের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয়। কর্মে আবদ্ধ না হওয়ার পথ নিষ্কর্মতা নয়—কর্মের সহিত নিজকে একীভূত না করিয়া কর্ম করা।

অবিশ্বাসীর গতি

* 'অসুর্য' (পাঠান্তর—অসূর্য্য)[১১] নামে লোকসমূহ,
অন্ধ তমঃ[১২] দ্বারা আবৃত।
যাহারা আত্মহা[১৩] মানুষ
তাহারা (ইহলোক হইতে) প্রয়াণ করিয়া, সেখানে গমন করে।
ঈ. উ. ৩

(খ) **শংকর**—যাঁহারা পরমাত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা আত্মজ্ঞ নহেন এবং গৃহী এই মন্ত্রের বিধান তাঁহাদের জন্য। তাঁহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিলে, তাঁহাকে অশুভ কর্মে লিপ্ত হইতে হইবে না।

(গ) **নারায়ণ**—সকলেই—ব্রহ্মবিদ্‌ও—যাবজ্জীবন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম নিষ্কামভাবে, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, করিবেন, এবং শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেন। কর্ম ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ এবং ব্রহ্মলাভের সহায়ক। কর্ম কখনও পরিত্যাগ করিবে না, নিষ্কাম কর্ম সংসার-বন্ধনের কারণ হয় না।

(ঘ) **মধ্ব**—কর্ম না করিলে পাপ মানুষকে আশ্রয় করে। ভগবানের পুজা না করিলে অজ্ঞান ব্যক্তি পাপী হয় এবং কর্ম না করিলে জ্ঞানীর আত্মানুভূতির আনন্দ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী কর্মের দোষ হইতে মুক্ত হইলেও, কর্ম না করিলে তিনি পাপী হন। কর্ম সকলেরই কর্তব্য।

(১১) অসুর্য লোক—অসুরদের নিজস্ব লোক—শ ও না। যেখানে অসুরেরা বাস বা গমন করে, সেখানে 'সু' ও 'র' (সুখ) নাই—ম। অসুর কাহারা? পরমাত্মার জ্ঞানহীন—শ; অসুরস্বভাবাপন্ন—না; অ-সু-র [সু ও র (=সুখ) রহিত—ম। শ্রীঅরবিন্দমতে পাঠ 'অসূর্য'। তিনি বলেন বৈদিক যুগে সূর্যকে জ্ঞান-জ্যোতির প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইত। সুতরাং অসূর্য অর্থ 'অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত'।

(১২) অন্ধতমঃ—আত্মজ্ঞানহীন অজ্ঞানরূপ তমঃ—শ; অতি গাঢ় অন্ধকার—না; blinding darkness—রা; blind gloom—শ্রীঅ।

(১৩) আত্মহা (মূলে আছে আত্মহনঃ জনাঃ)—আত্মাকে যাহারা হনন করেন,

* এই মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বৃ. উ. ৪।৪।১১ মন্ত্রে আছে।

ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত (মন্ত্র ৪—৮)

আত্মা নিষ্কম্প[১৪] ও 'এক'[১৫]
(অথচ) মন অপেক্ষা বেগবান্[১৬]
পূর্বগামী ইঁহাকে দেবগণ প্রাপ্ত হয় না[১৭]
তিনি স্থির থাকিয়াও অপর ধাবমানদের অতিক্রম করেন[১৮]
তাঁহাতে[১৯] মাতরিশ্বা[২০] অপ্ সমূহ[২১] ধারণ করেন[২২] ।
ঈ. উ. ৪

আত্মা অমর সুতরাং আত্মাকে হনন করা যায় না। তবে তাহারা কে? অবিদ্যা (অজ্ঞানতা)-বশতঃ আত্মা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যাহারা আত্মার জ্ঞান, তাঁহার অজরত্ব, অমরত্ব প্রভৃতি অনুভব করিতে অক্ষম, তাহাদের নিকট আত্মা যেন নিহত বা তিরোহিত। এই সাধারণ অজ্ঞব্যক্তিকে আত্মহা বলা হইয়াছে—শ; ব্রহ্মজ্ঞানহীন—না; যাহারা ভ্রান্ত পদ্ধতিতে ঈশ্বরারাধনা করে—ম। যাহারা গভীর অজ্ঞানতায় স্বেচ্ছায় অবস্থান করে, যাহারা আত্মার পূর্ণতা প্রাপ্তির পথ হইতে আত্মাকে বলপূর্বক বিপথগামী করে, যাহারা আত্মার বিকাশগতিকে ব্যাহত করে, তাহারা আত্মহা—শ্রীঅ।

(১৪) নিষ্কম্প মূলে আছে 'অনেজৎ'—কম্পন, চলন; স্ব-অবস্থা-প্রচ্যুতি যাহার নাই—শ; যাহা কম্পমান হয় না—না; তিনি অভয় বলিয়া নিষ্কম্প—ম।

(১৫) এক—সর্বভূতে তিনি এক—শ, প্রধানতম—না ও ম।

(১৬) মন অপেক্ষা বেগবান্—মনন দ্বারা মন মুহূর্ত্তমধ্যে যে কোন স্থানে যাইতে পারে। আত্মার চৈতন্য-জ্যোতি সর্বব্যাপী। মন যেখানে গমন করে, সর্বব্যাপী আত্মার চৈতন্য-জ্যোতি পূর্বেই সেখানে আছে, সুতরাং আত্মা নিষ্কম্প হইয়াও মন অপেক্ষা বেগবান্—শ; বেগবান্ মন হইতে আত্মা বেগবত্তর, বস্তুতঃ তিনি কম্পিত হন না, গমন করেন না, তিনি বিভু বলিয়া সর্বত্র আছেন—না।

(১৭) দেবগণ=ইন্দ্রিয়গণ—শ ও রা; স্বর্গের দেবগণ—না, ম ও শ্রীঅ। মূলে আছে 'ন এনৎ দেবাঃ আপ্নুবন্ পূর্বম্ অর্ষৎ'—(ক) ইঁহাকে দেব (=ইন্দ্রিয়) গণ প্রাপ্ত হয় না, (কারণ ইনি) পূর্বগামী; আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ

তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়া পূর্বগামী, ইন্দ্রিয়গণ যেখানেই যায় আত্মা যেন পূর্বেই সেখানে গিয়াছেন—(অর্ষৎ=গমন করা)—শ। (খ) দেবগণ ইহাকে প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ দেবগণ সম্যক্‌ভাবে ইহাকে জানিতে পারেন না। তিনি পূর্বেই—অনন্তকাল হইতেই সমস্ত জানেন (অর্ষৎ=জানা)—ম। (গ) যদিও ব্রহ্ম দেবগণকে পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (অর্ষৎ=প্রাপ্ত হওয়া), তথাপি দেবগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন না (অর্থাৎ জানেন না)। দেবগণ ব্রহ্মে অবস্থান করেন, এই অর্থে ব্রহ্ম দেবগণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আচার্যোপদেশের অভাবে ও কর্মদ্বারা জ্ঞান সঙ্কুচিত হওয়ায় ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ দেবগণ জানেন না—না।

(১৮) ব্রহ্ম যদিও স্থির, তিনি সর্ব্বভূত ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সুতরাং সকল ধাবমানকে তিনি অতিক্রম করেন—শ, ম ও না।

(১৯) তাঁহাতে—নিত্য চৈতন্য-স্বভাব আত্মাতে—শ ; সর্বাবাস পরমাত্মাতে—না।

(২০) মাতরিশ্বা—(মূলে এই শব্দই আছে)=বায়ু—না ; সর্ব-প্রাণ-ধারণকারী ক্রিয়াত্মক হিরণ্যগর্ভ (যাঁহাকে সূত্রাত্মা বলা হয়) যাঁহাতে সর্বভূত ওতপ্রোত —শ, মরুৎ=প্রাণ—ম। ঐশ্বরিক প্রাণশক্তি—শ্রীঅ।

(২১) অপ্ সমূহ (অপ্=জল)-কর্মসমূহ, শুধু, প্রাণিগণের চেষ্টাজনিত কর্ম-ই নয়, অগ্নি, আদিত্য ও পর্জন্যাদির দহন, প্রকাশ বর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত কর্ম সমূহও। (বৈদিক কর্মসকল ঘৃত, দুগ্ধ, সোমরস প্রভৃতি তরল পদার্থ দ্বারা সম্পাদিত হইত বলিয়া তাহাদিগকে অপ্ বলা হইয়াছে)—শ। অপ্ শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত মেঘ, গ্রহ, নক্ষত্র তারকা প্রভৃতি—না; প্রাণিগণের কর্ম সমূহ—ম, সপ্ত শক্তি—শ্রীঅ।

(২২) তাঁহাতে মাতরিশ্বা অপ সমূহ ধারণ করেন=(ক) ব্রহ্মে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ সমস্ত কর্ম সমূহ ধারণ বা বিভাগ করেন—শ। (খ) সর্বাধার ও সর্বেশ্বর দ্বারা বিধৃত বায়ু, মেঘ ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি ধারণ করেন—না। সকল কর্ম প্রাণ হইতে সম্ভূত, মরুৎ সেই সকল কর্ম তাঁহাতে স্থাপন করেন—ম। শ্রীঅরবিন্দ বলেন বেদে ঐশ্বরিক প্রাণশক্তিকে মাতরিশ্বা বলা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদে অপ্‌কে সপ্তনদী বা সপ্ত পোষণকারী গাভী বলা হয়। অপ্ শব্দ দ্বারা বিশ্বের সাতটি শক্তি বুঝায়। এই শক্তিগুলির মধ্যে তিনটি নিম্নস্তরের—ভৌতিক (Physical), প্রাণ-সম্বন্ধী (Vital) এবং মানসিক (mental), আর চারিটি উচ্চস্তরের—ঐশ্বরিক সত্তা (Divine Being), ঐশ্বরিক চিৎ ও ইচ্ছাশক্তি (Divine Conscious-

* তিনি চলেন, (অথচ) চলেন না,[২৩]
তিনি দূরে (আবার) তিনিই নিকটে[২৪]
তিনি এই সকলের অন্তরে,
আবার তিনি সকলের বাহিরেও[২৫] [২৬] ঈ. উ. ৫ ।

ness & Will), ঐশ্বরিক আনন্দ (Divine Bliss) এবং ঐশ্বরিক সত্য (Divine Truth)। (এই ধারণার উপরই সপ্ত লোক,—ভূঃ, ভুঃ, স্বঃ, মঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক-সম্বন্ধে মতবাদ স্থাপিত)। বৈদিক ঋষিরা অপ্ শব্দ দ্বারা এই সাতটি শক্তিকে বুঝিতেন ; সেই অর্থেই এখানে অপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে অর্থ এই—ব্রহ্মেই ঐশ্বরিক প্রাণশক্তি এই সপ্ত শক্তিকে ধারণ ও পরিচালন করেন।

(২৩) মূলে আছে—তৎ এজতি তৎ ন এজতি—তিনি চলেন, তিনি চলেন না—তিনি স্বরূপতঃ অচল, কিন্তু যেন মনে হয় তিনি চলেন। এই চলন তাঁহার মায়া—শ। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সুতরাং মনে হয় তিনি চলেন—না। মধ্বের মতে এজতি=কম্পিত হওয়া। তাঁহার মতে অর্থ এই—সকলে তাঁহার ভয়ে কম্পিত, তিনি কাহার ভয়ে কম্পিত নন।

(২৪) অজ্ঞানীদের পক্ষে ব্রহ্ম অতিদূরে, জ্ঞানীদের তিনি নিকটে, কারণ জ্ঞানীরা তাঁহাকে আত্মারূপে অনুভব করেন—শ। শৌনক হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নারায়ণ ইহার ব্যাখ্যা করেন—যাহারা গোবিন্দে পরাঙ্মুখ, বিষয়ে আসক্ত চিত্ত, ব্রহ্ম তাহাদের নিকট হইতে দূরে। যাঁহারা গোবিন্দে তন্ময়, তাঁহাতেই সমস্ত ন্যস্ত করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিষয়ত্যাগী তিনি তাঁহাদেরই বিজ্ঞেয় এবং তাঁহাদের নিকটে—না।

(২৫) ব্রহ্ম অতিশয় সূক্ষ্মরূপে বিশ্বজগতের অভ্যন্তরে, আবার বাহিরে আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপিরূপে বিরাজমান—শ। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সকলের অন্তরে ও বাহিরে এই তাঁহার বৈচিত্র্য—না।

(২৬) ব্যাখ্যা—(ক) "চলা, না-চলা, দূর, নিকট, ভিতর, বাহির—সমস্তের মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি। কাউকে ছেড়ে তিনি নন, এই জন্য তিনি ওম্"—রবীন্দ্রনাথ। এই জগৎ ঈশ্বরের দেশ ও কালে প্রকাশিত। জগতের গতি সেই চিরন্তন স্থিরের

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৩) দ্রষ্টব্য।

যিনি সর্বভূতকে আত্মাতেই দর্শন করেন
এবং সর্বভূতে আত্মাকে (দর্শন করেন),
(তিনি) সেইজন্য (কাহাকেও) ঘৃণা[২৭] করেন না[২৮]

ঈ. উ. ৬ ॥

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—যিনি সর্বভূতকে পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেন, তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না—শা· নি ১।১৮৩।

দ্বারা পরিচালিত। সেই সনাতন স্থিরের মধ্যেই এই পরিবর্তন। এই সত্যটি তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি নিশ্চল হইয়াও মন অপেক্ষা বেগবান্ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে—শ্রীঅ। রাধাকৃষ্ণন বলেন চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র নির্দেশ করে যে ব্রহ্মের দুই দিক্—এক এবং বহু, নিশ্চল ও সচল—আছে। এই মন্ত্রদ্বয় এই দুয়ের মধ্যে কোনটিরই সত্যতা অস্বীকার করে না, বহুর মধ্যে একক দেখিবে, এক সকল পদার্থের চিরন্তন সত্য, আর বহু একের প্রকাশ।

(২৭) মূলে আছে বিজুগুপ্সতে—ঘৃণা করেন না—শ; নিন্দা করেন না—না; নিজের জন্য উৎকণ্ঠিত হন না—ম।

(২৮) ব্যাখ্যা (ক)—যিনি সর্বভূতে—ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব (তৃণগুচ্ছ) পর্যন্ত সকল পদার্থ—পরমাত্মার মধ্যে দর্শন করেন, এবং সর্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকে নিন্দা করেন না—না।

(খ) যিনি অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতকে আত্মাতেই দেখেন, আত্মা হইতে অতিরিক্তরূপে—আত্মার বাহিরে বা আত্মা হইতে পৃথকরূপে দেখেন না, এবং সর্বভূতের আত্মাকেও নিজের আত্মারূপে দেখেন যেমন 'আমি এই দেহের আত্মা এবং সর্ব প্রত্যক্ষের সাক্ষী, চেতয়িতা (source of consciousness) এবং কেবল (pure) ও নিগুর্ণ, সেইরূপ আমিই সর্বভূতের আত্মা' এইরূপে যিনি নিজকে নির্বিশেষ আত্মারূপে সর্বভূতে দর্শন করেন, সেই সর্বাত্মদর্শী ব্যক্তি কাহাকেও ঘৃণা করেন না—শ।

এই মন্ত্র শিক্ষা দেয় একত্ব বহুত্বের ভিত্তি এবং এই মন্ত্র বহুত্বের অস্তিত্ব সমর্থন করে। ব্রহ্মের স্বরূপ কেবল সত্তা, বহুত্ব তাঁহার বিকাশ। ব্রহ্ম সকলের এক আত্মা, এবং বহু সেই এক সত্তার বিকাশ—রা।

যখন সর্বভূত (আত্ম-) জ্ঞানীর আত্মাই হয়,
তখন[২৯] সেই একত্বদর্শীর মোহই বা কি শোকই বা কি[৩০]?
ঈ. উ. ৭।

(২৯) মূলে আছে—'যস্মিন্' ও 'তত্র'—'শ' বলেন দুই অর্থ সম্ভব, যখন ও তখন এবং যাঁহাতে ও তাঁহাতে (আত্মাতে)। 'শ' ও 'না' প্রথম অর্থ এবং 'ম' দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩০) ব্যাখ্যা—(ক) পরমার্থরূপ আত্মদর্শন এবং তাঁহার সহিত অভিন্নতা উপলব্ধির ফলে, যখন সর্বভূত আত্মাই হইয়া যায় তখন সেই জ্ঞানীর শোকই বা কি, মোহই বা কি? শোক ও মোহ, কামনা ও কর্ম হইতে সম্ভূত। অজ্ঞানীর পক্ষেই ইহা সম্ভব, যিনি গগনের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মাকে দর্শন করেন তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। তখন জীব জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়—শ।

(খ) জীবজগৎ মিথ্যা নয়, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম জীবজগতে আছেন, জীব ও জগৎ ব্রহ্মে আছে। আকৃতি ও আকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, দেহ ও আত্মার যে প্রকার সম্বন্ধ জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের সেইরূপ একত্ব-সম্বন্ধ। উভয়কে বিভাগ করা যায় না। 'সর্বভূত আত্মাই হয়' এই বাক্য দ্বারা তিনি 'সর্বভূতশরীরক' এই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষ যখন এই সত্য অনুভব করে, তখন তাঁহার শোক বা মোহ থাকে না—না।

(গ) মন্ত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এইরূপ—'যাঁহাতে (যে পরমাত্মাতে) সর্বভূত (অবস্থিত) সেই (পরম) আত্মা (সর্বভূতের অন্তরে) আছেন (ইহাই সত্য)। (এই সত্য) যিনি জানেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতে 'এক' রূপে (বাস করিতেছেন) দেখেন, তাঁহার কোন শোক মোহ থাকিতে পারে না। (বন্ধনীর মধ্যস্থ শব্দগুলি মূলে নাই)।

ব্যাখ্যা—যাঁহাতে সর্বভূত অবস্থিত, সেই আত্মা সর্বব্যাপী এবং সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে আছেন। যিনি তাঁহাকে এইরূপে সর্বত্র দেখেন, তাঁহার কোন শোক বা মোহ নাই কারণ তিনি সত্যকে জানিয়াছেন—ম।

(ঘ) যখন মানুষ ঈশ্বরের সহিত একত্ব অনুভব করেন তখন তিনি দুঃখ হইতে মুক্ত হন। দুঃখ দ্বৈতভাবের ফল। সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্বভূত—এই দৃষ্টিই সকল স্বাধীনতার ভিত্তি। ঈশ এই চরাচর জগতে ব্যাপ্ত। এক এবং বহু পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়—রা।

* তিনি[৩১] সর্ব্বত্র আছেন[৩২], (তিনি) শুক্র[৩৩] অকায়[৩৪] অব্রণ,[৩৫] স্নায়ুবিহীন, [৩৬] শুদ্ধ, ও অপাপবিদ্ধ[৩৭]। (তিনি) কবি,[৩৮] মনীষী[৩৯] পরিভূ,[৪০] স্বয়ম্ভূ[৪১]। তিনি শাশ্বত কাল হইতে (শাশ্বত কালের জন্য) অর্থ সমূহকে[৪২] 'যথাযথ'রূপে[৪৩] বিধান করিয়াছেন[৪৪]। ঈ. উ. ৮।

দ্রষ্টব্য—(১) শঙ্করের মতে শেষ দুই ছত্রের অনুবাদ এইরূপ হইবে।

(তিনি) নিত্যকালস্থায়ী সংবৎসর নামক প্রজাপতিদের জন্য যথানুরূপ কর্তব্য বিধান করিয়াছেন।

(২) নারায়ণ-মতে অনুবাদ এইরূপ হইবে—

তিনি (=সর্বভূতে পরমাত্মাদর্শনকারী) শুক্র, অকায়, অব্রণ, স্নায়ুবিহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ (ব্রহ্ম)কে প্রাপ্ত হন। (তাহার ফলে) তিনি কবি, মনীষী পরিভূ হন এবং (নিজকে) স্বয়ম্ভূ (বোধ করেন)। এবং চিরকাল ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্তাগুলি যথাযথরূপে হৃদয় ধারণ করেন।

(৩) মধ্বের মতে অনুবাদ—

তিনি (সাধক) শুক্র, অকায়, অব্রণ, স্নায়ুবিহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ (ব্রহ্ম)-কে প্রাপ্ত হন। তিনি (ব্রহ্ম) কবি মনীষী পরিভূ, ও স্বয়ম্ভূ। সেই পুরুষোত্তম অনাদি ও অনন্তকালের জন্য (স্থির নিয়মে) জগৎকে সত্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন (৪৫)।

(৩১) তিনি—পরমাত্মা—শ, শ্রীঅ, রবীন্দ্রনাথ ; পরমাত্মাদর্শী—না ও মা।

(৩২) সর্বত্র আছেন—মূলে আছে স পর্য্যগাৎ=পরি+অগাৎ (সর্বত্র গিয়াছেন)। =আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী—শ। সর্বত্র গিয়াছেন, সর্বত্র আছেন—রবীন্দ্রনাথ। =প্রাপ্ত হইয়াছেন—সমাধিলব্ধ অনুভব দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন—না ও ম। Filled all —রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪) দ্রষ্টব্য। এখানে প্রথমাংশ শংকরের এবং সমগ্র মন্ত্রটি শ্রীঅরবিন্দের ও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ও ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই মন্ত্রের সুন্দর ব্যাখ্যা শাঃ নি ১।১২৪, ১৬৯-৭৩ পৃষ্ঠায় আছে।

(৩৩) শুক্র=শুদ্ধ, জ্যোতির্ময়—শ ; স্বপ্রকাশ—না ; দুঃখহীন (শুক্=দুঃখ, র=রহিত)—ম ; bright—শ্রীঅ ; radiant—রা।

(৩৪) অকায়—অশরীর, লিঙ্গশরীর-বর্জিত—শ। লিঙ্গ ও স্থূল শরীর-বর্জিত—ম। 'সর্ব-শরীরক' হইয়াও কর্মকৃত হেয় শরীর বর্জিত—না। bodyless—শ্রীঅ। তাঁর কোথাও বাধা নেই—না আছে শরীরের বাধা না আছে পাপের বাধা—রবীন্দ্রনাথ।

(৩৫) অব্রণ—ক্ষতরহিত—শ ; কর্মজনিত শরীর-বর্জিত হওয়ায় অক্ষত—না। ব্রণ=ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রত্ব, অব্রণ=ক্ষুদ্রতাহীন—ম। অপূর্ণতারূপ ক্ষতহীন—শ্রীঅ। বিকার-হীন, শরীরের ধর্মই বিকার—রবীন্দ্রনাথ।

(৩৬) স্নায়ুবিহীন—স্থূলদেহহীন বলিয়া স্নায়ুবিহীন—ম। যাহার শরীর আছে, সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে কাজ করে সে রকম প্রয়োজন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব—রবীন্দ্রনাথ।

(৩৭) অপাপবিদ্ধ—ধর্মাধর্মাদি পাপ-বর্জিত—শ ; অজ্ঞানাদি জনিত পুণ্যপাপরূপ কর্মবর্জিত—না ; unpierced by evil—শ্রীঅ।

(৩৮) কবি—সর্বদর্শী—শ ; ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশক—না। সর্বজ্ঞ—ম। ঐশ্বরিক জ্ঞানসম্পন্ন ও বুদ্ধ্যতীত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দ্বারা সত্য দর্শন করেন—শ্রীঅ। "কবি শুধু দেখেন ও জানেন তাহা নয়, তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি অর্থাৎ তাঁহার আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজকে প্রকাশ করিতেছে তাহা তাঁহার জগৎ মহাকাব্য দেখিলেই বোঝা যায়"—রবীন্দ্রনাথ।

(৩৯) মনীষী—মনের ঈষিতা বা নিয়ন্তা—শ ও না। মনের প্রভু—ব্রহ্মা হইতে সকলের মনকে এবং প্রকৃতিকে তিনি শাসন করেন—ম। Thinker—শ্রীঅ ও রা। "জগৎপ্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মন প্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্ব মানবের মন যে এলোমেলোভাবে একটা কাণ্ড করিতেছে, তা নয়, তিনি তাহাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, ক্ষুদ্র হইতে ভূমার দিকে, স্বার্থ হইতে পরমার্থের দিকে নিয়া চলিয়াছেন"—রবীন্দ্রনাথ—শা. নি. ১।১৭২।

(৪০) পরিভূ—মূলে এই শব্দটি আছে। পরি+ভূ—সকলের উপরে যিনি আছেন—শ। কামাদিরিপু-পরাভবকারী—না। সর্বোৎকৃষ্ট—ম। কি জগৎপ্রকৃতি,

কি মানুষের মন, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রভুত্ব, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাহিরের কিছু হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না—রবীন্দ্রনাথ।

(৪১) স্বয়ম্ভূ—স্বয়ম্+ভূ=নিজেই নিজের স্রষ্টা—শ। অন্যের উপর যিনি নির্ভর করেন না—ম। নিজেকে স্বয়ম্ভূ মনে করেন—না। তিনি নিজকেই নিজে প্রকাশ করেন—রবীন্দ্রনাথ। Self-existent-রা।

(৪২) অর্থসমূহ—objects বস্তু, পদার্থ, বিষয়—শ্রীঅ. ও. রা।

কর্ত্তব্য—শ। ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তাসমূহ—না; সমস্তই—রবীন্দ্রনাথ।

(৪৩) যথাতথরূপে—মূলে আছে যাথাতথ্যতঃ—কর্ম্ম ও সাধন অনুযায়ী—শ; যথাযথরূপে বিবেচনা করিয়া—না; according to their nature (তাহাদের স্বভাব-অনুযায়ী)—রা ও শ্রীঅ।

(৪৪) শেষ দুই লাইনের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেন—'তিনি নিত্যকাল হতে নিত্যকালের জন্য সমস্তই যথার্থরূপে বিধান করিয়াছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বত কাল—এ বিধান অনাদি অনন্তকালের বিধান, তার পরে আবার সেই বিধান যথাতথ্যতঃ বিহিত হচ্ছে। এর আদ্যোপান্তই যথাতথ, কোন ছেদ নাই, কোন অসংগতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে বা পরিষ্কার করে কিছু বলে নি'—শা. নি. ১।১২৪।

(৪৫)—মধ্বের এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ :—"তাঁহার মস্তক 'সৎ-জ্ঞান-আনন্দ', তাঁহার বাহু 'সৎ-জ্ঞান-আনন্দ', তাঁহার দেহ 'সৎ-জ্ঞান-আনন্দ', তাঁহার চরণ 'সৎ-জ্ঞান-আনন্দ'। তিনি মহেশ্বর, তিনি মহাবিষ্ণু। তিনি কেবলমাত্র তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা এই অনাদি ও অনন্ত-সত্য জগৎ অনন্তপ্রবাহরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

বিদ্যা ও অবিদ্যা (৯-১১)

* যাঁহারা (কেবল) অবিদ্যার[৪৬] উপাসনা[৪৭] করেন,
তাঁহারা অন্ধতমঃ-তে[৪৮] প্রবেশ করেন,
যাঁহারা কেবল বিদ্যাতে[৪৬] রত,
তাঁহারা যেন অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। ঈ. উ. ৯।

(জ্ঞানীরা) বলেন, বিদ্যা দ্বারা পৃথক্ (ফল হয়)
(জ্ঞানীরা) বলেন, অবিদ্যা দ্বারা পৃথক্ (ফল হয়)
যাঁহারা তাহা (তাঁহাকে)[৪৯] আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সেই ধীরগণের নিকট শুনিয়াছি। ঈ. উ. ১০।

† যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে একত্র জানেন
[অথবা যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় সহ তাঁহাকে (=উভয়ই তাঁহাতে আছে এইরূপ) জানেন][৫০]
(তিনি) অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু[৫১] অতিক্রম করিয়া, বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব[৫২] প্রাপ্ত হন। ঈ. উ. ১১ ([৫৩])

(৪৬) (ক) অবিদ্যা ও বিদ্যা সংসারের কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান—রবীন্দ্রনাথ।

(খ) অবিদ্যা—ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্ত (ব্রহ্ম-) বিদ্যাহীন কর্ম, বিদ্যার বা উপাসনার অঙ্গীভূত বিহিত কর্ম ; বিদ্যা-কর্মবিহীন (ব্রহ্ম-) বিদ্যা ; যে কর্ম ব্রহ্মোপসনার অঙ্গ সেই কর্মহীন ব্রহ্মোপাসনা—না। (গ) অবিদ্যা—বিদ্যা হইতে যাহা ভিন্ন অর্থাৎ কর্ম, বিদ্যা ও কর্মের সর্বদাবিরোধ ; বিদ্যা – দেবতাবিষয়ক জ্ঞান – শ। আচার্যদেব ঈশোপনিষদ্-ভাষ্যে এই ব্যাখ্যা দিয়া, ঐতরেয় উপনিষদের আভাষ-ভাষ্যে অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন বিদ্যা=ব্রহ্মবিদ্যা, অবিদ্যা=বিদ্যালাভের উপায়ভূত তপস্যা, গুরুশুশ্রূষাদি। (এই ব্যাখ্যা অধিকতর সমীচীন মনে হয়)। অবিদ্যা—একত্ব-জ্ঞানহীন বহুত্বের জ্ঞান (Consciousness of multiplicity without knowledge of one-ness), বিদ্যা—বহুত্বজ্ঞান বিহীন একত্বের জ্ঞান (consciousness of oneness without knowledge of multiplicity)—শ্রীঅ।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৫) দ্রষ্টব্য।

† মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৬) দ্রষ্টব্য।

(৪৭) উপাসনা করে (মূলে আছে "উপাসতে")—তৎপর হইয়া অনুষ্ঠান করে—শ ও না ; follow—শ্রীঅ। worship—রা।

(৪৮) অন্ধতমঃ—অদর্শনাত্মক অন্ধকার—শ ; অতি গাঢ় অজ্ঞানরূপ তমঃ—না। blinding (blind—শ্রীঅ), darkness—শ্রীঅ ও রা।

(৪৯) মূলে আছে 'তৎ'=তাহা=বিদ্যা ও অবিদ্যাতত্ত্ব—শ ও না। তৎ=তাঁহাকে=ব্রহ্মকে—শ্রীঅ।

(৫০) মূলে আছে—'বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যঃ তৎ উভয়ং সহ', এখানে 'তৎ' শব্দের অর্থ শ্রীঅরবিন্দ 'ব্রহ্ম' এবং অন্যান্য সকলে তাহা (=বিদ্যা ও অবিদ্যাতত্ত্ব) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৫১) মৃত্যু—স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান, কারণ তাহারা অধঃপাতের কারণ—শ, কিন্তু পরে ঐ. উ. আভাষ ভাষ্যে আচার্য শংকর, মৃত্যু=কামনারূপ (অর্থাৎ ভোগাসক্তি-রূপ) মৃত্যু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মৃত্যু=বিদ্যা-উৎপত্তির প্রতিবন্ধক পুণ্যপাপরূপী প্রাক্তন কর্মরূপ মৃত্যু—না ; শোক ও অজ্ঞানতা রূপ মৃত্যু—ম। সীমাবদ্ধ আমিত্ব—শ্রীঅ।

"যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে, তাকে যখন ছাড়ি, তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়া আর মৃত্যুতে চলেছি এই যে মৃত্যুর পর্য্যায় এর আর অন্ত নাই, অথচ মন এমন কিছু চায়, যার থেকে তাকে নড়তে হবে না, যেটা পেলে সে বলতে পারে, এ ছাড়া আর বেশী চাইনে, যাকে পেলে ছাড়াছাড়ির কথা উঠতে পারে না, তা হলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ান যায়"—রবীন্দ্রনাথ—শা, নি, ১।৪২।

(৫২) অমৃতত্ব=মোক্ষ- না।

(i) (ঈ. উ. ভাষ্যে)—আপেক্ষিক অমৃতত্ব অর্থাৎ (দেবত্বলাভ) (ii) কিন্তু ঐ. উ. আভাষ ভাষ্যে অমৃতত্ব=মোক্ষ--শ ; নারায়ণের জ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দ – ম। সচ্চিদানন্দের সংবিদ্—শ্রীঅ; প্রেমের দ্বারা অনন্তের আস্বাদ—রবীন্দ্রনাথ শা. নি. ১।৪৩

(৫৩) **মন্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা :—**

(১) **রবীন্দ্রনাথ**—"যারা কেবল অবিদ্যা, অর্থাৎ সংসারকর্মে রত, তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে রত, তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে······ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার, আর কর্মহীন ব্রহ্ম অতোধিক শূন্যতা······যে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে, সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত কিছু বিবর্জিত করে দেখলে

সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়। আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয়, তবে কর্মের দ্বারাই এই ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

"এই কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি, সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম, স্বামীর প্রতি আনন্দ।......এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সহিত মিলিত হচ্ছেন। সতী স্ত্রী যেমন কর্ম দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করে, আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতত্ব লাভ করি।"

রবীন্দ্রনাথ—শা ১।১৪৬—১৪৮

(২) **শংকর**—(ক) প্রথম ব্যাখ্যা—যাহারা কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম করে, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যাহারা কেবল দেবতাবিষয়ক জ্ঞানের চর্চা করে, তাহারা আরও গভীর অন্ধকারে পতিত হয়, কর্মদ্বারা মানুষ পিতৃলোকে গমন করিতে পারে এবং দেবতাবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা দেবলোকে গমন করে।

কর্ম ও দেবতাবিষয়ক জ্ঞান একসঙ্গে অনুষ্ঠান করা উচিত। যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা মানুষ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্মরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া এবং দেবতাবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

ইহা অপেক্ষিক অমৃত্ব লাভ, মোক্ষ নয়।

(খ) পরবর্তীকালে আচার্যদেবের এই মত পরিবর্তিত হইয়াছিল মনে হয়। ঐতরেয় উপনিষদের আভাষ ভাষ্যে তিনি বলেন, "বিদ্যালাভের উপায়ভূত তপঃ প্রভৃতি ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্মসমূহ অবিদ্যাত্মক বলিয়া উহাদিগকে অবিদ্যা বলা হয়। (সাধক) এই তপঃ প্রভৃতি সাধন দ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া কামনারূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার পর নিষ্কাম হইয়া সর্বপ্রকার এষণা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে। এই অর্থ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলেন, অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়।"—শ. বি।

(৩) **নারায়ণ**:—শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু অজ্ঞানতা দূর হয় না, সুতরাং মোক্ষ লাভ হয় না। কর্মক্ষয় হইলে আবার সংসারে আসিতে হয়। কর্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের পথ মুক্ত হয়। কিন্তু কর্ম না করিয়া, শুদ্ধচিত্ত না হইয়া যে কেবল ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করে বা ব্রহ্মোপসনা করে, সে অধোগামী হয়। কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ের একত্র সাধন প্রয়োজনীয়। কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক প্রাক্তন কর্মরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলাভের অধিকারী হই। (ব্রহ্ম-) বিদ্যা, ব্রহ্মোপসনার দ্বারা

আমরা অমৃতত্বলাভ বা মোক্ষলাভ করিতে পারি। কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের সমুচ্চয়ই ব্রহ্মলাভ বা মোক্ষের উপায়।

(৪) **মধ্ব**:—যাহারা বিষ্ণুপূজক নয়, তাহারা গভীর অন্ধকারে গমন করে। কিন্তু বিষ্ণুপূজক যদি অবিষ্ণু পূজককে তিরস্কার না করেন এবং তাহার ভ্রম সংশোধন না করেন, তবে তিনি গভীরতর অন্ধকারে গমন করেন। যিনি উভয় কর্মই করেন, তিনি প্রকৃত সাধক। মিথ্যার স্বভাব অজ্ঞানতা ও শোক। যখন সাধক অপরের ভ্রম সংশোধন করেন, তখন তিনি অজ্ঞানতা ও শোক-রূপ মৃত্যু অতিক্রম করেন। সত্যের স্বভাব জ্ঞান ও আনন্দ। যখন সাধক সত্যকে জানেন, তখন তিনি জ্ঞান ও আনন্দ প্রাপ্ত হন।

(৫) **শ্রীঅরবিন্দ**—একত্বের জ্ঞানবিহীন বহুত্বের জ্ঞান অবিদ্যা। অবিদ্যা আমাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যায়। বহুত্বজ্ঞান-বিহীন একত্বের জ্ঞান (কেবল বিদ্যা) শূন্যতার (void) নামান্তর, সুতরাং ইহা আমাদিগকে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়। অবিদ্যা (বহুত্ব) এবং বিদ্যা (একত্ব) উভয়ই ব্রহ্মের বিকাশে আছে এবং উভয়ই ব্রহ্মের বিকাশে আবশ্যক। বিদ্যা (একত্ব) আছে বলিয়াই অবিদ্যা আছে। বিদ্যা, অবিদ্যার আশ্রয়; আত্মা, একত্বের দিকে অগ্রসরের জন্য, বিদ্যা ও অবিদ্যার উপর নির্ভর করে। বিদ্যার অবিদ্যা ব্যতীত বা অবিদ্যার বিদ্যা ব্যতীত কোন অস্তিত্ব নাই।

'মৃত্যু' দ্বারা বুঝায় মরণশীলতার অবস্থা, যেখানে সীমাবদ্ধ 'আমি' (Ego) অবিরাম জন্ম-মৃত্যু স্রোতের অধীন এবং সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি দ্বৈত ভাব দ্বারা আবদ্ধ; তখন দেশ ও কালে অবস্থিত মন-প্রাণ-দেহকেই আত্মা 'ইহাই আমি' মনে করে এবং যিনি সর্বস্বরূপ, সর্বব্যাপী ও সর্বাতীত, তাঁহা হইতে নিজেকে বিভিন্ন মনে করে। এই ভাবই 'মৃত্যু'।

অমৃতত্ব বা অমরত্ব দেহবিনাশের পর আত্মা বা 'আমি'র বাঁচিয়া থাকা বুঝায় না, দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, কারণ আত্মা অবিনাশী, তাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই। অমৃতত্ব বা অমরত্ব দ্বারা বুঝায় সেই ঈশ্বরের, পরমপুরুষের, সচ্চিদানন্দের সংবিৎ (Consciousness) বা জ্ঞান, যাহা জন্ম-মৃত্যুর অতীত, কার্য্যশৃঙ্খলের অতীত, বন্ধনসীমার অতীত; যাহা স্বাধীন ও আনন্দময় এবং সচেতন ব্যক্তিতে স্বতঃ বর্তমান।

(৬) **রাধাকৃষ্ণন**:—ব্রহ্মকে এক এবং বহু, স্থির ও সঞ্চারশীল উভয়রূপে দেখিতে হইবে। যাহারা কেবল জ্ঞানহীন কর্মে ব্যস্ত, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর

সম্ভূতি ও অসম্ভূতি

যাঁহারা (কেবল) অসম্ভূতিকে[৫৪] উপাসনা করেন
তাঁহারা অন্ধতমঃতে প্রবেশ করেন,
যাঁহারা (কেবল) সম্ভূতিতে[৫৪] রত
তাঁহারা যেন অধিকতর তমঃতে (প্রবেশ করেন)। ঈ. উ. ১২।

(জ্ঞানিগণ) বলেন, 'সম্ভূতি হইতে পৃথক্ (ফল)'
(জ্ঞানিগণ) বলেন, 'অসম্ভূতি হইতে পৃথক্ (ফল),
যাঁহারা ইহা (বা তাঁহাকে) আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন
(এই কথা সেই) ধীরগণের নিকট শুনিয়াছি। ঈ. উ. ১৩।

যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ, এই উভয়কে একত্র জানেন
(বা যিনি তাঁহাকে সম্ভূতি ও বিনাশ, এই উভয় সহ
অর্থাৎ উভয়ই তাঁহাতে আছে এইরূপে জানেন—শ্রীঅ)
তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া,
সম্ভূতি দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন[৫৫]। ঈ. উ. ১৪

যাহারা কর্ম অবহেলা করিয়া কেবল জ্ঞানে উৎসর্গীকৃত, তাহারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। স্বার্থপর জ্ঞানান্বেষক তাহার উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারে না। কর্মের দ্বারাই মুক্তি এবং জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি, উভয় মতই উপনিষৎ প্রত্যাখ্যান করেন। সেণ্ট অগাষ্টিন তাঁহার 'Confessions'-এ বলেন,—

"মানুষের আত্মার সম্মুখে দুইটি ধর্ম আছে। একটি সক্রিয় (active) অপরটি ধ্যান-পরায়ণ (contemplative)। একটি দ্বারা আমরা (জীবনের পথে) পর্যটন করি। অপরটি দ্বারা সেই পর্যটনের শেষে পৌছাই, একটি দ্বারা আমরা কর্ম করি যেন আমাদের হৃদয় ঈশ্বরদর্শনের জন্য নির্মল হয়। অপরটি দ্বারা আমরা শান্ত হই এবং ঈশ্বরকে দর্শন করি; একটি আমাদের পার্থিব জীবন-যাপনের উপদেশ দেয়, অপরটি অনন্ত জীবনের তত্ত্ব শিক্ষা দেয়; সেইজন্য একটি কর্ম করে, অপরটি শান্ত করে। প্রথমটি পাপক্ষালন করে, অপরটি ক্ষালনবশতঃ জ্যোতি প্রাপ্ত করায়।"

যদি অবিদ্যাদ্বারা মানুষ ভিন্ন সত্তার, বহুত্বের, জ্ঞানলাভ না করিত, তবে সে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলোক পাইত না। মানুষ বিদ্যাদ্বারা সেই ভিন্ন সত্তা অতিক্রম করিয়া একত্বে পৌছায়।

(৫৪) সম্ভূতি, অসম্ভূতি—

(ক) যাঁহার উৎপত্তি আছে, তাহা সম্ভূতি, (এখানে) প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ। যাঁহার উৎপত্তি নাই, তিনি অসম্ভূতি = জগতের মূল কারণ অব্যাকৃতা (নাম ও রূপে অনভিব্যক্তা) প্রকৃতি—শ।

(খ) সম্ভূতি অর্থ সমাধি। সমাধিলাভ করিতে হইলে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এই সমাধি বিরুদ্ধ বস্তু হইতে নিবৃত্তির নাম অসম্ভূতি—না।

(গ) সম্ভূতি—সৃষ্টিকর্তা, অসম্ভূতি—সংহারকর্তা—ম।

(ঘ) Manifest and Unmanifest (প্রকাশ, অপ্রকাশ)—রা।

(ঙ) Birth and Non-birth—শ্রী অ (ব্যাখ্যা নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

(চ) Becoming and Non-becoming—Dr. Hume.

(ছ) True cause, Non-true cause—Macnicol.

(জ) অসম্ভূতি—অসম্যগ্ ভবতি ইতি অসম্ভূতি। সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ পূর্ণরূপে যাহা হইতে পারে না তাহা অসম্ভূতি (=জৈবীশক্তি), সম্যগ্ ভবতি ইতি সম্ভূতি, যে শক্তি সম্যক্‌রূপে হইয়া যাইতে পারে তাহা সম্ভূতি (=ঐশীশক্তি) সত্যদেবের ঈ.উ.

(ঝ) সম্ভূতি=ঈশ্বর, অসম্ভূতি=প্রকৃতি—বি।

(৫৫) **ব্যাখ্যা :—**

(১) শংকর :—যাহারা অব্যক্ত প্রকৃতিকে উপাসনা করে তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা সম্ভূতিকে (হিরণ্যগর্ভকে) উপাসনা করে, তাহারা গভীরতর অন্ধকারে গমন করে। সম্ভূতির উপাসনার ফল অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি বিভূতিলাভ; আর অসম্ভূতির উপাসনার ফল প্রকৃতিতে বিলীন হওয়া। চতুর্দশ মন্ত্রে (ঈ. উ. ১৪) সম্ভূতির অর্থ অসম্ভূতি এবং বিনাশের অর্থ সম্ভূতি (=হিরণ্যগর্ভ, যিনি প্রলয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হন), যিনি উভয়কে জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভের কৃপায় অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি বিভূতিলাভ করিয়া অনৈশ্বর্য্য, অধর্ম্ম ও বিষয়বাসনা প্রভৃতি দোষরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে বিলীন হওয়া রূপ অমৃতত্ব লাভ করেন। শংকর বলেন, এখানে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষরূপ অমৃতত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হয় নাই।

(২) নারায়ণ :—যাঁহারা শুধু হিংসাদম্ভাদি নিষিদ্ধ বস্তু ত্যাগরূপ নিবৃত্তির জন্যই সাধনা করেন, তাঁহারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে প্রবেশ করেন। যাঁহারা নিষিদ্ধ বস্তুগুলির নিবৃত্তি সাধন না করিয়া কেবল সমাধির সাধনা করেন, তাঁহারা যেন গভীরতর অজ্ঞানে গমন করেন। শুধু নিবৃত্তিসাধন ও শুধু সমাধিসাধনের ফল পৃথক্ পৃথক্। শুধু একটির সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। যাঁহারা উভয়েরই সাধনা করেন, তাঁহারা নিষিদ্ধকর্ম

বর্জনরূপ বিনাশদ্বারা সমাধির বাধারূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সমাধি দ্বারা অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন।

(৩) **মধ্ব**—যাহারা হরিকে শুধু সংহারকর্তারূপে জানে বা শুধু স্থষ্টিকর্তারূপে জানে তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাঁহারা তাঁহাকে সর্বগুণসম্পন্ন, সকলের স্থষ্টিকর্তা, প্রভুর প্রভু, ও সকলের সংহারকর্তা বলিয়া জানেন, তাঁহারা, তিনি সংহারের কর্তা, এই জ্ঞান দ্বারা দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং তিনি সকল আনন্দ ও জ্ঞানের স্রষ্টা এই জ্ঞান দ্বারা, তাঁহারা আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করেন।

(৪) **শ্রীঅরবিন্দ**ঃ—প্রকৃতির বাহিরে আত্মার বিকাশ নাই। সেখানে তিনি অক্ষয়, অব্যয়। প্রকৃতির মধ্যে যে আত্মা, তাঁহার বিকাশ আছে—প্রকৃতিতে আত্মার অবস্থার এবং রূপের পরিবর্তন হয়। কালের মধ্যে যে একের পর একের বিভিন্ন অবস্থা, তাহাই প্রকৃতিতে সম্ভূতি। যেহেতু আত্মার এই দুই অবস্থা—প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির অতীতে—সঞ্চারের মধ্যে চলিয়া এবং সঞ্চারের উপরে স্থিত হইয়া, ক্রমবিকাশে সক্রিয় হইয়া এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে মাত্র দৃষ্টি করিয়া, সেইজন্য মানবাত্মার সচেতন সত্তার দুইটি পরস্পর-বিরোধী অবস্থা সম্ভবপর—একটি সম্ভূতির অবস্থা (the state of birth) এবং এই অপরটি অসম্ভূতির অবস্থা (the state of non-birth)···সম্ভূতির বন্ধন 'আমিত্ব', আমিত্বের বিনাশ আমাদিগকে অসম্ভূতিতে লইয়া যায়, সেই জন্য অসম্ভূতিকে 'বিনাশ' বলা হইয়াছে।

সম্ভূতি ও অসম্ভূতি কোন ভৌতিক (physical) অবস্থা নয়—তাহারা আত্মিক অবস্থা। মানুষ আমিত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়াও দেহে থাকিতে পারে।

সম্ভূতির প্রতি বা অসম্ভূতির প্রতি একান্ত অনুরক্তি প্রকৃত পথ নয়। অসম্ভূতির প্রতি একান্ত অনুরক্তি আমাদিগকে ভেদহীন প্রকৃতিতে বা শূন্যতায় লইয়া যাইতে পারে। এই উভয় অবস্থাই গাঢ় অন্ধকারের অবস্থা। দেহে সম্ভূতির প্রতি একান্ত অনুরক্তি আমাদিগকে অবিরাম আত্মসীমাবন্ধনে, বা মুক্তিহীন নিম্নস্তরের আমিত্বপূর্ণ জন্মের অবিরাম স্রোতে লইয়া যাইতে পারে। এই দুই অবস্থাই গাঢ়তর অন্ধকারের অবস্থা।

ব্রহ্ম—বিদ্যা ও অবিদ্যা, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি,—উভয়ই। সম্ভূতি ও অসম্ভূতি পরস্পরের প্রয়োজনীয়। আত্মাকে জন্মবিহীন এবং জন্মমৃত্যুর দ্বৈতভাবের অতীতরূপে অনন্ত ও সর্বাতীত সত্তায় (in the Being) উপলব্ধি করা, এবং বিকাশে (in the Becoming) উপলব্ধি করা, স্বাধীন দিব্যজীবন লাভের পক্ষে উভয়ই প্রয়োজনীয়। 'আমিত্বে'র (বিনাশ) ও জন্মে আসক্তির বিনাশ দ্বারা আত্মা মৃত্যুকে অতিক্রম করে এবং দ্বৈতভাবের সীমা হইতে মুক্ত হয়। এই মুক্তি পাইয়া আত্মা, বিকাশকে

ঈশ্বরদর্শনের জন্য প্রার্থনা

হিরণ্ময়[৫৬] পাত্র দ্বারা সত্যের[৫৭] মুখ[৫৮] আচ্ছাদিত।
হে পূষন্[৫৯], সত্য ধর্মের[৬০] জন্য ও (আমার)
দৃষ্টির জন্য তাহা অপসারিত করুন।
[অথবা সত্যধর্মা[৬১] আমার দৃষ্টির[৬২] জন্য তাহা
অপসারিত করুন] ঈ. উ. ১৫

* হে পূষন্ হে একর্ষে[৬৩], হে যম[৬৪], হে সূর্য[৬৫], প্রাজাপত্য[৬৬], (তোমার) রশ্মিসমূহ ব্যাহত কর, তেজ সংবরণ কর[৬৭], তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তাহা তোমার (প্রসাদে) দর্শন করিব। ঐ ঐ (আদিত্যমণ্ডলস্থ) যে পুরুষ[৬৮] তিনিই[৬৯] অহম্ (=আমি—শ, পরমাত্মা—না. ম) ঈ. উ. ১৬

(becoming)—আত্মার অধীনতায় এবং আত্মাকে বন্ধন না করিয়া—প্রকৃতির গতি বলিয়া গ্রহণ করে এবং স্বাধীন দিব্যবিকাশ (becoming) দ্বারা অমরত্ব (অমৃতত্ব) লাভ করে।

(৫) **রাধাকৃষ্ণন—**

অপ্রকাশে মন কেন্দ্রীভূত করিয়া, আমাদিগকে এই প্রকাশিত জগতে অনাসক্তভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। এই জগতের দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ না হইয়া, এখানে আমাদের বাস করিতে হইবে। সনাতনই পার্থিবের আত্মা, ইহা স্মরণ রাখিয়া আমাদের চিন্তা সনাতনে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

(৫৬) হিরণ্ময় পাত্র=জ্যোতির্ময় আবরণ—শ; পরমাত্মা-বিষয়ক বৃত্তি-প্রতিরোধক, স্বর্ণময় পাত্রের ন্যায় ভোগ্য বস্তু—না; সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল জগৎরূপ—বি

(৫৭) সত্য—ব্রহ্ম—শ; জীবের স্বরূপ—না।

(৫৮) মুখ—প্রবেশ দ্বার—শ; ইন্দ্রিয় দ্বারা আবৃত মন—না।

(৫৯) পূষন্—(জগতের) পোষণকারী—শ; আদিত্যের অন্তর্যামী—যিনি আদিত্যের অন্তরে অবস্থান করিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, আশ্রিত-পোষক—না। জগৎপোষণ-কর্তা—জগদীশ্বর—বি।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৭) দ্রষ্টব্য

(৬০, ৬১) সত্যধর্মের জন্য বা সত্যধর্মা আমার জন্য। মূলে আছে সত্যধর্মায়। শ্রীঅরবিন্দ অর্থ করিয়াছেন সত্য ধর্মের জন্য (for law of the truth)। শংকর অর্থ করিয়াছেন—সত্যধর্মা আমার জন্য। নারায়ণ অর্থ করিয়াছেন—জীবের ধর্মের জন্য—(জীবের ধর্ম ব্রহ্মদর্শন)—না।

(৬২) দৃষ্টির জন্য—সত্যোপালব্ধির জন্য—শ; ব্রহ্ম দর্শনের জন্য—না।

(৬৩) একর্ষি—সর্বজগতের আত্মা ও চক্ষু-স্বরূপ হইয়া যিনি দর্শন করেন—শ। সর্ববিদ্—বি। শ্রেষ্ঠ ঋষি যিনি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু দর্শন করেন—না। one seer—শ্রীঅ।

(৬৪) যম=যিনি জগৎকে সংযমন করেন বা নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করেন—শ; সর্বান্তর্যামী—না।

(৬৫) সূর্য—যিনি সকল রশ্মি, সকল রস, সকল প্রাণ বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ যথাযথভাবে প্রেরণ করেন—শ। উপাসকের ধী বা বুদ্ধি সুষ্ঠুভাবে প্রেরণ বা চালনা করেন—না। যিনি সূরিগণের (জ্ঞানীদের) গতি—ম।

(৬৬) প্রাজাপত্য—পুরুষরূপ প্রজাপতির নির্মলচিত্তে অভিব্যক্ত—বি; প্রজাপতির পুত্র—শ; প্রজাপতির সন্তানদের অন্তর্যামী—না; সৃষ্টিকর্তার শক্তি—শ্রীঅ।

(৬৭) তোমার রশ্মি ব্যাহত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর—মূলে আছে 'ব্যূহ রশ্মীন্, সমূহ তেজঃ'। শংকর, নারায়ণ এবং প্রায় সকলে অর্থ করিয়াছেন ব্যূহ অর্থ—'অপসারিত কর।' শ্রীঅরবিন্দ সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া ব্যূহ শব্দের মূল অর্থ সন্নিবেশ বা বিন্যাস করা (marshal); সমূহ=Draw, সংবরণ কর।

(৬৮) পুরুষের আকার বিশিষ্ট অথবা প্রাণ ও বুদ্ধিরূপে সমস্ত জগৎ যাঁহা দ্বারা পূর্ণ—তিনি পুরুষ, অথবা পুরি হৃদয়ে যিনি শয়ন করেন—তিনি পুরুষ—শ। পরমাত্মা—র।

(৬৯) মূলে আছে "যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি"।

সেই সেই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষই আমি (অর্থাৎ স্বরূপতঃ আমরা উভয়ে এক)—শ। পরমাত্মা জীবাত্মার অন্তর্যামী, সেই জন্য অহম্ শব্দ দ্বারা সেই অন্তর্যামী পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে—না। 'শ' ও 'না' উভয়েই অসৌ শব্দ অদস্ শব্দের রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মধ্ব বলেন, প্রথম 'অসৌ' শব্দের অর্থ 'অসুতে'=প্রাণে; দ্বিতীয় অসৌ শব্দের অর্থ 'ঐ'; অহম্=অহেয় বলিয়া অহম্—পরমাত্মা। 'অস্মি' শব্দের অর্থ 'আমি আছি' অর্থাৎ সমস্ত সত্তার, সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে 'অহম্' বাস করেন এবং সকলের অস্তিত্বের মান (measure)

রংগরামানুজ, মধ্ব ও শ্রীঅরবিন্দ মতে বঙ্গানুবাদ—

(আমার প্রাণ-বায়ু[১০] অমৃত অনিল[১১] শরীর ভস্মেই শেষ।

শংকর মতে অনুবাদ—

(এখন আমার প্রাণ-) বায়ু[১০] অমৃত অনিলকে[১১]
(সূত্রাত্মাকে) (প্রাপ্ত হউক), (আমার) শরীর ভস্মীভূত[১২]
(হউক)।

* ওম্[১৩], হে ক্রতু,[১৪] স্মরণ কর, 'কৃত' (কর্ম) স্মরণ কর
হে ক্রতু, স্মরণ কর, 'কৃত' (কর্ম) স্মরণ কর। ঈ. উ. ১৭
হে অগ্নি[১৫] (শ্রেষ্ঠ) ধন লাভের[১৬] জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও,
হে দেব, তুমি সমুদয় কর্ম[১৭] (উপায়—না, জ্ঞান—ম) অবগত আছ
আমাদের কুটিল পাপ দূর কর।
তোমাকে বহু 'নম উক্তি'[১৮] বিধান (প্রয়োগ) করি[১৯]। ঈ. উ. ১৮

—মা ধাতু) তিনি। অর্থাৎ সকল জীবের সত্তা তাঁহার সত্তায় নির্ভরশীল, (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "তুমি আছ, তাই আমি আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি")। কিন্তু পরমাত্মা জীব হইতে, ভক্ত হইতে ভিন্ন--ম। এ বিষয়ে পণ্ডিত শ্রীশ চন্দ্রের মত (পরিশিষ্ট খ) দ্রষ্টব্য।

(১০) বায়ু=প্রাণবায়ু—শ ও ম; জীবাত্মা কারণ জীবাত্মা, অতি সূক্ষ্ম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে গমন করে—না।

(১১) অমৃত অনিল—সর্বাত্মক সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ)—শ। অমৃত=অবিনাশী, অনিল—যাহার নিলয় বা বাসস্থান নাই—(জীবাত্মা অমৃত এবং আবাস-বিহীন)—না। অ=ব্রহ্ম, নিল=আবাস, সুতরাং অনিল=ব্রহ্মের আবাস। প্রাণবায়ু ব্রহ্মের আবাস বলিয়া অমৃত—ম।

(১২) মূলে আছে 'ভস্মান্তং শরীরম্' শরীর ভস্মে শেষ। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ প্রথম ছত্রটির একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। —উপাসনার ফলে সাধক অনুভব করেন যে তাঁহার প্রাণবায়ু অনিল (বিশ্বপ্রাণ), এবং তাঁহার ভস্মান্ত শরীর অমৃত।

(১৩) ওম্—ওম্ ব্রহ্মের প্রতীক, সত্যরূপী অগ্নি ও ব্রহ্ম এক, ইহা জ্ঞাপনের জন্য 'ওম্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—শ।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৮) দ্রষ্টব্য।

(৭৪) ক্রতু—মন—যে সংকল্প বিকল্প করে—শ। ক্রতু—বিষ্ণু বা পরমাত্মা (গী ৯।১৬—আমি ক্রতু)—না ও ম। 'ম' বলেন 'হে ক্রতু, স্মরণ কর' অর্থ এই যে ভক্তকে স্মরণ কর—বা দয়া কর।

(৭৫) অগ্নি—ব্রহ্ম—শ

(৭৬) ধন লাভের জন্য—মূলে আছে 'রায়ে'=শ্রেষ্ঠ ধন অর্থাৎ মোক্ষ লাভের জন্য —না ও ম। কর্মফল ভোগের জন্য—শ।

(৭৭) মূলে আছে, বয়ুনানি—কর্ম বা প্রজ্ঞা—শ; চতুর্বিধ পুরুষার্থের উপায়—র; জ্ঞান—ম।

(৭৮) বহু 'নমউক্তি' (মূলে আছে 'ভূয়িষ্ঠা তে নম উক্তিং বিধেম') বহু নমস্কার বচন—শ; বহু প্রণাম—না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন—নম শব্দ বৈদিক যুগে পরিপূর্ণ আত্ম নিবেদন বা অসমর্পণ বুঝাইত। সেই অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৭৯) শ্রীঅরবিন্দ ১৫—১৮ মন্ত্রের যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার সারাংশ এই—

বেদে সূর্য পরম সত্য ও জ্ঞানের প্রতীক। তাঁহার শক্তি—'আত্ম-জ্ঞান' দান অর্থাৎ 'দৃষ্টি দান'। তাহার রাজ্য—সত্য, ধর্ম (Law) ও মহৎ।

অগ্নি ঐশী ইচ্ছা ও শক্তির প্রতীক। তিনি মানবীয় কর্মকে উন্নত, পবিত্র ও পূর্ণ করেন। যে সূর্য্য ও অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাঁহারা সাধারণ সূর্য বা অগ্নি নহেন।

আমরা যখন অন্ন, প্রাণ ও মনের স্তরে থাকি, তখন সত্যরূপী সূর্য তাঁহার রশ্মিরূপ অজ্ঞান দ্বারা আমাদের দৃষ্টি হইতে আবৃত। সেই জন্য বলা হইয়াছে, সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা আবৃত; রশ্মিসমূহ জ্যোতির্ময় বলিয়া তাহাদিগকে হিরণ্ময় বলা হইয়াছে।

আমাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ (percept) এবং প্রত্যয়রূপ (concept) দ্বারা গঠিত। তাহারা সত্য জ্ঞানের পথ নয়। এই প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যয়জনিত জ্ঞান দ্বারা আমরা সত্যের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারি না। যখন সূর্য অর্থাৎ সত্য আমাদের মধ্যে উদিত হন, তখন এই প্রত্যক্ষ-প্রত্যয়ের স্থানে আমরা আত্ম-'দৃষ্টি', এবং সর্ব্ব- 'দৃষ্টি' প্রাপ্ত হই। সেই সত্য ধর্ম (The law of the Truth) আমাদের প্রয়োজনীয়। সত্যরূপী সূর্য পুষন্, পোষণকারী, বর্ধনকারী। তিনি আমাদের খণ্ডিত প্রত্যক্ষ-প্রত্যয় দ্বারা গঠিত জ্ঞানকে বর্ধিত করিয়া আত্ম-দৃষ্টি দান করেন।

তিনি একর্ষি, একমাত্র দ্রষ্টা (sole seer)। তিনি আমাদিগকে বহুত্বের খণ্ডিত জ্ঞান হইতে একত্বের জ্ঞানে লইয়া যান, তখন আমরা বহুর মধ্যে এককে এবং একের মধ্যে বহুকে দেখি—ইহাই সত্যের ধর্ম।

তিনি যম—নিয়ন্তা, ধর্ম্মরক্ষক। তিনি সত্যধর্ম (The law of the Truth) দ্বারা জগতের জীব ও তাহাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি সত্যরূপী এবং সত্যপ্রকাশক সূর্য। তিনি প্রাজাপত্য, অর্থাৎ জগৎ-পিতার শক্তি। তিনি নিজের মধ্যে সেই দিব্য পুরুষকে প্রকাশ করেন। এই বিশ্বজগৎ সেই পুরুষের প্রকাশ।

এখানে প্রার্থনা করা হইতেছে, তোমার রশ্মিসমূহ অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয় দ্বারা আবৃত জ্ঞান ব্যূহিত বা সন্নিবিষ্ট বা বিন্যাস কর। সেই সন্নিবেশের পর সেই খণ্ডিত বহুত্বের জ্ঞান হইতে স্বজ্ঞা (intuition) দ্বারা একত্বে গমন—ইহাই তাঁহার তেজ সম্বরণ। আমরা যখন একত্বে যাই', তখন সেই 'পুরুষকে' ঈশ্বরকে আমাদের সহিত এক বলিয়া উপলব্ধি করিব।

বেদে বলা হইয়াছে যে, বায়ু-মাতরিশ্বা (=দৈব প্রাণশক্তি) অগ্নিকে (=দৈব ইচ্ছাশক্তিকে) সূর্য (=সত্য ও জ্ঞান) হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দৈব প্রাণশক্তি দৈব ইচ্ছাকে সত্যজ্ঞান হইতে মানবদেহে আনয়ন করেন। অগ্নি প্রাণের সকল দ্রব্য ভক্ষণ করেন এবং মরুৎগণকে—স্নায়বিক শক্তিকে—উৎপাদন করেন। তাঁহারা অগ্নির সাহায্যে ইন্দ্রের—(উজ্জ্বল মনের) কর্ম প্রস্তুত করেন। এই ইন্দ্র (মন) প্রাণশক্তির ঋষি এবং সত্য ও ঋতের প্রদর্শক। ইন্দ্র আচ্ছাদনকারী বৃত্রকে সংহার করিয়া অন্ধকার দূরীভূত করেন এবং সূর্যকে আমাদের মধ্যে উদিত করেন এবং চতুর্দিক্ সূর্যের রশ্মি দ্বারা আবৃত করেন। সূর্য সৃষ্টিকর্তা বা প্রকাশক, তিনি সবিতা। তিনি এই মরলোকে অমরত্বের লোক বা অবস্থা প্রকাশ করেন। অহমিকা, পাপ ও দুঃখের দুঃস্বপ্ন দূর করেন। তিনি প্রাণকে অমরত্বে, কল্যাণে ও আনন্দে পরিবর্তিত করেন। বৈদিক দেবতাগণ মানবের ঈশ্বরের নিকট গমনের ও উন্নতির রূপক।

প্রাণ দেহ, কর্ম ও ইচ্ছা, আমাদের প্রথম উপাদান। পদার্থ (matter)—উপনিষদের ভাষায় রয়ি বা অন্ন—আমাদের দেহ প্রদান করে। এই দেহ পুরুষের ক্ষণস্থায়ী আবাস। এখানে পুরুষ প্রাণের উৎপাদিত কার্যকলাপ পরিচালিত করেন। যখন এই প্রাণ দেহ ত্যাগ করে, দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ভস্মেই ইহার শেষ হয়—'ভস্মান্তং শরীরম্'।

আমাদের প্রাণ আমাদের দেহত্যাগের পরও বাঁচিয়া থাকে। আমাদের প্রাণ-বায়ু প্রকৃতপক্ষে 'অমৃত অনিল' (Immortal Breath)। কিন্তু এই প্রাণবায়ুর পরিচালক হইতেছে—ইচ্ছা (=চিৎ-শক্তি)। এই ইচ্ছাকেই 'ক্রতু' বলা হইয়াছে। ক্রতু কর্মের পশ্চাতে ফলোৎপাদক-শক্তি (effective power behind the act), এবং সংবিদের কর্মশক্তি (Energy of Consciousness)। এই ইচ্ছা বা চিৎশক্তিকে কৃতকর্ম স্মরণ করিতে বলা হইতেছে, যেন সাধক জ্ঞান ও আত্মাধিকারের শক্তি প্রাপ্ত হন, যেন কুটিল পথে জীবন হইতে জীবনান্তরে না যাইয়া তাহার মানসিক ইচ্ছা (-চিৎশক্তি-)-ক্রতু যেন দিব্য ইচ্ছার প্রতীক না হইয়া দিব্য ইচ্ছায় পরিণত হইতে পারে।

আমাদের অন্তরস্থ অগ্নি—দিব্য (Divine) ইচ্ছা (দিব্য-চিৎ-শক্তি) যেন আমাদিগকে সুপথে চালিত করিয়া আনন্দ ও অমৃতত্বে লইয়া যান। সুপথ অর্থ দিব্য ইচ্ছাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ইহাই শেষ প্রার্থনা।

শান্তি পাঠ*

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্‌গত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণত্ব অবশিষ্ট থাকেন।

ঈশোপনিষৎ সমাপ্ত।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৮) দ্রষ্টব্য।

কেনোপনিষৎ

এই উপনিষৎ সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় বলিয়া ইহার নাম তলবকার উপনিষৎ। এই উপনিষদের প্রথম শব্দ 'কেন' (কাঁহা দ্বারা)। সেইজন্য ইহাকে কেনোপনিষৎ বলা হয়। ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম দুই খণ্ড পদ্যে ও শেষ দুইখণ্ড গদ্যে লিখিত। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, গদ্যাংশ, পদ্যাংশের অনেক পূর্বে লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ঈশোপনিষদের ন্যায় কেনোপনিষদের উদ্দেশ্যও অমৃতত্ব লাভ এবং ব্রহ্মের সহিত জগতের ও জীবের সম্বন্ধ স্থাপন। কিন্তু ঈশোপনিষদের ন্যায় এই উপনিষদের বিষয় এত ব্যাপক নয়; ইহার বিষয় জীব-সংবিদের (conciousness) সহিত ব্রহ্ম-সংবিদের সম্বন্ধ-স্থাপন।

এই উপনিষদে শংকর ভাষ্যের ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজপন্থী রংগরামানুজের এবং দ্বৈতবাদী মধ্বের অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং স্থানে স্থানে রাধাকৃষ্ণন ও শ্রীঅরবিন্দের মত দেওয়া হইয়াছে।

—শান্তিপাঠ—*

ওম্, আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ আপ্যায়িত হউক। সকলই ঔপনিষৎ (উপনিষৎপ্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম, আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ (প্রত্যাখ্যান) না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে নিরাকরণ না করেন। (ব্রহ্মের নিকট) আমার অনিরাকরণ (অপ্রত্যাখ্যান) যেন হয়। আমার নিকট (ব্রহ্মের) অনিরাকরণ হউক। সেই (পরম) আত্মাতে নিরত আমাতে উপানষৎসমূহে যে সকল ধর্ম্ম আছে, তাহা (প্রতিভাত) হউক।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি!

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (১) দ্রষ্টব্য।

কেনোপনিষৎ

প্রথম খণ্ড

ব্রহ্ম কর্তা ও নিয়ন্তা

(শিষ্য)—

* কাঁহার দ্বারা ইচ্ছিত[1] ও নিয়োজিত হইয়া মন (বিষয়ে) পতিত হয় ? কাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া 'প্রথম প্রাণ'[2] (স্বীয় বিষয়) গমন করে ? কাঁহার দ্বারা ইচ্ছিত[1] হইয়া (মানুষ) এই বাক্য উচ্চারণ করে ? কোন্ দেব চক্ষু ও শ্রোত্রকে (স্বীয় কার্য্যে) নিযুক্ত করেন ? কে. উ. ১।১

ব্রহ্মই কর্তা

(আচার্য)—

* যিনি[3] শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু[4] ।

(এই অনুবাদ রংগরামানুজ, মধ্ব ও শ্রীঅরবিন্দের মত অনুযায়ী, শংকরপন্থী দুর্গাচরণও এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।)

শংকর মতে অনুবাদ হইবে :—

[যেহেতু তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু (সেইজন্য)]

(১) মূলে আছে "কেন ইষিতং"। ইষিত=ইষ্ ধাতু, ইট্ প্রত্যয়। শঙ্কর বলেন বৈদিক আর্ষ প্রয়োগ ; আনন্দগিরি বলেন, ব্যাকরণ অনুযায়ী 'এষিত' হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু বলেন, 'ইচ্ছিত' শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট, কিন্তু বহুপ্রচলিত, 'ইচ্ছিত' শব্দটি মূলের ইষিত শব্দের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। বহুল প্রচারিত বলিয়া ব্যবহৃত হইল। যাঁহারা এই প্রয়োগ আপত্তিজনক মনে করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া 'ইচ্ছিত' স্থানে অভিপ্রেত বা অভিলষিত পাঠ করিবেন।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১০) দ্রষ্টব্য।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট (১১) দ্রষ্টব্য।

ধীরগণ[৫] (ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মভাব—শ, অথবা লিঙ্গ দেহ—র) পরিত্যাগ করিয়া[৬] এই লোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃত হন[৭]। কে. উ. ১।২

(২) 'প্রথম প্রাণ'—মূলে এই শব্দই আছে। প্রাণ সকল ও ইন্দ্রিয়, সকল প্রবৃত্তির মূল কারণ বলিয়া প্রথম, প্রাণ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় কার্য করিতে পারে না—শ। পঞ্চপ্রাণের মুখ্য প্রাণ—র। প্রথম সৃষ্ট প্রাণ—ম।

(৩) মূলে 'যৎ' শব্দ আছে; ইহার অর্থ যিনি—র, ম ও শ্রীঅ। যেহেতু—শ।

(৪) শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু,—চৈতন্যময় আত্মা অন্তরে বিদ্যমান আছেন এবং সেই আত্মার চৈতন্য জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াই শ্রোত্র (কর্ণ) স্ববিষয় (শব্দ) গ্রহণ করিতে, মন মনন (চিন্তা) করিতে, বাক্ (ইন্দ্রিয়) বাক্য উচ্চারণ করিতে, প্রাণ প্রাণন কর্ম করিতে, চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্য আত্মাই শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু—শ। শব্দশ্রবণশক্তিপ্রদ, মননশক্তিপ্রদ, বাক্যোচ্চারণ শক্তিপ্রদ, প্রাণনশক্তিপ্রদ, দর্শনশক্তিপ্রদ (আত্মা)—র ও ম।

(৫) ধীরগণ—(এই শব্দটি উপনিষদে অনেক স্থানে আছে।)=ধীমান্‌গণ—শ ও র। বিশিষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে আত্মভাব ত্যাগ করিতে পারে না—শ। ঈশ্বর আমাদের শ্রোত্রাদির প্রেরক, ইহা যিনি জানেন—র। সংযতমনা জ্ঞানী যিনি ঈশ্বরকে জানেন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন—ম।

(৬) পরিত্যাগ করিয়া (মূলে আছে অতিমুচ্য)=শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া—শ; লিঙ্গদেহ পরিত্যাগ করিয়া—র; প্রারব্ধ কর্ম হইতে মুক্ত হইয়া—ম।

(৭) ব্যাখ্যা :—

মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের অতীতে এক সনাতন সত্য আছেন—যিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র। ব্রহ্ম মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের জ্ঞেয় বস্তু নহেন। তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অনন্ত জীবন লাভ করেন। এখানে এই দেশ ও কালের জগতে আমরা দেশ ও কালের অতীতকে অন্বেষণ করি। এখানেই আমরা দেশ ও কালের অতীত সংবিদকে প্রাপ্ত হই—রা।

* সেখানে (ব্রহ্মে) চক্ষু গমন করে না,
বাক্ গমন করে না, মনও[৮] (গমন করে) না।
আমরা তাঁহাকে জানি না[৯], কি প্রকারে
এই (ব্রহ্ম) বিষয়ে উপদেশ দিতে হয়,
তাহাও জানি না[১০]। কে. উ. ১।৩

তিনি (ব্রহ্ম) বিদিত হইতে অন্য (পৃথক্),
অবিদিত হইতে উপরে (পৃথক্)[১১]।
ইহা যে পূর্ববর্তী (আচার্য)গণ আমাদের
নিকট 'তাহা' (=ব্রহ্মতত্ত্ব) [বা তাঁহাকে (=ব্রহ্মকে)][১২]
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, (তাঁহাদের) নিকট হইতে শুনিয়াছি[১৩]। কে. উ. ১।৪

(৮) মধ্ব বলেন, চক্ষু, বাক্, মনদ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের বুঝায়।

(৯) ক. উ. ৩।২।১২, মু. উ. ৩।১।৮, তৈ. উ. ২।৩ এ ব্রহ্ম বা আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনের গোচরীভূত নয়, এই ভাবটি আছে।

(১০) **ব্যাখ্যা**–যেমন অগ্নি নিজে দাহক ও প্রকাশক কিন্তু তিনি নিজেকে দাহ বা প্রকাশ করিতে পারেন না, সেইরূপ ব্রহ্ম মন ও ইন্দ্রিয়গণের আত্মা, সুতরাং মন বা ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে জানিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ বা মনদ্বারাই বস্তুর জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনের অগোচর, সুতরাং তিনি 'কি প্রকার' তাহা আমরা জানিতে পারি না। সেইজন্য আমরা জানি না কিরূপে শিষ্যকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা ইন্দ্রিয়গণের গোচরীভূত, সেই বিষয়ে জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা উপদেশ দেওয়া সম্ভব। ব্রহ্মের এই সকল জাতি-আদি বিশেষণ নাই, সুতরাং শিষ্যকে উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়—শ।

(১১) বিদিত ও অবিদিত—বিদিত—যাহা 'বিদি' ক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ নামরূপ সম্পন্ন বিষয়বস্তু। অবিদিত=যাহা জ্ঞানের অতীত, বিদিতের বিপরীত—শ। বিদিত=কার্যরূপ প্রকাশমান জগৎ, অবিদিত=প্রকাশমান জগতের কারণ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিকে অব্যক্তও বলা হয়—ম।

(১২) মূলে আছে 'তৎ'=ব্রহ্মতত্ত্ব—শ ও র, তাঁহাকে (ব্রহ্মকে)—শ্রী অ। 'ওম্, তৎ, সৎ' ব্রহ্মকে নির্দেশ করে—গী—১৭।২৩।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (১২) দ্রষ্টব্য।

* যিনি[১৪] বাক্ দ্বারা অভিব্যক্ত হন না,
যাঁহা দ্বারা[১৫] বাক্ অভিব্যক্ত হয়,
তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে,
'ইহা'[১৬] বলিয়া যাহা (মানুষ) উপাসনা করে,
তাহা (ব্রহ্ম) নহে। কে. উ. ১।৫।

** যাঁহাকে[১৪] মন[১৭] দ্বারা (মানুষ) মনন (চিন্তা)
করে না (=করিতে পারে না)
কিন্তু যাঁহা দ্বারা মন 'মত'[১৮] (বিজ্ঞাত) হয় (ইহা)
(ব্রহ্মবিদ্‌গণ) বলেন
তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।
'ইহা' বলিয়া যাহা (মানুষ) উপাসনা করে,
তাহা (ব্রহ্ম) নহে। কে. উ.১।৬

(১৩) **ভাবার্থ**—ব্রহ্ম জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের উপরে। তিনি অজ্ঞেয় নন, ষষ্ঠ মন্ত্রে তাঁহাকে জানার কথা আছে। সুতরাং তিনি আমাদের উপলব্ধির অতীত নহেন—রা।

আত্মা ভিন্ন অন্য বিষয় বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে, 'আত্মাই ব্রহ্ম'। ব্রহ্মতত্ত্ব, আচার্য্যগণের উপদেশ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তর্ক বা শাস্ত্র পাঠদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না—শ।

(১৪) যিনি বা যাঁহাকে=চৈতন্য জ্যোতিসম্পন্ন আত্মা বা আত্মাকে—শ।

(১৫) যাঁহা দ্বারা=চৈতন্য জ্যোতিসম্পন্ন ব্রহ্ম দ্বারা—শ।

(১৬) ইহা=মূলে আছে 'যদিদম্ উপাসতে।' ইদম্ বা ইহা বলিলে নামরূপাদি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি হয়। যাঁহার নামরূপাদি বিশেষ ধর্ম নাই, তাহাকে ইদম্ (ইহা) বলা যায় না। সেইজন্যই এই উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, যাঁহাকে নাম-রূপাদি-বিশিষ্ট বলিয়া জান—ইন্দ্রিয় বা মনের বিষয় বলিয়া জান—তাহা ব্রহ্ম নহে। কিন্তু সর্বব্যাপী ব্রহ্ম যে সেখানে নাই, তাহা বলা হইতেছে না—শ. দ্র। জীব—ম; জড় ও জীবাদি যুক্ত জগৎ, যাহা সকাম ব্যক্তিগণ উপাসনা করেন—রা।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৩) দ্রষ্টব্য।
** মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (১৪) দ্রষ্টব্য।

*যাঁহাকে[১৭] চক্ষু দ্বারা (মানুষ) দর্শন করে না (করিতে পারে না)
কিন্তু যাঁহা দ্বারা চক্ষু দর্শন করে[১৯]
তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।
'ইহা' (বলিয়া) যাহা (মানুষ) উপাসনা করে, তাহা (ব্রহ্ম) নহে।
কে. উ. ১।৭

**যাঁহাকে[১৭] শ্রোত্র দ্বারা (মানুষ) শ্রবণ করে না (করিতে পারে না)
যাঁহা দ্বারা এই শ্রোত্র 'শ্রুত' হয়[১৮]
তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে,
'ইহা' বলিয়া যাহা (মানুষ) উপাসনা করে, তাহা (ব্রহ্ম) নহে।
কে. উ.১।৮

(১৭) মন=কামনা, সংকল্প (মানসিক চিন্তা), বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী (বুদ্ধি), ভী (ভয়) এই সমস্তই মন, অর্থাৎ মনের বৃত্তি। —বৃঃ ১।৫।৩। কাম (ইচ্ছা) প্রভৃতি বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণই মন—শ. দ্র।

(১৮) মন মত হয়, শ্রোত্র শ্রুত হয়=ব্রহ্ম দ্বারা মন ও শ্রোত্র বিষয়ীকৃত বা ব্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মের চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়াই মন মনন-সামর্থ্য এবং শ্রোত্র শ্রবণ-সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়—শ। "is thought (thinks)" এবং are heard hears)—রা।

(১৯) শংকরের পাঠ 'যেন চক্ষূংষি পশ্যতি'। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলেন 'চক্ষূংষি বহুবচন। আর্ষ প্রয়োগ, এক বচন হইবে'। রংগরামানুজের পাঠ 'যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি' গ্রহণ করিলে আর্ষ প্রয়োগের কথা ওঠে না।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৫) দ্রষ্টব্য।
** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৬) দ্রষ্টব্য।

*যাঁহাকে[১৯] প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) আঘ্রাণ করে না,
যাঁহা দ্বারা প্রাণ প্রাণন কার্য করে
তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে,
'ইহা' বলিয়া যাহা (মানুষ) উপাসনা করে তাহা (ব্রহ্ম) নহে[২০]।

কে. উ. ১।৯।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

(২০) ১।৪-১।৯ **মন্ত্রের ভাবার্থ :—**

আত্মার চৈতন্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াই বাক্ শব্দোচ্চারণ করে, মন মনন (চিন্তা) করে, চক্ষু দর্শন করে, শ্রোত্র শ্রবণ করে, প্রাণ আঘ্রাণ করে। মন বা ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মকে মানসিক বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিষয় (object of perception of senses or thoughts of mind) করিতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়জ বা মানসিক জ্ঞানের বিষয় বা বস্তু নহেন। সেই জন্যই মানুষ মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে না। —শ।

বৃঃ ২।৪।১৪তে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন,—"যাঁহার দ্বারা (সহায়তায়) মানুষ এই সমস্ত জানে, তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?"

ঈশ্বর আমাদের অন্তরাত্মা, তিনি আমাদের বাহিরের কোন বস্তু নন। ব্রহ্ম শুদ্ধ জ্ঞাতা (pure subject), তিনি বিষয় (object) নহেন। তাঁহার প্রকাশ আমাদের আধ্যাত্ম জীবনের গভীরতায়, বহির্জগতে নয়—রা।

প্রথমখণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৭) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

ব্রহ্মজ্ঞান

(আচার্য্য)—"যদি মনে কর (ব্রহ্মকে) উত্তমরূপে জানিয়াছ,

(তবে) তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মের রূপ[১] অল্পই জানিয়াছ,

ইঁহার যাহা (=যে রূপ) তুমি (জান), ইঁহার যাহা

(=যে রূপ) দেবগণের মধ্যে (প্রকাশিত) (তাহা অল্পই)[২]।

সুতরাং (ব্রহ্ম) তোমার বিচার্য।"

এই অনুবাদ শংকরের ব্যাখ্যা মতে। রংগ রামানুজ ও মধ্বের মতে তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রের অনুবাদ একটু ভিন্ন—তাহা এইরূপ :—

ইঁহার যাহা (যে রূপ) তোমাতে (অবস্থিত),

এবং ইঁহার যাহা (যে রূপ)দেবতাদের মধ্যে(অবস্থিত) তাহা তোমার বিচার্য।"

এই শ্লোকের অবশিষ্টাংশ 'মন্যে বিদিতম্', 'র' ও 'ম' পরবর্তী মন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়াছেন।

(বিচারান্তে শিষ্য বলিলেন)[২]

(ব্রহ্মকে) বিদিত মনে করি। কে· উ. ২।১

২।২ মন্ত্রের অনুবাদ বিভিন্ন আচার্যের মতে বিভিন্ন প্রকার—

(ক) **শংকরমতে**—'(ব্রহ্মকে) উত্তমরূপে জানিয়াছি,' ইহা আমি মনে করি না ; 'জানি না' (ইহাও) নয়, 'জানি' (ইহাও) নয়। আমাদের মধ্যে যিনি, 'জানি না' ইহাও নয়, 'জানি' (ইহাও) নয়, এইরূপে তাঁহাকে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

(খ) **শ্রীঅরবিন্দমতে**—

আমি মনে করি না আমি তাঁহাকে উত্তমরূপে জানি। আমি জানি তিনি (আমার নিকট) অজ্ঞাত নন। আমাদের মধ্যে যিনি ইহা জানেন, তিনি তাঁহাকে জানেন, তিনি জানেন তিনি (ব্রহ্ম) তাঁহার নিকট অজ্ঞাত নন।

(গ) **মধ্ব ও রংগরামানুজমতে** :—

আমি (ব্রহ্মকে) বিদিত মনে করি[৩]। আমি মনে করি না, (তাঁহাকে) সম্যক্‌রূপে জানি। (তাঁহাকে) জানি না, ইহাও নয়, তাঁহাকে জানি।

আমাদের মধ্যে যিনি (মনে করেন) 'তাঁহাকে জানি' তিনি তাঁহাকে জানেন না, যিনি মনে করেন 'আমি জানি না', তিনি তাঁহাকে জানেন। কে. উ. ২।২

যাঁহার (নিকট) (ব্রহ্ম) অবিজ্ঞাত (মনে হয়),
(ব্রহ্ম) তাঁহার নিকট বিজ্ঞাত।
যাঁহার (নিকট ব্রহ্ম) বিজ্ঞাত (মনে হয়),
তিনি তাঁহাকে জানেন না।
বিজ্ঞানীদের (নিকট ব্রহ্ম) অবিজ্ঞাত,
এবং অবিজ্ঞানীদের (নিকট ব্রহ্ম) বিজ্ঞাত[৪]। কে. উ. ২।৩

*প্রতিবোধে[৫] (যখন ব্রহ্ম) বিদিত হন,
(তখন তিনি) সম্যক্ বিদিত হন।
(মানুষ তখন) অমৃতত্ব[৬] লাভ করে

(এই অনুবাদ শংকর অনুযায়ী।)

রংগ রামানুজ অনুযায়ী অনুবাদ এইরূপ—

চিন্তিত ব্রহ্ম যদি প্রতিবোধদ্বারা বিদিত হন,
তবে মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে।

(মানুষ নিজে) আত্মা দ্বারা বীর্য[৭] লাভ করে।
(আর) বিদ্যাদ্বারা[৮] অমৃতত্ব লাভ করে।[৯] । কে. উ.২।৪

(১) রূপ—স্বরূপ—শ ; গুণ—র।

(২) বিচারান্তে শিষ্য বলিলেন, ইহা শঙ্করের মত। মধ্ব বা রংগরামানুজ এই মত গ্রহণ করেন নাই।

(৩) এই বাক্য ২।১ মন্ত্র হইতে গৃহীত।

(৪) **ব্যাখ্যা**—(ক) পরমেশ্বর সাধারণ জ্ঞানের বিষয় নহেন। স্বজ্ঞা (intuition) দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। আমরা যদি মনে করি আমরা ব্রহ্মকে জানি, এবং প্রকৃতিতে পরিদৃশ্যমান বস্তুর ন্যায় এবং প্রকৃতি হইতে অনুমিত কারণের ন্যায়, তাঁহাকে বর্ণনা করি, তবে আমরা ব্রহ্মকে জানি না। যাঁহারা অনুভব করেন যে ব্রহ্মকে এইরূপে জানা যায় না, তাঁহারাই তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানেন। ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।...স্বজ্ঞা (intuition) দ্বারা

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৮) দ্রষ্টব্য।

(মানুষ) যদি 'ইহ' (লোকে)[১০] (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে,

তবে[১১] সত্য[১২] (লাভ) হয়।

যদি ইহলোকে (ব্রহ্মকে) না জানিতে পারে,

(তবে) 'মহতী বিনষ্টি'[১৩] (অনিষ্ট) হয়।

উপলব্ধি, আমাদের আত্মাকে বুদ্ধির অতীত পরমেশ্বরের সহিত, প্রত্যক্ষ সংযোগ করিয়া দেয়—রা।

(খ) শেষ দুই ছত্রের রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা—"যিনি বলেন, 'আমি তাঁকে জানি না', তিনিই জানেন; যিনি বলেন, 'আমি জেনেছি', তিনি জানেন না—শা. নি. ২।৩৭৭.

(৫) মূলে আছে,—প্রতিবোধবিদিতম্ মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে।

প্রতিবোধে বিদিত,—বুদ্ধির প্রত্যেক প্রত্যয়ে বা প্রয়োগে জ্ঞাত—শ। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত অথবা উপাসনারূপ ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সাক্ষাৎ কৃত—র।

(৬) অমৃতত্ব=অমরণভাব, নিজের আত্মাতে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ—শ; মোক্ষ বা ব্রহ্ম—র।

(৭) বীর্য—বল, সামর্থ্য,—ধন মন্ত্র-ঔষধি তপ বা যোগ লাভের সামর্থ্য নয়; আত্মজ্ঞানলাভের সামর্থ্য—শ; সমাহিত মন—র।

(৮) বিদ্যা=আত্মজ্ঞান—শ; উপাসনারূপ ভক্তি—র।

(৯) **ব্যাখ্যা :—**

(ক) শংকর—যখন সাধক বুদ্ধির প্রত্যেক প্রত্যয়ে বা প্রয়োগে ব্রহ্মকে সর্বপ্রত্যয়-দর্শী এবং সকল প্রত্যয়ের প্রকাশক অন্তরাত্মারূপে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে সম্যক্ জানেন। এবং তখনই অমৃতত্ব লাভ হয়।

(খ) রংগরামানুজ—প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা বা উপাসনারূপ ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কৃত হয়। প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-জ্ঞান দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

(১০) মূলে 'ইহ' শব্দ আছে=ইহলোক—শ; এই শরীরে—র।

(১১) মূলে আছে অথ=তবে—শ; অনন্তর—র।

(১২) সত্য=মূলে আছে সত্যম্ অস্তি। পরমার্থতা, অবিনাশ (দীর্ঘজীবন), অর্থবত্তা (ধন), সদ্ভাব (সদ্জ্ঞান-লাভ)—শ। আনন্দগিরি টীকায় বলেন—

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৯) দ্রষ্টব্য।

ধীরগণ সর্বভূতে (ব্রহ্মকে) উপলব্ধি করিয়া
এই লোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃত হন[১৪]।　　কে. উ. ২।৫

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—এঁকে যদি জানা গেল, তবেই সত্য হওয়া গেল, এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহা বিনাশ। ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে, ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন—শা. নি ২।৪১।৪৪

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

পরমার্থতা অর্থ ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্মলাভ হইলে ব্রহ্মবিদ্ দীর্ঘজীবন, ধন ও সদ্ভাব উপজাত (byproduct) রূপে প্রাপ্ত হন। সত্য=পূর্বোক্ত ফল—অমৃত-ব্রহ্মলাভ—র।

(১৩) মহতী বিনষ্টি—মূলে এই শব্দ আছে; জন্ম-জরা-মরণাদি প্রবাহময় সংসারে গতি—শ; মহাহানি—র।

(১৪) **ভাবার্থ :—**

বিজ্ঞ ব্যক্তি একই ব্রহ্মকে সকল প্রাণীর মধ্যে দেখেন। যদি এই পৃথিবীতে—এই পার্থিব শরীরে—আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তা অনুভব করি, তবে আমাদের মুক্তি লাভ হয়। আমরা যদি সত্য লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হয়। কারণ, তখন আমরা এই শরীর ও মনের জীবনে হারাইয়া যাই, মনের অতীত সত্তায় যাইতে পারি না।—রা.

দ্বিতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

দেবতাদের ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাব

(দেবাসুর যুদ্ধে) ব্রহ্মই দেবগণের জন্য বিজয় (প্রদান) করিলেন, সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবগণ মহিমান্বিত হইলেন, তাঁহারা মনে করিলেন, "এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।" কে. উ. ৩।১

তিনি (ব্রহ্ম) ইহাদের (ভ্রান্ত অহঙ্কার) জানিতে পারিলেন, এবং তাঁহাদের নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন।

(দেবগণ) তাঁহাকে—'এই যক্ষ কে'[১] তাহা জানিতে পারিলেন না।

কে. উ. ৩।২

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, "জাতবেদ[২] এই যক্ষ কে ইহা আপনি জানুন (জানিয়া আসুন)।" কে. উ. ৩।৩

(অগ্নি) তাঁহার নিকট দ্রুত গমন করিলেন।

(যক্ষ) তাঁহাকে অভিভাষণ করিলেন, "তুমি কে?"

অগ্নি বলিলেন, "আমিই অগ্নি, আমিই জাতবেদ।" কে. উ. ৩।৪

(যক্ষ)—"তাদৃশ[৩] তোমাতে কি বীর্য আছে?"

(অগ্নি)—"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, এই সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি।" কে. উ. ৩।৫

(১) মূলে 'যক্ষ' শব্দই আছে—মহদ্ভূত—শ; Spirit—রা; Dæmon—শ্রী অ। মূলে 'কিম্ ইদং যক্ষম্'—আছে। বাচনিক অনুবাদ হয়—এই যক্ষ কি।

(২) জাতবেদ—ঋগ্বেদে অগ্নির এই নাম দেওয়া হইয়াছে, 'জাত' সকলকে যিনি 'বেদ' (= জানেন); যিনি=সর্বজ্ঞ=Knows all births—শ্রী অ।

(৩) মূলে আছে 'তস্মিন্ ত্বয়ি'—তাদৃশ তোমাতে—র; এইরূপ নাম ও গুণসম্পন্ন তোমাতে—শ; Since thou art such—শ্রী অ।

"ইহা দগ্ধ কর" ইহা (বলিয়া যক্ষ) তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। (অগ্নি) পূর্ণবেগে তাহার (তৃণের) নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাহা দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি তাঁহার সমীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

(ফিরিয়া আসিয়া) "এই যক্ষ কে তাহা জানিতে সমর্থ হইলাম না" ইহা (দেবগণকে অগ্নি) বলিলেন। কে. উ. ৩।৬

অনন্তর (দেবগণ) বায়ুকে বলিলেন, "বায়ু. এই যক্ষ কে—ইহা জানুন (জানিয়া আসুন)।"

বায়ু বলিলেন,—"তাহাই হউক।" কে. উ. ৩।৭

(বায়ু) তাঁহার নিকট দ্রুত গমন করিলেন।

(যক্ষ) তাঁহাকে অভিভাষণ করিলেন, "তুমি কে?"

(বায়ু)—"আমিই বায়ু, আমিই মাতরিশ্বা।" কে. উ. ৩।৮

(যক্ষ)—"তাদৃশ তোমাতে কি বীর্য আছে?"

(বায়ু)—"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।" কে. উ. ৩।৯

"ইহা গ্রহণ কর", ইহা (বলিয়া যক্ষ) তাঁহার (বায়ুর) সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। বায়ু পূর্ণবেগে তাহার (তৃণের) নিকট গমন করিলেন এবং তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সমীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

(ফিরিয়া আসিয়া বায়ু বলিলেন)—"এই যক্ষ কে তাহা জানিতে সমর্থ হইলাম না।" কে. উ. ৩।১০

অনন্তর (দেবগণ) ইন্দ্রকে বলিলেন, "মঘবন্, এই যক্ষ কে—ইহা জানুন (জানিয়া আসুন)।"

"তাহাই হউক",—ইহা (ইন্দ্র) বলিলেন। (তিনি) দ্রুত তাঁহার (যক্ষের) নিকট গমন করিলেন।

(যক্ষ) তাঁহার নিকট হইতে* তিরোহিত হইলেন। কে. উ. ৩।১১

তিনি (ইন্দ্র) সেই আকাশে এক স্ত্রীরূপিণী বহু-শোভমানা হৈমবতী উমার[৫] নিকট আগমন করিলেন। (ইন্দ্র) তাঁহাকে বলিলেন, "এই যক্ষ কে?" কে. উ. ৩১২

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

(৪) ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের অভিমান দূর করিবার জন্য—শ।

ইন্দ্র তখনও ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপযুক্ত হন নাই বলিয়া—ম।

(৫) হেম-কৃত-আভরণভূষিতার ন্যায় বহু শোভমানা উমারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা—অথবা হিমবতের কন্যা। সুতরাং হৈমবতী উমা—শ; হিমবতের কন্যা উমা—র ও ম।

তৃতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড

ব্রহ্ম-জ্ঞান ও তাহার ফল

তিনি (উমা) বলিলেন "(ইনি) ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই এই বিজয়ে (তোমরা) মহিমান্বিত হইয়াছ।" —তাহা (উমার বাক্য) হইতেই, "(ইনি) ব্রহ্ম", ইহা (ইন্দ্র) জানিলেন।

কে. উ. ৪।১

যেহেতু অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র, তাঁহারাই ইঁহাকে (ব্রহ্মকে) নিকটতম-ভাবে স্পর্শ[১] করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইঁহাকে '(ইনি) ব্রহ্ম' প্রথম জানিয়াছিলেন, সেই জন্যই, এই দেবগণ যেন[২] অন্য দেবগণকে অতিক্রম[৩] করিয়াছিলেন। কে. উ. ৪।২

সেইজন্যই ইন্দ্র যেন[২] অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইঁহাকে নিকটতমভাবে স্পর্শ করিয়াছিলেন; এবং তিনিই '(ইনি) ব্রহ্ম' ইহা প্রথম জানিয়াছিলেন। কে. উ. ৪।৩

তাঁহার (ব্রহ্ম বিষয়ে) এই আদেশ[৪]

(ব্রহ্মের প্রকাশ) এই যে বিদ্যুৎ চমকিত হয়, (ইহার) ন্যায়, এবং চক্ষু যে নিমেষ করে, ইহার ন্যায়। ইহা অধিদৈবত[৫] (উপদেশ)[৬]।

কে. উ. ৪।৪

(১) স্পর্শ—সন্নিকটে গিয়া কথোপকথন রূপ স্পর্শ—শ ও র।

(২) 'যেন'—মূলে আছে 'ইব'=যেন। শঙ্কর বলেন, ইহার কোন অর্থ নাই।

(৩) অতিক্রম—মূলে আছে 'অতিতারম্'—অর্থাৎ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন—শ। Surpassed—রা।

(৪) আদেশ—নিরুপম ব্রহ্মকে উপমা দ্বারা যে উপদেশ, তাহাকে আদেশ বলা হয়—শ। উপদেশ—র ও ম।

(৫) অধিদৈবত—দেবতা সম্বন্ধীয়—শ. Concerning gods—রা।

(৬) **ব্যাখ্যা**—শংকর বলেন ব্রহ্মের (প্রথম) প্রকাশ বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় ও চক্ষুর নিমেষের ন্যায় দ্রুত ও ক্ষণিক।' রাধাকৃষ্ণন বলেন 'বিদ্যুতের চমক ও চক্ষুর নিমেষের উপমা ইংগিত করে—পরম সত্যে আকস্মিক দৃষ্টি (sudden glimpse)—'সকৃৎ-

অতঃপর অধ্যাত্ম[৭] (উপদেশ)—এই যে মন, (ইহা) যেন ইঁহাতে (ব্রহ্মে) গমন করে। ইহা (মন) দ্বারা ইহাকে (ব্রহ্মকে সাধক) নিরন্তর স্মরণ করেন। (ইহাই মনের ব্রহ্মবিষয়ক) সংকল্প[৮]।

উপরে প্রদত্ত অনুবাদ শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী।

রংগরামানুজ মতে অনুবাদ এইরূপ—

এই যে মন, (ইহা) ইঁহার (ব্রহ্মের) দ্বারা (প্রেরিত হইয়াই) যেন (বিষয়সমূহে) গমন করে ; (কিন্তু সম্যক্ গমন করে না), তাঁহার দ্বারা (অনুগৃহীত হইয়াই বিষয় সমূহকে) স্মরণ করে। (কি প্রকার মন ?) যে নিরন্তর সংকল্প (কামনা), করে।

কে. উ. ৪।৫

তিনিই (ব্রহ্মই) 'তদ্বন'[৯] নামীয়, 'তদ্বন' বলিয়া উপাস্য। যে কেহ ইহাকে (ব্রহ্মকে) এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাকে সর্বভূতই প্রার্থনা করে।

কে. উ. ৪।৬

বিজ্ঞান।' এই দৃষ্টি আমাদের জীবনে চিরস্থায়ী করিতে হইবে।' রংগরামানুজ বলেন তিনি বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, এবং নিমেষের মত তিরোহিত হইয়াছিলেন। মধ্ব বলেন 'তিনি বিদ্যুৎ (ও অন্যান্য) জ্যোতিষ্কের ন্যায় আলোকিত করেন, এবং প্রলয়ে তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া নিদ্রা যান।

(৭) অধ্যাত্ম—অন্তরাত্মা বিষয়ক উপদেশ—শ। দেহে তাঁহার উপদেশ—র।

(৮) 'শ' ব্যাখ্যা করেন, মন যেন ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে মনের 'বিষয়' করে। ব্রহ্ম তাঁহার সমীপে আছেন, সাধক এই কথা মনের দ্বারা নিরন্তর স্মরণ করেন। ইহা সাধকের ব্রহ্মবিষয়ক সংকল্প। এই মানস প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। মধ্ব বলেন মন তাঁহাকে আংশিক ভাবে জানিতে পারে, সম্যক্ ভাবে নয়। যাহা দ্বারা স্মৃতিশক্তি স্বীয় কার্য করে, তিনিই 'অনিরুদ্ধ' পরব্রহ্ম।

(৯) 'তদ্বন'—মূলে এই 'তদ্বনং' এই শব্দই আছে—ইহার বিভিন্ন অর্থ—(ক) তৎ=তস্য=তাহার=প্রাণিগণের অন্তরাত্মা রূপে যিনি, বননীয়=ভজনীয়। সুতরাং

(শিষ্য) বলিলেন "ভগবন্ উপনিষৎ বলুন," (আচার্য) বলিলেন "তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি। তোমাকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপনিষৎ বলিয়াছি।"
কে. উ. ৪।৭

তপ[১০], দম[১১], কর্ম[১২], তাহার (ব্রহ্মবিদ্যার) প্রতিষ্ঠা[১৩]। বেদসমূহ ইহার সর্বাঙ্গ, সত্য[১৪], ইহার আয়তন[১৫] (—শ) [অথবা—বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহ এবং সত্য (মীমাংসা-শাস্ত্র) ইহার আয়তন—র ও ম]।
কে. উ. ৪।৮

তদ্বন=প্রাণিগণের অন্তরাত্মা রূপে যিনি ভজনীয়—শ। (খ) তৎ=ততত্ব, ব্যাপ্তত্ব যাঁহার আছে তিনি, 'তৎ'=সর্বব্যাপী, বন=বননীয়=ভজনীয়। সুতরাং তদ্বন—সর্বব্যাপী রূপে ভজনীয়—র। (গ) বিষ্ণুই 'তদ্বন', তৎ=ততম্=সর্বব্যাপী। বননীয়—সর্বপ্রিয়। সুতরাং তদ্বন=যিনি সর্বব্যাপী এবং সকলের প্রিয়—বিষ্ণু—ম। (ঘ) That Delight (সেই আনন্দ)—শ্রীঅ। তিনি বলেন বেদে বন অর্থ আনন্দ। Object of all desires, dearest of all—সর্বকামনার ধন, সর্বাপেক্ষা প্রিয়—রা।

(১০) মূলে তপঃ আছে=শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের স্থিরতা-সংস্থাপন—শ। কৃচ্ছ্রসাধন (যেমন চান্দ্রায়ণাদি) অথবা শাস্ত্র-পর্যালোচনা—র ও ম। austerity—শ্রীঅ ও রা।

(১১) দম—(মূলে আছে দমঃ)—উপশম। নিবৃত্তি—শ ইন্দ্রিয়সংযম—র; self-control (আত্মসংযম)—রা; self-conquest (আত্মজয়)—শ্রীঅ।

(১২) কর্ম—work—শ্রীঅ ও রা। অগ্নিহোত্র(যজ্ঞ)াদি—শ; বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম বা ক্রিয়ানুষ্ঠান—র ও ম। 'ম' বলেন যিনি কৃচ্ছ্রসাধন ও দম পালন করেন এবং আশ্রমোচিত কর্ম করেন, এই ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত।

(১৩) প্রতিষ্ঠা—foundation (ভিত্তি)—শ্রীঅ; support (আশ্রয়)—রা; পাদদ্বয়—শ; প্রতিষ্ঠা-হেতু, যিনি তপ-দমবান্ ও কর্মী তাঁহাতে এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়—র।

(১৪) সত্য—অমায়িতা, কায়, মন ও বাক্যের অকুটিলতা—শ; যথার্থ ও অপীড়াকর বচন—র ও ম।

(১৫) আয়তন—আশ্রয়স্থান—শ। উৎপত্তিস্থান, ব্রহ্মমীমাংসা—র। dwelling place—শ্রীঅ। abode—রা।

৪র্থ খণ্ড সমাপ্ত

কেনোপনিষৎ সমাপ্ত।

যিনিই ইহাকে (উপনিষৎ-বিদ্যাকে) এইরূপে জানেন তিনি পাপ[১৬] 'অপহত' (বিনাশ) করিয়া অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে[১৭] প্রতিষ্ঠিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন। কে. উ. ৪।৯

(১৬) পাপ—অজ্ঞান-কামনা-কর্মজনিত সংসারবীজ—শ। Sin—রা; evil—শ্রীঅ।

(১৭) অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গ-লোক—সুখাত্মক ব্রহ্ম—শ; সুখরূপ, প্রকাশরূপ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মে—র। স্বর্গ এখানে সাধারণ স্বর্গ বুঝায় না. বুঝায় অনন্ত আনন্দ, যেখান হইতে পার্থিব শরীরে পুনরাগমন হয় না—রা।

(১৮) প্রতিষ্ঠিত হন পুনরায় সংসারে আগমন করে না—শ। ব্রহ্মে যুক্ত হন—র। ২।৪ মন্ত্রে যে অমৃতত্ব প্রাপ্তি কথা আছে, ইহা সেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি।

কেনোপনিষৎ-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শান্তিপাঠ

ওম্, আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ আপ্যায়িত হউক, সকলই ঔপনিষদ (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম; আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ (প্রত্যাখ্যান) না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে নিরাকরণ না করেন। (ব্রহ্মের নিকট) অনিরাকরণ (অপ্রত্যাখ্যান) হউক, আমার নিকট ব্রহ্মের অনিরাকরণ হউক, সেই পরমাত্মাতে নিরত আমাতে উপনিষৎ-সমূহে যে সকল ধর্ম আছে তাহা (প্রতিভাত) হউক।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ

কঠোপনিষৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার কঠ বা কাঠক ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ইহার অপর নাম কাঠকোপনিষৎ। এই উপনিষৎ শংকর ও রংগরামানুজের বিন্যাস অনুসারে দুই অধ্যায়ে বিভক্ত, এক এক অধ্যায়ে তিনটি বল্লী আছে। মধ্বাচার্য এই উপনিষৎকে অধ্যায় বিভাগ করেন নাই, তিনি ইহাকে ছয়টি বল্লীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ডাঃ হিউমও এই অধ্যায়বিহীন ছয় বল্লীর বিন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। সেই জন্য এই উপনিষদের মন্ত্র উল্লেখের সময়, সংখ্যার পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ডাঃ বেবর (Dr. Weber) ও ডাঃ রোয়ের (Dr. Röer) মনে করেন এই উপনিষদে প্রথমে এক অধ্যায় ও তিন বল্লী মাত্র ছিল, এবং দ্বিতীয় অধ্যায় পরে যুক্ত হইয়াছে। আচার্য রাধাকৃষ্ণন ও এই মত গ্রহণ করেন। ডাঃ বেবর বলেন উপনিষৎসমূহ যে ভাবে এবং যে সব কথা বলিয়া শেষ করা হয়, প্রথম অধ্যায় সেই ভাবে শেষ করা হইয়াছে; প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষার পার্থক্য আছে, এবং প্রথম অধ্যায়ের অনেক বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুনরুক্ত হইয়াছে; এবং অথর্ববেদীয় উপনিষদের তালিকায় দুই অধ্যায় বিভিন্ন উপনিষৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বেবর, রোয়ের ও ম্যাক্সমূলার বলেন যে এই উপনিষৎ সর্বোৎকৃষ্ট উপনিষৎসমূহের অন্যতম। এই উপনিষৎ রাজা রামমোহন রায়ই ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

নচিকেতার উপাখ্যান দ্বারা এই উপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে। নচিকেতার উপাখ্যান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ঋগ্বেদ ১০।১৩৫ সূক্তে এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ৩।১।৮এ আছে।

এই উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আচার্য শংকরের মতে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা ইহাই নচিকেতার । আচার্য রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ১।২।১২ সূত্রের ব্যাখ্যায় এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং আচার্য শংকরের মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন যে মৃত্যুর পর যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে সে বিষয়ে নচিকেতার কোন সন্দেহ ছিল না—১।৩ মন্ত্রে নচিকেতা চিন্তা করিয়াছিলেন যে নিরিন্দ্রিয় গাভীদান করে,

সে (মৃত্যুর পর) অনন্দালেকে গমন করে, ১।৬ মন্ত্রে তিনি বলেন যে মানুষ শস্যের ন্যায় মৃত হয়, আবার শস্যের ন্যায় পুনরায় জাত হয়। নচিকেতা প্রথম ও দ্বিতীয় বর যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাতে আত্মার মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি বলেন নচিকেতার প্রশ্ন মোক্ষাধিকারীর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে —যিনি মোক্ষাধিকারী, মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, কি তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, ইহাই নচিকেতার প্রশ্নের তাৎপর্য। রংগরামানুজ ও মধ্বও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

শান্তিপাঠ*

ওম্, (ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্যকে) একত্র রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কে একত্র ভোগ (বিদ্যা-ফল) প্রদান করুন। (উভয়ে) যেন একত্র বীর্যের সহিত কর্ম করিতে পারি। আমাদের অধীত (বিদ্যা) তেজস্বী হউক। উভয়ে যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি ! ! !

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২০ দ্রষ্টব্য)।

কঠোপনিষৎ

প্রথম অধ্যায়

—প্রথম বল্লী—

নচিকেতার উপাখ্যান

বাজশ্রবস (যজ্ঞফল-) কামনা করিয়া সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। ১।১।১

(ব্রাহ্মণদের নিকট) যখন দক্ষিণা (গবাদি) আনয়ন করা হইতেছিল, (তখন) কুমার (তরুণবয়স্ক) হইলেও, তাঁহার (নচিকেতার) মধ্যে 'শ্রদ্ধা'[১] প্রবেশ করিল। ১।১।২

তিনি মনে করিলেন—যে সকল গাভী (জন্মের মত) জলপান করিয়াছে, তৃণ-ভক্ষণ করিয়াছে এবং দুগ্ধ দান করিয়াছে[২], এবং যাহারা ইন্দ্রিয়শক্তি-শূন্য[৩], তাহাদিগকে যিনি দান করেন, তিনি অনন্দা[৪] নামক যে[৫] লোক সমূহ আছে—সেখানে গমন করেন। ১।১।৩

তিনি (নচিকেতা) পিতাকে বলিলেন "আমায় কাঁহাকে দিবেন?" দ্বিতীয়, তৃতীয়বার (সেই কথাই বলিলেন)। (পিতা) তাঁহাকে বলিলেন "তোমায় মৃত্যুকে দিব।" ১।১।৪

(১) শ্রদ্ধা—পিতার হিত কামনাদ্বারা প্রযুক্ত আস্তিক্যবুদ্ধি—শ. ও র। পিতার হিত কামনা দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া দক্ষিণার প্রকৃতি দেখিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন—রা।

(২) অর্থাৎ গাভীগুলি এত বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ যে তাহারা আর জলপান, তৃণভক্ষণ বা দুগ্ধদান করিবে না।

(৩) মূলে আছে নিরিন্দ্রিয়—বৎস প্রসবে অসমর্থ—শ ও র।

(৪) অনন্দা—ঈ.উ. ৩. ও বৃ.উ. ৪।৪।১১-তে অনন্দা লোকের কথা আছে =আনন্দহীন সুখরহিত লোকসমূহ—শ ও র।

(৫) মূলে আছে 'তে' (=সেই), অনুবাদের জন্য "যে" দেওয়া হইল।

(নচিকেতা তখন চিন্তা করিলেন) 'অনেকের মধ্যে আমি প্রথম গমন করি (বা হইয়া থাকি), অনেকের মধ্যে (আমি) মধ্যম গমন করি (বা হইয়া থাকি)[৬]। যমের এমন কি কর্তব্য (থাকিতে পারে) যাহা আমার দ্বারা অদ্য করিবেন। ১।১।৫

বন্ধনীর মধ্যে শব্দ সমূহ 'শ' ব্যাখ্যানুযায়ী। 'র' মতে অনুবাদে এইরূপ হইবে।

(মৃত্যু-সদন) গন্তাদের মধ্যে আমি প্রথম বা মধ্যম (কিন্তু শেষ নই)। আমার মৃত্যুসদনে গমন দ্বারা যমের কোন প্রয়োজন সাধিত হইবে—(ইহাই বিচার্য)।

(নচিকেতা বুঝিলেন যে, তাঁহাকে যমকে দিবেন বলিয়া পিতা অনুতপ্ত। স্নেহবশতঃ তাঁহাকে যমের নিকট প্রেরণ না করিলে পিতা সত্যভ্রষ্ট হইবেন, এই আশঙ্কায় নচিকেতা বলিলেন)—পূর্ববর্তিগণ যেরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করুন। পরবর্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন তাহা আলোচনা করুন[৭]। শস্যের ন্যায় মানুষ জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং শস্যের ন্যায় পুনরায় জাত হয় (জন্মে)। ১।১।৬

(নচিকেতা যমের গৃহে গেলেন। যম গৃহে ছিলেন না, তিন দিন পরে যম যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার স্বজনগণ বলিলেন)—

"ব্রাহ্মণ-অতিথি বৈশ্বানরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন।
(সাধুগৃহস্থগণ) তাঁহার এইরূপ[৮] শান্তি করেন,
হে বৈবস্বত, উদক আনয়ন কর। ১।১।৭

*"যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ অনাহারে বাস করেন,
সেই অল্পমেধা পুরুষের 'আশা ও প্রতীক্ষা'[৯] সাধুসঙ্গ সত্য
ও প্রিয় বাক্য(-জনিত পুণ্য), ইষ্ট ও পূর্ত[১০](-জনিত সুফল),
সমস্ত পুত্র ও পশু, এই সমুদয়ই বিনষ্ট হয়[১১]। ১।১।৮

(৬) অর্থাৎ আমি নিকৃষ্ট নই—শ।

(৭) অর্থাৎ পূর্ববর্তিগণ (পিতৃ পিতামহগণ) যেরূপ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং যেরূপ আচরণ করিয়াছেন এবং পরবর্তী সাধুগণ যেরূপ সত্যনিষ্ঠ এবং যেরূপ আচরণ করেন, তাহা আলোচনা করুন—শ।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (২১) দ্রষ্টব্য।

(যম নচিকেতাকে বলিলেন) "হে ব্রাহ্মণ, তুমি নমস্য অতিথি। তুমি তিন রাত্রি আমার গৃহে অনাহারে বাস করিয়াছ। হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে নমস্কার। আমার 'স্বস্তি' (মঙ্গল) হউক। সেইজন্য (প্রতি রাত্রির জন্য একটি করিয়া) তিনটি বর প্রার্থনা কর। ১।১।৯

(নচিকেতা)—"হে মৃত্যু, (আমার পিতা) গৌতম যেন শান্তচিত্ত, ও সুমনা[১১] এবং আমার প্রতি বীতক্রোধ হন। আপনার দ্বারা বিমুক্ত আমাকে যেন চিনিতে পারেন, এবং সাদর সম্ভাষণ করেন।" তিনটি বরের মধ্যে (আমি) এই প্রথম বর প্রার্থনা করি। ১।১।১০

(যম)—"(তোমার পিতা) ঔদ্দালকি আরুণি[১২] তোমাকে চিনিতে পারিয়া আমার আদেশে (বা অনুগ্রহে—র), পূর্বে যেরূপ (সেইরূপ স্নেহবান্) হইবেন এবং মৃত্যুর মুখ হইতে প্রমুক্ত তোমাকে দেখিয়া বিগত-ক্রোধ হইয়া রাত্রিতে সুখে শয়ন করিবেন।" ১।১।১১

(নচিকেতা)—"স্বর্গলোকে কোনই ভয় নাই। আপনি সেখানে নাই ; (কেহ) জরা দ্বারা ভয় পায় না। (সকলেই) ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়কে অতিক্রম করিয়া শোকাতীত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করে। ১।১।১২

"হে মৃত্যু, আপনি স্বর্গ-প্রাপক অগ্নিকে জানেন। শ্রদ্ধাশীল আমাকে তাহা বলুন। স্বর্গবাসিগণ অমৃতত্ব[১৩] ভোগ করেন। দ্বিতীয় বর দ্বারা ইহা (অগ্নি-তত্ত্ব) বর প্রার্থনা করি।" ১।১।১৩

(৮) পাদ্য, আসন ইত্যাদি—প্রদান করিয়া—শ।

(৯) আশা ও প্রতীক্ষা—আশা=অবিজ্ঞাত অভীষ্ট বস্তু-প্রাপ্তির কামনা (যথা—সুবর্ণ পর্বত)—শ ; অনুৎপন্ন বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা—র।

প্রতীক্ষা=বিজ্ঞাত অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির কামনা—শ. উৎপন্ন বস্তু-প্রাপ্তির ইচ্ছা—র।

(১০) ইষ্ট ও পূর্ত—ইষ্ট=বেদবিহিত কর্ম (যজ্ঞাদি)—

পূর্ত—স্মৃতিবিহিত কর্ম (যেমন পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি)—শ ও র।

(১১) সুমনা—প্রসন্নমনা—শ।

(যম)—"নচিকেতা, স্বর্গপ্রাপক অগ্নিকে আমি বিশেষভাবে জানি। আমি তোমাকে সবিশেষ বলিব।

"তাহা (অগ্নিতত্ত্ব) আমার নিকট হইতে অবগত হও। তুমি ইহাকে (অগ্নিকে) অনন্ত লোক প্রাপ্তির[১৩] উপায়, এবং (জগতের) প্রতিষ্ঠা[১৪] (সকল প্রাণীর হৃদয়) গুহায়[১৫] নিহিত জানিবে।" ১।১।১৪

জগতের আদি[১৬] সেই অগ্নির বিষয়ে, (বেদীর জন্য) যেরূপ ও যত সংখ্যক ইষ্টক এবং যেরূপে (অগ্নিচয়ন [অর্চনা] করিতে হয়) তাহা যম তাঁহাকে বলিলেন। (যম) যেরূপ বলিলেন, তিনি (নচিকেতা)ও তাহা পুনরাবৃত্তি করিলেন। মৃত্যু তাঁহার(পাঠান্তর—ইহার) (পুনরাবৃত্তিতে) তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন। ১।১।১৫

মহাত্মা (যম) প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্য পুনরায় তোমাকে এবিষয়ে বর দিব। এই অগ্নি তোমারই নামের দ্বারা (অভিহিত) হইবে[১৭]। এই 'অনেকরূপা' সৃঙ্কা[১৮] গ্রহণ কর। ১।১।১৬

(১২) ঔদ্দালকি আরুণি—নচিকেতার পিতা; আরুণি—অরুণের পুত্র; ঔদ্দালকি—উদ্দালক স্বার্থে বা অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়। আরুণির পুত্র উদ্দালক, অথবা আরুণির পুত্র উদ্দালকের পুত্রিকা পুত্র—শ এবং র। অথবা আরুণিগোত্রীয় উদ্দালকের পুত্র—র।

(১৩) অমৃতত্ব—অমরণতা,　　দেবত্ব—শ।
স্বর্গলোক প্রাপ্তি—শ,　　বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি—র।

(১৪) প্রতিষ্ঠা—বিরাট্‌রূপ জগতের আশ্রয়—শ; পুনর্জন্ম না হওয়ারূপ প্রতিষ্ঠা—র।

(১৫) গুহা—শরীর-মধ্যে—তৈ: ব্রা: ১।২।১।৩; বিদ্বান্‌দের বুদ্ধিতে—শ।
Secret place of the heart—রা। Cave of our being—শ্রী অ।

(১৬) মূলে আছে লোকাদিং=জগতের প্রথম সৃষ্টি—শ। ঋগ্বেদে অগ্নিকে প্রজাপতির সহিত এক বলা হইয়াছে, সুতরাং অগ্নিকে জগতের আদি কারণ বা প্রথম উৎপত্তি বলা যায়—রা।

(১৭) অর্থাৎ অগ্নির নাম হইবে নচিকেতা অগ্নি।

"তিনবার নচিকেতা—অগ্নিচয়ন(অর্চনা)কারী, ও তিনকর্ম-কারী[১৯] তিনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া[২০] জন্ম মৃত্যু উত্তীর্ণ হন। (তিনি) ব্রহ্মজজ্ঞ[২১] পূজনীয় দেবকে জানিয়া এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন। ১।১।১৭

"তিনবার নচিকেতা-অগ্নি-চয়নকারী, যিনি এই তিনটি নিয়ম[২২] জানিয়া এইরূপে নচিকেতা-অগ্নিকে চয়ন করেন তিনি মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর পাশ-সমূহ[২৩] ছিন্ন করিয়া শোকাতীত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ অনুভব করেন। ১।১।১৮

"হে নচিকেতা, এই স্বর্গপ্রাপক অগ্নি—যাঁহাকে তুমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিয়াছিলে—সেই অগ্নিকে মানবগণ তোমারই নামে অভিহিত করিবে। তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।" ১।১।১৯

(নচিকেতা)—"এই যে সংশয়—মানুষ (ইহলোক হইতে) প্রয়াণ করিলে, কেহ বলেন '(আত্মা) আছেন'। কেহ বলেন '(আত্মা) নাই'[২৪] এই বিষ্যা আমি আপনার দ্বারা উপদিষ্ট (হইব)। বরসমূহের মধ্যে ইহা আমার তৃতীয় বর।" ১।১।২০

(১৮) অনেকরূপা—বিচিত্র—শ. এবং র.; সৃঙ্কা—(ক) শব্দবতী মালা—শ. এবং র। (খ) বা অকুৎসিত কর্মময়ী গতি—শ. Chain—রাং, Necklace—শ্রীঅ।

(১৯) তিনকর্মকারী—যিনি যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান করেন—শ ও র।

(২০) তিন সম্বন্ধ—শংকর তিনটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন—(ক) পিতামাতা ও আচার্য্যের যথাযথ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অথবা, (খ) বেদপাঠ স্মৃতিপাঠ ও সাধুসংগ করিয়া, অথবা (গ) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শাস্ত্র) দ্বারা ধর্ম জানিয়া—শ; ত্রিবিধ অগ্নি দ্বারা পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া—র; ঋক্, সাম, যজুঃ—এই তিন বেদের সহিত একত্ব লাভ করিয়া—ম।

(২১) ব্রহ্মজজ্ঞ=ব্রহ্ম (=হিরণ্যগর্ভ) হইতে জাত এবং সর্বজ্ঞ বিরাট্—শ। যিনি ব্রহ্ম হইতে জাত এবং ব্রহ্মকে জানেন—জীব,— ব্রহ্মজজ্ঞ পুজনীয় দেবকে জানিয়া=জীবকে পুজনীয় ব্রহ্মাত্মক জানিয়া—র। ব্রহ্ম=বেদ, ব্রহ্মজ=বেদপ্রকাশিত (বিষ্ণু); জ্ঞ=সর্বজ্ঞ—ম। সর্বজ্ঞ অগ্নি—রা।

(যম)—"এই বিষয়ে দেবগণের মধ্যেও পূর্বে সংশয় (ছিল)। ইহা সুবিজ্ঞেয় নয়। এই ধর্ম (আত্মতত্ত্ব) অতি সূক্ষ্ম। নচিকেতা, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। আমাকে উপরোধ করিও না। ইহা (এই বর) পরিত্যাগ কর।" ১।১।২১

(নচিকেতা)—"এ বিষয়ে দেবগণের মধ্যেও নিশ্চয়ই সংশয় ছিল, আপনিও যাহা সুবিজ্ঞেয় নয় বলেন। আপনার ন্যায় ইহার (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) অন্য বক্তা লভ্য নয়। অন্য কোনও বর ইহার তুল্য নয়।" ১।১।২২

(যম)—"শতায়ু পুত্র-পৌত্রগণের বর প্রার্থনা কর। বহু পশু, হস্তী, সুবর্ণ, অশ্ব[২৫] মহায়তনের ভূমি[২৬] বর প্রার্থনা কর। তুমি যত বৎসর ইচ্ছা কর (নিজে) জীবিত থাক। ১।১।২৩

"যদি ইহার তুল্য (অন্য কোন) বর থাকে? তাহা এবং চিরজীবন বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা, তুমি বিশাল-ভূখণ্ড[২৬] গ্রহণ কর; তোমাকে সকল কামনার ভোগাধিকারী করিব। ১।১।২৪

(২২) তিনটি নিয়ম—১।১।১৫ কথিত নিয়ম—কি প্রকার ইষ্টক, কত সংখ্যক ইষ্টক এবং কিরূপে অগ্নি চয়ন করিতে হয়—শ।

(২৩) মৃত্যুপাশ—অধর্ম অজ্ঞান রাগ দ্বেষ ইত্যাদি—শ। রাগ দ্বেষাদি—র।

(২৪) কেহ বলেন "শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্ দেহান্তরগামী এক আত্মা আছেন।" কেহ বলেন, "এই প্রকার আত্মা নাই"।—শ। রামানুজ ব্রঃ সূ ১।২।১২ ভাষ্যে এই মন্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রশ্নের তাৎপর্য এই—কেহ কেহ (যেমন অদ্বৈতবাদীরা) বলেন মোক্ষলাভ হইলে মুক্ত পুরুষের আত্মার (পৃথক্) অস্তিত্ব থাকে না, ব্রহ্মে বিলীন হয়। কেহ কেহ (যেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীরা) বলেন মোক্ষলাভ হইলে মৃত্যুর পর জীবাত্মার (পৃথক্) অস্তিত্ব থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর নচিকেতা যমের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মূলে আছে 'প্রেতে মনুষ্যে' প্রেতে=প্রকৃষ্টভাবে গতে, অর্থাৎ যে আর ফিরিয়া আসিবে না=মুক্ত আত্মা। সুতরাং প্রশ্নের অর্থ এই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে আত্মা পৃথক্ ভাবে থাকে কি না। রামানুজের মত রংগরামানুজ ও মধ্ব মোটামুটি) গ্রহণ করিয়াছেন।

"যে সকল কাম্য (বস্তু) মর্ত্যলোকে দুর্লভ সেই সকল কাম্য (বস্তু) ইচ্ছামত প্রার্থনা কর। রথে আসীনা ও বাদ্যযন্ত্র-সমন্বিতা এই সকল রমণীগণ (রহিয়াছে)। ঈদৃশ (রমণীগণ) মনুষ্যদের লভ্যা নয়। মৎ-প্রদত্ত ইহাদের দ্বারা নিজের পরিচর্যা করাও। নচিকেতা, মরণ বিষয় প্রশ্ন করিও না।" ১।১।২৫

(নচিকেতা)—"হে অন্তক, মানুষের এই যে সকল (কাম্যবস্তু), তাহারা আগামী কল্য পর্যন্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ। তাহারা সকলেই ইন্দ্রিয়ের তেজ জরাজীর্ণ করে। সকলেরই জীবন ক্ষণস্থায়ী। (অতএব) (আপনার) বাহন সকল আপনারই, (আপনার) নৃত্যগীত আপনারই (থাকুক)। ১।১।২৬

"বিত্তের দ্বারা মানুষ তৃপ্ত হয় না[২৭]। যখন আপনার দর্শন পাইয়াছি, বিত্ত আমি পাইব। যত দিন আপনি বিধান করিবেন[২৮] ততদিন বাঁচিয়া থাকিব। আমার বরণীয় বর কিন্তু তাহাই। ১।১।২৭

১।১।২৮ মন্ত্রের অনুবাদ তিন প্রকার করা হইয়াছে:—

(ক) "(অন্তরীক্ষের) নিম্নস্থ পৃথিবীবাসী[২৯] কোন্ জরাধীন মানুষ অজর অমরদের সমীপে গমন করিয়া বর্ণরতি-প্রমোদসমূহ অভিধ্যান করিয়া (তাহাদের অনিত্যতা) প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া[৩০] অতিদীর্ঘ জীবনে[৩১] আনন্দ লাভ করিতে পারে?

(খ) শংকর মতে অনুবাদ—"(অন্তরীক্ষের) নিম্নস্থ কোন পৃথিবীবাসী[২৯] জরাধীন মানুষ অজর অমরগণের সমীপে গমন করিয়া (তাঁহাদের

(২৫) মূলে বহুবচন আছে। বাংলায় একবচন দ্বারাই বহু বচনের অর্থ প্রকাশ করে।

(২৬) অর্থাৎ বিশাল-ভূখণ্ডের রাজা হও—শ।

(২৭) মূলে আছে "ন বিত্তেন তর্পণীয়ঃ মনুষ্যঃ"। তুঃ—"Man does not live by bread alone"—The Bible.

(২৮) মূলে আছে "যাবৎ ঈশিষ্যসি"। বাচনিক অর্থ যতকাল শাসন বা প্রভুত্ব করিবেন; যমের শাসন প্রলয় পর্যন্ত, সুতরাং প্রলয় পর্যন্ত তিনি বাঁচিবেন, ইহা

নিকট হইতে উৎকৃষ্ট প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া বর্ণরতিপ্রমোদসমূহ অভিধ্যান করিয়া[৩০] অতিদীর্ঘ[৩১] জীবনে আনন্দ লাভ করিতে পারে ?

(গ) রংগরামানুজমতে অনুবাদ—"(বিত্তপুত্রাদিতে) আস্থাবান্[২৯] জরাধীন বিবেকী মানুষ অজর অমর দেবতাদের স্বরূপ জানিয়া (আদিত্য)বর্ণবিশিষ্ট—ব্রহ্ম-ভোগাদি জনিত আনন্দ নিপুণতার সহিত নিরূপণ করিয়া, কি প্রকারে অল্পজীবনে[৩১] প্রীতিলাভ করিতে পারে ? ১।১।২৮

"হে মৃত্যু, যাহাতে (মৃত্যুর পর [মুক্ত—র] আত্মা থাকে কিনা সেই বিষয়ে) (মানবগণ) এই সংশয় বোধ করে, সেই মহান্ পরলোক সাধন বিষয়ে[৩২] যাহা (কিছু আছে) তাহা আমাদিগকে বলুন। যে বর (বরের বিষয়) গূঢ় ও অনুপ্রবিষ্ট[৩৩] নচিকেতা তাহা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করে না"। ১।১।২৯

প্রথম অধ্যায় প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

নচিকেতার বক্তব্য নয় মনে হয়। যম যত কাল বিধান করিবেন, ততকালই তিনি বাঁচিতে চান। ঈপ্সিসি অর্থ বিধান করিবেন ইহা সমীচীন মনে হয়।

(২৯) এখানে দুইটি পাঠ আছে—একটি পাঠ কধঃস্থ, অন্যটি ক তদাস্থ। শংকর দুইটিই উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাঠ রংগরামানুজ গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক) ক্বধঃস্থ=কু (পৃথিবী) + অধঃ (অন্তরীক্ষের অধঃ বা নিম্ন) + স্থঃ বাস করে=নিম্নস্থ পৃথিবীবাসী—শ।

(খ) ক=কোন বা কোথায়। তদাস্থ—তেষু (বিত্তপুত্রাদি প্রভৃতিতে) + আস্থা যাহাদের অর্থাৎ ভোগে আস্থাবান্—র এবং শ।

(৩০) প্রজানন্=(দেবতাদের নিকট উৎকৃষ্ট নিজের প্রয়োজনীয় যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা) প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া—শ. বিবেকী—র। মূলে প্রজানন্ শব্দ অভিধ্যায়ন্ শব্দের অব্যবহিত পূর্বে আছে। বারবার মূল মন্ত্রটি পাঠ করিলে মনে হয় যে, অভিধ্যায়ন্ ও প্রজানন্ একত্রে গ্রহণ করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয়। বর্ণরতি প্রমোদসমূহ অভিধ্যান করিলে তাহাদের অনিত্যতা প্রকৃষ্টরূপে জানা যায়। সেই জন্য প্রথম অনুবাদে এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

বর্ণরতি-প্রমোদসমূহ—pleasures of love and beauty—রা; beauty, enjoyment and pleasure—শ্রী অ; অপ্সরা প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত গীতি ক্রীড়া জনিত সুখ—শ। বর্ণ=আদিত্যবর্ণ ব্রহ্ম, রতি-প্রমোদ=ব্রহ্মভোগাদিজনিত আনন্দ—র.।

(৩১) দুইপ্রকার পাঠ আছে—'অতিদীর্ঘ' যাহা 'শ' গ্রহণ করিয়াছেন। 'অনতিদীর্ঘ' যাহা 'র গ্রহণ' করিয়াছেন।

(৩২) মূলে আছে—সাম্প্ররায়ে=সম্=সম্যক্, পরা=পরকালে=দেহপাতের পর, ঈয়তে=গমন করে; সুতরাং সম্প্ররায়=পরলোক। তাহা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় সাধন=সাম্পরায়=পরলোক সাধন বা পরলোকচিন্তা—শ. দ্র.। মহান্=মহৎ প্রয়োজনীয়—শ। পরলোকে মুক্তাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে—র।

(৩৩) গূঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট="অত্যন্ত গহন বা চিন্তার অগম্য ভাবাপন্ন"—শ. দ্র. Which enters into the secret that is hidden from us.—শ্রী অ.; Which penetrates the mystery—রা.।

প্রথম অধ্যায় প্রথম বল্লী ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় বল্লী

(দুই পথ)

(যম)—"শ্রেয় 'অন্য' (পৃথক্) এবং প্রেয় 'অন্য'ই[১]।
তাহারা উভয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে পুরুষকে বন্ধন করে।
তাহাদের মধ্যে শ্রেয়-গ্রহণকারীর কল্যাণ হয়,
যিনিই প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি হীন হন[২]। ১।২।১

"শ্রেয় এবং প্রেয় মনুষ্যের নিকট আসে।
ধীর ব্যক্তি উভয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করেন[৩]
ধীর (ব্যক্তি) প্রেয় অপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন।
মন্দ(-বুদ্ধি) যোগক্ষেমের[৪] জন্য প্রেয়কে বরণ করেন। ১।২।২

"নচিকেতা, তুমি প্রিয় এবং 'প্রিয়রূপ' (রমণীয়) কাম্যসমূহকে
অভিধ্যান (বিচার)[৫] করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ।
এই বিত্তময়ী সৃঙ্কা[৬] যাহাতে বহু মনুষ্য
নিমজ্জিত হয়—(তুমি) তাহা গ্রহণ কর নাই। ১।২।৩

(১) শ্রেয়=নিঃশ্রেয়স—শ; মোক্ষপথ—র; Good—শ্রীঅ এবং রা। প্রেয়=প্রিয়—শ; ভোগপথ—র; pleasant—শ্রীঅ এবং রা। শ্রেয় প্রেয় হইতে ভিন্ন। প্রেয় শ্রেয় হইতে ভিন্ন।

(২) হীন হন—পারমার্থিক পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হন—শ। পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন—র।

(৩) শ্রেয় এবং প্রেয় উভয়ই মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। হংস যেমন জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধকে পৃথক্ করে, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি মিশ্রিত শ্রেয় প্রেয় হইতে শ্রেয়কে গ্রহণ করে—শ এবং র।

(৪) যোগক্ষেম—যোগ=অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি, ক্ষেম=প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণ—শ।

(৫) মূলে আছে অভিধ্যায়ন্=নিরূপণ করিয়া, বিশেষ চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া—শ।

(৬) বিত্তময়ী সৃঙ্কা (তু: অনেকরূপা সৃঙ্কা ১।১।১৬)=ধনবহুল কুৎসিত গতি—শ এবং র; net of riches—শ্রীঅ; way of wealth—রা।

"যাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা[৭] নামে জ্ঞাত,
ইহারা সম্পূর্ণ বিপরীত[৮] ও ভিন্ন-গতি ;
নচিকেতা, তোমাকে বিদ্যার্থী মনে করি।
বহুকাম্য (বস্তু)ও তোমাকে প্রলুব্ধ করে নাই। ১।২।৪

* "অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান,
নিজের বিচারে ধীর এবং নিজের মতে পণ্ডিত,
অতিকুটিলপথগামী[৯] মূঢ়গণ—অন্ধের দ্বারা
'নীয়মান' (পরিচালিত) অন্ধের ন্যায়—পরিভ্রমণ করে। ১।২।৫

"প্রমাদ-গ্রস্ত[১০] বিত্তমোহে বিমূঢ় অল্পবুদ্ধির নিকট
পরলোক-সাধন[১১] প্রতিভাত হয় না।
'ইহলোকই আছে, পরলোক নাই' এইরূপ মননকারী,
পুনঃ পুনঃ আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়[১২]। ১।২।৬

(৭) অবিদ্যা—প্রেয়বিষয়া—শ ; কামকর্মত্মিকা—র।
বিদ্যা—শ্রেয়বিষয়া—শ ; বৈরাগ্যতত্ত্বধর্মী—র।

(৮) মূলে আছে 'দূরম্ বিপরীতে'—শংকর দূরম্ অর্থ করিয়াছেন অত্যন্ত ব্যবধানে (বিপরীত)। উদাহরণ দিয়াছেন যেমন আলোক ও অন্ধকার। এই ভাব নিলে দূরম্ শব্দের অর্থ 'সম্পূর্ণ' হয়। সেইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে।

(৯) কুটিলপথগামী—জরামরণ রোগাদি দুঃখের সহিত গমনকারী—শ ও র।

(১০) প্রমাদগ্রস্ত—পুত্র পশু প্রভৃতিতে আসক্তচিত্ত—শ ; অনবাহিতমনা—র ; careless—রা ; bewildered—শ্রীঅ।

(১১) মূলে আছে 'সাম্পরায়ে'—১।১।২৯ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(১২) **ব্যাখ্যা**—যে স্বার্থপর বাসনাপূর্ণ, পার্থিব বিত্তদ্বারা আসক্ত, সে কর্মের বিধি (Law of Karma) দ্বারা আবদ্ধ, এবং কর্মের ফল তাহাকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যায়। সুতরাং সে যমের অধীন হয়--রা।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২০) দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে মু. উ. ১।২।৮ মন্ত্রে আছে।

যিনি[১৩] অনেকের শ্রবণের জন্যও লভ্য নন,
যাঁহাকে[১৩] শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানেন না,
ইহার বক্তা আশ্চর্য[১৪] ইহার লব্ধাও (=জ্ঞাতা) কুশল (ব্যক্তি)।
'কুশল'[১৫] (আচার্য্য) দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞাতা ও আশ্চর্য[১৬]। ১।২।৭

* 'অবর'[১৭] মানুষের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে
ইনি (=আত্মা) সুবিজ্ঞেয় হন না, কারণ বহুভাবে ইহাকে
চিন্তা করা হয়;
(অথবা অনেক চিন্তিত হইলেও ইনি সুবিজ্ঞেয় হন না—র)[১৮]
অন্য[১৯] (=অবর ভিন্ন অন্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আচার্য) দ্বারা উপদিষ্ট
না হইলে এখানে (=আত্মতত্ত্বে) গতি নাই[১৯]
(কারণ) তিনি অণুর পরিমাণ হইতে অণীয়ান্ (=সূক্ষ্ম)
এবং তিনি তর্কের অতীত[২০]। ১।২।৮

(১৩) যিনি, যাঁহাকে—আত্মা(কে)—শ ; পরমাত্মা(কে)—র।

(১৪) আশ্চর্য=অদ্ভুত, দুর্লভ—শ ;

(১৫) কুশল—নিপুণ—শ।

(১৬) **ভাবার্থ**—পারলৌকিক সাধন আত্মারই সাধন। অনেকে এই আত্মার বিষয় শুনিবার ও সুযোগ বা সুবিধা প্রাপ্ত হয় না, অনেকে শুনিয়াও আত্মতত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারে না। এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য নিপুণ উপদেষ্টা এবং নিপুণ শ্রোতার প্রয়োজন। কিন্তু উভয়ই দুর্লভ। ব্রহ্মবিদ্ আচার্য দ্বারা উপদিষ্ট হইলেই, নিপুণ শ্রোতা আত্মার সম্যগ্ জ্ঞান-লাভ করেন।—শ (সংক্ষিপ্ত)।

(১৭) অবর—হীন, সাংসারিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন—শ। সাংসারিক পাণ্ডিত্যসম্পন্ন—র। inferior—শ্রীঅ ও রা।

(১৮) প্রথম অনুবাদ শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী, দ্বিতীয় অনুবাদ রংগরামানুজের ব্যাখ্যানুযায়ী।

---

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (২৩) দ্রষ্টব্য।

(১৯) মূলে আছে 'অনন্য-প্রোক্তে গতিঃ অত্র নাস্তি'—অনন্য=ন+অন্য, অন্য=অবর ভিন্ন অন্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আচার্য্য; 'ন' প্রোক্তের সহিত যুক্ত হইবে। প্রোক্তে—প্রকৃষ্টরূপে উক্ত অর্থাৎ উপদিষ্ট হইলে, অত্র—এখানে—আত্মতত্ত্বে, বা ব্রহ্মে; গতি—প্রবেশ; পথ, অবগতি; নাস্তি—নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই সরল ব্যাখ্যা করিয়া মূলানুযায়ী অনুবাদ করিয়াছেন—Unless told of Him by another, thou canst find your way to Him. অন্য একটি ব্যাখ্যা ও অনুবাদও সম্ভব: অনন্য=ন (=নয়)+অন্য=শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ নয়, সুতরাং অর্থ অবর। অনুবাদ হইবে—অবর দ্বারা উপদিষ্ট হইলে। কিন্তু আচার্য শংকর, রংগরামানুজ ও মধ্ব এই বাক্যের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহাদের সারাংশ প্রদত্ত হইল:—

শংকর—(i) অনন্য—যিনি ব্রহ্মের সহিত নিজের অভেদ বা একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন=অভেদদর্শী, গতি—সংশয়ের গতি। সুতরাং প্রথম ব্যাখ্যা—অভেদদর্শী (আচার্য) দ্বারা উপদিষ্ট হইলে, আত্মার বিষয়ে (আছে বা নাই এইরূপ চিন্তার বা সংশয়ের) গতি থাকে না। (ii) অনন্য—নিজ আত্মা হইতে পরমাত্মা অভিন্ন, এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে; গতি=অবগতি বা সংসারগতি। সুতরাং দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—নিজ আত্মা হইতে পরমাত্মা অভিন্ন, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া জ্ঞান হইলে, তাঁহার অবগতির কিছু থাকে না, অথবা তাঁহার সংসার-গতি (পুনর্জন্ম) হয় না। (iii) গতিঃ ন অস্তি—অনবগতি (ন+অবগতি—অবগতির অভাব) থাকে না। সুতরাং তৃতীয় ব্যাখ্যা—অভেদদর্শী আচার্য দ্বারা উপদিষ্ট হইলে, আত্মা-বিষয়ে অনবগতি (অবগতির অভাব) থাকে না।

রংগরামানুজ—(i) অনন্য—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী; গতি=অবগতি। সুতরাং ব্যাখ্যা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী দ্বারা উপদিষ্ট হইলে আত্মার বিষয়ে অবগতি যেরূপ হয়, অবর দ্বারা উপদিষ্ট হইলে সেরূপ হয় না। (ii) গতি=সংসারগতি। ব্যাখ্যা এই—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারী দ্বারা উপদিষ্ট হইলে আর সংসারগতি (পুনর্জন্ম) হয় না। (iii) অনন্য ন+অন্য, নিজে নিজে; আচার্য দ্বারা উপদিষ্ট না হইয়া নিজে নিজে (নিজের চেষ্টায়) উপদিষ্ট হইলে আত্মা-বিষয়ে অবগতি হয় না।

মধ্ব—অনন্য—ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন এই সত্য যিনি উপলব্ধি করেন না—অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ব্রহ্মের অবগতি বা জ্ঞান হয় না।

(২০) তর্কের অতীত—তর্কদ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না—রা।

হে প্রিয়তম, এই মতি[২১] তর্কের দ্বারা লভ্য নয়।
'অন্য' দ্বারা[২২] উপদিষ্ট হইলেই সুজ্ঞান লাভ হয়।
নচিকেতা, তুমি সত্য-ধৃতিবান্[২৩]
তোমার মত প্রশ্নকারী আমাদের যেন হয়
(অর্থাৎ আমাদের নিকট যেন আসে)। ১।২।৯

আমি জানি 'শেবধি' (=নিধি)[২৪] অনিত্য।
অধ্রুব (যজ্ঞাদি) দ্বারা[২৫] সেই ধ্রুবকে[২৬] প্রাপ্ত হওয়া যায় না।
সেই জন্য আমি নচিকেতাগ্নি চয়ন করিয়াছি[২৭]।
অনিত্য দ্রব্য দ্বারা আমি নিত্যকে[২৮] প্রাপ্ত হইয়াছি[২৯]। ১।২।১০

(২১) এই মতি—আত্ম-বিষয়ক মতি—র; বেদপ্রতিপাদিত আত্মমতি—শ.।

(২২) অন্য দ্বারা—বেদজ্ঞান হীন তার্কিক ভিন্ন অন্য আচার্য্য দ্বারা অর্থাৎ বেদজ্ঞ আচার্য্য দ্বারা—শ।

(২৩) সত্য-ধৃতিবান্=যথার্থ বিষয়ে যাহার ধারণাশক্তি আছে—শ.; সত্যে অবিচলিত ধৃতি যাহার—র; steadfast in truth—শ্রীঅ। Holding fast in truth—রা।

(২৪) মূলে আছে শেবধি=নিধি (ধন)—র; কর্মফলরূপ নিধি—শ।

(২৫) মূলে বহুবচন আছে। বাংলায় একবচন দ্বারা বহুবচনের অর্থও প্রকাশ হয় বলিয়া একবচন ব্যবহৃত হইল।

(২৬) ধ্রুব—নিত্য—শ; আত্মতত্ত্ব—র।

(২৭) পদটি মূলে কর্মবাচ্যে আছে। কর্মবাচ্যে অনুবাদ অস্পষ্ট হইবে বলিয়া কর্তৃবাচ্যে অনুবাদ দেওয়া হইল।

(২৮) নিত্যকে—(ক) আপেক্ষিক 'নিত্য'—প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী যমের রাজত্ব—শ। (খ) ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন-জ্ঞান—ভাবটি এই যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান হয় এবং জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়—র।

(২৯) ম্যাক্সমুলার, হিউম ও শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে, এই শ্লোক নচিকেতার উক্তি। আর কেহ এই মত গ্রহণ করেন নাই।

কামনার আপ্তি[৩০] জগতের প্রতিষ্ঠা[৩১]

যজ্ঞের অনন্ত ফল[৩২] অভয়ের পার[৩৩],

মহান্ স্তবনীয় বিস্তীর্ণ-গতি প্রতিষ্ঠা[৩৪] (এই সকল)

ধৈর্য সহকারে দেখিয়া,

নচিকেতা, ধীর তুমি, পরিত্যাগ করিয়াছ[৩৫]। ১।২।১১

সেই দুর্দর্শ[৩৬], গূঢ়[৩৭], অনুপ্রবিষ্ট[৩৮], গুহায় অবস্থিত[৩৯]

গহ্বরে স্থিত[৪০], পুরাণ[৪১] দেবকে

অধ্যাত্ম-যোগ সহায়ে[৪২] উপলব্ধি করিয়া,

ধীর (ব্যক্তি) হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন ॥ ১।২।১২

(৩০) কামনার আপ্তি—সকল কামনার বা অভিলাষের পরিসমাপ্তি—শ। সর্ব-বিষয়াত্মক কাম্য বস্তু প্রাপ্তি—র।

(৩১) জগতের প্রতিষ্ঠা=অধ্যাত্ম, আধিদৈবিক, অধিভূত জগতের আশ্রয়—শ।

(৩২) যজ্ঞের অনন্তফল=হিরণ্যগর্ভপদ লাভ—শ; অবিনাশিত্ব—র।

(৩৩) অভয়ের পার—পরানিষ্ঠা—শ। অত্যন্ত নির্ভয়ত্ব—র; where there is no fear—রা।

(৩৪) মূলে আছে 'স্তোম-মহৎ-উরুগায়-প্রতিষ্ঠাং'; স্তোম—স্তবনীয় (প্রশংসার্হ—শ. দ্র,) মহৎ—অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন—শ। উরুগায়—বিস্তীর্ণাগতি—শ, প্রতিষ্ঠা—নিজের স্থিতি—শ; কীর্তি—র। Great praise wide-moving foundation or great tame chanted through widest region—শ্রীঅ।

(৩৫) **ভাবার্থ**—নচিকেতার সম্মুখে জগতের সকল কামনা, হিরণ্যগর্ভ পদ পর্যন্ত, দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বৈদিক আদর্শ—স্বর্গপ্রাপ্তি, উপনিষদের আদর্শ—অমৃতত্বলাভ (life eternal), এখানে বোধহয় উভয়ের পার্থক্য দেখান হইতেছে—রা।

(৩৬) দুর্দর্শ—অতি সূক্ষ্ম বলিয়া যাহা অতি কষ্টে দর্শন করা যায় (আত্মা)—শ। যাহা দেখিতে অশক্য—র।

(৩৭) গূঢ়—গহন—শ; কর্মজনিত অবিদ্যা দ্বারা আবৃত—র।

(৩৮) অনুপ্রবিষ্ট (দ্র. ১।১।২৯)—deeply hidden—রা। সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মানসিক জ্ঞান হইতে প্রচ্ছন্ন—শ। সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট—র।

মানুষ ইহা (=আত্মতত্ত্ব) শ্রবণ করিয়া এবং সম্যক্ গ্রহণ করিয়া,
ধর্মলভ্যকে পৃথক্ করিয়া[৪৩]
এই অণু[৪৪] (আত্মা বা পরমাত্মা)কে প্রাপ্ত হইয়া,
এবং আনন্দকরকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়।
আমি মনে করি, নচিকেতার জন্য
(ব্রহ্মরূপ) সদন উন্মুক্ত (-দ্বার)। ১।২।১৩

(নচিকেতা)—ধর্ম[৪৫] হইতে 'অন্যত্র' (ভিন্ন), অধর্ম হইতে অন্যত্র (ভিন্ন)
এই 'কৃত' ও 'অকৃত'[৪৬] হইতে 'অন্যত্র' (ভিন্ন)
ভূত (অতীত) এবং ভব্য (ভবিষ্যৎ) হইতে অন্যত্র (ভিন্ন)
যাহা আপনি দর্শন করেন, তাহা বলুন। ১।২।১৪

(৩৯) গুহায়—বুদ্ধিরূপ গুহায়—শ। হৃদয়-গুহায়—র।

(৪০) গহ্বরে স্থিত—বিষম (রাগদ্বেষাদিপূর্ণ) অনর্থসঙ্কুল-দেহে স্থিত—শ. দ্রু। অন্তর্যামী—র।

(৪১) পুরাণ—পুরাতন—শ., অনাদি—র।

(৪২) অধ্যাত্ম যোগ সহায়ে—বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে স্থিতিকরণের নাম আধ্যাত্ম-যোগ—শ. দ্র. ও র; অর্থাৎ নিধিধ্যাসন-সহায়ে—গ।

(৪৩) 'ধর্ম-লভ্য'—মূলে আছে ধর্ম্যং=ধর্ম সহায়ে লভ্য (ব্রহ্ম)—শ ও র; কর্মসাধ্য-শরীরাদি হইতে আত্মাকে (ব্রহ্মকে) পৃথক্ করিয়া—শ ও র। Separated the Righteous One from the body—গ্রীঅ; ধর্ম্যং=essence জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া—রা।

জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া—ম।

(৪৪) মূলে অণু শব্দই আছে। =সূক্ষ্ম—শ। নিজের আত্মাতে অবস্থিত এবং সূক্ষ্ম বলিয়া চক্ষুরাদির অগোচর পরমাত্মা—র।

(৪৫) ধর্ম—শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্ঠান ও তাহার ফল; এবং তাহার সাধন—শ। right—রা। অধর্ম—শাস্ত্রবিহিত কর্ম না করা জনিত পাপ—শ; wrong—রা। 'র' বলেন ধর্ম=ব্রহ্মলাভের সাধন, অধর্ম=প্রাপ্য ব্রহ্ম; এখানে জীব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

(গুহ্য মন্ত্র—ওম্)

(যম)—সকল বেদ যে 'পদ'কে[৪৭] প্রতিপাদন করেন।
সকল তপস্যা[৪৮] যাঁহাকে বলেন (=কীর্তন করেন)
যাঁহাকে 'ইচ্ছা' (=কামনা) করিয়া (সাধক) ব্রহ্মচর্য পালন করেন,
সেই 'পদ'কে সংক্ষেপে তোমাকে বলি, ইনি ওম্[৪৯]। ১।২।১৫

এই অক্ষর (=ওম্)-ই ব্রহ্ম। এই অক্ষরই পরম[৫০]
এই অক্ষরকে জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন,
তাঁহার তাহা (লাভ) হয়[৫১]। ১।২।১৬

(৪৬) কৃত ও অকৃত—কার্য-কারণ (effect and cause)=শ। 'র' বলেন কৃত অকৃত, ভূত ভব্য—ধর্ম ও অধর্মের বিশেষণ—এখানে ব্রহ্মাত্মক জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—র। What is done and not done—রা।

(৪৭) পদ=পদনীয়=গমনীয়—শ., প্রাপ্যস্বরূপ—র; goal or seat—শ্রীঅ.।

(৪৮) মূলে আছে তপাংসি সর্বাণি=সকল তপস্যা—শ; তপঃপ্রধান ঊর্ধ্বলোক-বাসিগণ—র

(৪৯) (ক) নচিকেতা যাঁহাকে জানিতে চাহেন, তিনি 'ওম্' পদবাচ্য। অর্থাৎ ওম্ শব্দদ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা হইতেছে। ওম্ ব্রহ্মের প্রতীক—শ.। (খ) ওম্ তৎ,সৎ ব্রহ্মকে নির্দেশ করে (গী—১৭।২৩), প্রণব, ওম্ ব্রহ্মবাচক—র। (গ) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ওম্‌কে একটি অতীন্দ্রিয় শব্দ (mystic syllable) এবং বিশ্ব ও বেদের সার বলা হইয়াছে। ওম্ জগতে জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রকাশিত ব্রহ্ম এবং বিশ্বাতীত ব্রহ্মের প্রতীক—রা.। ওম্ শব্দটি পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম উভয়েরই বাচক ও প্রতীক। সাধক ওঙ্কার অবলম্বনে অপর ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে অপর ব্রহ্মকে এবং পরব্রহ্মকে ধ্যান করিলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন—গ.। ছা ২।২৩।২-৩, তৈঃ ১।৪।১, ১।৮।১, প্রঃ ৫।২, মা ১,৮,৯,১০-এ ওম্ এর বিশদ বিবরণ আছে।

(৫০) এই ছত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শংকর বলেন, 'ওম্' এই অক্ষরই অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। (অর্থাৎ ব্রহ্ম শব্দের পূর্বে 'অপর' শব্দ এবং পরম শব্দের পরে ব্রহ্ম

এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ[৫২] এই অবলম্বনই পরম[৫৩]।
এই অবলম্বনকে জানিয়া (সাধক) ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন[৫৪]

১।২।১৭

(অমর আত্মা)

বিপশ্চিৎ (=বিদ্বান্ আত্মা) জাত হয় না বা মৃত হয় না[৫৫]।
ইনি (=আত্মা) অন্য কিছু হইতে (উৎপন্ন) হন নাই,
এবং (ইনি) অন্য কিছু হন নাই,
(অথবা-ইহা হইতেও অন্য কিছু উৎপন্ন হয় নাই—শ)[৫৬], ইনি অজ, নিত্য,
শাশ্বত ও পুরাণ, শরীর নিহত হইলে (ইনি) হত হন না[৫৭]।

১।২।১৮

শব্দ উপস্থাপিত করিতে হইবে।) রংগরামানুজ বলেন ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন ও ধ্যানের অবলম্বন বলিয়া ওম্‌কে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে এবং জপ ও ধ্যানে 'ওম্' শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'পরম' বলা হইয়াছে।

(৫১) ওম্‌কে জানিয়া যিনি অপর ব্রহ্মকে প্রার্থনা করেন তিনি 'অপর' ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, যিনি 'পর'ব্রহ্মকে চান তিনি তাঁহাকে জ্ঞাত হন—শ। এই অক্ষরকে উপাসনা করিলে যিনি যাহা কামনা করেন তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন—র।

(৫২) ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবলম্বনের মধ্যে ওম্‌ই শ্রেষ্ঠ—শ। ধ্যানাদির জন্য ওম্ অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ—র। শ্রেষ্ঠ=best—শ্রীঅ ও রা।

(৫৩) পরম—highest—শ্রীঅ ও রা; সর্বোৎকৃষ্ট—র; পরমব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম বিষয়ক—শ।

(৫৪) One becomes great in the world of Brahma—রা; one grows great in the world of Brahman—শ্রীঅ। পরম ব্রহ্মেই হউক, অপর ব্রহ্মেই হউক, নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মের ন্যায় উপাস্য হন—শ. দ্র।

(৫৫) মূলে আছে 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ', বিপশ্চিৎ অর্থ মেধাবী, সর্বজ্ঞ—শ; knowing self—রা; আত্মার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্য কথনও অবলুপ্ত হয় না—শ। 'র' বলেন এখানে জীবাত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। জীবাত্মা জন্ম-মরণশূন্য।

(৫৬) মূলে আছে—'নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ', উপরে প্রথমে রংগ-রামানুজ শ্রীঅরবিন্দের অর্থানুযায়ী বাচনিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, শংকরের মতে অনুবাদ

হন্তা যদি মনে করেন, তিনি (আত্মাকে) হনন করেন
হত (ব্যক্তি) যদি (আত্মাকে) হত মনে করেন,
তাঁহারা উভয়েই (আত্মাকে) প্রকৃতপক্ষে জানেন না,
ইনি (আত্মা) হননও করেন না, বা হতও হন না[৫৮]। ১।২।১৯

* অণু হইতে অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর), মহান্ হইতে মহীয়ান্[৫৯]
আত্মা এই প্রাণিগণের (হৃদয়-) গুহায় নিহিত।
নিষ্কাম বীতশোক (সাধক) ধাতার প্রসাদে
(পাঠান্তরে-ধাতু[=মন ইন্দ্রিয়াদি] প্রসন্ন হইলে)
আত্মার মহিমা দর্শন করেন। ১।২।২০

(আত্মা) 'আসীন' (উপবিষ্ট) থাকিয়াও দূরে গমন করেন।
শয়ন করিয়াও সর্বত্র যান।
আমি ভিন্ন কে সেই 'আনন্দ-নিরানন্দ' দেবকে জানিতে পারেন[৬০]।
১।২।২১

বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

(৫৭) 'র' বলেন—তিনি উৎপাদকবিহীন এবং পূর্বেও মানুষাদিরূপে জন্মবিহীন, তিনি জাত হন না বলিয়া অজ, মৃত হন না বলিয়া নিত্য, উৎপাদকবিহীন বলিয়া শাশ্বত, অন্য কিছু হন নাই বলিয়া পুরাণ—র।

আত্মা প্রত্যেকের অন্তরের সত্য, ইহা কারণহীন ও অপরিবর্তনীয়। যখন আত্মা নিজকে জানে এবং আত্মা নাম-রূপ দ্বারা বদ্ধ নহেন ইহাও জানেন, তখন আত্মা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে—রা।

(৫৮) ১।২।১৮, ১।২।১৯ মন্ত্র দুইটি সামান্য পরিবর্তিতরূপে গীতার ২।১৮ এবং ২।১৯ শ্লোকে আছে।

(৫৯) ব্রহ্ম অণুর মধ্যেও অণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম রূপে আছেন এবং আকাশ হইতেও তিনি মহত্তর, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী—র।

(৬০) **ভাবার্থ:**—ব্রহ্মের দুই দিক্ আছে—শান্তস্থিরতা এবং সক্রিয়-শক্তি-প্রয়োগ, প্রথম রূপে তিনি ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় রূপে তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বর পরব্রহ্মের সক্রিয়

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক(২০) দ্রষ্টব্য।

শরীরে অশরীরী[৬১] (রূপে), অনিত্যে নিত্য[৬১] (রূপে অবস্থিত)
মহান্ বিভু আত্মাকে জানিয়া
ধীর (ব্যক্তি) শোক করেন না[৬২]। ১।২।২২

* এই আত্মা 'প্রবচন'[৬৩] দ্বারা লভ্য নহেন, মেধা দ্বারাও নয়,
বহু (শাস্ত্র) শ্রবণ দ্বারা নয়;
ইনি (=আত্মা) যাঁহাকেই বরণ করেন[৬৪], তাঁহা দ্বারা (ইনি) লভ্য,
তাঁহার নিকট ইনি (=আত্মা) নিজের তনু (=স্বরূপ) প্রকাশ করেন[৬৫]।
১।২।২৩

অভিব্যক্তি, তিনি মিথ্যা নহেন—রা। স্থিতি ও গতি, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, আনন্দ ও নিরানন্দ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম ব্রহ্মে উপস্থিত থাকায়, সাধারণ জ্ঞান দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না—শ।

(৬১) মূলে বহুবচন আছে।

(৬২) **ভাবার্থ**:—যিনি জানেন যে, তাঁহার আত্মা যদিও এখন পরিবর্তনশীল শরীরযুক্ত, তবুও তাঁহার আত্মা অবিনাশী এবং সর্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত এক, সেই রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির দুঃখের কোন কারণ নাই। তিনি ভয় ও দুঃখের অতীত হন—রা।

(৬৩) প্রবচন—বহু বেদাধ্যয়ন—শ; মনন বা অধ্যাপন—র; Instruction—রা; eloquent teaching—শ্রীঅ।

(৬৪) মেধা—গ্রন্থের অর্থ—অবধারণ শক্তি—শ; ধ্যান—র; Brain power—শ্রীঅ; Intellectual power—রা।

(৬৫) মূল মন্ত্রের তৃতীয় ছত্র এই: "যম্ এব এষ: বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। শংকর মতে অর্থাৎ এষ: (ইনি=সাধক); যম্ এব=যাঁহাকেই=স্বীয় আত্মাকেই; বৃণুতে=বরণ করেন=প্রার্থনা করেন। তেন (বরণকারী আত্মা দ্বারা) (স্বীয় আত্মা) লভ্যঃ (হয়)। সুতরাং অনুবাদ হইবে—ইনি (সাধক) যাঁহাকেই (=স্বীয় আত্মাকেই) বরণ (প্রার্থনা) করেন তাঁহা দ্বারা লভ্য অর্থাৎ বরণকারী আত্মা দ্বারাই স্বীয় আত্মা লভ্য হয়। শংকরের এই ব্যাখ্যা রংগরামানুজ মধ্ব, শ্রীঅরবিন্দ বা রাধাকৃষ্ণন গ্রহণ করেন

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (২৫) দ্রষ্টব্য।

(যিনি) দুশ্চরিত[৬৭] হইতে অবিরত নহেন, যিনি অশান্ত[৬৮]
নহেন, অসমাহিত[৬৯] নহেন, অশান্তমানস[৭০] নহেন,
তিনি প্রজ্ঞান[৭১] দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হন[৭২]। ১।২।২৪
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—এই উভয়ই যাঁহার অন্ন,
মৃত্যু যাঁহার উপকরণ[৭৩], তিনি কোথায়, কে ইহা জানে[৭৪] ? ১।২।২৫

কঠোপনিষৎ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

নাই। উপরের অনুবাদে শংকরের মত গৃহীত হয় নাই—এই মত একটু কষ্টকল্পিত মনে হয়।

(৬৬) **ভাবার্থ**:—যদিও পরমাত্মাকে জানা কষ্টসাধ্য এবং তিনি সহায়তাবিহীন (unaided) বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞেয়, স্বীয় আত্ম-প্রকাশ দ্বারা তাঁহার কৃপাপাত্রদের নিকট তিনি জ্ঞেয় হন। এই মত পরমাত্মাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর (personal God) রূপে দেখায় এবং আমাদিগকে ঐশ্বরিক কৃপার তত্ত্ব (doctrine of divine grace) শিক্ষা দেয়—রা।

(৬৭) দুশ্চরিত—শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা প্রতিষিদ্ধ কর্ম—শ; পরদার ও পরদ্রব্য অপহরণ—র; Evil ways—রা; evil—শ্রীঅ।

(৬৮) অশান্ত—অসংযতেন্দ্রিয়—শ; কামক্রোধাদি যাহার শান্ত হয় নাই—র।

(৬৯) অসমাহিত—যিনি একাগ্রচিত্ত নহেন; বিক্ষিপ্তচিত্ত—শ এবং র।

(৭০) অশান্তমানস – ফল-কামনায় ব্যাপৃতচিত্ত—শ; mind not tranquillised —শ্রীঅ; mind not composed—রা; যাহার মন সংযত হয় নাই—র।

(৭১) প্রজ্ঞান—ব্রহ্মবিজ্ঞান—শ; উপাসনা—র; right knowledge—রা। wisdom—শ্রীঅ।

(৭২) **ভাবার্থ**—যিনি দুষ্কর্ম হইতে বিরত, শান্ত, সমাহিত এবং শান্তমনা তিনি প্রজ্ঞানদ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হন।

(৭৩) ব্রহ্ম-ক্ষত্র যাঁহার অন্ন—বিশ্ব চরাচর তিনি বিনাশ করেন—র।
উপকরণ—অন্নের উপকরণ শাক ব্যঞ্জনাদি—শ।

(৭৪) **ভাবার্থ**—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্ম ও সকল প্রাণীর রক্ষক। তাঁহাদিগকে এবং সর্ব্বসংহারক মৃত্যুকেও তিনি বিনাশ করেন—শ।

কঠোপনিষৎ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় বল্লী

(দুই আত্মা—জীবাত্মা ও পরমাত্মা)

১।৩।১ মন্ত্রের প্রথম দুই ছত্র সম্বন্ধে মতভেদ থাকায় দুইটি অনুবাদ দেওয়া হইল—

শংকর মতে—

এই লোকে (শরীরে) গুহাতে (=বুদ্ধিতে) পরম (=উৎকৃষ্ট)
(ব্রহ্ম উপলব্ধি-)স্থানে (=হৃদয়াকাশে) স্বকৃত ঋত[১] (কর্মফল)
পান-কারী[২] দুই (পুরুষ—জীব ও ঈশ্বর) অবস্থিত। *

রংগরামানুজ মতে—

এই সুকৃত সাধ্যলোকে[৩] (হৃদয়) গুহাতে উৎকৃষ্ট পরমে
(=পরম আকাশে) ঋত[১] পানকারী[২] দুই (পুরুষ—জীবাত্মা
ও পরমাত্মা) অবস্থিত।*

ব্রহ্মবিদ্‌গণ, তাঁহাদিগকে ছায়া ও আলোকের ন্যায়
বলিয়া অভিহিত করেন। পঞ্চাগ্নিকগণ এবং যাঁহারা
তিনবার নচিকেতাগ্নি চয়নকারী তাঁহারাও এইরূপ বলেন। ১।৩।১

* মূলে আছে—ঋতং[১] পিবন্তৌ[২] সুকৃতস্য[৩] লোকে
গুহাং[৪] প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে (পাঠান্তর-পরার্ধ্যে)[৫]

(১) ঋতং=(i) সত্য—অবশ্যম্ভাবী কর্মফল—শ. ও র।

(ii) প্রাকৃতিক ও নৈতিক জগতে ঐশ্বরিক বিধিবদ্ধ নিয়ম। (এখানে) কর্মের সহিত তাহার ফলের সম্বন্ধে ঐশ্বরিক নিয়ম বুঝায়—রা।

(iii) তৈ. উ. ১।১ ব্যাখ্যায় শংকর ঋত শব্দের অর্থ দিয়াছেন শাস্ত্র ও কর্তব্য বুদ্ধি অনুসারে যাহা নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় (দ্র)।

(iv) World-order=জাগতিক নিয়ম, right=ন্যায়—হি।

(v) Truth—সত্য—শ্রীঅ।

(২) ঋতপানকারী দুই পুরুষ—কর্মফলভোগী। শংকর ও রামানুজ উভয়েই বলেন, জীবাত্মাই কর্মফল ভোগ করেন, পরমাত্মা বা ঈশ্বর তাহা করেন না। ছত্রি-

যিনি যজ্ঞকারীদের (দুঃখসাগর অতিক্রমণের) সেতু,*
সেই নচিকেতা (অগ্নি)কে এবং যিনি সংসারসাগর-
তিতীর্ষুদের অভয় পার (-স্বরূপ) অক্ষর পরব্রহ্ম,
(তাঁহাকে) আমরা (জানিতে) সমর্থ হইয়াছি। ১।৩।২

(শরীরস্থ) আত্মাকে রথী, এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে,
বুদ্ধিকে[৬] সারথি এবং মনকে[৬] প্রগ্রহ (=লাগাম) বলিয়া জানিবে।
১।৩।৩

ন্যায় অনুসারে ঈশ্বরকে কর্মফলভোক্তা বলা হইয়াছে। রাজার ছত্রধারীরা রাজার মস্তকের উপরে ছত্র ধরিলেও সাধারণ পথিকেরা বলিয়া থাকে ছত্রধারীরা যাইতেছে। এখানেও সেইরূপ জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করিলেও উভয়কে কর্মফলভোগী বলা হইতেছে।

কিন্তু মধ্বাচার্য বলেন, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং সৎকর্ম হইতে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ সুখ তিনি গ্রহণ করেন।

রাধাকৃষ্ণন বলেন, "স্বর্গরাজ্য (Kingdom of Heaven) আমাদের মধ্যে আছে। আত্মার গভীরতম প্রদেশে ঈশ্বরের সঙ্গ প্রাপ্তি হয়।"

(৩) সুকৃতস্য লোকে—সুকৃত সাধ্যলোকে—র; World of good deeds—রা; in the world of work well-accomplished—শ্রীঅ। শংকর মতে লোকে= শরীরে। সুকৃতস্য শব্দ ঋত শব্দের সহিত যুক্ত করিয়া অর্থ করিয়াছেন—সুকৃত কর্মের ফল।

(৪) গুহা-বুদ্ধি—শ; হৃদয়—র; secret plane of being—শ্রীঅ; secret place of the heart—রা।

(৫) মূলে আছে পরমে পরার্ধে, পাঠান্তর—পরমে পরাধ্যে। প্রথম পাঠটি শংকর এবং দ্বিতীয়টি রংগরামানুজ গ্রহণ করিয়াছেন।

পরমে=বহিরাকাশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট—শ; পরম আকাশে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে—র। পরার্ধে=পর+অর্ধে। পর=ব্রহ্ম, অর্ধে=স্থানে, ব্রহ্মের স্থানে, অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধি স্থানে, অর্থাৎ হৃদয়াকাশে—শ। পরাধ্যে=উৎকৃষ্ট—র।

* দ্রষ্টব্য—বৃঃ ৪।৪।২২, ছাঃ ৮।৪।৪, মুঃ ২।২।৫ আত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে।

(পণ্ডিতগণ) ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব, এবং বিষয়সমূহকে
বিচরণস্থান বলেন।
মনীষিগণ আত্মা[৭] (=শরীর)-ইন্দ্রিয়-মন-যুক্ত
(জীবাত্মা)-কে ভোক্তা বলেন ॥ ১।৩।৪

যিনি 'অবিজ্ঞানবান্'[৮] এবং যাহার মন সর্বদা অসংযত,
তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে না। ১।৩।৫

যিনি বিজ্ঞানবান্[৮], যাহার মন সর্বদা সংযত
তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ, সারথির সৎ অশ্বের ন্যায় বশীভূত ॥ ১।৩।৬

যিনি অবিজ্ঞানবান্, (যিনি) অন্যমনস্ক[৯] ও সর্বদা অশুচি,
তিনি সেই 'পদ'[১০] প্রাপ্ত হন না, এবং সংসারে পুনরায় আগমন করেন। ১।৩।৭

যিনি বিজ্ঞানবান্, 'সমনস্ক'[৯] ও সর্বদা শুচি,
তিনি সেই 'পদ' প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে পুনরায় জন্ম হয় না। ১।৩।৮

(৬) বুদ্ধি ও মন—শংকর মতে—অন্তঃকরণকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, মন, চিত্ত, অহংকার ও বুদ্ধি। যাহা ইচ্ছা করে বা সন্দেহ করে (সংকল্প বিকল্প যাহার লক্ষণ) তাহা মন—শ। চিত্ত যাহা স্মরণ করে, অহংকার—আমিত্ববোধ দম্ভ ইত্যাদি। বুদ্ধি=intellect—রা; reason—হ্রীঅ; অধ্যবসায় (determination) লক্ষণযুক্ত, নিশ্চয়াত্মক মন—শ।

(৭) আত্মা=শরীর (সকলেই এই বিষয়ে একমত)।

(৮) অবিজ্ঞানবান্=অনিপুণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ে বিবেকহীন—শ। Has no understanding—রা; without knowledge—হ্রীঅ। বিজ্ঞানবান্ তাহার বিপরীত।

(৯) মূলে আছে 'অমনস্ক' ও 'সমনস্ক'=অপ্রগৃহীতমনস্ক ও যুক্তমনা—শ। অমনস্ক—অনিগৃহীতমানা—র। 'Unmindful and mindful'—হ্রীঅ; Has no control over mind and has control over mind—রা।

(১০) পদ=পরমপদ—শ; Goal—হ্রীঅ. ও রা।

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি, মন যাঁহার রশ্মি দ্বারা সংহত,
তিনি সংসার গতির (পর) পার বিষ্ণুর সেই পরম পদ[১১] প্রাপ্ত হন। ১।৩।৯

ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয়সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ[১২]
বিষয়সমূহ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ।
মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।
বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা[১৩] শ্রেষ্ঠ ॥ ১।৩।১০

মহান্ (আত্মা) অপেক্ষা অব্যক্ত[১৪] শ্রেষ্ঠ,
অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ[১৫],
পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই,
তিনিই (পরা) কাষ্ঠা এবং পরমা গতি ॥ ১।৩।১১

(১১) বিষ্ণুর পরমপদ—বিষ্ণুর=ব্যাপনশীল ব্রহ্মের, পরমাত্মার পরমপদ=প্রকৃষ্ট স্থান—শ। পরমাত্মাস্বরূপ—র। কোন কোন মনীষী বলেন, রাহুর শিরের ন্যায় অভেদে ষষ্ঠী প্রয়োগ হইয়াছে। রাহুর শির বলিলে রাহুকেই বুঝায়। সেই বিষ্ণুর পরমপদ বলিলে বিষ্ণুকে=ব্যাপনশীল পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

(১২) মূলে আছে পরং=শ্রেষ্ঠ—র; higher—শ্রীঅ। সূক্ষ্ম—শ. ; beyond—রা।

(১৩) মহান্ আত্মা—জীবাত্মা—র ; সর্বপ্রাণীর আত্মা-স্বরূপ ও বোধ-অবোধাত্মক হিরণ্যগর্ভ—শ।

(১৪) অব্যক্ত—জগতের বীজস্বরূপ, বটবীজে যেমন বটবৃক্ষ-উৎপাদিকা শক্তি ওতপ্রোত ভাবে থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে সমাশ্রিত নাম-রূপ-কার্য-কারণের অনভিব্যক্ত অতি সূক্ষ্ম অবস্থা। ব্র:সূ ১।৪।১-২ সূত্রের ভাষ্যে শংকর কঠোপনিষদের এই মন্ত্রগুলি উল্লেখ করিয়া অব্যক্ত অর্থ অতি সূক্ষ্ম শরীর বলিয়াছেন। উপনিষদের ভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য একত্র পাঠ করিলে উপরে লিখিত অর্থ শংকরের প্রকৃত অর্থ মনে হয়। সূক্ষ্ম শরীর—রামা ও র। Unmanifest—শ্রীঅ ও রা। (দ্রষ্টব্য—যদিও সাংখ্যে ব্যবহৃত শব্দ উপনিষদেও ব্যবহৃত হইয়াছে—কিন্তু অর্থ উভয়ের ভিন্ন—বিস্তৃত আলোচনার জন্য ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।১-২ সূত্রের শংকর ও রামানুজ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

(যোগের পথ)

সর্বভূতে 'গূঢ়'[১৬] আত্মা প্রকাশিত হন না,
সূক্ষ্মদর্শিগণ[১৭] (তাঁহাকে) একাগ্র[১৮] ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন[১৯]
১।৩।১২

প্রাজ্ঞ বাক্ (ইন্দ্রিয়)কে[২০] মনে অর্পণ করিবেন[২১]।
মনকে 'জ্ঞান-আত্মা'তে (বুদ্ধিতে) অর্পণ করিবেন,
জ্ঞান (-আত্মা) কে মহান্ আত্মাতে অর্পণ করিবেন[২২]
তাঁহাকে (মহান্ আত্মাকে) শান্ত আত্মাতে অর্পণ করিবেন[২৩] ১।৩।১৩

(১৫) দশম ও একাদশ মন্ত্রে অনুবাদে যে যে স্থানে 'শ্রেষ্ঠ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, মূলে সেই সেই স্থানে 'পরং' আছে। শংকর মতে পরং='শ্রেষ্ঠ' নহে, 'সূক্ষ্মতর'। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় সূক্ষ্মতর, বিষয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্মতর, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্মতর, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা, মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্মতর, এবং পুরুষ সূক্ষ্মতম।

(১৬) 'গূঢ়' মূলে এই শব্দটী আছে। (তুঃ ১।২।১২, ১।১।২৯)=আবৃত, দর্শন শ্রবণ-শক্তি সম্পন্ন হইলেও অবিদ্যা-মায়াচ্ছন্ন—শ ; গুণত্রয়রূপ মায়া দ্বারা আবৃত বলিয়া যাহাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সংযত হয় নাই, তাহাদের নিকট আত্মা প্রকাশিত নয়—র. Hidden—রা।

(১৭) সূক্ষ্ম-দর্শী—ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় সূক্ষ্ম ইত্যাদি প্রকারে সূক্ষ্মতার পারম্পর্য দর্শন দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করা যাহাদের স্বভাব—শ ; সূক্ষ্ম—অর্থ বিবেচনা-শক্তি যাহার আছে—র।

(১৮) মূলে আছে 'অগ্র'—(Sharp বা Subtle—শ্রীঅ)=একাগ্র—শ ও র। কিরূপ একাগ্র? বাহ্য—আভ্যন্তর-ব্যাপার-রহিত—র ; বুদ্ধি—intelligence—বা, Understanding—শ্রীঅ।

(১৯) **ভাবার্থ**—ঈশ্বরে আমাদের শান্ত ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দিতে হইবে। ইহা সম্যক্ দর্শন, ইহা গুপ্ত দর্শন (occult vision) বা দৈহিক সমাধি নয়, (physical ecstacy) নয়—রা।

(২০) বাক্ (ইন্দ্রিয়)=বাক্ (ইন্দ্রিয়) দ্বারা সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এখানে বুঝাইতেছে—শ ও র।

*উত্থিত হও, জাগ্রত হও,[২৪] শ্রেষ্ঠ (আচার্য)গণকে
প্রাপ্ত হইয়া (আত্মাকে) অবগত হও।
কবিগণ বলেন 'শাণিত ক্ষুরের ধার'
(যেরূপ) দুরতিক্রম্য, এই পথ(সেইরূপ) দুর্গম[২৫]। ১।৩।১৪

যিনি শব্দবিহীন, স্পর্শবিহীন, অরূপ ও অব্যয়
এবং অরস, নিত্য, গন্ধহীন, অনাদি, অনন্ত,
মহৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব—তাঁহাকে সম্যগ্
জানিয়া (মানুষ) মৃত্যু-মুখ হইতে বিমুক্ত হন। ১।৩।১৫

মৃত্যু দ্বারা উক্ত, সনাতন[২৬] নচিকেতার উপাখ্যান
বলিয়া এবং শ্রবণ করিয়া মেধাবী ব্রহ্মলোকে
মহীয়ান্ হন। ১।৩।১৬

(২১) মূলে আছে যচ্ছেৎ ও নিযচ্ছেৎ=অর্পণ করিবে=নিয়মিত করিবে—শ ও র; restrain—শ্রীঅ ও রা।

(২২) মহান্ আত্মা—জীবাত্মা—র; হিরণ্যগর্ভ—শ; হিরণ্যগর্ভকে জীবের পক্ষে শান্ত আত্মাতে অর্পণ করা বা স্থাপন করা সম্ভব নয়, সেই জন্য 'শ' বলেন যে এই বাক্যের অর্থ এই যে নিজের বিজ্ঞান(=বুদ্ধি)-কে হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির ন্যায় 'স্বচ্ছ' করিতে হইবে।

(২৩) **ভাবার্থ**—ইন্দ্রিয়গণকে মনে নিয়মিত করিবে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে), মনকে বুদ্ধিতে নিয়মিত করিতে হইবে, বুদ্ধিকে জীবাত্মায় এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করিবে—র।

(২৪) মূলে আছে 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' উত্থিত হও—আত্মজ্ঞানাভিমুখী হও—শ ও র। জাগ্রত হও—অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। অজ্ঞান ক্ষয় কর—শ ও র।

(২৫) তুলনীয়—(স্বর্গীয়) জীবনের পথ অপ্রশস্ত, দ্বার সংকীর্ণ, অল্পসংখ্যক মানুষই ইহা পায়—বাইবেল, সেণ্ট মেথু—৭।১৪

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (২৪) দ্রষ্টব্য।

যিনি শুদ্ধ চিত্ত[২৭] হইয়া এই পরম গুহ্য (উপাখ্যান)
ব্রাহ্মণ-সভায় বা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, তাহা
(=সেই শ্রাবণ) অনন্ত ফল প্রদান করে[২৮]।　১।৩।১৭

(২৬)—সনাতন—বেদ সনাতন, উপনিষৎ বেদের অংশ সুতরাং সনাতন—শ ও র।

(২৭) মূলে আছে 'প্রযতঃ'—শুচি হইয়া—শ ও শ্রীঅ. ; শুদ্ধ হইয়া—র।

(২৮) ডাঃ বেবর এবং রোয়েরের মত অবলম্বন করিয়া আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেন 'শেষোক্ত মন্ত্রগুলি হইতে মনে হয় যে এই উপনিষৎ এখানে শেষ হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয় অধ্যায় পরে সংযোজিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম বল্লী

(আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন)

স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন[১]।
সেই জন্য (ইন্দ্রিয়গণ) বহির্বিষয়সমূহ দর্শন করে—অন্তরাত্মাকে নহে।
কোন কোন ধীর (ব্যক্তি) অমৃতত্ব (লাভ) ইচ্ছা করিয়া, আবৃতচক্ষু[২]
হইয়া অন্তরস্থ আত্মাকে[৩] দর্শন করেন। ২।১।১

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ[৪] বাহ্য কাম্য সমূহ অনুগমন করে।
তাহারা বিস্তৃত মৃত্যুর পাশে[৫] বদ্ধ হয়।
আর, ধীরগণ অমৃতত্বকে জানিয়া, ইহলোকে
অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুবকে প্রার্থনা করেন না ॥[৬]

শংকর মতে অনুবাদ—

আর, ধীরগণ ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া ইহলোকে
অধ্রুবের মধ্যে কিছু প্রার্থনা করেন না। ২।১।২

(১) মূলে 'ব্যতৃণৎ' শব্দ আছে=হিংসা করিয়াছেন বা হনন করিয়াছেন—শ। 'যেন' হিংসা করিয়াই ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখী করিয়াছেন। (আচার্য্য রাধাকৃষ্ণন এই অর্থ গ্রহণের বিরুদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—P. U. p. 630.,) Set—শ্রীঅ; Pierced—বিদ্ধ করিয়াছিলেন—রা; সৃষ্টি করিয়াছেন—র। ব্যতৃণৎ শব্দের রংগ-রামানুজের মতানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

(২) আবৃতচক্ষু—যাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে—শ ও র। Eyes turned inward—রা; turns eyes inward—শ্রীঅ।

(৩) মূলে আছে 'প্রত্যগ্ আত্মা'=অন্তরাত্মা—শ ও র। The self within him—শ্রীঅ। The Self—রা। প্রত্যক্=অন্তরস্থ। আত্মা শব্দের ব্যাখ্যার জন্য ঐ. উ. ১।১।১ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪) মূলে আছে—'বালাঃ' (বালকের ন্যায়) অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ—শ ও র।

(৫) মূলে আছে 'মৃত্যোঃ বিততস্য পাশং'—বিততস্য মৃত্যোঃ—বিস্তীর্ণ সর্বব্যাপ্ত মৃত্যুরূপী অবিদ্যা, কামনা ও কর্মের পাশ—শ; বিস্তীর্ণ মৃত্যুরূপী সংসারের বন্ধন অথবা

এই যাহা (=যে আত্মা) দ্বারা[৭] মানুষ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুন(-সুখ) বিশেষভাবে জানে, (সেই আত্মার অজ্ঞাত) ইহলোকে কি অবশিষ্ট আছে?[৮] ইহাই তাহা (বা ইনিই তিনি)[৯]। ২।১।৩

যাঁহা দ্বারা স্বপ্নমধ্যস্থ ও জাগরণ-মধ্যস্থ[১০]
উভয় (বস্তু)ই (মানুষ) দর্শন করে
সেই মহান্ বিভু আত্মাকে জানিয়া
ধীর (ব্যক্তি) শোক করেন না। ২।১।৪

২।১।৫ মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, সুতরাং
দুই প্রকার অনুবাদই প্রদত্ত হইল[১১]—

(ক) রংগরামানুজ ও শ্রীঅরবিন্দ মতানুযায়ী অনুবাদ—
যিনি এই মধু(=কর্মফল)-ভোক্তা (জীব-)আত্মাকে এবং
সমীপস্থ অতীত ও ভবিষ্যতের 'ঈশান'(=নিয়ন্তা)কে জানেন
তাঁহাকে নিন্দা করিবে না। ইনিই তিনি (বা ইহাই তাহা)।

অপ্রতিহতগতি মৃত্যুর পাশ—র। পাশ—বন্ধন—দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগ-বিয়োগ-রূপ অবিরত জন্ম-জরা-মরণ-রোগাদি বহু অনর্থসমূহ—শ; বন্ধন—র। বিততস্য শব্দের অর্থ বিস্তৃত।

(৬) শেষ দুই ছত্রের এই অনুবাদ রংগরামানুজ, মধ্ব, শ্রীঅরবিন্দ ও রাধাকৃষ্ণনের মতানুযায়ী। শংকরের মতে অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইয়াছে।

(৭) বিজ্ঞান-স্বভাব আত্মা দ্বারাই মানুষ রূপরসাদি অনুভব করে—শ। ইন্দ্রিয়াদির রূপরস গ্রহণ পরমাত্মার অনুগ্রহেই হয়—র।

(৮) শংকর বলেন—সমস্তই আত্মা দ্বারা বিজ্ঞেয়, আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই নাই।

(৯) মূলে আছে 'এতৎ বৈ তৎ' ইনিই সেই আত্মা—যাহা নচিকেতার প্রশ্নের বিষয়, যে সম্বন্ধে দেবগণের সংশয় আছে, যাহা ধর্মাধর্ম হইতে ভিন্ন, সেই বিষ্ণুর পরমপদ (১।৩।৯) যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই—শ। সেই বিষ্ণুর পরমপদ, ইহা এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পরমাত্মা—র।

(১০) =স্বপ্নাবস্থায় বিজ্ঞেয় ও জাগরিত অবস্থায় বিজ্ঞেয় বস্তু সমূহ—শ; স্বপ্নপ্রপঞ্চ ও জাগ্রত প্রপঞ্চ—র।

(খ) শংকরমতে অনুবাদ—

যিনি এই মধু(=কর্মফল)-ভোক্তা জীব(-রূপী) আত্মাকে
সমীপস্থ এবং অতীত ও ভবিষ্যতের ঈশান (নিয়ন্তা)
বলিয়া জানেন তিনি (নিজকে) গোপন করেন না।
ইনিই তিনি (বা ইহাই তাহা)। ২।১।৫

(যিনি) পূর্বে তপ (=তপস্যা) হইতে জাত[১৩]
যিনি জলের পূর্বে জাত হইয়াছিলেন,
যিনি (হৃদয়-)গুহায় প্রবেশ করিয়া ভূতগণের সহিত অবস্থান করেন,
তাঁহাকে যিনি (=যে সাধক) দর্শন করেন—
ইনিই তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্মকেই দর্শন করেন)। ২।১।৬

(১১) মূল মন্ত্রটি এই—

যঃ ইমং মধ্বদং (মধু+অদং) বেদ আত্মানং জীবম্ অন্তিকাৎ,
ঈশানং ভূতভব্যস্য ততঃ ন বিজুগুপ্সতে।

১।৩।১ মন্ত্রে কর্মফল পানকারী জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ মনে হয়। মূলে আছে 'অন্তিকাৎ'—শংকর অর্থ করেন অন্তিকে বা সমীপে। কাহার সমীপে? পণ্ডিত দুর্গাচরণ বলেন সমীপে=এই দেহে; স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন সমীপস্থ=অভিন্নরূপে, তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে বলিয়াছেন proximately কিন্তু টীকায় বলেন nondifferent from himself. এই সকল অর্থ একটু কষ্টকল্পিত মনে হয়।

(১২) মূলে আছে 'ন বিজুগুপ্সতে'—গোপন বা রক্ষা করেন না—শ; নিন্দা করিবে না—র। Shrink not from aught nor abhors any—শ্রীঅ. does not shrink away—রা।

(১৩) মূলে আছে 'যঃ পূর্বং তপসঃ জাতম্'...। পূর্বং=পূর্বে—অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে—র; প্রথমে—শ। তপসঃ—তপ (তপস্যা হইতে)—ব্রহ্মের সংকল্প-মাত্ররূপ তপ (তপস্যা হইতে)—র। 'শ' বলেন তপসঃ=জ্ঞানাদি লক্ষণযুক্ত ব্রহ্ম হইতে।

(১৪) জলের পূর্বে—জল শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চ ভূতের পূর্বে—শ।

(১৫) ভূতগণের সহিত—দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণাদি যুক্ত হইয়া—র।

* ২।১।৭ মন্ত্রের পাঠ ও অর্থ সম্বন্ধে মতান্তর আছে সেই জন্য তিনটি অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

(ক) শংকরমতে—

যে সর্বদেবতাময়ী[১৬] অদিতি[১৭] প্রাণ[১৮] (=হিরণ্যগর্ভ) রূপে সম্ভূত হইয়াছেন, যিনি ভূতগণের সহিত উৎপন্ন হইয়াছেন[১৯] এবং (হৃদয়-)গুহায় প্রবেশ করিয়া অবস্থান করেন, (তাঁহাকে যে সাধক দর্শন করেন) ইনিই তিনি (অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মকেই দর্শন করেন)।

(খ) রামানুজ (ব্র. সূ ২।১।১১ ভাষ্য) ও রংগরামানুজ মতে—

যে দেবতাময়ী[১৬] আদিতি[১৭] (=জীব) প্রাণের[১৮] সহিত (দেহে) বর্তমান, যিনি ভূতগণের সহিত (দেবাদি) বিবিধ রূপে জাত হন[১৯], যিনি (হৃদয়-)গুহায় প্রবেশ করিয়া অবস্থান করেন ইনিই তিনি[২০]।

(গ) মধ্বমতে—

যে দেবতাময়ী[১৬] অদিতি[১৭] প্রাণের[১৮] সহিত (অন্তরে) বাস করেন, যিনি হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিয়া অবস্থান করেন, যিনি ভূতগণ দ্বারা (নিজকে অবতার রূপে) প্রকাশিত করেন[১৯] ইনিই তিনি। ২।১।৭

ার্যকারণরূপ ভূত গণের সহিত—শ। পণ্ডিত দুর্গাচরণ শংকরের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় ালেন "ভূত অর্থ কার্যকারণময় দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি, তৎসহযোগে বর্তমান, প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভকে যে মুমুক্ষু দর্শন করেন.....তিনি বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মকেই র্শন করেন"।

দ্রষ্টব্য—'শ' ও 'র' উভয়েই বলেন এই মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভের কথা বলা হইয়াছে।

---

* মূল মন্ত্রটি এই—

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতিঃ দেবতাময়ী
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভিঃ ব্যজায়ত। এতৎ বৈ তৎ।

মধ্ব সংভবতি স্থানে সংবিশতি, এবং রংগরামানুজ তিষ্ঠন্তীং স্থানে তিষ্ঠন্তী পাঠ গ্রহণ করেন।

*গর্ভিণীদের দ্বারা সুরক্ষিত গর্ভের ন্যায়,
অরণীকাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে নিহিত জাতবেদ (অগ্নি)
জাগরণশীল হবিষ্মান্[২১] মনুষ্যগণ দ্বারা
প্রতিদিন পূজনীয় অগ্নি, ইনিই (অগ্নিই) তিনি[২২]। ২।১।৮

(১৬) দেবতাময়ী—সর্বদেবাত্মিকা—শ; যাহার ভোগ দেবতার (=ইন্দ্রিয়ের) অধীন—র। দেবতাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট—ম।

(১৭) অদিতি—যিনি শব্দাদি বিষয়সমূহ অত্তি (ভোগ করেন)—শ। কর্মফল অত্তি (ভোগ করেন) যিনি—জীব—রামা ও র। অদিতি দেব-মাতার নাম কিন্তু এখানে বিষ্ণু—যিনি অত্তি—ভক্ষণ (সংহার) করেন—ম।

রাধাকৃষ্ণন বলেন অদিতি শব্দ দ্বারা মাতা-প্রকৃতিকে বুঝায়, তিনি সকল বস্তুর কারণ; ঋগ্বেদে (১।৮৯।১০) আছে অদিতি আকাশ, অদিতি বায়ু, অদিতি মাতা-পিতা-পুত্র, অদিতি সর্বদেবতা ও পঞ্চজাতি, অদিতি ভূত ও ভব্য।

(১৮) প্রাণ—হিরণ্যগর্ভ, যিনি পরব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হন—শ;
জীবের প্রাণ—র; মুখ্যপ্রাণ—ম; life—রা ও শ্রীঅ।

(১৯) মূলে আছে ব্যজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছেন—শ; বিবিধরূপে জাত—র।

(২০) রামানুজ ও রংগরামানুজ মতে অদিতি=জীব। ইনিই তিনি? জীবাত্মা ব্রহ্ম কিরূপে? জীব ব্রহ্মাত্মক, জীবাত্মার স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপের ন্যায়, ব্রহ্ম জীবের আত্মা এই জন্য বলা হয় ইনি (=জীব)ই তিনি (ব্রহ্ম)—র; ১।৩।১, ১।১।১৭ দ্রষ্টব্য।

(২১) জাগরণশীল হবিষ্মান্—মূলে আছে জাগৃবদ্ভিঃ হবিষ্মদ্ভিঃ—জাগরণশীল, অপ্রমত্ত, আজ্যাদি হবি-হবনকারী—শ ও র।

(২২) যে দুই খানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত তাহাদিগকে অরণীকাষ্ঠদ্বয় বলা হইয়াছে। বৈদিক অগ্নি জড় অগ্নি নহে, অন্তঃশরীরে শুভ্রচৈতন্য-জ্যোতি বা পরাশক্তিই অগ্নি নামে অভিহিত। বাহিরে যজ্ঞশালার অগ্নি সেই চৈতন্য জ্যোতির প্রতীক—বিশুদ্ধানন্দ।

(২৩) অর্পিত—প্রতিষ্ঠিত—র; সংপ্রবেশিত—শ।

* মন্ত্রটি সামবেদ ১।২।৩।৭ হইতে গৃহীত। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে মন্ত্রটি ঋগ্বেদ ৩।২৯।২এ আছে।

* যাঁহা হইতে সূর্য উদিত হন, এবং যাঁহাতে অস্ত যান,
তাঁহাতে সর্ব দেবগণ অর্পিত[২৩], তাঁহাকে কেহই অতিক্রম
করিতে পারে না। ইনিই তিনি[২৪] ২।১।৯

(একত্ব অনুভূতির অভাব পুনর্জন্মের কারণ)

**যিনিই এখানে, তিনিই সেখানে
যিনি সেখানে, তিনি আবার এখানে।
যিনি ইহাকে 'নানা'র[২৫] ন্যায় দর্শন করেন,
তিনি মৃত্যু হইতে (পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া)
মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন। ২।১।১০

***ইহা (ইনি) মনের দ্বারাই প্রাপ্তব্য।
ইঁহাতে (ব্রহ্মে) কিছুমাত্র 'নানাত্ব' নাই।
যিনি ইঁহাতে 'নানা'র ন্যায় দর্শম করেন।
তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করেন। ইনিই তিনি[২৬]। ২।১।১১

(২৪) উপনিষদে বৈদিক দেবগণ স্বীকৃত, তাঁহারা সকলেই এক পরম সত্তা হইতে তাঁহাদের সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পঞ্চম শ্লোকে জীবাত্মা, ষষ্ঠ শ্লোকে বিশ্বাত্মা (হিরণ্যগর্ভ), পঞ্চম শ্লোকে অনন্ত প্রকৃতি, অষ্টম শ্লোকে অগ্নি, নবম শ্লোকে সূর্য ব্রহ্মে (প্রতিষ্ঠিত) বলা হইয়াছে—রা।

* মন্ত্রটির প্রথম ছত্র অথর্ববেদ ১০।১৮।১৬ হইতে গৃহীত।

সম্পূর্ণ মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৭) দ্রষ্টব্য।

** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৮) দ্রষ্টব্য।

*** একটি শব্দ ব্যতীত সম্পূর্ণ মন্ত্রটি বৃ. উ. ৪।৪।১৯এ আছে। মূলমন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৯) দ্রষ্টব্য।

'অঙ্গুষ্ঠ মাত্র' (=অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ)[২৭] 'পুরুষ'[২৮] শরীরের মধ্যে অবস্থান করেন।
(তিনি) ভূত ভবিষ্যতের ঈশান (=নিয়ন্তা)[২৯]।
তাঁহাকে জানিলে (মানুষ কাহাকেও) ঘৃণা করে না।
শংকরমতে অনুবাদ—
(সাধক কিছু গোপন করেন না।) ২।১।১২

'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' পুরুষ, 'অধূমক' (=ধূমহীন) জ্যোতির ন্যায়[৩০],
(তিনি) ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশান,
তিনিই অদ্য, তিনিই কল্য[৩১]। ইনিই তিনি। ২।১।১৩

(২৫) নানার ন্যায়—ভিন্নের ন্যায়—শ ; ভেদের ন্যায়—র। Variety—রা।

(২৬) ২।১।১০-১১ মন্ত্রে ব্রহ্মকে নানাত্বহীন বলা হইয়াছে। জগতের নানাত্ব (বহুত্ব) ব্রহ্মের একত্বকে পরিবর্তিত করে না—রা।

(২৭) অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ (মূলে আছে—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ)। এই শব্দ দুইটী তৈ. আ. ১০।৩৮।১. শ্বে. উ. ৩।১৩. ও ৫।৮ আছে এবং মহাভারতের সাবিত্রী উপাখ্যানে 'অঙ্গুষ্ঠ মাত্র' পুরুষের কথা আছে। 'শ' বলেন 'হৃদয় পুণ্ডরিক', যেখানে ব্রহ্ম অনুভূত বা উপলব্ধ হন, তাহা অঙ্গুষ্ঠ মাত্র (পরিমাণ) বলিয়া ব্রহ্মকে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বলা হইয়াছে। 'র' বলেন পরমেশ্বর উপাসক-শরীরে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইয়া আছেন, সেই জন্য 'অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র'। বৃ. উ. ৫।৫।১৬ মন্ত্রে আত্মাকে যব বা ব্রীহি পরিমাণ, এবং ছা. উ. ৫।১৮।১ মন্ত্রে তাঁহাকে প্রাদেশ (বিঘত) পরিমাণ বলা হইয়াছে।

(২৮) পুরুষ—যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণ অথবা যিনি পুরীতে শয়ন করেন—শ।

(২৯) ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান—তিনি কালাতীত ব্রহ্ম নন, তিনি কালের নিয়ন্তা বা শাসক (ruler of time-order)—রা।

(৩০) তিনি জ্যোতিরূপে সাধকের হৃদয়ে উপলব্ধ হন সুতরাং তিনি জ্যোতির ন্যায়—শ. দ্র। শুষ্ক-ইন্ধন-অনলের ন্যায় প্রকাশমান—র।

(৩১) তিনিই অদ্য, তিনিই কল্য—তিনি নিত্য কূটস্থ অদ্য (ইদানীং) প্রাণীদের মধ্যে বর্তমান আছেন এবং কল্য—ভবিষ্যতেও থাকিবেন—শ। অদ্যতন পদার্থ, ভবিষ্যৎ-পদার্থ তিন কাল জাত পদার্থ সকল ব্রহ্মাত্মক—র।

যেমন (পর্বতের উচ্চ) দুর্গম (স্থানে) জল বর্ষিত হইলে,
পর্বত (=নিম্নপ্রদেশ) সমূহে বিভিন্নরূপে ধাবিত হয় (=নষ্ট হয়)।
সেই রূপ, ধর্ম সমূহ পৃথক্ দর্শনকারী[৩২]
তাহাদেরই (পৃথক্ ধর্মসমূহের) পশ্চাতে ধাবিত হয়[৩৩]। ২।১।১৪

গৌতম,[৩৪] যেমন 'শুদ্ধ' (=নির্মল) জলে, শুদ্ধ জল
বর্ষিত হইলে, সেইরূপই (নির্মল) হইয়া থাকে,
জ্ঞানী মুনির আত্মা এইরূপই[৩৫] হয়। ২।১।১৫

(৩২) যে ব্যক্তি আত্মাসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন শরীরে পৃথক্ পৃথক্ দেখেন—শ। যে পরমাত্মার দেবসম্বন্ধীয় অন্তর্যামিত্ব এবং মনুষ্যসম্বন্ধীয় অন্তর্যামিত্ব ধর্ম সমূহ বিভিন্ন দেখেন—র (অর্থাৎ এক-পরমাত্মা দেবতা মানুষ প্রভৃতির মধ্যে এক অন্তর্যামিরূপে আছেন, যে তাহা জানে না)।

(৩৩) আত্মভেদদর্শী পুরুষ 'বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন আত্মা' এই ভেদজ্ঞান-বশতঃ পুনঃপুনঃ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়—শ বি। তাহারা পর্বত হইতে জলপাতের ন্যায় সংসার-কুহরে পতিত হয়—র।

(৩৪) গৌতমবংশীয় নচিকেতা।

(৩৫) একাত্মদর্শী মননশীল মুনির আত্মাও চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাই হয়—শ. বি। মননশীল মুনির আত্মাও পরমাত্মার জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া পরমাত্মার সমান (=ন্যায়) হয়—র। মূলে আছে 'তাদৃগ্ এব ভবতি'।

দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় বল্লী

জীবাত্মা

জন্মরহিত, অবক্রচেতা[১] (আত্মার)[২] একাদশ দ্বারযুক্ত[৩]
একটি 'পুর' আছে। অনুষ্ঠান করিয়া[৪] মানুষ শোক (দুঃখ)
করেন না। বিমুক্ত[৫] হইয়া, মোক্ষ লাভ করেন[৬]।
ইনিই তিনি। ২।২।১

*(এই আত্মা) শুচিস্থ[৭] হংস[৮], অন্তরীক্ষস্থ বসু[৯],
বেদিস্থ[১০] হোতা[১১], দুরোণস্থ অতিথি[১২]।
(তিনি) মানুষে আছেন, দেবতাতে আছেন, ঋততে[১৩] আছেন,
ব্যোমে[১৪] আছেন।

(১) অবক্রচেতা—যাহার বুদ্ধি বক্র বা কুটিল নয়—আদিত্য-প্রকাশবৎ, নিত্য ও একরূপ—শ; ঋজুবুদ্ধি, বিবেকী—র.।

(২) আত্মার—পরমাত্মার, ব্রহ্মের—শ., জীবাত্মা—র, রা ও শ্রীঅ.। রামানুজ বলেন, জীবাত্মারও জন্মমৃত্যু নাই।

(৩) একাদশ দ্বার—ব্রহ্মরন্ধ্র, চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, পায়ু, উপস্থ—এই একাদশ দ্বার—শ. দ্র।

(৪) অনুষ্ঠান করিয়া—মূলে আছে 'অনুষ্ঠায়'—(ক) সম্যক্ বিজ্ঞানপূর্বক ধ্যান করিয়া—শ.; (খ) দেহ ও আত্মার পার্থক্য চিন্তা করিয়া—র; (গ) এই পুর শাসন করিয়া—রা.; (ঘ) এখানে বাস করিয়া—শ্রীঅ।

(৫) বিমুক্ত হইয়া—অবিদ্যাজনিত কামনা ও কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া—শ; দুঃখকামনাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া—র.; এই পুর হইতে বিমুক্ত হইয়া—শ্রীঅ.

(৬) মূলে আছে—বিমুচ্যতে—দেহান্তে শরীর গ্রহণ করেন না—শ.। প্রকৃতি-সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হন—র.; is freed—রা.; deliverence—শ্রীঅ। রাধাকৃষ্ণন বলেন, যখন আত্মা এই একাদশ দ্বার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শান্তিতে বাস করেন, তখন তিনি দুঃখ হইতে মুক্ত হন। এই মুক্তি—জীবন্মুক্তি যাহা এখানে আরম্ভ হয়—মৃত্যুর পর পূর্ণ মুক্তিতে—বিদেহ মুক্তিতে—শেষ হয়।

* মন্ত্রটি বা. সং. ১০।২৪, তৈ. সং. ৩।২।২০।১ ও শ. ব্রা. ৬।৭।৩।১১ হইতে গৃহীত। শেষ শব্দ ব্যতীত মন্ত্রটি ঋ. বে. ৪।৪০।৫এ আছে। ইহাকে হংসবতী মন্ত্র বলে—রা।

তিনি জলজাত[15], পৃথিবীজাত[16], ঋতজাত[17], পর্বত-জাত[18]

তিনি ঋত[19] এবং বৃহৎ[20]। ২।২।২

(তিনি) প্রাণ(-বায়ুকে) ঊর্ধ্বদিকে উন্নীত করেন

অপান(-বায়ু)কে অধোদিকে প্রেরণ করেন।

(হৃদয়-)মধ্যে 'বামন'[21] (রূপে) আসীন।

সকল দেবগণ[22] তাঁহাকে উপাসনা করেন॥ ২।২।৩

(৭) শুচিস্থ—শুচিতে, আকাশে স্থিত—শ.; গ্রীষ্মকালের (তেজস্বী সূর্য)—র.।

(৮) হংস—যিনি সর্বত্র গমন করেন—সূর্য—শ. ও র.।

(৯) বসু—যিনি সর্বত্র বাস করেন, বায়ু—শ. ও র.।

(১০) বেদিস্থ—পৃথিবীস্থ—শ.; যজ্ঞবেদিস্থ—র.।

(১১) হোতা—অগ্নি—শ.; ঋত্বিক্ বা অগ্নি—র.।

(১২) দুরোণ—কলস, বা গৃহ—শ.; গৃহ—র.; অতিথি—সোমরস বা ব্রাহ্মণ অতিথি—শ.; গৃহাগত অতিথি—র.।

(১৩) ঋত—সত্য বা যজ্ঞ—শ.; সত্যলোক—র.; Law—শ্রীঅ.।

(১৪) ব্যোম—আকাশ—শ.; পরমপদ—র.;

(১৫) জলজাত—যেমন শঙ্খ, শুক্তি ইত্যাদি—শ.।

(১৬) পৃথিবীজাত—যেমন ব্রীহি, যব, ধান্য ইত্যাদি—শ.।

(১৭) ঋতজাত—যজ্ঞাংগরূপে জাত—শ.; যজ্ঞোৎপন্ন বা আকাশজাত—র।

(১৮) পর্বতজাত—যেমন নদী প্রভৃতি—শ.।

(১৯) ঋত—সর্বাত্মক বলিয়া—অপরিবর্তনীয়-স্বভাব—শ। অপরিচ্ছিন্ন সত্যরূপ ব্রহ্মাত্মক—র.।

(২০) বৃহৎ—মহান্, সর্বকারণ বলিয়া বৃহৎ—শ.।

(২১) 'বামন'—২।১।১২ মন্ত্রে যে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' পুরুষের কথা বলা হইয়াছে বামন শব্দ দ্বারা তাঁহাকেই বুঝায়—র. ও রা.।

বামন—'বননীয়' (পূজনীয়) সুতরাং বামন—শ.; বামনীয়= ভজনীয়—র.।

(২২) দেবগণ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ—শ.; সাত্ত্বিক ব্যক্তিসমূহ—র.।

এই শরীরস্থ দেহী (আত্মা) সম্পর্কচ্যুত[২৩] হইলে,
দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে,
এখানে[২৪] কি অবশিষ্ট থাকে[২৫] ? ইনিই তিনি। ২।২।৪

প্রাণ(-বায়ু) দ্বারা বা অপান(-বায়ু) দ্বারা কোন
মানুষ জীবিত থাকে না।
(প্রাণ ও অপান হইতে) ভিন্ন অন্য একজন দ্বারা
জীবিত থাকে, যাঁহাতে এই উভয় (প্রাণ ও অপান) আশ্রিত[২৬]। ২।২।৫

(পুনর্জন্ম)

গৌতম, এখন আমি তোমাকে এই গুহ্য,
সনাতন ব্রহ্ম (বিষয়ে) এবং মৃত্যুর পর আত্মা
যেরূপ হয়, (তাহাও) বলিব। ২।২।৬

কৃতকর্মানুযায়ী ও শ্রুত[২৭] অনুযায়ী, শরীর গ্রহণের জন্য
কোন কোন দেহী (আত্মা) যোনি মধ্যে প্রবেশ করে,
অপর কেহ স্থাণুত্ব অনুগমন করে[২৮] (=স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হয়)। ২।২।৭

(২৩) মূলে 'বিস্রংসমান' শব্দ আছে=ভ্রংশমান—শ. ; যাহার গাত্র শিথিলীভূত হইয়াছে—র ; falls away from it—শ্রীঅ. ; becomes detached—গ. ; Slips off. রা.।

(২৪) এখানে—এই দেহে—শ।

(২৫) কি অবশিষ্ট থাকে ? কার্য-কারণাত্মক হতবল দেহ অবশিষ্ট থাকে এবং তাহা বিনষ্ট হয়—শ। রাধাকৃষ্ণন বলেন পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন। রংগ-রামানুজ বলেন, (পূর্ববর্তী মন্ত্রে যে সাধকের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কথাই এখানে বলা হইতেছে) তাঁহার কোন কর্তব্য কর্ম অবশিষ্ট থাকে না।

(২৬) ব্যাখ্যা—যেমন গৃহ ও গৃহী ভিন্ন, সেইরূপ দেহ ও দেহী ভিন্ন। গৃহধ্বংস হইলে গৃহী ধ্বংস হয় না। দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না, কিন্তু আত্মা দেহত্যাগ করিলে দেহের বিনাশ হয়—রা।

(জীবগণ) নিদ্রিত হইলে (তাহাদের জন্য) এই যে পুরুষ
কাম্য বিষয়ের পর কাম্য বিষয় নির্মাণ করিয়া জাগ্রত থাকেন,
তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই
(লোকে) অমৃত বলে। তাঁহাতেই (পৃথিবী প্রভৃতি) সমস্ত-
লোক আশ্রিত। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে
না। ইনিই তিনি[২৯] ২।২।৮

(আত্মা বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত)

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া
(বিভিন্ন দাহ্যবস্তুর) রূপানুসারে তদনুরূপ হয়,
সেইরূপ এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা বিভিন্ন (দেহের)
রূপ অনুসারে তদনুরূপ হন, এবং বাহিরেও[৩০] থাকেন[৩১]। ২।২।৯

(২৭) শ্রুত—অর্জিত বিজ্ঞান—শ ; Thought—রা ; knowlede—শ্রীঅ। মূলে আছে 'যথাকর্ম যথাশ্রুতম্'।

(২৮) ব্যাখ্যা—ইহজন্মে কৃতকর্ম অনুযায়ী ও অর্জিত বিজ্ঞান অনুযায়ী জীবাত্মা তদনুরূপ শরীরে প্রবেশ করে—শ। উপনিষদ্ যেরূপ পরমাত্মার স্বাধীন সত্তার কথা বলেন, সেইরূপ জীবাত্মার সত্তাও সমর্থন করেন—রা।

(২৯) ব্যাখ্যা—পরমাত্মা যেমন জাগ্রত জীবনের বিষয়ের কারণ, সেইরূপ স্বপ্ন বিষয়ের কারণ। স্বপ্নসংবিৎও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে—রা।

(৩০) বাহিরেও থাকেন—অর্থাৎ নিজে অবিকৃতরূপে থাকেন—শ। অর্থাৎ প্রকাশিত জগতের অতীতে—transcendent—বিশ্বাতীত রূপেও থাকেন। বাহির ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন—র।

(৩১) ব্যাখ্যা—পরমাত্মা অনেক রূপ ধারণ করেন। তবুও তিনি স্বীয় অবিকৃতরূপে প্রকাশিত জগতের অতীত। এই মন্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী (immanent) এবং বিশ্বাতীত (transcendent)—রা.।

যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া,
বিভিন্ন (বস্তুর)রূপ অনুসারে, তদনুরূপ হয়,
সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা বিভিন্ন দেহের
রূপ অনুসারে তদনুরূপ হন, এবং বাহিরেও থাকেন। ২।২।১০

যেমন সর্বলোকের চক্ষু (-স্বরূপ) সূর্য,
চাক্ষুষ বাহ্যদোষ[৩২] দ্বারা লিপ্ত হন না,
সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা
লোক-দুঃখ দ্বারা লিপ্ত হন না,
(কারণ) তিনি বাহ্য (অর্থাৎ এই সমুদয়ের অতীত[৩৩])। ২।২।১১

এক, বশী[৩৪] সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
যিনি একরূপকে (পাঠান্তর এক বীজকে)[৩৫] বহুধা করেন,
যে ধীরগণ তাঁহাকে 'আত্মস্থ' দর্শন করেন,
তাঁহাদের শাশ্বত সুখ (লাভ হয়), অন্য কাহারও হয় না। ২।২।১২

(৩২) চাক্ষুষ বাহ্যদোষ—(ক) অশুচিদর্শন-জনিত আধ্যাত্মিক পাপদোষ বা বাহ্য অশুচির সংসর্গদোষ—শ। (খ) চক্ষু দ্বারা যে মল নির্গত হয় তাহা দ্বারা তিনি স্পৃষ্ট হন না—র।

(৩৩) **ভাবার্থ**—রাধাকৃষ্ণন বলেন, ব্রহ্ম জীবের অন্তরাত্মা হইলেও, কোন জীবের দুঃখদ্বারা তিনি বিচলিত বা লিপ্ত হন না। জীবের দুঃখের কারণ এই যে, সে তাহার মন-শরীর যুক্ত বাহনের সহিত নিজেকে এক করে, সে আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য করিতে পারে না। ব্রহ্মের দুঃখবোধ নাই, কারণ ব্রহ্ম অবিদ্যার অধীন নহেন এবং মন-দেহ-যুক্ত বাহনের সহিত বা তাহার কোন ধর্মের সহিত এক হন না। (শরীর ও মন-ই দুঃখ অনুভব করে)।

(৩৪) বশী—সমস্ত জগৎ যাঁহার বশে—শ। বশ—ইচ্ছা, সমস্ত জগৎ যাঁহার ইচ্ছার অধীন—র। Controller—রা।

(৩৫) শংকর 'একংরূপং বহুধা' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। রংগরামানুজ 'একংবীজং বহুধা' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। 'এক রূপকে বহুধা করেন'=অপ্রকাশিত অবস্থায় তিনি এক, প্রকাশিত অবস্থায় তিনি বহু—রা। নিজের বিজ্ঞান-ঘন রূপকে

*সকল অনিত্যের (পাঠান্তর—নিত্যের) মধ্যে (যিনি) নিত্য,[৩৭]
চেতনাবান্‌দের মধ্যে (যিনি) চেতন,[*]
(যিনি) বহুর মধ্যে এক, যিনি কাম্যসমূহ বিধান করেন,
[বা যিনি এক হইয়াও বহুর কাম্যসমূহ বিধান করেন][৩৮]
যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্থ দর্শন করেন,
তাঁহাদের শাশ্বত শান্তি লাভ হয়, অন্য কাহারও নয়। ২।২।১৩

যোগিগণ[৩৯] সেই অনির্দেশ্য[৪০] পরম সুখকে[৪১]
"তিনি এই" এইরূপ মনে করেন (জানেন)
তাঁহাকে আমি কিরূপে জানিব ?
তিনি কি স্বয়ং 'ভাতি' দেন, না বিভাত হন[৪২] ? ২।২।১৪

নামরূপাদি উপাধি দ্বারা বহু করেন—শ। এক বীজকে মহদাদি প্রপঞ্চরূপে সৃষ্টি করেন—র। একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করেন—রবীন্দ্রনাথ।

(৩৬) 'আত্মস্থ'—মূলে এই শব্দই আছে।—নিজের শরীরে হৃদয়াকাশে—বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত—শ। নিজ আত্মাতে অন্তর্যামী-রূপে—র। "আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন"—রবীন্দ্রনাথ।

(৩৭) শংকর 'নিত্যঃ অনিত্যানাং' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং রংগ রামানুজ 'নিত্যঃ নিত্যানাং' পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন একই নিত্য বহু নিত্য, একই চেতন বহু চেতন হইয়াছেন।

(৩৮) প্রথম অনুবাদ রাধাকৃষ্ণন আনুযায়ী, দ্বিতীয় অনুবাদ শংকর ও রংগ রামানুজ অনুযায়ী। রাধাকৃষ্ণন বলেন এখানে আমরা ঐশ্বরিক বিধানের (divine providence) তত্ত্ব পাই।

(৩৯) রংগরামানুজ বলেন এই শ্লোক শিষ্যের (নচিকেতার) উক্তি।

(৪০) 'অনির্দেশ্য' এই শব্দটি মূলে আছে—যাহা নির্দেশ (বিশেষরূপে জ্ঞাপন) করা যায় না—শ। Which none can point to nor any define it—শ্রীঅ।

(৪১) 'তিনি এই' এইরূপ—প্রত্যক্ষযোগ্য (অপরোক্ষরূপে)—শ ; সাক্ষাৎ করেন—র। মূলে আছে "তৎএতৎ ইতি মন্যন্তে অনির্দেশ্যং পরমং সুখম্"।

* একটু পরিবর্তিত আকারে শ্বে. উ. ৬।১৩ মন্ত্রে আছে।

*সেখানে[৪৩] সূর্য 'ভাতি' দেয় না[৪৪] চন্দ্র তারকাও না,
এই বিদ্যুৎসমূহও (সেখানে) ভাতি দেয় না, এই অগ্নিই বা কোথায়?
তিনি বিভাত বলিয়াই সকলে ভাতি দেয়।
তাহার 'ভাস' দ্বারাই এই সমস্ত বিভাত হয়।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—

সেখানে সূর্য আলো দেয় না,
চন্দ্র তারকাও না, এই বিদ্যুৎসমূহ ও দীপ্তি দেয় না
কোথায় বা আছে এই অগ্নি? তিনি প্রকাশিত, তাই
সমস্তই প্রকাশমান, তাহার আভাতেই সমস্ত বিভাত। ২৷২৷১৫

—শা. নি. ১৷৩২৪

(৪২) তিনি কি স্বপ্রকাশ, অথবা আমাদের বুদ্ধিবিষয় হইয়া সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হন অর্থাৎ অনুভূত হন?—শ। তিনি কি দীপ্তিমান্ বলিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হন, অথবা অন্য তেজ দ্বারা প্রকাশিত হন?—র।

(৪৩) সেখানে—ব্রহ্মে—শ

(৪৪) সূর্য ভাতি দেয় না ইত্যাদি। সর্ব-বিভাসক সূর্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না—শ। সর্বতেজের কারণ তিনি, সেই জন্য কোন জ্যোতি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না—র।

(৪৫) ব্যাখ্যা—ব্রহ্মসকল জ্যোতির কারণ, তিনি আমাদের সকল দর্শনের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি। তাঁহাকে কোন পার্থিব জ্যোতি দ্বারা জানা যায় না। আমাদের (সাধারণ) জ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁহাকে পাই না—রা। 'তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। এক দিকে তিনি সমস্তই প্রকাশ করেন, আর এক দিকে কেউ তাঁহাকে প্রকাশ করে উঠতে পারে না'—রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩০) দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রটি মু. উ. ২৷২৷১০ এবং শ্বে. উ. ৬৷১৪তে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় বল্লী

(সংসারবৃক্ষের মূল ব্রহ্মে)

এই সনাতন (সংসার-রূপ) অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্ব দিকে,[১]
এবং শাখাসমূহ নিম্নদিকে (প্রসারিত)।
তিনিই (=সংসার-বৃক্ষের মূল) শুক্র[২], তিনিই ব্রহ্ম,
তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন। (পৃথিব্যাদি)
লোকসমূহ তাঁহাতে আশ্রিত, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম
করিতে পারে না[৩]। ইনিই তিনি। ২।৩।১

(মহাভয়)

এই জগৎ—যাহা কিছু আছে—সমস্তই (প্রাণ-
রূপ ব্রহ্ম হইতে) 'নিঃসৃত' (=উৎপন্ন) হইয়া প্রাণে কম্পিত হয়[৪]
(ব্রহ্ম) উদ্যত বজ্রের ন্যায় 'মহদ্‌ভয়' (স্বরূপ)[৫],
যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন[৬]। ২।৩।২

(১) ঊর্ধ্ব—সেই বিষ্ণুর পরমপদ (১।৩।৯) অর্থাৎ ব্রহ্ম যাঁহার মূল বা আদি কারণ—শ। গী. ১৫।১ শ্লোকে ঊর্ধ্বদিকে মূল অধোদিকে প্রসারিত শাখা যুক্ত অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা আছে।

(২) শুক্র—মূলে এই শব্দই আছে—চৈতন্যাত্মক জ্যোতি-বিশিষ্ট, জ্যোতির্ময়—শ।

(৩) ভাবার্থ—জীবনবৃক্ষের অদৃশ্যমূল ব্রহ্মে। বৃক্ষ মূল ও শাখা ব্রহ্মের প্রকাশিত রূপ—রা।

(৪) মূলে আছে এজতি—কম্পিত হয়—শ ও রামা (ব্র. সূ. ১।৩।৩৯), রামানুজ বলেন মহাভয়ের জন্য কম্পিত হয়—কিন্তু শ্রীঅ. ও রা. অনুবাদ করেন moves.

(৫) 'মহদ্‌-ভয়' মূলে এই শব্দ আছে—Great fear—শ্রীঅ ও রা। অতি ভয়ানক—ছ।

(৬) ব্যাখ্যা—"এই যা কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে—এই যে প্রাণ যাঁর থেকে সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে, যাঁর মধ্যে সমস্ত চলছে তিনি কি রকম? না উদ্যত বজ্রের মত মহাভয়ংকর। সেই জন্যই তো সমস্ত চলছে, নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মত নিদারুণ হয়ে উঠত। আমাদেরও যে দিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে কি ব্যবহারে সেই দিকে [illegible] দাঁড়াইয়া আছেন: 'মহদ্ভয়ং

*ইঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, (ইঁহার) ভয়ে সূর্য্য তাপ দেন,
(ইঁহার) ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম (-স্থানীয়)[৭] মৃত্যু
(স্বকার্যে) ধাবিত হন[৮]। ২।৩।৩

২।৩।৪ মন্ত্রের রংগরামানুজানুযায়ী অনুবাদ—

ইহলোকে শরীর পতনের পূর্বে যদি কেহ
(ব্রহ্মকে) জানিতে সমর্থ না হয়[৯],
তাহা হইলে সৃষ্ট লোক সমূহে তাহাকে শরীর ধারণ করিতে হয়।

শংকর মতে অনুবাদ—

ইহলোকে শরীর-পতনের পূর্বে যদি কেহ (ব্রহ্মকে)
জানিতে সমর্থ* হন, (তবে তিনি বিমুক্ত হন)
(যদি ব্রহ্মকে জানিতে অসমর্থ না হন) তাহা হইলে সৃষ্ট
লোকসমূহে তাহাকে শরীর ধারণ করিতে হয়। ২।৩।৪

বজ্রমুদ্যতম্'। সে দিকে কোন ব্যত্যয় নাই, কোন স্খলনের ক্ষমা নাই, কোন পাপের নিষ্কৃতি নাই"—(শা : নি ১।৩৬০)। "যারা জেনেছে ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন, তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে যে নেই, তা নয়, সে যে আনন্দেরই বন্ধন"—রবীন্দ্রনাথ—শা : নি ২।১৬৯।

(৭) পঞ্চম স্থানীয়—পূর্বে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও বায়ুর কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং মৃত্যু পঞ্চম স্থানীয়।

(৮) **ভাবার্থ**—ব্রহ্ম এই জগতের কারণ ও রক্ষাকর্তা। বিবর্তন (evolution) যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। জীবনীশক্তিদাতা প্রাণরূপী ব্রহ্ম দ্বারা এই বিবর্তন নিয়মিত—রা।

(৯) মূলে আছে 'অশকৎ'=ন+শকৎ=শক্ত বা সমর্থ না হয়—র। =সমর্থ হন—শা। 'শ'র অর্থ গ্রহণ করিলে বন্ধনীর মধ্যস্থ শব্দগুলি উহ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, এবং উহ্য শব্দ দ্বারা লিখিত শব্দের বিপরীত অর্থ হয়। ম্যাক্সমূলার সেই জন্য একটি 'না' (not) প্রথম ছত্রে সন্নিবিষ্ট করেন। 'র' ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ঐরূপ আরোপের প্রয়োজন হয় না।

* এই মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত-ভাষায় তৈ. আ. ২।৮ মন্ত্রে আছে।

দর্পণে যেরূপ, আত্মাতে সেইরূপ,
স্বপ্নে যেরূপ, পিতৃলোকে সেইরূপ,
জলে যেরূপ, গন্ধর্বলোকে সেইরূপ,
ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আলোকের ন্যায় (ব্রহ্ম) দর্শন হয়।[১০]　২।৩।৫

(আত্মা হইতে) ইন্দ্রিয়সমূহের পৃথক্ স্বভাব,
তাহাদের উদয় ও অস্ত (=উৎপত্তি ও বিনাশ) আছে,
এবং তাহারা যে (পঞ্চভূত) হইতে পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হয়
—তাহা জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।　২।৩।৬

ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব (=বুদ্ধি) উত্তম।
বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, মহান্ (আত্মা)
হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ।[১১]　২।৩।৭

(১০) ব্যাখ্যা—যেমন নির্মল দর্পণে মানুষ নিজেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত দেখে, সেইরূপ নির্মল আত্মারূপ বুদ্ধিতে ব্রহ্মকে সুস্পষ্ট দর্শন করে। স্বপ্নে দর্শন যেমন অস্পষ্ট, পিতৃলোকেও ব্রহ্মদর্শন অস্পষ্ট, কারণ সেখানে কর্মফল উপভোগের আসক্তি আছে। যেমন গভীর জলে নিমজ্জিত দেহ অবয়ব-বিভাগহীন ভাবে অতি অস্পষ্টরূপে দেখা যায়, গন্ধর্বলোকে ব্রহ্মদর্শনও সেইরূপ অতি অস্পষ্ট। ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আলোকের ন্যায় অতি সুস্পষ্টরূপে ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অতি দুর্লভ, সুতরাং এই দেহেই ব্রহ্মদর্শনের জন্য যত্ন করা কর্তব্য—শ (সংক্ষিপ্ত)।

(১১) ব্যাখ্যা:—আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ ভিন্ন। পঞ্চমহাভূত হইতে ইন্দ্রিয়গণ উদ্ভূত হয়—আত্মা হইতে নয়। সুতরাং তাহারা স্বভাবতঃ জড়। আত্মা চৈতন্য-স্বভাব। ইন্দ্রিয়গণ জাগ্রত অবস্থায় অভিব্যক্ত এবং নিদ্রিত অবস্থায় অনভিব্যক্ত। উহাদের উৎপত্তি ও লয় আত্মা হইতে ভিন্ন। আত্মজ্ঞ পুরুষ ইহা জানেন, সুতরাং তিনি দুঃখ করেন না—শ। উপনিষৎ-ব্যাখ্যা-অনুযায়ী, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—ইহারা পঞ্চ মহাভূত। এই পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় (এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ (এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাভূতের সম্মিলিত সূক্ষ্মাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। অন্তঃকরণ আবার চার ভাগে বিভক্ত—মন, চিত্ত

অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, (তিনি) (সর্ব-) ব্যাপক এবং অলিঙ্গ[১৩]
তাঁহাকে (পাঠান্তর - যাঁহাকে) জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং
অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।[১২] ২।৩।৮

*ইহার রূপ কাহারও দর্শনের বিষয় (-রূপে) থাকে না
(অর্থাৎ দর্শনের বিষয় হয় না)
ইঁহাকে চক্ষু দ্বারা কেহ দর্শন করে না[১৪]
হৃদয় দ্বারা, মনের নিয়ন্তা দ্বারা, মনের দ্বারা
ইনি প্রকাশিত।[১৫]
যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।[১৬] ২।৩।৯

অহংকার ও বুদ্ধি। ইহারা সকলেই জড় এবং পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। আত্মা ইহাদিগ হইতে ভিন্ন।

(১২) ২।৩।৭ এবং ২।৩।৮ মন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য ১।৩।১০ এবং ১।৩।১১ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(১৩) অলিঙ্গ—লিঙ্গ (চিহ্ন—mark) দ্বারা অগম্য—র; সর্বসংসার-ধর্ম-বর্জিত—শ. without any mark—রা.; has no sign or feature—শ্রীঅ।

(১৪) তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না—র।

(১৫) মূলে আছে "হৃদা মনীষা মনসা অভিকৢপ্তঃ"=by heart, by thought and by mind apprehended—রা। To the heart, the mind and super-mind He is manifest—শ্রীঅ।

(i) হৃদা=হৃদয় দ্বারা। ভক্তি দ্বারা—র; by heart—শ্রীঅ ও রা; হৃদয়স্থিত, মনীষার বিশেষণ—শ; (ii) মনীষা=মনীট্‌ দ্বারা—মনের নিয়ন্তা দ্বারা। ধৃতি দ্বারা—র। মনঃ ইষ্টে—মনকে যে নিয়ন্ত্রিত বা শাসন করে—মনের প্রভু অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা—শ। (iii) মনসা=মনের দ্বারা; সমাহিত আত্মা দ্বারা—র; মননরূপ সম্যক্‌ দর্শন দ্বারা—শ। অভিকৢপ্ত—প্রকাশিত—শ; বিবৃত—র; রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেন 'হৃদয়স্থিত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে জানা যায়।' শা. নি. ১।১৯১. "সেই

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৩১) দ্রষ্টব্য। প্রথম দুই ছত্র শ্বে. উ. ৪।২০, শেষ দুই ছত্র শ্বে. উ. ৩।১৩ এবং ৪।১ মন্ত্রে আছে।

যখন পঞ্চ জ্ঞান (-ইন্দ্রিয়) মনের সহিত
　　স্থিরভাবে অবস্থান করে,[১৭]
এবং বুদ্ধি যখন চেষ্টা করে না[১৮]
তাহাকে (=সেই অবস্থাকে) (সাধকগণ) পরমা গতি বলেন। ২।৩।১০

ইন্দ্রিয়সমূহকে স্থিরভাবে সেই ধারণই[১৯] যোগ,
ইহা (যোগিগণ) মনে করেন।
তখন (যোগী) অপ্রমত্ত[২০] হন। কারণ
যোগেরও প্রভাব (=উৎপত্তি) ও অপ্যয় (=অবসান) আছে[২১]। ২।৩।১১

হৃদয়ের যে জ্ঞান, সে জ্ঞান একেবারেই সংশয়-রহিত অব্যবহিত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যারা এঁকে পেয়ে থাকেন তাঁরা অমৃত হন।"—শা. নি. ২।১৯৯. এই দুইটি ব্যাখ্যার ভাব একটু ভিন্ন মনে হয়।

(১৬) **ভাবার্থ—রাধাকৃষ্ণন**—আমরা পরমাত্মার কোন দর্শনীয় মূর্তি কল্পনা করিতে পারি না। আমরা তাঁহাকে হৃদয় দ্বারা, চিন্তাদ্বারা, মনদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। ব্রহ্মকে আমরা আমাদের সমগ্র মানসিক শক্তির একাগ্র প্রয়োগ দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি।

শংকর—তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। বুদ্ধি আমাদের হৃদয়স্থ। বুদ্ধিই মনের নিয়ন্তা বা পরিচালক। সেই বুদ্ধি দ্বারাই আত্মা উপলব্ধ হন। কি প্রকারে? গভীর মনন-রূপ সম্যক্ দর্শন দ্বারা। অর্থাৎ মননরূপ সম্যক্ দর্শন দ্বারা পরমাত্মা হৃদয়স্থ বুদ্ধিতে উপলব্ধ হন।

রংগরামানুজ—পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। ভক্তি ও ধৃতি দ্বারা সমাহিতাত্মা তাঁহাকে উপলব্ধি করেন।

(১৭) অর্থাৎ যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, শ্রোত্র, রসনা, নাসিকা, ত্বক্) স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্থির (=বিষয়নিবৃত্ত) মনের সহিত আত্মাতে অবস্থান করে—শ।

(১৮) সংকল্পাদি-রহিত হইয়া মনের নিয়ন্তা বুদ্ধি যখন স্বকার্যে চেষ্টা করে না—শ।

(১৯) ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণসমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতে অচলভাবে রাখাই যোগ—শ।

(আত্মা সৎ)

(ব্রহ্মকে) বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা, বা চক্ষু দ্বারা,
(কেহ) প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না।
"(তিনি) আছেন" ইহা যাঁহারা বলেন, (তাঁহারা ব্যতীত)
অন্যেরা কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে ?[২২] ২।৩।১২

(প্রথমে) "তিনি আছেন"[২৩] ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে।
(পরে তাঁহাকে) তত্ত্বভাবে,[২৪] উভয় ভাবে[২৫] (উপলব্ধি করিতে হইবে)।
"তিনি আছেন" এইরূপ উপলব্ধিকারীরই তত্ত্বভাব প্রসন্নতা[২৬] লাভ
করে[২৭]। ২।৩।১৩

(২০) অপ্রমত্ত—প্রমাদবর্জিত, সর্বদা সমাহিতচিত্ত হইবার জন্য প্রযত্নবান্—শ. অবহিতচিত্ত—র; Undistracted, Vigilant.

(২১) ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি স্থির হইলে যোগের প্রভাব (=উৎপত্তি) হয়। ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধি অস্থির বা চঞ্চল হইলে যোগের অপায় (=অবসান) হয়—শ। যোগের যে কোন মুহূর্তে অবসান হইতে পারে; সুতরাং যোগরক্ষার জন্য সর্বদা অবহিত-চিত্ত থাকিতে হইবে—র। সতর্ক উৎসাহ যোগের জন্য প্রয়োজন। কারণ যোগ আসে এবং যায়। আমরা যদি যত্নবান্ হই, তবে আমরা যোগ পাইব, আর যদি যত্নহীন হই, তবে যোগ হারাইব। মন পরিবর্তনশীল, সুতরাং আমাদের সতর্ক হইতে হইবে—রা।

(২২) ভাবার্থ—যাঁহারা বলেন, "তিনি আছেন", তাঁহারাই কেবল তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মা বিষয়ী ও জ্ঞাতা (knowing subject), সুতরাং (সাধারণ) জ্ঞানের 'বিষয়' (object) হইতে পারেন না। তিনি যোগ দ্বারা উপলব্ধ হন। তিনি জ্ঞানের সাধারণ করণের (means) অতীত। যোগ দ্বারাই তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা যায়। সেই উপলব্ধির জন্য তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য্য—রা।

তুঃ—যিনি ঈশ্বরের নিকটে আসেন, তিনি অবশ্য বিশ্বাস করেন "তিনি আছেন"। বাইবেলে হিব্রুদের নিকট পত্র (রাধাকৃষ্ণন হইতে গৃহীত)।

(২৩) 'তিনি আছেন'—তাঁহার অস্তিত্ব—র; তিনি সোপাধিকরূপে বিশ্বে আছেন-

ইহার (মানুষের) হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত,
যখন তাহারা সকলে প্রমুক্ত[২৮] হয়,
তখন মানুষ অমৃত হয় এবং
এখানে (=ইহলোকে বা এই দেহই) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।[২৯] ২।৩।১৪

যখন ইহ লোকে হৃদয়ের সকল গ্রন্থি[৩০] প্রভিন্ন (=বিচ্ছিন্ন) হয়,
তখন মানুষ অমৃত হয়—ইহাই উপদেশ।[৩১] ২।৩।১৫

(২৪) তত্ত্বভাবে—ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপে—সেই উপধিরহিত, চিহ্নরহিত ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপে—শ ; in His essential—শ্রীঅ ; in His real nature—রা ; অন্তঃকরণ দ্বারা (মূলে তত্ত্বভাবেন তৃতীয়া বিভক্তি আছে)—র।

(২৫) উভয়ভাবে—সোপাধিক ও নিরুপাধিকভাবে—শ ; অস্তিত্বে বিশ্বাস ও অন্তঃকরণদ্বারা উপলব্ধি—র। এই দুইটি অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থও হইতে পারে—তাহার অস্তিত্ব (অর্থাৎ তিনি আছেন, ইহা) এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ (যাহা শ্রীঅরবিন্দ Essentials of God, রাধাকৃষ্ণন His real nature, তৈ. উ. ২।১।৩ 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্' বা মা. উ. ৭ "শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ) উভয়ই উপলব্ধি করিতে হইবে।

(২৬) তত্ত্বভাব প্রসাদপ্রাপ্ত হয়—'আত্মা আছেন' বলিয়া যিনি আত্মায় উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আত্মা প্রকাশের জন্য অভিমুখী হন—শ। The Essential of God dawns upon him—শ্রীঅ ; His real nature becomes clear—রা ; রাগদ্বেষাদি হইতে শান্ত হইয়া প্রসন্ন হয়—র।

(২৭) **ব্যাখ্যা**—ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদিগকে অধ্যাত্মিক উপলব্ধি দান করে। তখন তাঁহার স্বরূপ বিশ্বাসীর নিকট প্রতিভাত হয়—রা। শুধু তাঁহার অস্তিত্ব নয়, তাঁহার নিরুপাধিক স্বরূপও উপলব্ধি করিতে হইবে—শ। প্রথম তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে এবং পরে তাঁহাকে অন্তঃকরণ দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে—র।

(২৮) মূলে আছে প্রমুচ্যন্তে প্রমুক্ত—হয়। যখন কামনাসমূহ বিশীর্ণ হয়—শ, যখন শান্ত হয়—র।

হৃদয়ের একশত একটি নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে
একটি নাড়ী (=সুষুম্না নাড়ী) মস্তক ভেদ করিয়া
নিঃসৃত (= নির্গত) হইয়াছে। তাহা দ্বারা
(মৃত্যুকালে আত্মা) ঊর্ধ্বে গমন করিলে অমৃতত্ব লাভ করে।
অন্য (নাড়ী দ্বারা) উৎক্রমণ হইলে, বিভিন্ন (=সংসার গতি হয়)। ২।৩।১৬

'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' (পরিমাণ) অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বদা মানবের হৃদয়ে
সন্নিবিষ্ট।[৩২] মুঞ্জ (তৃণ) হইতে ইষিকার (=তৃণগর্ভস্থ দলের)
ন্যায়, তাঁহাকে নিজের শরীর হইতে পৃথক্ করিবে।
তাঁহাকে শুক্র (=শুদ্ধ) ও অমৃত বলিয়া জানিবে,
তাঁহাকে শুক্র ও অমৃত বলিয়া জানিবে।[৩৩] ২।৩।১৭

অনন্তর নচিকেতা মৃত্যু-কথিত এই বিদ্যা এবং সম্পূর্ণ
যোগবিধি লাভ করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া বিরজ ও
বিমৃত্যু হইয়াছিলেন। অন্য যিনি অধ্যাত্ম (বিদ্যা)
এইরূপে জানিবেন, (তিনিও) এইরূপ হইবেন। ২।৩।১৮

(২৯) **ভাবার্থ**—যখন স্বার্থপর কামনা, অবিদ্যা ও সংশয় দূর হয়, তখনই ঈশ্বর-দর্শন হয়। উপনিষদ্ শিক্ষা দেয়—অধ্যাত্ম অনুভূতির পূর্ণতা—রা।

(৩০) গ্রন্থি—গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় বন্ধনরূপ অবিদ্যা প্রত্যয় সমূহ—শ। গ্রন্থির ন্যায় দুর্মোচ রাগদ্বেষাদি—র।

(৩১) আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেন, মূল কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৭ মন্ত্রের সহিত শেষ হইয়াছিল, পরবর্তী কালে যাহা যোগ করা হইয়াছিল তাহাও এই মন্ত্রের সহিত শেষ হয়। পরবর্তী তিনটি শ্লোক আরও পরে যুক্ত হইয়াছে।

(৩২) মহান্-আপন-রূপে, পরম-এক-রূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন—রবীন্দ্রনাথ—শা. নি, ২।১৯৯

(৩৩) একটি বাক্যের দ্বিরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তির নিয়ম। ২।৩।১৮ মন্ত্রে হয়তো আরও পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে মনে হয়।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত ॥

॥ কঠোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

শান্তিপাঠ

(ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে একত্র রক্ষা করুন। উভয়কে একত্র ভোগদান করুন (পালন করুন), আমরা যেন একত্র বীর্যের সহিত কর্ম করিতে পারি। আমাদের অধীত (বিদ্যা) তেজস্বী হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। ইহা একখানি প্রামাণিক ও প্রাচীন উপনিষদ্। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের পরই ইহার স্থান। ইহা তিনটি বল্লী বা শাখায় বিভক্ত—(১) শিক্ষা-বল্লী, (২) ব্রহ্মানন্দ-বল্লী ও (৩) ভৃগু-বল্লী। শিক্ষা-বল্লীতে শব্দোচ্চারণের নিয়ম, উপাসনা ও আচরণীয় নিয়ম প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ-বল্লীতে বিভিন্ন কোষ, ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ব্রহ্মানন্দ বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভৃগু-বল্লীতে ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হইয়াছে।

এই উপনিষদের বিষয় সংকলন এবং বিবরণ অতি সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষৎসমূহের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই উপনিষদের শংকর ও মধ্বের ভাষ্য আছে। রামানুজপন্থী রংগরামানুজের ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লীর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য আছে। এই সকল ভাষ্য হইতেই ব্যাখ্যা এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক বল্লীর প্রথম অনুবাকে শান্তি পাঠ আছে।

শীক্ষা (=শিক্ষা[১])বল্লী

প্রথম অধ্যায়—প্রথম অনুবাক

(শান্তিপাঠ)*

ওম্, মিত্র[২] আমাদের সুখপ্রদ হউন, বরুণ[৩] সুখপ্রদ হউন।
অর্য্যমা[৪] আমাদের সুখপ্রদ হউন,
ইন্দ্র[৫] এবং বৃহস্পতি[৬] আমাদের সুখপ্রদ হউন,
উরুক্রম[৭] বিষ্ণু[৮] আমাদের সুখপ্রদ হউন ॥ **
ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু, তোমাকে নমস্কার।
তুমিই প্রত্যক্ষ[৯] ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব।
ঋত[১০] বলিব। সত্য বলিব। তিনি (ব্রহ্ম) আমাকে রক্ষা করুন।
তিনি বক্তাকে[১১] রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন।
বক্তাকে রক্ষা করুন।
ওম্ শান্তি, শান্তি, শান্তি।[১২]

প্রথম অনুবাক সমাপ্ত

মন্তব্য—উপনিষৎ ব্রহ্ম ও মানবের মধ্যবর্তী দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন দেবগণ ব্রহ্মেরই বিভূতি। খৃষ্টধর্ম এবং ইসলামধর্ম—ঈশ্বর এবং মানবের মধ্যবর্তী angels (স্বর্গীয় দূত) বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধধর্ম ধ্যান-চোহান প্রভৃতি বিশ্বাস করেন। বর্মী বৌদ্ধগণ 'নাট' বলিয়া এক শ্রেণীর দেবতা বিশ্বাস করেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'The Philosophy of Gods' পুস্তকে দেবতত্ত্ব নিয়া অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

(১) মূলে 'শীক্ষা' এই বানান আছে। আচার্য শঙ্কর বলেন, বৈদিক আর্ষ প্রয়োগ দ্বারা শী-তে ঈ-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। শীক্ষা=শিক্ষা।

* মূল শান্তিপাঠের জন্য পরিশিষ্ট ক (৩২) দ্রষ্টব্য।

** মন্ত্রের এই পর্যন্ত ঋ. বে. ১।৯০।৯ হইতে গৃহীত।

(২) মিত্র—প্রাণবৃত্তি এবং দিবসের অভিমানী দেবতা—শ; ভক্তের প্রতি স্নেহশীল মিত্রদেব—সায়ন।

(৩) বরুণ—অপান-বৃত্তি ও রাত্রির অভিমানী দেবতা—শ; ভক্তদিগকে বরণকারী বরুণদেব—সায়ন।

(৪) অর্যমা—চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলের অভিমানী দেবতা—শ; ভক্তের প্রতি গমনশীল অর্যমা—সায়ন।

(৫) ইন্দ্র—বলের দেবতা—শ।

(৬) বৃহস্পতি—বাক্ ও বুদ্ধি বৃত্তির দেবতা।

(৭) উরুক্রম—উরু=বিস্তীর্ণ, ক্রম=পাদক্ষেপ; বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপ যাঁহার—শ। বৈদিক যুগে বিষ্ণু শব্দ দ্বারা সূর্যকে বুঝাইত। তাঁহারই বিস্তীর্ণগতির কথা বলা হইতেছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে বামনাবতারে বিষ্ণুর পাদক্ষেপের কথা বলা হইতেছে। বৈদিক যুগে পৌরাণিক বামনাবতার-কাহিনী প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না।

(৮) বিষ্ণু—ব্যাপনশীল পরমাত্মা ব্রহ্ম—শ., ক. উ. ১।৩।৯. দ্রষ্টব্য।

(৯) প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—বাস্তবিকপক্ষে বায়ু ব্রহ্ম নহে। আনন্দগিরি বলেন, রাজদর্শনাভিলাষী ব্যক্তি যেমন দৌবারিককে 'তুমিই রাজা' এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে, সেইরূপ হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে দর্শনেচ্ছু-সাধক বায়ুরূপী প্রত্যক্ষ প্রাণকে ব্রহ্ম বলিতেছেন।

(১০) ঋত ও সত্য—ঋত=শাস্ত্র এবং কর্তব্য অনুসারে যাহা নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়=মানসিক সত্য—শ। =the right—রা। সত্য=শাস্ত্র ও কর্তব্য অনুসারে যাহা বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, এবং বাক্য ও শরীর দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয়। ঋত ও সত্য ব্রহ্মের অধীন বলিয়া ব্রহ্মকেই ঋত ও সত্য বলা হয়—শ.। =the true—রা।

(১১) বক্তা=আচার্য—শ।

(১২) আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিঘ্নপ্রশমনের জন্য শান্তি শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে।

প্রথম অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত

শী(ক্ষা) বল্লী

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অনুবাক

(শিক্ষা[১])

ওম্, শিক্ষা ব্যাখ্যা করিব। বর্ণ[২], স্বর[৩], মাত্রা[৪],

বল[৫], সাম[৬], সন্তান[৭]—এই শিক্ষা অধ্যায় বলা হইল। ১।২।১

দ্বিতীয় অনুবাক সমাপ্ত

(১) যে ছয়টি বেদাঙ্গ আছে, শিক্ষা (Pronunciation) তাহার অন্যতম। যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিক্ষা—শ।

(২) বর্ণ=অকারাদি অক্ষরমালা—শ. (Letters or sounds)—রা.। কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্দ্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য বর্ণ-সমূহ (letters)—ম।

(৩) স্বর=উদাত্ত (উচ্চস্বর), অনুদাত্ত (মৃদুস্বর) এবং স্বরিত (মধ্যস্বর)—দু। pitch—রা। উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যম স্বর—ম (pitch)।

(৪) মাত্রা=চার প্রকার, হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট—দু। এক, দুই, প্রভৃতি মাত্রা (syllable) যুক্ত—ম। quantity—রা।

(৫) বল=শব্দোচ্চারণে প্রযত্ন—শ ও ম। কোনও বর্ণের উপর জোর (emphasis) দিয়া উচ্চারণের প্রযত্ন—ম। Force or stress—রা।

(৬) সাম=সমতা অর্থাৎ বর্ণগণের মধ্যমবৃত্তি—শ.; গান—ম। অর্থাৎ নাতিদ্রুত নাতিমৃদুভাবে উচ্চারণ; দ্রুত, বিলম্বিত, অত্যধিক, অতিন্যূন প্রভৃতি ত্যাগপূর্বক একরূপ উচ্চারণ—গ। articulation—রা।

(৭) সন্তান=সন্ততি অর্থাৎ বর্ণসকল নিয়মিতক্রমে সন্নিবিষ্ট পদ বা বাক্য—দু। বর্ণমালা—ম; Combination—রা।

মধ্ব বলেন বর্ণ বিষ্ণুর প্রতীক।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শী(শি)ক্ষা বল্লী

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় অনুবাক

আমাদের উভয়ের (আচার্য ও শিষ্যের) যশ[১] হউক।

আমাদের উভয়ের ব্রহ্ম(-জ্ঞানজনিত) দীপ্তি হউক।

অতঃপর পঞ্চ (জ্ঞেয়) বিষয় অবলম্বন করিয়া সংহিতা-বিষয়ক উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিব[২]—অধিলোক(=পৃথিব্যাদি লোক বিষয়ক), অধিজ্যোতিষ (=অগ্ন্যাদি জ্যোতি বিষয়ক), অধিবিদ্য (আচার্য ও শিষ্য বিষয়ক), অধিপ্রজ(=প্রজা সন্তান বিষয়ক), অধ্যাত্ম (=শরীর বিষয়ক)।

ইহারা মহাসংহিতা[৩],—এইরূপ বলা হয়।

অনন্তর (পৃথিব্যাদি) লোক বিষয়ক (সংহিতা উপনিষৎ বলা হইতেছে),—পৃথিবী পূর্বরূপ (=সংহিতা শব্দের প্রথম বর্ণ), দ্যুলোক উত্তররূপ (=সংহিতা শব্দের শেষবর্ণ), আকাশ সন্ধি (=মধ্যস্থান—মিলন স্থান—সংহিতা শব্দের মধ্যবর্ণ), বায়ু সন্ধান (=যাহা সম্মিলিত করে—সংহিতা শব্দের অক্ষরসমূহের মিলন বা সংযোগ)[৪]। ইহা (পৃথিব্যাদি) লোক বিষয়ক (সংহিতার উপনিষৎ)। ১।৩।১

(১) যশ—উপনিষদ্-জ্ঞানজনিত যশ—শ।

(২) উপনিষৎ শব্দের অর্থ উপাসনা বা দৃষ্টি—শ। স্বামী গম্ভীরানন্দ শঙ্কর ভাষ্যকে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—(বেদ-)পাঠলব্ধ সংস্কারবশতঃ শিষ্যের দৃষ্টি আপাততঃ বর্ণসমূহের উপর নিবদ্ধ আছে। সুতরাং পরিচিত বর্ণ সহায়ে একটি উপাসনা বিহিত হইতেছে। ইহাতে সিদ্ধিলাভ হইলে মন স্থূল বর্ণসমূহকে ছাড়িয়া ক্রমে তদপেক্ষা সূক্ষ্মবিষয় ধারণা (উপাসনা) করিতে পারিবে—উঃ ১ম ২৭৯। উপাসনা=Contemplation -রা=চিন্তা। উপনিষদে উপাসনা শুধু ব্রহ্মের নয়, স্থূল বিষয়ের উপাসনা বা চিন্তার বিধি আছে। স্থূল বিষয় উপাসনা বা

অনন্তর জ্যোতিঃ-বিষয় (বলা হইতেছে) অগ্নি পূর্ব্বরূপ,
আদিত্য উত্তর রূপ, জল, সন্ধি
বিদ্যুৎ সন্ধান
—ইহা জ্যোতি-বিষয়ক (সংহিতার উপনিষৎ)। ১।৩।২

চিন্তার পর সূক্ষ্মবিষয়ের উপাসনা বা চিন্তা করিতে হইবে, তাহা হইতে সূক্ষ্মতর এবং পরে সূক্ষ্মতম উপাসনা করিতে হইবে।

(৩) লোক, জ্যোতি, বিদ্যা, প্রজা ও শরীর—ইহারা মহৎ বস্তু এবং তাহাদের সংহিতা বা সংযোগ—সুতরাং মহাসংহিতা—শ।

(৪) পৃথিবী হইতেছে পূর্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ সংহিতা শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবীলোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। সেইরূপ দ্যুলোক হইতেছে সংহিতার উত্তর রূপ—শেষ অক্ষর—অর্থাৎ সংহিতা শব্দের শেষ অক্ষরে দ্যু-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে (দ্যু-লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে)। আকাশ হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর রূপ দুইটি যে স্থানে মিলিত হয়—সেই মধ্যভাগ অর্থাৎ সংহিত শব্দের মধ্য অক্ষর।) বায়ু হইতেছে সন্ধান—যাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত সম্মিলিত বা সম্বন্ধযুক্ত হয়—শ. দ্র (বায়ু আকাশ, পৃথিবী ও দ্যুলোককে সম্মিলিত বা সম্বন্ধ-যুক্ত করে সেই জন্য বায়ু সন্ধান। সংহিতা-শব্দের অক্ষরসমূহের মিলনকে বায়ু বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে)। ভাবটি এই—পৃথিবী আকাশ, দ্যুলোক ও বায়ু যেন সংহত (মিলিত) হইয়া মহাসংহিতার (মহা মিলনের) অংশ অধিলোক-মিলন সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্ব অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন বিষ্ণু বা নারায়ণ চারিরূপে প্রকাশিত হন—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বাসুদেব রূপে তিনি পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন এবং প্রথম বর্ণ দ্বারা তিনি প্রকাশিত। সংকর্ষণরূপ তিনি যে (দ্যুলোক) ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, এবং দ্বিতীয় বর্ণ দ্বারা তিনি প্রকাশিত। প্রদ্যুম্নরূপে তিনি আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন তিনি সন্ধি (result of union)। অনিরুদ্ধ রূপে তিনি বায়ুকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তিনি সন্ধান (means of union)। পরবর্তী মন্ত্র সমূহের অনুরূপ ব্যাখ্যা হইবে।

প্রথম অধ্যায়-তৃতীয় অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অনন্তর বিদ্যা-বিষয় (বলা হইতেছে) আচার্য পূর্বরূপ,
শিষ্য উত্তর রূপ, বিদ্যা সন্ধি, প্রবচন (বেদাধ্যাপন)
সন্ধান, ইহা বিদ্যাবিষয়ক (সংহিতার উপনিষৎ)। ১।৩।৩

অনন্তর প্রজা (বা সন্তান)-বিষয় (বলা হইতেছে)—পিতা পূর্বরূপ,
মাতা উত্তররূপ, সন্তান সন্ধি, প্রজনন (=সন্তানোৎপাদন)
সন্ধান—ইহা সন্তানবিষয়ক (সংহিতার উপনিষৎ) ১।৩।৪
অনন্তর দেহ-বিষয় (বলা হইতেছে)—অধরা হনু
(=নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্যন্ত)—পূর্বরূপ, উত্তরা হনু
(=ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ হইতে নাসিকামূল পর্যন্ত) উত্তররূপ, বাক্
সন্ধি, জিহ্বা সন্ধান। ইহা অধ্যাত্ম (=শরীর-
বিষয়ক সংহিতার উপনিষৎ)। ১।৩।৫

এই সমুদয়ই মহাসংহিতা—। যিনি এই (রূপে)
ব্যাখ্যাত মহাসংহিতা জানেন, তিনি সন্তান,
পশু, ব্রহ্মজ্ঞান-দীপ্তি, ভক্ষণীয় অন্ন ও স্বর্গলোকের
সহিত সম্মিলিত হন—(অর্থাৎ সন্তান,
পশু ইত্যাদি প্রাপ্ত হন)। ১।৩।৬

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় অনুবাক সমাপ্ত।

শিক্ষাবল্লী—চতুর্থ অনুবাক

(আচার্যের প্রার্থনা)

*যিনি (=ওম্)[১] বেদমন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বরূপ,[২] এবং যিনি অমৃত বেদমন্ত্র হইতে সম্ভূত[৩], সেই (ওঙ্কাররূপ) ইন্দ্র[৪] আমাকে মেধাদ্বারা প্রীত করুন (=মেধাসম্পন্ন করুন)[৫]।

হে দেব, আমি যেন অমৃতের[৬] ধারয়িতা (=আধার) হই।

আমার শরীর ব্রহ্মবিদ্যার যোগ্য হউক।

আমার জিহ্বা অতিশয় মধুর-ভাষিণী হউক।

আমি কর্ণদ্বয় দ্বারা যেন বহু পরিমাণে (ব্রহ্মবিদ্যা) শ্রবণ করি

তুমি মেধা দ্বারা আবৃত[৭] ব্রহ্মের কোশ[৮]।

আমার শ্রুত বিদ্যা রক্ষা কর[৯]। ১।৪।১

(১) ওম্ ব্রহ্মবাচক ও ব্রহ্মের প্রতীক—শ।

(২) বিশ্বরূপ—ওম্ সকল শব্দে ব্যাপ্ত বলিয়া বিশ্বরূপ—শ।

(৩) যদিও মূলে আছে 'সম্বভূব' অর্থাৎ সম্ভূত হইয়াছে; তাহার অর্থ বেদে ওঙ্কার প্রতিভাত হইয়াছে, কারণ ওম্-এর উৎপত্তি নাই। অন্যশ্রুতি হইতে জানা যায় যে লোকত্রয়, চতুর্বেদ, দেবগণ এবং সপ্তব্যাহৃতি হইতে সারসংগ্রহের অভিলাষী তপোনিষ্ঠ প্রজাপতির নিকট এই সকলের সাররূপে ওঙ্কার প্রতিভাত হইয়াছিল—শ।

(৪) ইন্দ্র = সর্বকামেশ পরমেশ্বর—শ।

(৫) মেধা = প্রজ্ঞা বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্রজ্ঞাবল প্রার্থনা করা হইতেছে—শ।

(৬) অমৃতের ধারয়িতা—অমৃতত্বের হেতুভূত ব্রহ্মজ্ঞানের আধার—শ।

(৭) মেধা—অর্থ (এখানে) লৌকিক জ্ঞান। অর্থাৎ ওম্ উল্লিখিত মহিমা-সম্পন্ন হইলেও, সাধারণ লৌকিকজ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরা ওম্-তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। সেইজন্য ওম্ যেন লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আবৃত—দু।

(৮) কোশ—খাপ. অসির যেমন খাপ, ওম্‌ও সেইরূপ ব্রহ্মের কোশ—ব্রহ্মোপলব্ধি-স্থান, ব্রহ্মের প্রতীক; ওঙ্কারে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়—শ.। "তরবার যেমন

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৩৩) দ্রষ্টব্য।

(হে ওঙ্কার), সর্বদা আমার জন্য, বহু বস্ত্র, বহু গো, অন্ন ও পানীয়ের সৃষ্টিকারিণী, বিস্তারকারিণী ও বহনকারিণী শ্রীকে লোমশ পশু সহ, শীঘ্র আনয়ন কর। স্বাহা![১০]

ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা!

ব্রহ্মচারিগণ বিবিধরূপে আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা!

ব্রহ্মচারিগণ প্রকৃষ্টরূপে[১১] আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা!

ব্রহ্মচারিগণ দমযুক্ত[১২] হইয়া আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা!

ব্রহ্মচারিগণ শমযুক্ত[১৩] হইয়া আমার নিকট গমন করুক, স্বাহা! ১।৪।২

কোশের মধ্যে থাকে এবং কোশগ্রহণ করিলে যেমন তরবারী গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ ওঙ্কারকে গ্রহণ করিলে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা হয়।......ওঙ্কার জপ করিলে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়"—বসন্তকুমার।

(৯) মধ্বের মতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এইরূপ—তিনি (=ইন্দ্র) বেদের 'ঋষভ' (=রক্ষক), এবং তাঁহার বিশ্ব (=অনেক) রূপ আছে। তিনি (ইন্দ্র) অমৃত বেদ হইতে সম্ভূত। তিনি (=ইন্দ্র) আমাকে মেধা (প্রজ্ঞা) দ্বারা বলশালী করুন। হে দেব, আমাকে অমৃতের (=অমৃতবেদের) ধারয়িতা করুন। আমার শরীর সমর্থ হউক, আমার জিহ্বা মধুর হউক। আমি কর্ণদ্বারা যেন অনেক (প্রকার বিদ্যা) শ্রবণ করি। (হে ইন্দ্র,) তুমি ব্রহ্মের (=বেদবিদ্যার) মেধাদ্বারা আবৃত ধনাগার। তুমি আমার বিদ্যা রক্ষা কর।

(১০) স্বাহা—হোমের মন্ত্র—আহুতি দিবার সময় বা পরে এই স্বাহা শব্দ উচ্চারণ বরা হয়। সু+আহ (উত্তমরূপে বলা হইয়াছে)–স্বাহা (নিপাতনে) —'সাধু' 'সাধু' যে বলা হয় সেই অর্থে—দু।

(১১) প্রকৃষ্টরূপে—মূলে আছে, প্র আয়ন্তু। প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ বহুসংখ্যায় যথাশাস্ত্র, বা শিক্ষার যথোপযুক্ত গুণযুক্ত হইয়া–গ।

(১২) দমযুক্ত=শারীরিক সংযমযুক্ত–গ। (১৩) শমযুক্ত=মানসিক সংযমযুক্ত। গ।

আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই, স্বাহা !
আমি যেন ধনবান্‌দের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হই, স্বাহা !
হে ভগবান্[১৪], সেই তোমাতে[১৫] যেন প্রবেশ করি, স্বাহা !
হে ভগবান্, সেই তুমি আমাতে প্রবেশ কর, স্বাহা !
হে ভগবান্, সেই সহস্রশাখা[১৬] যুক্ত -তোমাতে যেন (আমার পাপ) শোধন করি, স্বাহা !*
যেমন জল নিম্নদিকে গমন করে, যেমন মাস সকল সংবৎসরে গমন করে, সেইরূপ সর্বদিক্ হইতে ব্রহ্মচারিগণ (আমার নিকট) আগমন করুক, স্বাহা !
তুমি 'প্রতিবেশ' (=বিশ্রাম-নিকেতন), আমার নিকট তুমি প্রতিভাত হও (=আত্মপ্রকাশ কর), আমাকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হও (=তোমার সহিত তন্ময় বা একাত্ম কর—শ) ।* ১।৪।৩

চতুর্থ অনুবাক সমাপ্ত

(১৪) মূলে আছে ভগ=ভগবান্—শ ; সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই সব যাহার আছে, তিনিই ভগবান্।

(১৫) সেই তোমাতে—আচার্য্য শংকর বলেন পূর্বে যে কোশভূত ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মতে।

(১৬) সহস্রশাখাযুক্ত নদীরূপী—গ.। বহুরূপে বিভক্ত—বি.।

চতুর্থ অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত

* মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৪) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অনুবাক

(চতুর্ব্যাহৃতি)

ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ (স্বঃ) এই তিনটি ব্যাহৃতি (মন্ত্র)[১]। ইহাদের চতুর্থ মহঃকে মহাচামস্য (ঋষি)[২] জানিয়াছিলেন (=দর্শন করিয়াছিলেন) তিনিই (=মহঃ) ব্রহ্ম। তিনিই আত্মা। অন্যান্য দেবগণ ইহার অঙ্গসমূহ[৩]। ভূঃ এই লোক (=পৃথিবী), ভুবঃ অন্তরীক্ষ, এবং সুবঃ ঐ লোক (=দ্যুলোক)। মহঃ আদিত্য। আদিত্য দ্বারা লোকসমূহ মহিমান্বিত হয়। ১।৫।১

ভূঃই অগ্নি। ভুবঃ বায়ু। সুবঃ আদিত্য। মহঃ চন্দ্রমা। চন্দ্রমা দ্বারাই সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মহিমান্বিত হয়। ভূঃ ঋক্(মন্ত্র), ভুবঃ সাম(মন্ত্র), সুবঃ যজুঃ(মন্ত্র), মহঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম[৪] দ্বারা সর্ববেদ মহিমান্বিত হয়। ১।৫।২

ভূঃ প্রাণ(-বায়ু)। ভুবঃ অপান (-বায়ু)! সুবঃ ব্যান (-বায়ু)। মহঃ অন্ন। অন্নের দ্বারা সকল প্রাণ মহিমান্বিত হয়।
এই চারিটি ব্যাহৃতি প্রত্যেকে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হয়[৫]। যিনি এই সকল জানেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন। সকল দেবতা তাঁহাকে উপহার আনয়ন করেন! ১।৫।৩

পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত

(১) ব্যাহৃতি=যে বীজমন্ত্র সাধকের বিবিধ অভীষ্ট চতুর্দিক্ হইতে আহরণ করে—দ্ব; যাহা উপসকের অভিলাষ সর্বতোভাবে পূর্ণ করে—বি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোকের পরিচায়ক বীজরূপী এই কয়েক মন্ত্রকে ব্যাহৃতি বলে—গ। Mystic utterances—রা। মধ্ব বলেন 'ভূঃ', ভুবঃ, সুবঃ। ব্রহ্মের প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সংকর্ষণের প্রকাশিত রূপ।

(২) মাহাচামস্য=মহাচামসের পুত্র—শ।

(৩) আত্মা যেরূপ ব্যাপক, মহঃ সেইরূপ ব্যাপক। অপর ব্যাহৃতি সকল (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ)—লোকসমূহ, দেবগণ, বেদসমূহ, প্রাণসমূহ, সকলই, আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্ম-অন্ন-স্বরূপ মহঃদ্বারা ব্যাপ্ত—শ। (পরবর্তী মন্ত্রসমূহ দ্রষ্টব্য)। মহঃ=ব্রহ্ম বা বাসুদেব—ম।

(৪) ব্রহ্ম—ওঙ্কার—শ।

(৫) ভূঃ=পৃথিবী, অগ্নি, ঋক্-বেদ, ও প্রাণ। ভুবঃ=অন্তরীক্ষ, বায়ু, সামবেদ ও অপান। সুবঃ=দ্যুলোক, আদিত্য, যজুর্বেদ, ব্যান। মহঃ=আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম, অন্ন—শ। 'ম' বলেন ভূঃ এবং তাঁহার বিভিন্নরূপ, ভুবঃ এবং তাঁহার বিভিন্নরূপ, এবং সুবঃ এবং তাঁহার বিভিন্নরূপ এবং মহঃ ও তাঁহার বিভিন্নরূপ ঈশ্বরের প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সংকর্ষণ ও বাসুদেব রূপের প্রকাশ।

পঞ্চম অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অনুবাক

(ব্রহ্মোপাসনা)

'অন্তর্হৃদয়' (=হৃদয়মধ্যস্থিত) এই যে আকাশ, সেখানে মনোময়[১], অমৃত[২], হিরণ্ময়[৩] পুরুষ[৪] অবস্থিত। তালুদ্বয়ের মধ্যে এই যাহা (=যে মাংসখণ্ড) স্তনের ন্যায় লম্বমান আছে, (তাহার মধ্য দিয়া যে নাড়ী) যেখানে কেশমূল বিভক্ত হইয়াছে (সেইস্থান অর্থাৎ মূর্ধা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া) শিরের কপালদ্বয় ভেদ করিয়া (নির্গত হইয়াছে) তাহাই ইন্দ্রযোনি[৫]। (তাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞের আত্মা নির্গত হইয়া) ভূঃ-রূপী অগ্নিতে, ভুবঃ-রূপী বায়ুতে সুবঃ-রূপী আদিত্যে ও মহঃ-রূপী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন[৮]। মনের পতিত্ব প্রাপ্ত হন। ইহার ফলে বাক্-পতি, চক্ষুষ্পতি, শ্রোত্রপতি, বিজ্ঞানপতি[৯] হন, তদপেক্ষা অধিকতর হন, (তিনি) 'আকাশ-শরীর'[১০] সত্যাত্ম,[১১] 'প্রাণারাম'[১২] 'মন-আনন্দ'[১৩] 'শান্তি-সমৃদ্ধ'[১৪] এবং অমৃত ব্রহ্ম হন। হে প্রাচীনযোগ্য, এইরূপ উপাসনা কর। ১।৬।১-২

(১) মনোময়—যাহা দ্বারা মনন বা চিন্তা করা যায়, তাহাই মন, অর্থাৎ বিজ্ঞান (বুদ্ধি)। সেই মন দ্বারা (হৃদয়াকাশে) উপলব্ধ হন বলিয়া মনোময়—শ।

(২) অমৃত—অমরণধর্মা—শ; immortal—রা।

(৩) হিরণ্ময়—জ্যোতির্ময়—শ। (৪) পুরুষ—হৃদয়পুরে যিনি শয়ন (অবস্থান) করেন; অথবা যাহা দ্বারা ভূঃ প্রভৃতি লোকসমূহ পূর্ণ—শ।

(৫) ইন্দ্রযোনি—[ইন্দ্র=জীবাত্মা (যেমন ঐ. উ. ১।৩।১৪ মন্ত্রে আছে) যোনি—place of exit, নিষ্ক্রমণের দ্বার—(মুক্ত) জীবাত্মার নিষ্ক্রমণের দ্বার—হি] ইন্দ্র=ব্রহ্ম, যোনি—মার্গ, পথ, ইন্দ্রযোনি=ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির দ্বার বা পথ (যোগশাস্ত্রে এই পথকে সুষুম্না নাড়ী বলে)—শ। অভিব্যক্তি স্থান—দু। Indra's place of birth—রা।

রাধাকৃষ্ণন বলেন 'হৃদয় ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান' বলিয়া যে মত তাহার স্থলে 'মস্তিষ্ক ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান', এই মতে পরিবর্তন আমরা এখানে লক্ষ্য করি।

(৬) মূল মন্ত্রের অর্থ অস্পষ্ট। আচার্য শংকরের সুসংগত ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ উপরে দেওয়া হইয়াছে যদিও ইহা অনুবাদ বাচনিক নহে। ইংরাজীতে বা বাংলায় বাচনিক অনুবাদ মূলের অর্থ প্রকাশ করে না। ছা. উ. ৮।৬।৬ এবং ক. উ. ২।৩।১৬ মন্ত্র বলেন—হৃদয় হইতে নিঃসৃত এক শত এক নাড়ীর মধ্যে একটি মূর্ধা ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। তাহা দ্বারা আত্মা উর্ধ্বে গমন করিলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। বৃ. উ. ৪।৪।২ মন্ত্র বলেন যে, কোন কোন আত্মা মূর্ধা দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়। ব্র. সূ. ৪।২।১৭ বলেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জন্য পরমপুরুষ কর্তৃক দ্বার প্রকাশিত হয়, এবং হৃদয়স্থ পরমাত্মার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া একশতের অধিক যে এক নাড়ী তাহা দ্বারা তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। শংকর ও রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই নাড়ীকে মূর্ধন্য-নাড়ী বলিয়াছেন। ইহাই এখানে ইন্দ্রযোনি বলিয়া উক্ত হইয়াছে মনে হয়।

(৭) স্বারাজ্য—ব্রহ্মভূত স্বারাজ্য বা স্বরাট্ ভাব প্রাপ্ত হন। নিজে রাজা হন ব্রহ্মের ন্যায় দেবতাদের অধিপতি হন—শ, অর্থাৎ সাধক ব্রহ্মের সহিত এক হওয়ায় বা ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সকলের উপর প্রভুত্ব অনুভব করেন।

(৮) মনস্পতি—মনের পতিকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সর্বাত্মক ব্রহ্মভাবাপন্ন সমস্ত মনদ্বারা সর্বপ্রকার আধিপত্য অনুভব করেন—শ।

(৯) বাক্‌পতি, চক্ষুষ্পতি, শ্রোত্রপতি, বিজ্ঞানপতি—বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও বুদ্ধির প্রভু হন। সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সর্বপ্রাণীকরণ (organs) সমূহ দ্বারা সেই করণবিশিষ্ট হন—শ।

(১০) আকাশশরীর—আকাশ যাহার শরীর বা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম যাহার শরীর—শ।

(১১) সত্যাত্ম—মূর্তামূর্ত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন—limited unlimited অথবা স্থূল বা সূক্ষ্ম—এই সমস্তই) যাহার যথার্থ স্বরূপ বা স্বভাব যাহার—শ. দ্র।

(১২) প্রাণারাম—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ রমণ বা ক্রীড়া যাহার অথবা প্রাণের আরাম যাহাতে—শ।

(১৩) মন+আনন্দ—যাহার মন আনন্দভূত বা সুখ-সম্পাদক, তিনি মন-আনন্দ—শ।

(১৪) শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থাৎ উপশম বা উদ্বেগনিবৃত্তি তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ; অথবা শান্তিদ্বারা সমৃদ্ধ অর্থাৎ পরিপূর্ণ—শ।

সপ্তম অনুবাক

(অধিভূত এবং অধ্যাত্ম পঙ্‌ক্ত)

(ক) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, দিক্‌সমূহ, অবান্তর দিক্‌সমূহ[১]—(এই পাঁচটি লোক-পাঙ্‌ক্ত [=পঞ্চক]) ।

অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্র সমূহ—(এই পাঁচটি দেবতা-পঙ্‌ক্ত বা পঞ্চক) ।

জল, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ, আত্মা[২]—(এই পাঁচটি ভূত-পাঙ্‌ক্ত বা পঞ্চক) ।

ইহা ভূতসম্বন্ধে বলা হইল ।

(খ) অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমান—(এই পাঁচটি প্রাণ পাঙ্‌ক্ত বা পঞ্চক) ।

চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্‌ ও ত্বক্‌—(এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়-পাঙ্‌ক্ত বা পঞ্চক) ।

চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা—(এই পাঁচটি ধাতু-পাঙ্‌ক্ত বা পঞ্চক) ।

এইরূপ পরিকল্পনা করিয়া ঋষি বলিলেন "এই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত(=পঞ্চক) । (আধ্যাত্মিক) পাঙ্‌ক্ত (=পঞ্চক) দ্বারা (বাহ্য) পাঙ্‌ক্ত (=পঞ্চক) পূর্ণ ।" ১।৭।১

সপ্তম অনুবাক সমাপ্ত

(১) অবান্তর দিক্‌সমূহ—ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈঋর্ত কোণসমূহ—

(২) আত্মা—ভূত প্রকরণে বলা হওয়ায় আত্মা অর্থ এখানে বিরাট্‌—শ ।

সপ্তম অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত

অষ্টম অনুবাক

(ওম্ উপাসনা)

ওম্ (ওম্ এই শব্দই) ব্রহ্ম। 'ওম্' এই সমস্ত (পরিদৃশ্যমান জগৎ)। ওম্ এই শব্দটি সম্মতিসূচক[১]। 'ওম্', মন্ত্র দেবতাদিগকে শ্রবণ করাও,' (এক ঋত্বিক্ বলিলে, অপর ঋত্বিক ওম্ উচ্চারণ করিয়া তাহা) শ্রবণ করান। ওম্ উচ্চারণ করিয়া সাম-গায়কগণ সামগান করেন। 'ওম্ শোম্' (=সুখদায়ক ওম্) উচ্চারণ করিয়া ('শস্ত্র' পাঠক) শস্ত্র (=গীতরহিত ঋক্) সমূহ পাঠ করেন। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া অধ্বর্যু (যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্) গণ প্রতিগর[২] করেন। ওম্ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা' (-নামক ঋত্বিক্) (হোমের) অনুমতি দেন। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া (যজমান) অগ্নিহোত্র কর্ম্মে অনুমতি দেন। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণ বেদাধ্যাপনের সময় বলেন, 'আমি যেন ব্রহ্ম[৩] প্রাপ্ত হই।' এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ১।৮।১

অষ্টম অনুবাক সমাপ্ত

(১) রবীন্দ্রনাথ বলেন, ওম্ অর্থ হাঁ।

(২) প্রতিগর—(i) স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, "হোতৃগণ স্তোত্রপাঠকালে 'শোংসাবোম্' (ওম্, আমরা প্রার্থনা করি) এই 'আহাব' পাঠ করিয়া অধ্বর্যু'র অনুমতি চাহিলে, অধ্বর্যু 'শোংসামদৈবোম্' (=ওম্, ইহাতে আমার আনন্দ হইবে)—ইত্যাকার উৎসাহবাণী হোতার উদ্দেশে উচ্চারণ করেন"—স্বামীজি বলেন এই উৎসাহসূচক বাণীর নাম প্রতিগর।

(ii) শংকরানন্দ বলেন প্রতিগর=প্রতিকার্য; —প্রত্যেক কার্য। অর্থাৎ যজুর্বেদীয়গণ প্রতিকার্যেই ওম্ উচ্চারণ করেন।

(৩) আচার্য শংকর ব্রহ্ম শব্দের দুই ব্যাখ্যা দিয়াছেন—ব্রহ্ম=(i) পরমাত্মা, (ii) বেদ।

অষ্টম অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত

নবম অনুবাক

(ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর করণীয় কর্ম)

ঋত (=ন্যায়ানুগত কার্য্য, স্বাধ্যায়[১] ও প্রবচন[২] (অনুষ্ঠান করিবে)।
সত্য (আচরণ করিবে), স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)
তপ (সাধন করিবে), স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)।
দম (=ইন্দ্রিয়সংযম) (করিবে), স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)।
শম (=মনঃ সংযম) (করিবে), স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)।
(হোমের)অগ্নিসমূহ[৩] রক্ষা করিবে এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচন(অনুষ্ঠান করিবে)।
অগ্নিহোত্র (হোম করিবে), স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)।
অতিথি (-সেবা করিবে), স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)।
মনুষত্ব[৪] (বা মানবধর্ম পালন করিবে), স্বাধ্যায় ও প্রবচন(অনুষ্ঠান করিবে)।
প্রজা (=সন্তান) (উৎপাদন করিবে), স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)।
প্রজনন(=ঋতুকালে ভার্য্যাগমন), স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)[৫]।
প্রজাতি (=পৌত্রোৎপত্তি) স্বাধ্যায় ও প্রবচন (অনুষ্ঠান করিবে)।
রথীতরগোত্রীয় (ঋষি) সত্যবচা (বলেন) সত্য (অনুষ্ঠেয়)।
পুরুশিষ্টের পুত্র (ঋষি) তপোনিত্য (বলেন) তপস্যা (অনুষ্ঠেয়)।
মৌদ্গল্য (মুদ্গলের পুত্র) (ঋষি) নাক বলেন স্বাধ্যায় ও প্রবচনই
(অনুষ্ঠেয়) কারণ উহাই (স্বাধ্যায় ও প্রবচন) তপস্যা, উহাই তপস্যা।

১।৯।১

নবম অনুবাক সমাপ্ত

(১) স্বাধ্যায়—সাধারণতঃ বেদাধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলা হয়। আচার্য শংকর শুধু অধ্যয়ন অর্থ দিয়াছেন। দুর্গাচরণ বেদান্তশাস্ত্রীর মতে গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ এবং তাহার অর্থবিজ্ঞান ; study—রা ; learning—গ।

(২) প্রবচন=অধ্যাপন বা প্রত্যহ বেদপাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ।—শ ; teaching—রা। (এখানে অধ্যাপনের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয় না। অধ্যাপন সকলের জন্য নয়)।

(৩) অগ্নিসমূহ=অগ্নিত্রয় (শ.) অর্থাৎ গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি যাহা প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিবে।

(৪) মূলে আছে 'মানুষ'—আচার্য শংকরমতে সাংসারিক লৌকিক ব্যবহার। আচার্য রাধাকৃষ্ণন উহা humanity=মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাই সমীচীন মনে হয় বলিয়া সেই অনুবাদই দেওয়া হইয়াছে।

(৫) **ভাবার্থ**—আচার্য শংকর বলেন এই সমুদয় কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরও স্বাধ্যায় ও প্রবচন যত্ন-সহকারে অনুষ্ঠেয়, সেইজন্য এই সমুদয় কর্মের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচন উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে স্বাধ্যায় ব্যতীত অর্থ জ্ঞান হয় না। অর্থ-জ্ঞানের যাহাতে বিস্মরণ না হয় এবং ধর্মবৃদ্ধির জন্য প্রবচনের প্রয়োজন। সুতরাং স্বাধ্যায় ও প্রবচনের আদর করা কর্তব্য।

মন্তব্য—[যাঁহারা মনে করেন যে, উপনিষদ্ সংসারীর জন্য নহে, তাঁহাদের অনুবাকটী পাঠ করা কর্তব্য। উপনিষদ্ গৃহীর জীবন-বিজ্ঞান]।

নবম অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত

দশম অনুবাক

(আত্মা-উপাসনা)

আমিই (সংসার-) বৃক্ষের (অন্তর্যামিরূপে) প্রেরয়িতা।[১]

গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমার কীর্তি।

আমি ঊর্ধ্ব-পবিত্র[২] ও সূর্যে সু-অমৃতের[৩] ন্যায় (বিশুদ্ধ আত্মা)।

আমি দীপ্তিমান্ (আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান রূপ) ধন[৪]।

(আমি) সুমেধাসম্পন্ন, অমৃত, অক্ষয়॥ ইহা ত্রিশঙ্কু (-নামক ঋষির)—

(আত্ম-)জ্ঞান লাভের পর বচন।* ১।১০।১

দশম অনুবাক সমাপ্ত

(১) ব্রহ্মের সহিত একাত্ম অনুভব করিয়া ত্রিশংকু ঋষি বলিতেছেন—আমি ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামিরূপে সংসারবৃক্ষের প্রেরয়িতা—শ।

(২) ঊর্ধ্বপবিত্র= ঊর্ধ্ব—কারণ ; পবিত্র—পবিত্রতাকারী অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশমান পরমব্রহ্ম ; সুতরাং ঊর্ধ্বপবিত্র—জ্ঞানপ্রকাশ্য পরমব্রহ্ম যাহার কারণ—শ।

(৩) স্বমৃত=সু+অমৃত ;

(i) সু=শুদ্ধ ; অমৃত—আত্মতত্ত্ব। আচার্য শংকর বলেন, শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে সূর্যে অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব আছে। আমিও সেইরূপ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব। অর্থাৎ আমি সেই বিশুদ্ধ আত্মা।

(ii) ঈশোপনিষদে আছে, "সূর্যে যে পুরুষ আছেন, তিনিই আমি"।

(৪) দীপ্তিমান্ ধন। ধনে ভোগসুখ, ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষসুখ। সুতরাং ধন=ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব। আত্মাকে প্রকাশ করে তাই দীপ্তিমান্—শ.।

দশম অনুবাক ব্যাখ্যা সমাপ্ত

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৫) দ্রষ্টব্য।

একাদশ অনুবাক

(শিষ্যের প্রতি উপদেশ)

বেদ শিক্ষা দিয়া আচার্য শিষ্যকে অনুশাসন দিতেছেন—

সত্য বলিবে। ধর্ম আচরণ করিবে। স্বধ্যায়ে প্রমাদ (অনবধান) করিও না (অনবহিত হইও না)। আচার্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়া সংসার-ধর্ম করিবে এবং সন্তানধারা বিচ্ছিন্ন করিও না।

সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না।

কুশলকর্মে (=আত্মরক্ষা-বিষয়ে) অনবহিত হইও না। ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির কর্মে (=মঙ্গলকর কর্মে) অমনোযোগী হইও না। স্বাধ্যায় ও প্রবচনে অমনোযোগী হইও না। ১।১১।১

দেবকার্যে (যজ্ঞাদি) এবং পিতৃকার্যে (শ্রাদ্ধতর্পণাদি) অমনোযোগী হইও না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্যদেব হও, অতিথিদেব হও[১]। যে কর্ম অনিন্দনীয়, সেই সকল (কর্ম) কর্তব্য। অন্য কর্ম (অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম) (কর্তব্য) নহে। আমাদের (অর্থাৎ আচার্যদের) যে সকল সদাচরণ সেই সকল তোমরা পালন করিবে। অন্য আচরণ (আচার্যদের দ্বারা পালিত হইলেও) তাহা করিবে না। ১।১১।২*

যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের আসন দ্বারা শ্রম দূর করিবে।

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। শ্রী(=বিভব)-অনুযায়ী দান করিবে। হ্রীর (=লজ্জার)সহিত দান করিবে। (ধর্ম-)ভয়ের সহিত (দম্ভের সহিত নহে) দান করিবে। মিত্রভাবে (=সহানুভূতির সহিত—রা) দান করিবে। ১।১১।৩

(১৪) মাতা দেবতা যাহার, পিতা দেব যাহার, অতিথি দেবতা যাহার অর্থাৎ দেবতার ন্যায় উপাস্য—শ।

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৬) দ্রষ্টব্য।

আর, যদি তোমার (কর্তব্য) কর্ম-বিষয়ে সংশয় বা সদাচার-বিষয়ে সংশয় হয়, তবে সেইস্থানে (যে সকল) বিচারক্ষম, সৎকর্মপরায়ণ, (সদাচার এবং সৎকর্মে) স্বতঃপ্রবৃত্ত অরূক্ষ, ধর্মকাম, ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাঁহারা ঐ বিষয়ে (কর্ম ও আচারে) যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেখানে সেই প্রকার অনুষ্ঠান করিবে। ১।১১।৪

আর পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে (কাহারো কর্মে এবং আচরণে সংশয় উপস্থিত হইলে), তবে সেইস্থানে যে সকল, বিচারক্ষম, সৎকর্মপরায়ণ (সদাচার ও সৎকর্মে) স্বতঃপ্রবৃত্ত, অরূক্ষ, ধর্মকাম ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা ঐ বিষয়ে (কর্ম ও আচার) যেরূপ অনুষ্ঠান (=আচরণ) করেন, তুমিও সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। ১।১১।৫

ইহা আদেশ[২]। ইহা উপদেশ। ইহা বেদোপনিষদ্[৩]। ইহা অনুশাসন[৪]। এইরূপ (আচরণ=) কর্তব্য করিবে। এইরূপ আচরণ কর্তব্য।

১।১১।৬

একাদশ অনুবাক সমাপ্ত

(২) আদেশ=বিধি—শ. (৩) বেদোপনিষৎ=বেদের রহস্য, বেদের অর্থ (৪) অনুশাসন—ঈশ্বরবচন—শ.।

একাদশঅনুবাক-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বাদশ অনুবাক

মিত্র আমাদের সুখপ্রদ হউন। বরুণ আমাদের সুখপ্রদ হইন। অর্যমা আমাদের সুখপ্রদ হউন। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমাদের সুখপ্রদ হউন। সর্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের সুখপ্রদ হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিয়াছি। 'ঋত' বলিয়াছি। সত্য বলিয়াছি। তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করিয়াছেন। বক্তাকে রক্ষা করিয়াছেন।

শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

দ্বাদশ অনুবাক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দ বল্লী

প্রথম অনুবাক

ওম্, মিত্র আমাদের সুখপ্রদ হউন, বরুণ সুখপ্রদ হউন, অর্যমা আমাদের সুখপ্রদ হউন, ইন্দ্র এবং বৃহস্পতি আমাদের সুখপ্রদ হউন, উরুক্রম বিষ্ণু আমাদের সুখপ্রদ হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, ঋত বলিব, সত্য বলিব। (ব্রহ্ম) আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। বক্তাকে রক্ষা করুন। ২।১।১

(ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন।
উভয়কে সমভাবে (বিদ্যাফল-)ভোগ প্রদান করুন।
উভয়ে যেন সমভাবে বীর্যের সহিত কর্ম করি।
আমাদের উভয়ের অধীত বিদ্যা তেজ-সম্পন্ন হউক।
আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।
ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি। ২।১।২

* ওম্, ব্রহ্মবিদ্[১] পরম (ব্রহ্ম-)কে[২] প্রাপ্ত হন[৩]।
এই বিষয়ে ইহা কথিত হইয়াছে—
সত্য (-স্বরূপ), জ্ঞান (-স্বরূপ) অনন্ত[৪] ব্রহ্মকে
যিনি পরমাকাশে (বুদ্ধিরূপ) গুহায় নিহিত জানেন(—শ)
[অথবা (হৃদয়-) গুহায় নিহিত পরমাকাশরূপে জানেন—র]
[অথবা, পরম আকাশে (highest heaven) এবং (হৃদয়-)গুহায় নিহিত জানেন—রা[৫]]
তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মসহ[৬] সমুদয় কাম্য উপভোগ করেন[৭]।

* মূল মন্ত্রটি এই—পরিশিষ্ট 'ক' (৩৭)এ ও এই মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে—

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা—
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

(১) ব্রহ্মবিদ্—যিনি ব্রহ্মকে জানেন—শ; 'ব্রহ্ম-উপাসনা-পর'—র. পরব্রহ্ম-জ্ঞানী—ম। ব্রহ্মশব্দ বৃহ্ ধাতু (বৃদ্ধি অর্থে) হইতে নিষ্পন্ন=বৃহত্তম—শ. (বৃহত্তম বলিয়া যিনি দেশকাল নামরূপ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন)—নিরতিশয় বৃহৎ ও আশ্রয়-স্বরূপ—র।

(২) পরম্(ব্রহ্ম)কে—মূলে আছে 'পরম্'—পরব্রহ্ম—শ, ওম্। সকল হইতে উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম—র।

(৩) প্রাপ্ত হন—পরিচ্ছিন্ন (Limited) বস্তুকে পাওয়ার মত পাওয়া নয়, কারণ ব্রহ্ম অনন্ত। ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁহাকে আত্ম-রূপে উপলব্ধি করাই তাঁহাকে পাওয়া—শ। উপাসনা দ্বারা প্রাপ্ত হন—র।

(৪) সত্য, জ্ঞান, অনন্ত (ব্রহ্মের বিশেষণ—শ) তাহারা ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত—শ।

(ক) সত্য—যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয় তাহা যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও সেই রূপ পরিত্যাগ না করে তবে তাহা সত্য—অর্থাৎ যাহা নিজের স্বরূপের কোন বিকার হয় না তাহাই সত্য—যেমন ঘট ইত্যাদি মৃত্তিকার বিকার মৃত্তিকাই সত্য—শ। নিরুপাধিক সত্তাযুক্ত ব্রহ্ম—ব; যিনি সর্বকালে অক্ষয় ও অব্যয়—ম। মিথ্যার বিপরীত—the real—রা।

(খ) জ্ঞান-ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞান=অববোধ-(উপলব্ধি)। তিনি জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা নহেন। জ্ঞানের কর্তা হইলে ব্রহ্ম ব্রহ্ম সত্য বা অনন্ত হইতে পারেন না, কারণ জ্ঞানকর্তা বা জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (limited), তাহার বিকার বা পরিবর্তন থাকে—শ. স্বপ্রকাশ চৈতন্য মাত্র—শ. বি। নিত্য ও অসংকুচিত জ্ঞান যাহার একমাত্র আকার—র; knowlege—জ্ঞান জড়ত্বের বিপরীত—রা। সর্ব—বুদ্ধি বা জ্ঞান—ম।

(গ) অনন্ত—যাহা দেশ, কাল বা বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (limited) নয়—শ ও র। যেমন আকাশ দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয় বলিয়া আমরা অনন্ত আকাশ বলি; কিন্তু বস্তু বা কালের দিক্ দিয়া আকাশ অনন্ত নয় অর্থাৎ ব্রহ্ম এখানে আছেন, অন্যত্র নাই, বর্তমানে আছেন, অতীতে ছিলেন না বা ভবিষ্যতে থাকিবেন না, এরূপ তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায় না।

তাঁহা হইতেই—এই আত্মা হইতেই—আকাশ সম্ভূত হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি। অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী[৮], পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ[৯], এবং ওষধিসমূহ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ[১০] (সম্ভূত হইয়াছে)। এই পুরুষ অন্নরসময়[১১]। ইহাই (বক্তার শিরকে দেখাইয়া) তাঁহার শির, ইহা তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ (=বাহু), ইহা তাহার উত্তর (=বাম) পক্ষ (=বাহু), ইহা আত্মা[১২], ইহা পুচ্ছ[১৩] প্রতিষ্ঠা[১৪]। এই বিষয়ে শ্লোক আছে— ২।১।৩

(৫) মূলে আছে— (ক) পরমে ব্যোমন্—পরম আকাশে, ভূতাকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ হৃদয়াকাশে—শ। পরম পদ (তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—সেই বিষ্ণু পরমপদ—ক-উ.)=ব্রহ্ম—র, অনন্ত আকাশে—ম, in the highest heaven—রা।

(খ) গুহায় নিহিত—বুদ্ধিরূপ গুহাতে তিনি অবস্থিত—বুদ্ধিতে তাঁহাকে উপলব্ধি করা হয়, সেই জন্য তিনি সর্বব্যাপী হইলেও তাঁহাকে গুহায় নিহিত বলা হয়—শ। ব্রহ্ম পরম আকাশরূপে হৃদয়গুহাতে অবস্থিত—র ; placed in the secret place of the heart—রা ; হৃদয়ের অন্তরতমে—ম।

(৬) ব্রহ্মের সহিত—ব্রহ্মাত্ম হইয়া, ব্রহ্মের সহিত একাত্ম হইয়া—শ ; ব্রহ্ম-ভূত হইয়া—র, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

(৭) উপভোগ করেন—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্বজ্ঞরূপে মনইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া ভোগ করেন—শ। ব্রহ্মের কল্যাণগুণ (যেমন সত্যসংকল্পাদি) উপভোগ করেন—র।

(৮) ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে—আকাশের গুণ—শব্দ ; আকাশরূপ ব্রহ্ম হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দ, এবং স্পর্শ এই দুইটিগুণ আছে। বায়ুরূপ ব্রহ্ম হইতে অগ্নি উৎপন্ন ; অগ্নির গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। অগ্নিরূপ ব্রহ্ম হইতে জল উৎপন্ন ; জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। জলরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথিবী উৎপন্ন ; পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—শ।

(৯) ওষধি=যে সকল উদ্ভিদ্ ফল পাকিলে মরিয়া যায়—যেমন ধান্য, যব ইত্যাদি।

(১০) পুরুষ=দেহ, শরীর—শ। সায়ন বলেন অগ্নিচয়ন ক্রিয়ার বেদি শ্যেন পক্ষীর আকারে প্রস্তুত হইত। পুরুষকে এই শ্যেনরূপে কল্পনা করা হইয়াছে—রা।

দ্বিতীয় অনুবাক

(অন্ন ও প্রাণ)

* পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যে সকল প্রজা (=জীব) (আছে),
তাহারা অন্ন হইতেই জাত হইয়াছে।
অতঃপর অন্নের দ্বারাই (তাহারা) জীবিত থাকে,
অনন্তর অন্তকালে ইহাতেই (=অন্নেই) গমন করে (=বিলীন হয়)।
অন্নই ভূতগণের (=প্রাণীদের) জ্যেষ্ঠ[১], সেইজন্য (অন্নকে)
সর্বৌষধি বলা হয়,[২]।
যাঁহারা অন্নকে ব্রহ্ম(-রূপে) উপাসনা করেন,[৩]
তাঁহারা সমুদয় অন্ন প্রাপ্ত হন।
অন্নই ভূতগণের জ্যেষ্ঠ, সেইজন্য (অন্নকে) সর্বৌষধি বলা হয়।
অন্ন হইতে ভূত(প্রাণী)-সমূহ জাত হয়,
জাত(প্রাণী)-বর্গ অন্নের দ্বারা বর্ধিত হয়।
ভূতগণ (অন্ন) 'অদন' (=ভক্ষণ) করে এবং (অন্ন) ভূতগণকে
'অদন' (=ভক্ষণ) করে সেইজন্য তাহাকে 'অন্ন' বলা হয়[৪]।

(১১) অন্নরসময়=অন্ন ও রসের বিকার—শ, অন্নরসের পরিণাম—(ছাঃ. উ ৬।৫।১)—র.; consists of the essence of food—রা।

(১২) আত্মা—দেহের মধ্যভাগ—শ ও র।

(১৩) পুচ্ছ=পুচ্ছের ন্যায়=নাভির নিম্নের অংশ—শ। প্রতিষ্ঠা—যাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় বা অবস্থান করে—স্থিতিহেতু—শ; প্রধান ধারক—র।

(১৪) মধ্ব বলেন হরি (বিষ্ণু বা ব্রহ্ম) কিরূপে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, এই মন্ত্র তাহাই বলিতেছে।

প্রথম অনুবাক সমাপ্ত

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৮) দ্রষ্টব্য।

তাহা হইতে—এই অন্ন-রসময় হইতে পৃথক্ (কিন্তু তাহার) অভ্যন্তরে প্রাণময় আত্মা আছেন[৫]। তাহা (প্রাণময় আত্মা)দ্বারা ইহা (অন্নময়) পূর্ণ[৬]। সেই এই (প্রাণময় আত্মা)ও পুরুষ (মানুষ)-আকৃতি-সম্পন্ন। এই (প্রাণময় আত্মার) পুরুষাকৃতি, তাহার (=অন্নময়ের) পুরুষাকৃতির অনুরূপ। তাহার (=প্রাণময় আত্মার) প্রাণ (-বায়ু)ই শির, ব্যান বায়ু) দক্ষিণপক্ষ (বাহু)। অপান (=বায়ু) উত্তর (বাম) পক্ষ (বাহু), আকাশ আত্মা (দেহমধ্যভাগ), পৃথিবী পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে। ২।২।১

(১) জ্যেষ্ঠ=সকল প্রাণীর পূর্বে অন্নের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাই জ্যেষ্ঠ—শ। সর্বভূতের উৎপাদক বলিয়া জ্যেষ্ঠ—র।

(২) সর্বৌষধি=দেহদাহ নিবারক—শ; ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবারক—র। জীবন ও মৃত্যুর মূল—ম।

(৩) অন্নকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে—শ। কিপ্রকারে উপাসনা করিবে? আমি "অন্নপ্রভব, অন্ন-জীবন, অন্ন-প্রলয়", সুতরাং অন্নই ব্রহ্ম—শ (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি অন্ন হইতে এই স্থুল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্মের ও অন্নের এই-প্রকার সাদৃশ্য থাকায় অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—দু)।

(৪) অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় জীব অন্ন-ভক্ষণ করে, নাশ-অবস্থায় অন্য-প্রাণীর অন্নে পরিণত হয়—শ।

(৫) **ভাবার্থ**—আমাদের পার্থিব দেহ প্রাণদ্বারা রক্ষিত ও পুষ্ট হয়—রা। আমাদের দেহে আনন্দময় আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন। কিন্তু প্রথমেই সেই আনন্দময় আত্মা বা ব্রহ্মকে [illegible]। সেই জন্য প্রথম অন্নকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। পরে প্রাণময়কে অন্নরসময়ের আত্মা বলা হইয়াছে। তাহার পর সূক্ষ্মতর মনোময়কে প্রাণময়ের আত্মা বলা হইয়াছে, তাহার পর আরও সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানময়কে মনোময়ের আত্মা বলা হইয়াছে। সর্বশেষে সূক্ষ্মতম আনন্দময় ব্রহ্মকে বিজ্ঞানময়ের আত্মা বলা হইয়াছে—ব্র. সূ. রামা। উপনিষৎ সর্বদাই কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে

অপেক্ষাকৃত স্থূলতত্ত্ব যাহা অনায়াসে বোঝা যায় সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম তত্ত্বে গমন করে।

শংকর বলেন অজ্ঞানতাবশতঃ দেহ ও প্রাণ আত্মারূপে কল্পিত। তাঁহার ও মধ্বের মতে পূর্ববর্তী মন্ত্রে, এই মন্ত্রে এবং পরবর্তী মন্ত্রসমূহে পঞ্চ কোশের কথা বলা হইয়াছে—অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোশ এবং আনন্দময় কোশ। শঙ্করের মতে এই পঞ্চকোশের অভ্যন্তরে আত্মা আছেন। রামানুজ বলেন যিনি আনন্দ-ময় তিনিই ব্রহ্ম। তিনি বলেন অন্নময়ের অন্তরস্থ প্রাণময়ে পরমাত্ম-বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, পরে প্রাণময়ের অন্তরস্থ মনোময়ে তাহার পর মনোময়ের অন্তরস্থ বিজ্ঞানময়ে পরমাত্ম-বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে। অবশেষে অনন্দময়ে সেই পরমাত্ম-বুদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।১৭ শ্রী-ভাষ্য—দুর্গাচরণ সম্পাদিত, ৪৪০ পৃঃ। ব্রহ্মসূত্র এই মত সমর্থন করেন।

(৬) পূর্ণ-ব্যাপ্ত, সমস্ত দেহ প্রাণদ্বারা ব্যাপ্ত—র।

(৭) আকাশ আত্মা—আত্মা=মধ্যভাগ; আকাশ=সমান বায়ু—শ ও ম। আকাশস্থিত বায়ু নিত্য, সর্বগত ও মহান্—গী। বায়ুর বিকার-ভূত প্রাণ অপানাদির ধারক বলিয়া (প্রাণাদিকে) আকাশত্মক বলা হইয়াছে—র।

(৮) পৃথিবী পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা—পৃথিবী প্রাণময় আত্মার অধিষ্ঠান, শরীরের ধারয়িত্রী, সুতরাং পৃথিবী প্রাণময়ের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির হেতু—শ। পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পৃথিবী পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা—র।

দ্বিতীয় অনুবাক সমাপ্ত।

তৃতীয় অনুবাক

(প্রাণ ও মন)

দেবগণ প্রাণকে অনুসরণ করিয়া প্রাণন-ক্রিয়া করেন[১]।

মনুষ্য এবং পশুগণ (তাহাই করে)।

প্রাণই ভূত(=জীব)-গণের আয়ু

সেইজন্য তাঁহাকে 'সর্বায়ুষ' বলা হয়।

যাহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন[২],

তাঁহারা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন।

প্রাণই ভূত(জীব)-গণের আয়ু

সেইজন্য তাঁহাকে 'সর্বায়ুষ' বলা হয়।*

* * শংকর মতে অনুবাদ—

এই যে (প্রাণময় আত্মা) ইহা পূর্বের (=পূর্বকথিত অন্নরসময়ের) শরীরস্থ আত্মা। তাহা হইতে—এই প্রাণময় হইতে পৃথক্ এবং তাহার অভ্যন্তরে মনোময়[৩] আত্মা আছেন।

রংগরামানুজ মতে অনুবাদ—

পূর্বের (=পূর্বোক্ত অন্নময়ের) যিনি আত্মা, ইনি তাঁহারও (=প্রাণময়ের) শরীরস্থ আত্মা, তাহা (অন্নময়) হইতে এবং এই প্রাণময় হইতে পৃথক্ এবং (উভয়ের) অভ্যন্তরে মনোময়[৩] আত্মা আছেন।

তাহা (=মনোময় আত্মা) দ্বারা ইনি (=প্রাণময়) পূর্ণ। সেই এই (মনোময় আত্মা) পুরুষের আকৃতি-সম্পন্ন। সেই (মনোময়ের) পুরুষাকৃতি তাহার (=প্রাণময়ের) পুরুষাকৃতির অনুরূপ। তাঁহার (=মনোময়ের) যজুঃ (বেদ) শির[৪], ঋগ্(-বেদ) দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ উত্তর (বাম) পক্ষ, আদেশ[৫] আত্মা (=মধ্য ভাগ), অথর্ব-অঙ্গিরস ইহার পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা[৬]। এই বিষয়ে শ্লোক আছে— ২।৩।২

মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩১) দ্রষ্টব্য।

* শংকর ও রামানুজের মতের বিভিন্নতা থাকায় উভয়ের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইল।

(১) মূলে আছে 'প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি' অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ু-স্বরূপ প্রাণে আত্মভূত হইয়া প্রাণন-ক্রিয়া করেন। অথবা অধ্যাত্ম (শরীর-সম্বন্ধীয়) প্রকরণে—দেবগণ=ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চবৃত্তিযুক্ত মুখ্য প্রাণের অনুগত হইয়া বা অনুসরণ করিয়া চেষ্টা করেন—শ। জীবন প্রাণাধীন—র। Life is the spirit of the body—(=প্রাণ শরীরে জীবনীশক্তি), প্রাণ শব্দের মৌলিক অর্থ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই মানুষের জীবন বলিয়া মনে করা হইত। সেই জন্য প্রাণ অর্থ হইল জীবন-শক্তি (life-principle)—রা।

(২) প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করে, অর্থাৎ 'আমি হইতেছি সর্বভূতের আত্মা বায়ুসকল, জীবনের হেতু প্রাণ' এইরূপে উপাসনা করেন—শ।

(৩) মনোময়—Consists of mind—রা। মন অর্থ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন, তন্ময় বলিয়া মনোময়—শ। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার-যুক্ত অন্তঃকরণে মনের প্রাচুর্য (প্রাধান্য) বলিয়া মনোময়—র।

(৪) তাঁহার যজুঃ শির—তাঁহার=অন্তঃকরণের; যজুর্বেদের বিষয়, জ্ঞানের জনক যে মন তাহার ব্যাপার বলিয়া 'শির' বলা হইয়াছে—র। যজ্ঞাদি কর্মে যজুর্বেদের প্রাধান্য বলিয়া যজুঃ শির। মনোময় আত্মা বেদাত্মক অর্থাৎ মনোময় স্তরেই বেদ প্রমাণ বা পথপ্রদর্শক—শ। এই উপনিষৎ যজুর্বেদীয় সুতরাং তাহার প্রাধান্য।

(৫) আদেশ—বেদের উপদেশাত্মক ব্রাহ্মণভাগ—শ, বিধিনিষেধযুক্ত রহস্য অনুশাসন—র।

(৬) অথর্ব ও আঙ্গিরস দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণ শান্তি ও পুষ্টি সাধন কর্ম প্রতিপাদন করে বলিয়া তাহারা পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা স্থিতির কারণ—শ।

তৃতীয় অনুবাক সমাপ্ত

চতুর্থ অনুবাক

মন ও বিজ্ঞান

*(যাঁহাকে) না পাইয়া বাক্যসমূহ মনের সহিত
যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে
(যিনি) জানেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

শংকর মতে অনুবাদ—

এই যে (মনোময় আত্মা) ইহা সেই পূর্বের (=পূর্বকথিত প্রাণময়ের) শরীরস্থ আত্মা। তাহা (=এই মনোময়) হইতে পৃথক্ কিন্তু তাঁহার (=মনোময়ের) অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা[১] (আছেন)।

রংগরামানুজ মতে অনুবাদ—

পূর্বের (=পূর্বোক্ত প্রাণময়ের) যিনি (আত্মা) ইনি তাঁহার (=মনোময়ের) ও শরীরস্থ আত্মা, তাহা (=প্রাণময়) হইতে এবং এই মনোময় হইতে পৃথক্ এবং উভয়ের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা[১] (আছেন)।

তাহা (=বিজ্ঞানময় আত্মা) দ্বারা ইনি (=মনোময়) পূর্ণ। সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষাকৃতি-বিশিষ্ট। সেই (বিজ্ঞান-ময় আত্মার) পুরুষাকৃতি (মনোময়ের) পুরুষাকৃতির অনুরূপ। তাঁহার (=বিজ্ঞানময় আত্মার) শ্রদ্ধাই[২] শির, ঋত[২] দক্ষিণ পক্ষ, সত্য[২] উত্তর (=বাম) পক্ষ, যোগ[৩] আত্মা, মহঃ[৪] পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা[৫]। এই বিষয়ে শ্লোক আছে— ২।৪।১

(১) বিজ্ঞানময় আত্মা—"বেদার্থবিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান হইতেছে যাঁহার অন্তঃকরণের অধ্যবসায় স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম তিনি বিজ্ঞানময়—শ. ভূ।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৪৯) দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রটি তৈ. উ. ২।৯।১এ আছে। ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

রামানুজ মতে অন্নরসময় প্রাণময় ও মনোময় এই সকলেরই এক আত্মা। তাহা এই বিজ্ঞানময় আত্মা, অর্থাৎ জীবাত্মা। 'রংগরামানুজ' অবশ্য এই মতই গ্রহণ করেন —consists of understanding—'রা'।

(২) শ্রদ্ধা faith—'রা'। নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমে কর্তব্য বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা সমস্ত কর্তব্যের প্রথমে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাকে 'শির' বলা হইয়াছে—শ ; ঋত—the right, সত্য—the true—রা। শ্রদ্ধা, সত্য ও ঋত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন রূপ—র।

(৩) যোগ—সমাধি, আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরাই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাংগ সমূহের যথার্থ জ্ঞান পাইতে সমর্থ হয়—শ। যোগ—পরমাত্মার সহিত যোগ—র। Contemplation—রা।

(৪) মহঃ—যোগবিরোধী ভাব নিরসন করিবার সামর্থ্য—র। মহৎ-তত্ত্ব (হিরণ্যগর্ভ) তিনি স্থিতির হেতু বলিয়া তাঁহাকে পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে—শ।

(৫) **ভাবার্থ**—মন বেদনের (perception) বৃত্তি। মনের স্তরে আমরা বাহিরের মত প্রমাণরূপে গ্রহণ করি। বিজ্ঞানের স্তরে অন্তরের উন্নতি হয়। মনের স্তরে বেদ (উপনিষৎ ও বেদের অংশ) আমাদের পথপ্রদর্শক। বিজ্ঞানের স্তরে, শ্রদ্ধা, ঋত, সত্য এবং ব্রহ্মের সহিত একত্ব আমাদিগকে বিকশিত করিতে হইবে। বিজ্ঞানের স্তরে আমরা প্রমাণ চাই, কিন্তু যখন আমরা আরও উচ্চস্তরে যাই, তখন সত্য আর প্রমাণ বা অনুমানসাপেক্ষ থাকে না, সত্য তখন স্বতঃ প্রমাণ (self evident) হয়, এবং সেই সত্য বিচারবুদ্ধি (reason) দ্বারা অসিদ্ধ করা যায় না—রা।

চতুর্থ অনুবাক সমাপ্ত

পঞ্চম অনুবাক

বিজ্ঞান ও আনন্দ

বিজ্ঞান[১] যজ্ঞবিস্তার করে, এবং কর্ম সমূহেরও বিস্তার করে।
সকল দেবগণ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞান(-রূপ) ব্রহ্মকে[২] উপাসনা করেন।
যদি কেহ বিজ্ঞান ব্রহ্মকে[৩] জানেন এবং তাহা (=বিজ্ঞান ব্রহ্ম)
হইতে যদি প্রমাদযুক্ত না হন,
তবে তিনি পাপ সমূহকে শরীরেই পরিত্যাগ করিয়া সকল
কাম্য সম্যক্ ভোগ করেন।

শংকর মতে অনুবাদ—

এই যে (বিজ্ঞানময় আত্মা) ইনি
সেই পূবের (অর্থাৎ পূর্বকথিত মনোময় আত্মার) শরীরস্থ আত্মা।
তাহা এই (=বিজ্ঞানময়) হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহার
(= বিজ্ঞানময়ের) অভ্যন্তরে আনন্দময় আত্মা[৪] (আছেন)।

রংগরামানুজ মতে অনুবাদ—

পূর্বের (পূর্বোক্ত মনোময়ের)
যিনি আত্মা, ইনি তাহারও (=বিজ্ঞানময়েরও) শরীরস্থ আত্মা।
তাহা (=মনোময়) হইতে এবং এই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্, কিন্তু
(উভয়ের) অভ্যন্তরে আনন্দময় আত্মা (আছেন)।

তাঁহার (=আনন্দময় আত্মার) দ্বারা ইনি (=বিজ্ঞানময় আত্মা) পূর্ণ। সেই এই (আনন্দময় আত্মা) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট। সেই আনন্দময় আত্মার পুরুষাকৃতি তাঁহার (=বিজ্ঞানময় আত্মার) পুরুষাকৃতির অনুরূপ। তাঁহার (=আনন্দময় আত্মার) প্রিয়ই[৫] শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ (=বামপক্ষ), আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা।[৬]
এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে— ২।৫।১

(১) বিজ্ঞান—বিজ্ঞানবান্ সদ্‌বুদ্ধিযুক্ত—শ, জীব—র।

(২) জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞান ব্রহ্ম—(ক) জ্যেষ্ঠ অর্থ সকল বৃত্তির পূর্বে জাত; বিজ্ঞান অর্থ বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞানরূপী(হিরণ্যগর্ভ)কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন—শ। (খ) জ্যেষ্ঠ অর্থ প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পূর্ববর্তী। ব্রহ্ম অর্থ এখানে প্রকৃতি—র।

(৩) অর্থাৎ বিজ্ঞানময়কে ব্রহ্মরূপে জানেন—র ও শ।

(৪) আনন্দময়—ব্রহ্ম. রামানুজ ব্র. সূ. ১।১।১২-১৯ সূত্রের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। (এখানে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় নয়, প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়)। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলেন ব্রঃ সূঃ ১।১।১৩ সূত্র অনুসারে আনন্দময়ই ব্রহ্ম। কিন্তু তিনি বলেন ব্যাসদেব ভুল করিয়াছেন। আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম আনন্দ। তিনি আনন্দময়ের অতীতে। শংকর ব্যাসদেবের মত গ্রহণ না করায় শ্রীচৈতন্য শংকরভাষ্যের নিন্দা করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে:

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥

শংকরের দার্শনিক মতানুযায়ী আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে পারে না, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

(৫) প্রিয়—ইষ্ট (অভীষ্ট) বস্তু বা ব্যক্তির দর্শনজনিত সুখ—শ ও র।

মোদ—প্রিয়লাভজনিত সুখ—শ ও র।

প্রমোদ—প্রিয়-উপভোগ-জনিত সুখ—শ ও র।

রামানুজ বলেন আনন্দময়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিভিন্ন অংশকে শির, পক্ষাদি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

(৬) আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। আনন্দ—অতিশয় সুখ—র। ব্রহ্মের ব্রহ্মরূপত্ব-বেশে তিনি পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা, আনন্দ-রূপত্ববেশে তিনি আত্মা-শব্দিত(=শরীরের মধ্য ভাগ)—র। আনন্দ সাধারণ সুখ মাত্র, তাহাই প্রিয় প্রভৃতি সুখাংশ সমূহের আত্মা বা মধ্য ভাগ। আনন্দময় ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্ম আনন্দময়ের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) হইতে পারে না—শ। রাধাকৃষ্ণন বলেন রামানুজের এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ব্রহ্মসূত্রানুযায়ী।

পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অনুবাক

ব্রহ্ম এক এবং সর্ব কারণ

*যদি কেহ 'ব্রহ্ম অসৎ' ইহা জানেন (=মনে করেন)
তবে তিনি 'অসৎ'-ই হন।
যদি কেহ 'ব্রহ্ম আছেন' ইহা জানেন তবে (জ্ঞানিগণ) ইঁহাকে
'সৎ' বলিয়া জানেন।[১]

ইনিই (=আনন্দময় আত্মা) পূর্বের (=পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের) শরীরস্থ আত্মা।

অতঃপর সেই জন্য (শিষ্যের) অনুপ্রশ্ন—কোনও অবিদ্বান্ (=অব্রহ্মজ্ঞ) (ইহলোক হইতে) প্রয়াণ করিয়া ঐ লোকে গমন করে কি অথবা কোন বিদ্বান (ইহ লোক হইতে) প্রয়াণ করিয়া ঐ লোক প্রাপ্ত হন কি?

[এই সকল প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মের সৃষ্টি তত্ত্বের স্বরূপ বলা হইতেছে]।

তিনি (ব্রহ্ম) কামনা করিলেন 'আমি বহু হইব' 'আমি প্রজাত হইব'।[১] তিনি তপস্যা করিলেন[২]। তিনি এই সমস্ত—যাহা কিছু আছে—সৃষ্টি করিলেন তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন।

শংকর মতে অনুবাদ—

তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া 'সৎ ও ত্যৎ' (=মূর্ত ও অমূর্ত) হইলেন, (তিনি) 'নিরুক্ত অনিরুক্ত' (=দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—limited এবং অপরিচ্ছিন্ন) নিলয়ন ও অনিলয়ন (=আশ্রয় ও অনাশ্রয়), বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (=চেতন ও জড়), সত্য[৩] ও অনৃত—যাহা কিছু আছে—সত্য (=স্বরূপ ব্রহ্ম) (সেই সমুদয়) হইলেন। সেই জন্য তাঁহাকে সত্য বলা হয়[৪]।— ২।৬।১

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪১) দ্রষ্টব্য।

রংগরামানুজ মতে অনুবাদ—

তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সৎ ও ত্যৎ', নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান সত্য ও অনৃত হইলেও (ব্রহ্ম) সত্য(-স্বরূপ)ই রহিলেন। সেই জন্য জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সত্য বলা হয়।

এবিষয়ে শ্লোক আছে। ২।৬।১

(১) **ভাবার্থ**ঃ—প্রথম অসৎ অর্থ অস্তিত্বহীন (non-being-রা) দ্বিতীয় অসৎ শব্দের অর্থ 'অসৎ-সম', অসতের তুল্য, যে কোন প্রয়োজন সাধনে অক্ষম। যে বলে 'ব্রহ্ম নাই', সে অস্তিত্বহীনের তুল্যই হয়—অর্থাৎ তাহার দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ পুরুষার্থ লাভ সম্ভবপর হয় না, কারণ ব্রহ্ম সকলের স্বরূপ, যে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করে না সে নিজেই যেন স্বরূপশূন্য অসৎ হইয়া যায় সুতরাং তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না। আর 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ যিনি জানেন তিনি 'সৎস্বরূপ ব্রহ্মে' বিদ্যমান,—পরমার্থ-সত্যে তিনি আত্মভাবাপন্ন হন—শ। আনন্দময় ব্রহ্ম আছেন যিনি মনে করেন তিনি মোক্ষ লাভ করেন, তিনি নাই ইহা যে মনে করে সে সংসারী হয়—র। (তাহার মতে প্রথম 'অসৎ' অর্থ 'নাই', দ্বিতীয় অসৎ অর্থ সংসারী হওয়া; 'সৎ' অর্থ মোক্ষ)।

(২) তপস্যা করিলেন—মূলে আছে 'তপঃ অতপ্যত'—তাহার তপঃ জ্ঞানময়—তিনি জগৎ রচনা বিষয়ে আলোচনা করিলেন—শ।—স্রষ্টব্য বিষয়ে আলোচনারূপ তপস্যা করিলেন—র। তিনি ইচ্ছা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিলেন—ছা. উ. ৬।২

(৩) সত্য—ব্যবহারিক সত্য, পারমার্থিক সত্য নয়—যেমন মৃগতৃষ্ণিকাদি মিথ্যা. কিন্তু উদক(জল) ব্যবহারিক ভাবে সত্য কিন্তু পারমার্থিক সত্য নয়, (অনৃত তাহার বিপরীত)—শ।

শংকর বলেন নিরুক্ত, আশ্রয়, বিজ্ঞান ও সত্য 'সৎ'এর বিশেষণ এবং তদ্বিপরীত শব্দগুলি 'ত্যৎ'এর (=অমূর্তে'র) বিশেষণ। 'রংগরামানুজ' সৎ ও ত্যৎ শব্দের চেতন ও অচেতন অর্থ দিয়াছেন।

(৪) **ভাবার্থ**—যে হেতু ব্রহ্মই মূর্ত অমূর্ত ইত্যাদি হইয়াছেন, ব্রহ্ম ব্যতীত নাম-রূপাত্মক বিকারসমূহের অস্তিত্ব থাকিত না, সেই জন্য ব্রহ্মকে সত্য বলা হয়—শ। যেহেতু ব্রহ্ম চেতন অচেতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরূপে বর্তমান আছেন, সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞগণ সকল বস্তুকেই সত্য (ব্রহ্ম) বলেন—র।

ষষ্ঠ অনুবাক সমাপ্ত



সপ্তম অনুবাক

ব্রহ্ম আনন্দ

'অগ্রে' (=সৃষ্টির পূর্বে) ইহা 'অসৎ'-ই ছিল।
তাহা হইতে 'সৎ' জাত হইল[১]।
তিনি স্বয়ং নিজকে (ব্যক্ত) করিলেন[২],
সেই জন্য তাঁহাকে 'সুকৃত[৩]' বলা হয়। ২।৭।১

যিনিই সেই 'সুকৃত' তিনিই রস[৪] (-স্বরূপ)। এই (-জীব) রস (স্বরূপ) কে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। যদি আকাশে এই আনন্দ (অথবা এই আকাশ-আনন্দ—র)[৫] না থাকিত তবে কেই বা জীবন ধারণ করিত, কেই বা প্রাণন ক্রিয়া করিত[৬]? ইনিই(=ব্রহ্মই) সকলকে আনন্দ দান করেন।* যখনই ইনি (=সাধক) এই অদৃশ্য, অশরীর, অনিরুক্ত অনিলয়নে[৭] (-অনিলয়ন ব্রহ্মে) অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। যখন ইনি (সাধক) ইঁহাতে (ব্রহ্মে) অল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করেন (অথবা ধ্যান-বিচ্ছেদ করেন—র) তখন তাঁহার ভয় হয়। তিনিই 'অমন্বান' বিদ্বানের ভয় (-কারণ) হন[৮] (বা হয়)। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—

(১) মূলে আছে অসদ্ বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ। ততঃ বৈ সদ্ অজায়ত ইহা=জগৎ—শ; স্থূল-চেতনাচেতন শরীরক ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বে অনভিব্যক্ত নামরূপ ব্রহ্মরূপে ছিলেন—র।

'অসৎ'—নামরূপে অনভিব্যক্ত ব্রহ্ম—শ ও র। সৎ—নামরূপে অভিব্যক্ত—শ ও র।

(২) নিজেকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেই জগৎ রচনা করিলেন-র।

(৩) সুকৃত—স্বয়ংকর্তা—শ; স্রষ্টরূপে কৃত—র।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪২) দ্রষ্টব্য।

(৪) মূলে আছে 'রসঃ বৈ সঃ' রস=আনন্দ—র। তৃপ্তি হেতু, আনন্দকর মধুর-অম্লাদি—শ (অর্থাৎ সাধারণ লোক রসাস্বাদে যেরূপ তৃপ্তি ও আনন্দ পান, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মে সেইরূপ তৃপ্তি ও আনন্দ পান)। রাধাকৃষ্ণ অনুবাদ করেন-Essence of existence. অস্তিত্বের সার। (জগৎ-)কবির কাব্যে তিনি (ব্রহ্মবিদ্) যে অনন্ত রস দেখতে পাচ্ছেন—রবীন্দ্রনাথ।

(৫) মূলে আছে 'আকাশ আনন্দ': ইহার দুই পাঠ হইতে পারে—আকাশে আনন্দঃ এবং আকাশঃ আনন্দঃ। 'শংকর' প্রথম ও 'রংগরামানুজ' দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আকাশে আনন্দ=হৃদয়াকাশে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম—শ, bliss in space. আকাশঃ আনন্দঃ=অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ-রসরূপ পরমাত্মা। আকাশ অনন্ত ভূতাকাশ -রবীন্দ্রনাথ।—রা।

(৬) মূলে আছে 'কঃ হি এব অন্যাৎ কঃ প্রাণাৎ'—live and breathe—র ও হি। কে অপান-ক্রিয়া বা প্রাণন ক্রিয়া করিত?—শ.; কে সাংসারিক সুখ বা স্বর্গীয় সুখ পাইত?—র।

(৭) অদৃশ্য—যাহাকে দেখা যায় না—শ, ও র। অথবা অচিদ্ হইতে ভিন্ন—র।

অনিরুক্ত—বাক্য দ্বারা যাহাকে প্রকাশ করা যায় না—শ ও র।

অনিলয়ন—অবিকারী—শ. আধারশূন্য—র।

(৮) (ক) বিদ্বান্—যে বিদ্বান্ ভেদ দর্শন করেন—শ, যিনি নিরন্তর ব্রহ্মের উপাসনা করেন—র। অমন্বান—যিনি ব্রহ্মের সহিত নিজের ঐক্য চিন্তা করেন না—শ; ব্রহ্মভিন্ন অন্য বিষয়ে যাহার স্পৃহা নাই—র। ব্রহ্ম ভেদদর্শনকারী বিদ্বানের ভয়ের কারণ—শ। নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তার ব্যাঘাত বা বিচ্ছেদ সাধকের ভয়ের কারণ—র।

সপ্তম অনুবাক সমাপ্ত

অষ্টম অনুবাক

*ইহার (ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন,
(ইহার) ভয়ে সূর্য উদিত হন,
ইহার ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু (স্ব স্ব কর্মে) ধাবিত হন। (ব্রহ্ম) আনন্দের এই মীমাংসা—যদি কোন যুবক থাকেন (তিনি যদি) সাধু যুবক, অধীতশাস্ত্র, (সর্বোত্তম শাসক—শ, ক্ষিপ্রকর্মা—র) দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার হয়, (তাঁহার যে আনন্দ) সেই আনন্দ এক পূর্ণ মানবীয় আনন্দ।

২।৮।১

সেই যাহা (এক) শত মানবীয় আনন্দ, তাহা মনুষ্যগন্ধর্বের[১] ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের[২] এক আনন্দ। সেই যাহা মনুষ্যগন্ধর্বগণের (এক)শত আনন্দ, তাহা দেবগন্ধর্বের[৩] ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই যাহা দেবগন্ধর্বগণের (এক)শত আনন্দ তাহা চিরলোকবাসী পিতৃগণের ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই যাহা চিরলোকবাসী পিতৃগণের (এক)শত আনন্দ তাহা অজানজ দেবগণের[৪] এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ।

২।৮।২

(১) মনুষ্যগন্ধর্ব—যে মানুষেরা কর্ম দ্বারা গন্ধর্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—শ ও র।

(২) অকামহত শ্রোত্রিয়—ঐহিক পারলৌকিক বিষয়ভোগে কামনাশূন্য বেদজ্ঞ—শ। মুক্ত—র।

(৩) দেবগন্ধর্ব—যাঁহারা জাতিতে গন্ধর্ব—'শ'। অন্তরীক্ষলোকবাসী গন্ধর্ব—র।

(৪) অজানজ দেবগণ—যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত কর্ম করিবার ফলে দেবস্থানে (স্বর্গে) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—শ ও র।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৫৩) দ্রষ্টব্য।

সেই যাহা অজানজ দেবগণের (এক) শত আনন্দ তাহা কর্ম-দেবগণের[৫] এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই যাহা কর্মদেবগণের (এক) শত আনন্দ তাহা দেবগণের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই যাহা দেবগণের (এক) শত আনন্দ তাহা ইন্দ্রের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। ২।৮।৩

সেই যাহা ইন্দ্রের একশত আনন্দ, তাহা বৃহস্পতির[৬] ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই যাহা বৃহস্পতির একশত আনন্দ তাহা প্রজাপতির[৭] এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই যাহা প্রজাপতির একশত আনন্দ তাহা ব্রহ্মার[৮] এবং (অথবা ব্রহ্মের—র) এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ[৯]। ২।৮।৪

(৫) কর্মদেবগণ—যাহারা উপাসনা রহিত কেবল বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—শ ও র।

(৬) তেত্রিশ জন হবির্ভোজী দেবতা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে বসু আটজন রুদ্র এগারজন, আদিত্য বারজন এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই তেত্রিশজন। ইন্দ্র দেবগণের রাজা এবং বৃহস্পতি তাহার আচার্য—শ ও র।

(৭) প্রজাপতি—ত্রৈলোক্য-শরীর বিরাট্-শ ; ব্রহ্মা—র।

(৮) ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম—শংকর বলেন—ব্রহ্মা=সংসারমণ্ডলব্যাপী সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ—(বিশ্বাত্মা বা সূত্রাত্মা) সেই ব্রহ্মাই হিরণ্যগর্ভ যাঁহাতে বিভিন্ন আনন্দ একতা প্রাপ্ত হয় Brahma pervades the whole universe as cosmic individual person. Brahma is Hiranyagarbha in whom all varieties of bliss become unified—শ. রংগরামানুজ বলেন এখানে ব্রহ্মের কথা ও ব্রহ্মের আনন্দের কথা বলা হইয়াছে।

(৯) আনন্দের ব্যাখ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা বর্ণনার অতীত। ইহা এমন কিছু যাহা একেবারে অচিন্তনীয়। ব্রহ্ম আনন্দময় সত্তা। ব্রহ্মসত্তার ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া আমরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতা প্রাপ্ত হই। বিভিন্নস্তরে আনন্দের বিবরণ সম্বন্ধে উপনিষৎকার সেই যুগ যে সকল মানবীয় এবং দৈবসত্তা

সেই যিনি পুরুষে (আছেন), যিনি আদিত্যে (আছেন), তিনি (উভয়ই) এক। যিনি এরূপ জানেন তিনি এই লোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন[১০], (অনন্তর) সেই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, (অনন্তর) সেই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। (অনন্তর) সেই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, (সর্বশেষে) সেই অনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে— ২।৮।৫

স্বীকৃত হইত-যেমন মানবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, কর্মদেব, জন্মদেব, প্রজাপতি ও ব্রহ্মা তাহার ধারণা আমাদের দিয়াছেন—রা।

(১০) শংকর ব্যাখ্যা করেন—যিনি দৃশ্যমান বিষয় সমূহকে নিজের অন্নময় স্থুল শরীর হইতে বিভিন্ন দেখেন না, তিনি সমস্ত স্থূলভূতকে অন্নময় আত্মারূপে দর্শন করেন। তাহার পর অন্নময় আত্মার অভ্যন্তরে স্থিত প্রাণময় আত্মাকে এইরূপ অভিন্ন দর্শন করেন (অর্থাৎ প্রাণময় আত্মাকে অন্য প্রাণময় হইতে বিভিন্ন দেখেন না—সমস্ত প্রাণময়কে এক অবিভক্ত প্রাণময় আত্মারূপে দেখেন)। সেইরূপে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কে দর্শন করেন।

নবম অনুবাক

ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্ম-জ্ঞান

*(যাঁহাকে) না পাইয়া বাক্য মনের সহিত
যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে
(সেই) ব্রহ্মের আনন্দকে (যিনি) জানেন
তিনি কিছুতেই ভয় পান না।[১]

'আমি কেন সাধু (কর্ম) করি নাই' বা 'আমি কেন পাপ করিয়াছি' এইরূপ (চিন্তা) তাঁহাকে (—ব্রহ্মবিদ্‌কে) সন্তাপিত করে না। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই দুইটি (পাপ ও পুণ্য) হইতে (নিজ) আত্মাকে রক্ষা করেন। [অথবা তিনি এই দুইটি (পাপ পুণ্যকে) আত্মভাবে জানিয়া আত্মাকে প্রীত বা সবল করেন।][২] যিনি এইরূপ জানেন তিনি এই উভয় (—পাপ ও পুণ্য) হইতে (নিজ) আত্মাকে রক্ষা করেন। [অথবা—যিনি এইরূপ জানেন তিনি এই উভয় (পাপ ও পুণ্য স্বরূপভূত) আত্মাকে প্রীত বা সবল করেন।][২] ইহা উপনিষৎ। ২।৯।১

(১) মন্ত্রটির ব্যাখ্যা—

(ক) শংকর—ব্রহ্মানন্দ বাক্য ও মনের অতীত। বাক্য তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। মন তাঁহাকে চিন্তার বিষয় করিতে পারে না। মনের অর্থ এখানে প্রত্যয়, বিজ্ঞান (cognition)। বাক্যের দ্বারা যাহা প্রকাশিত হইতে পারে তাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও, সে বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়। বাক্য ও মন—শব্দ ও প্রত্যয়—সর্বত্র একত্র যায় বা প্রবৃত্ত হয়। ব্রহ্মানন্দ বাক্য ও মনের অতীত।

(খ) রংগরামানুজ—বাক্ ও মন ব্রহ্মানন্দের ইয়ত্তা না পাইয়া ফিরিয়া আসে—অর্থাৎ বিষয়াসক্ত মন ব্রহ্মানন্দ জানিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ একাগ্রবুদ্ধি দ্বারা (কঠ. উ. ১।৩।১২), বিশুদ্ধ মন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপাসনা দ্বারা সর্বপ্রকার ক্লেশ ও ভয়ের নিবৃত্তি হয়।

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৪০) দ্রষ্টব্য।

(গ) মধ্ব—বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মন তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না। যাঁহারা সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ—"আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারিনে, আবার তার কাছে যেতেও পারি, তাঁকে পাইনে তাঁকে পাই-ও। এমন বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে এমন সুস্পষ্ট করে কোথাও শোনা যায়নি। শুধু বাক্য ফেরে না, মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে। একেবারে সাফ জবাব। অথচ এই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি কিছু থেকেই ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারেই জানা যায় না, তাঁকে এমন করে জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সে জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা, প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত না জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যে না-জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নাই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ জানতে পারে, কিন্তু প্রেমের জানায়, আনন্দের জানায় এমন করে জান্‌তে পারে যে কোন জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরে এই এক অদ্ভুত রহস্য যে যেখানে এক দিক্ থেকে কিছুই জানিনে, সেখানে অন্যদিক্ থেকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন, আর সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে। তর্কের দ্বারা এর কোন মীমাংসা হবার জো নেই। শা. নি. ১।৩২.

ব্রহ্মকে যিনি হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করেছেন, তিনি এ কথা বুঝেছেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেন না সকল রসের সার তিনি: রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়া ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনিই উপনিষদের এই মহাবাক্যের উপলব্ধি করেছেন। জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায়, তখন বারবার ফিরে আসে, কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয়, সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা—মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ডযোগ। শা. নি. ২।১৩৯-৪০।

ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না।

এ সকল বোধটি হচ্ছে প্রকাশ—এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয় জোড়া দেওয়া নয়, আলো যেমন একবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি”—শা. নি. ২।২০০.

(২) মূলে আছে “স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হি এষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে।” প্রথম অনুবাদ রংগরামানুজ, রাধাকৃষ্ণন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মতানুযায়ী। বন্ধনীর মধ্যস্থ দ্বিতীয় অনুবাদ শংকর মতানুযায়ী। এতে= এই পাপ ও পুণ্য হইতে—র; সাধু ও অসাধু (পুণ্য ও পাপ) কর্ম যাহারা সন্তাপের হেতু, উভয়কেই আত্মস্বরূপ জানিয়া অথবা উভয়কে পরমাত্মারূপে জানিয়া—শ।

নবম অনুবাক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—ভৃগুবল্লী

প্রথম অনুবাক (ব্রহ্মজিজ্ঞাসা)

শান্তিপাঠ*

ওম্, (ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন আমাদের উভয়কে (বিদ্যা-ফল-)ভোগ প্রদান করুন, আমরা উভয়ে যেন সমভাবে বীর্যের সহিত কর্ম করি, আমাদের উভয়ের অধীত (বিদ্যা) তেজ-সম্পন্ন হউক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ভৃগু বরুণের পুত্র। (তিনি) পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন (এবং বলিলেন) "ভগবন্ আমাকে ব্রহ্ম (-বিষয়ে) অধ্যাপন (=ব্যাখ্যা) করুন।" বরুণ তাঁহাকে এই উপদেশ বলিলেন—"অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য[১]।" (পিতা) তাঁহাকে বলিলেন ** "যাঁহা হইতে এই ভূত সমূহ জাত হয়, যাঁহা দ্বারা জাত (=ভূত)-সমূহ জীবিত থাকে, যাঁহাতে প্রয়াণ করে এবং প্রবেশ করে (=বিলীন হয়), তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনিই ব্রহ্ম[২]।" (তিনি) ভৃগু তপস্যা[৩] করিলেন। তপস্যা করিয়া—

(১) অন্ন (=শরীর), প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র মন ও বাক্য ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার—শ। অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, চক্ষু ব্রহ্ম, শ্রোত্র ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম ও বাক্ ব্রহ্ম—ইহা বলিলেন। পুত্র বুঝিতে পারিলেন না। পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়া বলিলেন—র।

(২) যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তিনিই ব্রহ্ম। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত বলিলে ব্রহ্মের সকল বিভূতি প্রকাশ পায় না—র। উৎপত্তি, স্থিতি বা প্রলয়কালে ভূতবর্গ যাঁহার সহিত তদাত্মক ভাব (অভিন্নভাব) পরিত্যাগ করে না তিনিই ব্রহ্ম—শ; রাধাকৃষ্ণন বলেন, ব্রহ্ম জগতের কারণ, তিনি জগতের অধিষ্ঠান (Substratum) ও উপাদান (material cause) যেমন স্বর্ণ স্বর্ণলঙ্কারের উপাদান এবং নিমিত্ত (instrumental cause)—রা। তুলনীয়—'আমি আদি অন্ত ও জীবন'—Bible Revelation ১৩।৮। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে, তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো,

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (২০) দ্রষ্টব্য।

** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৪৪) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অনুবাক
(অন্নব্রহ্ম)

তিনি (=ভৃগু) জানিলেন * "অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন হইতেই এই ভূতসমূহ জাত হয়, জাত (ভূত-)সমূহ অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্নেই প্রয়াণ করে এবং প্রবেশ করে।" ইহা জানিয়া পুনরায় (তিনি) পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন (এবং বলিলেন) "ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যাপন করুন।"[১] (বরুণ) তাঁহাকে বলিলেন "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম[২]।"

তিনি (ভৃগু) তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া— ৩।২।১

তিনিই ব্রহ্ম। অতএব.........ব্রহ্ম সকল ক্রিয়ার আধার।......কর্ম দুই রকমের হয়...........প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়। প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি, সেই কর্মই আমাদের বন্ধন; আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয় বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।" শা. নি. ১।১৪৫

(৩) তপস্যা—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-সাধনা, বাহির ইন্দ্রিয়গণের এবং অন্তঃকরণের সমাধি। স্মৃতি বলেন মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই তপস্যা—শ।

প্রথম অনুবাক সমাপ্ত

(১) **ভাবার্থ**—বিশ্ব-সম্বন্ধে প্রথম ব্যাখ্যা এই—সমস্তই পদার্থ (matter উপনিষদের ভাষায় অন্ন) ও গতি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে। দ্বিতীয়বার চিন্তা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে প্রাণ ও প্রজননকে পদার্থ ভিন্ন অন্য তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তখন অনুসন্ধানকারী স্পষ্ট ও বাহ্য হইতে গভীর অন্তরে প্রবেশ করে। 'অন্ন পরম সত্য' এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয় বলিয়া শিষ্য পুনরায় আচার্যের নিকট গমন করিলেন—রা। ভৃগু জানিলেন 'অন্নই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের যে সকল লক্ষণ —উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণত্ব, সকলই অন্নে আছে'। তাঁহার কেন সংশয় হইল? অন্নের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। অন্ন যখন উৎপত্তিশীল তখন অন্ন সর্বকারণ হইতে পারে না, তাহার অন্য কারণ আবশ্যক হয়। সুতরাং অন্ন সর্বকারণ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পারে না। এই সংশয় হওয়ায় তিনি পুনরায় বরুণের নিকট গমন করিলেন—শ।

(২) তপস্যাই ব্রহ্ম—তপস্যাই ব্রহ্মের সাধন (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়)—শ ও র।

দ্বিতীয় অনুবাক সমাপ্ত

---

* মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৫) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অনুবাক
(প্রাণব্রহ্ম)

তিনি (ভৃগু) জানিলেন * "প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ হইতেই ভূতসমূহ জাত হয়, জাত (=ভূত-) সমূহ প্রাণ দ্বারাই জীবিত থাকে। (বিনাশকালে) প্রাণেই প্রয়াণ করে এবং প্রবেশ করে।" ইহা জানিয়া পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন (এবং বলিলেন) "ভগবন্ ব্রহ্ম অধ্যাপন করুন।"[১] বরুণ তাঁহাকে বলিলেন "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জান, তপস্যাই ব্রহ্ম।" তিনি তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া— ৩।৩।১

চতুর্থ অনুবাক
(মন ব্রহ্ম)

(তিনি) জানিলেন মনই ব্রহ্ম। মন হইতেই সমস্ত ভূতসমূহ জাত হয়, জাত (=ভূত) সমূহ মনের দ্বারাই জীবিত থাকে, (বিনাশকালে) মনেই প্রয়াণ করে এবং প্রবেশ করে। ইহা জানিয়া পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন (এবং বলিলেন) "ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যাপন করুন।"[২] (বরুণ) তাঁহাকে বলিলেন "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জান, তপস্যাই ব্রহ্ম।" তিনি তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া— ৩।৪।১

(১) **ভাবার্থ**—জগতে জড় দ্রব্য সমূহ পদার্থ (matter=অন্ন) দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ্ আমাদিগকে উচ্চ প্রাণের স্তরে লইয়া যায়। তাহার ব্যাখ্যা ভিন্ন তত্ত্ব দ্বারা করিতে হইবে। তখন আমরা জড়বাদ হইতে প্রাণবাদে যাই। কিন্তু প্রাণের তত্ত্ব সজ্ঞান প্রাণীর বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে না। সেই জন্য শিষ্য প্রাণের দ্বারা তাঁহার প্রশ্ন মীমাংসা করিতে না পারিয়া পুনরায় আচার্য্যের সমীপে গেলেন—রা।

তৃতীয় অনুবাক সমাপ্ত

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৬) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অনুবাক

(বিজ্ঞান ব্রহ্ম)

(তিনি) জানিলেন 'বিজ্ঞানই' ব্রহ্ম। বিজ্ঞান হইতেই এই ভূতসমূহ জাত হয়। জাত (= ভূত) সমূহ বিজ্ঞানের দ্বারাই জীবিত থাকে, (বিনাশ-কালে) বিজ্ঞানেই প্রয়াণ করে এবং প্রবেশ করে, ইহা জানিয়া তিনি পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন (এবং বলিলেন) "ভগবন্ ব্রহ্ম অধ্যাপন করুন।" (বরুণ) তাঁহাকে বলিলেন "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিবে। তপস্যাই ব্রহ্ম।" তিনি তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া— ৩।৫।১

(২) **ভাবার্থ**—যেমন প্রাণ অন্নকে (matter) অতিক্রম করে, সেইরূপ মনও প্রাণকে অতিক্রম করে। সংবিৎ(consciousness)-বিহীন প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণ-বিহীন সংবিৎ থাকিতে পারে না। পশুদের প্রাণ নিম্নস্তরের। তাহাদের মন আছে কিন্তু বিচারশক্তি নাই। মানুষের জগতে আমরা বুদ্ধি (intelligence)-র খেলা দেখিতে পাই। বুদ্ধি প্রত্যয় (concept) এবং আদর্শ গঠন করে, এবং তাহা কাযে পরিণত করিবার জন্য পরিকল্পনা করে। সেই জন্য শিষ্য মনের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়া আচার্যের সমীপে গমন করিলেন—রা।

চতুর্থ অনুবাক সমাপ্ত

(১) বিজ্ঞান—বুদ্ধি—বি. ও দু; Intelligence—রা; understanding—হি; knowledge—গ।

(২) বিজ্ঞান (intelligence) শেষ তত্ত্ব নয়।............বুদ্ধির জীবনে কেবল অনুসন্ধান। বুদ্ধির অতীতে আমাদের যাইতে হইবে। মানুষের জ্ঞানকে জ্যোতি, আনন্দ ও শক্তি দ্বারা বর্ধিত করিতে হইবে। দিব্য-সংবিদ জ্ঞানের ক্রমবিকাশের মুকুট—রা।

পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অনুবাক
(আনন্দ ব্রহ্ম)

(তিনি) জানিলেন* 'আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ হইতে ভূতসমূহ জাত হয়, জাত(ভূত)সমূহ আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং (বিনাশকালে) আনন্দেই প্রয়াণ করে এবং প্রবেশ করে।'[১]

ইহা সেই ভার্গবী (=ভৃগুকর্তৃক জ্ঞাত) বা বারুণী (=বরুণ কর্তৃক উপদিষ্ট) বিদ্যা। (এই বিদ্যা) পরম ব্যোমে[২] প্রতিষ্ঠিত।

যিনি এরূপ জানেন তিনি (জগতে ও ব্রহ্মে) প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন, প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজে মহান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। ৩।৬।১

(১) এইরূপে তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভৃগু ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তপস্যা-প্রভাবেই আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সমাধি বা একাগ্ররূপ পরম সাধন তপস্যার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত বা তাৎপর্যার্থ—শ. দ্র।

ভাবার্থ—উচ্চস্তর নিম্নস্তরকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার অতীতে গমন করে। ব্রহ্ম মুক্তির আনন্দ............আমাদের সত্তায় পাঁচটি উপাদান আছে—পার্থিব (physical), প্রাণসম্বন্ধীয় (vital), মানসিক (mental), বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় (intellectual), আধ্যাত্মিক (spiritual)। যিনি ইহাদের সামঞ্জস্য করেন তিনিই পূর্ণ মানব। আমাদের সকল উন্নতির পিছনে আছে আমাদের পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই আমাদের উন্নতিকে অনুপ্রাণিত করে। যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তা না পাই, ততদিন বিকশিত হইতে থাকি। আমাদের পরিবর্তনশীল সংবিদ্ বিকশিত হইতে থাকে যে পর্যন্ত না আমাদের সংবিদ্ এই পরিবর্তনের অতীতে গমন করে। ব্রহ্ম আমাদের সত্তার পরম পূর্ণতা। সেই আনন্দই অন্ন, প্রাণ মন ও বিজ্ঞানের পশ্চাতে সত্য, আনন্দ তাহাদের নিয়মিত করে এবং তাহাদের অতীতে যায়—রা।

রবীন্দ্রনাথ বলেন "ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।.........এই আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া; আনন্দ স্বতই নিজকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তি দান করে থাকে। সেই জন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ তাহা এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্ম দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ, এই জন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ।"

সপ্তম অনুবাক

(অন্নের গুরুত্ব)

অন্নকে নিন্দা করিবে না[১], তাহা (=অন্নের অনিন্দা) ই ব্রত। প্রাণই অন্ন। শরীর অন্নাদ (=অন্নভোক্তা)। প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত, শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত[২]। সুতরাং যিনি 'অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত' (ইহা) জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি অন্নবান্ ও অন্নাদ হন, প্রজা, পশু ও ব্রহ্ম তেজ দ্বারা এবং কীর্তি দ্বারা মহান্ হন। ৩।৭।১

(২) পরম ব্যোমে প্রতিষ্ঠিত—হৃদয়-আকাশ রূপ গুহায় অদ্বৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত—শ। পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত—র।

ষষ্ঠ অনুবাক সমাপ্ত

(১) অন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ (৩।১।১) গুরুস্থানীয় সুতরাং নিন্দা করিবে না—শ.

(২) ব্যাখ্যা—প্রাণই অন্ন, কারণ প্রাণ শরীরের অভ্যন্তরে স্থিত। যাহা যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার অন্ন হইয়া থাকে। প্রাণ শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রাণ হইতেছে অন্ন এবং শরীর অন্নাদ (অন্ন+অদ্-ভোজনকরা—অন্নভোক্তা)। সেইরূপ শরীররও অন্ন, প্রাণ অন্নাদ, কারণ শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, প্রাণের সাহায্য ব্যতীত শরীর বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, কারণ শরীর ব্যতীত প্রাণ তাহার ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। শরীর ও প্রাণ পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উভয়েই অন্ন ও অন্নাদ। যেহেতু শরীর ও প্রাণ পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, সেইহেতু উহারা পরস্পরের অন্ন। যেহেতু উহারা পরস্পরের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়), সুতরাং উহারা পরস্পরের অন্নাদ—শ।

প্রাণ ও শরীর, অপ্ (জল) ও তেজ, পৃথিবীও আকাশ ইহাদের অন্ন ও অন্নাদ দৃষ্টি করিবে। তাহারা পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, এই দৃষ্টি করিবে পরস্পর প্রতিষ্ঠা দৃষ্টি দ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠিতত্ব দৃষ্টি হইবে।—র। ব্রহ্মও নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত এজন্য স্বপ্রতিষ্ঠা দৃষ্টি ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক—বসন্তকুমার।

রাধাকৃষ্ণন বলেন 'ভোক্তা এবং ভোগ্য, অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয় (subject & object), ইহদের পরস্পরের ক্রিয়ার উপর এই জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে। পরব্রহ্মে এই বিভেদ বিলয় পায়।'

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৭) দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অনুবাক

(অন্ন, জ্যোতি ও জল)

অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। তাহাই ব্রত। জলই অন্ন, জ্যোতি অন্নাদ (অন্ন-ভোক্তা)[১]। জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত[২]। জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি 'অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত' (ইহা) জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অন্নবান্ ও অন্নাদ হন, প্রজা, পশু ও ব্রহ্ম-তেজ দ্বারা এবং কীর্তি দ্বারা মহান্ হন। ৩৮৷১

(১) জ্যোতি (=তেজ—অগ্নি) জল শোষণ করে।

(২) যেমন মেঘে বিদ্যুতের তেজ।

অষ্টম অনুবাক সমাপ্ত

নবম অনুবাক

(অন্ন, পৃথিবী ও আকাশ)

অন্নকে 'বহু' করিবে[১]। তাহাই ব্রত। পৃথিবীই অন্ন, আকাশ অন্নাদ। পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি 'অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত' (ইহা) জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অন্নবান্ ও অন্নাদ হন, প্রজা, পশু ও ব্রহ্ম তেজ দ্বারা এবং কীর্তি দ্বারা মহান হন। ৩৷৯৷১

(১) অতিথি, অভ্যাগত ও স্বজনদের জন্য অন্ন পর্যাপ্ত করিবে—র।

নবম অনুবাক সমাপ্ত

দশম অনুবাক

(উপাসনা ও গুহ্য মন্ত্র)

বাসের জন্য সমাগত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না। তাহাই ব্রত। সেই জন্য যে কোন প্রকারে বহু অন্ন সংগ্রহ করিবে। "ইহার (=অতিথির) জন্য অন্ন সংগৃহীত হইয়াছে" ইহা বলা হয়। যদি এই (অতিথিকে প্রদত্ত) অন্ন মুখ্য বৃত্তি দ্বারা (বা প্রথম বয়সে)[১], সংগৃহীত হইয়া থাকে, তবে মুখ্য বৃত্তি দ্বারা (বা প্রথম বয়সে)[১] তাঁহার (=অন্নদাতার) অন্ন সংগৃহীত হয়। যদি এই (অতিথিকে প্রদত্ত) অন্ন মধ্যম বৃত্তি দ্বারা (বা মধ্যম বয়সে)[১] সংগৃহীত হইয়া থাকে তবে মধ্যম বৃত্তি দ্বারা (বা মধ্যম বয়সে)[১] তাহার (=অন্নদাতার) অন্ন সংগৃহীত হয়। যদি এই অন্ন নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা (বা শেষ বয়সে)[১] সংগৃহীত হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য অন্ন নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা (অথবা শেষ বয়সে)[১] সংগৃহীত হয়। ৩।১০।১

যিনি এরূপ জানেন (তিনিও অন্নদানের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হন)।

(এখন উপাসনার বিষয় বলা হইতেছে)—

(ব্রহ্মকে) বাক্যে, ক্ষেমরূপে,[২] প্রাণ-অপানে, যোগ-ক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্ম রূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে, বায়ুতে বিমুক্তি (=মলত্যাগ)রূপে (উপাসনা করিবে)। ইহা 'মানুষী' উপাসনা।

অনন্তর 'দৈবী' (উপাসনা) ঃ—(ব্রহ্মকে) বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বল রূপে,[৩] (উপাসনা করিবে)। ৩।১০।২

(১) মূলে আছে মুখতঃ, মধ্যতঃ ও অন্ততঃ—শংকর দুই প্রকার অর্থ দিয়াছেন মুখ্য, মধ্যম ও অধম বৃত্তি দ্বারা অথবা প্রথম বয়সে মধ্য বয়সে ও শেষ বয়সে। প্রথম অর্থই সঙ্গত মনে হয়। ভাবটি এই প্রকার—যিনি যে ভাবে উপার্জিত অন্ন অতিথিকে দিবেন, তিনি সেই ভাবে তাঁহার অন্ন প্রাপ্ত হইবেন।

পশুতে যশরূপে, নক্ষত্রসমূহে জ্যোতিরূপে, উপস্থে প্রজাতি অমৃত-আনন্দরূপে,[৬] আকাশে সর্ব (আধার)রূপে[৭] (উপাসনা করিবে)। তাঁহাকে (=ব্রহ্মকে) প্রতিষ্ঠারূপে[৮] উপাসনা করিবে, (তাহা হইলে মানুষ) প্রতিষ্ঠাবান্ হয়। তাঁহাকে 'মহ'রূপে[৯] উপাসনা করিবে, (তাহা হইলে মানুষ) মহান্ হয়। তাঁহাকে মন[১০] রূপে উপাসনা করিবে, (তাহা হইলে মানুষ) মানবান্ (=মনন-শীল) হয়। ৩।১০।৩

(২) ক্ষেম—প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ—'বাক্যে ব্রহ্ম ক্ষেমরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন' এইরূপে উপাসনা করিবে।—শ.

(৩) যোগ—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি। বাহ্যতঃ মনে হয় প্রাণ-অপানই যোগ-ক্ষেমের কারণ কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, ব্রহ্মই যোগ-ক্ষেমের স্থিতির মুখ্য কারণ সেই জন্য ব্রহ্মই যোগক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপানে প্রতিষ্ঠিত এইরূপে উপাসনা করিতে হইবে—শ

(৪) কর্ম গতি ও বিমুক্তি ব্রহ্ম দ্বারা সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম দ্বারা অধিষ্ঠিত হস্ত কর্ম সম্পাদন করে, পাদদ্বয় গতি প্রাপ্ত হয় এবং আয়ু বিমুক্তি সম্পাদন করে, সুতরাং হস্তদ্বয়ে কর্ম-রূপে পাদদ্বয়ে গতিরূপে, আয়ুতে বিমুক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে—শ।

(৫) বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন ভক্ষণ দ্বারা জীবগণ তৃপ্ত হয় সেই জন্য বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে অবস্থিত ব্রহ্মকে সেই রূপ বিদ্যুতে বলরূপে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মকে উপাসন করিবে—শ।

(৬) প্রজাতি-অমৃত=পুত্রোৎপাদন জনিত অমৃতত্ব-প্রাপ্তি (=তৃপ্তিলাভ) আর পুত্রোৎপত্তিদ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হওয়ায় যে সুখ হয়, তাহাই আনন্দ। উপস্থই এসমস্তের নিধান, এসমস্তই ব্রহ্ম এইরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে—শ. দ্র। অমৃত=আলিঙ্গনাদিজনিত তৃপ্তি-দ্র।

(৭) আকাশে সর্ব (আধার)রূপে—সমস্তই আকাশে প্রতিষ্ঠিত অতএব আকাশে যাহা কিছু আছে সেই সকলকেই ব্রহ্ম-রূপে উপাসনা করিবে। আকাশও ব্রহ্মই—শ।

(৮) তাঁহাকে—ব্রহ্মকে—রা। প্রতিষ্ঠাগুণসম্পন্ন আকাশরূপ ব্রহ্মকে—শ ও র। প্রতিষ্ঠা—Support (আশ্রয়)-রা।

(৯) মহরূপে-মহত্ত্বগুণবান্‌রূপে—শ.

'তাঁহাকে 'নমঃ' বলিয়া উপাসনা করিবে'[১১]। (যিনি এরূপ করেন) কাম্যবস্তু-সমূহ তাহার নিকট নত (=অধীন) হয়। তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে[১২] উপাসনা করিবে, (যিনি এরূপ করেন) তিনি ব্রহ্মবান্[১২] হন। তাঁহাকে ব্রহ্মের পরিমর[১৩]রূপে উপাসনা করিবে, (যিনি এরূপ করেন), ইঁহাকে দ্বেষকারী শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। তাঁহার অপ্রিয় জ্ঞাতি-গণ[১৪] ও বিনষ্ট হয়।

যিনি এই পুরুষে, যিনি ঐ আদিত্যে, তিনি এক। ৩।১০।৪

যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই লোক হইতে প্রয়াণ করিয়া, এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, কামান্নী (=যিনি কামনানুযায়ী অন্ন লাভ করেন) ও কামরূপী[১৫] হইয়া এই লোকসমুহে সঞ্চরণ[১৪] করিয়া এই সাম গান করিয়া অবস্থান করেন— 'হাও বু' 'হাও বু'[১৫] 'হাও বু'।

(১০) মন=মনন—শ. mind—রা। মানবান—মননসমর্থ—শ. possessed of mindfulness—রা।

(১১) দুর্গাচরণের অনুবাদ। শঙ্কর বলেন তাহাকে নমঃ=নমন-গুণবান্ বলিয়া উপাসনা করিবে। Let one contemplate That as adoration-রা।

(১২) ব্রহ্ম-প্রধানতম-শ. Supreme—ব্রহ্মবান্=ব্রহ্মগুণসম্পন্ন—শ. দু, ব্রহ্মত্ববান্—র, possessed of the supreme—রা।

(১৩) পরিমর—destructive agent—রা। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি এই পঞ্চদেবতা যাহার মধ্যে লীন হয়, তিনি পরিমর। বায়ুতে তাহারা লীন হয় বলিয়া বায়ু পরিমর। বায়ু আকাশ হইতে অপৃথক্ সুতরাং আকাশ ব্রহ্মের পরিমর অর্থাৎ সংহার দ্বার—শ।

(১৪) মূলে আছে ইমান্ লোকান্ অনুসঞ্চরন্—Goes up & down these worlds—রা। শঙ্কর অর্থ করেন—সর্বাত্মক হইয়া লোকসমূহকে আত্মরূপে অনুভব করিয়া।

আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নাদ, আমি অন্নাদ, আমি অন্নাদ। আমি 'শ্লোককর্তা'[১৬]। আমি শ্লোককর্তা। আমি শ্লোককর্তা। আমি প্রথমজাত, ঋত এবং দেবগণের পূর্ববর্তী (অথবা—আমি ঋতের প্রথমজাত ও দেবগণের পূর্ববর্তী[১৭])। আমি অমৃতের নাভি[১৮]।

যিনি (অন্নরূপী) আমাকে দান করেন, তিনি এই প্রকারেই আমাকে রক্ষা করেন। যিনি অন্নদান না করেন অন্ন(রূপী) আমি তাহাকে ভক্ষণ করি। আমি বিশ্বভুবনকে সংহার করি (অথবা আমি বিশ্বভুবনে অভিব্যক্ত হই)[১৯]। (আমি) সূর্যের জ্যোতির ন্যায় (জ্যোতিসম্পন্ন)[২০]। যিনি এরূপ জানেন (তিনি এইরূপ ফল অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন)। ইহাই উপনিষৎ। ৩।১০।৬

(১৫) 'হা' ৩ বু=কি আশ্চর্য—বি., oh wonderful-রা। 'হা' শব্দ দীর্ঘ তিন মাত্রায় উচ্চারণ করিতে হইবে বলিয়া 'হা' শব্দের পরে ৩ এই সংখ্যা লিখিত হইয়াছে।

(১৬) শ্লোককর্তা—অন্ন ও অন্নাদের মিলনকারী চেতন জীবদেহের কর্তা—শ। combining agent—রা।

(১৭) প্রথম অনুবাদ শংকরানুযায়ী। দ্বিতীয় অনুবাদ রাধকৃষ্ণন-অনুযায়ী, ঋত=সত্যের, মূর্তা-মূর্তজগতের—শ, world order—রা।

(১৮) অমৃতের নাভি-প্রাণিগণের অমৃতত্ব আমাতে প্রতিষ্ঠিত—শ।

(১৯) মূলে আছে 'অহং বিশ্বং ভুবনম্ অভিভবামি'—প্রথম অনুবাদ রংগরামানুজ, আনন্দগিরি ও রাধাকৃষ্ণনের মতানুযায়ী। দ্বিতীয় অনুবাদ পণ্ডিত দুর্গাচরণের মতানুযায়ী। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ উভয় ব্যাখাই সম্ভবপর মনে করেন।

(২০) রংগরামানুজ 'র' অর্থ করেন—কমনীয় দেদীপ্যমান শরীর হয়।

তৃতীয় অধ্যায় দশম অনুবাক সমাপ্ত

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ সমাপ্ত।

শান্তিপাঠ

ওম্, (ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন। উভয়কে সমভাবে (বিদ্যার ফল) ভোগ প্রদান করুন। আমরা উভয়ে যেন সমভাবে বীর্যের সহিত কর্ম করি। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজ-সম্পন্ন হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ঐতরেয়োপনিষৎ

ঋগ্বেদের ঐতরেয় শাখার দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ই ঐতরেয় উপনিষৎ নামে বিখ্যাত। ঐতরেয় মহিদাস এই উপনিষদের দ্রষ্টা। তাঁহার মাতার নাম ছিল ইতরা। ইতরার পুত্র বলিয়া তিনি ঐতরেয় মহিদাস নামে বিখ্যাত; এবং তাঁহার দৃষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ তাঁহার মাতার নামানুসারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষৎ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঋষির নাম মহিদাস, মাতার নাম ইতরা, বৈদিক যুগে এই নামদ্বয় উচ্চবংশীয়ের নাম নয়। কুল বা পিতার নামে নিজকে পরিচিত না করিয়া, নিজকে এবং নিজের দৃষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎকে মাতার নামে পরিচিত করায় কেহ কেহ মনে করেন যে ইতরা নীচ-বংশোদ্ভবা ছিলেন এবং মহিদাস নিজের বিদ্যা ও তপস্যার বলে ব্রহ্ম লাভ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন।

অন্য একটি আখ্যায়িকা আছে যে মহিদাস ব্রহ্মার পৌত্র বিশাল ও ইতরার পুত্র, এবং তিনি বিষ্ণুর অবতার ছিলেন।

ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদ হইলেও, ঋগ্বেদীয় প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে মাত্র ঐতরেয় ও কৌষীতকি উপনিষৎই আমরা বর্তমানে প্রাপ্ত হই। ঐতরেয় উপনিষৎ অতি সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে মাত্র তিনটি অধ্যায় আছে। রামানুজপন্থী কোন ভাষ্য ইহার নাই।

আচার্য শংকরের বিশদ ভাষ্য আছে। আচার্য মধ্ব ও এই উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। স্থানে স্থানে মধ্বের ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে।

ঐতরেয়োপনিষৎ

শান্তিপাঠ*

ওম্. আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত (হউক)। আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে আবি, (প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্ম), আমার নিকট আবির্ভূত হও। (আমার মন যেন) বেদের অর্থ অবধারণে সমর্থ হয়। শ্রুত (বিদ্যা) যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে। আমি যেন অধীত শাস্ত্র দ্বারা দিবা ও রাত্রিকে সংযোজিত করি। আমি ঋত বলিব, আমি সত্য বলিব। (ব্রহ্ম) আমাকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। আচার্যকে রক্ষা করুন।

ওম্ শান্তি, শান্তি. শান্তি।

প্রথম অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(জগৎ সৃষ্টি)

(সৃষ্টির) পূর্বে ইহা (=এই জগৎ) এক আত্মাই[১] ছিল।** অন্য কিছু নিমেষাদি-ক্রিয়াশীল ছিল না। তিনি 'ঈক্ষণ' (=চিন্তা) করিলেন "লোক সমূহ সৃষ্টি করিব।" ১।১।১

(১) আত্মা—শংকর বলেন "আপ্নোতি, অত্তি ও অততি বলিয়া আত্মা: আত্মা অর্থ শ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, ক্ষুধাদি-সংসার-ধর্ম-বর্জিত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, জন্মরহিত, অজর, অমর, অমৃত অভয় ও অদ্বয় পরমেশ্বর।"

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৮) দ্রষ্টব্য।

**মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৯) দ্রষ্টব্য।

তিনি (=সেই আত্মা) এই লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন—'অম্ভ' (-লোক)[২] মরীচি(-লোক) সমূহ[৩], 'মর' (-লোক)[৪], আপ(-লোক)। ঐ অম্ভ (-লোক) দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, দ্যুলোক অম্ভ (-লোকের) প্রতিষ্ঠা (=আশ্রয়) অন্তরীক্ষ মরীচি(-লোক)সমূহ। পৃথিবী 'মর' (-লোক)। যে সকল (লোক পৃথিবীর) অধোভাগে তাহারা 'আপ'(-লোক)।　১।১।২

(ক) আপ্নোতি, আপ্ ধাতু+মন্=আত্মা। আপ্ ধাতু জ্ঞান, ব্যাপ্তি ও প্রাপ্তি বুঝায়। অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান সর্বব্যাপ্ত=সর্বজ্ঞ। প্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি বুঝাইলে অর্থ হয় যিনি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকে এক সঙ্গে পাইতে পারেন=সর্বশক্তিমান্।

(খ) অত্তি (অদ্ ধাতু ভোজন করা+মন্)=আত্মা=যিনি সকলকে ভক্ষণ করেন=সর্বসংহারক=নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব।

(গ) অততি অৎ (ধাতু সতত গমন বা ব্যাপ্তি বোধক)+মন্=আত্মা; সর্বগামী ও সর্বব্যাপক।

পণ্ডিত দুর্গাচরণ, মহেশচন্দ্র পাল ও স্বামী বিশুদ্ধানন্দ শংকরের ভাষ্যের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহেশচন্দ্র পাল অন্য একটি বুৎপত্তি দিয়াছেন—(ঘ) আ+দা+মন্—যিনি সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শংকর তাঁহার অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্যে একাধিকবার লিঙ্গপুরাণের ১।৭০।৯৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাও বুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশক। সেই শ্লোকটি এই—

"যৎ চ আপ্নোতি, যদ্ আদত্তে, যৎ চ অত্তি বিষয়ান্ ইহ।
যৎ চ অস্য সন্ততঃ ভাবঃ তস্মাৎ আত্মা ইতি কীর্ত্যতে॥"

যেহেতু ব্যাপিয়া থাকে, যে হেতু আদান বা গ্রহণ করে, যেহেতু জগতের বিষয় ভোগ করে এবং যেহেতু ইহার ভাব বা সত্তা চিরদিন সন্তত (অবিচ্ছিন্ন) থাকে, সেই হেতু আত্মা বলিয়া কথিত হয়।"—দুর্গাচরণ। (মহেশচন্দ্র পাল বোধ হয় 'আদত্তে' হইতে তাঁহার (ঘ) ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন)। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন এখানে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। কেহ বলেন আত্মা অর্থ বিষ্ণু।

তিনি 'ঈক্ষণ' (চিন্তা) করিলেন "লোক সকল (সৃষ্ট হইল)। (এখন লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব।" তিনি জল[৫] হইতেই পুরুষ (আকা বিশিষ্ট পিণ্ড) উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে (অবয়বাদি দ্বারা) মূর্ত করিলেন। ১।১।

তিনি তাহাকে (=পুরুষাকার পিণ্ডকে) উদ্দেশ্য করিয়া তপস্যা[৬] করিলেন সেই তপস্যার ফলে ডিম্বের ন্যায় তাহার (=পুরুষাকার পিণ্ডের) মু নির্ভিন্ন (=মুখবিবর ভিন্ন হইয়া প্রকাশিত) হইল। মুখ হইতে বাক (ইন্দ্রিয়) এবং বাক্ হইতে (বাকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল)[৭] অ (আবির্ভূত হইলেন)। নাসিকাদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, নাসিকাদ্বয় হইতে প্রাণ (-ইন্দ্রিয়), প্রাণ হইতে (প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল)[৭] বা (আবির্ভূত হইল)। অক্ষি(-গোলক)দ্বয় নির্ভিন্ন হইল, সেই অক্ষি (-গোলক)দ্বয় হইতে চক্ষু (-ইন্দ্রিয়) এবং চক্ষু হইতে (চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল)[৭] আদিত্য (আবির্ভূত হইলেন)। কর্ণদ্বয় নির্ভি হইল, কর্ণদ্বয় হইতে শ্রোত্র (=শ্রবণেন্দ্রিয়), শ্রোত্র হইতে (দিক্ সমূহে অধিষ্ঠাত্রী লোকপাল)[৭] দিক্ (দেবতা)সমূহ (আবির্ভূত হইল)। ত্বক নির্ভিন্ন হইল, ত্বক্ হইতে লোমসমূহ (=স্পর্শেন্দ্রিয়) এবং লোমসমূ হইতে ওষধি বনস্পতি (ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল বা

।

(২) মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক অম্ভ দ্বারা বুঝাইতেছে, অম্ভ অর্থ জল বৃষ্টির জল দ্বারা তাহারা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় এবং তাহারা জল ধারণ করে বলি অম্ভ বলা হয়—বি ও দু।

(৩) মরীচি লোক একটি কিন্তু বহু স্থান ইহাতে আছে অথবা বহু সূর্যকিরণে সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে—শ।

(৪) 'মর' লোক—পৃথিবী ; কারণ এখানে সমস্তই মরণশীল—শ।

(৫) জল দ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চভূত হইতে—শ।

আবির্ভূত হইলেন)[৮]। হৃদয় নির্ভিন্ন হইল, হৃদয় হইতে মন, এবং মন হইতে (মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল)[৭] চন্দ্রমা (আবির্ভূত হইলেন)।

নাভি নির্ভিন্ন হইল, নাভি হইতে অপান (পায়ু-ইন্দ্রিয়), অপান (=পায়ু) হইতে (অপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল)[৭] মৃত্যু (আবির্ভূত হইলেন)। শিশ্ন (=জননেন্দ্রিয়) নির্ভিন্ন হইল, শিশ্ন হইতে রেত, রেত হইতে জল(-শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চভূত-দেবতা লোকপাল প্রজাপতি আবির্ভূত হইলেন)[৮]। ১।১।৪

(৬) তপস্যা করিলেন—পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া অভিধ্যান বা সংকল্প (চিন্তা) করিলেন, শ্রুতিতে বলে তাঁহার জ্ঞানময় তপঃ—শ।

(৭) বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ শংকর ভাষ্য হইতে গৃহীত।

(৮) বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ গম্ভীরানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দগিরির ব্যাখ্যা।

প্রথম অধ্যায় প্রথমখণ্ড সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(পুরুষে বিশ্বশক্তি)

এই সকল দেবতা[১] সৃষ্ট হইয়া মহার্ণবে[২] নিপতিত হইলেন (পরমেশ্বর) তাঁহাকে (=প্রথমোৎপন্ন পুরুষকে) ক্ষুধাতৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত করিলেন[৩]। তাঁহারা (সেই দেবতাগণ) ইঁহাকে (=পরমেশ্বরকে) বলিলেন "আমাদের জন্য আশ্রয়ের বিধান করুন, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয় আমরা অন্ন-ভক্ষণ করিতে পারি।" ১।২।১

(পরমেশ্বর) তাঁহাদের (=দেবতাদের) জন্য একটি গাভী[৪] আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "ইহা আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়[৫]।" (তিনি) তাঁহাদের জন্য একটি অশ্ব[৪] আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বলিলে "ইহা আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।" ১।২।২

(পরমেশ্বর) তাঁহাদের জন্য একটি পুরুষ (=পুরুষাকৃতি মানবদেহ আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "অহো, (ইহা) 'সু-কৃত'[৬] হইয়াছে।' তিনি তাঁহাদিগকে (=দেবতাদিগকে) বলিলেন "যথাযোগ্য আশ্রয়ে প্রবেশ কর।" ১।২।৩

(১) লোকপাল অগ্নি প্রভৃতি দেবতা—শ। (২) মহার্ণবে—সংসারসমুদ্রে—শ (৩) সেই প্রথমোৎপন্নকে ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা সংযুক্ত করায় সেই দেহ হইতে উৎপ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা-দোষযুক্ত হইলেন—শ। তরুলতা ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ম।

(৪) গাভী ও অশ্ব—গবাকৃতি ও অশ্বাকৃতি পিণ্ড পূর্বের ন্যায় জল দ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চভূত হইতে উদ্ধৃত করিয়া মূর্তি প্রদান করিয়া আনয়ন করিলেন—

(৫) পর্যাপ্ত নয়—গোদেহে অবস্থান পূর্বক আমরা পর্যাপ্ত অন্ন ভোজন করিতে সমর্থ হইব না- শ।

অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন। বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। দিক্‌সমূহ শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। ওষধি বনস্পতিগণ লোমসমূহ হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিলেন[৭]। চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন। জল রেত-হইয়া শিশ্নে প্রবেশ করিলেন। ১।২।৪

ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহাকে (=পরমেশ্বরকে) বলিলেন "আমাদের দুই জনের জন্যও (আশ্রয়) বিধান করুন।" তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন "এই সকল দেবতাদের মধ্যেই তোমাদের উভয়ের বৃত্তি ব্যবস্থা করিব। ইহাদের মধ্যে তোমাদের উভয়কে 'ভাগী' করিব।" সেইজন্য যে কোন দেবতার জন্য হবি গৃহীত হয় তাঁহার (=সেই দেবতার) মধ্যেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভাগী হয় (অংশ পাইয়া থাকে)। ১।২।৫

(৬) সুকৃত—শোভনভাবে রচিত; পরমেশ্বর দ্বারা স্বয়ং কৃত (তৈ. উ. ২।৭।১)—শ।

(৭) স্বর্গীয় তরুলতা আধ্যাত্মিক লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিল—ম।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(অন্ন-সৃষ্টি)

তিনি (=পরমেশ্বর) 'ঈক্ষণ' (=চিন্তা) করিলেন "এই লোক-সমূহ ও লোকপালসমূহ (সৃষ্ট হইল)। ইহাদের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিব।" ১।৩।১

তিনি জলকে[১] উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। সেই 'অভিতপ্ত'[২] জল হইতে একটি মূর্তি[৩] জাত হইল। সেই যে মূর্তি জাত হইল, তাহাই অন্ন। ১।৩।২

সেই এই অন্ন সৃষ্ট হইয়া হইয়া (ভোক্তা লোকপালদের নিকট হইতে) পশ্চাৎদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তিনি (=পুরুষ) তখন বাক্ (ইন্দ্রিয়) দ্বারা ইহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু বাক্ (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা তাহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি বাক্ (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অন্নের কথা বলিয়াই মানুষ তৃপ্ত হইত। ১।৩।৩

তিনি তাহাকে (=অন্নকে) প্রাণের (=ঘ্রাণেন্দ্রিয়) দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহাকে (=অন্নকে) প্রাণের দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি প্রাণের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অন্নকে আঘ্রাণ করিয়াই মানুষ তৃপ্ত হইত। ১।৩।৪

(১) জল দ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চভূত (১।১।৩)—শ।

(২) অভিতপ্ত—যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করা হইয়াছে—শ।

(৩) মূর্তি—পঞ্চভূত রূপ উপাদান হইতে ধারণ-সমর্থ-চরাচরলক্ষণযুক্ত ঘন রূপ solid form—গ)—শ।

তিনি তাহাকে (=অন্নকে) চক্ষু (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহাকে (=অন্নকে) চক্ষু (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি তিনি চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে (মানুষ) অন্নকে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৫

তিনি তাহাকে (=অন্নকে) শ্রোত্র (=শ্রবণেন্দ্রিয়) দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি শ্রোত্র দ্বারা (তিনি) তাহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে (মানুষ) অন্ন সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৬

তিনি তাহাকে (=অন্নকে) ত্বক্ (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু ত্বক্ (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি ত্বক্ দ্বারা তাহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে (মানুষ) অন্নকে স্পর্শ করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৭

তিনি তাহাকে (=অন্নকে) মন দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু তিনি মন দ্বারা তাহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি তিনি মন দ্বারা তাহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে (মানুষ) অন্নকে ধ্যান করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৮

তিনি শিশ্ন (=জননেন্দ্রিয়) দ্বারা তাহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহাকে (=অন্নকে) গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি তিনি শিশ্ন দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে (মানুষ) অন্নকে (=অন্নরস-ময় শুক্রকে) ত্যাগ করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৯

তিনি তাহাকে (=অন্নকে) অপান (-বায়ু) দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাহাকে (=অন্নকে)গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। এই যে (অপান-) বায়ু তিনিই অন্নের গ্রাহক। এই যে বায়ু তিনিই অন্নায়ু (অন্নজীবন)। ১।৩।১০

তিনি 'ঈক্ষণ' (=চিন্তা) করিলেন 'ইহা (=এই দেহ) আমা ব্যতীত[৪] কি প্রকারে থাকিবে?" তিনি 'ঈক্ষণ' করিলেন "কোন পথে আমি (ইহার মধ্যে) প্রবেশ করিব?" তিনি 'ঈক্ষণ' করিলেন "যদি বাক্(-ইন্দ্রিয়) দ্বারা (শব্দ-) উচ্চারণ হয়, যদি প্রাণের দ্বারা প্রাণন ক্রিয়া হয়, যদি চক্ষু দ্বারা দর্শন হয়, যদি শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ হয়, যদি ত্বক্ দ্বারা স্পর্শন হয়, যদি মন দ্বারা ধ্যান হয়, যদি অপান দ্বারা অধোনয়ন হয়, যদি শিশ্ন দ্বারা (রেত-)বিসৃষ্টি হয়, তবে আমি কে?" ১।৩।১১

তিনি (=পরমেশ্বর) ইহারই (=মস্তকেরই) সীমা বিদীর্ণ করিয়া এই দ্বার (=ব্রহ্মরন্ধ্র) দ্বারা দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই এই দ্বার 'বিদৃতি'-নামক। সেই এই দ্বার 'নন্দন' (=আনন্দ-প্রদ)। তাঁহার তিনটি আবাস-স্থান[৬], তিনটি স্বপ্ন[৭]। ইহা (=দক্ষিণ চক্ষু) একটি আবাস-স্থান, ইহা (=কণ্ঠ বা মন) একটি আবাস-স্থান, ইহা (=হৃদয়) একটি বাসস্থান। ১।৩।১২

(৪) 'দেহ-রূপ পুরের প্রভুরূপে আমি না থাকিলে কি প্রকারে এই দেহ-পুর থাকিবে' এইরূপ চিন্তা করিলেন—শ।

(৫) "আমি কে?" আমার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই—দেহ, ইন্দ্রিয়গণ ও মন চৈতন্যস্বরূপ আত্মার দ্বারা চৈতন্য-লাভ করিয়াই স্ব স্ব কার্য করিতে সমর্থ হয় সুতরাং আত্মার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়, আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত ইহারা কোন কার্যই করিতে পারিবে না—বি।

(৬) তিনটি আবাসস্থান—(i) জাগরিত অবস্থায় দক্ষিণ চক্ষু, (ii) স্বপ্নাবস্থায় মন, (iii) সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়াকাশ। অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভাশয় ও নিজ শরীর—শ। মধ্ব, সায়ন ও আনন্দগিরি বলেন তিনটি বাসস্থান হইতেছে—দক্ষিণ চক্ষু, কণ্ঠ ও হৃদয়।

(৭) তিনটি স্বপ্ন—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, জাগ্রত অবস্থায় সাধারণতঃ আত্মজ্ঞান থাকে না, সুতরাং প্রকৃত সত্য না দেখিয়া অসৎ বস্তুই দেখে বলিয়া এই অবস্থাকেও স্বপ্ন বলা হইয়াছে—শ। মাণ্ডুক্য উপনিষদে তিন প্রকার অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন ও

তিনি (=পরমেশ্বর) জাত (=জীবাত্মারূপে দেহে প্রবিষ্ট) হইয়া ভূত-সমূহকে (=ভূতসমূহের স্বরূপ) দর্শন করিলেন। ইহ (-লোকে) অন্য কি বলিতে ইচ্ছা করিবেন[৮]? তিনি (=জীব) এই পুরুষকেই (=দেহপ্রবিষ্ট আত্মাকেই) সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিলেন (এবং বলিলেন) "আমি ইঁহাকে দর্শন করিয়াছি।" ১।৩।১৩

সেই জন্য তাঁহার নাম 'ইদন্দ্র'। (তাঁহার) নাম ইদন্দ্রই। তিনি ইদন্দ্র হওয়াতে তাঁহাকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবগণই যেন পরোক্ষপ্রিয়, দেবগণই যেন পরোক্ষপ্রিয়। ১।৩।১৪

সুষুপ্তির কথা বলা হইয়াছে—রা। মধ্ব বলেন দক্ষিণ চক্ষু কণ্ঠ ও হৃদয় এই তিনটি আবাসস্থানকেই স্বপ্ন বলা হইয়াছে।

(৮) মূলে আছে 'কিম্ ইহ অন্যং বাবদিষং ইতি'। অর্থ স্পষ্ট নয়। বাচনিক অনুবাদ উপরে দেওয়া হইয়াছে। শঙ্করের কোন ব্যাখ্যা নাই। রাধাকৃষ্ণন অনুবাদ করেন 'what else would one desire to speak'।

(৯) ইদন্দ্র—ইদম্ পশ্যতি, সাক্ষাৎভাবে অপরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে যাঁহাকে দর্শন করা হইয়াছে—তিনি ইদন্দ্র=পরমাত্মা—শ।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(জীবাত্মার তিন জন্ম)

ইনি (জীবাত্মা) প্রথমতঃ গর্ভ (=রেত)-রূপে পুরুষে (=পুরুষ-শরীরে) থাকেন। এই যে রেত, সেই তাহা (পুরুষের) সকল অঙ্গ হইতে সম্ভূত তেজ (=সার)। পুরুষ এই (রেত-রূপী) আত্মাকে নিজের আত্মাতে (=শরীরে) ধারণ করেন। তখন তাহা (=রেত) স্ত্রীতে সিঞ্চন করেন, তখন ইহাকে (=রেতরূপী জীবাত্মাকে) জন্ম দেন। তাহা (=রেতরূপে সিঞ্চন) ইহার (=জীবাত্মার) প্রথম জন্ম। ২।১।১

তাহা (=সেই সিঞ্চিত রেত) স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায়, যেমন নিজ অঙ্গ সেইরূপ (হয়)। সেই জন্য (সেই আত্মভূত রেতরূপী আত্মা) তাঁহাকে (=অন্তর্বত্নীকে) ব্যথিত করে না। তিনি (=স্ত্রী) এখানে (=নিজ গর্ভে) প্রবিষ্ট ইহার (=স্বামীর) এই (=রেতরূপী) আত্মাকে পালন করেন। সেই পালনকারিণী (=পত্নী) (স্বামী কর্তৃক) পালনীয়া হন। ২।১।২

স্ত্রী সেই গর্ভ ধারণ করেন। তিনি (=পিতা) যখন জন্মের পূর্বে ও পরে কুমারকে পালন করেন, তখন এই লোকসমূহের সন্ততির[১] জন্য তিনি নিজের আত্মাকেই পালন করেন, কারণ এই রূপেই লোকসন্ততি[১] (বর্তমান থাকে)। তাহা (=মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমন) ইহার দ্বিতীয় জন্ম। ২।১।৩

(১) লোকসমূহে সন্ততির জন্য=লোক-বংশ-ধারা রক্ষার জন্য, মানুষ যদি পুত্রোৎপাদন না করিত তবে সমস্ত লোক-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। এইরূপ সন্তানোৎপাদনের ফলে লোক-প্রবাহ বর্তমান থাকে—শ।

সেই এই (পুত্ররূপী) আত্মা ইহার (=পিতার) পুণ্যকর্মের (সম্পাদনের) জন্য প্রতিনিধি হন। অনন্তর ইহার (=পিতার) অন্য আত্মা (পুত্ররূপী আত্মা হইতে ভিন্ন আত্মা অর্থাৎ নিজ আত্মা) কৃতকৃত্য[২] সম্পাদন করিয়া 'বয়োগত' (=বৃদ্ধ) হইয়া (ইহলোক হইতে) প্রয়াণ করেন। এখান হইতে প্রয়াণ করিয়াই পুনরায় জাত হন। তাহা ইঁহার তৃতীয় জন্ম। ২।১।৪

ঋষি দ্বারা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—
"গর্ভে[৩] থাকিয়াই সকল জন্ম (-বৃত্তান্ত) জানিয়াছিলাম[৪]।
শত লোহময় পুর[৫] আমাকে অধলোকে[৬] অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল।
আমি শ্যেন পক্ষীর (ন্যায়) বেগে নির্গত হইয়াছি।"
(মাতৃ-) গর্ভে শয়ন করিয়াই ঋষি বামদেব ইহা বলিয়াছিলেন। ২।১।৫

তিনি (=বামদেব) এইরূপ জ্ঞান-লাভ করিয়া এই শরীর-নাশের পর ঊর্ধ্বে উৎক্রমণ করিয়া স্বর্গলোকে সর্ব কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন। ২।১।৬

(২) কৃতকৃত্য—জন্মমাত্রই মানুষ তিন প্রকার ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে—দেবঋণ, ঋষিঋণ, ও পিতৃঋণ। যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা দেবঋণ, দানাদি দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা। কৃতকৃত্য এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হওয়া—শ ও দু।

(৩) গর্ভে—মাতৃগর্ভে—শ. প্রকৃতির গর্ভরূপ দুঃখবহুল সংসারে—বি।

(৪) কিরূপে জানিয়াছিলেন? আত্মচিন্তার ফলে—শবি.

(৫) লোহময় পুর—লৌহময় দুর্ভেদ্য পুরের ন্যায় এই শরীর—শ.

(৬) অধলোকে—সংসারবন্ধনে—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

'ইনি আত্মা' বলিয়া (যাঁহাকে) আমরা উপাসনা করি তিনি কে[1]? কোনটি সেই আত্মা? (লোকে) যাহা দ্বারা রূপ দর্শন করে, যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, যাহা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, যাহা দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, যাহা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু জানে (তাহাই কি আত্মা)[2] ? ৩।১।১

এই যে হৃদয়, ইহাই মন[3]। সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সংকল্প, ক্রতু, অসু, কাম, 'বশ'[4] —এই সকল প্রজ্ঞানের নাম মাত্র। ৩।১।২

এখানে শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

(১) মূলে আছে—কঃ অয়ম্ আত্মা ইতি বয়ম্ উপাস্মহে—রাধাকৃষ্ণন এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে অনুবাদ এইরূপ হইবে: (প্রশ্ন)—ইনি কে? (উত্তর)—আমরা (ইহাকে) আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। উভয় অর্থ এবং অনুবাদই সম্ভব।

(২) শঙ্কর বলেন 'যাহা দ্বারা উপলব্ধি দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি করা হয়, তাহা আত্মা নহে, যিনি উপলব্ধি করেন, দর্শন ইত্যাদি করেন তিনি আত্মা।'

(৩) মূলে আছে যং এতৎ হৃদয়ং মনঃ এতৎ সংজ্ঞানম্ আজ্ঞানম্ ইত্যাদি। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন এই যে হৃদয় ইহাই মন, কেহ বলেন হৃদয় ও মন বাক্য (অন্তঃকরণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় রূপে বিভক্ত)।......

(৪) সংজ্ঞান—চেতনভাব—শ., consciousness—রা। আজ্ঞান—প্রভুভাব—শ. (rulership—গ), perception—রা। বিজ্ঞান=কলাবিষয়ে জ্ঞান—শ (knowledge of art—গ), discrimination—রা। প্রজ্ঞান=প্রজ্ঞতা (presence of mind)—শ, intelligence—রা। মেধা—গ্রন্থের অর্থধারণের সামর্থ্য—শ; retentiveness—গ; wisdom—রা। দৃষ্টি—ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-উপলব্ধি—শ; insight—রা। ধৃতি—ধারণ (ধৈর্য—fortitude—গ), ধৃতি দ্বারা অবসন্ন দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে তেজ সম্পন্ন করা হয়—শ, steadfastness—রা। মতি-মনন—শ; thought—রা। মনীষা—মনন বা চিন্তা বিষয়ে স্বাধীনতা—শ; independent thinking—গ, thoughtfulness—রা।

ইনি (=আত্মা) ব্রহ্মা, ইনি ইন্দ্র, ইনি প্রজাপতি, (ইনি) সকল দেবতা, (ইনি) পঞ্চ মহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি (অগ্নি)—এই সমুদয় এবং এই ক্ষুদ্র-মিশ্র[৫] প্রাণী সকল[৬], জীব সমূহ, এবং অপরাপর অণ্ডজ (যেমন পক্ষী) জরায়ুজ (যেমন মানুষ), স্বেদজ (যেমন উৎকুণ), উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, মনুষ্য, হস্তিসমূহ এবং যে কোন প্রাণী—যাহারা জঙ্গম (=পায়ে চলে), বা যাহারা আকাশে উড়ে, অথবা যাহারা স্থাবর (=অচল)—(এই সমস্তই ইনি)। *সেই সমুদয়ই 'প্রজ্ঞা-নেত্র'[৭], প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত[৮], (সকল লোকই 'প্রজ্ঞা-নেত্র' প্রজ্ঞাই জগতের) প্রতিষ্ঠা) অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম*। ৩।১।৩

ধৃতি—রোগাদিজনিত মানস দুঃখ—শ ; (mental suffering due to disease, etc.—গ) ; impulse—রা। স্মৃতি—স্মরণ শক্তি—শ ; memory—রা। সংকল্প—রূপাদি বিষয়ে শ্বেত কৃষ্ণাদি ভাবে উপলব্ধি—শ ; (ascertaining of colours, etc., as white, black, etc.—গ.) ; conception—রা। ক্রতু—অধ্যবসায়—শ ; (resolution—গ) ; purpose—রা। অসু—জীবনের হেতুভূত প্রাণনক্রিয়া বৃত্তি—শ ; (any function calculated to sustain life's activity, such as breathing, etc.—গ) ; life- রা। কাম—দূরবর্তী বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা—শ ; (desire for a remote object—গ) ; desire—রা। বশ—স্ত্রী-সংস্পর্শাভিলাষ (passion for company of women—গ) ; control—রা। রাধাকৃষ্ণনের অনুবাদ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতানুযায়ী, গম্ভীরানন্দ শংকরের ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ করিয়াছেন।

(৫) ক্ষুদ্র-মিশ্র— সর্পাদি—শ। উভয়চর—সীতানাথ।

(৬) মূলে 'ইব' শব্দ ক্ষুদ্র-মিশ্রের পরে আছে। শংকর বলেন 'ইব' শব্দের কোন অর্থ নাই।

(৭) 'প্রজ্ঞা-নেত্র'—প্রজ্ঞা=প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা (প্রজ্ঞা) ব্রহ্মই। নেত্র—যাহা দ্বারা নীত হয় অর্থাৎ সত্তা-লাভ বা প্রকাশ-প্রাপ্ত হয়। সেই প্রজ্ঞা হইয়াছে নেত্র যাহার, নেত্র অর্থাৎ সত্তা বা প্রকাশলাভের কারণ, তাহা প্রজ্ঞা নেত্র--শ. বি., Guided by intelligence।

* মূলের জন্য পরিশিষ্ট ক (৫০) দ্রষ্টব্য।

তিনি (ব্রহ্মজ্ঞ) প্রজ্ঞারূপ আত্মা দ্বারা এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয় ঐ স্বর্গলোকে, সর্বপ্রকার কাম্য প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন হইয়াছিলেন। ৩।১।৪

(৮) প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কালে প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রে অবস্থিত—প্রজ্ঞাশ্রয়,—শ, established in intelligence—রা।

(৯) Brahma is intelligence—রা।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

ঐতরেয়োপনিষৎ সমাপ্ত

শান্তিপাঠ

ওম্. আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে আবি, আমার নিকট আবির্ভূত হও। (আমার মন যেন বেদের অর্থ অবধারণে সমর্থ হয়। শ্রুত (=বিদ্যা) যেন আমাকে পরিত্যা না করে। আমি যেন অধীত শাস্ত্র দ্বারা দিবা বা রাত্রিকে সংযোজিত করি। আমি ঋত বলিব, আমি সত্য বলিব। (ব্রহ্ম) আমাকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

কৌষীতকি উপনিষৎ

কৌষীতকি উপনিষৎ ঋগ্‌বেদীয়। কৌষীতকি উপনিষৎ, কৌষীতকি-ব্রাহ্মণের অংশ নয়, ইহা কৌষীতকি আরণ্যকের অংশ, সেই জন্য এই উপনিষৎকে কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলা হয়।

যদিও আচার্য শংকর এই উপনিষদের ভাষ্য লিখেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই উপনিষৎ হইতে অষ্টাশীটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন। শংকরানন্দ দীপিকা নামীয় একখানা ভাষ্য লিখিয়াছেন। রংগরামানুজ বা মধ্বও এই উপনিষদের কোন ভাষ্য লিখেন নাই। কিন্তু এই উপনিষৎ প্রাচীন উপনিষৎসমূহের অন্যতম, এবং রূপক দ্বারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ এখানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বহু পণ্ডিত এই উপনিষৎকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। অধ্যাপক E. B. Cowell ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কৌষীতকি উপনিষদের মূল, তাঁহার ইংরেজী অনুবাদ, এবং শংকরানন্দ-দীপিকার বিশেষ বিশেষ অংশের ইংরেজী অনুবাদ Biliotheca Indica Series এর এক অংশরূপে প্রকাশিত করেন। সার উলিয়াম্ জোন্সের ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের পর, ইউরোপীয় কর্তৃক ইহাই দ্বিতীয় উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ। শংকরানন্দের দীপিকা এবং তাঁহার গৃহীত এই উপনিষদের মূল আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। Bibliotheca Indicaর পাঠের সহিত, আনন্দাশ্রমের পাঠের সহিত স্থানে স্থানে পার্থক্য আছে ; যেখানে পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ সেখানে তাহা পাদটীকায় দেখান হইয়াছে। Bibliotheca Indicaর পাঠ এখানে অনুসরণ করা হইয়াছে।

শংকরানন্দের দীপিকা হইতে এবং আচার্য রাধাকৃষ্ণনের ব্যাখ্যার সারাংশ পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

কৌষীতকি-উপনিষৎ

শান্তিপাঠ*

ওম্, আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত (হউক)। আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত (হউক)। হে আবি (প্রকাশস্বরূপ), তুমি মূর্তিমতী হইয়া জ্ঞানের সহিত আবির্ভূত হও।[১] তিনি আমার নিকট বিস্তৃতা হোন। ঋতকে হিংসা করিওনা, করিও না। এই অধীত (বিদ্যার) সহিত অহোরাত্র বাস করিব হে অগ্নি, (তোমাকে) পূর্ণ নমস্কার। ঋষিগণকে, মন্ত্রদ্রষ্টাদিগকে ও মন্ত্র-পতিগণকে পূর্ণ নমস্কার। দেবগণকে নমস্কার। সরস্বতী আমাদের প্রতি শিবা, শন্তমা ও করুণাময়ী হোন, যেন শূন্যা না হোন্। যেমন সূর্য জ্যোতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ আমার মন (সর্বাপেক্ষা) পবিত্র এবং চক্ষু ইষ্টদর্শী (হউক)। হে দীক্ষে,[২] আমাকে হিংসা করিও না, করিও না।

প্রথম অধ্যায়**

পুনর্জন্ম ও মুক্তি

চিত্র গাংগ্যায়ণি[১] যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আরুণিকে (পুরোহিত রূপে) বরণ করিয়াছিলেন। তিনি (=আরুণি) পুত্র (শ্বেতকেতুকে) "যজ্ঞ করাও" (বলিয়া) প্রেরণ করিলেন। (শ্বেতকেতু) আগমন করিলে তাঁহাকে (চিত্র) জিজ্ঞাসা করিলেন "হে গৌতমের পুত্র, জগতে এমন কোন গুপ্তস্থান আছে কি যেখানে আপনি আমাকে (যজ্ঞ দ্বারা) স্থাপন

* আনন্দাশ্রম সংস্করণ হইতে গৃহীত। Bibliotheca Indica সংস্করণে কোন শান্তিপাঠ নাই।

(১) সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—শ।

(২) দীক্ষা—সরস্বতী—শ।

** অনুরূপ উপাখ্যান বৃ. উ. ৬।২, ছা. উ. ৫।৩।১০-এ আছে। সেখানে রাজার নাম প্রবাহণ।

(১) আনন্দ আশ্রম সংস্করণ অনুযায়ী নাম গার্গ্যায়ণি চিত্র।

করিতে পারিবেন? অথবা এমন কোন পথ আছে কি যাহার (নির্দিষ্ট) লোকে (যজ্ঞ দ্বারা) আপনি আমায় স্থাপন করিতে পারিবেন?"

তিনি (=শ্বেতকেতু) বলিলেন "আমি ইহা জানি না; যদি অনুমতি হয়, আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিব।" তিনি পিতার নিকট আগমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"(চিত্র) ইহা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কি প্রকারে ইহার প্রত্যুত্তর দিব?" তিনি (=আরুণি) বলিলেন "আমিও ইহা জানি না। (রাজা চিত্রের) সভায় (গমন করিয়া সেখানে) আমরা বেদ অধ্যয়ন করিয়া (এই বিদ্যা) আহরণ করিব। অন্যে যেমন আমাদিগকে (জ্ঞান-) দান করেন, (তেমন চিত্রও দিবেন)। চল, আমরা উভয়ে গমন করিব।" তিনি (=আরুণি) সমিৎ-হস্তে গাংগ্যায়ণি চিত্রের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন ("শিষ্যরূপে আমি) উপস্থিত হইয়াছি।" (রাজা চিত্র) তাঁহাকে বলিলেন "গৌতম, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত[২], (কারণ ব্রাহ্মণ বলিয়া) তুমি অভিমানী নও। এস, তোমাকে বুঝাইয়া দিব।" ১।১

তিনি (=চিত্র) বলিলেন "যাঁহারা এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করেন। (চন্দ্রমা) পূর্ব (=শুক্ল) পক্ষে তাঁহাদের প্রাণসমূহ দ্বারা আপ্যায়িত হন, অপর (=কৃষ্ণ) পক্ষে (আগত) তাহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করান[৩]।

যিনি চন্দ্রমা, তিনিই স্বর্গের দ্বার। যিনি তাঁহাকে (=চন্দ্রমাকে)

(২) মূলে আছে ব্রহ্মার্হ। আ. আ. অনুযায়ী পাঠ ব্রহ্মার্থ—ব্রহ্মার পূজা পাইবার [উ]পযুক্ত।

(৩) মূলে আছে 'অপরপক্ষেণ প্রজনয়তি'। আ. আ. অনুযায়ী পাঠ 'অপর [প]ক্ষে ন প্রজনয়তি'—কৃষ্ণপক্ষে তিনি আনন্দ উৎপাদন করেন না। রাজা যেমন [বি]ত্তহীন হইলে পরিবার-বর্গকে আনন্দদান করিতে পারেন না, সেইরূপ কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র [ক্ষী]ণ হইলে তখন স্বর্গাগতদের তৃপ্তি দিতে পারেন না—শং। গীতা ৮।২৩-২৬ শ্লোকে [ব]লন কৃষ্ণপক্ষে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয়।

(যথাযথ) প্রত্যুত্তর দেন[৪], তাঁহাকে তিনি উচ্চতর (-লোকে) প্রের করেন। আর যিনি তাঁহাকে (যথাযথ) প্রত্যুত্তর দেন না, তাঁহা তিনি বৃষ্টিরূপে ইহলোকে বর্ষণ করেন। তিনি (=জীব) কর্মানুযা এবং বিদ্যা (=জ্ঞান) অনুযায়ী ইহলোকে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সিং বরাহ, সর্প, ব্যাঘ্র বা মনুষ্য বা অন্য কিছু—এই সকল দেহে পুনর জাত হন।

সেই আগতকে জিজ্ঞাসা করেন[৫] "তুমি কে?"

(তিনি) তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিবেন

"বিচক্ষণ[৬], ঋতুগণ (-স্বরূপ), পঞ্চদশ কলাযুক্ত, (আহুতি-) প্রস্ পিতৃলোক স্বরূপ (চন্দ্র) হইতে রেতরূপে গৃহীত আমাকে (ব্রহ্মা) পুর (রেত-সেচক) কর্তাতে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই পুরুষ-কর্তা আমা (রেতরূপে) মাতাতে সিঞ্চিত করেন। আমি জন্মগ্রহণ করিয়া শরীর ধা করিয়াছি। (আমার) সংবৎসর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাস-যুক্ত। দ্বা বা ত্রয়োদশ-মাসযুক্ত (সংবৎসর দ্বারা পরিমিত-আয়ু) পিতার (তদাত্ম্য-গত হইয়া) ছিলাম। তাঁহার (=ব্রহ্মের) জ্ঞান-লাভের এবং তাঁহার (=ব্রহ্মের) প্রতিকূল জ্ঞানলাভের জন্য আমি (জাত হ

(৪) মূলে আছে 'তং যঃ প্রত্যাহ তম্ অতিসৃজতে'। শংকরানন্দ ব্যাখ্যায় ব যিনি প্রত্যুত্তর করেন যে তিনি স্বর্গে থাকিবেন না চন্দ্র তাঁহাকে উর্ধ্বে প্রেরণ কে আর যিনি তাহা বলেন না তাঁহাকে স্বর্গভোগের পর ইহলোকে বৃষ্টিরূপে চন্দ্র করেন। রাধাকৃষ্ণন বলেন দুইটি পথ দেবযান ও পিতৃযান। দেবযান দ্বারা যা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন না। যাহারা ব্রহ্মলে যান না, তাহাদের পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়।

(৫) কে জিজ্ঞাসা করেন? পণ্ডিত সীতানাথ বলেন চন্দ্র, শংকরানন্দ ব পৃথিবীতে গমনের পর গুরু জিজ্ঞাসা করেন। উর্ধ্বে প্রেরণের কথা পরে অ সুতরাং চন্দ্রই প্রশ্ন করেন, পণ্ডিত সীতানাথের এই মত সমীচীন মনে হয়।

(৬) বিচক্ষণ—far-shining—রা।

ছিলাম)। সেইজন্য আমার ঋতুসমূহ (=জীবন) অমৃতত্ব লাভের জন্য ধারণ করুন। সেই সত্য দ্বারা এবং সেই তপস্যা দ্বারা আমি ঋতুস্বরূপ এবং ঋতুজাত। আমি কে? আমি তুমি।"

তৎপর (চন্দ্র) তাঁহাকে ঊর্ধ্বে গমন করিতে দেন[৭]। ১।২

(ব্রহ্মলোক)

তিনি (=ব্রহ্মবিদ্) এই দেবযান পথকে প্রাপ্ত হইয়া (প্রথমে) অগ্নিলোকে আগমন করেন। (পরে) তিনি বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতি[৮]লোক এবং ব্রহ্মলোকে[৯] (আগমন করেন)। এই ব্রহ্মলোকে 'আর'[১০] হ্রদ, 'যেষ্টিহা'[১১] মুহূর্ত সমূহ[১২], 'বিজরা'[১৩] নদী, ইল্য[১৪] বৃক্ষ, সালজ্য[১৫] নগর, অপরাজিত[১৬] নিবাস, ইন্দ্র ও প্রজাপতি

(৭) ভাবার্থ—জ্ঞান দুই প্রকার—এক প্রকার জ্ঞানদ্বারা আমরা পিতৃযান পথ, অন্য প্রকার জ্ঞান দ্বারা দেবযান পথ প্রাপ্ত হই। স্বর্গ ও নরক আমাদের পিতৃযান পথে ভ্রমণের বিশ্রাম-স্থান ; তাহারা কালের জগতে এবং জন্মমৃত্যুর স্রোতের জগতে অবস্থিত। ব্রহ্মজ্ঞান দেবযান-পথে আমাদিগকে ইহাদের অতীতে লইয়া যায়—রা

(৮) প্রজাপতি—বিরাট্‌রূপ—শং। (৯) ব্রহ্মলোক—হিরণ্যগর্ভ নিবাস—শং।

(১০) আর—অরি—কামক্রোধাদি দ্বারা বিরচিত। (১১) যেষ্টিহা—যাহারা কামক্রোধাদি উৎপাদন করিয়া ইষ্ট (=ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপায়) হনন (=বিনষ্ট) করে তাহারা যেষ্টিহা। (১২) মুহূর্ত(=৪৮ মিনিট্—ম. উলি.)-অভিমানী দেবতা—শং। (১৩) বিজরা—যাহার দর্শনে জরা দূর হয়—শং। (১৪) ইল্য—পৃথিবীরূপিণী (ইলা=পৃথিবী)। (১৫) সালজ্য—সালবৃক্ষ সমান জ্যা-বিশিষ্ট উপতীর আকার—অর্থাৎ ধনুকাকার জলাশয়ের সালবৃক্ষের ন্যায় উপতীর যুক্ত—শং। ডা. রঙ্গলকার সালজ্য স্থানে সল্লজ পাঠ গ্রহণ করেন। তাহার অর্থ সং+ল+জ অর্থাৎ সৃষ্টি, লয় ও জন্মের স্থান রূপ নগর—রা। (১৬) অপরাজিত—unconquered—রা ; অনেক সূর্য সমান, হিরণ্যগর্ভের রাজমন্দির—শ।

দ্বাররক্ষক,[১৭] বিভু[১৮] সভাস্থান, বিচক্ষণা[১৯] সভামধ্যবেদি, আমিতৌজা[২০] পালঙ্ক, মানসী প্রিয়া[২১], এবং চাক্ষুষী প্রতিরূপা[২২],—যাঁহারা দুই জনে জগৎসমূহকে(অথবা চতুর্বিধ প্রাণিসমূহকে)[২৩] পুষ্পের ন্যায় বয়ন করেন,—অম্বাগণ[২৪], অম্বায়বীগণ[২৫] অপ্সরাগণ এবং অম্বয়া নদী[২৬] সমূহ আছে। সেখানে (=ব্রহ্মলোকে) এইরূপ জ্ঞানবান[২৭] আগমন করেন তাঁহার সম্বন্ধে ব্রহ্ম (বা ব্রহ্মা) (অপ্সরাগণকে) বলেন "ধাবিত হও, আমার (যোগ্য) সম্মান দ্বারা (তাঁহাকে সম্মানিত কর)। ইনি বিজরা নদী প্রাপ্ত (=উত্তীর্ণ) হইয়াছেন। ইনি (আর) জরাগ্রস্ত হইবেন না।" ১।৪
পঞ্চশত অপ্‌সরা তাঁহার (=ব্রহ্মবিদের) নিকট আগমন করেন—এক শত (কেশর-কুঙ্কুমাদি) চূর্ণহস্তে, একশত বসন-হস্তে, একশত ফল-হস্তে, একশত অঞ্জন-হস্তে, একশত মাল্য-হস্তে। তাঁহারা (সেই ব্রহ্মবিদ্‌কে)

(১৭) ইন্দ্র ও প্রজাপতি—বায়ু এবং আকাশ—শং।

(১৮) বিভু—অহংকার স্বরূপ আমিত্বের ন্যায় বলিয়া বিভু—শং।

(১৯) বিচক্ষণা—কুশল বুদ্ধি, (সাংখ্যে যাহাকে বলা হইয়াছে মহৎতত্ত্ব)—শং। কা.।—farshining—হি।

(২০) অমিতৌজা—অপরিমিত ওজঃ (=বল) যাহার—শং ; of un-measured splendour—রা ও কা।

(২১) মানসী—মনের কারণভূতা প্রকৃতি—শং।

(২২) চাক্ষুষী প্রতিরূপা—চক্ষু-প্রকৃতি-রূপা তেজোময়ী প্রতিচ্ছায়া—শং।

(২৩) মূলে আছে জগানি=worlds (জগৎসমূহ)—রা. হি ও কা। চতুর্বি ভূতসমূহ—শং।

(২৪) অম্বাগণ—জগজ্জননী শ্রুতিগণ—শং ; mothers—রা, হি ও কা।

(২৫) অম্বায়বীগণ—মূলে 'অম্বায়বীঃ' শব্দ আছে—,—শ্রুতি-বুদ্ধিসমূহ—শং nurses—রা ও হি ; undecaying—কা।

(২৬) অম্বয়া নদী=ব্রহ্ম-জ্ঞান-দায়িনী উপাসনারূপিনীনদীসমূহ—শং।

(২৭) অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্—শং।

ব্রহ্মালংকার[২৮] দ্বারা অলংকৃত করেন। সেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মালংকারে অলংকৃত হইয়া ব্রহ্মাভিমুখে গমন করেন। তিনি 'আর' হ্রদের নিকট আগমন করিয়া মন দ্বারা (তাহা) অতিক্রম করেন[২৯]। যাঁহারা অব্রহ্ম-বিদ্[৩০] তাঁহারা ইহা (=এই আর হ্রদকে) প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে নিমজ্জিত হয়। (অতঃপর) তিনি যেষ্টিহা মুহূর্তদের নিকট আগমন করেন, তাহারা তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে। তিনি 'বিজরা' নদীর নিকট আগমন করেন এবং মনের দ্বারাই তাহা (=বিজরা নদী) অতিক্রম করেন। সেখানে তিনি তাঁহার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি বিসর্জন দেন। তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ (তাঁহার) সুকৃতি এবং অপ্রিয়গণ দুষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। যেমন রথ-গমনকারী রথচক্রদ্বয় পর্যবেক্ষণ করেন সেইরূপ তিনি দিবস এবং রাত্রি পর্যবেক্ষণ করেন। এইরূপে তিনি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি এবং সর্ববিধ দ্বন্দ্ব ভাব[৩১] (মাত্র পর্যবেক্ষণ করেন কিন্তু তাহাদের দ্বারা আর বিচলিত হন না)। এইরূপে তিনি সুকৃতি-হীন ও দুষ্কৃতিহীন হইয়া ব্রহ্মাভিমুখে গমন করেন। ১।৪

তিনি ইল্য বৃক্ষের নিকট আগমন করেন, (তখন) ব্রহ্মগন্ধ তাঁহাকে প্রবেশ করে। তিনি সালজ্যনগরে আগমন করেন, (তখন) ব্রহ্মরস তাঁহাতে প্রবেশ করে। তিনি অপরাজিত নিবাসে আগমন করেন, (তখন) ব্রহ্মতেজ তাঁহাতে প্রবেশ করে। তিনি দ্বাররক্ষক ইন্দ্র ও প্রজাপতির নিকট আগমন করেন; তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে অপসরণ করেন।

(২৮) ব্রহ্মালংকার—হিরণ্য-গর্ভ-যোগ্য অলংকার—শং।

(২৯) কাম-ক্রোধাদিরূপ হ্রদ্ অন্তঃকরণ দ্বারা অতিক্রম করিতে হইবে। মনের সাধনা ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়—শং

(৩০) মূলে আছে—সংপ্রতিবিদঃ বৈষয়িকজ্ঞানসম্পন্ন অব্রহ্মবিদ্—শং। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ও রাধাকৃষ্ণন অনুবাদ করেন, who know only the immediate presence.

(৩১) দ্বন্দ্বভাব—pair of opposites—রা। যেমন আলোছায়া শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ—শং। অর্থাৎ বাস্তবজগতের সীমাবদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করেন।

তিনি বিভু সভাস্থানে আগমন করেন, তখন, ব্রহ্মযশ[৩২] তাঁহাতে প্রবেশ করে।

তিনি বিচক্ষণা সভা মধ্যবেদির নিকট আগমন করেন। 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' সামদ্বয় ইহার (=বেদির) পূর্ব (=সম্মুখস্থ) পাদদ্বয়, 'শৈত্য' ও 'নৌধস' সামদ্বয় অপর (=পশ্চাদ্‌স্থ) পাদদ্বয়। 'বৈরূপ' এবং 'বৈরাজ' সামদ্বয় দক্ষিণ-উত্তর (অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের) প্রান্তদ্বয়, শাক্কর ও রৈবত সামদ্বয় ইহার পূর্ব-পশ্চিম (=প্রস্থের) প্রান্তদ্বয়।

ইহাই (=সেই বেদি) প্রজ্ঞা[৩৩]। তিনি প্রজ্ঞা দ্বারাই সম্যক্ দর্শন করেন। (অতঃপর) তিনি 'অমিতৌজা' পালঙ্কের নিকট আগমন করেন। ইহা (=এই পালঙ্ক)ই প্রাণ। 'অতীত' ও 'ভবিষ্যৎ' উহার পূর্ব (=সম্মুখস্থ) পাদদ্বয়, 'শ্রী' এবং ইরা অপর (=পশ্চাদ্‌স্থ) পাদদ্বয়। 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' (সামদ্বয়) ইহার দক্ষিণ-উত্তর (=দৈর্ঘ্য-প্রান্তদ্বয়), 'ভদ্র' ও 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' (সামদ্বয়) শীর্ষ (ও পদদিক্‌স্থ প্রান্তদ্বয়)। ঋক্ মন্ত্রসমূহ এবং সামমন্ত্রসমূহ দৈর্ঘ্য-পট্টিকা, যজুর্মন্ত্রসমূহ প্রস্থ-পট্টিকা। চন্দ্রকিরণ-সমূহ উহার উপস্তরণ[৩৪], উদ্‌গীথ (উহার) উপশ্রী[৩৫], শ্রী ইহার শিরোধান।

(ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব)

সেখানে (=সেই পালঙ্ক) ব্রহ্মা[৩৬] (পাঠান্তর, ব্রহ্ম) আছেন। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন (ব্রহ্মবিদ্) প্রথমে এক পদ দ্বারা ইহাতে আরোহণ করেন। তাঁহাকে ব্রহ্মা (পাঠান্তর, ব্রহ্ম) প্রশ্ন করেন—"তুমি কে?" তিনি প্রত্যুত্তর দেন— ১।৫

(৩২) ব্রহ্মযশ—Glory of Brahma—রা।

(৩৩) প্রজ্ঞা—wisdom—রা। বুদ্ধি—শং।

(৩৪) উপস্তরণ—cushion—রা; গদী—সীতানাথ।

(৩৫) উপশ্রী—coverlet—রা। উপস্তরণের উপর ক্ষীরগৌর নরম বস্ত্র—শং।

(৩৬) ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ—শং।

"আমি ঋতু[৩৭], আমি ঋতু-সম্বন্ধী, আকাশ[৩৮]-যোনি-সম্ভূত জ্যোতি[৩৯], সংবৎসরে তেজ, (আমি) প্রত্যেক ভূতের আত্মা[৪০]। তুমি ও প্রত্যেক ভূতের আত্মা। তুমি ও যিনি, আমি ও তিনি।"

তিনি (ব্রহ্মা) বলেন, "আমি কে?"

(ব্রহ্মবিদ্) বলিবেন "সত্য"।

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"যাহা সত্য তাহা কি?" (অর্থাৎ সত্য কি?)

(ব্রহ্মবিদ্) "যাহা দেবগণ এবং প্রাণসমূহ হইতে[৪১] ভিন্ন তাহা সৎ। আর যাহা দেবগণ ও প্রাণসমূহ তাহাই 'ত্য'। সুতরাং এই (সত্য) শব্দ দ্বারা যাহা কিছু আছে এই সমস্তকেই সত্য বলা হইয়াছে। তুমিই এই সমস্ত"। ইহাই (তিনি) ইঁহাকে (=ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মাকে) তখন বলেন। ঋক্ শ্লোক দ্বারা এইরূপ উক্ত হইয়াছে[৪২]। ১।৬

যজুঃ (-বেদ) যাঁহার উদর, সাম (-বেদ) যাঁহার শির,

(৩৭) ঋতু—বসন্তাদি ঋতু আমি—অর্থ আমি কালাত্মক—শং।

(৩৮) আকাশ—অব্যাকৃত—শং।

(৩৯) আনন্দাশ্রম সংস্করণে পাঠ আছে ভায় অর্থাৎ জ্যোতি। কিন্তু Bibliotheca Indica সংস্করণে পাঠ আছে "ভার্যায়ৈ রেতঃ" অর্থাৎ ভার্যার জন্য রেতঃ। এখানে আনন্দশ্রম সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

(৪০) Bebliotheca Indica সংস্করণে আছে—"ভূতস্য ভূতস্য আত্মা, ভূতস্য ভূতস্য ত্বম্ আত্মা অসি।" ইহারই অনুবাদ উপরে দেওয়া হইয়াছে। আনন্দাশ্রম সংস্করণে আছে—"ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য আত্মা, ত্বম্ আত্মা অসি" (আমি) ভূতস্য=(অতীতের), ভূতস্য (=যথার্থ কারণ রূপের), ভূতস্য (=চতুর্বিধ চেতনা অচেতনাত্মকের), ভূতস্য (=পঞ্চমহাভূতের) আত্মা। অনুবাদ এইরূপ হইবে—"আমি অতীতের যথার্থ কারণের, চতুর্বিধ চেতনাচেতন বস্তুসমূহের এবং পঞ্চমহাভূতের আত্মা। তুমি আত্মা।"

(৪১) দেবগণ ও প্রাণসমূহ—Gods (sense organs) and vital breaths—রা।

(৪২) এই অংশ এবং ঋক্ শ্লোকটি আনন্দশ্রম সংস্করণে নাই। এবং পরবর্তী অংশগুলি ১।৬ মন্ত্রের অংশ।

ঋক্ (বেদ) যাহার মূর্তি, তিনি অব্যয় ব্রহ্ম বলিয়া বিজ্ঞেয়।
তিনি ব্রহ্মময়[৪৩] মহান্ ঋষি।

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম) তাঁহাকে বলিলেন "তুমি কি রূপে[৪৪] আমার পুংনামসমূহ প্রাপ্ত হইলে?"

(ব্রহ্মবিদ্) বলিবেন—"প্রাণের দ্বারা।"

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"স্ত্রীনাম সমূহ কিরূপে[৪৫]?"

(ব্রহ্মবিদ্)—"বাক্যের দ্বারা।"

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"নপুংসক নামসমূহ কিরূপে[৪৫]?"

(ব্রহ্মবিদ্)—"মন দ্বারা।"

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"গন্ধ কিরূপে[৪৫]?"

(ব্রহ্মবিদ্)—"প্রাণ (-নাসিকা) দ্বারা" ইহা বলিবেন।

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"রূপসমূহ কিরূপে?

(ব্রহ্মবিদ্)—"চক্ষুদ্বারা।"

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"শব্দ কিরূপে?"

(ব্রহ্মবিদ্—)"শ্রোত্র দ্বারা।"

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"অন্নরস কিরূপে?"

(ব্রহ্মবিদ)—"জিহ্বা দ্বারা।"

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"কর্ম কিরূপে?"

(ব্রহ্মবিদ্)—"হস্তদ্বয় দ্বারা।"

(ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা)—"সুখদুঃখ কিরূপে?

(ব্রহ্মবিদ্)—"শরীরের দ্বারা।"

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"আনন্দ, রতি, প্রজাতি কিরূপে?"

(৪৩) ব্রহ্মময়—Consisting of sacred words—রা।

(৪৪) মূলে আছে 'কেন'=কিরূপে, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা—শং।

(৪৫) মূলে আছে 'কেন'—(এই প্রশ্নে এবং পরবর্তী প্রশ্নসমূহে) অর্থ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা—শং।

(ব্রহ্মবিদ্)—"উপস্থ দ্বারা।"

(ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)—"গতি কিরূপে?"

(ব্রহ্মবিদ্)—"পাদদ্বয় দ্বারা।"

(ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা)—"চিন্তা জ্ঞান এবং কামনা সমূহ কিরূপে?"

(ব্রহ্মবিদ্)—"প্রজ্ঞা দ্বারা।"[৪৬] ইহা বলিবেন।

(অতঃপর ব্রহ্মা) তাঁহাকে বলেন "অপ (-ময় লোক)[৪৭] আমার।[৪৮] উহা (এখন) তোমার লোক।"

ব্রহ্মার যে জয়[৪৯] ও যে ব্যাপ্তি,[৫০] সেই জয় তিনি (=ব্রহ্মবিদ্) জয় করেন, সেই ব্যাপ্তি তিনি প্রাপ্ত হন যিনি এরূপ জানেন যিনি এরূপ জানেন। ১।৭

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

(৪৬) প্রজ্ঞা—স্বয়ংপ্রকাশ আত্মবোধ—শং; intelligence—রা; intuition—কা।

(৪৭) মূলে আছে অপঃ —অপঃপ্রধান পঞ্চমহাভূত-নির্মিত লোকসমূহ—শং।

(৪৮) আমার—হিরণ্যগর্ভের, ব্রহ্মার—শং।

(৪৯) জয়—মূলে আছে—জিতিঃ,=জয়রূপ সর্বনিয়ন্তৃত্ব—শং।

(৫০) ব্যাপ্তি—মূলে আছে ব্যষ্টিঃ=ব্যাপ্তি, সর্বাত্মকত্ব—শং।

প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রাণতত্ত্ব)

কৌষীতকি বলেন 'প্রাণ-ই ব্রহ্ম' (বা ব্রহ্মা)[১]। এই প্রাণ ব্রহ্মের (বা ব্রহ্মার) মন হইতেছে দূত, বাক্ পরিবেষণকর্ত্রী, চক্ষু গোপ্তা (=রক্ষক), শ্রোত্র সংবাদকশ্রাবক। যিনি মনকে প্রাণব্রহ্মের দূত বলিয়া জানেন, তিনি দূতবান্ হন, যিনি চক্ষুকে গোপ্তা বলিয়া জানেন, তিনি গোপ্তৃমান্ হন, যিনি শ্রোত্রকে সংবাদ-শ্রাবক বলিয়া জানেন, তিনি সংবাদ-শ্রাবকবান্ হন, যিনি বাক্‌কে পরিবেষণকর্ত্রী বলিয়া জানেন, তিমি পরিবেষণকর্ত্রী-যুক্ত হন।[২] সেই প্রাণব্রহ্মকে (বা ব্রহ্মাকে) এই সকল দেবগণ (=মন, বাক্, চক্ষু ও শ্রোত্র) অযাচিত বলি[৩] (=উপহার) আহরণ করেন। সেইরূপই সর্বভূত তাঁহাকে অযাচিত বলি আহরণ করে। যিনি এরূপ জানেন তাঁহার উপনিষৎ[৪] এই 'যাচ্ঞা করিবে না'।

২।১

যেমন (কোন ব্যক্তি) গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছুই না পাইয়া উপবেশন করিয়া বলে "আমি ইহাদের দত্ত কিছুই আহার করিব না," (তখন) যাহারাই পূর্বে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারাই তাহাকে আহ্বান

(১) মূলে আছে 'প্রাণোব্রহ্মেতি'। শংকরানন্দ ও কাউয়েল অর্থ করেন 'প্রাণই ব্রহ্ম।' অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ও রাধাকৃষ্ণন 'প্রাণই ব্রহ্মা' এই অর্থ করেন। ব্রহ্ম-অর্থ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অর্থও হিরণ্যগর্ভ। সুতরাং উভয় পাঠানুসারে অর্থ একই।

(২) এই বাক্যটি আনন্দাশ্রম সংস্করণে নাই।

(৩) বলি—offerings—রা ও কা।

(৪) উপনিষৎ—রহস্য-ব্রত—শং secret vow—কা, doctrinal instruction—রা।

করে।[৫] অযাচকের[৬] এই ধর্ম। অন্নদানকারিগণ[৭] তাহাকে আহ্বান করে (এবং বলে) "তোমাকে দান করিব।"[৮]

২।৩(২)[৯] অতঃপর[৯] 'একধন'[১০] প্রাপ্তির বিষয় (বলা হইতেছে)—যদি কেহ একধন পাইতে বিশেষভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি পূর্ণিমা বা অমাবস্যা(-তিথি)তে অথবা শুক্লপক্ষে বা পুণ্যনক্ষত্রে যথাবিধি অগ্নি প্রতিষ্ঠা করিয়া, (মৃত্তিকা) পরিষ্কৃত করিয়া, (কুশ বা দূর্বা) বিকীর্ণ করিয়া, (মন্ত্রপূত জল) সিঞ্চন করিয়া, দক্ষিণজানু পাতিয়া (এই বলিয়া) স্রুব দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন—

"বাক্‌নাম্নী দেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি আমাকে অমুক (ব্যক্তি) হইতে ইহা (=অভীষ্টদ্রব্য) আনয়ন করুন। তাঁহাকে স্বাহা!"[১১]

"প্রাণ-নামক দেবতা-অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি আমাকে অমুক (ব্যক্তি) হইতে ইহা (=অভীষ্ট দ্রব্য) আনয়ন করুন। তাঁহাকে স্বাহা।"

"চক্ষু-নামক দেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি আমাকে অমুক (ব্যক্তি) হইতে ইহা (=অভীষ্টদ্রব্য) আনয়ন করুন। তাঁহাকে স্বাহা।"

(৫) আনন্দাশ্রম সংস্করণ 'দান করিব' এই অতিরিক্ত শব্দ আছে।

(৬) আযাচক—আনন্দাশ্রম সংস্করণে আছে 'যাচক'।

(৭) মূলে আছে অন্নাদ; কিন্তু আনন্দাশ্রম সংস্করণে অন্যতঃ=পক্ষান্তরে—শং (অর্থাৎ না চাহিলেও)।

(৮) রাধাকৃষ্ণন বলেন প্রথম অধ্যায়ে উপাসক অমিতৌজ পালঙ্কের নিকট গমন করিয়াছেন। অমিতৌজ পালঙ্কই প্রাণ। সেই প্রাণতত্ত্ব এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। প্রাণরূপী ব্রহ্মা জগতের কারণ। ব্রহ্মা ও প্রাণ একই সুতরাং প্রাণই জগতের কারণ। দেবতাদের দেবতা এই প্রাণব্রহ্মাকে সকল দেবতা বলি আহরণ করে।

(৯) বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা আনন্দাশ্রম সংস্করণ অনুযায়ী কণ্ডিকার সংখ্যা। সেই পাঠ অনুসারে এখানেও দ্বিতীয় কণ্ডিকাই চলিতেছে।

(১০) একধন—প্রাণই জগতের একমাত্র ধন—শং।

(১১) তাঁহাকে স্বাহা—অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে স্বাহা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতেছি।

"শ্রোত্র-নামক দেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি আমাকে অমুক (ব্যক্তি) হইতে ইহা (=অভীষ্টদ্রব্য) আনয়ন করুন। তাঁহাকে স্বাহা।"

"মন নামক দেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি অমুক (ব্যক্তি) হইতে ইহা (=অভীষ্টদ্রব্য) আনয়ন করুন। তাঁহাকে স্বাহা।"

"প্রজ্ঞা-নামক দেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি আমাকে অমুক (ব্যক্তি) হইতে ইহা (-অভীষ্ট দ্রব্য) আনয়ন করুন। তাঁহাকে স্বাহা।"

অতঃপর, (সাধক) ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, যজ্ঞঘৃত দ্বারা অঙ্গসমূহ লেপন করিয়া, বাক্‌সংযম করিয়া, (দ্রব্যাধিকারীর নিকট) গমন করিবেন, নিজের ইচ্ছা বলিবেন, অথবা তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিবেন। তিনি নিশ্চয়ই (নিজ অভীষ্ট) লাভ করিবেন। ২।৩ (২)।

অতঃপর দৈব[১২] অভিলাষ(-সিদ্ধি বলা হইতেছে) (প্রাণবিদ্ যাহার (=যে পুরুষের)বা যাহার(=যে স্ত্রীর) অথবা যাহাদের(=যে পুরুষদের ও স্ত্রীদের) প্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন, কোন পুণ্য দিনে অগ্নি স্থাপন করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে (এই মন্ত্র বলিয়া) ঘৃতাহুতি দিবেন—

"তোমার বাক্য আমাতে আহুতি দিতেছি। উহাকে স্বাহা! তোমার প্রাণকে আমাতে আহুতি দিতেছি—উহাকে স্বাহা! তোমার চক্ষুকে আমাতে আহুতি দিতেছি, উহাকে স্বাহা। তোমার মনকে আমাতে আহুতি দিতেছি, উহাকে স্বাহা। তোমার প্রজ্ঞাকে আমাতে আহুতি দিতেছি, উহাকে স্বাহা।"

অতঃপর (সাধক) ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, যজ্ঞঘৃত দ্বারা অঙ্গসমূহ লেপন করিয়া, বাক্-সংযমপূর্বক (তাহার বা তাহাদের) নিকট গমন করিবেন এবং তাহার বা তাহাদের সংস্পর্শ পাইতে ইচ্ছা করিবেন, অথবা বায়ু দ্বারা (অর্থাৎ বায়ু দ্বারা শব্দ যাহাতে কর্ণে প্রবেশ করে সেইরূপে) সম্ভাষণ করিয়া অবস্থান করিবেন। (এইরূপ করিলে) তিনি (অভীষ্ট ব্যক্তির) প্রিয় হন, এবং তাহারা তাঁহাকে স্মরণ করে। ২।৪ (৩)

(১২) দৈব—বাক্ প্রভৃতি দেবতা (ইন্দ্রিয়) দ্বারা সম্পাদ্য—শং।

আন্তর যজ্ঞ

অতঃপর[১৩] প্রাতর্দন (-মতানুযায়ী) সংযম—যাহাকে আন্তর অগ্নিহোত্র (=যজ্ঞ) বলা হয়—যতক্ষণ মানুষ কথা বলেন, ততক্ষণ তিনি প্রাণন-ক্রিয়া করিতে সমর্থ হন না, তিনি তখন প্রাণকে বাকে আহুতি দেন[১৪]। যতক্ষণ মানুষ প্রাণন-ক্রিয়া করেন, ততক্ষণ তিনি কথা বলিতে সমর্থ হন না, তিনি তখন বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দেন। এই অনন্ত ও অমৃত আহুতিদ্বয়কে (মানুষ) জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে হোম করিতেছে। আর যে অন্য অন্তবর্তী আহুতি সমূহ, তাহারা কর্মময়ী। সেই জন্য পূর্বে (=পুরাকালে) বিদ্বান্‌গণ অগ্নিহোত্র হোম করিতেন না। ২।৫ (৪)

উক্‌থের প্রশংসা

শুষ্ক ভৃঙ্গার (-মুনি) বলেন "উক্‌থ ব্রহ্ম"[১৬] তাঁহাকে (=উক্‌থরূপী প্রাণ ব্রহ্মকে) ঋক্ রূপে উপাসনা করিবে।" (যিনি এরূপ উপাসনা করেন) তাঁহাকে সর্বভূত শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্চনা করে। তাঁহাকে যজুঃরূপে উপাসনা করিবে। (যিনি এরূপ উপাসনা করেন) তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সর্বভূত তাঁহার সহিত যুক্ত হয়। তাঁহাকে সামরূপে উপাসনা করিবে। (যিনি এরূপ উপাসনা করেন), তাঁহাকে সর্বভূত শ্রেষ্ঠ বলিয়া নমস্কার করে। তাঁহাকে শ্রীরূপে উপাসনা করিবে. তাঁহাকে যশঃরূপে উপাসনা করিবে। তাঁহাকে তেজঃরূপে উপাসনা করিবে। যেমন ইহা (=উক্‌থ)

(১৩) অতঃপর—প্রাণব্রহ্মোপাসনার পরে—শং।

(১৪) আহুতি দেন—অর্পণ করেন—সীতানাথ। কারণ প্রাণ ও বাক্ সমান ধর্মী—শং।

(১৫) অনন্ত—অসংখ্য ; অমৃত—কারণ ইহার শেষ নাই—শং।

(১৬) 'উক্‌থ ব্রহ্ম'—উক্‌থ শব্দ দ্বারা প্রাণকে বুঝাইতেছে—শ। সুতরাং অর্থ প্রাণই ব্রহ্ম। উক্‌থ=সামমন্ত্র-বিশেষ।

স্তুতিসমূহের মধ্যে 'শ্রীমৎ-তম', 'যশস্বিতম', এবং 'তেজস্বিতম', সেইরূপ যিনি এরূপ জানেন, তিনি সর্বভূতের মধ্যে 'শ্রীমৎ-তম', 'যশস্বিতম' এবং 'তেজস্বিতম' হন। (তাঁহার) সেই যজ্ঞসম্বন্ধী কর্মময় আত্মাকে অধ্বর্যু (=যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ বিশেষ) সংস্কৃত করেন, এবং তাঁহাতে (=সেই আত্মাতে) যজুর্ময়কে (=যজুর্বেদীয় কর্মসমূহকে) বয়ন (=সংযুক্ত) করেন। হোতা (=ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্) 'ঋক্-ময়কে (=ঋক্-বেদীয় কর্মসমূহকে) যজুর্ময়ে, উদ্গাতা (=সামবেদীয় ঋত্বিক্) সামময়কে (=সামবেদীয় কর্মসমূহকে) ঋক্-ময়ে (বয়ন করেন)। তিনি (=প্রাণ) সমুদয় ত্রয়ী বিদ্যার আত্মা। যিনি এবং যে জানেন তিনি ইন্দ্রের (আ. আ. পাঠ—ইহার =প্রাণের) আত্মা হন। ২।৬।৪

দৈনিক সূর্যোপাসনা

অতঃপর সর্বজিৎ কৌষীতকির তিনটি উপাসনা (-সম্বন্ধে বলা হইতেছে)—সর্বজিৎ কৌষীতকি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া, উদক্ আনয়ন (আ. আ. আচমন) করিয়া, তিনবার উদক্ পাত্র (হইতে উদক্) সেচন করিয়া উদীয়মান আদিত্যকে (এইরূপে) উপাসনা করেন—"তুমি বর্গ[১৭], আমার পাপ বিনাশ কর।" তিনি এইভাবে মধ্যস্থিতকে (অর্থাৎ মধ্যাহ্ন আদিত্যকে উপাসনা করিতেন)—"তুমি উদ্বর্গ[১৭], আমার পাপ বিশেষ ভাবে নাশ কর।" তিনি এইভাবে অস্তগামীকে (অর্থাৎ অস্তগামী আদিত্যকে উপাসনা করিতেন)—"তুমি সংবর্গ[১৭], আমার পাপ সম্যক্ ভাবে নাশ কর।" অহোরাত্র তিনি যে পাপ করেন, (এই উপাসনা দ্বারা) তাহা সম্যক্ নাশ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ যিনি এইরূপ জানিয়া এই ভাবে আদিত্যকে উপাসনা করেন, তিনি অহোরাত্র যে পাপ করেন তাহা নাশ প্রাপ্ত হয়।[১৮] ২।৭ (৫)

(১৭) বর্গ, উদ্বর্গ, সংবর্গ—deliverer, high deliverer, full deliverer—রা। Scatterer, utter scatterer, complete scatterer—কা। পাপবিনাশক, বিশেষরূপে পাপবিনাশক, সম্যক্‌রূপে পাপবিনাশক—সীতানাথ।

(১৮) এই বাক্যটি আনন্দাশ্রম সংস্করণে নাই।

চন্দ্রের স্তুতি

আর মাসে মাসে আবর্তিত অমাবস্যাতে, পশ্চিম দিকে দৃশ্যমান চন্দ্রমাকে এইরূপে উপাসনা করিবেন—দুইটি হরিৎবর্ণ দূর্বা (চন্দ্রের উদ্দেশ্যে) বাক্য দ্বারা নিবেদন করিবেন (এবং বলিবেন) "আমার যে সুসীম হৃদয় আকাশস্থ চন্দ্রমাতে আশ্রিত, আমি মনে করি তাঁহাকে আমি জানি। আমি যেন পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখে রোদন না করি।[১৯]" (যিনি এরূপ উপাসনা করেন) তাঁহার সন্তান নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্বে (পরলোকে) প্রয়াণ করে না। যাঁহার পুত্র জন্মিয়াছে তাঁহার (এই উপাসনা)।

২।৮(৫)

আর যাঁহার পুত্র জাত হয় নাই তাঁহার (উপাসনা)—("হে সোম), আপ্যায়িত (=বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হও, তোমাতে সম্যক্ গমন কর[২০], তোমার সমস্ত দুগ্ধ আমার অন্নোপজীবী তনয়দের নিকট সম্যক্ গমন করুক[২১]। আদিত্যগণ যে অংশু(=কিরণ)কে আপ্যায়িত করেন[২২]"। এই তিনটি

(১৯) আনন্দাশ্রম পাঠ ভিন্ন। তাহার অনুবাদ এই রূপ "হে অমৃতত্বের ঈশানী, তোমার যে সুসীম (=শোভনাকার) হৃদয় চন্দ্রমাতে আশ্রিত, তাহা দ্বারা (=প্রসাদে) আমি পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখে যেন রোদন না করি।" এই পাঠ অধিকতর সমীচীন মনে হয়।

(২০) মূলে আছে 'আপ্যায়স্ব, সমেতু তে' ঋ. বে. ১।৯১।১৬ ও ৯।৩১।৪ মন্ত্রের অংশ। তোমাতে সম্যক্ গমন কর—ইহা শংকরানন্দের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ। অর্থ মনে হয়—পূর্ণতা প্রাপ্ত হও। রাধাকৃষ্ণন অনুবাদ করেন 'may vigour come to thee'।

(২১) "সং তে পয়াংসি সময়ন্তু বাজাঃ" মূলে ইহা আছে। ইহা ঋ. বে. ১।৯১।১৮ মন্ত্রের অংশ। উপরে শংকরানন্দের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণন অনুবাদ করেন "may milk and food gather in thee"।

(২২) মূলে আছে "যম্ আদিত্যা অংশুম্ আপ্যায়ন্তি।" অ. বে. ৭।৮১।৬, তৈ. সং. ২।৪।১৪।১ মন্ত্রের অংশ মাত্র বলিয়া অসম্পূর্ণ।

ঋক্[২৩] (মন্ত্র) জপ করিয়া বলিবেন "যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাকে আমাদের প্রাণ, প্রজা (=সন্তান) ও পশুসমূহ দ্বারা আপ্যায়িত করিও না। যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, তাহার প্রাণ, প্রজা ও পশুসমূহ দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। আমি ইন্দ্রের (আ. আ. পাঠ—দৈবী) আবর্তন[২৪] অনুবর্তন করি, আমি আদিত্যের আবর্তন[২৪] অনুবর্তন করি।" (এই বলিয়া) তিনি দক্ষিণ বাহু আবর্তন করিবেন।[২৫] ২।৮ (৫)

অতঃপর পূর্ণিমা তিথিতে পূর্বদিকে দৃশ্যমান চন্দ্রমার এই প্রকারে উপাসনা করিবেন। "হে সোমরাজা[২৬], (তুমি) বিচক্ষণ[২৭] পঞ্চমুখ প্রজাপতি। ব্রাহ্মণ তোমার এক মুখ, সেই মুখ দ্বারা রাজাদের (=ক্ষত্রিয়গণক) 'অদন' (=ভক্ষণ) কর, সেই মুখ দ্বারা আমাকে অন্নাদ (=অন্ন-ভক্ষণকারী) কর। রাজা (=ক্ষত্রিয়) তোমার এক মুখ, সেই মুখ দ্বারা তুমি বৈশ্যকে 'অদন' কর। সেই মুখ দ্বারা আমাকে অন্নাদ কর। শ্যেন (-পক্ষী) তোমার এক মুখ, সেই মুখ দ্বারা তুমি পক্ষিগণকে অদন কর, সেই মুখ দ্বারা আমাকে অন্নাদ কর। অগ্নি তোমার এক মুখ, সেই মুখ দ্বারা তুমি এই লোক ভক্ষণ কর, সেই মুখ দ্বারা আমাকে অন্নাদ কর। তোমাতে পঞ্চম মুখ আছে, সেই মুখ দ্বারা তুমি সর্বভূতকে অদন কর। সেই মুখের দ্বারা আমাকে অন্নাদ কর। আমাদিগকে প্রাণ, প্রজা, পশু সমূহের সহিত বিনাশ করিও না। যে আমাদের দ্বেষ করে, অথবা যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, তাহাদিগকে প্রাণ, প্রজা ও পশু সমূহের সহিত বিনাশ কর। আমি

(২৩) ঋক্ শব্দের অর্থ এখানে বেদমন্ত্র বুঝিতে হইবে, কারণ তৃতীয় মন্ত্রটি ঋ. বে. অথবা য. বে. হইতে গৃহীত।

(২৪) মূলে আছে আবৃতম্—turn—রা : সঞ্চরণ ক্রিয়া—শং।

(২৫) রাধাকৃষ্ণন বলেন "এখানে আদিত্য বা অগ্নির সহিত স্বামীর এবং চন্দ্রমার সহিত স্ত্রীর পরোক্ষ তুলনা আছে। অহং সোমাত্মিকা স্ত্রী অগ্ন্যাত্মকঃ পুমান্।"

(২৬) সোমরাজা—মূলে এই শব্দই আছে—দীপ্তিমান্ সোম—শং, King Soma—রা।

(২৭) বিচক্ষণ—সর্ব লৌকিক ও বৈদিক কর্মকুশল—শং ; wise—রা।

ইন্দ্রের (আ. আ. পাঠ—দৈবী) আবর্তন অনুবর্তন করি, আদিত্যের আবর্তন অনুবর্তন করি।" (ইহা বলিয়া) দক্ষিণ বাহু আবর্তন করিবেন।

২।৯ (৬)

অনন্তর[২৮] (জায়ার সহিত) উপবেশন করিয়া জায়ার হৃদয় স্পর্শ করিবেন (এবং বলিবেন) "হে সুসীমে[২৯], হে অমৃতত্বের ঈশানী, প্রজাপতি তোমার হৃদয় মধ্যে যাহা স্থাপন করিয়াছেন তাহার দ্বারা (=প্রসাদে) তুমি যেন পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখ প্রাপ্ত না হও।" তাঁহার (=সেই স্ত্রীর) সন্তান তাঁহার পূর্বে (পরলোকে) প্রয়াণ করে না।[৩০] ২।১০(৬)

প্রবাস হইতে আগমন করিয়া পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবেন (এবং বলিবেন) "তুমি আমার সর্ব অঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ। আমার হৃদয় হইতে জাত হইয়াছ। পুত্র, তুমি আমার আত্মা।[৩১] তুমি শত বৎসর জীবিত থাক।" (এই বলিয়া) ইহার (=পুত্রের) নাম গ্রহণ (=উচ্চারণ) করেন, (এবং পুনরায় বলেন) "তুমি পাষাণ হও, কুঠার হও[৩২], সুবর্ণের ন্যায় সর্বজনপ্রিয় হও। পুত্র, তুমিই তেজ, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক।" ইহা (বলিয়া) ইহার (=পুত্রের) নাম গ্রহণ

(২৮) সোম-উপাসনার পর।

(২৯) সুসীমে—শোভনগাত্রে, সুসীমে সম্বোধন বা হৃদয়ের বিশেষণ উভয় হইতে পারে—শং।

(৩০) আনন্দাশ্রম সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী এই অংশের অনুবাদ এইরূপ হইবে—"হে সুসীমে, তোমার হৃদয়মধ্যে প্রজাপতি-দত্ত যে হিত (=অমৃত) আছে, আমি নিজকে তাহার বিজ্ঞাতা মনে করি। তাহার প্রসাদে আমি যেন পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখে রোদন না করি।" তাঁহার (=উপাসকের) সন্তান তাঁহার পূর্বে (পরলোকে) প্রয়াণ করে না।

(৩১) আনন্দাশ্রম সংস্করণে এখানে 'তুমি আমাকে (পুংনাম নরক হইতে) রক্ষা করিয়াছ।' এই বাক্যটিও আছে।

(৩২) পাষাণ হও—রোগ-রহিত বজ্রশরীর হও—শং। কুঠার হও—কুঠারের ন্যায় রিপুসংহারকারী হও—শং।

(=উচ্চারণ) করেন এবং ইহাকে আলিঙ্গন করেন (এবং বলেন) "প্রজাপতি যেমন রিষ্টনাশের জন্য তাঁহার প্রজা(=সন্তান)গণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি অমুক (নাম উচ্চারণ করিবেন) তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি।" অনন্তর ইহার (=পুত্রের) দক্ষিণ কর্ণে এই মন্ত্র জপ করিবেন "হে দ্রুতগামী মঘবন্, ইহাকে দান কর। হে ইন্দ্র, (ইহাকে) শ্রেষ্ঠ ধন দাও।" এবং বাম কর্ণে (বলিবেন) "(বংশধারা) ছিন্ন করিও না, ব্যথিত হইও না। শত বৎসর জীবিত থাক। তোমার নাম দ্বারা (=নাম উচ্চারণ করিয়া) তোমার মস্তক আঘ্রাণ করি।" তিনবার (মস্তক) আঘ্রাণ করিবেন। এবং বলিবেন "গাভীর হিংকারের সহিত তোমার উদ্দেশ্যে হিং শব্দ (উচ্চারণ) করি।" (পরে) তাহার মস্তকে তিনবার হিং শব্দ (উচ্চারণ) করেন। ২।১১(৭)

(ব্রহ্ম-প্রকাশ)

অতঃপর দৈব পরিমর[৩৩] (-সম্বন্ধে বলা হইতেছে)—যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হন, তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন। আর যখন (অগ্নি) প্রজ্বলিত না হন, তখন ইনি (=ব্রহ্ম) মৃত (=তিরোহিত)[৩৪], তাঁহার তেজ আদিত্যেই গমন করে. এবং প্রাণ বায়ুতে (গমন করে)। ২।১২(৮)

যখন আদিত্য দৃষ্ট হন, তখন এই ব্রহ্মই দীপ্যমান হন, আর, যখন তিনি দৃষ্ট হন না, তখন ইনি মৃত। তাঁহার তেজ চন্দ্রমাতেই গমন করে, প্রাণ বায়ুতে (গমন করে)। যখন চন্দ্রমা দৃষ্ট হন তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন,

(৩৩) দৈব পরিমর=অগ্নি বাগাদি দেবগণের ব্রহ্মরূপী প্রাণে মরণ বা তিরোভাব—শং। Prana is called the death of deities—কা। পরিমর —the dying around of the gods—রা।

(৩৪) ইনি মৃত—মূলে এতৎ ম্রিয়তে—এতদুক্ত ব্রহ্ম মৃত হন অর্থাৎ প্রাণবিমুক্ত

আর যখন চন্দ্রমা দৃষ্ট হন না, তখন ইনি মৃত, তাঁহার তেজ বিদ্যুতেই গমন করে, আর প্রাণ বায়ুতে। যখন বিদ্যুৎ চমকিত হয়, তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন, আর যখন বিদ্যুৎ চমকিত হয় না, তখন ইনি মৃত, তখন তাঁহার তেজ বায়ুতেই গমন করে, এবং প্রাণও বায়ুতে।

এই সকল দেবতা বায়ুতেই প্রবেশ করিয়া বায়ুতে বিলীন হয়, কিন্তু বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না। তাঁহা হইতেই পুনরায় উদিত হয়। ইহা (=এই পর্যন্ত) দেবতা সম্বন্ধে (বলা হইল)।

অতঃপর অধ্যাত্ম (=শরীর-সম্বন্ধে) (বলা হইতেছে)—যখন বাক্ (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা (কেহ) কথা বলেন, তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন। যখন কথা বলেন না, তখন ইনি মৃত। তাঁহার (=বাগিন্দ্রিয়ের) তেজ চক্ষুতেই গমন করে, (আর) প্রাণ(-বায়ু) প্রাণে (গমন করে)। যখন (কেহ) চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, তখন এই ব্রহ্মই দীপ্যমান হন, যখন দর্শন করেন না, তখন ইনি মৃত। তাহার (=চক্ষুর) তেজ শ্রোত্রেই গমন করে, (আর) প্রাণ প্রাণে। যখন শ্রোত্র দ্বারা (কেহ) শ্রবণ করেন, (তখন) সেই ব্রহ্মই দীপ্যমান হন, তখন শ্রবণ করেন না, (তখন) ইনি মৃত, তাহার তেজ মনেই গমন করে, (আর) প্রাণ প্রাণে। যখন মন দ্বারা (কেহ) ধ্যান করেন, (তখন) ব্রহ্মই দীপ্যমান হন, যখন ধ্যান করেন না, তখন ইনি মৃত। তাহার তেজ প্রাণেই গমন করে আর প্রাণ প্রাণে। এই সকল দেবতা (=ইন্দ্রিয় শক্তি) প্রাণেই প্রবেশ করিয়া প্রাণেই বিলীন হন, কিন্তু বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না, (তাহারা) ইহা হইতে পুনরায় উদিত হয়। যিনি এইরূপ (=পরিমর-তত্ত্ব) জানেন, যদি উভয় পর্বত—দক্ষিণ ও উত্তর[৩৫]—তাঁহাকে বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাঁহাকে বিচূর্ণ করিতে পারে না, আর যাহারা ইহাকে দ্বেষ এবং তিনি যাহাদিগকে দ্বেষ করেন, তাহারা সকলে চতুর্দিকে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ২।১৩(৮)

হয়—শং। মৃত—তিরোহিত—সীতানাথ।

(৩৫) দক্ষিণ ও উত্তর পর্বত—বিন্ধ্য ও হিমালয়—রা।

(প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব)

অতঃপর প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার (বলা হইতেছে)—সকল দেবতারা (=ইন্দ্রিয়গণ) নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ করিতে করিতে এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করিলেন। তাহা (=শরীর)[৩৬] দারুর ন্যায় শয়িত হইয়া রহিল। অনন্তর বাক্ (-ইন্দ্রিয়) ইহাতে (=শরীরে) প্রবেশ করিলেন, তাহা (=শরীর) বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া শয়িতই রহিল। অনন্তর চক্ষু ইহাতে প্রবেশ করিলেন, তাহা (=শরীর) বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া এবং চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়াও শয়িতই রহিল। অনন্তর শ্রোত্র ইহাতে প্রবেশ করিলেন, তাহা (=শরীর) বাক্ (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়াও শয়িতই রহিল। অতঃপর মন ইহাতে প্রবেশ করিলেন, তাহা বাক্ (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া, মনের দ্বারা ধ্যান করিয়াও শয়িতই রহিল। অনন্তর প্রাণ ইহাতে প্রবেশ করিলেন, তখনই তহা (=শরীর) সমুত্থিত হইল। তখন দেব(=ইন্দ্রিয়)গণ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া প্রাণকেই 'প্রজ্ঞাত্মা'[৩৭] রূপে সম্যক্ অনুভব করিয়া, এই সকলের সহিত এই লোক হইতে উৎক্রমণ করিলেন। তাহারা বায়ু[৩৮]—প্রবিষ্ট (আ.আ.পাঠ—বায়ু-প্রতিষ্ঠ) এবং আকাশাত্মা[৩৯] হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

(৩৬) এখানে আনন্দাশ্রম সংস্করণে 'প্রাণহীনতার জন্য শুষ্ক' এই শব্দগুলি আছে।

(৩৭) প্রজ্ঞাত্মা—ভূমা-উপাধিযুক্ত সংপ্রসাদ (=পূর্ণ শান্তি)—শং; self of intelligence—রা; soul of knowledge—কা; চেতনাধার—সীতানাথ।

(৩৮) বায়ু—অধিদৈবত প্রাণ—শং।

(৩৯) আকাশাত্মা—আকাশের ন্যায় সর্বগত আত্মা যাহাদের—শং; having the nature of space—রা; identified with the ether—কা।

সেইরূপই যিনি এরূপ জানেন, তিনি প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া,[৪০] প্রাণকেই প্রজ্ঞাত্মারূপে সম্যক্ অনুভব করিয়া, এই সকলের সহিত এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, এবং বায়ু-প্রবিষ্ট (আ.আ.পাঠ—বায়ু-প্রতিষ্ঠ) এবং আকাশাত্মা হইয়া স্বর্গে গমন করেন। যেখানে এই দেবগণ আছেন, তিনি সেখানে গমন করেন। যেমন দেবগণ অমৃত (=অমর), সেইরূপ ইনি তাঁহাকে (=প্রাণস্বরূপকে) প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন, যিনি এরূপ জানেন। ২।১৪ (৯)

পিতার পুত্রকে সংপ্রদান

অতঃপর পিতার পুত্রকে (সর্বস্ব-)সংপ্রদান বলা হইতেছে—(পরলোকে) প্রয়াণকারী (পিতা) নবদূর্বা দ্বারা গৃহ আকীর্ণ করিয়া অগ্নি-সমাধান(=প্রজ্বলিত) করিয়া, (ব্রীহিযবপূর্ণ পাত্র সহ), জলকুম্ভ তাঁহার নিকট স্থাপন করিয়া, নববস্ত্র দ্বারা নিজকে আবৃত করিয়া এবং শয়িত থাকিয়া পুত্রকে আহ্বান করেন। পুত্র আগমন করিয়া নিজের ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা (পিতার) ইন্দ্রিয় সমূহকে স্পর্শ করিয়া (পিতার শরীরের) উপরিভাগের সম্মুখে নিজকে স্থাপন করেন অথবা তাঁহার (=পিতার) সম্মুখে উপবেশন করেন। পিতা তখন তাঁহাকে (এই প্রকারে সর্বস্ব) সংপ্রদান করেন—

পিতা (বলেন)—"আমার বাক্ (-ইন্দ্রিয়) তোমাতে স্থাপন[৪১] করি।"

পুত্র (বলেন)—"তোমার বাক্ আমাতে ধারণ[৪১] করি।"

পিতা—"আমার প্রাণ তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার প্রাণ আমাতে ধারণ করি।"

(৪০) আনন্দ আশ্রম সংস্করণে 'জানিয়া' শব্দের পরে 'সর্বভূতের' এই শব্দটি আছে।

(৪১) মূলে আছে—দধানি—ধারণ করি—শং; place—রা ও কা; অর্থাৎ স্থাপন করি; দধে—ধারণ করি—take—রা ও কা. ধারণ করি—শং। অর্থাৎ গ্রহণ করি।

পিতা—"আমার চক্ষু তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার চক্ষু আমাতে ধারণ করি।"

পিতা—"আমার শ্রোত্র তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার শ্রোত্র আমাতে ধারণ করি।"

পিতা—"আমার অন্নরস তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার অন্নরস আমাতে ধারণ করি।"

পিতা—"আমার কর্মসমূহ তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার কর্মসমূহ আমাতে ধারণ করি।"

পিতা—"আমার সুখদুঃখ তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার সুখদুঃখ আমাতে ধারণ করি।"

পিতা—"আমার আনন্দ, রতি ও প্রজাতি[৪২] তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার আনন্দ, রতি ও প্রজাতি আমাতে ধারণ করি।"

পিতা—"আমার গতিসমূহ তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার গতিসমূহ আমাতে ধারণ করি।"

পিতা—"আমার মন তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার মন আমাতে ধারণ করি।"

পিতা—"আমার প্রজ্ঞা (আ.আ. পাঠ—ধী, বিজ্ঞাতব্য, ও কামনা) তোমাতে স্থাপন করি।"

পুত্র—"তোমার প্রজ্ঞা (আ.আ. পাঠ—ধী, বিজ্ঞাতব্য ও কামনা) আমাতে ধারণ করি।"

পিতা যদি অধিক বলিতে অসমর্থ হন, তবে সংক্ষেপে বলিবেন "আমার প্রাণ তোমাতে স্থাপন করি," পুত্র (বলিবেন) "তোমার প্রাণ আমাতে ধারণ করি"[৪৩]। তৎপর পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুত্র নিষ্ক্রমণ

(৪২) আনন্দ, রতি ও প্রজাতি—bliss, enjoyment and procreation—রা।

(৪৩) এই অংশ আনন্দ আশ্রম সংস্করণে নাই।

করেন। পিতা তাহাকে বলেন "যশ. ব্রহ্ম-(জ্ঞানজনিত) তেজ, ও ভক্ষণীয় অন্ন ও কীর্তি তোমাকে সেবা করুক।" অতঃপর অন্যজন (=পুত্র নিজ) বাম স্কন্ধের উপর দিয়া পশ্চাৎ দিকে দর্শন করিবেন, এবং (নিজ মুখ) হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া অথবা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বলিবে "স্বর্গলোক ও কামনা সমূহ প্রাপ্ত হও।" যদি পিতা নীরোগ হন, পিতা পুত্রের ঐশ্বর্যে[৪৪] বাস করিবেন অথবা পরিব্রাজক হইবেন, আর যদি (পরলোকে) প্রয়াণ করেন, তবে যেরূপভাবে (ইঁহার শ্রাদ্ধাদি) সমাপন করা উচিত, সেইরূপ ভাবে সমাপন করিবে, সমাপন করিবে[৪৫]। ২।১৫(১০)।

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৪৪) ঐশ্বর্যে—মূলে এই শব্দই আছে—বিভূতিতে—শং, under the authority of—রা ও কা; কর্তৃত্বাধীনে—সীতানাথ।

(৪৫) শেষাংশ আনন্দাশ্রম সংস্করণ অনুযায়ী অনুবাদ হইবে—ইহাকে (=পুত্রকে) যেরূপ প্রাপ্ত করাইয়াছেন (অর্থাৎ দান করিয়াছেন) সেই রূপ তিনি প্রাপ্ত হইবেন (অর্থাৎ পুত্রের প্রাপ্তি অনুযায়ী তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদিত হইবে)।

দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

(প্রাণতত্ত্ব)

দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ দ্বারা এবং পৌরুষ দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন "প্রতর্দন, তোমাকে একটি বর দিব।" প্রতর্দন বলিলেন "যাহা (=যে বর) মনুষ্যদের জন্য 'হিত-তম' আপনি মনে করেন, তাহা আপনিই মনোনয়ন করুন।" ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন "শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের জন্য মনোনয়ন করেন না। তুমিই মনোনয়ন কর।" প্রতর্দন বলিলেন "তাহা হইলে আমার বর (-গ্রহণ) হইবে না।" ইন্দ্র সত্যভ্রষ্ট হইলেন না, কারণ ইন্দ্রই সত্য। তিনি বলিলেন "আমাকেই বিশেষ ভাবে জান[1]। ইহাই আমি মনুষ্যদের পক্ষে হিত-তম মনে করি যে (মানুষ) আমাকে জানিবে। আমি তিনশির যুক্ত ত্বষ্টাকে[2] নিহত করিয়াছি। আমি বেদাধ্যয়নহীন যতিদিগকে সালাবৃক[3] দেয় (মুখে) প্রদান করিয়াছি। বহু সন্ধি অতিক্রম করিয়া আমি স্বর্গে প্রহ্লাদীয় (অসুর)গণকে, অন্তরিক্ষে পৌলমান (-অসুর-) দিগকে এবং

(১) ইন্দ্র দেবরাজ, তিনি পরম-ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন—শং। রাধাকৃষ্ণন বলেন "ইন্দ্র এখানে পরমপুরুষের নামে বলিতেছেন 'আমাকে জান'। ঋগ্বেদ ৪।২৬।১ মন্ত্রে (ঋষি) বামদেব এই রূপে (পরমাত্মার নামে) বলিয়াছিলেন। ব্যষ্টি আত্মা (individual soul) প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাত্মার সহিত এক, যদিও অজ্ঞানীরা এই একত্ব জানে না। যাঁহারা ইহা (এই একত্ব) জানেন এবং একত্ব অনুভব করেন, তাঁহারা অনেক সময় পরমাত্মার বা বিশ্বাত্মার নামে কথা বলেন।" অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একত্ব অনুভব করেন বলিয়া তাঁহারাই যেন পরমাত্মা এই ভাবে কথা বলেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা এই ভাবে সকল কথা বলিয়াছেন।

(২) ত্বাষ্ট্র—ত্বষ্টৃপুত্র অসুর বিশেষ। ইন্দ্রের অসুর-বিজয়ের কথা ঋ. বে. ১০।৮।৮-৯, ১০।৯৯।৬, শ. ব্রা. ১।২।৩।২, ১২।৭।১।১ ইত্যাদিতে আছে। (৩) সালাবৃক—নেকড়ে বাঘ—রা।

পৃথিবীতে কালখঞ্জ (অসুর-)গণকে বধ করিয়াছি। তাহাতে আমার একটি লোমও বিনষ্ট হয় নাই। যিনি আমাকে বিশেষভাবে জানেন ইঁহার কোন কর্ম দ্বারা, ইঁহার লোক (=সুকৃতির ফল) বিনষ্ট হয় না—মাতৃবধ দ্বারাও না, পিতৃবধ দ্বারাও না, চৌর্য দ্বারাও না, ভ্রূণহত্যা দ্বারাও না। পাপ কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইলেও তাঁহার মুখ হইতে 'নীল' (=কান্তি) চলিয়া যায় না[৪]। ৩।১

তিনি (=ইন্দ্র) বলিলেন "আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা[৫]। আমাকে আয়ু[৬] ও অমৃতরূপে উপাসনা করিবে। আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়ু, প্রাণই অমৃত। যে পর্যন্ত এই শরীরে প্রাণ বাস করে, সেই পর্যন্তই আয়ু। প্রাণের দ্বারাই (মানুষ) ইহলোকে[৭] অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা সত্যসংকল্প[৮] হয়। যিনি আমাকে আয়ু এবং অমৃতরূপে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন এবং স্বর্গলোকে অমৃতত্ব ও অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হন।"

(প্রতর্দন বলিলেন) "এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন 'প্রাণ (=ইন্দ্রিয়) সমূহ একত্ব প্রাপ্ত হয়, নচেৎ কেহ এক সঙ্গে বাক্ দ্বারা নাম জ্ঞাপন করিতে, চক্ষু দ্বারা রূপ (দর্শন করিতে), শ্রোত্রের

(৪) ভাবার্থ—যখন আমরা পরমজ্ঞান লাভ করি, এবং আমিত্বের মায়া হইতে মুক্ত হই, তখন সৎ বা অসৎ কর্ম আমাদিগকে স্পর্শ করে না, তখন আমরা কোন অসৎ কর্ম করার অতীতে যাই—রা।

(৫) প্রজ্ঞাত্মা—intelligent self—রা, identical with knowledge—কা; বুদ্ধিবৃত্তি-প্রতিফলিত একমাত্র প্রজ্ঞানই যাঁহার স্বভাব—শং।

(৬) আয়ু — সর্বপ্রাণীর জীবন-কারণ, প্রাণ-অপানের আশ্রয়—শং। life—রা ও কা।

(৭) আনন্দ-আশ্রম সংস্করণে 'ইহলোক' স্থানে 'পরলোক' শব্দ আছে।

(৮) প্রজ্ঞা—জ্ঞানশক্তি; সত্য—সত্য বচন বা ব্রহ্ম; সংকল্প—ইহা আমার এরূপ হউক এইরূপ ইচ্ছা—শং; by intelligence and true conception—রা।

দ্বারা শব্দ (শ্রবণ করিতে) এবং মন দ্বারা (ধ্যান করিতে) পারিত না। প্রাণ (=ইন্দ্রিয়)সমূহ একত্ব প্রাপ্ত হইয়া, এই সকল (রূপ, শব্দাদি) একে একে বিজ্ঞাপিত করে। যখন (বাক্-ইন্দ্রিয়) কথা বলে, (তখন) (অন্য) সকল প্রাণ (=ইন্দ্রিয়) অনুবর্তী হইয়া কথা বলে, (যখন) চক্ষু দর্শন করে, (তখন অন্য) সকল প্রাণ অনুবর্তী হইয়া দর্শন করে; (যখন) শ্রোত্র শ্রবণ করে, (তখন অন্য) সকল প্রাণ অনুবর্তী হইয়া শ্রবণ করে। (যখন) মন ধ্যান করে, (তখন অন্য) সকল প্রাণ অনুবর্তী হইয়া ধ্যান করে। (যখন) প্রাণ (-বায়ু) প্রাণন-ক্রিয়া করে, (তখন অন্য) সকল প্রাণ অনুবর্তী হইয়া প্রাণন-ক্রিয়া করে।" ইন্দ্র বলিলেন "ইহা এরূপই বটে, তবে (ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে) প্রাণ (-বায়ু) সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।" ৩।২

বাক্ বিহীন হইয়া (মানুষ) জীবিত থাকে, কারণ আমরা মূকগণকে দেখি। চক্ষু-বিহীন হইয়া (মানুষ) জীবিত থাকে, কারণ আমারা অন্ধদিগকে দেখি। শ্রোত্র-বিহীন হইয়া (মানুষ) জীবিত থাকে, কারণ আমরা বধিরদিগকে দেখি। মন-বিহীন হইয়া মানুষ জীবিত থাকে, কারণ আমরা শিশুদিগকে[৯] দেখি।" বাহু-ছিন্ন ও উরু-ছিন্ন হইয়াও (মানুষ) জীবিত থাকে, এই রূপও দেখি। আর, প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা এবং এই শরীরকে ধারণ করিয়া উদ্‌যাপিত করে; সেই জন্য ইহাকে (=প্রাণকে) 'উক্‌থ'[১০] রূপে উপাসনা করিবে। ইহাই প্রাণে সর্বাপ্তি[১১]। যিনি প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা, যিনিই প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ (পরমাত্মা —শং)। এই বিষয়ে দৃষ্টি এইরূপ, বিজ্ঞান[১২] এইরূপ।

(৯) প্রজ্ঞা সেখানে আছে বলিয়াই জীবিত থাকে।

(১০) উত্থাপন-হেতু বলিয়া উক্‌থ—শং। An etymological play on words. Uktha quasi uttha—কা। (১১) এই বাক্যটি আনন্দ আশ্রম সংস্করণে এখানে নাই। সর্বাপ্তি—all obtaining—রা; finding everything—কা।

(১২) দৃষ্টি—view—রা; true vision—কা; অবগতি—শং। বিজ্ঞান—understanding—রা; right knowledge—কা।

যখন এই পুরুষ এরূপ সুপ্ত যে কোন স্বপ্ন দেখেন না, তখন তিনি এই প্রাণেই (=প্রাণের সহিত) একীভূত হন। তখন ইঁহাতে (=প্রাণোপাধি যুক্ত আত্মাতে—শং) বাক্ সমুদয় নামের সহিত গমন করে[১৩], চক্ষু সকল রূপের সহিত গমন করে, শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত গমন করে, মন সকল ধ্যানের সহিত গমন করে।[১৪] যখন তিনি জাগ্রত হন, তখন, যেমন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ সকল দিকে নির্গত হয়, সেই রূপই এই আত্মা[১৫] হইতে প্রাণ সমূহ যথোচিত আয়তনে (=respective stations—রা) প্রতিষ্ঠিত হন। প্রাণ সমূহ হইতে দেবগণ[১৬] (=ইন্দ্রিয়-শক্তি সমূহ—রা), দেবগণ হইতে লোক (নামাদি বিষয়—শং) (নির্গত হয়)।

এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, শরীর পরিগ্রহণ করিয়া উত্থিত হন। সুতরাং ইঁহাকে উক্থ (=উত্থাপয়িতা) রূপে উপাসনা করিবে। ইহাই প্রাণে সর্বাপ্তি। যিনিই প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা, যিনিই প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ।[১৭] তাহার (প্রশ্নের) ইহাই সিদ্ধান্ত, ইহাই বিজ্ঞান।

যখন এই পুরুষ (রোগ দ্বারা) আর্ত হইয়া মরণোন্মুখ হন, দুর্বল হইয়া সম্মোহ প্রাপ্ত হন, তখন (লোকে) বলে "চিত্ত উৎক্রমণ করিতেছে, ইনি শ্রবণ করেন না, দর্শন করেন না, বাক্যোচ্চারণ করেন না, ধ্যান (=চিন্তা) করেন না। তখন তিনি (পুরুষ) প্রাণে (=প্রাণের সহিত) একীভূত হন, তখন বাক্ সকল নামের সহিত তাঁহাতে গমন করে, চক্ষু সকল রূপের সহিত তাঁহাতে গমন করে, শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত তাঁহাতে গমন

(১৩) গমন করে—প্রাণে লীন হয়—শং।

(১৪) আত্মা—প্রাণোপাধিক আত্মা, আনন্দাত্মা—শং।

(১৫) দেবগণ—ইন্দ্রিয়সমূহের অগ্ন্যাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ—শং; powers of sense-organs—রা; ইন্দ্রিয়সমূহ—সীতানাথ।

(১৬) এই অনুচ্ছেদের এই পর্যন্ত আনন্দাশ্রম সংস্করণে নাই।

করে, মন সকল ধ্যানের (=চিন্তার) সহিত তাঁহাতে গমন করে।[১৭] যখন তিনি এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তিনি ইহাদের সকলের সহিতই উৎক্রমণ করেন। ৩।৩

বাক্ (-ইন্দ্রিয়) ইঁহাতে (=প্রাণের সহিত একীভূত পুরুষে) সকল নাম সমর্পণ করেন, (ইনি) বাকের সহিত সকল নাম প্রাপ্ত হন। প্রাণ (=ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ও ইঁহাতে সকল গন্ধ সমর্পণ করেন, প্রাণের সহিত (ইনি) সকল গন্ধ প্রাপ্ত হন। চক্ষু ইঁহাতে সকল রূপ সমর্পণ করেন, চক্ষুর সহিত (ইনি) সকল রূপ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্র ইঁহাতে সকল শব্দ সমর্পণ করেন, শ্রোত্রের সহিত (ইনি) সকল শব্দ প্রাপ্ত হন। মন ইঁহাতে সকল ধ্যান সমর্পণ করেন, মনের সহিত (ইনি) সকল ধ্যান প্রাপ্ত হন।[১৮] ইঁহারা উভয়ে (প্রাণ ও প্রজ্ঞা) একত্র এই শরীরে বাস করেন এবং একত্র উৎক্রমণ করেন। এখন যেরূপে সর্বভূত এই প্রজ্ঞাতে একীভূত হন, তাহা ব্যাখ্যা করিব। ৩।৪

ইন্দ্রিয় ও ভূতমাত্রার পারস্পারিক সম্বন্ধ

বাক্ই ইঁহার (=প্রজ্ঞার) এক অংগ (=অংশ) গ্রহণ করিয়াছেন। নাম তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা[২০] (=বিষয়)। প্রাণ

(১৭) এখানে আনন্দাশ্রম সংস্করণে এই বাক্যগুলি আছে—[যখন পুরুষ জাগ্রত হয়, তখন যেমন জলন্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসমূহ সকল দিকে গমন করে তেমনিই এই আত্মা হইতে প্রাণসমূহ নির্গত হয়; প্রাণসমূহ হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে লোকসমূহ (নির্গত হয়)।] এই বাক্যগুলির দ্বারা অনুচ্ছেদ শেষ করা হইয়াছে। পরবর্তী বাক্যটি তাঁহারা ৩।৪ অনুচ্ছেদের সহিত যুক্ত করিয়াছেন।

(১৮) আনন্দাশ্রম সংস্করণে ইহার পর এই বাক্যটি আছে—ইহাই প্রাণে সর্বাপ্তি, যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা, যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ।

(১৯) এখানে পরবর্তী বাক্যগুলিতে মূলে আছে 'উদূলহং' (=taken out—রা), গ্রহণ করা হইয়াছে। আনন্দাশ্রম সংস্করণে সেই স্থানে অদুহ্লং=দোহন করিয়াছে। (২০) মূলে আছে প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা—correlated object-elements—রা; বিনির্মিত ভূতভাগ—শং। বহির্দেশে স্থাপিত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপাদান সমূহ।

(=ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ও ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে, গন্ধ তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা। চক্ষুও ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে, রূপ তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা। শ্রোত্রও ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে, শব্দ তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা। জিহ্বা ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে, অন্নরস তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা। হস্তদ্বয়ও ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে, কর্ম তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা। শরীর ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে সুখ-দুঃখ তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা। উপস্থ ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে, আনন্দ, রতি ও প্রজাতি তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা। পাদদ্বয় ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে, গতি তাহাদের বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা। মন[২১] ইঁহার এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে, ধী[২২] ও কামনা তাহার বহির্দেশে প্রতিবিহিত ভূত মাত্রা।[২৩] ৩।৫

প্রজ্ঞার আধিপত্য

প্রজ্ঞাদ্বারা বাক্ (-ইন্দ্রিয়)কে অধিকার করিয়া (জীব) বাক্ (-ইন্দ্রিয়) দ্বারা সকল নাম প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা প্রাণ(=ঘ্রাণেন্দ্রিয়)কে অধিকার করিয়া (জীব) প্রাণের দ্বারা সকল গন্ধ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা চক্ষুকে অধিকার করিয়া (জীব) চক্ষুদ্বারা সকল রূপ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা শ্রোত্রকে অধিকার করিয়া (জীব) শ্রোত্রদ্বারা সকল শব্দ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা জিহ্বাকে অধিকার করিয়া (জীব) জিহ্বাদ্বারা সকল অন্নরস প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা হস্তদ্বয়কে অধিকার করিয়া, (জীব) হস্তদ্বয় দ্বারা সকল কর্ম প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা শরীরকে অধিকার করিয়া (জীব) শরীর দ্বারা সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা উপস্থকে অধিকার করিয়া

(২১) আনন্দাশ্রম সংস্করণে মন শব্দ স্থানে প্রজ্ঞা শব্দ আছে।

(২২) আনন্দাশ্রম সংস্করণে ধী ও কামনা শব্দের মধ্যে বিজ্ঞাতব্য শব্দ আছে।

(২৩) রাধাকৃষ্ণন বলেন "বাক্ প্রভৃতি প্রজ্ঞারই (intelligence) বিভাগ বা

(জীব) উপস্থ দ্বারা আনন্দ, রতি ও প্রজাতি প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা পাদদ্বয়কে অধিকার করিয়া (জীব) পাদদ্বয় দ্বারা সকল গতি প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা মনকে অধিকার করিয়া (জীব) মন দ্বারা সকল ধ্যান প্রাপ্ত হয়।[১৪] ৩৬

প্রজ্ঞা-বিহীন বাক্ কোন নাম জ্ঞাত করাইতে পারে না। (লোকে) বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল (সেই জন্য) আমি এই নাম জানিতে পারি নাই।" প্রজ্ঞাবিহীন প্রাণ কোন গন্ধ জ্ঞাত করাইতে পারে না; (লোকে) বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই গন্ধ জানিতে (=আঘ্রাণ করিতে) পারি নাই।" প্রজ্ঞা-বিহান চক্ষু কোন রূপ জ্ঞাত করাইতে পারে না; (লোকে) বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল, (সেই জন্য) এইরূপ জানিতে (=দর্শন করিতে) পারি নাই।" প্রজ্ঞাবিহীন শ্রোত্র কোন শব্দ জ্ঞাত করাইতে পারে না; (লোকে) বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল, (সেই জন্য) এই শব্দ জানিতে (=শ্রবণ করিতে) পারি নাই।" প্রজ্ঞাবিহীন জিহ্বা কোন অন্ন রস জ্ঞাত করাইতে পারে না। (লোকে) বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল (সেই জন্য) আমি এই অন্নরস জানিতে (=আস্বাদন করিতে) পারি নাই।" প্রজ্ঞাবিহীন হস্তদ্বয় কোন কর্ম জ্ঞাত করাইতে পারে না। (লোকে) বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল, (সেই জন্য) আমি এই কর্ম জানিতে পারি নাই।" প্রজ্ঞাবিহীন শরীর কোন সুখ-দুঃখ জ্ঞাত করাইতে পারে না। লোকে বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল, (সেই জন্য) এই সুখ-দুঃখ জানিতে (=অনুভব) করিতে পারি নাই।" প্রজ্ঞাবিহীন

অংশ, এবং বহির্জগতে তাহাদের অনুরূপ (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) বিষয় আছে, তাহাদিগকে ভূতমাত্রা বলা হইয়াছে।"

(২৪) আনন্দাশ্রম সংস্করণে মূল অন্যরূপ; তাহার অনুবাদ এইরূপ প্রজ্ঞা—দ্বারা ধীকে অধিকার করিয়া প্রজ্ঞদ্বারাই (জীব) ধী, বিজ্ঞাতব্য ও কামনা সমূহকে প্রাপ্ত হয়।

উপস্থ কোনও আনন্দ, রতি ও প্রজাতি জ্ঞাত করাইতে পারে না। (লোকে) বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল, (সেই জন্য) এই আনন্দ, রতি ও প্রজাতি জানিতে (=অনুভব করিতে) পারি নাই।" প্রজ্ঞাবিহীন পাদদ্বয় কোন গতি করাইতে পারে না, লোকে বলে "আমার মন অন্যত্র ছিল, (সেই জন্য) আমি এই গতি জানিতে পারি নাই।" প্রজ্ঞাবিহান ধী (=চিন্তা) (সম্ভব) হয় না, যাহা জ্ঞাতব্য, তাহাও জানা যায় না। ৩।৭

বাক্‌কে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, বক্তাকে[২৫] জানিবে। গন্ধকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, ঘ্রাতাকে জানিবে। রূপকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, দ্রষ্টাকে[২৬] জানিবে। শব্দকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, শ্রোতাকে জানিবে। অন্নরসকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিবে। কর্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কর্তাকে জানিবে। সুখ-দুঃখকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, সুখ-দুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিবে। আনন্দ, রতি প্রজাতিকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, আনন্দ রতি-প্রজাতির বিধাতাকে জানিবে। গতিকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, গমনকারীকে জানিবে। মনকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, মন্তা (=মনন-কারী)কে জানিবে। সেই[২৭] এই দশ ভূতমাত্রা[২৮] প্রজ্ঞাধিকৃত[২৯], এই দশ প্রজ্ঞামাত্রা[৩০]

(২৫) বক্তাকে—বাগিন্দ্রিয়-প্রেরক আনন্দাত্মাকে, সর্ব-ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সাক্ষীকে—শং।

(২৬) আনন্দাশ্রম সংস্করণে দ্রষ্টা শব্দ স্থানে রূপবিদ্‌কে শব্দ আছে।

(২৭) সেই=সংসারচক্রের মূলভূত প্রকৃতির—শং।

(২৮) দশ ভূতমাত্রা—Ten existential elements or elements of existence—রা; বক্তব্য, গন্ধ রূপাদি বিষয় সমূহ—শং। বিষয়-জগতের দশ উপাদান। Elements of the objective world, objects—শ্রীশচন্দ্র।

(২৯) প্রজ্ঞাধিকৃত—মূলে আছে অধিপ্রজ্ঞ=প্রজ্ঞাসমূহ—ইন্দ্রিয়সমূহ—দ্বারা (ভূতমাত্রা সমূহকে) অধিকার করিয়া বর্তমান আছে—শং। প্রজ্ঞাধিষ্টিত—সীতানাথ। —depend on prajna—কা; are with reference to intelligence-রা;

(৩০) প্রজ্ঞামাত্রা—elements of intelligence or intelligence-elements—রা;

ভূতাধিকৃত। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত, তবে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত, তবে ভূতমাত্রা থাকিত না। (এই দুইটির একটি ব্যতিরেকে) অন্যটির কোন 'রূপ'[৩১] সম্ভব নয়। ইনি (প্রজ্ঞাত্মা) 'নানা' (=বহু)[৩২] নহেন।

যেমন রথের নেমি (=চক্রের বেষ্টনী), অর(=শলাকা)সমূহে প্রতিষ্ঠিত. এবং অরসমূহ রথ-নাভিতে প্রতিষ্ঠিত, তেমনই এই ভূতমাত্রা সমূহ প্রজ্ঞামাত্রা সমূহতে প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রা সমূহ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত।[৩৩]*

ইনি সাধু কর্মদ্বারা মহান্, অসাধু কর্মদ্বারা ন্যূন হন না। যাঁহাকে (ইনি) এই লোক সমূহ হইতে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, ইনি তাঁহাকে সাধু কর্ম করান। যাহাকে অধোগত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অসাধু কর্ম করান। ইনি লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি লোকেশ[৩৪]। 'তিনি আমার আত্মা' ইহা জানিবে। 'তিনি আমার আত্মা' ইহা জানিবে। ৩৮

ইহা তৃতীয় অধ্যায়।

বাক্ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ—শং; phases of conciousness, elements of subjective world—শ্রীশচন্দ্র। মূলে আছে অধিভূত=ভূতাধিকৃত=ভূতাধিষ্ঠিত—সীতানাথ।

(৩১) রূপ—বিষয়, ইন্দ্রিয়—শং; 'form'—রা ও কা

(৩২) নানা—বহু many—রা; ভেদবান্—শং।

(৩৩) ভাবার্থ—বিষয়ী (=জ্ঞাতা) এবং বিষয় (=জ্ঞেয়) উভয়কে জানিতে হইবে। জ্ঞান ও সত্তা পরস্পর সম্বন্ধাবদ্ধ। প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রার পারস্পরিক সম্বন্ধবদ্ধতা এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুইটির পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারাই আমরা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করি। ......প্রকৃত বিষয়ী বা জ্ঞাতা হচ্ছেন বিশ্বাত্মা। জীবাত্মা তাঁহার কর্মশক্তি পরমাত্মা হইতেই প্রাপ্ত হন। জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নয়—রা।

(৩৪) আনন্দাশ্রম সংস্করণে 'লোকেশ' শব্দের স্থানে 'সর্বেশ' শব্দ আছে।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৫১) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

বলাকি—অজাতশত্রু-সংবাদ[১]

গার্গ্য বালাকি[২] অধীতবেদ[৩] বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি উশীনরদের মধ্যে বাস করিতেন। তিনি মৎস্যদেশবাসীদের মধ্যে, কুরুপঞ্চাল-দেশবাসীদের মধ্যে, কাশী-বিদেহ-দেশবাসীদের মধ্যেও বাস করিয়াছিলেন। তিনি কাশীদেশীয় (রাজা) অজাতশত্রুর নিকট গমন করিয়া বলিলেন "আমি আপনাকে ব্রহ্ম(-তত্ত্ব) বলিব।" অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন "এই বাক্যের জন্যই আমি আপনাকে সহস্র (গাভী) দান করিতেছি। জনগণ (কেবল) 'জনক' 'জনক'[৫] বলিয়া ধাবিত হয়। ৪।১

আদিত্যে বৃহৎ, চন্দ্রমাতে অন্ন, বিদ্যুতে সত্য, মেঘমণ্ডলে শব্দ, বায়ুতে ইন্দ্র-বৈকুণ্ঠ, আকাশে পূর্ণ, অগ্নিতে পরাজয়কারী, জলে তেজ—এই সকলদেবতা সম্বন্ধীয়। তৎপরে অধ্যাত্ম (-সম্বন্ধে বলা হইতেছে)—দর্পণে প্রতিরূপ, ছায়াতে দ্বিতীয় মূর্তি, প্রতিধ্বনিতে জীবন, শব্দে যম, শরীরে প্রজাপতি, দক্ষিণ চক্ষুতে বাক্, ও বাম চক্ষুতে সত্য[৬]। ৪।২

বালাকি বলিলেন "আদিত্যে এই যে পুরুষ আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি।" অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন "এই (আদিত্য-স্থিত পুরুষ) বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না। বৃহৎ, শুক্লবাস-যুক্ত, সর্বাতীত, সকলের

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণে অনুরূপ আখ্যায়িকা ও উপদেশ আছে। (২) গর্গ-গোত্রীয় বলাকের পুত্র—শং। (৩) মূলে আছে অনূচান—অধীতবেদ—শং; বাগ্মী—শ (বৃ.উ. ২।১।১) (৪) মূলে আছে বসন্—শংকরানন্দ অর্থ করেন, সঞ্চরণ করিয়া অতিক্রম করেন। (৫) জনক শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক এবং দান করিতে ইচ্ছুক বলিয়া জনক শব্দ দুই বার বলা হইয়াছে—শং।

(৬) এখানে এই অধ্যায়ে পরে যাহা বলা হইবে, তাহার সূচী দেওয়া হইয়াছে।

মূর্ধা রূপে আমি ইহাকে উপাসনা করি, যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্বাতীত[৭] এবং সর্বভূতের মূর্ধা হন।" ৪।৩

বালাকি বলিলেন "চন্দ্রমাতে এই যে পুরুষ, আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি।" অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন "এই (চন্দ্রমাস্থিত পুরুষ) বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দিবেন না। আমি ইঁহাকে[৮] অন্নের আত্মা[৯] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনি অন্নের আত্মা[১০] হন। ৪।৪

বালাকি বলিলেন "বিদ্যুতে এই যে পুরুষ তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না। আমি ইঁহাকে সত্যের আত্মা[১১] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনি সত্যের আত্মা হন।" ৪।৫

বালাকি বলিলেন "মেঘমণ্ডলে[১২] এই যে পুরুষ, আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন

(৭) মূলে আছে অতিষ্ঠা—সর্বভূতের অতীতে গমন করিয়া যিনি অবস্থান করেন শং; Supreme—রা; all-excelling—কা।

(৮) আনন্দাশ্রম সংস্করণে সোমো রাজা (=প্রিয়দর্শন ও দীপ্তিমান্—শং) এই শব্দ দুইটি অন্নের আত্মার পূর্বে আছে।

(৯) অন্নের আত্মা—Soul of food—কা; self of food—রা; অন্নের কারণ বা স্বরূপ—শং।

(১০) ব্রহ্মের যে গুণকে মানুষ উপাসনা করেন, তিনি 'তদ্‌গুণ' হন—শং ও রা। শ্রুতিতে অনুরূপ বাক্য আছে।

(১১) সত্যের আত্মা—Soul of truth—কা; Self of truth—রা। আনন্দ-আশ্রম সংস্করণ অনুযায়ী—তেজের আত্মা-পাঠ আছে=তেজস্বী—শং।

(১২) মূলে আছে স্তনয়িত্নৌ=মেঘগর্জনে। শংকরানন্দ অর্থ দিয়াছেন মেঘমণ্ডলে। —thunder-cloud—কা; thunder—রা।

না। আমি ইঁহাকে শব্দের আত্মা[১৩] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি শব্দের আত্মা হন।'' ৪।৬

বালাকি বলিলেন ''বায়ুতে এই যে পুরুষ আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি।'' অজাতশত্রু বলিলেন ''এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না। আমি ইঁহাকে 'ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ অপরাজিত সেনা'[১৪] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি জয়শীল ও অপরাজিত ও শত্রুবিজয়ী হন।'' ৪।৭ (৮)*

বালাকি বলিলেন ''আকাশে[১৫] এই যে পুরুষ আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন ''এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না। আাম ইহাকে পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম[১৬] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি প্রজা, পশু, যশ, ব্রহ্ম (=জ্ঞানজনিত)—তেজ এবং স্বর্গলোক দ্বারা পূর্ণ হন, তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন।''[১৭] ৪।৮ (৭)*

(১৩) শব্দের আত্মা- Soul of sound—কা, self of sound—রা, ধ্বনি ও বর্ণ-বিভিন্নতার কারণ বা স্বরূপ—শং।

(১৪) মূলে আছে 'ইন্দ্রঃ বৈকুণ্ঠঃ অপরাজিতা সেনা'—ইন্দ্র—পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন, বৈকুণ্ঠ—যাহা হইতে কুণ্ঠা বিগত অর্থাৎ যিনি অন্য দ্বারা নিবারিত হন না তিনি বিকুণ্ঠ, তাহার ন্যায় বৈকুণ্ঠ,—শং; Indra whom none can stay—কা, রাধাকৃষ্ণন ইন্দ্র-বৈকুণ্ঠ শব্দই ইংরেজীতে ব্যবহার করিয়াছেন। মনিয়ার উলিয়াম্‌স বলেন বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের এক নাম, এবং সেই অর্থে শতপথ ব্রাহ্মণে ব্যবহৃত হইয়াছে। অপরাজিতা সেনা—যাহার সেনা অপরাজিত—শং।

(১৫) আকাশে—গগনে বা অব্যাকৃতে—শং।

(১৬) ব্রহ্ম—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—শং

(১৭) আনন্দাশ্রম সংস্করণে এই অংশ একটু ভিন্ন। তাহার অনুবাদ এইরূপ—তিনি প্রজা ও পশু দ্বারা পূর্ণ হন, তিনি স্বয়ং বা তাঁহার প্রজা পূর্ণ কালের পূর্বে মরে না।

* বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা আনন্দাশ্রম সংস্করণ অনুযায়ী।

বালাকি বলিলেন "অগ্নিতে এই যে পুরুষ, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না। আমি ইঁহাকে 'দুঃসহ'[১৮] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্যের নিকট 'দুঃসহ' হন।" ৪।৯

বালাকি বলিলেন "জলে এই যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আম উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দিবেন না। তেজের[১৯] আত্মা বলিয়া আমি ইঁহাকে উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজের[১৯] আত্মা হন।" এই পর্যন্ত দেবতা-সম্বন্ধে, অতঃপর অধ্যাত্ম (শরীর-সম্বন্ধে বলা হইবে)। ৪।১০

বালাকি বলিলেন "দর্পণে এই যে পুরুষ (আছেন) আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না। আমি ইঁহাকে 'প্রতিরূপ' বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার (নিজের) প্রতিরূপ প্রজা জাত হয়, অপ্রতিরূপ (=অসদৃশ) (প্রজা হয়) না। ৪।১১

বালাকি বলিলেন "ছায়াতে[২০] এই যে পুরুষ আছেন আমি তাঁহাকে উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দিবেন না। আ।ম ইঁহাকে দ্বিতীয়

(১৮) মূলে আছে বিষাসহিঃ=দুঃসহ—শং ; irresistable—রা।

(১৯) আনন্দ-আশ্রম সংস্করণে 'তেজ' শব্দ স্থানে 'নাম' শব্দ আছে।

(২০) ছায়াতে আনন্দ-আশ্রম সংস্করণে এই শব্দের স্থানে 'প্রতিধ্বনিতে' এই শব্দ আছে।

গমনশূন্য[২১] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়া (=পত্নী) হইতে (পুত্র) লাভ করেন, এবং দ্বিতীয়বান্ (=পুত্রবান্) হন। ৪।১২

বালাকি বলিলেন "প্রতিধ্বনিতে[২২] এই যে পুরুষ (আছেন) আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না। আমি ইঁহাকে 'অসু' বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি[২৩] (পূর্ণ) কালের পূর্বে 'সম্মোহ' প্রাপ্ত হন না।[২৪] ৪।১৩

বালাকি বলিলেন "শব্দে এই যে পুরুষ[২৫] (আছেন) আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দিবেন না। আমি তাঁহাকে মৃত্যু বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি[২৬] (পূর্ণ) কালের পূর্বে (পরলোকে) প্রয়াণ করেন।" ৪।১৪

বালাকি বলিলেন "এই যে পুরুষ সুপ্ত (অবস্থায়) স্বপ্নে বিচরণ করেন[২৭] আমি তাঁহাকে উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না, আমি ইঁহাকে যম ও রাজা

(২১) মূলে আছে 'অনপগ'—গমনশূন্য—শং; inseparable—রা ও কা; not departing from.—ম. উলি.

(২২) আনন্দ-আশ্রম সংস্করণে 'প্রতিধ্বনি' স্থানে 'এই যে শব্দ পুরুষকে অনুগমন করে' আছে। (২৩) আনন্দ-আশ্রম সংস্করণে 'তিনি' শব্দের পরে 'স্বয়ং বা তাঁহার প্রজা' এই শব্দগুলি আছে। (২৪) সম্মোহ প্রাপ্ত হন না=নিধন প্রাপ্ত হয়—শং। (২৫) আনন্দ-আশ্রম সংস্করণে 'শব্দে এই যে পুরুষ আছেন' শব্দসমূহের স্থানে 'এই যে ছায়া পুরুষ' এই শব্দসমূহ আছে। (২৬) 'তিনি' শব্দের পর 'স্বয়ং বা তাহার প্রজা' এই শব্দগুলি আনন্দাশ্রম সংস্করণে আছে।

(২৭) আনন্দ-আশ্রম সংস্করণ পাঠের অনুবাদ এইরূপ—"এই যে প্রাজ্ঞাত্মা যাহার দ্বারা এই পুরুষ স্বপ্নে বিচরণ করে"। স্বপ্নে বিচরণ করে=স্বপ্ন দেখে—শং।

বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সকল (পদার্থ) নিয়মিত হয় (যম্যতে)। ৪।১৫ (১৬)

বালাকি বলিলেন "শরীরে এই যে পুরুষ[২৮], আমি তাঁহাকেই উপাসনা করি।" অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না, আমি ইঁহাকে প্রজাপতি বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি প্রজা, পশু, যশ, ব্রহ্মতেজ এবং স্বর্গলোক[২৯] সম্বন্ধে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন।"
৪।১৬ (১৫)*

বালাকি বলিলেন "দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ (আছেন), আমি তাঁহাকে উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বিষয়ে কোন উপদেশ দিবেন না। আমি ইঁহাকে বাকের[৩০] আত্মা[৩১], অগ্নির আত্মা এবং জ্যোতির আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি এই সকলের আত্মা হন।" ৪।১৭

বালাকি বলিলেন "বাম অক্ষিতে এই যে পুরুষ (আছেন) আমি তাঁহাকে উপাসনা করি।" অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন "এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না, আমি তাঁহাকে সত্যের আত্মা[৩২], বিদ্যুতের আত্মা, ও তেজের আত্মা[৩২] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি এই সকলের আত্মা হন।" ৪।১৮

(২৮) আনন্দাশ্রম সংস্করণ অনুযায়ী পাঠ—'শারীর পুরুষ'—অর্থ একই।

(২৯) যশ, ব্রহ্মতেজ ও স্বর্গলোক এই শব্দগুলি আনন্দাশ্রম সংস্করণে নাই।

(৩০) আনন্দাশ্রম সংস্করণে 'বাক্' শব্দের স্থান 'নাম' শব্দ আছে।

(৩১) আত্মা—কারণ বা স্বরূপ—শং, self—রা; soul—কা।

(৩২) সত্যের আত্মা—প্রাণরূপ সত্যের আত্মা(=স্বরূপ)। বিদ্যুতের আত্মা =বিদ্যুতের স্বরূপ, তেজের আত্মা=জ্যোতির স্বরূপ—শং।

* বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা আনন্দাশ্রম সংস্করণ অনুযায়ী।

তখন বালাকি নীরব হইলেন। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন "হে বালাকি, আপনি কি এই পর্য্যন্তই জানেন?" বালাকি বলিলেন "হাঁ, এই পর্যন্তই।" অজাতশত্রু তখন তাঁহাকে বলিলেন "বৃথাই আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন 'আপনাকে ব্রহ্ম (-তত্ত্ব) বলিব'।" তিনি আরও বলিলেন "হে বালাকি, যিনি এই সকল পুরুষের কর্তা এবং ইহা (=এই জগৎ) যাঁহার কর্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে।"

অনন্তর বালাকি সমিৎ-হস্তে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন) "আমি (শিষ্যরূপে) উপস্থিত হইতেছি।" অজাতশত্রু বলিলেন "ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে উপনয়ন[৩৩] করিবেন, তাহা 'প্রতিলোম-রূপ'ই[৩৪] মনে করি[৩৫]। এস, এই অবস্থাতেই তোমাকে উপদেশ দিব।" তিনি তাঁহার (=বালাকির) হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন।

তাঁহারা উভয়ে এক সুপ্ত পুরুষের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে (=সুপ্ত ব্যক্তিকে) অজাতশত্রু সম্বোধন করিলেন "হে বৃহৎ, হে শুক্লবাস, হে সোমরাজা"। কিন্তু তিনি (নীরব হইয়া)[৩৬] শয়িতই রহিলেন। তিনি তাঁহাকে একটি যষ্টি দ্বারা ধাক্কা দিলেন। তিনি (=শয়িত পুরুষ) তখনই উত্থিত হইলেন। তখন অজাতশত্রু তাঁহাকে (=বালাকিকে) বলিলেন "বালাকি, কোথায় এই পুরুষ শয়ন করিয়াছিলেন? কোথায় ইনি ছিলেন? কোথা হইতে ইনি আসিয়াছেন?" বালাকি তাহা জানিতেন না।

অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন "যাঁহাতে এই পুরুষ শয়িত ছিলেন, যাঁহাতে ইনি ছিলেন, এবং যাঁহা হইতে ইনি আসিয়াছেন তাহা এই—

(৩৩) উপনয়ন করিবেন—ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে দীক্ষা দিবেন—শং।

(৩৪) প্রতিলোমরূপ—বিপরীতরূপ—শং, Contrary to nature—রা; প্রচলিত আচার বিরুদ্ধ—সীতানাথ।

(৩৫) আনন্দাশ্রম সংস্করণে 'মনে করি' স্থানে 'হইবে' আছে।

(৩৬) নীরব হইয়া আনন্দাশ্রম সংস্করণে শুধু আছে।

হৃদয়ের[৩৭] হিতা নামক নাড়ী সমূহ হৃদয় হইতে হৃদয়-বেষ্টনী পর্যন্ত বিস্তৃত আছে ! একটি কেশকে সহস্রধা বিভক্ত করিলে যেরূপ (সূক্ষ্ম), সেইরূপ সূক্ষ্ম (নাড়ীসমূহ) পিঙ্গল, শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত এবং লোহিত (-বর্ণীয়) সূক্ষ্মতম (রসে পূর্ণ) থাকে। যখন (পুরুষ) সুপ্ত (থাকেন) এবং কোন স্বপ্ন দেখেন না, তখন তিনি (পুরুষ =জীবাত্মা) এই সমুদয়ে (= এই সমুদয় নাড়ীতে) অবস্থান করেন।* ৪।১৯

আর এই প্রাণে (অর্থাৎ প্রাণের সহিত) এক হইয়া যায়। তখন ইঁহাতে বাক্‌সকল নামের সহিত গমন করে, চক্ষুসকল রূপের সহিত গমন করে, শ্রোত্রসকল শব্দের সহিত গমন করে, মনসকল ধ্যানের (=চিন্তার) সহিত গমন করে। যখন তিনি জাগরিত হন, তখন, যেমন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে প্রাণ (=ইন্দ্রিয়)-সমূহ নিজ নিজ আয়তনে বিবিধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণসমূহ হইতে দেবগণ (=ইন্দ্রিয় শক্তি), দেবগণ হইতে লোক (নিঃসৃত হয়)।[৩৮]

এই প্রাণের ন্যায় এই প্রজ্ঞাত্মা এই শরীর-আত্মাতে[৩৯]—লোমসমূহ পর্যন্ত, নখসমূহ পর্যন্ত—অনুপ্রবিষ্ট আছেন।[৪০]

যেমন ক্ষুরাধারে ক্ষুর বা অগ্নি-আধারে অগ্নি 'অবহিত'[৪১] থাকে সেই

(৩৭) রাধাকৃষ্ণন 'হৃদয়' স্থানে 'পুরুষ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আনন্দাশ্রম সংস্করণ ও কাউয়েল 'হৃদয়' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩৮) শংকরানন্দ বলেন সুষুপ্তির সময়ে ক্রিয়াশক্তিসমূহ হৃদাকাশে অবস্থিত আনন্দ-ব্রহ্মে অবস্থান করে ; এবং জাগরণকালে পুনরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করে।

আনন্দাশ্রম সংস্করণে এখানে ৪।১৯ কণ্ডিকা শেষ হইয়াছে।

(৩৯) মূলে আছে শরীরম্ আত্মানম্—bodily self—রা ; body & soul—কা। শরীর=শরীরস্থ ইন্দ্রিয়, আত্মা=প্রত্যয়ের অবলম্বন—শং।

(৪০) এই বাক্যটি আনন্দাশ্রম সংস্করণে নাই।

(৪১) অবহিত—মূলে এই শব্দই আছে—hidden—রা

* মন্ত্রটির অংশের জন্য পরিশিষ্ট ক (৫২) দ্রষ্টব্য।

রূপই প্রজ্ঞ আত্মা এই শরীর-আত্মাতে—লোমসমূহ পর্যন্ত, নখসমূহ পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট আছে। এই (প্রজ্ঞ) আত্মাকে অন্য সকল (বাগাদি) আত্মারা অনুসরণ করে, যেমন কুলশ্রেষ্ঠকে তাঁহার স্বজনেরা (করে)।* যেমন (কুল-)শ্রেষ্ঠ স্বজনগণের সহিত ভোজন করেন, অথবা যেমন স্বজনগণ (কুল-)শ্রেষ্ঠের সহায়তায় ভোজন করে, সেইরূপ এই প্রজ্ঞাত্মা এই সকল (বাক্-আদি) আত্মাদের সহিত (বিষয়) ভোগ করেন, এবং সেই সকল আত্মারা এই প্রজ্ঞাত্মার সহায়তায় ভোগ করেন।

যতদিন ইন্দ্র এই (প্রজ্ঞ) আত্মাকে জানেন নাই, ততদিন অসুরগণ তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। যখন তিনি (এই প্রজ্ঞাত্মাকে) জানিতে পারিলেন, তখন তিনি অসুরদিগকে জয় করিয়া এবং নিহত করিয়া দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য (=স্বাতন্ত্র্য) এবং আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। সেইরূপেই এইরূপ জ্ঞানবান্ সকল পাপ অপহনন করিয়া সর্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য এবং আধিপত্য প্রাপ্ত হন যিনি এরূপ জানেন, যিনি এরূপ জানেন। ৪।২০

ইহা চতুর্থ অধ্যায়

কৌষীতকি-উপনিষৎ সমাপ্ত

* মূল মন্ত্রটির অংশের জন্য পরিশিষ্ট ক (৫৩) দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নোপনিষৎ

এই উপনিষৎ অথর্ববেদের অন্তর্গত। আচার্য্য শঙ্কর বলেন "আথর্বণ মন্ত্রোপনিষদে (অর্থাৎ মুণ্ডকোপনিষদে) যে বিষয় উক্ত হইয়াছে তাহারই বিস্তীর্ণ-ভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ করা হইয়াছে।" অর্থাৎ প্রশ্নোপনিষৎ যেন মুণ্ডকোপনিষদের ব্রাহ্মণ ভাগ। পণ্ডিত দুর্গাচরণ বলেন 'প্রশ্ন' ও 'মুণ্ডক' দুইখানিই আথর্বণ উপনিষৎ তন্মধ্যে প্রশ্নোপনিষৎখানি ব্রাহ্মণভাগের মুণ্ডকোপনিষৎ মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। স্বামী সর্বানন্দ মনে করেন যে সম্ভবতঃ এই উপনিষৎ অথর্ববেদের পিপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত। অথর্ব-বেদীয় উপনিষৎ সমূহের মধ্যে বোধ হয় এই উপনিষৎই প্রাচীনতম। প্রশ্ন ও মুণ্ডকে অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে, যাহা এক উপনিষদে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা অন্য উপনিষদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই উপনিষদে ছয়জন শিষ্য ছয়টি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং আচার্য পিপ্পলাদ তাঁহাদের যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। প্রশ্নের উত্তর বলিয়া এই উপনিষদের নাম 'প্রশ্নোপনিষৎ'।

এই উপনিষদের শংকরও রংগরামানুজ ও মধ্বের ভাষ্য আছে। এই দুই ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা ও আচার্য রাধাকৃষ্ণনের ব্যাখ্যা হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। স্থানে স্থানে মধ্বের ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্নোপনিষৎ

শান্তিপাঠ*

ওম্, হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা ভদ্র (=কল্যাণময় বচন) শ্রবণ করি। হে যজনীয় দেবগণ আমরা যেন চক্ষু দ্বারা 'ভদ্র' (=কল্যাণকর দৃশ্য) দর্শন করি। স্থির (=দৃঢ়) অঙ্গসমূহ ও দেহের সহিত (যুক্ত হইয়া) আপনাদের স্তুতি করিয়া দেবগণের যে বিহিত আয়ু তাহা যেন প্রাপ্ত হই।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথম প্রশ্ন

জগৎ-সৃষ্টি

ওম্, ভরদ্বাজের পুত্র সুকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, গর্গবংশীয় সৌর্যায়ণি (=সূর্যের পৌত্র), অশ্বলের পুত্র কৌসল্য, বিদর্ভদেশীয় ভার্গব (=ভৃগু-বংশীয় বা ভৃগুর পুত্র), কত্যের পুত্র কবন্ধী। ইহারা সকলে ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং পরমব্রহ্মের অন্বেষণকারী। "ইনি নিশ্চয়ই সেই (ব্রহ্ম-) বিষয়ে[1] সমুদয় আমাদিগকে বলিবেন।" ইহা (মনে করিয়া) তাঁহারা সমিদ্-হস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১।১

(১) মূলে আছে 'তৎসর্বম্'—সেই সমুদয় বা ব্রহ্মবিষয়ে সমুদয়। দুই অর্থ হইতে পারে। গীতা বলেন ওম্, তৎ, সৎ ব্রহ্মকে নির্দেশ করে।

* মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৫৪) দ্রষ্টব্য।

সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন "তপস্যা[২] ব্রহ্মচর্য[৩] এবং শ্রদ্ধা[৪] সহকারে পুনরায় সংবৎসর (=এক বৎসর) বাস কর, (তাহার পর) ইচ্ছানুযায়ী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও, যদি জানি (তবে) তোমাদিগকে সমস্তই বলিব।" ১।২

অনন্তর[৫] কত্যের পুত্র কবন্ধী (ভগবান্-পিপ্পলাদের) নিকটে গমন করিয়া 'প্রশ্ন' করিলেন "ভগবন্, কোথা হইতে এই প্রজা (=জীব) প্রজাত হইল?" ১।৩

তিনি তাঁহাকে বলিলেন "প্রজাপতি[৬] 'প্রজা-কাম' (=প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া) তপস্যা[৭] করিলেন।

তিনি তপস্যা করিয়া এক 'মিথুন' (=যুগল)—রয়ি ও প্রাণ[৮] উৎপাদন

(২) তপস্যা—ইন্দ্রিয়-সংযম—শ; শরীরশোষণাদিরূপ তপস্যা—র; austerity—রা।

(৩) ব্রহ্মচর্য—(স্ত্রীলোকের) স্মরণ, কীর্তন (talking), কেলি (play) প্রেক্ষণ (নিরীক্ষণ), গুহ্য-ভাষণ, সংকল্প (desire), অধ্যবসায় (try to obtain) এবং ক্রিয়া (enjoyment) হইতে নিবৃত্তি—র।

(৪) শ্রদ্ধা—আস্তিক্য বুদ্ধি—শ ও র।

(৫ অনন্তর—এক বৎসর পরে—শ ও র।

(৬) প্রজাপতি—ব্রহ্মা—র; হিরণ্যগর্ভ—শ; Lord of creation—রা; ——বিষ্ণু, কারণ তিনি সকল প্রজাকে রক্ষা করেন—ম।

(৭) মূলে আছে তপঃ অতপ্যত—স্রষ্টব্য আলোচনারূপে তপস্যা—র; শ্রুতিতে প্রকাশিত সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানরূপ তপস্যা—শ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাচনিক অনুবাদ করিয়াছেন—তপ তপিলেন।

(৮) রয়ি এবং প্রাণ—matter and life—রা; প্রকৃতি ও পুরুষ (সাংখ্যের নয়)—র। রয়ি=সোম বা অন্ন; প্রাণ=অগ্নি বা ভোক্তা—শ। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেন "প্রাণ পুংতত্ত্ব, রয়ি স্ত্রীতত্ত্ব। প্রাণকে পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায় Life principle বলা চলে, রয়িকে বলা চলে matter। প্রাণ রয়িকে অবলম্বন করে নানাবিধ সৃষ্টির বিকাশে লীলায়িত হয়। এ প্রাণ মহাপ্রাণ; বার্গসঁর ভাষায় ইহাকে Elan Vital বলা চলে।" উপনিষদের আলো—পৃঃ-২৭।

করিলেন। (এবং মনে করিলেন) "ইহারা দুইজন আমাকে বহু প্রকার প্রজা উৎপন্ন করিবে।" ১।৪

আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি[৯]। মূর্ত ও অমূর্ত[১০] যাহা কিছু সমস্তই রয়ি। সেই জন্য মূর্তিই রয়ি[১১]। ১।৫

আর আদিত্য উদিত হইয়া যে পূর্বদিকে প্রবেশ করেন (=স্বীয় প্রভায় পরিব্যাপ্ত করেন) তাহা (=সেই ব্যাপ্তি) দ্বারা পূর্বদিকৃস্থ প্রাণসমূহকে স্বীয় রশ্মিসমূহে সম্যক্‌রূপে ধারণ করেন (অর্থাৎ রশ্মিদ্বারা ব্যাপ্ত করেন)[১২]। যখন দক্ষিণ দিক্, যখন পশ্চিম দিক্, যখন উত্তর দিক্, যখন অধোদিক্, যখন ঊর্ধ্ব দিক্, যখন মধ্যবর্তী[১৩] দিক্‌সমূহ এবং যখন (অন্য) সকল প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা সকল প্রাণকে রশ্মিসমূহে সম্যক্ ধারণ করেন (=রশ্মিদ্বারা ব্যাপ্ত করেন)[১৪]। ১।৬

(৯) ভোগ্য বস্তুর মধ্যে অন্ন প্রধান। অন্ন ওষধি হইতে উৎপন্ন হয়। চন্দ্র ওষধি সঞ্জীবিত করেন। এই জন্য ভোগ্যের প্রতীকভাবে চন্দ্রমাকে বলা হইয়াছে রয়ি। অগ্নি অন্নকে ভোগ করেন। অগ্নির উৎপত্তি স্থূল সূর্য। সুতরাং ভোক্তার প্রতীক সূর্য—শ (বসন্ত কুমার দ্বারা ব্যাখ্যাত)। ভোক্তা, জ্যোতি বা তেজের তিন অবস্থা—আধিদৈবিকরূপে তিনি সূর্য, আধিভৌতিকরূপে অগ্নি, আধ্যাত্মিকরূপে প্রাণ—শ।

(১০) মূর্ত—স্থূল, অমূর্ত—সূক্ষ্ম—শ। পৃথিবী, জল, ও তেজ, মূর্ত, বায়ু ও আকাশ অমূর্ত। পঞ্চভূতজাত সমস্তই রয়ি বা অন্ন—র।

(১১) ভাবার্থ—রয়ি (matter) এবং প্রাণ (life) পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করে। সকল বস্তু—স্থূল বা সূক্ষ্ম—রয়ি (matter)। এই জগতের সমস্ত সৃষ্টিতেই রয়ির (matter) অংশ আছে। রয়ির মাধ্যমেই সকল আকার প্রকাশিত হয়—রা।

(১২) এই সকল প্রাণকে আত্মভূত করেন—শ।

(১৩) মধ্যবর্তী দিক্-সমূহ—ঈশান বায়ু অগ্নি নৈঋত দিক্—শ।

(১৪) রংগরামানুজ বলেন আদিত্য অর্থ এখানে জীব, প্রাণ অর্থ ইন্দ্রিয়। জীব নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পূর্বদিকৃস্থ বস্তুসমূহ উপলব্ধি করেন, এবং পূর্ব দিকে যে সকল ইন্দ্রিয় অবস্থান করে তাহাদিগকে জ্ঞানরূপ রশ্মিদ্বারা ব্যাপ্ত করেন এবং তাহা দ্বারা বস্তু উপলব্ধি করেন। এইরূপে অন্যান্য দিকৃস্থ বস্তু ও উপলব্ধি করেন। উপরে যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাচনিক অনুবাদ ও শংকরের মতানুযায়ী।

সেই ইনি বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ প্রাণ[১৫] এবং অগ্নি। (তিনিই আদিত্যরূপে) উদিত হন। সেই ঋক্‌মন্ত্রে এরূপ বলা হইয়াছে। ১।৭

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্‌, সর্বজ্ঞ, পরমাশ্রয়, তাপদানকারী
অদ্বিতীয় জ্যোতিকে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ জানেন)
তিনি সহস্ররশ্মি, শতধা (=বহুরূপে) বর্তমান
প্রজা(=জীব)গণের প্রাণ(-স্বরূপ) সূর্য উদিত হইতেছেন। ১।৮

সংবৎসরই[১৬] প্রজাপতি। তাঁহার দুইটি অয়ন(=পথ)—দক্ষিণ ও উত্তর।[১৭] তন্মধ্যে যাঁহারাই ইষ্ট ও পূর্তকে[১৮] (নিজের কর্তব্য) কর্ম বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা চন্দ্রলোকই জয় করেন (=প্রাপ্ত হন)। তাঁহারাই (সংসারে) পুনরাবর্তন করেন। সেই জন্য 'প্রজাকাম' (=সন্তানার্থী) ঋষিগণ দক্ষিণ (-পথ) প্রাপ্ত হন। যাহা পিতৃযাণ তাহাই রয়ি।[১৯] ১।৯

(১৫) বৈশ্বানর—বিশ্বের যত নর সকলই ইহার অন্তর্গত, সর্বাত্মা—শ। বিশ্বের নরগণের নেতা অর্থাৎ প্রজাপতি (ব্রহ্ম)—র। বিশ্বরূপ—বিশ্বাত্মক, সর্বশরীরক (ব্রহ্ম)—র। আনন্দ গিরি বলেন বৈশ্বানর সবজীবাত্মক, বিশ্বরূপ সর্বপ্রপঞ্চাত্মক। প্রাণ, পরমাত্মা—র।

(১৬) সংবৎসরই প্রজাপতি—চন্দ্র ও সূর্য কর্তৃক অহোরাত্র, পক্ষ, মাস ও সংবৎসর সম্পাদিত হয়। প্রজাপতিই সূর্য-চন্দ্র-মিথুনাত্মক। সেই জন্য প্রজাপতিকে সংবৎসর বলা হইয়াছে—শ।

(১৭) একটি উত্তরায়ণ, একটি দক্ষিণায়ন—উত্তরায়ণ (২২শে ডিসেম্বর, নিখিল ভারত পৌষমাসের পহেলা হইতে জুন মাসের ২১শে পর্যন্ত, নিখিল ভারত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন) আমাদের চোখে সূর্য যখন উত্তরগামী হয়। নিখিল ভারত পহেলা আষাঢ় হইতে দক্ষিণায়ন।

(১৮) ইষ্ট ও পূর্ত—যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মকে ইষ্ট, এবং কূপ তড়াগ খনন ইত্যাদি জনহিতকর স্মার্ত কর্মকে পূর্ত বলা হয়—ইষ্ট ও পূর্ত অনুষ্ঠান করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়—শ।

(১৯) যাহা পিতৃযাণ তাহাই রয়ি—এই পিতৃযাণ রয়ি—অন্নপ্রধান বৈষয়িক ভোগাত্মক—র। পিতৃযাণ দ্বারা চন্দ্র উপলক্ষিত হইতেছেন—ইহা রয়ি বা অন্ন—শ।

আর, (অন্য সাধকেরা) তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা[২০] দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তর (পথ) দ্বারা আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। ইনিই সকল প্রাণের আশ্রয়, ইনি অমৃত ও অভয়। ইনি পরম গতি। ইহা হইতে কেহ পুনরাবর্তন করে না। ইনি[২১] নিরোধ[২২]। এই বিষয়ে শ্লোক (আছে)— ১।১০

*(কোন কোন কালাত্মবিদ্ আদিত্যকে) 'পঞ্চপাদ(-যুক্ত) 'দ্বাদশাকৃতি (-সম্পন্ন) পিতা[২৩], এবং দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে (অবস্থিত) ও 'উদকবর্ষী' বলেন; আবার অন্যেরা ইঁহাকে বিচক্ষণ[২৪], এবং সপ্ত-চক্র-ও-ষড়-শলাকা[২৫]-বিশিষ্ট (রথে) অর্পিত, বলেন[২৬]। ১।১১

(২০) বিদ্যা—প্রত্যগাত্মবিদ্যা—পরমাত্মার উপাসনা ও অর্চনা—র; প্রজাপতিতে আত্মভাব বিষয়ক বিদ্যা (উপাসনা)—শ।

আদিত্য—ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ—র ও রা। প্রজাপতির অংশ ভোক্তা প্রাণরূপী আদিত্য—শ।

(২১) নিরোধ—অবিদ্বান্দের নিকট নিরুদ্ধ (নিষিদ্ধ)—শ।
পুনর্জন্মের নিরোধ-কারী—র; stopping of rebirth—রা।

(২২) ভাবার্থ—প্রচলিত ভক্তি বা পরোপকারকে এখানে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। প্রথমটি আমাদিগকে কালের অধীনতা হইতে রক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু শেষোক্তটি তাহা পারে—রা।

(২৩) 'পঞ্চপাদ' ও 'দ্বাদশাকৃতি' মূলে এই দুইটি শব্দ আছে। পঞ্চপাদ—পঞ্চঋতু-যুক্ত, হেমন্ত ও শীতকে এক ঋতু ধারণা করিয়া পঞ্চ বলা হইয়াছে। পদ সহায়ে মানুষ চলে সেইরূপ কালরূপী আত্মা পঞ্চঋতু সহায়ে অগ্রসর হন, সেই জন্য পঞ্চপাদ বলা হইয়াছে—শ ও র। দ্বাদশাকৃতি—দ্বাদশ-মাস যুক্ত—শ ও র। পিতা—সকলের জনক—শ ও র।

(২৪) বিচক্ষণ—নিপুণ; সর্বজ্ঞ—শ; কুশল—র।

(২৫) সপ্তচক্র-ষড়-শলাকা—সপ্ত-অশ্বরূপ চক্র—শ (সপ্তাশ্ব—সপ্তকিরণ বা বর্ণ—বি), ষড়-শলাকা—ষড় ঋতু—শ ও র।

(২৬) ভাবার্থ—সংবৎসর রূপ কালাত্মক প্রজাপতি চন্দ্র ও আদিত্য রূপে ও জগতের কারণ—শ।

---

* মন্ত্রটি ঋ. বে. ১।১৬৪।১২ হইতে গৃহীত।

মাসই প্রজাপতি, তাহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি, শুক্ল (-পক্ষ) প্রাণ। সেই জন্য এই সকল[২৭] ঋষিগণ শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন, অন্যেরা অপর পক্ষে (যজ্ঞ) করেন। ১।১২

অহোরাত্রই প্রজাপতি, তাঁহার অহঃই (=দিবাভাগই) প্রাণ, রাত্রিই রয়ি। যাহারা দিবাভাগে রতি-ক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে নিঃসারিত করে। রাত্রিতে[২৮] যাহারা রতি-ক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়, তাহা ব্রহ্মচর্যই[২৯]। ১।১৩

অন্নই প্রজাপতি[৩০]। তাহা (=অন্ন) হইতেই সেই রেতঃ (উৎপন্ন হয়)। তাহা (=রেতঃ) হইতেই এই সকল প্রজা (=জীববর্গ) প্রজাত হয়। ১।১৪

পঞ্চদশ মন্ত্রের পাঠ ও অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে সুতরাং দুই অনুবাদ দেওয়া হইল। শংকর মতে অনুবাদ—

যাঁহারা এই প্রজাপতি-ব্রত আচরণ করেন, তাঁহারা মিথুন উৎপাদন করেন। এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই—যাঁহাদের ব্রহ্মচর্য আছে এবং যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত। ১।১৫

(২৭) এই সকল প্রাণদর্শী—শ ; অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা—র।

(২৮) শঙ্কর বলেন স্ত্রীর ঋতুকালে।

(২৯) আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেন "এই মন্ত্র হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে ব্রহ্মচর্য বা দৈহিক বিশুদ্ধতা যৌন-নিরোধ বা বর্জন নয়, যৌন সংযম।......উপনিষৎ বিবাহিত জীবনের মূল্য স্বীকার করেন।"

(৩০) অন্নই প্রজাপতি—কিরূপে? প্রজাপতিই অন্ন হইয়াছেন, সেই অন্ন হইতে রেতঃ, এবং তাহা স্ত্রীতে সিঞ্চিত হইলে মানুষ প্রভৃতি প্রজা উৎপন্ন হয়। প্রশ্ন হইয়াছিল 'কোথা হইতে এই প্রজা জাত হয়?' উত্তর হইল—রয়ি ও প্রাণ, চন্দ্র ও আদিত্য এই মিথুনাদি হইতে ক্রমানুসারে অহোরাত্র পর্যন্ত পরিণত হইয়া ব্রীহি-যব প্রভৃতি অন্ন হইতে উৎপন্ন রেতে স্থিত হয়, তাহা হইতে প্রজা প্রজাত হয়—শ।

*যাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা, অনৃত ও মায়া নাই তাঁহাদেরই ঐ বিরজ ব্রহ্মলোক।[৩১] ১।১৬

রামানুজ মতে অনুবাদ—

যাঁহারা এই প্রজাপতি ব্রত আচরণ করেন, তাঁহারা মিথুন (=পুত্র-কন্যা) উৎপাদন করেন। এই লোক (=পৃথিবী) তাঁহাদেরই। ১।১৫

যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে, যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা অনৃত ও মায়া নাই তাঁহাদেরই ঐ বিরজ ব্রহ্মলোক।[৩১] ১।১৬

ইহা প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্ন

(৩১) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেন "উপনিষৎ-দ্রষ্টা ঋষিরা যৌনজীবনের এবং -মাতৃ-স্নেহের স্বভাবিক সরলতা ও সৌন্দর্য বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না।"

শংকর ব্যাখ্যা করেন যাঁহারা প্রজাপতি-ব্রত আচরণ করেন অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন করেন, এবং ঋতুকাল ব্যতীত ভার্যাগমন করেন না, তপস্যা করেন, সত্য পালন করেন তাঁহারা চন্দ্রলোকরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

রংগরামানুজ প্রথম 'ব্রহ্মলোক' স্থানে 'লোক' পাঠ গ্রহণ করেন এবং "যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত" এই অংশ রংগরামানুজ পরবর্তী মন্ত্রের সহিত যোগ করেন। তিনি অর্থ করেন—যাহারা প্রজাপতি শব্দিত অন্নের ভোগই ব্রতরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা ব্রহ্মচর্যহীন তাহারা পুত্রোৎপাদন করে। প্রজা-পশু-অন্নযুক্ত এই লোক তাহাদেরই। আর যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে, যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা, অসত্য ও মায়া নাই, তাঁহারা নির্দোষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

শংকর পঞ্চদশ মন্ত্রে ব্রহ্মলোক অর্থ করেন চন্দ্রলোক। পঞ্চদশ মন্ত্রের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, যে সকল গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য পালন ও তপস্যা করেন তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন—যেমন জনক।

প্রথম প্রশ্ন ব্যাখ্যা সমাপ্ত

* মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট ক (৫৩) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

(প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব)

অনন্তর বিদর্ভদেশবাসী ভার্গব ইঁহাকে (=ভগবান্ পিপ্পলাদকে) প্রশ্ন করিলেন "ভগবন্, কতজন দেবতা[২] এই প্রজা (=শরীর) ধারণ করেন? কতজন ইহাকে প্রকাশ করেন? ইহাদের মধ্যে বরিষ্ঠ কে?" ২।১

তিনি (=পিপ্পলাদ) তাঁহাকে বলিলেন "আকাশই এই দেবতা, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী[৩], বাক্[৪], মন[৫], চক্ষু, শ্রোত্র[৬] ও (এই দেবতা)। তাঁহারা নিজেদের (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রকাশ করিবার জন্য বলিলেন "আমরা এই শরীরকে সুদৃঢ় করিয়া বিশেষ ভাবে ধারণ করিতেছি।'' ২।২

বরিষ্ঠ প্রাণ তাঁহাদিগকে বলিলেন "মোহ প্রাপ্ত হইও না, আমিই নিজকে 'পঞ্চধা'[৭] বিভক্ত করিয়া শরীরকে সুদৃঢ় করিয়া ধারণ করিতেছি।[৮]" তাঁহারা (=এই ইন্দ্রিয়গণ) (এই বাক্যে[১] শ্রদ্ধাবান্ হইলেন না। ২।৩

(১) প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে প্রাণই ভোক্তা এবং প্রজাপতি (Lord of creation)। এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হইবে যে শরীরেও প্রাণই ভোক্তা ও প্রজাপতি এবং প্রাণই শ্রেষ্ঠ—শ।

(২) দেবতা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়—শ; Powers—রা।

(৩) অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত—শ।

(৪) বাক্ দ্বারা উপলক্ষিত কর্মেন্দ্রিয়সমূহ—শ ও র।

(৫) মন দ্বারা উপলক্ষিত মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধিযুক্ত অন্তঃকরণ—শ।

(৬) চক্ষু ও শ্রোত্রদ্বারা উপলক্ষিত জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ—শ ও র।

(৭) পঞ্চধা (=পঞ্চভাগে)—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান রূপে মুখ্য প্রাণ নিজকে বিভক্ত করেন—র।

(৮) আমি কার্যনিমিত্ত বলিয়াই তোমরা কার্যক্ষম—র

তিনি (=বরিষ্ঠ প্রাণ) অভিমানবশতঃ উর্ধ্বে যেন উৎক্রান্ত হইলেন (=উৎক্রান্ত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন)। তিনি উৎক্রান্ত (হইতে প্রবৃত্ত) হওয়াতে, অন্য সকলেও উৎক্রান্ত (হইতে প্রবৃত্ত) হইলেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত (=সুস্থির) হইলে সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যেমন মধুকর-রাজ উৎক্রান্ত হইলে, সকল মক্ষিকাই উৎক্রান্ত হয়, সে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সকলে প্রতিষ্ঠিত হয়, বাক্, মন, চক্ষু এবং শ্রোত্র ও সেইরূপ (হইলেন)। তাঁহারা প্রীত হইয়া প্রাণকে স্তুতি করিলেন। ২।৪

*ইনি (=প্রাণ) অগ্নি (রূপে) তাপ প্রদান করেন ;
ইনি সূর্য, ইনি পর্জন্য (=মেঘ), ইনি মঘবা (=ইন্দ্র),
ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, রয়ি-(=চন্দ্রমা)-দেবতা,
সৎ ও অসৎ এবং যাহা অমৃত[৯] [১০]। ২।৫

**শলাকাসমূহ যেমন রথচক্রের নাভিতে (প্রতিষ্ঠিত)
সেইরূপ সমস্তই[১১] প্রাণে প্রতিষ্ঠিত,

(৯) সৎ, অসৎ—মূর্ত ও অমূর্ত—শ ; বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বা প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বা চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম—র। অমৃত—মোক্ষ-পর—র ; দেবতাদের স্থিতির কারণ—শ

(১০) ভাবার্থ—প্রাণ সর্বাত্মক, এই প্রাণ অগ্নিরূপে তাপ দেন, সূর্যরূপে প্রকাশ করেন, মেঘরূপে বর্ষণ করেন, ইন্দ্ররূপে প্রজাগণকে পালন করেন, বায়ুরূপে প্রবাহিত হন, পৃথিবীরূপে সমস্ত ধারণ করেন, চন্দ্র-দেবতারূপে পোষণ করেন, ইনি স্থূল-মূর্তরূপে ও সূক্ষ্ম-অমূর্তরূপে জগতে আছেন, ইনি দেবতাদের স্থিতির কারণ—শ।

(১১) সমস্তই—ষষ্ঠ প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্রে উল্লিখিত শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্যন্ত সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত—শ।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৫৪) দ্রষ্টব্য। ** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৫৫) দ্রষ্টব্য।

ঋক্, যজুঃ, সাম (মন্ত্রসমূহ), ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ[১২],
(ইহারাও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত)[১৩]। ২।৬

হে প্রাণ, তুমিই প্রজাপতি[১৪]রূপে গর্ভে বিচরণ কর,
পিতামাতার প্রতিরূপ হইয়া জাত হও,
প্রাণ সমূহের সহিত প্রতি শরীরে বাস কর।
তোমার জন্য প্রাণিগণ 'বলি' (=উপহার) আনয়ন করে[১৮]। ২।৭

তুমি দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ হবি-বাহক[১৯],

(১২) ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ মূলে আছে 'ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ'—ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—শ। স্থাবর জঙ্গম প্রাণীসমূহে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে—র। Valour & wisdom—রা।

(১৩) ২।৬ মন্ত্রের ভাবার্থ—পূর্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে, প্রাণ সর্বাত্মক, এই মন্ত্রে বলা হইতেছে যে, প্রাণ সকলকে ধারণ করেন।

(১৪) প্রজাপতি—প্রজাগণের রক্ষক—র; Lord of creatures—রা; হিরণ্যগর্ভ—শ।

(১৫) গর্ভে—পিতৃগর্ভে রেতঃরূপে, এবং মাতৃগর্ভে সন্তানরূপে—আ। বায়ুরূপে গর্ভে বিচরণ করে—র।

(১৬) প্রতিরূপ—অনুরূপ—শ।

(১৭) মূলে আছে প্রাণৈঃ, প্রাণসমূহের সহিত, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত—শ; পঞ্চপ্রাণাদির ব্যাপারে—র; with vital breaths—রা

(১৮) ভাবার্থ—জীবগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাণের জন্য বলি (উপহার) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু আনয়ন করে—চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে ইত্যাদি। প্রাণই ভোক্তা অন্য সমস্তই ভোগ্য—শ। জীবগণ প্রাণের উদ্দেশ্যেই অন্নাদি উপহার নিবেদন করে—র।

(১৯) দেবগণের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, অগ্নি তাহা বাহকরূপে দেবগণের নিকট লইয়া যান। পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে প্রাণই অগ্নি, সুতরাং প্রাণই অগ্নিরূপে শ্রেষ্ঠ হবি-বাহক—শ।

তুমি পিতৃগণের প্রথম স্বধা[২০]।
তুমি অথর্ব-অঙ্গিরস-ঋষিদের সত্য চরিত[২১]। ২।৮

*হে প্রাণ, তুমি ইন্দ্র (=পরমেশ্বর), তুমি তেজে রুদ্র,
(তুমি সৌম্য-রূপে জগতের) পালয়িতা, তুমি অন্তরিক্ষে বিচরণ কর,
তুমি সূর্য, (তুমি) জ্যোতি সমূহের পতি। ২।৯

**হে প্রাণ, যখন তুমি পর্জন্য (=মেঘ)-রূপে বর্ষণ কর,
তখন তোমার এই সকল প্রজাগণ
কামনানুরূপ অন্ন হইবে (মনে করিয়া)
আনন্দিত হইয়া অবস্থান করে। ২।১০

***হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য[২২], এক-ঋষি, ভোক্তা[২৩]
(তুমি) বিশ্বের সৎপতি[২৪], আমরা তোমার 'আদ্যের'[২৫] দাতা
তুমি মাতরিশ্বা, তুমি আমাদের পিতা। ২।১১

(২০) স্বধা=পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন—শ, প্রথম=মুখ্য—র; first —রা; যজ্ঞের পূর্বে—শ; যজ্ঞের পূর্বে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নদান করিতে হয়, পিতৃগণের সেই স্বাধার প্রাপকও তুমিই (=প্রাণ)—শ; পিতৃগণের প্রীতির মুখ্য হেতু তুমিই—র।

(২১) মূলে আছে 'ঋষীণাং চরিতং সত্যম্ অথর্ব-অঙ্গিরসাম্ অসি'। রংগ-রামানুজ ও রাধাকৃষ্ণন অনুযায়ী বাচনিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। শংকর বলেন অথর্বা=প্রাণ, কারণ শ্রুতিতে আছে 'প্রাণই অথর্বা', অঙ্গিরস=অঙ্গের রস বা সার। ঋষিদের=চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের, সত্য=যথার্থ, চরিতম্=চেষ্টা। সুতরাং শংকর মতে অনুবাদ ও অর্থ হইবে—অঙ্গের রসভূত (অথর্বা=প্রাণ সমূহের) দ্বারা যে দেহধারণাদিরূপ সমুচিত চেষ্টা হয় তাহাও তুমিই—শ। অথর্বাঙ্গিরস ঋষিদের সত্য চরিত (=উৎকৃষ্ট নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসমূহ)ও তুমি—র। Thou art the true practice of the seers, descendants of Atharvan and Angiras—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৫৬) দ্রষ্টব্য।
** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৫৭) দ্রষ্টব্য।
*** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৫৮) দ্রষ্টব্য।

*তোমার যে তনু[২৬] বাকে প্রতিষ্ঠিত,
যাহা[২৭] শ্রোত্রে, যাহা[২৭] চক্ষুতে (প্রতিষ্ঠিত),
যাহা[২৭] মনে ব্যাপ্ত, তাহাকে (সেই তনুকে) 'শিবা'[২৮] কর।
তুমি উৎক্রান্ত হইও না। ২।১২
**এই ত্রিভুবনে যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত,
তাহা প্রাণেরই 'বশে' (আছে)।
মাতা যেমন পুত্রদের (রক্ষা করেন)
সেইরূপ তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর,
এবং আমাদের 'শ্রী'[২৯] ও প্রজ্ঞার[৩০] বিধান কর। ২।১৩

ইহা প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতীয় প্রশ্ন।

(২২) ব্রাত্য—সংস্কারহীন—র। চিরপবিত্র—যাহার সংস্কার কর্তব্য অথচ যে সংস্কার-বিহীন তাহাকে ব্রাত্য বলা হয়। কিন্তু প্রাণ প্রথম জাত, তাঁহার কোন সংস্কারকর্তা ছিল না, তাঁহার সংস্কারের প্রয়োজন নাই কারণ তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধ, সুতরাং ব্রাত্য=চিরপবিত্র—শ।

(২৩) এক-ঋষি ভোক্তা অথর্ব বেদের প্রসিদ্ধ একর্ষি অগ্নি, সর্বহবি-ভক্ষক—শ; রংগরামানুজ ভোক্তা শব্দ বিশ্বের সহিত একত্র গ্রহণ করিয়া অর্থ করেন জগতের সংহারকর্তা।

(২৪) 'সৎপতি' শব্দ মূলেই আছে—বিশ্বের সৎপতি—সৎ=বিদ্যমান। সমস্ত বিশ্বের পতি—অথবা সৎ=সাধু, উৎকৃষ্ট পতি—শ। সাধুদের পতি বা রক্ষক—র।

(২৫) আদ্যের=ভক্ষণীয় হবির—শ ও র। রংগরামানুজ বলেন আমরা প্রাণের প্রজারূপে কর দিতে বাধ্য।

(২৬) যে তনু—বক্তারূপে, যে তনু—শ; যে ইন্দ্রিয় নিয়মন-অনুকূল-শক্তি-রূপে—এখানে বাগিন্দ্রিয়-নিয়মন-অনুকূল-শক্তিরূপে—র।

(২৭) যাহা=যে তনুতে, শ্রোতারূপে, দ্রষ্টারূপে, মননকর্তারূপে—শ; শ্রোত্র, চক্ষু ও মনের নিয়মন-অনুকূল-শক্তিরূপে—র।

(২৮) 'শিবা'—মূলে এই শব্দটিই আছে। =শান্ত—শ; শোভনা—র।

(২৯) 'শ্রী'—স্ব-কার্য-নিষ্পাদন-সামর্থ্য-লক্ষণযুক্তা শ্রী—র।

(৩০) প্রজ্ঞা—শ্রীর অনুকূল প্রজ্ঞা—র। প্রাণের স্থিতি-নিমিত্ত প্রজ্ঞা—শ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ব্যাখ্যা সমাপ্ত

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৫৯) দ্রষ্টব্য।
** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৬০) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় প্রশ্ন

(প্রাণের উৎপত্তি, অবস্থান ও উৎক্রমণ)

অনন্তর অশ্বল-পুত্র কৌসল্য* ইঁহাকে (=ভগবান্ পিপ্পলাদকে) প্রশ্ন করিলেন, "কোথা হইতে এই প্রাণ জাত হয়? কিরূপে ইহা (=প্রাণ) এই শরীরে আসেন? আপনাকে বিভক্ত করিয়া কি প্রকারে (শরীরে) অবস্থান করেন? কি প্রকারে উৎক্রমণ করেন? কি প্রকারে বাহ্য (=বিষয়)কে ধারণ করেন? কি প্রকারে অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয় সমূহ ধারণ করেন)?" ৩।১

তিনি (=ভগবান্ পিপ্পলাদ) তাঁহাকে বলিলেন "তুমি 'অতিপ্রশ্ন'[১] জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ[২]; সুতরাং তোমাকে বলিতেছি"। ৩।২

"এই প্রাণ আত্মা[৩] হইতে জাত হয়[৪]। পুরুষে (=মানব-দেহে) যেমন এই ছায়া, (সেইরূপ) ইনি (প্রাণ) ইঁহাতে (=আত্মাতে) সমর্পিত[৫]। (প্রাণ) মনের কর্মদ্বারা[৬] এই শরীরে আগমন করেন[৭]। ৩।৩

(১) অতিপ্রশ্ন—প্রাণই দুর্বিজ্ঞেয়, সেই প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক বিষম প্রশ্ন—শ। অতিসূক্ষ্ম প্রশ্ন—আ। সাধারণ প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া রহস্যবিষয়ক প্রশ্ন—র।

(২) ব্রহ্মিষ্ঠ—অতিশয় ব্রহ্ম-বিদ্—শ; প্রায়-ব্রহ্মবিদ্—র।

(৩) আত্মা—সত্য অক্ষর পরম পুরুষ—শ; পরমাত্মা—র।

(৪) প্রথম প্রশ্ন 'প্রাণ কোথা হইতে জাত হয়?' উত্তর—প্রাণ আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে জাত হন।

(৫) যেমন পুরুষ গমন করিলে ছায়া অনুসরণ করে, সেইরূপ প্রাণ আত্মাতে আশ্রিত—র। কি প্রকারে আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়? মানবদেহ হইতে যেমন ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে ছায়াস্থানীয় 'অমৃতরূপ' প্রাণ উৎপন্ন হয়—শ। (উপনিষৎ কিন্তু বলেন নাই যে ছায়া মিথ্যা বা প্রাণ মিথ্যা)।

(৬) মূলে আছে মনোকৃতেন=মনঃ কৃতেন—মনের কর্ম দ্বারা অর্থাৎ মনের সংকল্প ও ইচ্ছাদি দ্বারা নিষ্পন্ন কর্মের জন্য; শ্রুতিতে আছে পুণ্যের দ্বারা পুণ্যালোক প্রাপ্ত হয়—শ। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলে মানুষের প্রাণ এই দেহে আসে—রা।

(৭) দ্বিতীয় প্রশ্ন—কিরূপে এই প্রাণ শরীরে আসে? উত্তর—মনের কর্ম দ্বারা।

* রংগরামানুজ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, ডাঃ রোয়েরে 'কৌশল্য' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

যেমন সম্রাট্ স্বীয় 'অধিকৃত' (=কর্মচারী)দের নিযুক্ত করেন (এবং বলেন) "এই সকল গ্রামে, এই সকল গ্রামে অধিষ্ঠান কর", সেই রূপেই এই (মুখ্য) প্রাণ অন্যান্য প্রাণ-সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ (স্থানেই) স্থাপন করেন। ৩।৪

(মুখ্য) প্রাণ পায়ু ও উপস্থে অপান (=বায়ু)কে, এবং চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকাতে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্যে[৮] সমান (বায়ু অবস্থিত)। ইনি (জঠরাগ্নিতে) হুত অন্নকে সমতা-প্রাপ্ত করান[৯] তাহা হইতে এই সপ্তপ্রকার অর্চি (=দীপ্তি)[১০] উৎপন্ন হয়। ৩।৫

এই আত্মা হৃদয়েই (অবস্থান করেন)[১১]। এখানে (=হৃদয়ে) এক শত একটি (প্রধান) নাড়ী আছে। এক একটি (প্রধান নাড়ী)র এক শত

(৮) প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর মধ্যে নাভিতে (শরীরের মধ্যভাগে) অবস্থিত বলিয়া 'মধ্যে' বলা হইয়াছে—শ।

(৯) সমতা প্রাপ্ত করান—পীত ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া রস, রুধির প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া বিভিন্ন শরীরাংশে সমান ভাবে বহন করেন—শ; ভুক্ত অন্নাদি ও সপ্তধাতুকে সাম্য প্রাপ্ত করান—র।

(১০) অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হইলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয় সেই অগ্নি হৃদয়দেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইতে সাতটি অর্চি বা শিখা অর্থাৎ শক্তি নির্গত হয়; 'প্রাণ' এই সাতটি শিখা বা শক্তি,—সপ্ত ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র এবং মুখ)—দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও বাক্যোচ্চারণ করেন—শ ও বসন্তকুমার (কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)। রংগরামানুজ বলেন মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৪ মন্ত্রে যে কালী, করালী, মনোজবা সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গনী, দেবী বিশ্বরুচী এই সপ্ত জিহ্বার কথা আছে—এই সপ্ত অর্চি সেই সপ্ত জিহ্বা।

(১১) শঙ্কর বলেন "পদ্মসদৃশ মাংসপিণ্ড-পরিচ্ছিন্ন হৃদয়াকাশে এই আত্মা অর্থাৎ আত্মার সহিত সংযুক্ত লিঙ্গাত্মারূপী জীবাত্মা বাস করেন" (বি)। রংগ রামানুজ বলেন "হৃদয়ে যেখানে প্রাণ সমান বায়ুরূপে আছে সেখানে জীবাত্মা বাস করেন।" তাঁহার মতে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। শংকর মতে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরযুক্ত ব্রহ্মই

এক শত (শাখা) নাড়ী আছে। প্রতি (শাখা-)নাড়ীর দ্বাসপ্ততি দ্বাসপ্ততি (=বাহাত্তর) সহস্র (প্রশাখা) নাড়ী আছে। ইহাদের মধ্যে ব্যান[১২] (-বায়ু) বিচরণ করে। ৩।৬

উদান (বায়ু) একটি নাড়ী[১৩] দ্বারা ঊর্ধ্বগামী হইয়া (জীবকে) পুণ্য (=কর্ম) দ্বারা পুণ্যলোকে[১৪] লইয়া যায় এবং পাপ (=কর্ম) দ্বারা পাপ লোকে[১৪], এবং উভয় (=পুণ্য-পাপ-কর্ম) দ্বারা মনুষ্য-লোকে (লইয়া যায়)[১৫]। ৩।৭

আদিত্যই বাহ্য-প্রাণ। তিনি চক্ষু স্থিত প্রাণকে (রূপ দর্শনের আলোক প্রদান রূপ) অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন। পৃথিবীতে যে দেবতা আছেন[১৬], তিনি অপান বায়ুকে বশীকৃত (=নিম্নগামী) করিয়া (অবস্থান

জীবাত্মা। সূক্ষ্ম পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম পঞ্চপ্রাণ, সূক্ষ্ম মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সূক্ষ্ম তত্ত্বদ্বারা লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর নির্মিত।

(১২) ব্যান—সর্বশরীর-ব্যাপক বলিয়া ইহার নাম ব্যান। আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের ন্যায়, হৃদয় হইতে সর্বাবয়বগামী নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যান বায়ু বর্ত্তমান—শ।

(১৩) এই নাড়ীর নাম সুষুম্না—শ।

(১৪) পুণ্য লোক দেবাদিস্থান, পাপ লোক—পশুপক্ষী-যোনি-রূপ নরক—শ।

(১৫) ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্র দ্বারা মূল দ্বিতীয় প্রশ্নের দুইটি শাখা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম শাখা প্রশ্ন—প্রাণ আপনাকে বিভক্ত করিয়া কি প্রকারে শরীরে অবস্থান করেন? উত্তর—প্রাণ নিজকে পাঁচ ভাগে (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান বায়ু রূপে) বিভক্ত করিয়া এই শরীরে অবস্থান করেন এবং মন্ত্রে লিখিত কর্ম সম্পাদন করেন। দ্বিতীয় শাখা প্রশ্ন—প্রাণ কি প্রকারে উৎক্রমণ করেন? উত্তর—প্রাণ নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন।

(১৬) পৃথিবীতে যে দেবতা=পৃথিবী-অভিমানী অর্থাৎ যিনি আমি পৃথিবী মনে করেন—শ।

করেন)[১৭]। (দ্যুলোক ও পৃথিবীর) মধ্যে যে আকাশ(-স্থ বায়ু) তাহা সমান। (সাধারণ) বায়ু ব্যান[১৮]। ৩।৮

তেজই উদান-বায়ু। সেই যাঁহার তেজ উপশান্ত[১৯] হইয়াছে তিনি, মনের মধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত, দেহান্তর প্রাপ্ত হন। ৩।৯

(মৃত্যু সময়ে) ইনি (পাঠান্তর—তিনি) (=জীব) যেরূপ-চিত্ত-বিশিষ্ট[২০] থাকেন, তাঁহার (=সেইরূপ সংকল্প-বিশিষ্ট চিত্তের) সহিতই প্রাণকে প্রাপ্ত হন (=প্রাণে অবস্থান করেন)। প্রাণ তেজের সহিত যুক্ত হইয়া (জীব-) আত্মার সহিত (জীবকে) যথা-সংকল্পিত[২১] লোকে লইয়া যায়। ৩।১০

যে বিদ্বান্ প্রাণকে এইরূপে জানেন, তাঁহার প্রজা (=সন্তান-সন্ততি) বিনষ্ট হয় না, তিনি অমৃত হন। এ-বিষয়ে এই শ্লোক আছে— ৩।১১

প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, অবস্থিতি,
পঞ্চপ্রকার বিভুত্ব, (বাহ্য ও) অধ্যাত্ম[২২] (রূপ) জানিয়া
উপাসক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন,
জানিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন[২৩]। ৩'১২

প্রশ্নোপনিষদে ইহা তৃতীয় প্রশ্ন।

(১৭) পৃথিবী বা পৃথিবী-অভিমানী দেবতা অপান বায়ু আকর্ষণ করিয়া অধোগামী করেন—শ।

(১৮) ভাবার্থ—তৎপরবর্তী প্রশ্ন ছিল—কি প্রকারে তিনি (প্রাণ) বাহ্য পদার্থ-সমূহকে ধারণ করেন? উত্তর—বাহ্যজগতে প্রাণ আদিত্যরূপে চক্ষুকে রূপ দর্শনের জন্য আলোক প্রদান করেন, পৃথিবীরূপে অপানবায়ুকে নিম্নগামী করেন, এবং আকাশরূপে সমানবায়ুকে এবং বায়ুরূপে ব্যান-বায়ুকে ধারণ করেন, এবং নবম মন্ত্রে বলা হইবে তেজরূপে উদান বায়ুকে সাহায্য করেন।

(১৯) যাঁহার তেজ উপশান্ত হইয়াছে উপশান্ততেজা—যাঁহার স্বাভাবিক তেজ উপশান্ত—বিনষ্ট হইয়াছে—শ; whose fire of life has ceased—রা

চতুর্থ প্রশ্ন

(স্বপ্ন-তত্ত্ব)

অনন্তর সৌর্যায়ণী গার্গ্য ইঁহাকে (=ভগবান্ পিপ্পলাদকে) প্রশ্ন করিলেন "ভগবন্, এই পুরুষে (=জীব-দেহে) কাঁহারা নিদ্রা যান? কাঁহারা ইহাতে (=জীবদেহে) জাগ্রত থাকেন? কে এই দেব স্বপ্ন দেখেন? কাঁহার সুখ (-অনুভব) হয়? কাঁহাতে সকলে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হন?" ৪।১

তিনি (=ভগবান্ পিপ্পলাদ) তাঁহাকে বলিলেন "গার্গ্য, যেমন অস্তগামী সূর্যের রশ্মিসমূহ এই তেজ(=সূর্য)-মণ্ডলে একীভূত হয়, সূর্য পুনরায় উদিত হইলে তাহারা (=রশ্মিসমূহ) চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেই রূপই সেই সমস্ত (=ইন্দ্রিয় সমূহ) পরম দেব[২] মনে (নিদ্রিতাবস্থায়) একীভূত হয়। সেই জন্য তখন (=নিদ্রিতাবস্থায়) এই পুরুষ শ্রবণ করেন না, দর্শন করেন না, আঘ্রাণ করেন না, রসাস্বাদন করেন না, স্পর্শ করেন না,

(২০) মূলে আছে—'যচ্চিত্তঃ'—জীবের চিত্ত যেরূপ সংকল্পবিশিষ্ট ছিল—শ; যেরূপ চিন্তা বা বাসনা-যুক্ত ছিল—র। গীঃ ৮।৬ শ্লোক বলেন 'যে ব্যক্তি যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি সেই সদা-পোষিত ভাব দ্বারা সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন।'

(২১) যথাসংকল্পিত লোক—পাপপুণ্য-কর্মবশে তাহার অভিপ্রেত লোক—শ; জীবাত্মার সংকল্প অনুসারে—র।

(২২) অধ্যাত্ম—চক্ষুরাদি আকারে অবস্থান—শ।

(২৩) ভাবার্থ—যে কেহ প্রাণের উৎপত্তি, দেহে আগমন, যেখানে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া কিরূপে ইনি অবস্থান করেন এবং ইহার অন্তরাত্মার সহিত সম্বন্ধ জানেন, তিনি অনন্ত জীবন উপভোগ করেন—রা।

তৃতীয় প্রশ্ন ব্যাখ্যা সমাপ্ত

(১) এক প্রশ্নে বাস্তবিক পক্ষে পাঁচটি শাখা প্রশ্ন বা অংশ আছে।

(২) চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের মন নিয়ন্তা, তাহারা সকলে মনের অধীন, এবং মন দ্যোতনশীল বলিয়া তাহাকে পরম দেব বলা হইয়াছে—শ;

অভিবাদন করেন না, গ্রহণ করেন না, আনন্দানুভব করেন না, (মল-) ত্যাগ করেন না, গমন করেন না। (লোকে) বলে 'নিদ্রা যাইতেছেন'।[৩] ৪।২

তখন এই (দেহ-)পুরে প্রাণাগ্নিসমূহই জাগ্রত থাকেন। এই অপান (-বায়ু)ই গার্হপত্য (-অগ্নিস্থানীয়); ব্যান (-বায়ু) 'অন্বাহার্যপচন' (=দক্ষিণাগ্নিস্থানীয়)। প্রাণই আহবনীয় (-অগ্নিস্থানীয়); যেহেতু গার্হপত্য (-অগ্নি) হইতে প্রণীত (=গৃহীত) হয়, প্রণয়নের (=অগ্নি গ্রহণের) জন্য ইহা আহবনীয় (নামে কথিত)।[৪] ৪।৩

যে হেতু (সমান বায়ু) উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাস (=প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস) রূপ দুইটি আহুতিকে (শরীররক্ষার্থ) সমতা প্রাপ্ত করায় সেই জন্য ইনি সমান

(৩) প্রথমাংশের উত্তর দেওয়া হইল—ইন্দ্রিয়গণ মনে একীভূত হইয়া নিদ্রা যান।

(৪) পুরাকালে অগ্নিহোত্রীদের তিনটি অগ্নির প্রয়োজন হইত,—গার্হপত্য (=গৃহপতির) অগ্নি, আহবনীয় (দেবগণের) অগ্নি, অন্বাহার্যপচন বা দক্ষিণ অগ্নি (=পিতৃগণের প্রতিনিধি অগ্নি)। তাঁহাদের গৃহে গার্হপত্য-অগ্নি সর্বদা রক্ষিত হইত, কোনও সময়ে ইহা নির্বাপিত হইত না। যজ্ঞকালে এই গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি এবং অন্বাহার্যপচন বা দক্ষিণাগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত। গার্হপত্য অগ্নির স্থান বেদীর পশ্চিমে, আহবনীয় অগ্নির স্থান বেদীর পূর্বে, অন্বাহার্য-পচন বা দক্ষিণাগ্নির স্থান বেদীর দক্ষিণে। বেদীর দক্ষিণে স্থান বলিয়া ইহাকে দক্ষিণাগ্নি, এবং অন্ন এই অগ্নিতে পাক করা হইত বলিয়া ইহাকে অন্বাহার্যপচনাগ্নি বলা হইত। গার্হপত্য অগ্নিতে গৃহস্থ প্রতিদিন আহুতি দেন—নিজেদের মঙ্গলের জন্য। অন্বাহার্যপচন বা দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন আহুতি দেওয়া হয়। আহবনীয় অগ্নিতে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোম করা হয়। এখানে তিনটি প্রাণবায়ুকে তিনটি যজ্ঞীয় অগ্নিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শংকর বলেন ব্যান বায়ু হৃদয় হইতে দক্ষিণ নাড়ী রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় এবং দক্ষিণভাগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া উহা দক্ষিণাগ্নিস্থানীয়। অন্তর্গামী অপান বায়ু নিয়তই বর্তমান থাকে সুতরাং অপান গার্হপত্য অগ্নি-স্থানীয়, এবং প্রাণবায়ু অপান হইতেই যেন প্রণীত হইয়া মুখ এবং নাসিকা-পথে সঞ্চরণ করে বলিয়া সেই প্রাণবায়ু আহবনীয়-অগ্নিস্থানীয়।

(-বায়ু)। মনই যজমান, উদান(বায়ু)-ই ইষ্টফল (=যজ্ঞফল), (কারণ) ইনি (=উদানবায়ু) (মনোরূপ) যজমানকে প্রতিদিন (সুষুপ্তি-কালে) ব্রহ্ম-প্রাপ্তি করান।[৫] ৪।৪

এই স্বপ্নাবস্থায় এই (মনোরূপী) দেব মহিমা অনুভব করেন। (জাগ্রত অবস্থায়) যাহা দৃষ্ট হইয়াছে (মন স্বপ্নে সেই) দৃষ্ট (বিষয়)-কে দর্শন করেন, যাহা শ্রুত হইয়াছে সেই শ্রুত(-বিষয়)কে শ্রবণ করেন, দেশান্তরে বা দিগন্তরে যাহা অনুভূত হইয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ অনুভব করেন। (মন) দৃষ্ট ও অ-দৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ সমস্ত দর্শন করেন। (মন) সর্বরূপ[৬] হইয়া দর্শন করেন।[৭] ৪।৫

যখন তিনি (=মন) তেজ দ্বারা[৮] অভিভূত হন তখন সেই (মনোরূপী) দেব স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে এই[৯] সুখ হয়। ৪।৬

(৫) সুষুপ্তিতে আত্মা ব্রহ্মের একীভূত হয়, কিন্তু আমরা জানিতে পারি না ছা. উ ৬।৮।১ এবং ৮।৩।২—রা। (মা. উ. ৫)। বিদ্বানের নিদ্রা যেন একটি অগ্নি-হোত্র যজ্ঞ—মন যজ্ঞকর্তা (=যজমান), নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আহুতি দ্বয়, সমানবায়ু আহুতি-নেতা হোতা, উদানবায়ু যজ্ঞফল। যজ্ঞফল যেমন যজ্ঞকর্তাকে স্বর্গপ্রাপ্তি করায়, উদানবায়ুও সেইরূপ মনকে (সুষুপ্তি সময়ে) ব্রহ্মের সহিত একীভূত করে—শ।

(৬) মূলে আছে 'সর্বঃ পশ্যতি'—(মন) সর্ব হইয়া দর্শন করে—দ্রষ্টা, শ্রোতা, ধাতা, গন্তা ইত্যাদি সর্বরূপ হইয়া দর্শন করেন—র। সর্বমনোগত বাসনা-রূপ হইয়া দর্শন করেন—শ।

(৭) ভাবার্থ—সাধারণতঃ আমরা স্বপ্নে আমাদের জাগ্রত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি দর্শন করি, কোন কোন নূতন বিষয়ও আমরা প্রস্তুত করি। বৃ. উ. ৪।৩।৯-১৮ মন্ত্রে স্বপ্নসংবিদের সৃজন-ক্ষমতা বিষয়ে বলা হইয়াছে—রা।

(৮) তেজ দ্বারা—পিত্তসংজ্ঞক সৌর তেজ দ্বারা—শ। পরমাত্মা দ্বারা—র।

(৯) সেই প্রসন্নতা যাহার অনুভূতি, বাধাহীন, শরীরব্যাপক ও নির্বিশেষ—শ।

*হে সৌম্য, পক্ষিগণ যেমন আবাস-বৃক্ষে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত[১০] থাকে, সেইরূপই এই (পরবর্তী মন্ত্রে বর্ণিত) সমস্ত পরমাত্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত[১০] থাকে। ৪।৭

পৃথিবী ও পৃথিবী-মাত্রা, জল ও জলমাত্রা, তেজ ও তেজ-মাত্রা, বায়ু ও বায়ু-মাত্রা, আকাশ ও আকাশ-মাত্রা[১১], চক্ষু ও দ্রষ্টব্য (=রূপ), শ্রোত্র ও শ্রোতব্য (=শব্দ), ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাতব্য (=গন্ধ), রসনা ও রস, ত্বক্ ও স্পর্শের বিষয় বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য, হস্তদ্বয় ও গ্রহণীয় বিষয়, উপস্থ ও 'আনন্দয়িতব্য' (=আনন্দের বিষয়), পায়ু ও পরিত্যাজ্য (বিষয়), পাদদ্বয় ও গন্তব্য (-স্থান), মন ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয়, অহংকার ও তাহার বিষয়, চিত্ত ও চিত্তের বিষয়[১২], তেজ ও তাহার প্রকাশ্য, প্রাণ ও ধারণীয় বিষয় (এই সমস্ত সুষুপ্তি-সময়ে ব্রহ্মে লীন হয়)। ৪।৮

(১০) মূলে আছে—সম্প্রতিষ্ঠন্তে ; সম্প্রতিষ্ঠতে=সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয়। শঙ্কর সম্প্রতিষ্ঠন্তে অর্থ করেন গমন করে।

(১১) মাত্রা=elements—রা। কারণ, তন্মাত্র—শ. =উপাদান। আকাশের তন্মাত্র হইতেছে শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, জলের রস, ও পৃথিবীর গন্ধ। প্রকৃত পক্ষে, আকাশে শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, এবং পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ—সেই জন্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন পঞ্চগুণা স্থূলা পৃথিবী।

(১২) অন্তঃকরণের চারিটি বৃত্তি—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। সংকল্প-বিকল্পাত্মক বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণই মন, 'ইহা এইরূপই' 'এবংবিধাকার'—এই রূপ নিশ্চায়াত্মক অন্তঃকরণই বুদ্ধি, 'আমি ধনী, বিদ্বান্' এইরূপ অভিমানাত্মক অন্তঃকরণই অহংকার, স্মৃতিজনক অন্তঃকরণই চিত্ত—দ্র।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৬১) দ্রষ্টব্য।

ইনিই (=জীবাত্মাই) দ্রষ্টা, স্পর্শন-কর্তা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা[১৩], কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা[১৪] পুরুষ। তিনি অক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।[১৫] ৪।৯

হে সৌম্য, যিনি 'অচ্ছায়'[১৬] 'অশরীর'[১৭] 'অলোহিত' ও 'শুদ্ধ'[১৮] অক্ষরকে[১৯] জানেন, তিনি পরম অক্ষরকে[২০] প্রাপ্ত হন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বস্বরূপ[২১] হন। এই বিষয়ে শ্লোক আছে— ৪।১০

(১৩) বোদ্ধা—নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞান-সম্পন্ন—দু; knower—রা; conceiver—হি।

(১৪) বিজ্ঞানাত্মা—সাধারণতঃ যাহা দ্বারা বিশেষ ভাবে জানা যায় তাহাই বিজ্ঞান=বুদ্ধি। কিন্তু এখানে বিজ্ঞান অর্থ যিনি বিশেষভাবে জানেন, জ্ঞানের কর্তা সেইরূপ আত্মা বা স্বভাব যাঁহার অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব—শ। এখানে আত্মার জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞানরূপত্ব নয়) বিষয়ে বলা হইয়াছে—র। Thinking self—রা; conscious self—হি।

(১৫) ভাবার্থ—(ক) জীবাত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত। পরমাত্মা সকল দ্বৈতের অতীত, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়েরও অতীত—রা।

(খ) জলে সূর্যের প্রতিবিম্বের মধ্যে সূর্য যেমন প্রবিষ্ট থাকেন, সেইরূপ ভোক্তা ও কর্তারূপে তিনি জগতে প্রবিষ্ট আছেন, জলমধ্যে সূর্য যেমন জল শুকাইয়া গেলে সূর্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ পুরুষও, জগদাশ্রয় বিনাশের পর কূটস্থ আত্মাতে অবস্থিতি লাভ করেন অর্থাৎ উপাধিমধ্যে থাকেন না, স্বপ্রতিষ্ঠ হন—শ।

(গ) এখানে জীবাত্মাকেই দ্রষ্টা স্রষ্টা ইত্যাদি বলা হইয়াছে। জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ। জীবাত্মা এবং জগতের চেতন-অচেতন সকল বস্তুই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত—র।

(১৬) অচ্ছায়—(ছায়ারহিত)—তমোবর্জিত—শ; পাপরহিত—র।

(১৭) অশরীর—bodyless—রা; নামরূপাত্মক সর্ববিধ উপাধিময় শরীর-বর্জিত—শ। কর্মজনিত হেয় শরীর বর্জিত—র।

(১৮) শুভ্র—শুদ্ধ—শ; স্বপ্রকাশ—র। অলোহিত—লোহিতাদি সর্বগুণ-রহিত—শ।

(১৯) অক্ষর—ক্ষরণশূন্য—র, undecaying—রা। সর্ববিশেষণরহিত অক্ষর সত্যপুরুষ—শ।

(২০) পরম অক্ষর—যিনি প্রাণরহিত, মনের অগোচর, শিব, শান্ত, বাহ্য-অভ্যন্তর-রহিত ও অজ (জন্মরহিত)—শ।

হে সৌম্য, সকল দেবগণের সহিত বিজ্ঞানময় আত্মা,
প্রাণসমূহ এবং ভূতগণ যাঁহাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত,
সেই অক্ষরকে যিনি জানেন,
তিনি সর্বজ্ঞ হন, সর্ব (বস্তু)-মধ্যে প্রবিষ্ট হন[২২] (=প্রবেশ করেন)। ৪।১১

ইহা প্রশ্নোপনিষদে চতুর্থ প্রশ্ন

(২১) মূলে আছে 'সর্বঃ ভবতি', অবিদ্যা-অপনয়নে এবং বিদ্যা দ্বারা তিনি সর্বরূপ বা সর্বাত্মক হন—শ; পরিপূর্ণসর্বকাম— র।

(২২) তিনি সর্বময় হন—দু; যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি কাম্যমান সকল-লোক-সঞ্চারী হন— র।

চতুর্থ প্রশ্ন ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম প্রশ্ন

(ওম্ উপাসনার ফল)

অনন্তর শিবির পুত্র সত্যকাম ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন "ভগবন্, মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি মৃত্যু পর্যন্ত ওঙ্কারের অভিধ্যান[১] করেন, তিনি তাহাদ্বারা কোন লোক জয় করেন ?" ৫।১

তিনি (=ভগবান্ পিপ্পলাদ) বলিলেন "হে সত্যকাম, এই যে ওঙ্কার, ইহা পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম[২] (উভয়ই)। সুতরাং বিদ্বান্ এই আশ্রয় (=ওঙ্কার-অভিধ্যান) দ্বারাই, ইহাদের একটিকে প্রাপ্ত হন[৩]। ৫।২

(১) অভিধ্যান করেন—বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে এবং অন্তঃকরণকে নিবৃত্ত করিয়া, ভক্তি দ্বারা ওঙ্কারে ব্রহ্মভাব আবেশিত করিয়া সমাহিতচিত্ত হন। ভিন্নজাতীয় অপর কোন জ্ঞান বা চিন্তা দ্বারা অবিচ্ছিন্ন, বায়ুহীন স্থানে অবস্থিত দীপ-শিখার ন্যায় (নিষ্কম্প) আত্মজ্ঞানপ্রবাহই অভিধ্যান—শ। রামানুজপন্থীরা বলিবেন—আত্মজ্ঞানপ্রবাহ অভিধ্যান নয়, ভক্তির সহিত পরমাত্মার তন্ময় চিন্তাই অভিধ্যান।

(২) পরব্রহ্ম—সত্য অক্ষর পুরুষ, শব্দপ্রভৃতি প্রমাণের অগম্য, সর্ব-বিশেষ-ধর্ম-বর্জিত, অতীন্দ্রিয় ও মনের অগোচর—শ; অপর ব্রহ্ম—প্রাণনামে কথিত হিরণ্যগর্ভ—শ; শংকর বলেন ওঙ্কার পরব্রহ্মের ও অপরব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম ওঙ্কারাত্মক। প্রতিমার মধ্যে যেমন বিষ্ণুভাব স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়, সেইরূপ ওঙ্কারে ব্রহ্মভাব স্থাপন করিয়া ভক্তির সহিত ওঙ্কারের ধ্যান করিলে অপরব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম প্রসন্ন হন। রংগরামানুজ পর ও অপর ব্রহ্মের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। রামানুজ, ব্র. সূ. ১।৩।১২ সূত্রের ভাষ্যে অর্থ এই প্রকার দিয়াছেন—অপরব্রহ্ম অর্থ কার্যব্রহ্ম (প্রকাশ-স্বরূপ), কার্যব্রহ্ম দুই ভাগে বিভক্ত—এই লোক ও অন্তরিক্ষ লোক। পরব্রহ্ম—পরম পুরুষ, পরমাত্মা।

(৩) ভাবার্থ—এই মন্ত্রে নির্গুণ পরব্রহ্ম এবং সগুণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন (অপরব্রহ্ম) ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে—রা।

যদি তিনি (=উপাসক) ওঙ্কারের[৪] এক মাত্রা (অ), অভিধ্যান করেন, তবে তিনি তাহা (=একমাত্রা-অভিধ্যান) দ্বারা, সম্যক্ বোধ-প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বেই এই জগতে আগমন (=জন্ম-গ্রহণ) করেন। ঋক্ মন্ত্রসমূহ তাঁহাকে মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত করায়। সেখানে তিনি তপস্যা ব্রহ্মচর্য-শ্রদ্ধাসম্প ন্নহইয়া মহিমা[৫] অনুভব করেন। ৫।৩

আর যদি (উপাসক ওঙ্কারের) দ্বিমাত্রা (অ এবং উ) দ্বারা মনে (ওঙ্কারের অভিধ্যান) সম্পাদন করেন[৬], তিনি যজুঃ মন্ত্রসমূহ দ্বারা অন্তরিক্ষ—সোমলোকে উন্নীত হন। তিনি সোমলোকে বিভূতি অনুভব করিয়া পুনরায় (এই জগতে) প্রত্যাবর্তন করেন। ৫।৪

(৪) ওম্—ইহার তিনটি মাত্রা আছে—অ, উ, ম। এই উপনিষৎ অনুসারে 'অ' মাত্রা ঋগ্বেদরূপা, 'উ'মাত্রা যজুর্বেদরূপা ও 'ম' মাত্রা সামবেদরূপা—শ; 'অ' মাত্রা উপাসনার ফল সংসারপ্রাপ্তি। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলেন অ.উ.ম ওঙ্কারে এই তিন মাত্রা, অগ্নি-বায়ু-সূর্য, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী, বিরাট্-হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর, বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ (ম.উ.), ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ, জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, রুচি-রাগ-প্রেমাত্মক, ঋক্-যজু-সামকে নির্দেশ করে। অবশ্য ইহার অনেকগুলি ভাবই উপনিষদের যুগের নয়।

(৫) মহিমা—বিভূতি—শ।

(৬) মূলে আছে 'যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে'

(ক) রংগরামানুজ ও শঙ্করানন্দের মতানুযায়ী অনুবাদ—যদি (উপাসক) দ্বিমাত্রা দ্বারা মনে (ব্রহ্মধ্যান) সম্পাদন করেন।

(খ) শঙ্কর মতে অনুবাদ—যদি (উপাসক) দ্বিমাত্রা দ্বারা (ওঙ্কার-অভিধ্যান) করেন তবে (উপাসক) মনে সম্পন্ন হন—অর্থাৎ মননীয় (মননের যোগ্য) যজুর্ময় সোমদেবতাত্মক সোমলোক প্রাপ্ত হন—শ.

(গ) রাধাকৃষ্ণনের অনুবাদ শঙ্করের প্রথমাংশের অনুরূপ। অবশিষ্টাংশ রংগ-রামানুজ অনুযায়ী। রংগরামানুজ ও শংকরপন্থী শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ-বাক্য-প্রসঙ্গানুযায়ী, বাচনিক এবং সুস্পষ্ট হয় বলিয়া তাহা গ্রহণ করা হইয়াছে।

কিন্তু যিনি তিনমাত্রা (অ. উ. ম)-যুক্ত 'ওম্' এই অক্ষর দ্বারাই পরমপুরুষকে অভিধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্যে 'সম্পন্ন' (=সম্যক্ যুক্ত) হন। যেমন পদোদর (=সর্প) (জীর্ণ) ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ তিনি (=ত্রিমাত্রাযুক্ত ওম্-উপাসক) পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হন। তিনি সাম মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। তিনি এই শ্রেষ্ঠ 'জীবঘন'[৭] হইতেও শ্রেষ্ঠ, সর্বশরীরে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষকে দর্শন করেন[৮]। ৫।৫

(ওম্ এর) তিন মাত্রা (অ, উ, ম্) (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) প্রযুক্ত হইলে মৃত্যুর অধীন[৯]। (যদি তাহারা) পরস্পর সংবদ্ধ এবং বিশেষ (অপৃথক্) ভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী, সম্যক্ প্রযুক্ত বাহ্য-আভ্যন্তর-মধ্যম ক্রিয়াসমূহে[১০] কম্পিত হন না। ৫।৬

(৭) জীবঘন—হিরণ্যগর্ভ, তিনি সমস্ত সংসারী জীবের আত্মা-স্বরূপ। তিনি লিঙ্গরূপে সর্বভূতের অন্তরাত্মা। সেই লিঙ্গাত্মাতে সর্বজীব সংহত বা একীভূত হইয়াছে সেই জন্য জীবঘন—শ। রামানুজ ব্র. সূ. ১।৩।১২-৩ সূত্রের ভাষ্যে বলেন 'কর্মনিমিত্ত যাহার দেহ, তাহাকেই জীব-ঘন বলা হয়। জীবঘন=জীব, দেহী—র। মধ্ব শংকরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন।

(৮) ব্যাখ্যা—শংকর বলেন এই ওঙ্কার-উপাসনা প্রতীক উপাসনা। তিন মাত্রা-যুক্ত ওঙ্কারকে পরম পুরুষের প্রতীকরূপে উপাসনার কথা বলা হইতেছে। তিনি বলেন ব্রহ্মলোক হিরণ্যগর্ভের লোক, তিনি সকল জীবের আত্মা, এই জন্য তাঁহাকে 'জীবঘন' বলা হইয়াছে। সেখানে সাধকের ব্রহ্মদর্শন হয়। রামানুজ বলেন এখানে ওঙ্কারকে পরমাত্মার প্রতীকরূপে উপাসনার কথা বলা হইতেছে না। ওঙ্কার দ্বারা পরমাত্মার উপাসনার বলা হইতেছে। জীবঘন অর্থ দেহী, জীব। সেই জীবঘন হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে সাধক দর্শন করেন। ব্রহ্মলোক ব্রহ্মরূপ লোক যেমন বিষ্ণুর পরমপদ।

(৯) অ উ ম্ মাত্রাত্রয় পৃথক্ ভাবে ধ্যানে প্রযুক্ত হইলে উহারা 'মৃত্যুমতী' অর্থাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না—শ. দ্র।

*ঋক্ মন্ত্রসমূহ দ্বারা এই (লোক), যজুর্মন্ত্র সমূহ দ্বারা অন্তরীক্ষ (লোক), সাম মন্ত্রসমূহ দ্বারা সেই লোক যাহা কবিগণ জানেন, বিদ্বান্ তাহা (এই তিন লোক) ওঙ্কারের আশ্রয়(=সাধনা) দ্বারাই প্রাপ্ত হন। যিনি শান্ত, অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও পরম, তাঁহাকেও এই ওঙ্কার সাধনা দ্বারাই প্রাপ্ত হন। ৫।৭

ইহা প্রশ্নোপনিষদে পঞ্চমপ্রশ্ন

(১০) বাহ্য-আভ্যন্তর-মধ্যম ক্রিয়া—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আশ্রয়-পুরুষের ধ্যানরূপ যোগ ক্রিয়া—শ। বাহ্যক্রিয়া=যজ্ঞাদি, আন্তরক্রিয়া=মানসক্রিয়া, মধ্যম ক্রিয়া—বাচিক জপরূপ ক্রিয়া—র। যাগাদি বাহ্যক্রিয়া, প্রাণায়ামাদি আভ্যন্তর ক্রিয়া এবং ও মানসজপাদি মধ্যম ক্রিয়া—শং।

পঞ্চম প্রশ্নের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক(৩২) দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নোপনিষৎ

ষষ্ঠ প্রশ্ন

(ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরুষ)

অনন্তর ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশা ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন "ভগবন্, কোসল-দেশীয় রাজপুত্র হিরণ্য-নাভ আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে ভারদ্বাজ, আপনি কি ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন', আমি সেই কুমারকে বলিলাম 'আাম ইঁহাকে জানি না ; যদি আমি ইঁহাকে জানিতাম, তবে তোমাকে কেন বলিব না ? যে মিথ্যা বলে সে সমূলে পরিশুষ্ক হইয়া যায়।' তিনি নীরবে রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আপনাকে তাহা (=সেই প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করিতেছি 'কোথায় সেই পুরুষ' ?"[১] ৬।১

তিনি (=ভগবান্ পিপ্পলাদ) তাঁহাকে বলিলেন "হে সৌম্য, এখানেই—এই অন্তঃশরীরেই সেই পুরুষ (অবস্থিত) যাঁহাতে এই ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয় (অথবা জীবের ভোক্তৃত্ব সম্পাদনে সক্ষম হয়—র)[২]। ৬।২

তিনি[৩] 'ঈক্ষণ' (=চিন্তা) করিলেন "কে (দেহ হইতে) উৎক্রান্ত

(১) শঙ্করমতে প্রশ্নের উদ্দেশ্যে 'কোথায় সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানিতে হইবে ?' রংগরামানুজ মতে প্রশ্নের উদ্দেশ্য 'সেই ষোড়শ কলাযুক্ত পুরুষ জীব না ব্রহ্ম ?'

(২) মূলে আছে—'যস্মিন্ এতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তি।' শঙ্কর বাচনিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অর্থ যে ব্রহ্ম হইতে এই ষোড়শকলা উৎপন্ন হয়। রংগরামানুজ বলেন শরীরে যখন পুরুষের অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে, তখন এখানে জীবের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে উপরি-লিখিত মন্ত্রাংশের অর্থ এইরূপ-এই পুরুষেই অর্থাৎ জীবের মধ্যেই প্রাণ হইতে নাম পর্যন্ত ষোড়শকলা নিজের সংসর্গপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদি জীবকে ভোগ করাইতে সমর্থ হয়—র।

(৩) তিনি=(ক) ব্রহ্ম। তিনি চিন্তা করিলেন কি ভাবে সৃষ্টি হইবে—শ ; তিনি=(খ) জীব, তিনি চিন্তা করিলেন কে দেহ ত্যাগ করিলে আমিও দেহ ত্যাগ করিব ?'—র.

হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? কে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি প্রতিষ্ঠিত হইব।" ৬।৩

তিনি[৪] প্রাণ[৫] সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা[৬], আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ (=অগ্নি), জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম ও লোকসমূহ এবং লোকসমূহে নাম (সৃষ্টি করিলেন)।[৭] ৬।৪

(৪) তিনি—ব্রহ্ম—শ; জীব—র। রংগরামানুজ বলেন যদিও পরমাত্মাই এই ষোড়শকলার স্রষ্টা, তথাপি জীবের কর্মফল-ভোগের জন্য এই ষোড়শকলার সৃষ্টি বলিয়া জীবকে স্রষ্টা বলা হইয়াছে।

(৫) প্রাণ—সর্ব প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সমূহের আধার স্বরূপ অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ—শ। মুখ্যপ্রাণ—র।

(৬) শ্রদ্ধা—সর্ব প্রাণিগণের শুভকর্মের হেতুভূতা শ্রদ্ধা—শ, আস্তিক্য বুদ্ধি—র।

(৭) শংকর ব্যাখ্যায় বলেন 'ব্রহ্ম সর্বপ্রয়োজন-সাধক। সর্ব প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়ের আধারস্বরূপ অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত প্রাণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রাণ হইতে সর্ব প্রাণিগণের শুভ কর্মের প্রবৃত্তির হেতু, 'শ্রদ্ধা'কে সৃষ্টি করিলেন। সেই শ্রদ্ধা হইতে কর্মফল উপভোগ করিবার সাধনসমূহের আশ্রয়স্বরূপ এই জগতের কারণস্বরূপ পঞ্চ মহাভূত (elements) সৃষ্টি করিলেন। কিরূপে? প্রবৃত্তিরূপ শ্রদ্ধা হইতে প্রথম শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশকে, পরে আকাশের শব্দগুণ এবং (বায়ুর) স্বীয় স্পর্শগুণ এই দুই গুণ-বিশিষ্ট বায়ুকে, তাহার পর আকাশ ও বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ গুণ এবং স্বীয়গুণ 'রূপ' এই তিন গুণবিশিষ্ট জ্যোতি বা তেজকে, তাহার পর আকাশ, বায়ু ও জ্যোতির তিনগুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং স্বীয় গুণ 'রস' এই চারি গুণ-বিশিষ্ট জলকে এবং তাহার পর (পৃথিবীর) স্বীয়গুণ গন্ধ ও আকাশ বায়ু জ্যোতি ও জলের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গুণবিশিষ্ট পৃথিবীকে সৃষ্টি করিলেন। সেইরূপ জ্ঞান ও কর্মের সম্পাদক দশটি ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) এবং এই দশ ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক সংশয়-সংকল্প-লক্ষণ-যুক্ত মনকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রাণিগণের কার্যরূপ দেহ ও করণরূপ ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদের রক্ষার জন্য ব্রীহি যবাদিরূপ অন্ন সৃষ্টি করিলেন। সেই ভুক্ত অন্ন হইতে সর্বকর্ম

সে (বিষয়ে দৃষ্টান্ত) এই প্রবহমানা, সমুদ্রাশ্রয়া নদীসমূহ সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া 'অস্ত' যায়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, 'সমুদ্র' ইহাই অভিহিত করা হয়, ঠিক সেইরূপ এই পরিদ্রষ্টার[৮] (পরম) পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শকলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া[৯] 'অস্ত' যায়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, 'পুরুষ' ইহাই অভিহিত করা হয়, সেই তিনি (=জীব), কলা-রহিত ও অমৃত হন।[১০] এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে। ৬।৫

রথচক্রের নাভিতে শলাকাসমূহের ন্যায়,
কলাসমূহ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত,
সেই বেদিতব্য (=জ্ঞেয়) পুরুষকে জানিবে,
যাহার ফলে মৃত্যু তোমাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না। ৬।৬

(ভগবান্ পিপ্পলাদ) তাঁহাদিগকে বলিলেন "আমি এই পর্য্যন্তই এই পরব্রহ্মকে জানি। ইহার পর আর কিছু (জানিবার) নাই।" ৬।৭

তাঁহারা তাঁহাকে অর্চনা করিলেন (এবং বলিলেন) "আপনি আমাদের পিতা, যিনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। পরম ঋষিদের নমস্কার, পরম ঋষিদের নমস্কার।" ৬।৮

ইহা প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ঠ প্রশ্ন

সম্পাদনের প্রবৃত্তির সামর্থ্য ও বল বীর্য সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর বীর্যবান্ প্রাণিগণের বিশুদ্ধি-সম্পাদক তপঃ (তপস্যা) সৃষ্টি করিলেন। তপস্যা দ্বারা যাঁহাদের বাহ্য ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য কর্মের সাধনভূত ঋক্-যজুঃ-সাম অথর্ব-আঙ্গিরস (বেদরূপী) মন্ত্রসমূহ সৃষ্ট করিলেন। অতঃপর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম তাহার পর কর্মফলস্বরূপ স্বর্গাদি লোক সমূহ এবং লোকসমূহে স্থিত প্রাণিগণের নাম সৃষ্টি করিলেন'—শ.

(৮) পরিদ্রষ্টা যিনি চতুর্দিক্ দর্শন করেন—শ; অনুভব-কারী ভোক্তা জীব—

(৯) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া—পুরুষাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া—শ; নিরুপাধিক পুরুষ -শব্দ-বাচ্য বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইয়া—র।

(১০) ভাবার্থ—যেমন নদীর নাম সমুদ্রে বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ আমরা যখন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হই, আমাদের নাম ও রূপ বিলুপ্ত হয়—রা।

ষষ্ঠ প্রশ্ন সমাপ্ত

প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্ত

শান্তিপাঠ*

ওম্, আমরা যেন কর্ণদ্বয় দ্বারা ভদ্র (কল্যাণময় বচন) শ্রবণ করি। হে যজনীয় (দেব)গণ, আমরা চক্ষুদ্বয় দ্বারা যেন ভদ্র দর্শন করি। স্থির (=দৃঢ়) অঙ্গসমূহ ও দেহের সহিত আপনাদের স্তুতি করিয়া, দেবগণ-বিহিত আয়ু যেন ভোগ করি।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি ॥

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৬৩) দ্রষ্টব্য।

মুণ্ডকোপনিষৎ

মুণ্ডকোপনিষৎ অথর্ববেদের শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত। আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেন 'মুণ্ডক নাম মুন্ড্ ধাতু (মুণ্ডন করা) অর্থ হইতে গৃহীত', এই উপনিষৎ অজ্ঞান ও অবিদ্যা মুণ্ডন করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করে বলিয়া ইহার নাম মুণ্ডক উপনিষৎ। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি বলেন অথর্ব বেদের ২৮খানি উপনিষদের মধ্যে এই উপনিষৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে মুণ্ড বা শিব আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে; কিংবা মুণ্ডে শিরসি ভবঃ ইতি মুণ্ডকঃ অর্থাৎ শিরোদেশে যে উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যার অনুভূতি তাহাই মুণ্ডকোপনিষৎ; অথবা মুণ্ডক নাকে কোন ঋষি ছিলেন সেই ঋষিকর্তৃক উপদিষ্ট হওয়ায় এই উপনিষৎ মুণ্ডকোপনিষৎ নামে পরিচিত।

'সত্যমেব জয়তে' এই মহাবাক্য—যাহা স্বাধীন ভারতের সীলমোহরে লিখিত হইয়াছে—তাহা এই উপনিষৎ হইতে গৃহীত।

প্রশ্নোপনিষদের ভাবধারা এবং এই উপনিষদের ভাব-ধারা একই। সেই জন্য আচার্য শংকর এই উপনিষৎকে বলেন আথর্বণ-মন্ত্রোপনিষৎ এবং প্রশ্নোপনিষৎকে ইহার ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন।

পূর্ববর্তী উপনিষৎসমূহে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ছান্দোগ্যোপনিষৎ এবং কৌষীতকি উপনিষৎ সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌম। এই উপনিষদে যজ্ঞের প্রাধান্য ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ আমরা পাই। এখানে বলা হইয়াছে যে একর্ষি নামক অগ্নিতে যাঁহারা আহুতি দেন এবং শিরে অগ্নিধারণ ব্রত পালন করেন, তাঁহারা ভিন্ন কেহ এই উপনিষৎ পাঠ করিবেন না।

শংকর ও রংগরামানুজ এবং রাধাকৃষ্ণনের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সারাংশ এবং স্থানে স্থানের মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

মুণ্ডকোপনিষৎ

শান্তিপাঠ*

ওম্, হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণদ্বারা ভদ্র শ্রবণ করি। হে যজনীয় (দেব-) গণ, আমরা চক্ষু দ্বারা যেন ভদ্র দর্শন করি। স্থির অঙ্গসমূহ ও দেহের সহিত আপনাদের স্তুতি করিয়া দেব-বিহিত আয়ু যেন উপভোগ করি।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি ॥

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

বিশ্বের কর্তা, ভুবনের গোপ্তা (=পালক) ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথম সম্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে বলিয়াছিলেন। ১।১।১

অথর্বকে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, অথর্বা পুরাকালে অঙ্গির কে সেই ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন। তিনি (=অঙ্গির্) ভারদ্বাজ সত্যবাহকে ইহা উপদেশ দিয়াছিলেন। ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে পরা ও অপরা (বিদ্যা) (অথবা গুরুশিষ্যপরম্পরা ক্রমে)[১] (বলিয়া দিয়াছিলেন)। ১।১।২

মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্ কাঁহাকে (অথবা কোন বস্তুকে) জানিলে এই সমস্ত (জগৎ) বিজ্ঞাত হয়?"[২] ১।১।৩

(১) মূলে আছে ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে পরাবরাম্। পরাবরাম্ পর+অবরাম্ =(১) পর ও অপর বিদ্যা অথবা (২) পরাৎ অবরাম্—শ্রেষ্ঠ হইতে নিকৃষ্ট অর্থাৎ —গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে—শ ও র।

(২) অর্থাৎ বিভিন্ন জাগতিক বস্তুসমূহের এমন কি একটি কারণ আছে যাহা জানিলে বিভিন্ন প্রকার জাগতিক পদার্থও বিজ্ঞাত হয়?—শ

* মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট ক (৬৩) দ্রঃ

তিনি (অঙ্গিরস) তাঁহাকে বলিলেন "ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন দুইটি বিদ্যা জ্ঞাতব্য,—পরা ও অপরা [৩]। ১।১।৪

তাহাদের মধ্যে অপরা বিদ্যা হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। [৪] আর পরা বিদ্যা (হইতেছে সেই বিদ্যা) যাহা দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম)কে প্রাপ্ত হওয়া যায় ১।১।৫

*সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ,
চক্ষু-শ্রোত্র-বিহীন, হস্ত-পদ-বিহীন,
নিত্য, বিভু, সর্বগত, সুসূক্ষ্ম, সেই অব্যয়, যে ভূত-যোনি [৫],
(তাঁহাকে) ধীরগণ দর্শন করেন।
(যে বিদ্যা সহায়ে এই দর্শন সম্ভবপর হয় তাহা পরা বিদ্যা)। ১।১।৬

(৩) ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছুককে পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যাই জানিতে হইবে—র। পরা ও অপরা—শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট। অপরা বিদ্যাও এক প্রকার জ্ঞান, ইহা মিথ্যা-জ্ঞান নয়। ইহার উদ্দেশ্য ও পরম সত্যের জ্ঞান-লাভ—যদিও আংশিক ও অসম্পূর্ণ—রা।

(৪) চতুর্বেদ ও ষড়্‌বেদাঙ্গ অপরা বিদ্যা আর উপনিষৎ পরাবিদ্যা। শিক্ষা-বর্ণোচ্চারণ-বোধক বেদাঙ্গ (Phonetics—রা), কল্প—বৈদিক কর্মানুষ্ঠানজ্ঞাপক বেদাঙ্গ, নিরুক্ত—বৈদিক শব্দের অর্থ-প্রকাশক (অভিধান) বেদাঙ্গ—শ, ছন্দ—metrics—রা, জ্যোতিষ—Astronomy—রা।

(৫) অদৃশ্য—চক্ষুদ্বারা উপলক্ষিত সর্বজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য—শ ও র। অগ্রাহ্য—হস্তদ্বারা উপলক্ষিত সর্বকর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করা যায় না—শ ও র।

অগোত্র—যাহার গোত্র, বংশ বা মূল (=কারণ) নাই—শ; কুলরহিত—র; অবর্ণ—যাহা বর্ণনা করা যায় না—শ. ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এইরূপ বর্ণ-বিহীন—র। চক্ষু-শ্রোত্রহীন—চক্ষু ও শ্রোত্র দ্বারা উপলক্ষিত সর্বজ্ঞানেন্দ্রিয়বিহীন—শ ও র। হস্তপদবিহীন—হস্তপদদ্বারা উপলক্ষিত সর্বকর্মেন্দ্রিয়বিহীন—শ ও র।

বিভু—দেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন—র; বিভিন্নরূপে ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব (কুশগুচ্ছ) পর্যন্ত রূপে যিনি প্রকাশিত—শ।

* মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট ক (৬৪) দ্রষ্টব্য।

*যেমন উর্ণনাভি (=মাকড়সা) (নিজের দেহ হইতে তন্তু ও জাল)
সৃষ্টি করে, এবং পুনরায় (অন্তরে) গ্রহণ করে,
যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি-সমূহ সম্ভূত হয়,
যেমন সজীব পুরুষ হইতে কেশ-লোম (সম্ভূত হয়)

সেইরূপ অক্ষর হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত হয়।[৬] ১।১।৭

'তপ' দ্বারা ব্রহ্ম স্ফীত হন[৭],
তখন তাঁহা হইতে 'অন্ন'[৮] অভিজাত হয়,

সর্বগত—আকাশবৎ ব্যাপক—শ ; সর্বভূতে প্রবেশ করিয়া যিনি অবস্থিত—র।
সুসূক্ষ্ম—আকাশ বায়ু ইত্যাদিই স্থূলত্বের কারণ, সেই সকল হীন বলিয়া সুসূক্ষ্ম—শ, সকলের অন্তরস্থ বলিয়া সুসূক্ষ্ম—র।
অব্যয়—স্ব স্বরূপ হইতে যিনি চ্যুত হন না—শ, উক্ত গুণবিশিষ্ট বলিয়া অব্যয়—র।
ভূতযোনি—সর্বভূতের কারণ—শ, সর্বভূতের উপাদান—র।

(৬) ব্রহ্ম অন্য কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টি করেন—শ। রাধাকৃষ্ণন বলেন "এই মন্ত্রে কোন ইঙ্গিত নাই যে জগৎ ব্রহ্মের মিথ্যা প্রকাশ মাত্র। এই উদাহরণসমূহ দ্বারা ইহাই বুঝায় যে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, ব্রহ্মের অন্য কোন দ্বিতীয় নাই যাহা বা যাহাকে ব্রহ্ম (জগৎসৃষ্টির জন্য) ব্যবহার করিতে পারেন।

(৭) তপ দ্বারা ব্রহ্ম স্ফীত হন—(ক) তপ=জ্ঞান, তাঁহার তপ জ্ঞানময় ১।১।৯, 'আমি বহু হইব' এইরূপ সংকল্পরূপ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম স্ফীত=সৃষ্টি-উন্মুখ হন—র। (খ) তপ=সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞান, পুত্রোৎপাদনের পূর্বে পিতা যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, বীজ যেমন স্ফীততা প্রাপ্ত হইয়া অঙ্কুরে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম যেন সৃষ্টির আনন্দে স্ফীত বা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হন—শ।

(৮) অন্ন—ব্রহ্মের অব্যাকৃত (unmanifested) অবস্থা, অভিব্যক্ত হইবার জন্য স্ফোটনোন্মুখ অবস্থা—শ। চেতন-অচেতন যাবতীয় পদার্থের অব্যাকৃতরূপ—র। যাহা ভোগ (experience) করা যায় তাহা অন্ন—শ। রাধাকৃষ্ণন ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—"অন্ন=অব্যাকৃত—first principle of objectivity (প্রথম বিষয়-মুখ তত্ত্ব)। ব্রহ্ম subject বা জ্ঞাতা ও কর্তা, অন্ন—object—"জ্ঞেয় ও কর্ম"।

* মূল মন্ত্রটির অংশের জন্য পরিশিষ্ট ক (৬৫) দ্রষ্টব্য।

অন্ন হইতে প্রাণ[৯], মন[১০], সত্য[১১],
লোক সমূহ[১২], কর্ম সমূহে অমৃত।[১৩] ১।১।৮

যিনি সর্বজ্ঞ, ও সর্ববিদ্[১৪], যাঁহার তপ জ্ঞান-ময়[১৫], তাঁহা হইতে ব্রহ্ম[১৬]
নাম, রূপ ও অন্ন জাত হয়। ১।১।৯

ইহা প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড

(৯) প্রাণ=ব্রহ্মের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভ, অবিদ্যা-কামনা-কর্ম এবং ভূতসমূদয়ের বীজের অঙ্কুরস্বরূপ জগদাত্মা—শ। মুখ্যপ্রাণ—র, world-soul—জগদাত্মা—রা; ক্রিয়াশক্তি—ম।

(১০) মন—অন্তঃকরণ—র। সংকল্প—বিকল্প-সংশয়-নির্ণয় প্রভৃতি সম্পন্ন বৃত্তি—শ; জ্ঞানশক্তি—ম।

(১১) সত্য, (সূক্ষ্ম) আকাশাদি পঞ্চমহাভূত—শ; ভোক্ত বর্গ (জীবসমূহ)—র; ইচ্ছাশক্তি—ম।

(১২) শংকর বলেন প্রাণ হইতে মন, মন হইতে সত্য (সূক্ষ্মপঞ্চভূত), তাহা হইতে লোকসমূহ, লোকসমূহ হইতে মনুষ্যাদি প্রাণী, প্রাণী হইতে কর্ম, কর্মসমূহ হইতে অমৃত অর্থাৎ কর্মফল উৎপন্ন হয়।

(১৩) কর্মসমূহে অমৃত—কর্ম হইতে অমৃত অর্থাৎ কর্মফল উৎপন্ন হয়—শত কোটি কল্পেও যদি কর্ম বিনষ্ট না হয়, তবে তাহার ফলও বিনষ্ট হয় না, সেই জন্য কর্মফলকে অমৃত বলা হইয়াছে—শ। এই ব্যাখ্যা রংগরামানুজ ও রাধারঞ্জন গ্রহণ করেন নাই। রংগরামানুজ বলেন কর্মে আয়ত্তভূত অমৃতত্ব, অর্থাৎ কর্ম অমৃতত্বসাধক। অথবা কর্মমধ্যে অমৃতত্ব, অর্থাৎ মোক্ষার্থ কর্ম হইতে অমৃতত্ব লাভ হয়। রাধাকৃষ্ণন বলেন সকল সৃষ্টিই অমৃতত্বের দিকে কর্ম করিতেছে; অমৃতত্বই সৃষ্টিলক্ষ্য।

(১৪) জগৎ-সম্বন্ধ-যুক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর; তিনিই সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্—রা। সর্বজ্ঞ যিনি সাধারণ ভাবে জানেন, বিশেষ ভাবে যিনি জানেন তিনি সর্ববিদ্—শ। সর্বজ্ঞ—সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্। সর্ববিদ্—বস্তুগত সর্বপ্রকার জ্ঞানবান্—স্বরূপতঃ, প্রকারতঃ সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্—র।

(১৫) যাঁহার তপ জ্ঞানময়—সর্বজ্ঞতাই যাঁহার আয়াসহীন তপ—যাঁহার তপ জ্ঞানশক্তির পরিণতি—শ ; 'আমি বহু হইব' · জগৎ-সৃষ্টির সংকল্পরূপ জ্ঞানই তাঁহার তপ। এই তপ ব্যতীত ব্রহ্মের অন্য কোন তপ বা কর্ম নাই—র। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, তাঁহার তপই জ্ঞান। তাঁহার তপশক্তি দ্বারাই—আমি বহু হইব—এই সংকল্পদ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়—রা।

(১৬) 'ব্রহ্ম'—হিরণ্যগর্ভ—শ ; অব্যাকৃত বলিয়া কথিত ব্রহ্ম—র ; ইহা পূর্ব মন্ত্রের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে—রা।

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম মুণ্ডক-দ্বিতীয় খণ্ড

ইহাই সেই সত্য—
কবিগণ যে সকল কর্ম (বেদ-) মন্ত্রসমূহে দর্শন করিয়াছিলেন,
সেই সকল ত্রেতাযুগে (বা তিন বেদে) বহু প্রকারে প্রসারিত হইয়াছিল।
তোমরা নিয়ত সত্য-কাম[1] হইয়া সেই সকল আচরণ কর।
তোমাদের সুকৃতির লোক-(অথবা স্বীয় কৃত কর্মফল—শ)[2] প্রাপ্তির ইহাই পথ। ১।২।১

সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিতে, শিখাসমূহ যখন লেলিহান হয়,
তখন আজ্য-ভাগদ্বয়ের[3] মধ্যে (প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায়)
দুইটি আহুতি প্রদান করিবে। ২।২

যাঁহার অগ্নিহোত্র (=যজ্ঞ) দর্শ-যাগ-বর্জিত,
পৌর্ণমাস-যাগবর্জিত[4], চাতুর্মাস্য-যাগবর্জিত[5],
অগ্রয়ণ-যাগ-বর্জিত[6], অতিথি-বর্জিত[7],

(১) সত্য-কাম, ব্রহ্ম কাম্যমান (সত্য=ব্রহ্ম) যাহার—র; স্বর্গাদি, যিনি কামনা করেন। (সত্য=স্বর্গাদি)—শ;

(২) মূলে আছে 'সুকৃতস্য লোকে'—পুণ্যকর্মদ্বারা লভ্য লোকে—র; স্বীয় কৃত কর্মের ফল—শ

(৩) আজ্য-ভাগদ্বয়ের মধ্যে—আহবনীয় অগ্নির দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বকে আজ্য-ভাগ বলে। তাহার মধ্যে অর্থাৎ মধ্যস্থ আহবনীয় অগ্নিতে—বি।

(৪) অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত ইষ্টি-যাগের নাম দর্শ, পুর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ইষ্টি-যাগের নাম পৌর্ণমাস—গ। উভয়ই অগ্নিহোত্রীর অবশ্য কর্তব্য—বি।

(৫) চাতুর্মাস্য—বৎসরকে তিন ভাগ করিয়া প্রতি চারি মাসের প্রারম্ভে পুর্ণিমায় যে যাগ করা হয়, তাহার নাম চতুর্মাস্য—গ.

(৬) অগ্রয়ণ—ব্রীহি, যব ও শ্যামক দ্বারা কৃত নবান্নজাতীয় যাগ বিশেষ। বর্ষায় শ্যামকাগ্রয়ণ, শরতে ব্রীহি-অগ্রয়ণ ও বসন্তে যবাগ্রয়ণ করা হয়। (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৩।৫)—গ।

(যথাকালে) আহুতি-বর্জিত[৮], বৈশ্বদেব-কর্ম[৯]-বর্জিত,
অবিধি-পূর্বক আহুতি-প্রদত্ত[৮], তাঁহার সপ্তলোক[১০] পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। ২।৩

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা,
সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী-বিশ্বরুচা,
(অগ্নির) এই লেলায়মান সপ্ত জিহ্বা (=শিখা)। ১।২।৪

(যিনি) এই সমুদয় দীপ্যমান (সপ্ত অগ্নিশিখা-)সমূহে যথাকালে (অগ্নিহোত্রাদি) অনুষ্ঠান করেন, এই আহুতি সমূহ সূর্যরশ্মি দ্বারা তাঁহাকে
(=যজ্ঞাকর্তাকে) গ্রহণ করিয়া সেখানে[১১] লইয়া যান,
যেখানে দেবতাদের এক (-মাত্র) পতি[১২] অধিষ্ঠিত। ১।২।৫

দীপ্তিমতী অহুতিসকল "এসো, এসো, ইহাই
তোমাদের সুকৃতি-লব্ধ পুণ্যময় ব্রহ্মালোক"[১৩],
(এইরূপ) প্রিয় বাক্য বলিতে বলিতে এবং অর্চনা করিতে করিতে
যজমানকে সূর্যরশ্মি দ্বারা বহন করেন। ১।২।৬

যাহাতে (=যে যজ্ঞে) অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিক্, যজ্ঞকর্তা ও তাঁহার পত্নী) দ্বারা অবর কর্ম[১৪] (অনুষ্ঠিত হয়), সেই 'যজ্ঞ-রূপ' প্লব (=ভেলা) সমূহ

(৭) প্রত্যহ অতিথিসেবা অবশ্যকর্তব্য—ইহা যিনি করেন না—শ

(৮) অসময়ে ও অবিধি-পূর্বক আহুতি প্রদান বর্জনীয়—শ

(৯) বৈশ্বদেব কর্ম—দক্ষকন্যা বিশ্বার বসু, সত্যাদি দশ পুত্রকে 'বিশ্বদেবাঃ বলা হয়, ইহাদের উদ্দেশ্যে-শ্রাদ্ধাদি কর্ম করা হয়—গ।

(১০) সপ্তলোক—সপ্তপুরুষ—যজ্ঞকর্তা, তাঁহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ পুত্র, পৌত্র, প্রপ্রৌত্র—শ ও র।

(১১) সেখানে স্বর্গলোক—শ; সত্যলোকে—র।

(১২) পতি—ইন্দ্র—শ; ব্রহ্মা—র।

(১৩) ব্রহ্মলোক—স্বর্গলোক—শ; ব্রহ্মার আবাসস্থান সত্যলোক—র।

(১৪) অবর কর্ম—জ্ঞান রহিত কেবল কর্ম—শ, ফলাভিলাষী নিকৃষ্ট কর্ম—র।

দৃঢ় নহে। যে মূঢ়গণ ইহাকে শ্রেয় মনে করিয়া অভিনন্দন করে,
তাহারা পুনরায় জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ১।২।৭

*যাহারা অবিদ্যার[১৪] মধ্যে বর্তমান
(অথচ) আপনাকে ধীমান্ ও পণ্ডিত মনে করে,
সেই মূঢ়গণ (জরা রোগাদি দ্বারা) পীড়িত হইয়া
অন্ধের দ্বারা 'নীয়মান' অন্ধের ন্যায় বিচরণ করে। ১।২।৮

অবিদ্যার মধ্যে বহু প্রকারে বর্তমান বালকের ন্যায় অজ্ঞানীরা
"আমরা কৃতার্থ"[১৫] এইরূপ অভিমান করে।
যেহেতু কর্মিগণ (কর্মফল বা স্বর্গাদির প্রতি) আসক্তি বশতঃ (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে না, সেই জন্য, কর্মফল (=পুণ্য) ক্ষীণ (=ক্ষয়) হইলে তাহারা 'আতুর' (=দুঃখার্ত) হইয়া (স্বর্গলোক হইতে) বিচ্যুত হয়।[১৬] ১।২।৯

মূঢ়গণ 'ইষ্ট' ও পূর্তকে[১৭] 'বরিষ্ঠ' মনে করে।
এবং অন্য কোন শ্রেয় জানে না।

(১৪) অবিদ্যা—অজ্ঞানতা—র।

(১৫) 'আমরা কৃতার্থ'—অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে—শ।

(১৬) ভাবার্থ—তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করায় পুণ্য ক্ষীণ হইলে মর্ত্যলোকে আগমন করে—র; কর্মফল ক্ষয় হওয়ায় স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হয়—শ। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"ম্লান হয়ে এলো কণ্ঠে মন্দার-মালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা,
মলিন ললাটে। পুণ্যবল হলো ক্ষীণ
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন।"

(১৭) ইষ্ট ও পূর্ত্ত—প্র.উ. ১।৯ দ্রষ্টব্য—বৈদিক কর্মযাগাদি, ও স্মার্ত্ত-কর্ম বাপীকূপাদি খনন—শ।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট (২২)দ্রষ্টব্য। সেখানে 'দন্দ্রম্যমানাঃ' এই শব্দের স্থানে 'জঙ্ঘন্যমানাঃ' এইশব্দ পাঠ করিতে হইবে।

তাহারা স্বর্গের পৃষ্ঠে সুকৃতির ফল ভোগ করিয়া
এই লোকে বা হীনতর লোকে প্রবেশ করে। ১।২।১০

শংকর ও রংগরামানুজ মতে অনুবাদ বিভিন্ন হইবে—

(ক) শংকর মতে অনুবাদ—

শান্ত[১৮] বিদ্বান্ (গৃহস্থ)গণ এবং যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি
অবলম্বন করিয়া অরণ্যে তপ ও শ্রদ্ধার[১৯] সাধন করেন,
তাঁহারা বিরজ হইয়া 'সূর্যদ্বার'[২০] দ্বারা যেখানে গমন করেন,
যেখানে সেই অমৃত অব্যয়াত্মা পুরুষ[২১] আছেন।

(খ) রংগরামানুজ মতে অনুবাদ—

যে সকল শান্ত বিদ্বান্‌গণ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া,
অরণ্যে তপ ও শ্রদ্ধার[১৯] সাধন করেন,
তাঁহারা বিরজ হইয়া সূর্যদ্বার[২০] দ্বার দ্বারা সেখানে গমন করেন,
যেখানে সেই অমৃত অব্যয়াত্মা পুরুষ[২১] আছেন। ১।২।১১

(১৮) শান্ত=সংযতেন্দ্রিয়—শ ও র। বিদ্বান্—জ্ঞান-প্রধান গৃহস্থগণ—শ।

(১৯) মূলে 'তপঃশ্রদ্ধে' শব্দ আছে—তপ=স্ব-আশ্রমবিহিত কর্ম—শ। তপ=ব্রহ্ম, (ছা.উ. ৫।১০।১ আছে—শ্রদ্ধা ও তপ উপাসনা করে। বৃ.উ. (৬।২।২৫)-এ শ্রদ্ধা ও সত্য উপাসনা করে বলা হইয়াছে।) সুতরাং তপ অর্থ ব্রহ্ম—র। শ্রদ্ধা—হিরণ্যগর্ভাদি বিষয়ক বিদ্যা—শ, ব্রহ্মের প্রতি অতিশয় আদররূপ শ্রদ্ধা—র।

(২০) সূর্যদ্বার—দেবযান পথ—শ।

(২১) অমৃত অব্যয়াত্মা পুরুষ—হিরণ্যগর্ভ। অব্যয়াত্মা—অব্যয়-স্বভাব, প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী বলিয়া তাঁহাকে অমৃত ও অব্যয় বলা হইয়াছে—শ; ব্রহ্ম—র।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৬৮) দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ কর্মদ্বারা লভ্য লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া
'নির্বেদ' (=বৈরাগ্য) অবলম্বন করিবেন।
'কর্মদ্বারা অকৃত (=নিত্য পুরুষ)কে পাওয়া যায় না।'[২২]
তাঁহাকে জানিবার জন্য সমিৎ-হস্তে বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ
গুরুর সমীপে গমন করিবেন। ১।২।১২
সেই বিদ্বান্ (গুরু) যথাবিধি
সমাগত, প্রশান্তচিত্ত, ও শমান্বিত[২৩] শিষ্যকে,
যাহা (=যে বিদ্যা) দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়,
সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে উপদেশ দিবেন। ১।২।১৩

ইহা প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড

(২২) মূলে আছে 'ন অস্তি অকৃতঃ কৃতেন" যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা নিত্য অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহার জন্য ব্রহ্ম বিদ্যার প্রয়োজন—শ ও র।

(২৩) প্রশান্তচিত্ত—দর্পাদি দোষ-বর্জিত, শমান্বিত—যাহার বাহ্য-ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত—শ।

প্রথম মুণ্ডক দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত

দ্বিতীয় মুণ্ডক—প্রথম খণ্ড

*সেই ইনি (অক্ষর ব্রহ্ম) সত্য।

যেমন সুদীপ্ত পাবক (অগ্নি) হইতে,

সহস্র সহস্র অগ্নিরূপা স্ফুলিঙ্গ সম্ভূত হয়,

সেইরূপ হে সৌম্য, অক্ষর হইতে বিবিধ 'ভাব'[১]

প্রজাত হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। ২।১।১

**সেই পুরুষ, দিব্য[২], অমূর্ত, বাহ্য-অভ্যন্তরে বর্তমান[৩]

জন্মরহিত, অপ্রাণ, অমনা[৪] শুভ্র[৫], এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ[৬]। ২।১।২

(১) মূলে আছে ভাবাঃ—জীব—শ (অক্ষররূপ কারণ হইতে উৎপন্ন) কার্যসমূহ (effects of the cause)—র; beings—রা।

(২) দিব্য—জ্যোতির্ময়—শ; Divine—রা।

(৩) বাহ্য-অভ্যন্তরে বর্তমান—He is without and within—রা।

(৪) অপ্রাণ ও অমনা—বিভিন্ন বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন, চলনস্বভাব প্রাণ-বায়ু যাঁহাতে নাই, তিনি অপ্রাণ, অনেক বিভিন্ন-জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট সংকল্পাদিস্বভাব মন ও যাঁহাতে নাই, তিনি অমনা। অপ্রাণ ও অমনা শব্দ দ্বারা বুঝায় যে বিভিন্ন প্রাণবায়ু, কর্মেন্দ্রিয় সমূহ ও তাহাদের বিষয়, বুদ্ধি, মন, ও চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ ও তাহাদের বিষয় এই অক্ষর ব্রহ্মে নাই—শ।

(৫) শুভ্র—শুদ্ধ—শ।

(৬) শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ—মূলে আছে 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ'। শংকর ও রংগরামানুজ বলেন যে এখানে অক্ষর অর্থ ব্রহ্ম নহে, অর্থ 'অব্যাকৃত'; অব্যক্ত প্রকৃতি (সাংখ্যের প্রকৃতি নয়)—রা। শংকর বলেন এই অব্যাকৃত সকল 'নাম ও রূপ' এবং কার্যকারণের বীজ এবং সকল কার্য (=effect) অপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া ইহাকে অক্ষর বলা হইয়াছে। 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' বাক্যের যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা শংকরের মত অনুযায়ী। রংগরামানুজের মত অনুযায়ী অনুবাদ ও অর্থ এইরূপ:—'পরতঃ অক্ষরাৎ পরঃ—পরতঃ—নিজের বিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অক্ষর অর্থ অব্যাকৃত তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যিনি=ব্রহ্ম।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৬৯) দ্রষ্টব্য। ভাবটি বৃ.উ. ২।১।২০ তে আছে।

** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৭০) দ্রষ্টব্য।

*ইহা (=পরম পুরুষ) হইতে, প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয় আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও বিশ্বের (=সকলের) ধারিণী[৭] পৃথিবী জাত হয়। ২।১।৩

অগ্নি[৮] (=দ্যুলোক) ইঁহার মূর্ধা, চন্দ্র ও সূর্য চক্ষু-দ্বয়,
দিক্‌সমূহ শ্রোত্রদ্বয়, প্রকাশিত বেদ বাক্,
(অথবা বেদ বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার—র),
বায়ু (ইঁহার) প্রাণ, বিশ্ব ইঁহার হৃদয়,
পৃথিবী পাদদ্বয় (অথবা পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী—শ)[৯]।
ইনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা[১০]। ২।১।৪

তাঁহা হইতে অগ্নি (=দ্যুলোকে)—সূর্য যাঁহার সমিধ্[১১]।
চন্দ্র হইতে মেঘ, (মেঘ হইতে) পৃথিবীতে ওষধিসমূহ
(ব্রীহি-যবাদি) (জাত হয়)। পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃ-সিঞ্চন করেন,
(এইরূপে) (অক্ষয়) পুরুষ হইতে বহু প্রজা সম্প্রসূত (=উৎপন্ন) হয়[১২]।
২।১।৫

(৭) বিশ্বের ধারিণী—সকলের ধারণকর্ত্রী—শ ও র। supporter of all—রা।

(৮) অগ্নি=দ্যুলোক, কারণ শ্রুতিতে আছে দ্যুলোকই অগ্নি—শ ও র।

(৯) মূলে আছে 'পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী'=পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জাত—শ; রংগ রামানুজ বলেন 'পাদদ্বয়ই পৃথিবী' এই অর্থ; পদ্‌ভ্যাং পঞ্চমী বিভক্তি নয়, তৃতীয়া বিভক্তি, প্রকৃত্যাদিভ্যঃ উপসংখ্যানম্ এই নিয়ম অনুসারে তৃতীয়া বিভক্তি। (বাক্য-প্রসঙ্গ গ্রহণ করিলে এই ব্যাখ্যা অধিকতর সমীচীন মনে হয়)।

(১০) সর্বভূত তাঁহার শরীর সেই জন্য তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা—র; সর্বভূতে তিনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা এবং ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মা বলিয়া সর্বভূতের অন্তরাত্মা—শ।

(১১) সূর্যদ্বারাই দ্যুলোক আলোকিত হয় বলিয়া সূর্য সমিধ্—শ।

(১২) এখানে পঞ্চাগ্নি বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। বৃ. উ. ৬।২ ও ছা. উ. ৫।৩-এ পঞ্চাগ্নি বিদ্যার বিবরণ আছে—দ্যুলোকই প্রথম অগ্নি, এই অগ্নি হইতে চন্দ্র বা সোম উৎপন্ন হয়। মানুষ পুণ্যকর্ম দ্বারা এই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। পুণ্যভোগ শেষ হইলে জীব চন্দ্রলোক হইতে পর্জন্য বা মেঘে আসে। সেই জন্য পর্জন্য দ্বিতীয় অগ্নি; পর্জন্য

তাঁহা হইতে ঋক্ (মন্ত্র), সাম (মন্ত্র), যজুঃ (মন্ত্র) সমূহ, দীক্ষা,
সর্বপ্রকার যজ্ঞ ও ক্রতু[১৩] এবং দক্ষিণাসমূহ,
সংবৎসর, ও যজমান, এবং সেই লোক সমূহ
যেখানে চন্দ্র ও যেখানে সূর্য পবিত্র করেন
[অথবা চন্দ্র পবিত্র করেন এবং সূর্য (তাপ দেন)—শ]
(উৎপন্ন হয়)[১৪]। ২।১।৬

তাঁহা হইতে বহুবিধ দেবগণ সম্প্রসূত,
সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশুসকল, পক্ষিসমূহ,
প্রাণ ও অপান (বায়ু), ব্রীহি ও যব,
তপঃ, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য ও বিধি[১৬] (সম্প্রসূত হইয়াছে)। ২।১।৭

সপ্ত প্রাণ, সপ্ত অর্চি[১৭] (তাহাদের সপ্ত) সমিধ্[১৮]
সপ্ত হোম (পাঠান্তর জিহ্বা[১৯]) এই সপ্ত লোক[২০]

হইতে বৃষ্টিরূপে জীব পৃথিবীতে আসে, সুতরাং পৃথিবী তৃতীয় অগ্নি। পৃথিবীতে পতিত হইয়া জীব ব্রীহি-যব-ধান্য প্রভৃতি শস্যাকারে প্রবেশ করে। সেই শস্য পুরুষ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া রেতঃরূপে পরিণত হয়। সুতরাং পুরুষ চতুর্থ অগ্নি। পুরুষ হইতে রেতঃ স্ত্রীতে সিঞ্চিত হয়। স্ত্রী পঞ্চম অগ্নি। স্ত্রী হইতে জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহাই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা নামে খ্যাত। শংকর বলেন এই পঞ্চাগ্নি দ্বার দ্বারা যে সকল প্রজা (জীব) জাত হয়, তাহারাও সেই অক্ষয় পুরুষ হইতে জাত।

(১৩) যজ্ঞ ও ক্রতু—যে যাগে পশুবধ হয় না তাহা যজ্ঞ এবং যাহাকে পশুবধ হয় তাহাকে ক্রতু বলা হয়—শ।

(১৪) মূলে আছে সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ—প্রথম অনুবাদ রংগরামানুজ মতানুযায়ী, বন্ধনীর মধ্যে দ্বিতীয় অনুবাদ শংকর অনুযায়ী। কিন্তু তাপ দেন শংকর মতে ইহা উহ্য আছে।

(১৫) ভাবার্থ—যজ্ঞাদি কর্ম, তাহাদের সাধন এবং কর্মের ফল সকলই অক্ষর হইতে সম্ভূত—শ।

(১৬) বিধি—ইতি-কর্তব্যতা—শ; অর্থাৎ কর্মপদ্ধতি—দু।

(১৭) সপ্তপ্রাণ ও সপ্তঅর্চি—মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়—দুই চক্ষু দুই কর্ণ, নাসিকাদ্বয় এবং বাগিন্দ্রিয় (রসনা) এই সপ্ত ইন্দ্রিয়ই সপ্তপ্রাণ—শ ও র। সপ্তঅর্চি—স্ব স্ব বিষয় প্রকাশক দীপ্তি—শ; গার্হপত্যাদি সপ্ত অগ্নি—র।

(১৮) সপ্ত সমিধ্—সপ্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ উদ্দীপ্ত হয়—শ; ইন্ধন সমূহ—র

যাঁহাতে সপ্ত সপ্ত ক্রমে নিহিত
এবং গুহাশায়ী প্রাণসমূহ বিচরণ করে—
(এই সমস্তই) তাঁহা হইতে প্রসৃত হইয়াছে।　২।১।৮

ইঁহা হইতে সকল সমুদ্র ও পর্বত (উৎপন্ন হইয়াছে)
ইঁহা হইতে 'সর্বরূপা'[২১] নদীসমূহ প্রবাহিত হয়।
ইঁহা হইতে সর্বপ্রকার ওষধি ও রস[২২] (উৎপন্ন হয়)
যাহা দ্বারা (বা যেহেতু) অন্তরাত্মা[২৩] ভূতগণের সহিত অবস্থান করেন[২৩]।　২।১।৯

পুরুষই এই বিশ্ব, (তিনিই) কর্ম ও তপঃ[২৪] এবং পরামৃত[২৫] ব্রহ্ম[২৬]।
হে সৌম্য, যিনি হৃদয়গুহায় নিহিত ইঁহাকে জানেন,
তিনি ইহলোকেই অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন করেন।　২।১।১০

ইহা দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড

(১৯) সপ্ত হোম (বা সপ্ত জিহ্বা) প্রথম পাঠ শংকর এবং দ্বিতীয় পাঠ রংগরামানুজ গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তহোম—সপ্তবিষয়ক বিজ্ঞান—শ, সপ্তজিহ্বা—কালী-করালী ইত্যাদি সপ্ত জিহ্বা—র।

(২০) সপ্তলোক—সপ্ত ইন্দ্রিয় স্থান—শ; সপ্ত-ইন্দ্রিয় গোলক প্রদেশ—র।

(২১) সর্বরূপা বহুরূপা—শ ও র; of every kind—রা।

(২২) শংকর 'রসঃ' এক বচন পাঠ এবং রংগরামানুজ 'রসাঃ' বহুবচন পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন সেই জন্য রংগরামানুজ যেন অর্থ 'যেহেতু' দিয়াছেন।

(২৩) অন্তরাত্মা—অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম—র। লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর, যেহেতু শরীর ও আত্মার মধ্যবর্তী ভাবে সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে, সেই জন্য তাঁহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়াছে।

(২৪) কর্ম ও তপ—কর্ম=অগ্নিহোত্রাদি—শ; জগৎ-সৃষ্টির অনুকূল ব্যাপার—র; work—রা। তপ=জ্ঞান—শ; স্রষ্টব্য-আলোচনা—র; austerity—রা।

(২৫) পরামৃত—পর (শ্রেষ্ঠ) ও অমৃত স্বরূপ—শ; পরা+অমৃত প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম—র।

(২৬) প্রশ্ন হইয়াছিল—কাহাকে জানিলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়? উত্তর এই সর্বকারণ পরমাত্মাকে জানিলেই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়—শ।

দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথমখণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় মুণ্ডক—দ্বিতীয় খণ্ড

(ব্রহ্ম) 'আবিঃ'[১], (সর্ব-প্রাণীর অন্তরে) সন্নিহিত[২], এবং গুহাচর[৩] নামীয়, (তিনি) 'মহৎ পদ'[৪], (কারণ), চলনশীল (বা জাগ্রত—র), প্রাণন-ক্রিয়াশীল, এবং নিমিষ-ক্রিয়াশীল (বা সুপ্ত—র)[৫] যাহা কিছু আছে এই (সমস্তই) তাঁহাতে (ব্রহ্মে) সমর্পিত। যিনি 'সৎ-অসৎ' (-স্বরূপ)[৬], 'বরেণ্য', বরিষ্ঠ, প্রজাগণের বিজ্ঞানের অতীত[৭] [অথবা—বিজ্ঞান (=জীব) হইতে শ্রেষ্ঠ এবং প্রজাগণের বরিষ্ঠ—র], তাঁহাকে জান।

২।২।১

(১) মূলে আবিঃ শব্দই আছে। আবিঃ=প্রকাশ—শ; যোগীদের প্রত্যক্ষ—র; Manifest—রা।

(২) সন্নিহিত—সম্যক্‌স্থিত—শ; সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে স্থিত—আ।

(৩) গুহাচর—শ্রবণ-দর্শনাদি ধর্মবিশিষ্ট হইয়া যিনি হৃদয়রূপ গুহায় বিচরণ করেন—শ, (অর্থাৎ হৃদয়-গুহায় অবস্থান করিয়া যিনি দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করেন)।—দুর্বিজ্ঞেয় স্বরূপ—র।

(৪) 'মহৎ পদ' (মূলে এই শব্দই আছে) =সর্বাপেক্ষা 'মহৎ', সকলেই ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় বলিয়া পদ=আশ্রয় এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে সমর্পিত—শ; Great support—রা।. সকলের প্রাপ্য বলিয়া পদ, মহান্ ও প্রাপ্য—র।

(৫) মূলে 'এজৎ, প্রাণৎ, নিমিষৎ চ'—চলনশীল যেমন পক্ষী; প্রাণৎ—প্রাণ অপানাদি ক্রিয়া করে যে, যে নিমিষক্রিয়া করে এবং 'চ' শব্দ থাকায় বুঝা যায় যাহা নিমিষক্রিয়া করে না তাহারাও—শ। এজৎ=জাগ্রত, নিমিষৎ—সুপ্ত, প্রাণৎ প্রাণভৃৎ—র; which moves, breathes and winks—রা।

(৬) 'সদ্-অসৎ স্বরূপ' ও বরেণ্য—মূলে আছে 'সৎ-অসৎ বরেণ্যম্'—মূর্ত ও অমূর্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম—সেই অক্ষর পুরুষ ব্যতীত ইহাদের সত্তা নাই। বরেণ্য—বরণীয়, নিত্য বলিয়া সকলের প্রার্থনীয়—শ। স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের আধার বলিয়া প্রার্থনীয় আধার—র; know that as being, as non-being, as the supreme object of desire—রা।

যিনি দীপ্তিমান্, যিনি অণু হইতেও অণু[৮],
যাঁহাতে (স্বর্গাদি) লোকসমূহ এবং লোকবাসিগণ অবস্থিত।
তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্ ও মন[৯],
তিনি এই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি বেদ্ধব্য[১০],
হে সৌম্য তাঁহাকে বিদ্ধ[১১] কর। ২।২।২

হে সৌম্য, উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ (প্রণব রূপ) মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া,
উপাসনা দ্বারা শাণিত[১৩] শর সন্ধান করিবে।
তদ্ (=ব্রহ্ম)-ভাবগত চিত্ত দ্বারা (ধনুর গুণ) আকর্ষণ করিয়া[১৪]
লক্ষ্য সেই অক্ষরকে বিদ্ধ কর। ২।২।৩

(৭) মূলে আছে "পরং বিজ্ঞানাৎ যদ্ বরিষ্ঠং প্রজানাম্"। প্রথম অনুবাদ শংকর-অনুযায়ী, দ্বিতীয় অনুবাদ রংগরামানুজ-অনুযায়ী। শংকর বরিষ্ঠ শব্দ বরেণ্য শব্দের সহিত একত্র নিয়াছেন এবং অর্থ দিয়াছেন বরতম, শ্রেষ্ঠতম। রংগরামানুজ ও মধ্ব বরিষ্ঠ শব্দ প্রজাদের সহিত একত্র যুক্ত করেন, এবং অর্থ দিয়াছেন অত্যন্ত প্রার্থনীয়।

(৮) মূলে আছে 'অণুভ্যঃ অণু চ'—সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, 'চ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে স্থূল হইতে স্থূল—শ। শ্যামক ধান্য অপেক্ষাও অণিষ্ঠ, সূক্ষ্ম বলিয়া সর্বত্র প্রবেশের যোগ্য—র।

(৯) তিনি প্রাণ, বাক্ ও মন—তিনিই প্রাণ, বাক্ ও মন এবং সর্ব ইন্দ্রিয়, তিনি ইহাদের অন্তরস্থ চৈতন্য, ইহারা তাঁহারই চৈতন্যে চৈতন্যময় হইয়া স্ব স্ব বিষয় প্রকাশে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়—শ। প্রাণ, বাক্ ও মন তদাত্মক (ব্রহ্মাত্মক)—র। প্রাণরূপে তিনি স্রষ্টা, বাক্‌রূপে তিনি বেদ-প্রকাশক, মনরূপে তিনি সর্বজ্ঞ—ম।

(১১) তিনি বেদ্ধব্য—তাঁহাকে মনদ্বারা বিদ্ধ করিবে—অর্থাৎ তাঁহাতে চৈতন্য সমাহিত করিতে হইবে—শ; তাঁহাতে সমাধিযুক্ত হইতে হইবে—র।

(১২) বিদ্ধকর—মন সমাহিত কর—শ ও র।

(১৩) উপাসনা দ্বারা শাণিত—নিরন্তর ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অর্থাৎ সংস্কৃত—শ।

(১৪) আকর্ষণ করিয়া—ইন্দ্রিয়গণকে এবং অন্তঃকরণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া—শ।

প্রণব(=ওম্)ই ধনু, শরই (জীব) আত্মা[১৫],
ব্রহ্মকে তাহার (=শরের) লক্ষ্য বলা হয়।
অপ্রমত্ত[১৬] হইয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে।
শরের ন্যায় তন্ময় হইবে[১৭]। ২।২।৪

যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ
সকল প্রাণের (=ইন্দ্রিয়ের) সহিত মন 'ওত'[১৭]
সেই এক আত্মাকেই জানিবে।
অন্য বাক্য[১৮] পরিত্যাগ কর। ইনি(বা ইহা—শ) অমৃতের সেতু[১৯]। ২।২।৫

রথচক্রের নাভিতে শলাকাসমূহের ন্যায়
যেখানে নাড়ীসমূহ 'সংহত' (=মিলিত) হইয়াছে,

(১৫) ভাবার্থ—শরের আধার ধনু যেমন শরের লক্ষ্য-প্রবেশের কারণ ওঁকারও সেইরূপ জীবাত্মার ব্রহ্ম-প্রবেশের কারণ। অর্থাৎ যেমন ধনুর্নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্যে অবস্থান করে, সেইরূপ ওঙ্কার ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মা ব্রহ্মে অবস্থান করে সেইজন্য প্রণবই ধনু, এবং জীবাত্মা শর—শ।

(১৬) অপ্রমত্ত—বাহ্য-বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া, সর্বতোভাবে আসক্তি-শূন্য, জিতেন্দ্রিয় ও একাগ্র—শ। বিষয়বিমুখ ও একাগ্রচিত্ত—র।

(১৭) ভাবার্থ—(ক) যেমন লক্ষ্যের সহিত একত্বলাভই শরের উদ্দেশ্য, সেইরূপ দেহ প্রভৃতি অনাত্মবিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একাত্ম লাভ করিতে হইবে—শ। (খ) লক্ষ্যে নিমগ্ন শর যেমন ভিন্ন আকারে দেখা যায় না, সেইরূপ প্রণব দ্বারা পরমাত্মাতে সমর্পিত জীবাত্মা মুক্তি পাইয়া পরমাত্মার সহিত সাম্য-ভাব প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানে একাকার হয়, দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি ভেদজ্ঞান থাকে না—ইহাই—তন্ময়ত্ব—র।

(১৭) ওত=বোনা, woven—রা; সমর্পিত—শ; সমবেত—র।

(১৮) অন্য বাক্য—'অপর-বিদ্যা-রূপা' বাক্—শ, 'অনাত্মবিষয়া' বাক্—র।

(১৯) ইনি বা ইহা অমৃতের সেতু—মূলে আছে 'অমৃতস্য এষ সেতুঃ' রংগরামানুজ ও দুর্গাচরণ এষঃ=ইনি অর্থ 'ব্রহ্ম' দিয়াছেন। শংকর এষঃ=ইহা=আত্ম-জ্ঞান এই অর্থ দিয়াছেন। অমৃত=মোক্ষ—শ; সংসার-অর্ণব-পার—র।

সেই অন্তরে (=হৃদয়ে) এই আত্মা বহুরূপ[২০] হইয়া সঞ্চরণ করেন।
ওম্, এই রূপেই এই আত্মাকে ধ্যান কর।
(অজ্ঞান) অন্ধকারের অতীত পরপারে গমনে তোমাদের স্বস্তি হউক। ২।২।৬

*যিনি সর্বজ্ঞ, ও সর্ববিদ্, ভূলোকে যাঁহার এই মহিমা[২২] (বিরাজিত),
এই আত্মাই দিব্য ব্রহ্মপুর আকাশে প্রতিষ্ঠিত[২৩] (আছেন)। ২।২।৭

*তিনি মনোময়[২৪], শরীর ও প্রাণের নেতা[২৫],
অন্নে (=অন্নের পরিণাম দেহে) হৃদয়কে স্থাপন করিয়া
(সেই হৃদয়ে) প্রতিষ্ঠিত যিনি অমৃত-আনন্দরূপে বিভাত হন,
তাঁহাকে ধীরগণ বিজ্ঞান[২৬] দ্বারা সম্যক্ দর্শন[২৭] করেন। ২।২।৮

(২০) 'বহুরূপ' হইয়া—ক্রোধ, হর্ষাদি প্রত্যয় দ্বারা ক্রুদ্ধ বা হৃষ্ট হইয়া—শ।

(২১) স্বস্তি—কল্যাণ—নির্বিঘ্ন—শ।

(২২) মহিমা—বিভূতি—কি সেই মহিমা? যাঁহার শাসনে স্বর্গ ও মর্ত্য, চন্দ্র ও সূর্য, সরিৎ ও সাগর, স্থাবর ও জঙ্গম, ঋতু ও বৎসর, ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে চলিতেছে—শ। লীলা-বিভূতি সংসার-প্রবর্ত্তন-রূপ মহিমা—র।

(২৩) দিব্য ব্রহ্মপুর আকাশে প্রতিষ্ঠিত—দিব্য=প্রকাশময়; ব্রহ্মপুর—ব্রহ্মের পুর হৃৎপদ্ম, কারণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম এখানে নিত্য অভিব্যক্ত। সেই হৃৎপদ্মস্থ আকাশে তিনি অনুভূত হন বলিয়া বলা হইয়াছে তিনি সর্বগত হইলেও হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে—শ।

(২৪) মনোময়—মনে বিভাত হন বলিয়া মনোময়—শ =বিশুদ্ধ মন-গ্রাহ্য—র।

(২৫) শরীর ও প্রাণের নেতা—প্রাণ এবং সূক্ষ্ম শরীরকে মৃত্যুসময়ে দেহান্তরে লইয়া যাইবার কর্তা—শ; নেতা—প্রভু—র;

(২৬) বিজ্ঞান-শম-দম-ধ্যান-সর্বত্যাগ-বৈরাগ্যসম্ভূত এবং আচার্য-উপদেশ দ্বারা লব্ধ জ্ঞান—শ। উপাসনা—র। বিজ্ঞান আমাদের খণ্ডিত সংবিদ্‌কে একত্বে লইয়া যায়, বহুত্বের মধ্যে একত্বের সত্য দেখে। বাস্তব জগতে বুদ্ধি যেরূপ, দিব্য জগতে বিজ্ঞান তাহার অনুরূপ—শ্রীঅ।

(২৭) সম্যক্ দর্শন করেন, মূলে আছে পরিপশ্যন্তি—সর্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করেন—শ; সাক্ষাৎ-কার প্রাপ্ত হন—র।

---

* মূল মন্ত্র দুইটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৭২) দ্রষ্টব্য।

'পরাবর'[২৮] (রূপ ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে, হৃদয়গ্রন্থি[২৯] ভিন্ন (=বিনষ্ট) হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, ইঁহার (=ব্রহ্ম-দ্রষ্টার) কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ২।২।৯

*'হিরণ্ময়'[৩০] শ্রেষ্ঠ কোশে 'বিরজ' নিষ্কল ব্রহ্ম (অবস্থিত)।
তিনি শুভ্র, জ্যোতিসমূহের-জ্যোতি।
যাঁহারা আত্মবিদ্ তাঁহারা তাঁহাকে জানেন। ২।২।১০

**সেখানে সূর্য ভাতি দেয় না, চন্দ্র তারকাও না।
এই বিদ্যুৎ সকলও ভাতি দেয় না, অগ্নিই বা কোথায়[৩১] ?
তিনি বিভাত বলিয়াই সকলে ভাতি দেয়।
তাঁহার ভাস দ্বারাই সকলে বিভাত হয়।[৩২]

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—

"সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না,
এই বিদ্যুৎ সকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি[৩১],
তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান,
তাঁহার আভাতেই সমস্ত বিভাত।"[৩২] ২।২।১১

এই অমৃত ব্রহ্মই পুরোভাগে, ব্রহ্ম পশ্চাদ্-ভাগে,
ব্রহ্মই দক্ষিণে ও উত্তরে, ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে 'প্রসৃত',
এই বরিষ্ঠ[৩৩] ব্রহ্মই এই বিশ্ব।[৩৪] ২।১২

মুণ্ডকোপনিষদে ইহা দ্বিতীয় খণ্ড

(২৮) পরাবর—পর=শ্রেষ্ঠ+অবর=নিকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট যাঁহাতে আছে, তিনি 'পরাবর'। কারণরূপে তিনি শ্রেষ্ঠ, কার্য রূপে তিনি অবর বা নিকৃষ্ট, অর্থাৎ পরাবর অর্থ কারণাত্মক এবং কার্যাত্মক ব্রহ্ম—শ। ব্রহ্মাদি বা উৎকৃষ্ট জীবগণ পর বা শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট অচেতন প্রাণী বা বস্তুসমূহ অবর ; ব্রহ্মে পর ও অবর উভয়ই আছে—র।

(২৯) হৃদয়গ্রন্থি—হৃদয়াশ্রিত কামনারূপ গ্রন্থি—শ। অন্তঃকরণে গ্রন্থির ন্যায় দুর্মোচ রাগদ্বেষাদি—র।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৭৩) দ্রষ্টব্য।
**মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৩০) দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রটি ক. উ. ২।২।১৫ এবং শ্বে. উ. ৬।১৪ মন্ত্রে আছে।

(৩০) হিরণ্ময় কোশে—অতি উৎকৃষ্ট উপলব্ধি-স্থানে—র। জ্যোতির্ময় অর্থাৎ চৈতন্য-উদ্ভাসিত প্রকাশাত্মক বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ কোশে। অসির কোশের ন্যায় বিজ্ঞানময় কোশ, কারণ বিজ্ঞানময় কোশই আত্মস্বরূপের উপলব্ধির স্থান। সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া শ্রেষ্ঠ। বিরজ—অবিদ্যা প্রভৃতি রজঃরূপ মল-রহিত—শ ; সত্ত্ব রজঃ তমের অতীত—র। ব্রহ্ম—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সকলের আত্মা। নিষ্কল—কলারহিত নিরবয়ব। বিরজ এবং নিষ্কল বলিয়া শুভ্র=শুদ্ধ, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিসমূহ সর্বপ্রকাশক, তিনি সেই জ্যোতির জ্যোতি অর্থাৎ জ্যোতির প্রকাশক। অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতির যে জ্যোতি তাহার কারণ ও অন্তঃস্থিত ব্রহ্ম—শ, বি। রংগরামানুজ বলেন—জ্যোতির জ্যোতি অর্থ এই ইন্দ্রিয়গণ বিষয় প্রকাশ করে সেই জন্য তাহাদিগকে জ্যোতি বলা হয়। ব্রহ্ম সেই ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক বলিয়া তিনি জ্যোতির জ্যোতি।

(৩১) সূর্য সকল বস্তুর প্রকাশক হইয়াও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ বা অগ্নিও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, কারণ তাঁহারা পরমেশ্বরের দীপ্তিতেই অপর অনাত্ম বস্তুসমূহকে প্রকাশ করে—শ।

(৩২) "তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝ-খানে। এক দিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করছেন। আর একদিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না"—

রবীন্দ্রনাথ শা. নি. ১।৩২৪

(৩৩) বরিষ্ঠ—বরতম (শ্রেষ্ঠতম)—শ ; বরণীয়তম—র।

(৩৪) শংকর বলেন ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য—Supreme truth—শ।

দ্বিতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

*সর্বদা-যুক্ত[১] এবং সখা[২] দুইটি সুপর্ণ[৩]
একই বৃক্ষ[৪] আশ্রয় করিয়া আছেন।
একটি সুস্বাদু ফল[৫] ভক্ষণ করেন,
অপরটি অনশন করিয়া দর্শন করেন[৬]। ৩।১।১

**পুরুষ (=জীব) একই বৃক্ষে 'নিমগ্ন'[৭] এবং অনীশা[৮] দ্বারা
মুহ্যমান[৮] হইয়া শোক করে।
যখন তিনি (যোগী ও কর্মীদের দ্বারা) সেবিত
[অথবা (নিজ কর্ম দ্বারা) প্রীত—র] অন্যকে—ঈশ্বরকে[৯] এবং তাঁহার
মহিমা (=বিভূতি) দর্শন করেন, তখন তিনি বীতশোক হন। ৩।১।২

(১) মূলে আছে—সযুজা—সর্বদা যুক্ত—শ; সমানগুণক—র।

(২) মূলে আছে সখায়া='আত্মা' এই সমান নামীয়—শ.; গুণে পরস্পর সমান—র।

(৩) দুইটি সুপর্ণ (=সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী)—জীবাত্মা ও পরমাত্মা—শ ও র।

(৪) বৃক্ষ=শরীর, বৃক্ষও শরীর উভয়ই বিনাশ শীল বলিয়া শরীরকে বৃক্ষ বলা হইয়াছে—শ ও র।

(৫) ফল—কর্মফল—শ ও র। সুস্বাদু—সুখ-দুঃখযুক্ত এবং অনেক বিচিত্র (বেদনা স্বাদ-রূপ—শ; পরিপক্ব—র।

(৬) ভাবার্থ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুইটি পক্ষী, দেহটি বৃক্ষ, বিচিত্র কর্মফলই স্বাদুফল, জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করেন না, দর্শকমাত্র—শ, (সংক্ষিপ্ত)।

(৭) নিমগ্ন—দেহে অবিদ্যা, কাম ও কর্মফলের প্রতি আসক্তি দ্বারা আক্রান্ত পুরুষ সমুদ্রে অলাবুর ন্যায় নিমগ্ন—শ; শোকপঙ্কে নিমগ্ন—র।

(৮) অনীশা দ্বারা মুহ্যমান—দীনভাব দ্বারা মুহ্যমান, কি প্রকার দীনভাব আমার কোন শক্তি নাই, পুত্র নষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি ভাব-শ; ভোগ্য-ভূত প্রকৃতি দ্বারা জীবের নিজের স্বরূপ বিস্মৃত ভাব—র;

(৯) মূলে আছে (জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যম্ 'ঈশম্'। শংকর বলেন জুষ্টম্ অর্থ

---

* মন্ত্রটি ঋ.বে. ১।১৪।১০ হইতে গৃহীত। শ্বে.উ. ৩।৬তেও এই মন্ত্রটি আছে।

** এই মন্ত্রটি শ্বে. উ. ৪।৩ এও আছে।

যখন দ্রষ্টা সুবর্ণবর্ণ[১০], (জগৎ-) কর্তা,
ব্রহ্মযোনি[১১] পুরুষকে দর্শন করেন,
তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ বিধৌত করিয়া
নিরঞ্জন[১২] হন এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। ৩।১।৩

*যিনি সর্বভূতে বিভাত আছেন, ইনিই প্রাণ[১৩]।
(ব্রহ্ম-)বিজ্ঞাতা ও বিদ্বান্ 'অতিবাদী'[১৪] হন না।
(যিনি) আত্মক্রীড়[১৫], 'আত্মরতি'[১৬] ও 'ক্রিয়াবান্'[১৭],
তিনিই ব্রহ্মবিদ্‌দের মধ্যে বরিষ্ঠ। ৩।১।৪

যোগী ও কর্মী দ্বারা সেবিত। রংগরামানুজ বলেন নিজ কর্ম দ্বারা প্রীত। প্রথম অনুবাদ শংকর-অনুযায়ী, দ্বিতীয় অনুবাদ রংগরামানুজ-অনুযায়ী। 'অন্য' শব্দের অর্থ—শংকর মতে, দেহ হইতে ভিন্ন, রংগরামানুজ মতে, জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(১০) সুবর্ণবর্ণ—অবিনাশি-জ্যোতি-সম্পন্ন—র। স্বয়ং—জ্যোতিস্বভাব—শ।

(১১) ব্রহ্মযোনি—জগতের যোনি, (কারণ-)রূপ ব্রহ্ম, অথবা অপর বা কার্য ব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভের) যোনি বা কারণ—শ; অব্যাকৃত ব্রহ্মের উপাদান—র।

(১২) নিরঞ্জন—নির্লেপ, ক্লেশবিহীন—শ; প্রকৃতি-লেপ যাহার নিরস্ত—র।

(১৩) প্রাণ—প্রাণের প্রাণ, পরমেশ্বর—শ; পরমাত্মা—র; life—রা ও হি।

(১৪) অতিবাদী—অপরকে অতিক্রম করিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব—শ ও র।

(১৫) আত্মক্রীড়—পরমাত্মাতে (সংসার, স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কোন বস্তুতে নয়) যাহার ক্রীড়া—শ ও র; having delight in the Soul—হি, sporting in the self—রা।

(১৬) আত্মরতি—পরমাত্মাতে রতি(=প্রীতি) যাঁহার—শ ও র; having pleasure in the soul—হি; delighting in the self—রা।

(১৭) ক্রিয়াবান্—জ্ঞান, ধ্যান, বৈরাগ্যাদি যাহার ক্রিয়া—শ; নিষ্কাম কর্ম যিনি করেন—র। performing works—রা। doing rites—হি।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৭৪) দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—

"যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন, এঁকে যিনি জানেন, তিনি এঁকে অতিক্রম করে, কোন কথা বলেন না, ব্রহ্মবিদ্‌দের যারা শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান্[১৮]।" ৩।১।৪

*নিত্য (অনুষ্ঠিত)[১৯] সত্য. তপ[২০], সম্যগ্-জ্ঞান ও
ব্রহ্মচর্য দ্বারাই এই আত্মা লভ্য।
যাঁহাকে 'ক্ষীণ-দোষ' যতিগণ দর্শন করেন
(তিনি) জ্যোতির্ময়, শুভ্র, এবং অন্তঃশরীরে বর্তমান। ৩।১।৫

(১৮) এই মন্ত্রের রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা এইরূপ—"শুধু তাঁদের (ব্রহ্মবিদ্‌দের) আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে। প্রাণের মধ্যে আনন্দ ও কর্ম একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাই প্রাণের আনন্দ, প্রাণের আনন্দই তার সচেষ্টতা।··· যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি ব্রহ্মকে নিয়া শুধু আনন্দ করবেন না, তিনি ব্রহ্মকে নিয়া কর্মও করবেন।······ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে তিনি কোন কথা বলতে চান না, তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।···তিনি (ব্রহ্ম) নিজের মধ্যেই আপন আনন্দ-বাণী বলছেন, আপন আনন্দ-সংগীত বলছেন। ব্রহ্মবাদী যখন ব্রহ্মকে বলবেন···তখন তাঁকে কর্মের দ্বারাই বলতে হবে, তাঁকে ক্রিয়াবান্ হতে হবে। সে কর্ম কেমন? পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ।···অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ, বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে; বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে যাচ্ছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব আবর্তন চলছে।"—শা. নি ১।১৫১-৩

(১৯) নিত্য শব্দ মূলে আছে, এবং কেহ কেহ ইহা ব্রহ্মচর্যের সহিত যুক্ত করেন, কিন্তু আচার্য শংকর অর্থ করেন—নিত্য সত্য, নিত্য তপ, নিত্য সম্যক্ জ্ঞান, নিত্য ব্রহ্মচর্য দ্বারা আত্মা লভ্য; সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াই 'নিত্য(-অনুষ্ঠিত)' শব্দ পরবর্তী চারটি শব্দের বিশেষণরূপে অনুবাদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২০) তপ—মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপ—শ ও র।

(২১) সম্যগ্‌জ্ঞান—যথাভূত আত্মদর্শন—শ; right knowledge—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৭৫) দ্রষ্টব্য।

সত্যই জয়(-লাভ) করে[২৩], অনৃত (মিথ্যা) নয়।
সত্য দ্বারা দেবযান[২৪] ব্যাপ্ত।
তাহা (=সেই দেব-যান) পথ দ্বারা আপ্তকাম ঋষিগণ যেখানে
সত্যের সেই 'পরম নিধান' (আছেন) সেখানে গমন করেন। ৩।১।৬

*বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর[২৬]।
(বিবিধ রূপে) তিনি বিভাত হন।
তিনি দূর হইতে সুদূরে, এখানে, অন্তিকেও (আছেন)[২৭], (ব্রহ্ম-)দর্শনকারী-
দের মধ্যে, এখানে (=এই দেহে)ই (হৃদয়) গুহায়[২৮] নিহিত। ৩।১।৭

(২২) 'ক্ষীণ-দোষ'—মূলে এই শব্দটিই আছে—যাহার ক্রোধাদিরূপ চিত্তের মালিন্য ক্ষয় হইয়াছে—শ।

(২৩) মূলে আছে 'সত্যমেব জয়তে' (Truth alone conquers—রা)। স্বাধীন ভারতের সীলমোহরে এই বাক্য ক্ষোদিত। সত্যবান্ পুরুষই জয়লাভ করে, অনৃতবাদীরা নয়। পুরুষে অনাশ্রিত সত্য বা অনৃতের জয় বা পরাজয় সম্ভব হয় না। সত্যবাদী দ্বারা মিথ্যাবাদী সর্বদা পরাজিত—ইহার অন্যথা হয় না। সাধন বিষয়ে সত্যের বলবত্তা প্রমাণিত হয়—শ। সত্যবাদী দ্বারা অনৃতবাদী পরাভূত হয়—র।

(২৪) দেবযান—ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পথ, পিতৃযাণ চন্দ্রলোকের পথ।

(২৫) নিধান—পুরুষার্থরূপে বর্তমান থাকে যেখানে—শ; abode—রা।

(২৬) বৃহৎ—মহৎ, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—শ; স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ বৃহৎ—র। দিব্য—স্বয়ংপ্রভ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর—শ; পরমাকাশনিলয়—র। অচিন্ত্যরূপ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া তাহার রূপ চিন্তা করা যায় না—শ। বাক্ ও মনের অগোচর বলিয়া অচিন্ত্যরূপ—র। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম—আকাশাদি হইতেও সূক্ষ্ম, নিখিলজগতের কারণ বলিয়া তাহা হইতে সূক্ষ্ম কিছু নাই—শ; চেতন-অচেতন মধ্যে প্রবেশ-সমর্থ—র।

(২৭) তিনি অজ্ঞানীদের নিকট হইতে অতিদূরে, জ্ঞানীদের তিনি অন্তিকে (=সমীপে), কারণ জ্ঞানীরা তাঁহাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করেন—শ। ব্রহ্ম প্রকৃতির পরপারে এবং এই সূর্যমণ্ডলে ও অবস্থিত—র। তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া তিনি দূরে এবং অন্তিকে—ম। ঈ. উ. ৫. (২৫) ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২৮) গুহায়—বুদ্ধিতে—শ; হৃদয়াকাশে—র।

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৭৬) দ্রষ্টব্য।

*তিনি চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের দ্বারাও নহেন,
অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা, তপ দ্বারা, কর্ম দ্বারাও (গ্রাহ্য) নহেন[৩০]।
জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা[৩১] বিশুদ্ধ-চিত্ত হইলে,
ধ্যায়মান (সাধক) সেই নিষ্কল (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন।
[অথবা—নিষ্কল (পরমাত্মাকে) ধ্যান করিলে
(সাধক) পরমাত্মার প্রসাদে বিশুদ্ধান্তঃকরণ হন, তাহার পর (তিনি) তাঁহাকে দর্শন করেন—র]। ৩।১।৮

যেখানে[৩২] প্রাণ পঞ্চধা[৩৩] (বিভক্ত) হইয়া প্রবিষ্ট আছে, (সেখানে) এই 'অণু' (=সূক্ষ্ম) আত্মাকে চিত্ত[৩৪] দ্বারা জানিতে হইবে। প্রজা (=জীব)গণের সমস্ত চিত্ত[৩৫], প্রাণ (=ইন্দ্রিয়) সমূহ দ্বারা ওত (ব্যাপ্ত)। যাহা (সেই চিত্ত) বিশুদ্ধ হইলে, (তাঁহাতে) আত্মা বিভাত হন। [অথবা পরমাত্মা প্রসন্ন হইলে, (বিশুদ্ধ মনে) আত্মা বিভাত হন—র][৩৬]। ৩।১।৯

(২৯) নিহিত—অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বলিয়া অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা দৃষ্ট হন না, কিন্তু বিদ্বান্‌দের দ্বারা নিগূঢ়রূপে অনুভূত হন—শ।

(৩০) ভাবার্থ—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি অরূপ সেই জন্য চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, তিনি অনির্বচনীয় সুতরাং বাক্য দ্বারা জানা যায় না, সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি গ্রাহ্য নহেন অর্থাৎ তাঁহাকে জানা যায় না।

(৩১) জ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা—জ্ঞান=পরমাত্মা, তাঁহার প্রসাদ বা কৃপা দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মার ধ্যান করিলে তাঁহার প্রসাদে মন বিশুদ্ধ হয়—র। বাহ্যবিষয়ে মন আসক্ত হইলে জ্ঞান মলিন এবং কলুষিত ও অপ্রসন্ন হয়। সেই জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মদর্শন হয় না। জ্ঞান নির্মল হইলে—অর্থাৎ বিষয়জনিত আসক্তিশূন্য হইলে—শান্ত হইলে জ্ঞানের প্রসন্নতা বা নির্মলতা হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হয়—শ।

(৩২) যেখানে—মূলে আছে যস্মিন্—শরীরে, হৃদয়ে—শ; আত্মাতে—র; in thought, চিত্তে—রা।

(৩৩) প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত—প্রাণ, অপান উদান, সমান ও ব্যান প্রাণবায়ুরূপে—শ ও র; senses in five different forms—রা ও হি।

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৭৭) দ্রষ্টব্য।

বিশুদ্ধচিত্ত (পুরুষ) মন দ্বারা যে যে লোক সংকল্প করেন[৩৭]
যে সকল কাম্য(বস্তু)সমূহ কামনা করেন,
তিনি সেই সেই লোক এবং কাম্য সমূহ জয় করেন[৩৮]।
সেই জন্য বিভূতি-কামী[৩৯] আত্মজ্ঞকে অর্চনা করিবেন[৪০]। ৩।১।১০

ইহা তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড

(৩৪) চিত্ত দ্বারা—মূলে আছে 'চেতসা'। বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা—শ ; বিশুদ্ধ মন দ্বারা—র ; by thought—রা ও হি।

(৩৫) চিত্ত—অন্তঃকরণ—শ ; thought—রা।

(৩৬) মূলে আছে 'যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবতি এষঃ আত্মা' যস্মিন্ বিশুদ্ধে—যাহা (=চিত্ত) বিশুদ্ধ হইলে সেই চিত্তে আত্মা বিভাত হন—শ। পরমাত্মা প্রসন্ন হইলে বিশুদ্ধ মনে আত্মা আবির্ভূত হন—র।

(৩৭) মূলে আছে সংবিভাতি—সংকল্প করেন—শ ও র। অর্থাৎ পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন—thinks of—রা।

(৩৮) জয় করেন—প্রাপ্ত হন - শ।

(৩৯) মূলে আছে ভূতিকাম=বিভূতি-ইচ্ছু—শ।

(৪০) আমরা এখানে পরবর্তী 'গুরুবাদের' ইঙ্গিত পাই।

তৃতীয় মুণ্ডক—প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

মুণ্ডকোপনিষৎ

তৃতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

যাঁহাতে এই বিশ্ব নিহিত এবং যিনি শুভ্ররূপে ভাতি দেন[১],
তিনি (=আত্মজ্ঞ) এই পরম ধাম(আশ্রয়)-রূপ[২] ব্রহ্মকে জানেন।
যে সকল 'অকাম' (ব্যক্তি) (পরম) পুরুষকে[৩] উপাসনা করেন,
সেই ধীরগণ শুক্র[৪] (=পুনর্জন্ম) অতিক্রম করেন।[৫] ৩।২।১

যিনি কাম্যসমূহ চিন্তা করেন এবং কামনা করেন,
তিনি সেই কামনা সমূহের জন্য (বা কামনাসমূহ সহ—শ)[৬]
সেখানে সেখানে জাত হন[৭]।
পর্যাপ্তকাম'[৮] ও কৃতাত্মার[৯] সমস্ত কামনা এখানে সম্যক্ বিলীন হয়। ৩।২।২

(১) শুভ্র=শুদ্ধ—শ; স্বপ্রকাশ র।

(২) পরম ধাম প্রকৃত ধাম, সর্ব-কামনার আশ্রয় বা আস্পদ—শ ও র।

(৩) মূলে আছে "উপাসতে পুরুষং যে হি আকামাঃ" পুরুষ=পরমপুরুষ—ম, রা ও হি; আত্মজ্ঞ পুরুষ—শ ও র।

(৪) শুক্র=নৃবীজ যাহা শরীরের উপাদান কারণ—শ; চরমধাতু—র। 'শ' ও র উভয়ই অর্থ করেন যে সেই ধীরগণ পুনর্জন্ম অতিক্রম করেন।

(৫) শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই ব্যাখ্যা করেন যে যদি কেহ আত্মজ্ঞ পুরুষকে পরম দেবতা বা পরমাত্মার ন্যায় উপাসনা করেন তবে তিনি পুনর্জন্ম অতিক্রম করেন। উপনিষদের কোথাও আত্মজ্ঞের উপাসনার কথা বা তাহা দ্বারা পুনর্জন্ম নিরোধের কথা নাই। পুনর্জন্ম নিরোধ কেবল ব্রহ্ম-প্রাপ্তি দ্বারাই হয়। মধ্ব, রাধাকৃষ্ণন এবং পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। বোধ হয় শঙ্কর ও রংগরামানুজের যুগে গুরুবাদ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল।

(৬) মূলে আছে—কামাভিঃ—কামনাসমূহের জন্য—র, on account of desires—বা। কামনা সমূহের সহিত—শ।

*এই আত্মা, প্রবচন, মেধা বা বহু শ্রুত[১০] দ্বারা লভ্য নহে।
যাঁহাকেই ইনি (আত্মা) বরণ করেন [অথবা ইনি (সাধক) যাঁহাকে
(যে ব্রহ্মকে)ই বরণ করেন—শ][১১] তাঁহার দ্বারা লভ্য।
তাঁহার নিকটই এই আত্মা স্বীয় তনু (=স্বরূপ) প্রকাশ করেন। ৩।২।৩

(৭) মূলে আছে 'জায়তে তত্র তত্র'—সেখানে সেখানে জাত হন। =যিনি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি দেহ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন—র। বিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত-ভূত কামনাসমূহ যেখানে যেখানে পুরুষকে যে সকল কর্মে নিয়োজিত করে সেই সকল কামনা-বেষ্টিত হইয়া, সেই সেই স্থানে সেই সেই বিষয় সমূহে পুরুষ জন্মলাভ করে—শ।

(৮) মূলে 'পর্যাপ্ত-কাম' শব্দই আছে=পূর্ণ কাম, আত্মবিষয়ে একমাত্র কামনা থাকায় এবং সেই পরমার্থতত্ত্ব অবগত হওয়ায় সেই কামনা পূর্ণ হওয়ায় পূর্ণকাম—শ। যিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্মকে কামনা করেন—র।

(৯) কৃতাত্মা—যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, কৃধাতু এখানে জ্ঞানার্থে ব্যবহৃত—র। অবিদ্যার জন্য যে আত্মা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন বিদ্যা দ্বারা সেই আত্মার রূপান্তরিত ভাব হইতে অপসারিত করিয়া আত্মাকে যিনি শ্রেষ্ঠ বা স্বরূপাবস্থাপন্ন করিয়াছেন তিনি কৃতাত্মা—শ, দু।

(১০) প্রবচন—বেদ-শাস্ত্র-অধ্যয়ন—শ ; মনন—র ; instruction—রা। মেধা—গ্রন্থের অর্থ-অবধারণ-শক্তি—শ, নিদিধ্যাসন (=একাগ্র ধ্যান)—র ; inlellectural power—রা।

বহুশ্রুত—বহু (শাস্ত্র) শ্রবণ—শ ও র।

(১১) মূলে আছে 'যম্ এব এষঃ বৃণুতে'—'যাহাকেই ইনি (=আত্মা) বরণ করেন' —র, রা ও হি। ইনি (=সাধক) যাঁহাকে (=যে আত্মাকে) বরণ করেন—শ ; রাধাকৃষ্ণন বলেন এখানে আমরা ঐশ্বরিক কৃপার (Divine grace) শিক্ষা পাই। ক. উ. ১।২।২৩ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৫) দ্রষ্টব্য। ক, উ, ১।২।২৩এ এই মন্ত্র আছে।

এই আত্মা বলহীনের[১২] দ্বারা লভ্য নহেন,
প্রমাদ দ্বারা বা অলিঙ্গ তপস্যা দ্বারাও নহেন।
(কিন্তু) যে 'বিদ্বান্' এই সকল উপায় দ্বারা প্রযত্ন করেন,
তাঁহার এই আত্মা, ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।[১৫] ৩.২।৪

ঋষিগণ ইঁহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া,
জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ ও প্রশান্ত[১৬] হন।
সেই ধীরগণ সর্বগত (ব্রহ্ম)কে সর্বত্র (বা সর্বপ্রকারে—র) প্রাপ্ত হইয়া
(তাঁহার সহিত) যুক্তাত্মা হইয়া সর্বমধ্যে[১৭] প্রবেশ করেন। ৩।২।৫

(১২) বলহীন—আত্মনিষ্ঠা-জনিতবীর্যহীন—শ ; অবসাদ-গ্রস্ত—র। মূলে আছে —'ন অয়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

(১৩) প্রমাদ—পুত্রপশু প্রভৃতির প্রতি আসক্তি—শ ; অন্যমনস্কতা—রা। heedlessness.

(১৪) অলিঙ্গ তপস্যা—সন্ন্যাসরহিত জ্ঞান (লিঙ্গ=সন্ন্যাস=সর্বত্যাগ ; তপস্যা =জ্ঞান)—শ। আশ্রমোচিত চিহ্নহীন সন্ন্যাস (তপস্যা=তপস্যাপ্রধান সন্ন্যাস, লিঙ্গ=চিহ্ন, শিখা যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি)—র। (রংগরামানুজ বলেন এখানে সন্ন্যাসাশ্রম উল্লেখ থাকিলেও সকল আশ্রমেই ব্রহ্ম-লাভ হয়, কিন্তু প্রত্যেক আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে)। austerity without aim—(=উদ্দেশ্যবিহীন তপস্যা)—রা।

(১৫) ভাবার্থ—বাহ্য-চিহ্ন-ধারণ মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়, অন্তরের উপলব্ধি আমাদের প্রয়োজন—রা।

(১৬) জ্ঞানতৃপ্ত—ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত—শ ; ব্রহ্মের অনুভূতি দ্বারা সন্তুষ্ট—র। কৃতাত্মা—স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মাস্বরূপে নিষ্পন্ন করিয়া অর্থাৎ স্বয়ং পরমাত্মা-স্বরূপ হইয়া—শ., বি ; আত্মার সত্তাকে যিনি লাভ করিয়াছেন—র। বীতরাগ—যাহার আসক্তি দোষ দূর হইয়াছে—শ ; অপগত-বিষয়-আশা—র ; প্রশান্ত—সংযতেন্দ্রিয় —শ ও র।

(১৭) যুক্তাত্মা হইয়া সর্বমধ্যে প্রবেশ করেন—যুক্তাত্মা—নিত্য-সমাহিত-স্বভাব—শ, ব্রহ্মের স্বরূপ যাহাতে আবির্ভূত হইয়াছে—র। মূলে আছে 'সর্বম্ এক

বেদান্ত বিজ্ঞানের বিষয় (=পরমাত্মা) সম্বন্ধে যাঁহারা সুনিশ্চিত[১৮], সন্ন্যাস ও যোগ[১৯] দ্বারা যে যতিগণ শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন,
তাঁহারা সকলে 'পরামৃত'[২০] হইয়া
শেষ-মৃত্যুকালে[২১] ব্রহ্মলোকে[২২] সম্পূর্ণ মুক্ত হন। ৩।২।৬

(সেই মুক্ত পুরুষের) পঞ্চদশ কলা[২৩] তাহাদের প্রতিষ্ঠাতে[২৪] (=স্ব স্ব কারণে) গমন করে।[২৫]
সকল দেবতা (=ইন্দ্রিয়) স্ব স্ব (-অধিষ্ঠাত্রী) দেবতাতে[২৬] (গমন করে)[২৭]; কর্মসমূহ ও বিজ্ঞানময় আত্মা সকলে পরম অব্যয়ে (অব্যয় ব্রহ্মে) একীভূত[২৮] হয়। ৩।২।৭

আবিশন্তি'—সর্বম্—শরীরপাত-সময়ে সর্বস্বরূপে (ব্রহ্মে) প্রবেশ করেন—শ; সর্বভূতে ব্রহ্মানুভব করেন—র; enters into All itself—রা।

(১৮) মূলে আছে 'বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ'—বেদান্ত পাঠ বা শ্রবণ জনিত যে বিশেষ জ্ঞান তাহা বেদান্তবিজ্ঞান। তাহার অর্থ বা বিষয় হইতেছে পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে যাহার সুনিশ্চিত জ্ঞান হইয়াছে—শ ও র।

(১৯) সন্ন্যাস ও যোগ—সন্ন্যাস—সর্বকর্মপরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস—শ; কাম্যকর্ম-পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস—র। যোগ=ব্রহ্মনিষ্ঠা—শ।

(২০) 'পরামৃত' মূলে এই শব্দই আছে—পরমঅমৃত (ব্রহ্ম) যাহাদের আত্ম-ভূত=ব্রহ্মভূত—শ; ব্রহ্ম-প্রাপ্ত—'র'। রংগরামানুজ 'পরাম্বতাৎ' পাঠ গ্রহণ করেন। সেই পাঠ গ্রহণ করিলে অনুবাদ ও অর্থ এইরূপ হয়—তাহারা শেষ মৃত্যুকালে পরামৃত (=প্রসন্ন ব্রহ্ম) হইতে কৃপালাভ করিয়া সম্পূর্ণ মুক্ত হন।

(২১) শেষ মৃত্যুকালে—প্রমুক্ত পুরুষের পুনরায় সংসারে জন্ম হইবে না বলিয়া শেষ মৃত্যুকাল বলা হইয়াছে—শ।

(২২) ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্মরূপলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মে। ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি সর্বব্যাপী; মোক্ষলাভ হইলে সাধক সেই ব্রহ্মেই একীভূত হন—শ। ব্রহ্মরূপ লোক অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহাকে স্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া—র।

(২৩) পঞ্চদশ কলা—প্র.উ. ৬।৪ ষোড়শ কলার কথা বলা হইয়াছে।—প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য, তপ, মন্ত্র কর্ম ও

*যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া
সমুদ্রে 'অস্ত যায়,
সেইরূপ, বিদ্বান্ (=ব্রহ্মবিদ্) নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
'পরাৎপর'[২৯] দিব্য পুরুষে গমন করেন। ৩।২।৮

লোকসমূহ। এখানে কর্ম ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং কর্ম ব্যতীত পঞ্চদশ কলা—র। প্রাণাদি—শ।

(২৪) প্রতিষ্ঠা—নিজ নিজ কারণে—শ, নিজ নিজ প্রকৃতিতে-র। supports (elements)—রা।

(২৫) গমন করে মূলে আছে 'গতাঃ' বিলীন হয়—শ; সংশ্লিষ্ট থাকে লীন হয় না—র।

(২৬) প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, যেমন চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আদিত্য, প্রাণের (নাসিকার) বায়ু, বাকের অগ্নি, ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে গমন করে—শ ও র।

(২৭) বিজ্ঞানময় আত্মা—জীবাত্মা—র। অবিদ্যাপ্রসূত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকে জীব আত্মারূপে গ্রহণ করে। 'বিজ্ঞান-প্রায়'—শ=বিজ্ঞান-প্রচুর (উহাতে বুদ্ধি-বিজ্ঞানের প্রাবল্য থাকে—দু। Selfconsisting of understanding—রা।

(২৮) মূলে আছে 'একীভবন্তি'—একীভূত হয়। বিশেষভাব ত্যাগ করিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়—যেমন এক পাত্র পূর্ণ জল যদি সমুদ্রে থাকে এবং সেই পাত্রটি ভগ্ন হইলে জল যেমন সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যায় সেইরূপ জীবাত্মা তাঁহার উপাধি ত্যাগ করিলে ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হয়—শ। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, যতক্ষণ নাম ও রূপ থাকে, ততক্ষণ জীব ব্রহ্ম হইতে নিজকে পৃথক্ মনে করে। সেইরূপ যতদিন কর্ম থাকে ততদিন কর্মের ফলে আমাদের দেহ প্রাপ্তি হয়, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির জন্য আমরা সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হই। যখন মোক্ষপ্রাপ্তি হয় তখন নাম ও রূপ এবং কর্মের বিনাশ হয়, জীবাত্মা ও ব্রহ্মে একই হয়, জীবাত্মা ও ব্রহ্মে কোন পার্থক্য না থাকিলেও উভয়ে সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া যায় না—ক.উ. ২।১।১৫ অনুসারে 'সেই-রূপই' হয়—র।

* মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট ক (৭৮) দ্রষ্টব্য।

যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন[৩০]।
ইঁহার কুলে অব্রহ্মবিদ্ কেহ হন না।
তিনি শোক অতিক্রম করেন, পাপ অতিক্রম করেন,
এবং গুহাগ্রন্থি[৩১] হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হন। ৩।২।৯

এই বিষয়ে ঋক্‌মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

যাঁহারা ক্রিয়াবান্ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ[৩২],
এবং শ্রদ্ধাশীল হইয়া স্বয়ং একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতি দেন
এবং যাঁহারা বিধি অনুযায়ী শিরোব্রত[৩৩] আচরণ (অনুষ্ঠান) করেন,
তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। ৩।২।১০

সেই এই সত্য (=অক্ষর পুরুষ) সম্বন্ধে পুরাকালে ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি (সেই) ব্রত আচরণ করেন নাই, তিনি ইহা অধ্যয়ন করিবেন না। পরম ঋষিগণকে নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার। ৩।২।১১

ইহা তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড

(২৯) পরাৎপর—শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ=সর্বশ্রেষ্ঠ। পরাৎ অক্ষরাৎ অর্থাৎ অব্যাকৃত অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ—শ।

(৩০) ব্রহ্মই হন—ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের ও আত্মা হন—শ 'অভিভূ্ত ব্রহ্মরূপ' হন—র।

(৩১) গুহাগ্রন্থি—হৃদয়স্থ অবিদ্যা-গ্রন্থি—শ; ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি দ্বারা কারিত রাগ-দ্বেষরূপ গ্রন্থি—র।

(৩২) ক্রিয়াবান্—যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান করেন—শ; যাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করেন—র; শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ—শ; অধীতবেদ—র। ব্রহ্মনিষ্ঠ—অপর ব্রহ্মের উপাসনাকারী এবং পর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক—শ; ব্রহ্মে যাঁহার নিষ্ঠা একাগ্রতা আছে—র।

(৩৩) শিরোব্রত—অথর্ববেদীদের শিরে অগ্নি ধারণরূপ বেদ-ব্রত—শ

তৃতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্ত

শান্তিপাঠ

ওম্, হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণদ্বারা ভদ্র (কল্যাণময় বাক্য) শ্রবণ করি, হে যজনীয় (দেব-)গণ, আমরা যেন চক্ষু দ্বারা ভদ্র দর্শন করি। স্থির অঙ্গসমূহ এবং দেহের সহিত আপনাদের স্তুতি করিয়া দেব-বিহিত আয়ু যেন উপভোগ করি।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি ॥

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ অথর্ববেদের অন্তর্গত। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন মণ্ডূক বা মাণ্ডুক্য ঋষি এই উপনিষদের দ্রষ্টা, এবং তাঁহার নামানুসারে এই উপনিষদের নাম হইয়াছে। মধ্ব বলেন ঋষি বরুণ মণ্ডূকের রূপ ধারণ করিয়া নারায়ণের চার অবস্থায় স্তুতি করিয়াছিলেন। মণ্ডূকরূপে স্তুতি করিয়াছিলেন বলিয়া এই উপনিষদের নাম মাণ্ডূক্য উপনিষৎ হইয়াছে। আচার্য শংকর বা রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই উপনিষদের কোন বাক্যই উল্লেখ করেন নাই, হয়তো ব্রহ্মসূত্রের পরে এই উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সর্ববাদিসম্মত যে প্রামাণিক দ্বাদশ উপনিষদের মধ্যে ইহা অন্যতম। পরবর্তী মুক্তিকোপনিষৎ বলেন যে এই উপনিষৎ ১০৮ খানি উপনিষদের সার। অবশ্য ইহা অতিশয়োক্তি, অর্থবাদমাত্র। তবে এই উপনিষৎ একখানি উৎকৃষ্ট উপনিষৎ তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই উপনিষদে মাত্র বারটি মন্ত্র। এখানে ওঙ্কার অবলম্বনে ব্রহ্মোপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ওম্ই আত্মা, ওম্ই ব্রহ্ম। ওম্ শব্দের তিনটি মাত্রা বা অংশ আছে—অ, উ, ম্। ইহাদের অতীত এক অশব্দ, মাত্রাহীন চতুর্থ অংশ কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মের চারিপাদ কল্পিত হইয়াছে—ব্রহ্মের প্রথম পাদ জাগ্রত অবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর তিনি ওমের প্রথম মাত্রা 'অ'; ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা তৈজস, তিনি ওমের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ', ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ, তিনি ওমের তৃতীয় মাত্রা 'ম্'। ব্রহ্মের চতুর্থপাদ জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত—তুরীয়, তিনি মাত্রাহীন ওম্। জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, বৈশ্বানর-তৈজস-প্রাজ্ঞ তুরীয়ে একীভূত।

আচার্য শংকরের গুরু গোবিন্দপাদের গুরু গৌড়পাদ এই উপনিষদের একখানা 'কারিকা' লিখিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণন বলেন এই কারিকা অদ্বৈত দর্শনের সর্বপ্রথম সুসঙ্গত ব্যাখ্যা। আচার্য শংকর, রংগরামানুজ ও মধ্ব এই উপনিষদের ও কারিকার ভাষ্য লিখিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওম্, হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণদ্বারা ভদ্র শ্রবণ করি। হে যজনীয় (দেব)গণ, আমরা যেন চক্ষু দ্বারা 'ভদ্র' দর্শন করি। স্থির অঙ্গসমূহ ও দেহের সহিত আপনাদের স্তুতি করিয়া যেন দেব-বিহিত আয়ু উপভোগ করি।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

*ওম্[১], এই অক্ষর [অথবা, ইহা অক্ষর (=সত্য) (এবং)—র] এই সমস্ত[২] (জগৎ), তাঁহার উপব্যাখ্যান[৩]। ভূত (=অতীত), ভবৎ (=বর্তমান) ও ভবিষ্যৎ এই সমস্তই ওঙ্কার[১] অন্য যাহা ত্রিকালাতীত, তাহাও ওঙ্কারই[৪]। মা. উ. ১

(১) ওম্ ও ওঙ্কার=সমস্ত (জগৎ) ইঁহাতে 'ওত' (বোনা—woven—সমর্পিত) বলিয়া ইনি ওম্—র। যাঁহা দ্বারা সমস্ত (জগৎ) ওত (পরিব্যাপ্ত), তিনি ওম্—ম। ওম্ পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম। ওম্ আবার ব্রহ্মের প্রতীক—শ। ওম্ যাঁহাকে প্রতিপাদন করেন তিনি ওঙ্কার—র। ওম্+কার (=কর্তা বা স্রষ্টা) সুতরাং ওঙ্কার স্রষ্টা বা কর্তা ওম্‌রূপী ব্রহ্মকে বুঝায়—ম।

(২) এই সমস্ত—চিদ্—অচিদাত্মক প্রপঞ্চ—র। অভিধান ও অভিধেয় (a thing and the word which signifies it), বাচ্যও বাচক-সমস্ত জগৎই ওঙ্কার। পরব্রহ্মও ওঙ্কার—শ।

(৩) উপব্যাখ্যান—বিশদভাবে ওঙ্কারের বর্ণনরূপ উপব্যাখ্যান—শ।

(৪) ভাবার্থ—ওম্ এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রতীক (symbol)। ওম্ প্রকাশিত জগৎ এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ওম্ অপ্রকাশিত পরব্রহ্ম—রা।

* মন্ত্রটির অংশের জন্য পরিশিষ্ট ক (৭৯) দ্রষ্টব্য।

*এই সমস্তই[৫] ব্রহ্ম অথবা এই ব্রহ্মই সমস্ত—র। এই আত্মা ব্রহ্ম[৬]। সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ[৭]। মা. উ. ২

(যিনি) 'জাগরিতস্থান'[১০], বহিঃ প্রাজ্ঞ[১১], সপ্তাঙ্গ[১২], ঊনবিংশতি-মুখ[১৩], স্থূল-ভোগী[১৪] (তিনি) বৈশ্বানর[৯]—(আত্মার) প্রথমপাদ[৮]। মা. উ. ৩

(৫) মূলে আছে 'সর্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম'—এই সমস্তই ব্রহ্ম। যেমন সমস্তকে পূর্বে ওঙ্কার বলা হইয়াছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম—শ। মধ্ব ও রংগরামানুজ মতে অনুবাদ হইবে এই ব্রহ্মই সমস্ত। অর্থাৎ ওঙ্কার পদবাচ্য এবং অক্ষর বলিয়া কথিত ব্রহ্মই সমস্ত অর্থাৎ পূর্ণ। (তুলনীয় উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ ইত্যাদি ঈ. উ. শান্তিপাঠ)।

(৬) মূলে আছে 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মা ব্রহ্ম—অয়ম্ বা এই শব্দ দ্বারা চতুষ্পাদ্ বিশিষ্ট প্রবিভক্ত আত্মাকে (জীবাত্মাকে) প্রত্যগ্ (অন্তরস্থ) আত্মারূপে অঙ্গুলিদ্বারা যেন নির্দেশ করিতেছেন—শ। (অর্থাৎ জীবাত্মা ব্রহ্ম)। রংগরামানুজ ও মধ্ব এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন জীবগণের নিয়ন্তা—অন্তর্যামী আত্মা আছেন। সেই অন্তর্যামী নিয়ন্তা আত্মাকে অয়ং আত্মা বা এই আত্মা বা 'এই আত্মা' দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এই অন্তর্যামী আত্মাই পূর্বোক্ত ওঙ্কার-পদ বাচ্য ব্রহ্ম অন্য কেহ নহেন। পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁহার মাণ্ডুক্য উপনিষদে মধ্বের মত এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—(ক) সর্বম্ ওঙ্কারম্ এব=পূর্ণকেই ওঙ্কার বলা হইয়াছে। (খ) অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তৎ অপি ওঙ্কার এব=ত্রিকালাতীত যিনি তাঁহাকেও ওঙ্কার দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। (গ) সর্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম—পূর্ণ এই ব্রহ্ম। (ঘ) অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম—এই সর্বভূতের অন্তর্যামী আত্মাই ব্রহ্ম।

(৭) সেই আত্মা চতুষ্পাদ—চারিটি পাদ(=অংশ)-বিশিষ্ট। বাস্তবিক ব্রহ্মের কোন পাদ বা অংশ নাই চারিপাদ কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। চারিপাদ—বৈশ্বানর,—৩য় মন্ত্রে বিবৃত তৈজস ৪র্থ মন্ত্রে বিবৃত, প্রাজ্ঞ—৫ম মন্ত্রে বিবৃত, এবং তুরীয় (যদিও এই শব্দটি মন্ত্রে ব্যবহৃত হয় নাই) ৭ম মন্ত্রে বিবৃত।

শংকর বলেন বিশ্বকে তৈজসে, তৈজসকে প্রাজ্ঞে, প্রাজ্ঞকে তুরীয়ে বিলীন করিলে তুরীয়কে উপলব্ধি করা যায়। রংগরামানুজ বলেন উপাসনার জন্য ব্রহ্মকে বৈশ্বানরাদি চারি পদে এবং ওমকে অ. উ. ম্ এইরূপে বিভক্ত করা হইয়াছে।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৮০) দ্রষ্টব্য

(যিনি) স্বপ্নস্থান[16], অন্তঃপ্রজ্ঞ[17], সপ্তাঙ্গ, ঊনবিংশতিমুখ[18], সূক্ষ্ম-(বাসনা-) ভোগী[19] (তিনি) তৈজস-(আত্মার) দ্বিতীয়পাদ[20]। মা. উ. ৪

(৮) প্রথম পাদ—সমস্ত দেহ হইতে অভিন্ন, এবং বৈশ্বানরকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী পাদত্রয়ের জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া বৈশ্বানর প্রথম পাদ—শ। সর্বদেহে আদান কর্তারূপে স্থিত বলিয়া বৈশ্বানর প্রথমপাদ—র।

(৯) বৈশ্বানর—বিশ্বের নরগণের অনেক প্রকার সুখাদি সম্পাদন করেন বলিয়া বিশ্বানর। অথবা সর্বনর স্বরূপ বলিয়া বিশ্বানর। বিশ্বানরই বৈশ্বানর (স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়)—শ, অর্থাৎ নিখিলনরস্বরূপ বা নিখিলপ্রাণিস্বরূপ। বৈশ্ব—বিশ্ ধাতু (জানা) কর্মে 'ব' প্রত্যয়=বিশ্ব=সকলের জ্ঞেয় স্থূল বস্তু। নর (ন রীয়তে যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না 'ও' প্রত্যয়)=অক্ষয়; বৈশ্বানর অর্থ=অক্ষয় জ্ঞান সম্পন্নরূপে যিনি আমাদের মধ্যে বর্তমান—র ও ম। মধ্ব বলেন গণপতি 'বিশ্ব'কে উপাসনা করিয়া এই ঊনিশ মুখ বৈশ্বানর রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১০) 'জাগরিত স্থান,—(মূলে এই শব্দই আছে)-জাগরিত অবস্থা যাঁহার স্থান বা কর্মক্ষেত্র—শ। যেখানে অবস্থান করিয়া জাগ্রত থাকেন জাগরিত অর্থ চক্ষু. তাহা যাহার স্থান='চক্ষুস্থান'—র ও ম। জাগ্রত অবস্থায় বৈশ্বানর আত্মা দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থান করেন—গৌড়পাদ।

(১১) বহিঃপ্রজ্ঞ—(মূলে এই শব্দই আছে) স্বীয় আত্মা হইতে ভিন্ন বিষয়ে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান যাঁহার—শ। যিনি বাহ্য বিষয় জ্ঞাপন করেন—র; who cognises external objects—রা।

(১২) সপ্তাঙ্গ—যাঁহার মস্তক দ্যুলোক, মুখ আহবনীয় অগ্নি, সূর্য চক্ষু, আকাশ শরীর, জল বস্তি, পৃথিবী পাদদ্বয়, তিনি সপ্তাঙ্গ—শ। চারি হস্ত, দুই পা, গজমুখ (শুঁড়)—র ও ম।

(১৩) ঊনবিংশতিমুখ—ঊনবিংশতি দ্বার যাঁহার—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ. জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্; পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণিপাদ, পায়ু উপস্থ; পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ অপান, ব্যান, সমান, উদান; মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার—শ। ঊনিশটি মুখ যাহার মধ্যে গজমুখ এক এক পার্শ্বে নয়টি করিয়া নরমুখ—র ও ম।

(১৪) স্থূলভোগী—উপরোক্ত উপরোক্ত ঊনবিংশতি মুখ বা দ্বার দ্বারা যিনি শব্দাদি স্থূল বিষয়সমূহ ভোগ করেন—শ; স্থূল, শুভ বিষয় ভোগ করেন—র।

(১৫) তৈজস—শব্দাদি বিষয়-বিহীন কেবলমাত্র প্রকাশস্বরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের বিষয়ী (অনুভবকর্তা) হয় বলিয়া তৈজস—শ; তেজোময় চিত্তে অবস্থিত, এবং চিত্তসম্বন্ধী বলিয়া তৈজস—র।

(১৬) 'স্বপ্নস্থান'—মূলে এই শব্দই আছে। স্বপ্নাবস্থা যাঁহার স্থান বা কর্ম-ক্ষেত্র—শ (অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় এবং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ যিনি ভোগ করেন এবং তাহাদের মধ্যে কর্ম করেন)। যেখানে থাকিয়া জীব স্বপ্নের পদার্থসমূহকে দর্শন করে তাহাই স্বপ্নস্থান। কণ্ঠদেশে জীবাত্মা স্বপ্নদর্শনের সময় অবস্থান করেন, সুতরাং কণ্ঠদেশ স্থান যাঁহার—অর্থাৎ কণ্ঠদেশস্থ—র।

(১৭) অন্তঃপ্রজ্ঞ—বাহ্য-ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন স্বভাবতঃ অন্তঃস্থ। স্বপ্নকালীন প্রজ্ঞা (জ্ঞান) অন্তঃস্থ মনের বাসনারূপ বা সংস্কাররূপা। স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নসময়ে প্রজ্ঞা (জ্ঞান) বিষয়শূন্যা বলিয়া অন্তঃপ্রজ্ঞ—শ। কোন বাহ্য পদার্থ দ্বারা স্বপ্ন দৃষ্ট হয় না। বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানের জন্য মনে যে সংস্কার বা বাসনা থাকে, সেই অন্তঃস্থ বাসনাময় বিষয় যিনি জানেন—তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ—র।

(১৮) সপ্তাঙ্গ ও উনবিংশতি মুখ—সপ্ত অঙ্গ এবং উনবিংশতি মুখ তখন স্থূল অবস্থায় থাকে না, সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে—শ।

(১৯) সূক্ষ্মভোগী—স্বপ্নে বিষয়সম্পর্কশূন্য কেবল বাসনাময়ী প্রজ্ঞা ভোগ করে বলিয়া সূক্ষ্মভোগী—শ। জাগ্রত অবস্থায় আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থূল বিষয় ভোগ করি স্বপ্নে স্থূল বিষয় থাকে না, যাহা ভোগ করি তাহা বিষয়বিচ্ছিন্ন বাসনা মাত্র, সুতরাং সূক্ষ্ম—র।

(২০) ব্যাখ্যা—তৈজস অন্তরের অর্থাৎ মানসিক অবস্থাই জানেন। বৈশ্বানর জাগরিত অবস্থার কর্তা, এবং জাগরিত অবস্থায় পার্থিব পদার্থ সমূহ দর্শন করেন। তৈজস, জাগ্রত অভিজ্ঞতার সংস্কারজনিত মানসিক অবস্থা অনুভব করেন। এই অবস্থায় আত্মা স্বপ্নের কল্পনা দ্বারা নিজের জগৎ সৃষ্টি করে। এই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের দ্বৈত ভাব থাকে,—জ্ঞাতা যিনি জানেন এবং জ্ঞেয় বা বস্তু যাহা জ্ঞাতা জানেন। যদিও স্বপ্নে বস্তুসমূহ বাহ্যিক বলিয়া মনে হয়, তবু তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলা হয়, কারণ তাহারা জাগ্রত অবস্থার বস্তুসমূহ হইতে বিভিন্ন। উপনিষৎ স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার অভিজ্ঞতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেন—য়া। (অর্থাৎ জগৎ স্বপ্ন নয়)।

যথন সুপ্ত, হইয়া (মানুষ) কোন কাম্য কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, তাহাই সুষুপ্তি।[২১] (যিনি) সুষুপ্তস্থান[২২] একীভূত[২৩], কেবল মাত্র প্রজ্ঞান-ঘন[২৪], আনন্দময়[২৫], আনন্দ-ভোগী[২৬] ও চেতোমুখ[২৭] (তিনি) প্রাজ্ঞ[২৮] (আত্মার) তৃতীয় পাদ। মা. উ. ৫

(২১) ভাবার্থ—প্রথম পাদে জাগরিত অবস্থায় আত্মা বহির্মুখী এবং বাহ্য পদার্থ দর্শন করেন। দ্বিতীয় পাদে বা স্বপ্নাবস্থায় আত্মা অন্তর্মুখী এবং অন্তরের বাসনা অনুভব করেন, তৃতীয়পাদে সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা শান্ত—রা (কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)। এই অবস্থার নাম প্রাজ্ঞ—ইহা একপ্রকার জ্ঞানেরই অবস্থা। যদিও বাহ্যিক ও আন্তরিক জ্ঞানের ক্রিয়া স্থগিত থাকে। যদি পূর্বোক্ত অবস্থাদ্বয়কে আত্মার প্রত্যক্ষ অবস্থা এবং কল্পনার অবস্থা বলা হয় তবে ইহাকে আত্মার প্রত্যয়ের (conceptual) অবস্থা বলা যায়—রা।

(২২) 'সুষুপ্তি-স্থান'—সুষুপ্তির অবস্থা, যাঁহার কর্মক্ষেত্র—শ; হৃৎকর্ণিকার অগ্রভাগস্থ (হৃৎপদ্মের অগ্রভাগস্থিত)—র।

(২৩) একীভূত—জাগ্রত অবস্থায় বস্তুসমূহকে এবং স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহকে আমরা পৃথক্‌ভাবে অনুভব করি, সুষুপ্তি অবস্থায় সব এক হইয়া যায়, একটিমাত্র অনুভূতি থাকে। যেমন দিনের আলোতে আমরা বিভিন্ন বস্তু দেখি, কিন্তু রাত্রির গভীর অন্ধকারে আমরা বিভিন্নতাহীন অন্ধকারই দর্শন করি, সেইরূপ সুষুপ্তিতে বিভিন্নতাবোধ এবং দ্বৈতবোধ লোপ পায়, সবই এক, এই বোধ বা অনুভূতি মাত্র থাকে—শ। বৈশ্বানর ও তৈজসের সহিত যুক্ত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়—র ও ম।

(২৪) প্রজ্ঞানঘন—স্বপ্ন ও জাগ্রত কালীন মনের স্পন্দনরূপ প্রজ্ঞানসমূহ যেন ঘনীভূত হয়, সেই অবস্থা পার্থক্য জ্ঞান-বিহীন বলিয়া 'প্রজ্ঞানঘন' কথিত হয়। যেমন নৈশ অন্ধকারে আবৃত পদার্থসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হয় না, তাহারা যেন ঘন-ভাবই প্রাপ্ত হয় যেন প্রজ্ঞানঘনই হয়—শ (অর্থাৎ 'ঘন' শব্দ দ্বারা অন্য দ্রব্যের ইহার মধ্যে অভাব আছে ইহা বুঝায়। প্রজ্ঞানঘন অবস্থায় কেবলমাত্র প্রজ্ঞানই থাকে অর্থাৎ বস্তুবিহীন, বিভিন্নতাবিহীন কেবল মাত্র জ্ঞানই থাকে, জাগ্রতকালীন স্থূল বস্তুর জ্ঞান ও স্বপ্নকালীন সূক্ষ্মবস্তুর জ্ঞান থাকে না)। (দ্রষ্টব্য—বৃ. উ. ৪।৫।১৩ তে 'প্রজ্ঞানঘন'

*ইনি[২৯] সর্বেশ্বর[৩০], ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী[৩১] ইনি সকলের যোনি[৩২] এবং 'প্রভব' (=উৎপত্তি) এবং বিলয় (-স্থান বা হেতু)। মা. উ. ৬

শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে অর্থ একটু ভিন্ন)। ঘন অর্থ জীব বা জীবের স্বরূপ; সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি জীবের স্বরূপ জানেন এবং জীবকে জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি প্রজ্ঞানঘন—র। জীব যখন তমতে আবৃত তখন তাহাকে ঘন বলা হয়। হরিকে প্রজ্ঞানঘন বলা হয়, কারণ তিনি ঘনকে—তম দ্বারা আবৃত জীবকে—সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং আনন্দ সম্বন্ধে প্রজ্ঞা (=জ্ঞান) প্রদান করেন—ম। mass of cognitions—রা; mass of consciousness—গ।

(২৫) আনন্দময়—আনন্দ-বহুল—শ; আনন্দ-প্রচুর বা পূর্ণানন্দ—র; আনন্দ-পূর্ণ—ম; full of bliss—রা।

(২৬) আনন্দ-ভোগী—সুষুপ্তি অবস্থায় আয়াস-হীন আনন্দ যিনি ভোগ করেন—শ। বিষয় ভোগ না করিয়া যিনি আনন্দ অনুভব করেন এবং অন্যকে আনন্দ প্রদান করেন—র ও ম।

(২৭) চেতোমুখ—চেতঃ=স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার জ্ঞানই চেতঃ, ইহাই মুখ বা দ্বার যাহার=চেতোমুখ—শ.। চেতঃ=জ্ঞান, মুখ=মুখ দ্বারা উপলক্ষিত সকল অবয়ব=জ্ঞানরূপ সর্বাবয়ব—র; সর্বজ্ঞ ও সর্বেশ্বর—ম।

(২৮) প্রাজ্ঞ—ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা অথবা প্রজ্ঞপ্তি যাহার ধর্ম [প্রজ্ঞপ্তি=বিষয়বিহীন জ্ঞান, জাগ্রত ও স্বপ্নে বিশেষ জ্ঞানের বিষয় থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে কেবলমাত্র জ্ঞান (বিষয়বিহীন জ্ঞান) বা জ্ঞানরূপতাই থাকে] তিনি প্রাজ্ঞ—শ; প্রকৃষ্টরূপে যিনি জ্ঞাপন করেন—তিনি প্রাজ্ঞ, জীবের স্বরূপ, কাল ও অজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য, স্বপ্ন, বা অন্য কিছু জ্ঞাপন করেন না—র। সুষুপ্তি তম বা অজ্ঞানের অবস্থা; সেই অবস্থায় যিনি বাহ্যবস্তুর জ্ঞান জীবকে দেন। প্রাজ্ঞ=প্র+অজ্ঞ সর্বাপেক্ষা অজ্ঞানতা যিনি প্রদান করেন তিনি প্রাজ্ঞ—ম।

(২৯) ইনি—পরমাত্মা—র; স্বরূপাবস্থ প্রাজ্ঞ—শ।

(৩০) সর্বেশ্বর—সমস্ত জগতের ঈশিতা (শাসনকর্তা)—শ; নিয়ন্তা—র।

(৩১) অন্তর্যামী—যিনি সর্বভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের যময়িতা ও নিয়ন্তা—শ; অন্তর্নিয়ন্তা—র।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৮১) দ্রষ্টব্য।।

*(যিনি) অন্তঃ-প্রজ্ঞ[৩৪] নহেন, বহিঃ-প্রজ্ঞ[৩৫] নহেন, উভয়-প্রজ্ঞ[৩৬] নহেন, প্রজ্ঞান-ঘন[৩৭] নহেন, প্রজ্ঞ[৩৮] নহেন, অপ্রজ্ঞ নহেন, (যিনি) অদৃষ্ট[৩৯], অব্যবহার্য[৪০], অগ্রাহ্য[৪১], অ-লক্ষণ[৪২], অচিন্ত্য[৪৩], অনির্দেশ্য[৪৪],

(৩২) যোনি—কারণ—র; ভেদযুক্ত জগৎ প্রসব করেন বলিয়া যোনি—শ।

(৩৩) প্রভব ও বিলয়—প্রভব(=উৎপত্তি) ও বিলয়ের স্থান—শ; প্রভব ও বিলয়ের হেতু—র।

(৩৪) অন্তঃপ্রজ্ঞ—অর্থের জন্য (১৬) দ্রষ্টব্য—তৈজস—শ; স্বপ্নবিষয়-প্রদর্শক—র, সংস্কার (স্বপ্নাদি)-জ্ঞানসম্পন্ন—ম।

(৩৫) বহিঃপ্রজ্ঞ—(৯) দ্রষ্টব্য। বৈশ্বানর—শ; জাগ্রত অবস্থার বিষয়প্রদর্শক—র, বাহ্য-বিষয়-জ্ঞানসম্পন্ন—ম।

(৩৬) উভয়প্রজ্ঞ—জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী—শ; বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয়ে যাহার জ্ঞান আছে—র ও ম।

(৩৭) প্রজ্ঞানঘন—উল্লিখিত (২৪) দ্রষ্টব্য।

(৩৮) প্রজ্ঞ—সর্ববিষয়-জ্ঞাতা—শ; প্রকৃষ্টভাবে যিনি জ্ঞাপন করেন 'মানস-বাসনাময়—ধ্যেয়ম্'—র; cognitive—রা ও হি।

(৩৯) অদৃষ্ট—(চক্ষুদ্বারা উপলক্ষিত) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের অগোচর—শ; অমুক্ত দ্বারা যিনি দৃষ্ট হন না—(মুক্ত দ্বারা দৃষ্ট)—র।

(৪০) অব্যবহার্য—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া অব্যবহার্য—incapable of being spoken of—রা। মুক্তি ব্যতীত তিনি অব্যবহার্য—র।

(৪১) অগ্রাহ্য—(হস্ত দ্বারা উপলক্ষিত) কর্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করা যায় না—শ; মুক্তি ব্যতীত তিনি গ্রাহ্য নহেন—র।

(৪২) অলক্ষণ—চিহ্নরহিত বলিয়া অনন্থমেয় (অনুমানের অগোচর)—শ; কোন বস্তু দ্বারা যাঁহাকে অনুমান করা যায় না—র। বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ সম্বন্ধে অনুমান বা পরিমাপ করা যায়, তুরীয় সম্বন্ধে তাহা সম্ভব নয়—ম।

(৪৩) অচিন্ত্য—অনুমানের (reasoning) অতীত বলিয়া—শ; চিন্তার অতীত—ম।

(৪৪) অনির্দেশ্য—অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহাকে নির্দেশ করা যায় না—শ, ম, ও র।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৮২) দ্রষ্টব্য।

একাত্ম-প্রত্যয়-সার[৪৫], প্রপঞ্চোপশম[৪৬], শান্ত, শিব, অদ্বৈত[৪৭], (তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ) (আত্মার) চতুর্থ (তুরীয়পাদ) মনে করেন। তিনি আত্মা[৪৮], তিনি বিজ্ঞেয়।[৪৯] মা. উ. ৭

(৪৫) একাত্মপ্রত্যয়-সার—মূলে এই শব্দই আছে—(পাঠান্তর ঐকাত্ম্য-প্রত্যয়-সার—র; স্বার্থে ণ্যঞ্ প্রত্যয়, অর্থ একই)=জাগ্রত, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায়ই এক আত্মা বর্তমান আছেন এই প্রকার প্রত্যয় (=জ্ঞান) দ্বারা যিনি অনুসরণীয়; অথবা এক আত্মপ্রত্যয় (আত্মজ্ঞান) সার, প্রমাণ যাঁহার, তিনি আত্মপ্রত্যয়সার; অর্থাৎ তুরীয় অবস্থায় এক আত্মজ্ঞান ব্যতীত কিছু থাকে না—শ। রংগরামানুজের পাঠ ঐকাত্ম্য-প্রত্যয়সার—এক =প্রধান, আত্মা =পূর্ণ, একাত্ম (স্বার্থে ণ্যঞ্) =ঐকাত্ম্য, প্রত্যয়=জ্ঞানরূপ, সার =আনন্দ, সুতরাং অর্থ, প্রধান, পূর্ণ (=অনন্ত) জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ—র ও ম।—essence of the knowledge of one's self—রা।

(৪৬) প্রপঞ্চোপশম—জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা-রহিত—শ; প্রপঞ্চ =ব্যাপ্ত, উপ=উৎকৃষ্ট, শম=আনন্দরূপ সুখ, অর্থাৎ যাহার উৎকৃষ্ট আনন্দরূপ সুখ সর্বব্যাপী—র। সর্বব্যাপী বিষ্ণু যাঁহার রূপ সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দ; অথবা প্রপঞ্চ=সংসারবন্ধন উপশম= বিনাশ, সংসারবন্ধন যিনি বিনাশ করেন—বিষ্ণু—ম।

(৪৭) শান্ত, শিব, ও অদ্বৈত—মূলে আছে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্ত—অবিক্রিয় (=নির্বিকার—দু)—শ; প্রপঞ্চ=দেহবন্ধনাদি উপশম হইয়াছে, সেই জন্য কামক্রোধাদি ষড়্-তরঙ্গবিহীন—র। শিব—নির্দুঃখ সুখরূপ—র; দুঃখরহিত ও সুখ-স্বরূপ—ম। অদ্বৈত—ভেদ-বিকল্প-রহিত, বৈশ্বানর, তৈজসাদি হইতে ভিন্ন-প্রকার—শ। দ্বৈত অর্থ মিথ্যা-জ্ঞান, তাহা যিনি বিনাশ করেন তিনি অদ্বৈত; ই (ধাতু জানা)+ক্ত, ইতং=জ্ঞাত বা জ্ঞান, দ্বি+ইতং=দ্বীতং=দুই জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান নয়, তাহার বিপরীত জ্ঞান, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান। স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিলে আমরা পাই দ্বৈত, তাহা যিনি বিনাশ করেন তিনি অদ্বৈত—ম। দ্বীত=বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহা হইতে অন্যরূপ জ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। তাহা যাহাতে নাই তিনি অদ্বৈত—র।

(৪৮) তিনি আত্মা, তিনি বিজ্ঞেয়—শংকর বলেন তুরীয়ই প্রকৃত আত্মা, পূর্বোক্ত প্রতীয়মান পাদত্রয়ের যাহা স্বরূপ, তাহা মিথ্যা, তুরীয় আত্মা বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ হইতে ভিন্ন; আত্মা দ্রষ্টা, বিজ্ঞাতা, তিনি প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞেয় হইতে পারেন না।

সেই এই আত্মা অক্ষর-অধিকারে (অর্থাৎ অক্ষর=letter বা বর্ণ) দ্বারা যখন আত্মাকে বর্ণনা করা হয়), মাত্রাধিকারী (অর্থাৎ তিন মাত্রা যুক্ত)

অদ্বৈত জ্ঞান হইলে বিজ্ঞাতা-বিজ্ঞেয় দ্বৈতভাব থাকে না তথাপি অবিদ্যা অবস্থায় দ্বৈতভাব থাকে বলিয়া সেই অনুসারেই তুরীয়কে বিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে—শ। মূলে আছে 'স আত্মা', রংগরামানুজ বলেন 'স আত্মা' অর্থ সেই চতুষ্পাদ আত্মা, বৈশ্বানর-তৈজস-প্রাজ্ঞ-তুরীয় আত্মা, তিনিই জ্ঞাতব্য। মধ্ব বলেন 'স আত্মা' তুরীয় আত্মাকে শুধু বুঝায় না, চতুষ্পাৎ আত্মাকে বুঝাইতেছে। মা. উ. ৩. মন্ত্রে এই আত্মা চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে, এখানে 'স আত্মা' বলিয়া সেই চতুষ্পাদ আত্মার বিষয় বক্তব্য সমাপ্ত করা হইল; তুরীয় আত্মাই শুধু আত্মা নয়, চতুষ্পাৎ আত্মাই আত্মা।

(৪৯) সমগ্র মন্ত্রের ব্যাখ্যা—এখানে আমরা এমন একটি সত্তা পাই যাহা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্তা-কর্মের (subject-object) ভেদের অতীত। এই সত্তা ভেদের উপরে, নিম্নে নয়। ইহা অতি-ঈশ্বরবাদ (supertheism), কিন্তু নিরীশ্বরবাদ নয় বা ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা এখানে সর্বজ্ঞ বা সর্বশক্তিমান্ শব্দ ব্যবহার করিতে পারি না। ব্রহ্মের জ্ঞানের বা শক্তির বিষয় (object) আছে ইহা বলা যায় না। ব্রহ্ম কেবল সৎস্বরূপ। উপনিষদের অনেক স্থানে আমরা পাই যে ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং বাক্য ও চিন্তার অতীত। ব্রহ্ম যখন প্রাজ্ঞ-গুণ-যুক্ত হন, তখন তিনি 'ঈশ্বর' বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর হন; তখন তিনি সর্বজ্ঞ, অব্যাকৃত বা মূলা প্রকৃতির অধীশ্বর এবং সকল আত্মার অন্তর্যামী। এই ঈশ্বর হইতেই হিরণ্যগর্ভ (=সমষ্টি আত্মা) উৎপন্ন হন, তিনি জগৎস্রষ্টারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন। হিরণ্যগর্ভ হইতে বিরাট্—সকল অস্তিত্বের সমষ্টি, বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভকে অনেক সময় এক বলিয়া গ্রহণ করা হয়।* * *

যদিও প্রাজ্ঞ ও তুরীয় সংবিদে বাস্তব (=objective) সংবিদ্ থাকে না, তবুও বাস্তব সংবিদের বীজ সুষুপ্তিতে (=প্রাজ্ঞে) থাকে। ব্যবহারিক =(empirical) সংবিদ্ অপ্রকাশিত ভাবে সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে কিন্তু তুরীয় অবস্থা অব্যবহারিক এবং তিন (=বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ) অবস্থার অতীতে (অবস্থিত)।......মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল এই (তুরীয়) অবস্থায় প্রবেশ, আত্মায় প্রবেশ এবং আত্মাকে জীবনের কেন্দ্র করা, তাঁহার বহির্ভাগে বাস না করা। সুষুপ্তির শেষ হয়, আত্মা স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় ফিরিয়া আসে, (তুরীয়) অবস্থায় (আত্মার) ব্রহ্মের সহিত স্থায়ী সংযোগ (union) হয়। চরম সত্য এই তুরীয় অবস্থায়ই অবগত হওয়া যায়—রা।

ওঙ্কার। [অথবা ওঙ্কার (-শব্দিত) সেই এই (চতুষ্পাৎ) আত্মা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষর, এবং (অন্যাপেক্ষা) অধিক অংশ-যুক্ত—র][৫০]। (ওম্-এর) মাত্রা (আত্মার) পাদ। (আত্মার) পাদ (ওম্-এর) মাত্রা। (ওম্-এর মাত্রা সমূহ হইতেছে) অকার, উকার ও মকার। মা. উ. ৮

(আত্মার প্রথম পাদ) 'জাগরিত-স্থান' বৈশ্বানর[৫১] ওমের প্রথম মাত্রা 'অকার', কারণ (বৈশ্বানর ও অকার উভয়েরই) আপ্তি[৫২] অথবা আদিমত্ব[৫৩] আছে। যিনি এরূপ জানেন, তিনি সর্বকাম্য প্রাপ্ত হন (আপ্নোতি) এবং তিনি 'আদি' হন। মা. উ. ৯

(৫০) মূল মন্ত্রটি এই—সঃ অয়ম্ আত্মা অধ্যক্ষরম্ ওঙ্কারঃ অধিমাত্রং, পাদাঃ মাত্রাঃ, মাত্রাঃ চ পাদাঃ—অকার, উকার, মকার ইতি। প্রথমে শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ এবং বন্ধনীর মধ্যে রংগরামানুজের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

(ক) অধ্যক্ষরম্ অধি+অক্ষর=অক্ষরাধিকারে অর্থাৎ বর্ণ(বা letter) দ্বারা যখন আত্মাকে বা ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়, তখন তিনি 'ওম্'। সেই ওম্ 'অধিমাত্র'—মাত্রাসমূহের অধিকারী অর্থাৎ অ. উ. ম এই তিন মাত্রা যুক্ত—শ।

(খ) অধি+অক্ষর—অধি=সর্বাপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ, অক্ষর=অবিনাশী। কি প্রকার অক্ষর? অধিমাত্র—অধি=সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রা বা অংশ যুক্ত যিনি—অনন্ত—র।

(গ) অধ্যক্ষর—অধি=যিনি সকল অতিক্রম করেন, অক্ষর (অবিনাশী)। অধিমাত্র যাঁহার মাত্রা বা অংশ অধি, সর্বোৎকৃষ্ট, অথবা যাহার অংশ সকল অতিক্রম করেন অর্থাৎ অনন্ত—ম।

(৫১) বৈশ্বানর—এই বিশ্ব যাঁহার শরীর তিনি বৈশ্বানর—রা।

(৫২) (ক) আপ্তি=ব্যাপ্তি, বৈশ্বানর সমস্ত স্থূল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; শ্রুতি বলেন 'অকার সর্ববাক্' অর্থাৎ অকার সর্ববর্ণ ব্যাপ্ত করিয়া আছে—সুতরাং বৈশ্বানর ও অকারের উভয়ের আপ্তি আছে—শ।

(খ) আপ্তি=প্রাপ্ত, বৈশ্বানর জীবগণকে সকল ভোগ্য প্রাপ্তি করান; আপ্ ধাতু অড়্ প্রত্যয় করিয়া অঃ হয় ইহার অর্থও যিনি সকল দ্রব্য প্রাপ্তি করান। সুতরাং উভয়েরই আপ্তি আছে—র ও ম।

(৫৩) 'আদিমত্ব' মূলে এই শব্দই আছে—যাহার আদি আছে তিনি আদিমান্ অকার যেমন অকার, উকার ও ম মকারের মধ্যে আদি বা প্রথম—সেইরূপ বৈশ্বানর,

(আত্মার দ্বিতীয় পাদ) 'স্বপ্নস্থান' তৈজস (ওমের) দ্বিতীয় মাত্রা উকার, কারণ উভয়েরই উৎকর্ষ[৫৪] অথবা উভয়ত্ব[৫৫] আছে। যিনি এরূপ জানেন, তিনি জ্ঞান-সন্ততির[৫৬] উৎকর্ষ-সাধন করেন, তিনি 'সমান'[৫৭] হন, তাঁহার কুলে অব্রহ্মবিদ্ কেহ হয় না। মা. উ. ১০

(আত্মার তৃতীয় পাদ) 'সুষুপ্ত-স্থান' প্রাজ্ঞ (ওমের) তৃতীয় মাত্রা 'মকার', কারণ উভয়েরই 'মিতি'[৫৮] অথবা 'অপীতি'[৫৯] আছে। যিনি

তৈজস ও প্রাজ্ঞের মধ্যে বৈশ্বানর প্রথম—শ। প্রাজ্ঞ ও তৈজস বৈশ্বানরের আদি বলিয়া বৈশ্বানর আদিমান্। কিরূপে? প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্তি অবস্থায় অথবা তৈজস বা স্বপ্নাবস্থায় বৈশ্বানর প্রাজ্ঞে বা তৈজসে একীভূত থাকেন। সুষুপ্তি বা স্বপ্নের পর জাগ্রত হইলে বৈশ্বানর প্রাজ্ঞ বা তৈজস হইতে উত্থিত হন, সুতরাং তাহারা বৈশ্বানরের আদি এবং বৈশ্বানর আদিমান্—র ও ম। 'ম' বলেন আদি অর্থ রক্ষাকর্তাও হইতে পারে।

(৫৪) উৎকর্ষ—বৈশ্বানর হইতে তৈজস উৎকৃষ্টতর, অকার হইতে উকার উৎকৃষ্টতর—শ। জীবের জাগ্রত অবস্থায় দেহাভিমান ত্যাগ করা দুরূহ; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় দেহাভিমান থাকে না, দেহাভিমান হইতে তৈজস জীবকে 'উৎ' ঊর্ধ্বদিকে কর্ষণ করে বলিয়া তৈজসের উৎকর্ষ।—র। উৎকর্ষ অর্থ 'যাহা জীবকে মিথ্যা দেহাভিমান হইতে আত্মার দিকে কর্ষণ করে', তৈজস ইহা করেন—ম।

(৫৫) উভয়ত্ব—উভয় অর্থ মধ্যবর্তী, তৈজস বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্তী, সুতরাং তাঁহার উভয়ত্ব—শ। তৈজস স্বপ্নাবস্থায় জীবকে দুইটি বস্তু প্রদান করে—বাসনাময় বিষয় অনুভব, এবং বাহ্যবোধহীন নিদ্রা, তৈজসে বৈশ্বানরের বিষয়ানুভব এবং প্রাজ্ঞের বাহ্যবোধহীনতা আছে বলিয়া তাঁহার উভয়ত্ব—র। তৈজসের উভয়ত্ব এই—তিনি বাহ্যজ্ঞান বন্ধ করেন, এবং স্বপ্নের বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করেন—ম।

(৫৬) জ্ঞানসন্ততির উৎকর্ষ সাধন করেন—বিজ্ঞানপ্রবাহ বর্ধিত করেন—শ। জ্ঞান-ধারা, জ্ঞানের নিত্যত্ব প্রাপ্ত হন—র।

(৫৭) 'সমান'—শত্রু মিত্র উভয়ের নিকট সমান, তুল্য—হন, শত্রুরও তিনি বিদ্বেষভাজন হন না—শ; মানযুক্ত হইয়া মোক্ষ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের 'মধ্যগত' হন—র।

(৫৮) প্রাজ্ঞের এবং ওমের মিতি—সুষুপ্তি অবস্থা হইতে আমরা জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় আসি, আবার জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হই।

এরূপ জানেন তিনি এই সমস্ত (জগৎ)কে 'মিতি' করেন এবং 'অপীতি' হন[৬০]। মা. উ. ১১

*(আত্মার তুরীয় নামক) চতুর্থ (পাদ) মাত্রাহীন[৬১] (ওম্)। তিনি

সুতরাং সুষুপ্তি-স্থান প্রাজ্ঞ, জাগ্রত-স্থান বৈশ্বানরের ও স্বপ্ন-স্থান তৈজসের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান। সেইরূপ 'ওম্' শব্দ উচ্চারণ করি, 'অ' ও 'উ', 'ম'তে লয় হয়। তৎক্ষণাৎ ওম্ দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলে মনে হইবে অ ও উ যেন 'ম' হইতে নির্গত হইতেছে—সুতরাং মকার, অকার ও উ-কারের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান। প্রাজ্ঞের ও মকারের মিতি বা পরিমাণ বা পরিমাপকত্ব আছে। যব পরিমাপ করিবার সময় যবগুলিকে প্রথমে মাপের পাত্রে রাখিতে হয়, পরিমাপের শেষ পুনরায় ঢালিয়া ফেলিতে হয়। পরিমাপের জন্য প্রবেশ ও নির্গমন যেমন যবের জন্য প্রয়োজন, সেই প্রাজ্ঞে ও মকারের প্রবেশ ও নির্গমন যেন তাহাদের পরিমাপ বা মিতির জন্য—শ (ভাষ্য ব্যাখ্যাত)।

মধ্ব ও রংগরামানুজ বলেন মিতি অর্থ 'নিজের মধ্যে প্রবেশ করান' প্রাজ্ঞ বৈশ্বানর ও তৈজসকে নিজের অন্তরে প্রবেশ করান, যেমন ম, অ ও উকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করান, সুতরাং উভয়ের মিতি আছে।

(৫৯) অপীতি—অব্যয় বা একীভাব—ওম্ উচ্চারণের সময় অ ও উ ম'তে একীভূত হয়। বৈশ্বানর ও তৈজস ও প্রাজ্ঞে একীভূত হয়—সুতরাং প্রাজ্ঞের ও ম'র অপীতি একীভাবত্ব আছে—শ। অপীতি—লয়হেতু—প্রাজ্ঞে বৈশ্বানর ও তৈজস এবং ম'তে অ ও উ লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং প্রাজ্ঞ ও ম'র উভয়ের অপীতি আছে—র।

(৬০) এই সমস্ত(জগৎ)কে মিতি করেন এবং অপীতি হন—জগৎকে যেন পরিমাপ করেন অর্থাৎ জগতের যথার্থ স্বরূপ অবগত হন এবং জগতের কারণ-স্বরূপ হন—শ। তিনি জগৎকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করান অর্থাৎ জীব অনুপরিমাণ হইলেও মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে তিনি অপীতি হন, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান সূর্যের মত প্রকাশত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি সমস্ত দুঃখের ও অনিষ্টের প্রলয়কর্তা হন—র।

(৬১) মূলে আছে 'অমাত্র'—যাহার মাত্রা (অংশ) নাই—শ; অংশবিহীন, মূলরূপেস্থিত—র কোন শব্দ দ্বারা অমাত্র ওম্‌কে প্রকাশ করা যায় না। অর্থাৎ

* মূল মন্ত্রের প্রথমাংশের জন্য পরিশিষ্ট ক (৮৩) দ্রষ্টব্য।

অব্যবহার্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব, অদ্বৈত[৬২]। এইরূপ ওঙ্কারই আত্মা[৬৩] যিনি এরূপ জানেন, যিনি এরূপ জানেন, তিনি আত্মার দ্বারা[৬৪] (পরম) আত্মাতে[৬৫] প্রবেশ করেন[৬৬]। মা. উ. ১২

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্ত

অ.উ.ম. দ্বারাও তিনি প্রকাশ্য নহে—কেবল অনুভূতি আছে কিন্তু শব্দ বা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ নাই।

(৬২) অব্যবাহার্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব অদ্বৈত শব্দের খ্যাখ্যার জন্য সপ্তম মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৬৩) মাত্রাহীন ওম্ই তুরীয় আত্মা। স্বামী নিখিলানন্দ তাহার Mandukya Upanishad 84 পৃষ্ঠাতে বলেন "তিনপাদ—বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—আত্মাতে স্থিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বিশ্ব তৈজসে, তৈজস প্রাজ্ঞে, প্রাজ্ঞ যাহাকে বিশ্ব ও তৈজসের কারণ বলা বলা হয়, তুরীয়ে বিলীন হয়। তিনটি শব্দ অ, উ, ম. মাত্রাহীন শব্দহীন ওমে একীভূত হয়। এবং বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ আত্মার এই তিন পাদ তুরীয়তে একীভূত হয়। সুতরাং তুরীর আত্মা এবং মাত্রাহীন ওম্ এক।"

(৬৪) আত্মাদ্বারা—পরমাত্মার কৃপায়—র ও ম; নিজ আত্মাদ্বারা—শ।

(৬৫) আত্মাতে—পরমাত্মাতে, নাদবোধ্য তুরীয় আত্মাতে—র।

(৬৬) তুরীয় অবস্থায় মন কেবল মাত্র বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয় তাহা নয়, মন তখন ব্রহ্মের সহিত এক হয়—রা।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ ব্যাখ্যা সমাপ্ত

শান্তিপাঠ

ওম্, হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণদ্বারা 'ভদ্র' শ্রবণ করি। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা যেন চক্ষুদ্বারা 'ভদ্র' দর্শন করি, স্থির অঙ্গসমূহ ও দেহের সহিত আপনাদের স্তুতি করিয়া যেন দেববিহিত আয়ু ভোগ করি।

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

এই উপনিষৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। ঋষি শ্বেতাশ্বতর এই উপনিষদের দ্রষ্টা বলিয়া এই উপনিষৎ তাঁহার নামেই পরিচিত। শংকরানন্দ মনে করেন শ্বেতাশ্বতর অর্থ সংযতেন্দ্রিয় (শ্বেত=শুদ্ধ, অশ্বতর=ইন্দ্রিয়)। এই উপনিষৎখানি অতি প্রাচীন নয়। ডাঃ রোয়ের মনে করেন যে ব্রহ্মসূত্রে পরোক্ষ-ভাবেও এই উপনিষদের উল্লেখ নাই। যে দ্বাদশ উপনিষৎ বর্তমান সংকলনে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা সর্বশেষে রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেন "যে যুগে এই উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল, তখন বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এই উপনিষদে আমরা ষড়্দর্শনের দার্শনিক শব্দসমূহ এবং তাহাদের প্রধান তত্ত্বসমূহের সন্ধান পাই। মনে হয় যেন এই উপনিষৎ বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগের ঈশ্বরবাদী সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী।"[১] আচার্য শংকর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই উপনিষৎ হইতে ৫৩টি উদ্ধৃতি দিয়াছেন; ইহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে শংকরের যুগেও ইহা প্রমাণ্য উপনিষৎরূপে গৃহীত হইয়াছে।

এই উপনিষৎ বেদ এবং অন্যান্য উপনিষৎ হইতে অনেক মন্ত্র ইহাতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপনিষৎ ঈশ্বর-বাদী এবং শিক্ষা দেয় ঈশ্বরই জগৎকারণ এবং তাঁহাতে জীব-জগৎ অবস্থিত। মুণ্ডকোপনিষদে যে সাম্প্রদায়িক ভাবের বীজ দেখা যায়, এখানে তাহা যেন আরও একটু পরিস্ফুট। ব্রহ্মকে রুদ্রের সহিত এক বলা হইয়াছে।

এই উপনিষদের শংকরের নামে প্রচলিত এক ভাষ্য আছে। কিন্তু বর্তমান মনীষীরা বলেন এই ভাষ্য শংকরের লিখিত নয়। কিন্তু ভাষ্যকার মহা-পণ্ডিত ছিলেন, এবং সুন্দর ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যা ভাষ্যকার (সংক্ষেপে-ভা.) লিখিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রংগরামানুজ বা অন্য কোন রামানুজপন্থীর এই উপনিষদের কোন ভাষ্য নাই। আচার্য রাধাকৃষ্ণনের ব্যাখ্যা অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উপনিষদে অনেক স্থানে 'দেব' শব্দের উল্লেখ আছে। দেব অর্থ দেবতা নয়, দেব অর্থ স্বপ্রকাশ, বা প্রকাশাদি গুণযুক্ত পরমাত্মা।

---

(১) Radhakrishnan Indian Philosophy, vol. I, 142.

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

*ওম্, উহা পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্‌গত হন।
পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন ॥

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ওম্, (ব্রহ্ম) আমাদের (আচার্য ও শিষ্য) উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন,
আমাদের উভয়কে সমভাবে (বিদ্যাফল) ভোগদান করুন,
আমরা উভয়ে যেন সমভাবে বীর্যের সহিত কর্ম করি,
আমাদের উভয়েরই লব্ধ বিদ্যা তেজস্বী হউক,
আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি,

ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

(জগৎ কারণ)

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন (=প্রশ্ন করেন), ব্রহ্ম কি (জগৎ-)কারণ?
আমরা কোথা হইতে জাত হইয়াছি?
কাঁহা দ্বারা আমরা জীবিত আছি?
মৃত্যুর পর কোথায় 'সম্প্রতিষ্ঠা' (=স্থিতি-লাভ) হইবে?
হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ, কাঁহা দ্বারা নিয়মিত হইয়া আমরা সুখ-দুঃখের ব্যবস্থার অনুসরণ করি? ১।১

কাল[১], স্ব-ভাব[২], নিয়তি, 'যদৃচ্ছা'[৩], ভূতসমূহ[৪], বা পুরুষ (=জীবাত্মা) (জগতের) 'যোনি' (=কারণ) কিনা, ইহা চিন্তনীয়। ইহাদের সংযোগও (কারণ) নয়, (যেহেতু সংযোগ) আত্মার সাহায্য-সাপেক্ষ[৫]। (জীব) আত্মা—(যিনি) সুখ দুঃখের কারণের নিয়ন্তা নহেন[৬] (তিনিও কারণ) নহেন।[৭] ১।২

---

* ব্যাখ্যার জন্য ঈশোপনিষদের শান্তিপাঠের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৩—৪।

যিনি এক (=অদ্বিতীয়) (পরমাত্মা) কাল হইতে (জীব-)আত্মা পর্যন্ত[৮] পূর্বোক্ত 'নিখিল' কারণসমূহকে নিয়মিত করেন, (সেই) স্বগুণাবৃত[৯] দেবাত্মশক্তিকে[১০], তাঁহারা (=ব্রহ্মবিদ্‌গণ) ধ্যানযোগ দ্বারা সমাহিত হইয়া দর্শন করিয়াছিলেন। ১।৩

(১) কাল—time—রা; সর্বভূতের বিপরিমাণ বা রূপান্তর সংঘটনের কারণ যাহা তাহার নাম কাল—ভা।

(২) স্বভাব—inherent nature—রা; যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি—ভা।

(৩) যদৃচ্ছা—chance—রা; আকস্মিক সংঘটন—ভা. দ্র।

(৪) ভূতসমূহ=ক্ষিতি, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

(৫) চেতন আত্মাই বস্তু বা ব্যক্তিসমূহের সংযোগ সাধন করিতে পারেন। সংযোগ উদ্দেশ্যমূলক। অনিয়ন্ত্রিত জড়সংযোগ কখনও নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারে না—ভা. দ্র।

(৬) জীব জগতের বা নিজের সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। দুঃখ ও সুখ কর্মপরবশ, জীবাত্মাও কর্মপরবশ —স্বাধীন নহে, সুতরাং জগৎকারণ হইতে পারে না—ভা।

(৭) রাধাকৃষ্ণন বলেন এই উপনিষৎ যখন রচিত হয়, তাহার পূর্বে যে সকল চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল, এখানে সেই সকল মতের উল্লেখ করা হইয়াছে; অচেতন চেতনের কারণ হইতে পারে না। চেতন মানব ও শেষ কারণ নয় কারণ সে তাহার নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তাও নয়।

(৮) কাল হইতে আত্মা—দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত কারণসমূহ—কাল, স্বভাব নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতগণ, ও জীবাত্মা।

(৯) স্বগুণাবৃত—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ নামক নিজের তিনগুণ দ্বারা আবৃত; অথবা, স্বীয় কার্য (প্রকৃতি-জাত) পৃথিব্যাদি দ্বারা আবৃত—ভা., দ্র।

(১০) দেবাত্মশক্তি—দেব=স্বয়ং প্রকাশমান, আত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, তাঁহার শক্তি—ভা., দ্র। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন; কিন্তু এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়; ব্রহ্মের এই শক্তি বিশ্বের কারণ, এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নয়—রা। শ্বে. উ. মতে ব্রহ্মের শক্তি মিথ্যা নয়। পরে বলা হইয়াছে 'মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে'।

এক-নেমি-যুক্ত[১১], তিন (=সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ)-দ্বারা আবৃত, ষোড়শ-[১২], পঞ্চাশৎ-অর (=চক্রশলাকা)-যুক্ত[১৩], বিংশতি-প্রত্যয়

(১১) একনেমিযুক্ত—(নেমি অর্থ চক্রের প্রান্তভাগ)=জগতের কারণ অব্যাকৃত অবস্থা—ভা ; ঈশ্বরই সমস্ত প্রকাশিত জগতের একমাত্র কারণ—রা।

(১২) ষোড়শ-অন্ত-বিশিষ্ট—ষোড়শ-অন্ত শব্দ মূলে আছে। অন্ত—বিস্তারের পরিসমাপ্তির স্থান। ষোড়শটি হইতেছে—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং মন। অথবা প্র. উ. ৬।৪ মন্ত্রে বর্ণিত ষোড়শ কলা— প্রাণ শ্রদ্ধা, আকাশ বায়ু ইত্যাদি—ভা।

(১৩) পঞ্চাশৎ-অর-যুক্ত—পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয়-ভেদ (বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান) এই প্রত্যয়ভেদ চারিভাগে বিভক্ত—

(ক) বিপর্যয় পাঁচ প্রকার, (খ) অশক্তি আটাশ প্রকার, (গ) তুষ্টি নয় প্রকার, এবং (ঘ) সিদ্ধি আট প্রকার—৫০ প্রত্যয়ভেদ।

(ক) বিপর্যয় পাঁচ প্রকার—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তমিস্র, অন্ধতমিস্র।

(খ) অশক্তি আটাশ প্রকার—(i) বাহ্য অশক্তি এগারটি—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি। (ii) আন্তর অশক্তি—সতেরটি —নিম্নে লিখিত নয় প্রকার তুষ্টির অভাব-জনিত অশক্তি, আট প্রকার সিদ্ধি (যাহা নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে) এবং তাহাদের অভাবজনিত অশক্তি।

(গ) নয় প্রকার তুষ্টি—(১) প্রকৃতি—প্রকৃতিতত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া তুষ্টি, (২) উপাদান—সন্ন্যাসচিহ্ন দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণজনিত তুষ্টি, (৩) কাল, কালপুর্ণ হইলে অভীষ্ট প্রাপ্তি হইবে এই তুষ্টি (৪) ভাগ্য—ভাগ্যের উপর অভীষ্ট নির্ভর করে ভাবিয়া তুষ্টি, (৫) বিষয় অর্জনে বিরত থাকা জনিত তুষ্টি, (৬) বিষয় পরিত্যাগ-জনিত তুষ্টি, (৭) বিষয়-ভোগে বিরতি জনিত তুষ্টি, (৮) বিষয় ভোগ তৃপ্তি আনয়ন করে না, সুতরাং আসক্তি-ত্যাগ-জনিত তুষ্টি, এবং (৯) ভূত-হিংসা-ত্যাগজনিত তুষ্টি।

(ঘ) আট প্রকার সিদ্ধি—(১) উহ (জন্মান্তরীণ সংস্কারবশে জ্ঞান-লাভ-জনিত সিদ্ধি। (২) শব্দ-অধ্যয়ন না করিয়া শব্দ শ্রবণ করিয়া জ্ঞান-লাভ জনিত সিদ্ধি। (৩) অধ্যয়ন—শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানলাভ রূপ সিদ্ধি। (৪) (৫) (৬) ত্রিবিধ দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতাজনিত যে জ্ঞান লাভরূপ সিদ্ধি।

(=চক্র শলাকায় খিল)-যুক্ত[১৪], ষড়্-অষ্টক-যুক্ত[১৫], 'নানারূপ-একপাশ যুক্ত[১৬], তিন-বিভিন্ন-মার্গ-বিশিষ্ট[১৭], নিমিত্তদ্বয়-জনিত-একমোহযুক্ত[১৮] তাঁহাকে (=ব্রহ্মচক্রকে) এবং (চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপ) পঞ্চ-জল-স্রোত-বিশিষ্টা, (পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত-রূপ) পঞ্চ 'যোনি' (=কারণ) দ্বারা উগ্রাও বক্রা, পঞ্চপ্রাণরূপ-তরঙ্গযুক্তা, (পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ) পঞ্চপ্রকার-জ্ঞান-কারণ(মন রূপ)মূল-যুক্তা[১৯], (রূপ-শব্দাদি পঞ্চ বিষয়-রূপ) পঞ্চ-আবর্তযুক্তা, (গর্ভাবাস, জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুরূপ) পঞ্চ-দুঃখরূপ-স্রোতোবেগসম্পন্না, পঞ্চাশৎ-ভেদযুক্তা[২০], [অবিদ্যা, অস্মিতা (=অহংবুদ্ধি), রাগ, দ্বেষ ও মরণভয় রূপ] সোপান-যুক্তা (নদীকে) ধ্যান করি। ১।৪-৫

দ্রষ্টব্য—এই দুই মন্ত্রে জগৎকে ঘূর্ণমাণ চক্র এবং প্রবাহিণী নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে—রা।

(৭) সুহৃদ্ প্রাপ্তি ফল জনিত জ্ঞান-লাভ রূপ সিদ্ধি এবং (৮) দান-গুরুকে প্রিয়বস্তু দান করিয়া বিদ্যালাভ জনিতসিদ্ধি—ভা।

(১৪) বিংশ প্রত্যর—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়—বচন, গ্রহণ, বিচরণ, মলত্যাগ ও আনন্দ—ভা।

(১৫) ষড়্ (ছয় প্রকার) অষ্টক—

(ক) প্রকৃতি-অষ্টক—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ মন, বুদ্ধি, অহংকার।

(খ) ধাতু অষ্টক—ত্বক্, চর্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

(গ) ঐশ্বর্য-অষ্টক—অণিমা (=অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হওয়ার শক্তি), লঘিমা (=তুলার ন্যায় লঘু হওয়ার শক্তি), প্রাপ্তি (=ইচ্ছামত প্রাপ্তির শক্তি), প্রকাম্য (=ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া), মহিমা (=মহত্ত্ব লাভ), ঈশিত্ব (=সকলের উপর প্রভুত্ব), বশিত্ব (=সকলকে বশে রাখার শক্তি), কামাবসায়িত্ব (=কোনও প্রকারে কামনার ব্যাঘাত না হওয়া।

(ঘ) ভাবাষ্টক—ধর্ম ও অধর্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বৈরাগ্য ও অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও অনৈশ্বর্য।

'হংস'[২১] (=সংসারপথে বিচরণকারী জীব) (জীব-) আত্মাকে ও 'প্রেরিতা' (=নিয়ন্তা পরমেশ্বর)কে পৃথক্ মনে করিয়া, এই সর্ব জীবনাধার ও সর্বাশ্রয়[২২] বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে[২৩] ভ্রাম্যমাণ হয়। তাঁহার (=পরমাত্মার) দ্বারা অনুগৃহীত (অথবা সেবিত)[২৪] হইলে (জীব) অমৃতত্ব লাভ করে। ১।৬

(ঙ) দেবতাষ্টক—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ ও পিশাচ।

(চ) গুণাষ্টক—সর্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি (=ক্ষমা), অনসূয়া (=পরের সুখে হিংসা না করা), শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা—ভা।

(১৬) নানারূপ এক-পাশযুক্ত—পুত্র, পশু ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক একটি কামনা দ্বারা আবদ্ধ, অর্থাৎ বহুরূপী কামই একমাত্র বন্ধনরজ্জু—ভা; Whose one rope is manifold. It is desire or karma—রা।

(১৭) তিন মার্গ—ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞান—ভা।

(১৮) পাপ-পুণ্যরূপ দুইটি নিমিত্ত বা কারণ। এক মোহ=দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জাতি প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থে যে আত্মাভিমান (আত্মভ্রম) তাহাই একমাত্র মোহ—ভা. দ্র।

(১৯) মূলে আছে 'পঞ্চ বুদ্ধ্যাদিমূলা'=পঞ্চ বুদ্ধি অর্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ পঞ্চপ্রকার জ্ঞান। এই সকল জ্ঞানের আদিকারণ হইতেছে মন, সুতরাং পঞ্চপ্রকার জ্ঞান কারণ মনরূপ মূল যাহার—ভা।

(২০) পঞ্চাশপ্রকার ভেদযুক্ত। পূর্বোক্ত (১৩) পঞ্চাশ প্রকার অর বলা হইয়াছে, তাহাই পঞ্চাশ প্রকার ভেদ—অর্থাৎ বিপর্যয় ৫ প্রকার, অশক্তি ২৮ প্রকার, তুষ্টি ৯ প্রকার সিদ্ধি ৮ প্রকার—ভা।

(২১) মূলে এই হংস শব্দই আছে। হন্তি—হন্ ধাতু গমন করা অর্থে হংস। বিচরণশীল জীবকে হংস বলা হইয়াছে—ভা। মু. উ. মতে হংস অর্থ আত্মা, জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ই হইতে পারে। হংস শুভ্র, আত্মাও শুদ্ধ সেই জন্য বেদে উপনিষদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে হংস আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক. উ. ২।২।২ মন্ত্রে হংস পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইনি পরম ব্রহ্ম বলিয়া 'উদ্গীত'[২৫] হইয়াছেন।
তাঁহাতে 'ত্রয়'[২৬] (অবস্থিত)। (তিনি) (জগতের) 'সুপ্রতিষ্ঠা'[২৭] ও অক্ষর।
ব্রহ্মবিদ্গণ এখানে[২৮] (সর্ব-) 'অন্তর'কে জানিয়া
তাঁহাতে 'তৎপর'[২৯] হইয়া যোনিমুক্ত[৩০] হন, এবং ব্রহ্মে লীন হন। ১।৭

(২২) সর্বাশ্রয়—মূলে আছে সর্বসংস্থে=in which all rests—রা। ভাষ্যকার সংস্থা অর্থ প্রলয় বা সমাপ্তি, বলেন। এই মত গ্রহণ করিলে অনুবাদ হইবে 'সর্বজীবের লয়স্থান'। সংস্থা অর্থ সম্যক্ স্থিতি; বিনাশ বা প্রলয় অর্থ একটু কষ্টকৃত মনে হয়। পণ্ডিত দুর্গাচরণ ও স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি আশ্রয়স্থান বা প্রলয়স্থান উভয় অর্থ দিয়াছেন।

(২৩) ব্রহ্মচক্রে—কার্যকারণাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মচক্র বলা হইয়াছে—ভা; wheel of universe—ম. উ; Brahma wheel—রা।

(২৪) মূলে আছে 'জুষ্টঃ ততঃ তেন'। জুষ্ট—জুষ্ ধাতু+ক্ত। জুষ্ট শব্দ ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে ও শতপথব্রাহ্মণে—pleased, propitious, liked, wished, loved, agreeable অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—ম. উ.। রাধাকৃষ্ণন favoured অনুবাদ করিয়াছেন—সেই অর্থ এখানে গ্রহণ করিয়া 'অনুগৃহীত' অনুবাদ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার জুষ্ট অর্থ সেবিত দিয়াছেন, বন্ধনীর মধ্যে সেই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি অর্থ করেন, ঈশ্বরের দ্বারা, সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মা দ্বারা সেবিত হইয়া অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে সমাধি (মনন ও নিদিধ্যাসন) করিয়া সেই ঈশ্বর সেবনের ফলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

(২৫) উদ্গীত—Sung—রা। বেদান্ত শাস্ত্রে কার্যকারণ ভাবাপন্ন প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন—ভা।

(২৬) 'ত্রয়'—ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জগৎ) ও প্রেরিতা(ঈশ্বর)—ভা ও রা। অথবা—নাম, রূপ ও কর্ম, অথবা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ অথবা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ভা।

(২৭) সুপ্রতিষ্ঠা—অচল প্রতিষ্ঠা—ভা; firm support—রা।

(২৮) মূলে আছে অত্র=এখানে,—এই পঞ্চকোশাত্মক দেহে; অথবা বিরাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাকৃত পর্যন্ত এই প্রপঞ্চে—ভা।

(২৯) তৎপর—সমাধিসম্পন্ন—ভা। মূলে তৎপর শব্দই আছে।

(৩০) 'যোনিমুক্ত' মূলে এই শব্দই আছে—গর্ভ, জন্ম, জরা, মরণ ও সংসারভয় হইতে মুক্ত—ভা; freed from birth—রা; liberated from the womb (i.e. rebirth)—হি।

'ঈশ' (পরস্পর-) সংযুক্ত ক্ষর (=বিনাশী) ও অক্ষর,
ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বকে[৩১] ধারণ করেন।
'অনীশ' (জীব-) আত্মা ভোক্তৃ ভাবহেতু (সংসারে) আবদ্ধ হন[৩২]।
'দেব' (=ঈশ্বর)কে জানিয়া সর্বপাশ হইতে মুক্ত হন[৩৩]। ১।৮

সর্বজ্ঞ ও অজ্ঞ, 'ঈশ' ও 'অনীশ' উভয়ই জন্মরহিত।[৩৪]
ভোক্তার (=জীবের) ভোগ-সম্পাদনে নিযুক্ত এক জন্মরহিতা (প্রকৃতি)[৩৫] আছেন।
(পরম-) আত্মা অনন্ত, বিশ্বরূপ ও অকর্তা[৩৬],
(জীব) যখন 'ত্রয়'কে ব্রহ্মরূপে জানেন[৩৭] (তখন) তিনি বন্ধনমুক্ত হন। ১।৯

(৩১) অব্যক্ত (প্রকৃতি—সাংখ্যের প্রকৃতি নয়) হইতেছে কারণ এবং ব্যক্ত হইতেছে সেই অব্যক্তের কার্য (effect)। অব্যক্ত কারণরূপ প্রকৃতি অক্ষর, কার্যরূপী ব্যক্ত হইতেছে ক্ষর বিনাশ-শীল। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত। এই কার্য-কারণাত্মক বিশ্বকে ঈশ্বর ধারণ করেন—ভা।

(৩২) অনীশ=ন ঈশ (জীব)। তিনি ঈশ্বররূপে বিশ্বকে ধারণ করেন এবং অনীশ্বর জীবাত্মারূপে অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত দেহ-ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোক্তৃভাব হেতু সংসারে বদ্ধ হন—ভা। The soul not being the Lord is bound because of his being an enjoyer—রা।

(৩৩) রাধাকৃষ্ণন বলেন পরবর্তী শৈবসিদ্ধান্ত তত্ত্ব—যাহা পশু(=জীব)-পতি (ঈশ্বর) ও পাশ (=বন্ধন)—এই তিনের পার্থক্য করেন, তাঁহার বীজ আমরা এখানে পাই।

(৩৪) সর্বজ্ঞ=ঈশ, অজ্ঞ (=অল্পজ্ঞ) হইতেছে জীব। ব্রহ্মই ঈশ্বর ও জীবরূপে অবস্থান করেন বলিয়া উভয়েই জন্ম-রহিত—ভা। রামানুজপন্থীরা বলিবেন জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জন্মরহিত।

(৩৫) প্রকৃতি ব্রহ্মের মায়ারূপিণী শক্তি, সুতরাং জন্মরহিতা। তিনিই ভোক্তা, ভোগ্য-ভোগ সম্পাদনরূপ প্রয়োজন সাধনে ব্যাপৃতা—ভা।

(৩৬) অনন্ত—দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা ইহার অন্ত—পরিচ্ছেদ (সীমা) হয় না বলিয়া অনন্ত। বিশ্বরূপ—বিশ্বই তাঁহার রূপ বা বিকাশ; অকর্তা—সংসারসুলভ কর্তৃত্বাদিবর্জিত—ভা।

(৩৭) জীবাত্মা, ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই তিনকে যখন ব্রহ্মরূপে অবগত হন—ভা ও রা। অথবা ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য এই তিনটিই এই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্ব নাই—এইরূপে জানেন, তখন মুক্ত হন।

প্রধান ক্ষর (বিনাশ-শীল), হর[৩৮] অমৃত ও অক্ষর,
এক দেব (পরমেশ্বর) ক্ষর (প্রধান)কে ও (জীব-) আত্মাকে নিয়মিত করেন।
তাঁহার পুনঃপুনঃ অভিধ্যান[৩৯], (তাঁহাতে চিত্ত-) সংযোজন,
এবং তাঁহার তত্ত্ব-ভাব[৩৯] হইতে 'অন্তে'[৪০] বিশ্বমায়ার[৪১] নিবৃত্তি হয়। ১।১০
(সেই) দেবকে জানিলে সর্বপাশের (=বন্ধনের) 'অপহানি' (=ক্ষয়) হয়।
সকল ক্লেশ[৪২] ক্ষীণ (=ক্ষয়প্রাপ্ত) হইলে জন্মমৃত্যুর বিনাশ হয়।
তাঁহার (=পরমেশ্বরের) অভিধ্যান দ্বারা দেহপাতের পর তৃতীয় (অবস্থা)
বিশ্বৈশ্বর্য [অথবা বিশ্বৈশ্বর্য রূপ তৃতীয় (অবস্থা)][৪৩]
প্রাপ্ত হন, এবং কেবল[৪৪] ও আপ্তকাম[৪৫] হন[৪৬]। ১।১১

(৩৮) প্রধান—primal matter—রা; প্রকৃতি—দু. বি. গ। হর—শিবের নাম—রা। অবিদ্যা হরণ করেন বলিয়া হর—ভা।

(৩৯) অভিধ্যান—intense contemplation—রা; 'তত্ত্বভাব'—আমি ব্রহ্ম এই ভাব—ভা; by reflecting on Him—রা; by entering into His being—হি।

(৪০) অন্তে—প্রারব্ধ কর্মের অন্তে (ক্ষয়ে); অথবা আত্মজ্ঞান উদয় হইলে—ভা।

(৪১) বিশ্বমায়া—সুখ-দুঃখ মোহাত্মক সমস্ত সংসাররূপ মায়া—ভা. দু.; illusion of the world—রা; every illusion—হি।

(৪২) ৫ম মন্ত্রে যাহাকে পঞ্চপর্বা বলা হইয়াছে সেই পাঁচ প্রকার ক্লেশ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও মৃত্যু-ভয়—ভা, গ.

(৪৩) তৃতীয় অবস্থা বিশ্বৈশ্বর্য—বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ঈশ্বরত্বরূপ ফল লাভ করেন—ভা।

(৪৪) কেবল—নির্বিশেষ ব্রহ্ম-ভাব—দু. ও বি., সমস্ত ঐশ্বর্যের অতীত—গ.; সর্বৈশ্বর্য-যুক্ত নিরুপাধিক—সীতানাথ; alone—রা; absolute—হি। মনিয়ার উইলিয়াম্‌স বলেন বৈদিক শাস্ত্রে exclusively one's own (not common to others), alone, only, sole, not connected with anything else, abstract, absolute, simple, pure অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪৫) আপ্তকাম—আত্মকাম, পূর্ণানন্দ—ভা।

(৪৬) ভাবার্থ—এই মন্ত্র মুক্তির বিভিন্ন দিক্ ও অবস্থা বর্ণনা করিতেছে—মুক্তির দুইটি দিক্—বিনাশ ও লাভ। মুক্তিতে জন্ম-মৃত্যুর বিনাশ এবং ঈশ্বরের সহিত একত্বলাভ হয়। যখন এই প্রকাশিত জগতের অস্তিত্ব থাকে না তখন ব্রহ্মের সহিত একত্বলাভ হয়—রা।

এই নিত্য ও আত্মসংস্থ (ব্রহ্ম)কেই জানিবে।[৪৭]
ইহা হইতে অতিরিক্ত কিছু জানিবার নাই।
ভোক্তা (=জীব), ভোগ্য (=জগৎ) ও প্রেরিতা (=ঈশ্বর),
(জ্ঞানীদের দ্বারা) উপদিষ্ট এই তিন প্রকার সকলকেই ব্রহ্মরূপে
উপলব্ধি করিয়া (সাধক মুক্ত হন)।[৪৮] ১।১২

যেমন 'যোনিগত' (=নিজের উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠে নিহিত) বহ্নির রূপ দেখা যায় না অথচ তাঁহার লিঙ্গ (=সূক্ষ্ম শরীর) নাশ প্রাপ্ত হয় না; তিনি (=সেই অগ্নি)ই আবার ঘর্ষণ দ্বারা কাষ্ঠরূপ কারণ হইতে গ্রহণযোগ্য হন, সেই উভয়ের (অর্থাৎ ঘর্ষণের পূর্বে অগ্রাহ্য এবং ঘর্ষণের পরে গ্রাহ্য) ন্যায় প্রণবেরই দ্বারা এই শরীরে (আত্মা উপলব্ধ হন)।[৪৯] ১।১৩

নিজ দেহকে অধর (=নিম্ন) অরণি এবং প্রণবকে উত্তর অরণি,
(কল্পনা) করিয়া, পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ মথনের (ঘর্ষণের) দ্বারা,
(কাষ্ঠে) নিগূঢ় (অগ্নির) ন্যায় দেবকে দর্শন করিবেন[৫০]। ১।১৪

(৪৭) মূলে আছে—'এতৎ জ্ঞেয়ং নিত্যম্ এব আত্মসংস্থম্'। ভাষ্যকার নিত্যম্ নিয়মেন, নিয়মপূর্বক অর্থ করিয়াছেন। সর্বদাই জ্ঞেয়—গ., দু. ও বি.; রাধাকৃষ্ণন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং পণ্ডিত সীতানাথ নিত্যম্ অর্থ নিত্য অর্থ করিয়াছেন। বাক্য প্রসঙ্গানুযায়ী বলিয়া দ্বিতীয় মতানুসারে অনুবাদ করা হইয়াছে। আত্মসংস্থ=আত্মাতে অবস্থিত, অনাত্ম বাহ্য বস্তুতে অবস্থিত নয়—ভা; rests in the self—রা; present in the self—হি।

(৪৮) ভাবার্থ—জীবাত্মা, ভোগের বিষয় প্রকৃতি ও পরমেশ্বর সকলেই ব্রহ্মের রূপ—রা।

(৪৯) ভাবার্থ—কাষ্ঠে অগ্নি সর্বদাই নিহিত থাকে ঘর্ষণদ্বারা সেই অগ্নি দৃষ্ট হয়। সেইরূপ আত্মা সর্বদাই আমাদের দেহে আছেন, কিন্তু যাহারা অজ্ঞানে অবস্থিত, তাহাদের দ্বারা তিনি দৃষ্ট হন না। প্রণব ধ্যান দ্বারা দৃষ্ট হন—রা।

(৫০) ভাবার্থ—ব্রহ্মোপলব্ধির বাধা অতিক্রম করিতে প্রত্যেককে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। এখানে, ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে (যেন) বাহির করিয়া আনিতে, উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—রা।

*সত্য ও তপ দ্বারা যিনি ইঁহাকে অন্বেষণ করেন,
তিলের মধ্যে তৈল, দধিতে ঘৃত, (অন্তঃস্রোতা) নদীতে জল এবং
অরণিসমূহের মধ্যে অগ্নির ন্যায় (তাঁহার নিজের) আত্মাতেই
(পরম) আত্মা গৃহীত (=সাক্ষাৎকৃত) হন[৫১]। ১।১৫

*দুগ্ধে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায় সর্বব্যাপী, আত্মবিদ্যা ও তপের মূল যিনি
সেই সর্বব্যাপী আত্মাকে—পরম শ্রেয় (=মুক্তি) যাঁহাতে নিষণ্ণ সেই
ব্রহ্মকে[৫২] [অথবা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সেই ব্রহ্মকে]
(সত্য ও তপদ্বারা সাধক নিজ আত্মাতে প্রাপ্ত হন)। ১।১৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

(৫১) ভাবার্থ—আমাদের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, যদি আমরা (শাস্ত্রীয়) অনুশাসন সমূহ পালন করি, তবেই তিনি প্রকাশিত হন, এবং তাঁহাকে দীপ্তিমান্ করার জন্য আমাদের সাধনার প্রয়োজন। পরবর্তী এক উপনিষদে বলা হইয়াছে যে দুগ্ধে ঘৃতের মত ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন; যেমন দুগ্ধ মন্থন করিয়া ঘৃত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ অন্তর্জ্যোতি প্রকাশের জন্য মনের মন্থন প্রয়োজন—রা।

(৫২) মূলে আছে—'তৎ ব্রহ্ম উপনিষৎ পরম্' (এই অধ্যায়ের শেষ বাক্যাংশ বলিয়া ইহা মূলে দুইবার বলা হইয়াছে)। মূল মন্ত্রটি পরিশিষ্ট ক (৮২) তে দেওয়া হইয়াছে। পদগুলি সব দ্বিতীয়া বিভক্তিতে আছে। রাধাকৃষ্ণন অনুবাদ করেন The Self which pervades all things, etc., is the Brahman the highest mystic doctrine. ভাষ্যকার (দুর্গাচরণ, বিশুদ্ধানন্দ ও গম্ভীরানন্দ) তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরং শব্দের অর্থ করিয়াছেন উপনিষণ্ণম্ অস্মিন্ পরং শ্রেয়ঃ—ইঁহাতেই পরম শ্রেয় (=মুক্তি) নিষণ্ণ (বা বিদ্যমান) এমন ব্রহ্মকে দর্শন করেন। সেই অর্থ-ই অনুবাদে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার অন্য অর্থও সম্ভব তাহা এই—সেই উপনিষদ্ (-প্রতিপাদ্য) পরম ব্রহ্ম। এই অর্থ খুব সম্ভব মনে হয়। এই অর্থানুসারে অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত

*মূল মন্ত্র দুইটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৮২) দ্রষ্টব্য।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

দ্বিতীয় অধ্যায়

*তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সবিতা[১] প্রথমে[২] আমাদের মন ও ধীসমূহ[৩] (পরমাত্মার সহিত) সংযোজিত করুন।
অগ্নির জ্যোতি[৪] দর্শন করিয়া (সেই জ্যোতি) পৃথিবীর অধিকারে[৫] আনয়ন করুন[৬]। ২।১

(পরমাত্মায়) যুক্ত মনের দ্বারা আমরা সবিতৃদেবের অনুমতিক্রমে যথাশক্তি স্বুবর্গ প্রাপ্তির[৭] জন্য (প্রযত্ন করিব)। ২।২

(১) সবিতা—জগৎপ্রসবিতা অথবা সূর্য—ভা; Inspirer—রা।

(২) প্রথমে—ধ্যানারম্ভে—ভা।

(৩) ধীসমূহ—প্রাণ ইন্দ্রিয়সমূহ অথবা বাহ্য বিষয় জ্ঞানসমূহ—ভা; বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ—দু; Thoughts—রা।

(৪) অগ্নির জ্যোতি এখানে অগ্নিদ্বারা উপলক্ষিত সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবগণকে বুঝাইতেছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই সমস্তই ইন্দ্রিয়পদ-বাচ্য। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্যশক্তি নিয়মিত করার জন্য এক এক জন দেবতা আছেন, ঐ সকল দেবতাকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে। বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা অগ্নি। মূলে শুধু অগ্নির নাম উল্লেখ আছে। অন্যান্য দেবতাকেও অগ্নিশব্দে ধরিয়া লইতে হইবে, এই জন্য উপলক্ষণ বলা হইয়াছে—দু। জ্যোতি—বিষয় প্রকাশ-সামর্থ্য—ভা., বি।

(৫) পৃথিবীর অধিকারে—এই শরীরে—ভা।

(৬) ভাবার্থ—ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ, তাহারা আত্মাভিমুখী হউক, এবং বহির্বিষয় প্রকাশ না করিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হউক—গ।

(৭) স্বুবর্গপ্রাপ্তি—সাধারণ অর্থ স্বর্গ-প্রাপ্তি। ভাষ্যকার বলেন স্বর্গ প্রাপ্তির হেতুভূত ধ্যান কর্মে—অর্থাৎ সুখস্বরূপ পরমাত্মা-লাভের হেতুভূত ধ্যানে—গ; সুখস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য—বি।

* ২।১, ২।২, ২।৩, ২।৪ ও ২।৫ মন্ত্র তৈত্তিরীয় সংহিতার ৪।১।১।১-৫ মন্ত্র। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এই মন্ত্র সমূহ বাজসনেয়ী সংহিতা ১১।১-৫ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।৩।১২-৭ মন্ত্রে আছে। ২।৪ মন্ত্রটি ঋ. বে. ৫।৮১।১, বা. সং. ৫।১৪ এবং ১১।৪, ২।৫ মন্ত্রটি ঋ. বে. ১০।১৩।১, বা. সং ১১।৫ এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রথম তিন লাইন অ. বে. ১৮।৩।৩৯-এ আছে।

সবিতা স্বর্গ(=সুখস্বরূপ ব্রহ্ম)-গামী সেই দেব(=ইন্দ্রিয়)-গণকে,
মন ও ধী দ্বারা (পরমাত্মার সহিত) যুক্ত করিয়া দিব্য,
বৃহৎ জ্যোতি প্রকাশের জন্য
অনুপ্রাণিত করুন[৮]। ২।৩

(যে) বিপ্রগণ মনকে (ব্রহ্মে) যুক্ত করেন, এবং
ধী[৯]-সমূহকেও (ব্রহ্মে) যুক্ত করেন,
তাঁহাদেরই সেই ব্যাপক, বৃহৎ ও সর্বজ্ঞ
সবিতৃদেবের এই প্রকার মহতী স্তুতি (করা কর্তব্য)।
(কারণ) প্রজ্ঞাবিদ্ অদ্বিতীয় (সবিতৃদেব)ই
হোতৃ-ক্রিয়া (=যজ্ঞাদিকর্ম-) সমূহের বিধান করিয়াছেন[১০]। ২।৪

(হে ইন্দ্রিয়গণ ও মন), তোমাদিগকে নমস্কার দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্মে যুক্ত (সমাহিত) করি[১১]।
আমার শ্লোক (=স্তুতি) সূর্যের (অথবা সাধু)[১২] পথে বিস্তৃত হউক।
যে সকল অমৃতের পুত্রগণ দিব্যধামে বাস করেন তাঁহারা (আমার স্তুতি) শ্রবণ করুন। ২।৫

(৮) ভাবার্থ—সবিতা মনকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া পরমাত্মাভিমুখী মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ধী(=সম্যক্ জ্ঞান বা বিবেকবুদ্ধি)-র সাহায্যে বৃহৎ জ্যোতি প্রকাশময় ব্রহ্মের অনুভবের উপযুক্ত করুন—দু।

(৯) ধী-সমূহকে—ইন্দ্রিয়গণকে—ভা ; thoughts—রা।

(১০) এই অনুবাদ ভাষ্যকারের এবং প্রাচ্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যানুযায়ী। রাধাকৃষ্ণন এইরূপে অনুবাদ করেন 'The sages of the great all-knowing control their thoughts. The one who knows the law has ordered ceremonial functions. Great is the praise of the divine Savitr.

(১১) মূলে আছে 'যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ'। উপরে প্রদত্ত অনুবাদ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুযায়ী। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ও রাধাকৃষ্ণন অনুবাদ করেন 'I join your ancient prayers with adoration'.।

(১২) মূলে আছে সূরেঃ—of the sun—রা ; সৎ, সাধু—ভা।

অগ্নি যেখানে মথন করা হয়,
বায়ু যেখানে নিরোধ করা হয়,
সোম(-রস) যেখানে পরিপূর্ণ হইয়া অতিরিক্ত হয়,
সেখানে মন সঞ্জাত হয়[১৩]। ২।৬

(জগৎ-)প্রসবকারী সবিতা দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্মকে সেবা (=উপাসনা) করিবে।
তাঁহতে আশ্রয় (বা সমাধি[১৪]) কর।
(তাহা হইলে) পূর্তকর্ম তোমাকে[১৫] সংসারে আবদ্ধ করিবে না। ২।৭

(সাধক) (শির, গ্রীবা, ও বক্ষ এই) তিনটি[১৬] সমুন্নত করিয়া
শরীরকে সমভাবে স্থাপন করতঃ, মন দ্বারা
ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিয়া, ব্রহ্মরূপ[১৭] উড়ূপ (=ভেলা) দ্বারা,
সকল ভয়াবহ (সংসাররূপ) স্রোত সমূহ উত্তীর্ণ হইবেন। ২।৮

(১৩) ভাষ্যকার দুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যা—যে যজ্ঞে অগ্নি কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত হয়, প্রবর্গ্যাদি (বায়ুর স্তুতি প্রভৃতি) দ্বারা বায়ুনিরোধ করা হয়, যেখানে সোমরস অতিরিক্ত হয়, সেই যজ্ঞে মন আসক্ত হয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—অগ্নি অর্থ পরমাত্মা কারণ তিনি অবিদ্যাও তাহার কার্য দগ্ধ করেন। যেখানে অর্থ যাঁহাতে—যে পুরুষে অগ্নি মথিত হয় অর্থাৎ ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা মথিত হয়। বায়ু যাঁহাতে অধিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ রেচকাদি কর্মদ্বারা অব্যক্ত শব্দ উৎপাদন করে, অনেক জন্ম সেবা দ্বারা সোম যেখানে অতিরিক্ত হয় যজ্ঞ, দান, তপ, প্রাণায়াম, সমাধি দ্বারা বিশুদ্ধ সেই অন্তঃকরণে পরিপূর্ণ আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে মন সমুৎপন্ন হয়—ভা., দ্র।

(১৪) আশ্রয় বা সমাধি—মূলে আছে যোনি—dwelling place—রা; সমাধি—ভা।

(১৫) পূর্ত—স্মৃতিবিহিত কর্ম—ভা; অর্থাৎ কূপ-তড়াগাদি খনন, ইষ্ট কর্ম—যজ্ঞাদি।

(১৬) মূলে আছে 'ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্' অর্থাৎ তিন অংশ—শির, গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত (erect) হইয়াছে যে শরীর। সেইরূপ শরীরকে সমভাবে ধারণ করিতে হইবে—ভা। তুলনীয় গী. ৬।১৩।

(১৭) ব্রহ্মরূপ—প্রণবরূপ—ভা।

বিদ্বান্ সংযুক্তচেষ্ট[১৮] হইয়া, (পঞ্চ) প্রাণ (-বায়ুকে) প্রপীড়ন[১৯] করিয়া
প্রাণ(-বায়ু) ক্ষীণ হইলে, নাসিকাদ্বয় দ্বারা শ্বাসত্যাগ করিবেন,
এবং দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় এই মনকে অপ্রমত্ত হইয়া ধারণ করিবেন। ২।৯

সমতল, শুচি, শর্করা (=কাঁকর), বহ্নি ও বালুকা-বর্জিত,
শব্দ-জলাশ্রয়[২০]-বর্জিত, মনের অনুকূল, চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে,
এইরূপ বায়ু-প্রবাহ-শূন্য গুহা প্রভৃতি আশ্রয়ে
(মনকে পরমাত্মায়) সংযোজিত করিবে।　　২।১০

যোগের সময়ে ব্রহ্মের অভিব্যক্তি-সূচক নীহার, ধূম,
সূর্য, অনিল, অনল, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র
এই সমুদয়ের রূপ অগ্রগামী হয়(অর্থাৎ পূর্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে)[২১] ।২।১১

(১৮) সংযুক্তচেষ্ট (মূলে এই শব্দই আছে)—যাহার চেষ্টা (প্রযত্ন) সংযুক্ত-সম্যক্রূপে নিয়মিত হইয়াছে—ভা; Who has controlled all movements—রা। তুলনীয় গী ৬।১৬-১৭. 'যুক্তচেষ্ট' হইবে।

(১৯) প্রাণবায়ু প্রপীড়ন করিয়া—পূরক ও কুম্ভক করিয়া—অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার দক্ষিণ-পুট (ভাগ) চাপিয়া ধরিয়া, বামপুট দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ (আকর্ষণ) করিবে। ইহাকে পূরক বলে। তাহার পর বায়ু নিয়মিত সময় পরিমাণ ভিতরে ধারণ করিবে। এই বায়ু ধারণ করাকে কুম্ভক বলে। কুম্ভকের পরে বাম নাসিকাপুট চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ নাসিকাপুট ছাড়িয়া উহা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবে। ইহাকে রেচক বা রেচন বলে। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিয়া পূর্বের ন্যায় বাম নাসিকাপুটে রেচন করিবে—ভা., দু.।

(২০) মূলে আছে 'শব্দ-জলাশ্রয়'—শব্দ ও জলাশয়—দু। ভাষ্যকার বলেন অর্থ শব্দ, জল (=জলাশয়) ও আশ্রয় (=মণ্ডপ)।

(২১) ভাবার্থ—নীহার অর্থ তুষার। ইন্দ্রিয়গণ সহ চিত্তের বৃত্তি সেই তুষারের ন্যায় প্রবর্তিত হয়। তাহার পর ধূমের ন্যায় প্রকাশিত হয়, তাহার পর সূর্যের ন্যায় এবং তাহার পর বায়ুর ন্যায় প্রকাশ পায়। তাহার পর অগ্নির ন্যায় অত্যুষ্ণ প্রকাশ-ও-দহনশীল বায়ু প্রবাহিত হয়—বাহ্য বায়ুর ন্যায় সংক্ষুভিত প্রবল বায়ু প্রকাশিত হয়। কখন কখন অন্তরীক্ষ খদ্যোতখচিতের ন্যায় দেখা যায়, কখনও

পৃথিবী, অপ্, তেজ, অনিল (বায়ু) ও আকাশ সমুত্থিত[২২] হইলে,
পঞ্চাত্মক যোগগুণ[২৩] প্রকাশিত হইলে,
'যোগাগ্নিময়'[২৪] শরীর-প্রাপ্ত সাধকের
রোগ থাকে না, জরাও না, মৃত্যুও[২৬] না। ২।১২

(শরীরের) লঘুতা, রোগহীনতা, লোভশূন্যতা, 'বর্ণপ্রসাদ'(=উজ্জ্বলকান্তি)
'স্বরসৌষ্ঠব' (=স্বরের মাধুর্য) শুভ (=সদ্) গন্ধ, মলমূত্রের অল্পতা
(এই সকলকে) (যোগিগণ) প্রথম যোগ-সিদ্ধি[২৫] বলিয়া থাকেন। ২।১৩

যেমন মৃত্তিকা দ্বারা উপলিপ্ত বিম্ব[২৭], উত্তমরূপে ধৌত[২৮] হইলে,
তাহাই তেজোময় (সমুজ্জ্বল) হইয়া প্রকাশ পায়,
সেইরূপ দেহী 'আত্মতত্ত্ব' প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করিয়া,
(পরমাত্মার সহিত) এক, বীতশোক এবং কৃতার্থ হন। ২।১৪

বা উহা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়। কখনও বা স্ফটিকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কখনও বা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখা যায়। যোগসাধনে নিরত সাধকের ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্বে এই সকল চিহ্ন প্রকাশিত হয়। তখন বুঝিতে হইবে যোগসিদ্ধি হইবে—ভা।

(২২) সমুত্থিত হইলে—ধ্যানবলে স্ব স্ব কারণে বিলীন হইলে—দু.; অভেদ ধ্যান দ্বারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতকে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিলে—বি.; অভিব্যক্ত হইলে – গ.

(২৩) পঞ্চাত্মক যোগগুণ—পৃথিবী, অপ্, জল, বায়ু ও আকাশের গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ প্রকার যোগ গুণ। ভাষ্যকার কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন নাই। অর্থ মনে হয় ধ্যানে যখন পঞ্চভূত লয় হইয়া গেলে, পঞ্চভূতের পঞ্চ গুণ উদিত হয়, সেই পঞ্চগুণ যখন ধ্যানে লয় হয়, তখন যোগাগ্নিময় শরীর হয়।

(২৪) যোগাগ্নিময় শরীর—যোগাগ্নি দ্বারা যাহার দোষসমূহ দগ্ধ হইয়াছে—ভা।

(২৫) প্রথম যোগসিদ্ধি—যোগসিদ্ধির পূর্বভাবী চিহ্ন—গ।

(২৬) মৃত্যু—অকাল মৃত্যু—দু।

(২৭) বিম্ব—mirror (দর্পণ)—রা; সুবর্ণময় বা রৌপ্যময় পদার্থ—ভা।

(২৮) মূলে আছে 'সুধান্তম্'=বৈদিক প্রয়োগ; সুধৌত, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা শোধিত—ভা; cleaned—রা।

যখন (যোগ-)যুক্ত (সাধক) দীপস্থানীয় আত্মতত্ত্বের দ্বারা
ইহলোকে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ দর্শন করেন,
তখন তিনি অজ (=জন্মরহিত), ধ্রুব[২৯], সর্বতত্ত্ব দ্বারা বিশুদ্ধ[৩০]
দেবকে জানিয়া, সর্বপাশ হইতে মুক্ত হন।　২।১৫

*এই 'দেব' সমস্ত দিগ্‌বিদিগ্‌(-ব্যাপী),
তিনিই প্রথম জাত (হইয়াছিলেন)[৩১],
তিনিই গর্ভের মধ্যে[৩২], তিনিই জাত[৩৩] হন, তিনিই ভবিষ্যতে জাত হইবেন,
তিনি সর্বজীবের অভ্যন্তরে সর্বতোমুখ[৩৪] হইয়া অবস্থান করেন।　২।১৬

**যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলেতে,
যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন,
যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে,
সেই দেবকে নমস্কার, নমস্কার।　২।১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

(২৯) ধ্রুব—যিনি নিজের স্বভাব হইতে কখনও চ্যুত হন না—ভা।

(৩০) সর্বতত্ত্বদ্বারা বিশুদ্ধ—অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত কার্যবর্গ দ্বারা বিশুদ্ধ অর্থাৎ অস্পৃষ্ট—ভা; Free from all natures—র'।

(৩১) প্রথম জাত—হিরণ্যগর্ভরূপে প্রথম জাত—ভা।

(৩২) তিনিই গর্ভের অভ্যন্তরে—in the womb—রা; ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিরাট্‌ রূপে বর্তমান—দ্র., বি., গ.।

(৩৩) জাত হইয়াছেন—শিশুরূপে—ভা., জীবরূপে—দ্র. জাত হইয়াছেন।

(৩৪) সর্বতোমুখ—সর্বপ্রাণীর অভিমুখে যাঁহার মুখ—ভা., দ্র.; বিশ্বরূপে—বি.; stands opposite to all persons—রা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত

* মন্ত্রটি বাজসনেয়ী সংহিতা ৩২।৪ হইতে গৃহীত।

** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৮৩) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

(পরম সত্য)

যিনি 'এক' 'জালবান্'[১] (মায়াবী)
ঐশীশক্তিসমূহ দ্বারা শাসন করেন,
যিনি 'এক' হইয়াও (লোকসমূহকে) 'উদ্ভবে'[২] (=উৎপত্তিতে)
ও সম্ভবে (=স্থিতিতে) ঐশীশক্তি দ্বারা শাসন করেন.
ইহা (=তাঁহার তত্ত্ব) যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত হন। ৩।১

রুদ্র একই, (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) দ্বিতীয় কাহারও জন্য অবস্থান করেন না[৩]
যিনি এই লোকসমূহ ঐশীশক্তি দ্বারা শাসন করেন,
তিনি সর্বজনের অন্তরে (বা অন্তরস্থ হইয়া) অবস্থান করেন,
তিনি বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়া, (তাহাদের) পালক হন, এবং
অন্তকালে[৪] সংহার করেন[৫]। ৩।২

(১) জালবান্—জাল=মায়া, জালবান্=মায়াবী—ভা। যিনি জাল বিস্তার করেন—one who spreads out net—রা।

(২) মূলে আছে 'যঃ এব এক উদ্ভবে সম্ভবে চ'। উদ্ভবে—বিভূতিযোগে (ঐশ্বর্যলাভে)—ভা. ; উৎপত্তিতে—দু ; arise—রা। সম্ভবে—প্রাদুর্ভাবে—ভা. ; প্রলয়ে—দু. ; continue to exist—রা. ; স্থিতি—সীতানাথ। বাক্যপ্রসঙ্গ অনুসারে উৎপত্তি ও স্থিতি অর্থই সমীচীন মনে হয়। হিউমও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩) মূলে আছে "ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ"=দ্বিতীয়ের জন্য অবস্থান করেন না। কাহারা? ব্রহ্মবিদ্‌গণ। রুদ্র একই সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তুর অপেক্ষা করেন নাই—বি. ; দ্বিতীয় বস্তু কোন দর্শন করেন নাই—দু। ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া রাধাকৃষ্ণন অনুবাদ করিয়াছেন 'there is no place for a second' (দ্বিতীয়ের কোন স্থান নাই)।

(৪) অন্তকালে—end of time—রা ; প্রলয় কালে—ভা।

(৫) ভাবার্থ—পরম সত্যকে রুদ্রের সহিত এক বলা হইয়াছে। তিনি সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন। ঋগ্বেদে প্রথম রুদ্রকে প্রকৃতির সংহারশক্তি-স্বরূপ বলা হইয়াছে। তাঁহার শক্তি ঝটিকা ও বিদ্যুতে প্রকাশিত। বেদের পরবর্তী অংশে তাঁহাকে শিব—মঙ্গলময় এবং মহাদেব, প্রধান ঈশ্বর বলা হইয়াছে। এই ঋগ্বেদেই বলা হইয়াছে তিনি জটাজুটধারী ব্যাঘ্রচর্মপরিধানকারী ও পর্বতবাসী—রা।

*সর্বত্র-চক্ষু এবং সর্বত্র-মুখ, সর্বত্র-বাহু ও সর্বত্র-পাদ[৬]
এক দেব দ্যুলোক ও ভূলোক[৭] সৃষ্টি করিয়া,
(মনুষ্যগণে) বাহুদ্বয় এবং (পক্ষিগণে) পক্ষসমূহ[৮]
সংযোজিত করিয়াছেন। ৩।৩

**যিনি দেবগণের 'প্রভব ও উদ্ভব'-হেতু[৯], বিশ্বাধিপ, রুদ্র, মহর্ষি[১০],
এবং হিরণ্যগর্ভকে[১১] জন্ম-দান করিয়াছিলেন,
তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।[১২] ৩।৪

(৬) মূলে আছে 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ উত বিশ্বতোমুখঃ, বিশ্বতো বাহুঃ উত বিশ্বতস্পাৎ'। বিশ্বতঃ=সর্বত্র—দ্র—অর্থাৎ সর্বত্র যাঁহার চক্ষু, মুখ বাহু ও পাদ। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন সর্বপ্রাণীর চক্ষুই তাঁহার চক্ষু, সেইজন্য ইচ্ছামত সর্বত্র সমস্ত রূপাদি বিষয় দর্শনে চক্ষুর ন্যায় ইহার সামর্থ্য আছে অন্যান্য শব্দেও এইরূপ অর্থ যোজনা করিতে হইবে—ভা. দ্র ; eye on every side, face on every side—রা।

(৭) দ্যুলোক ও ভূলোক—ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাট্—ভা., দ্র.।

(৮) মূলে আছে 'সং ধমতি বাহুভ্যাম্ সম্পতত্রৈঃ'। শঙ্করানন্দ বাহুদ্বয় অর্থ ধর্ম ও অধর্ম, পতত্রৈঃ—(পক্ষসমূহ) অর্থ পতনশীল পঞ্চকৃত মহাভূত, এই অর্থ করেন। ভাষ্যকার বলেন পতত্র অর্থ যাহা পতন নিবারণ করে, পক্ষিগণের জন্য পাখা এবং মানুষের পদদ্বয়।

(৯) প্রভব-উদ্ভব-হেতু—উৎপত্তি ও বিভূতি (ঐশ্বর্য) লাভের হেতু—ভা ; source and origin—রা।

(১০) মহর্ষি—সর্বজ্ঞ—ভা. ; Great Seer—রা।

(১১) হিরণ্যগর্ভ—হিরণ্য, হিতকর, রমণীয়, অতি উজ্জ্বল জ্ঞান, যাহার গর্ভ (=অন্তঃসার) তিনি হিরণ্যগর্ভ—ভা।

(১২) তৃতীয় মন্ত্রে বিশ্বরূপ বিরাট্-স্বরূপে এবং এই মন্ত্রে বিশ্বাত্মা হিরণ্যগর্ভে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৮৪) দ্রষ্টব্য। ঋ. বে. ১০।৮১।৩, অ. বে. ১৩।২।২৬, বা. সং. ১৭।১৯, তৈ. সং. ৪।৬।২।৪, তৈ. আ. ১০।১।৩, হইতে এই মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত।

** এই মন্ত্রটি পুনরায় শ্বে. উ. ৪।১২-তে আছে।

*হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত, তোমার যে 'শিবা', অ-ঘোরা,
অপাপ-কাশিনী[১৩] তনু,
সেই সুখতমা তনুদ্বারা আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর[১৪]। ৩।৫

*হে গিরিশন্ত, হে গিরিত্র[১৫], নিক্ষেপের জন্য যে বাণ
তুমি হস্তে ধারণ করিয়াছ তাহাকে (সেই বাণকে) মঙ্গলময় কর ;
আমাদের কোন পুরুষকে বা জগৎকে হিংসা করিও না। ৩।৬

তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ[১৬], ব্রহ্মপর[১৭], বৃহৎ[১৮], সর্বভূতের শরীর-অনুযায়ী অন্তরে নিহিত বিশ্বের এক পরিবেষ্টনকারী সেই 'ঈশ'কে জানিয়া (মানুষ) অমৃত হয়।[২০] ৩।৭

(১৩) শিবা, অঘোরা, অপাপকাশিনী—শিবা—শুদ্ধা, অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত-দোষরহিতা, সচ্চিনানন্দস্বরূপা, অদ্বয়ব্রহ্মরূপা ; অঘোরা—যাহা ঘোরা (ভয়ঙ্করী) নয় চন্দ্রবিম্বের ন্যায় আনন্দ-দায়িনী অপাপকাশিনী—স্মরণমাত্রই যাহা পাপ নাশ করে, পুণ্যাভিব্যক্তকারী।

(১৪) নিরীক্ষণ কর—পরম শ্রেয় যুক্ত কর—ভা।

(১৫) গিরিশন্ত, গিরিত্র, (মূলে এই দুই শব্দই আছে)—গিরিতে বাস করিয়া যিনি শং (=সুখ) বিধান করেন (তনোতি) তিনি গিরিশন্ত; গিরিকে যিনি ত্রাণ করেন, তিনি গিরিত্র—ভা।

(১৬) মূলে আছে 'ততঃ পরম্'—তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহা অর্থ কি ?—বৈদিক দেবতা রুদ্র অথবা প্রকাশিত জগৎ—রা। পুরুষ (জীবাত্মা)-যুক্ত জগৎ অর্থাৎ জীব ও জগৎ, অথবা জগদাত্মক বিরাট্ হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার অতীত—ভা।

(১৭) ব্রহ্মপর—মূলে এই শব্দই আছে—ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইতে পরং অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—ভা। পরম ব্রহ্ম—রা ও হি।

(১৮) বৃহৎ—সর্বব্যাপক বলিয়া বৃহৎ—মহৎ—ভা।

(১৯) পরিবেষ্টনকারী—মূলে আছে 'বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্' সমস্ত জগৎ অন্তর্ভুক্ত বা কবলিত করিয়া স্ব-স্বরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত—ভা., দ্র: ; One who envelopes the universe—রা।

(২০) এই মন্ত্রে ঈশ্বরকে নির্দেশ করা হইয়াছে। ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বিরাট্ রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি অন্তর্যামী ও পরমেশ্বর—রা।

* বা. সং. ১৬।২-৩ হইতে এই মন্ত্রদ্বয় গৃহীত।

*আদিত্যবর্ণ[২১] ও অন্ধকারের অতীত[২২] এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি।
তাঁহাকেই জানিয়া (ব্রহ্মবিদ্) মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।
(মুক্তিতে) গমনের অন্য পথ নাই[২৩]। ৩।৮

যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কিছু নাই[২৪],
যাঁহা হইতে অণুতর এবং মহত্তর কিছু নাই,
যিনি এক, এবং বৃক্ষের ন্যায় 'স্তব্ধ'[২৫] ভাবে আকাশে (বা স্বর্গে) বর্তমান[২৬],
সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত (বিশ্ব) পূর্ণ। ৩।৯

তাহা (=জগৎ) হইতে যিনি 'উত্তরতর'[২৭],
তিনি অরূপ ও অনাময়[২৮]।
যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।
আর, অন্যেরা দুঃখই প্রাপ্ত হয়। ৩।১০

(২১) আদিত্যবর্ণ—মূলে এই শব্দই আছে=প্রকাশরূপ—ভা।

(২২) অন্ধকারের অতীত—মূলে আছে 'তমসঃপরস্তাৎ'—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত—ভা।

(২৩) মূলে আছে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। অয়ন—going (=গমন); ম. উ. ও রা—পরম পদ প্রাপ্তির জন্য—ভা; for going (to salvation)—রা।

(২৪) মূলে আছে 'যস্মাৎ পরং ন অপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ' উপরের অনুবাদ ভাষ্যকার ও রাধাকৃষ্ণন অনুযায়ী। কিন্তু দুর্গাচরণ ও গম্ভীরানন্দ মতে অনুবাদ হইবে—'যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছু নাই'।

(২৫) স্তব্ধ—নিশ্চল—ভা।

(২৬) মূলে আছে—'দিবি তিষ্ঠতি'—আকাশে বর্তমান=দ্যোতনশীল আত্মাতে স্বীয় মহিমায় বর্তমান—ভা; established in heaven—রা।

(২৭) 'উত্তরতর'—(মূলে এই শব্দই আছে)—beyond this world—রা। জগতের উত্তর অর্থাৎ কারণ, তাহারও উত্তর (পরবর্তী) অর্থাৎ কার্যকারণ (effect and cause) ভাবরহিত ব্রহ্ম—ভা. দ্র. জগৎ-কারণের ঊর্ধ্বে।

(২৮) অনাময়—আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ শূন্য—ভা.; without suffering—রা।

* মূল মন্ত্রটির পরিশিষ্ট ক (৮৫) দ্রষ্টব্য। মূল মন্ত্রটির বা. সং. ৩১।১৮ হইতে গৃহীত।

*সেই ভগবান্[২৯] (জগতের) সকল-আনন-শির-গ্রীবাযুক্ত[৩০]
সর্বভূতের গুহায়[৩১] অবস্থিত এবং সর্বব্যাপী,
সেই জন্য তিনি সর্বগত ও শিব।[৩২] ৩।১১

এই পুরুষ মহান্, প্রভু[৩৩], এই সুনির্মলা প্রাপ্তির জন্য
সত্ত্বের প্রবর্তক[৩৪] ঈশান, জ্যোতিঃস্বরূপ[৩৫] ও অব্যয়। ৩।১২

অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ[৩৬] অন্তরাত্মা পুরুষ[৩৭] সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন।
(তিনি) মন্বীশ (=জ্ঞানেশ), হৃদয় দ্বারা ও মন দ্বারা[৩৮] প্রকাশিত হন।
যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন। ৩।১৩

(২৯) ভগবান্—সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাঁহার আছে—ভা।

(৩০) মূলে আছে (সর্বানন-শির-গ্রীব—সর্বপ্রাণীর আনন (মুখ), শির ও গ্রীবা ইঁহারই—ভা.; 'He who is in the faces, heads and necks of all'—(যিনি সকলের মুখে শিরে ও গ্রীবাতে আছেন)—রা।

(৩১) গুহায়—বুদ্ধিরূপ গুহায়—ভা; হৃদয়ের গুহায়—রা।

(৩২) যেহেতু ভগবানে এই সমস্ত আছে সেইজন্য তিনি সর্বগত (সর্বব্যাপী) ও শিব—ভা।

(৩৩) প্রভু—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারে যিনি সমর্থ—ভা।

(৩৪) মূলে আছে—সত্ত্বস্য এষঃ প্রবর্তকঃ সুনির্মলাম্ ইমাং প্রাপ্তিম্—সুনির্মলা প্রাপ্তির—স্বরূপে অবস্থানরূপ সুনির্মল পরমপদপ্রাপ্তি; সত্ত্বের—অন্তঃকরণের, প্রবর্তক—প্রেরয়িতা, পরিচালক—ভা।

(৩৫) জ্যোতিঃস্বরূপ—মূলে আছে জ্যোতিঃ=বিশুদ্ধজ্ঞানপ্রকাশস্বরূপ—ভা. দ্র।

(৩৬) মূলে আছে অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—হৃদয়পদ্ম অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, তাহা পরমাত্মার অভিব্যক্তিস্থান; অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হৃদয়পথে উপলব্ধ হন বলিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা হইয়াছে—শ ও ভা।

(৩৭) পুরুষ—পূর্ণ বলিয়া পুরুষ অথবা হৃদয়পুরে শয়িত বলিয়া পুরুষ—ভা।

(৩৮) মূলে আছে হৃদা মনসা—হৃদয়স্থিত; মনদ্বারা—ভা; by heart & mind—রা। এই দুই শব্দের ব্যাখ্যার জন্য ক. উ. ২।৩।৯ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

* মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ক. উ. ২।৩।৯ মন্ত্রে আছে।

*(এই) পুরুষ 'সহস্র-শীর্ষ', সহস্রাক্ষ, ও সহস্রপাদ।[৩৯]
তিনি ভূমি(=ভুবন)-কে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া,
দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়া[৪০] অবস্থিত আছেন। ৩।১৪

**যাহা ভূত (=অতীত),
যাহা ভব্য (=ভবিষ্যৎ) এই সমস্তই পুরুষ।
এবং (তিনি) অমৃতত্বের[৪১] এবং যাহারা অন্নের দ্বারা জীবিত থাকে[৪২],
(তাহাদেরও) ঈশান (নিয়ন্তা)। ৩।১৫

†সর্বত্র[৪৩] তাঁহার পাণি (=হস্ত) ও পদ,
সর্বত্র[৪৩] তাঁহার অক্ষি শির ও মুখ,
সর্বত্র[৪৩] তাঁহার শ্রোত্র,
তিনি জগতে সমস্তই আবৃত করিয়া অবস্থান করেন। ৩।১৬

(৩৯) সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ—সহস্র সহস্র বা অনন্ত যাঁহার শির, অনন্ত যাঁহার চক্ষু, অনন্ত যাঁহার পাদ—ভা।

(৪০) দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়া অবস্থিত—(ক) নাভি দশ আঙুল অতিক্রম করিয়া হৃদয় পুণ্ডরিকে অবস্থিত অথবা (খ) দশাঙ্গুল—অনন্ত অপার (endless, shoreless—রা) তাহা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত—ভা। যদিও ব্রহ্ম নিজকে বিশ্বে প্রকাশিত করেন, তিনি আবার এই বিশ্বের অতীত—রা।

(৪১) অমৃতত্বের—অমরণ ধর্মত্বের, কৈবল্যের (ঈশান)—ভা।

(৪২) সায়ন বলেন তিনি সকল অমরগণের অর্থাৎ দেবতাগণেরও প্রভু কারণ তাহারা অন্ন দ্বারাই সেই উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—রা।

(৪৩) মূলে আছে সর্বতঃ—এই শব্দের সাধারণ অর্থ—সর্বত্র। পণ্ডিত দুর্গাচরণ, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ, পণ্ডিত সীতানাথ 'সর্বত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সর্বতঃ অর্থ সকল দিকে দিয়াছেন।

---

* ঋ. বে. ১০।৯০।১, সা. বে. ১।৬১৮, অ. বে. ১৯।৬।৪, বা. সং ৩১।১, তৈ. আ. ৩।১২।১ এই মন্ত্রটি আছে। মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৯০) দ্রষ্টব্য।

** ঋ. বে. ১০।৯০।২, অ. বে. ১৯।৬।৪, বা. সং ৩১।২, সা. বে. ১।৬২০, তৈ. আ. ৩।১২।১ সামান্য পরিবর্তিত আকারে আছে।

† মূল মন্ত্রটি গী. ১৩।১৩ তেও আছে। মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৯১) দ্রষ্টব্য।

*তিনি সর্ব-ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক,
(কিন্তু স্বয়ং) সর্ব-ইন্দ্রিয়-বর্জিত, সকলের প্রভু ও ঈশান,
এবং সকলের বৃহৎ শরণ (=মহান্ আশ্রয়)। ৩।১৭
স্থাবর ও চর সকল লোকের নিয়ন্তা, হংস[৪৪] (পরমাত্মা)
নবদ্বার-যুক্ত (দেহ-)পুরে[৪৫] দেহিরূপে (অবস্থান করিয়া)
বহির্বিষয়ে গমন করেন (=বাহ্যবিষয় গ্রহণ করেন)। ৩।১৮

**তিনি পাণিপাদ-রহিত (অথচ) দ্রুতগামী ও গ্রহীতা[৪৬]
তিনি 'অচক্ষু' (=চক্ষুরহিত) হইয়াও দর্শন করেন,
অকর্ণ (=কর্ণরহিত) হইয়াও শ্রবণ করেন
তিনি জ্ঞাতব্য (সমুদয়) জানেন; তাঁহার বেত্তা (=জ্ঞাতা) নাই[৪৭]
(ব্রহ্মবিদ্‌গণ) তাঁহাকে মহান্ আদি পুরুষ বলেন। ৩।১৯

†অণু হইতে অণুতর, মহান্ হইতে মহত্তর,
আত্মা এই জীবের (হৃদয়-)গুহায় নিহিত।
ধাতার প্রসাদে বীতশোক (সাধক) সেই নিষ্কাম ঈশকে এবং
তাঁহার মহিমা (অথবা মহিমময় ঈশকে) দর্শন করেন।[৪৮] ৩।২০

(৪৪) হংস—পরমাত্মা, অবিদ্যা হনন করেন বলিয়া হংস—ভা. ১।৬ মন্ত্রে হংস—জীবাত্মা অর্থে, এবং ক. উ. ২।২।২ মন্ত্রে পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪৫) নবদ্বার—চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নবদ্বার—ভা। গীঃ ৫।১৩-তে আছে 'নবদ্বারে পুরে দেহী'। ক. উ. ২।২।১ মন্ত্রে 'একাদশদ্বারম্' শব্দ আছে।

(৪৬) গ্রহীতা—হস্তের অভাবেও সর্ববিষয় গ্রহণকারী—ভা।

* প্রথমাংশ গী. ১৩।১৪ শ্লোকে আছে। মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৯২) দ্রষ্টব্য।

** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৯৩) দ্রষ্টব্য।

† মূল মন্ত্রটি তৈ. আ. ১০।১০।১ হইতে গৃহীত। শব্দবিন্যাসে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনসহ ক. উ. ১।২।২০-তে এই মন্ত্র আছে। ক. উ. মন্ত্রটি পরিশিষ্ট ক (২৪)এ দেওয়া হইয়াছে। ক. উ. মন্ত্রের "আত্মা অস্য জন্তোঃ নিহিতঃ গুহায়াম্" স্থানে শ্বে. উ. আছে—"আত্মা গুহায়াং নিহিতঃ অস্য জন্তোঃ" এবং সর্বশেষে আত্মানম্ স্থানে ঈশম্ আছে।

আমি এই অজর পুরাণ[৪৯] বিভুত্বনিবন্ধন সর্বগত[৫০]
সর্বাত্মাকে জানি।
(মূঢ়গণ) যাঁহার জন্মনিরোধ সম্বন্ধে বলেন[৫১],
ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহাকে নিত্য বলেন।[৫২]　　৩।২১

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

(৪৭) ব্রহ্ম সাধারণ জ্ঞানের বিষয় নহে। বৃ. উ. ২।৪।১৪ মন্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন "বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে?" অন্য শ্রুতিতে আছে—তাঁহার কোন দ্রষ্টা নাই।

(৪৮) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য ক. উ. ১।২।২০ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪৯) অজর ও পুরাণ—অজর—জরারহিত; সর্বপ্রকার-পরিণামধর্ম-বর্জিত—ভা, undecaying—রা। পুরাণ—পুরাতন—ভা, চিরকাল একরূপে স্থিত—দু. ancient (primeval)—রা।

(৫০) বিভুত্ব-নিবন্ধন-সর্বগত—আকাশবৎ ব্যাপক হওয়ায় সর্বগত—ভা; present in everything on account of infinity—রা।

(৫১) মূলে আছে 'জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য'—শঙ্করানন্দ ও দুর্গাচরণ অর্থ করেন, মূঢ়গণ যাঁহার জন্মনিরোধ (=জন্ম ও বিনাশ) সম্বন্ধে বলেন, ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহাকে নিত্য বলেন। এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয়। ভাষ্যকার জন্মনিরোধ অর্থ উৎপত্তির অভাব বা উৎপত্তিহীন বলিয়াছেন, বিজ্ঞানভিক্ষু অর্থ করেন কর্মজগতের জন্ম এবং বিনাশ।

(৫২) রাধাকৃষ্ণন বলেন "এই অধ্যায় শিক্ষা দেয়, ব্যক্তিত্বহীন এবং ব্যক্তিত্বশীল ব্রহ্ম ও ঈশ্বর দুই বিভিন্ন সত্তা নয়, একই সত্তার বিভিন্ন দিক্।"

তৃতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

যিনি এক ও অবর্ণ [১] হইয়াও নিগূঢ় উদ্দেশ্যে[২]
নানাবিধ শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা আদিতে অনেক বর্ণ [৩] বিধান করেন[৪],
অন্তকালে বিশ্ব (যাঁহাতে) বিলীন হয়[৫]।
সেই দেব তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। ৪।১

*তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য,
তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা,

(১) অবর্ণ—জাতিপ্রভৃতি-রহিত, নির্বিশেষ—ভা; যাহা দ্বারা বর্ণনা করা যায় তাহা বর্ণ, অর্থাৎ নাম ও রূপ; অবর্ণ=নামরূপ-রহিত—বি।

(২) নিগূঢ় উদ্দেশ্যে—মূলে আছে 'নিহিতার্থঃ'—অগৃহীতপ্রয়োজন অর্থাৎ কোনও প্রয়োজনের বশবর্তী না হইয়া, স্বার্থনিরপেক্ষ—ভা; in his hidden purpose—রা।

(৩) অনেক বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন জাতি বিভিন্নরূপ—দু; বহু নাম ও রূপ—বি.।

(৪) "তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন তো নিজেই তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান করছেন, কাজ করছেন, তিনি কাজ করছেন—নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কি করে? তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলই উৎসর্গ করছে, সেই তো তাঁর সৃষ্টি। আমাদের সার্থকতা ওইখানে—আপনাকে কেবল দান করতে হবে"—রবীন্দ্রনাথ—শা. নি. ২।:৮৩।

(৫) মূলে আছে—বি চৈতি চ অন্তে বিশ্বমাদৌ। আদি শব্দ পরে থাকা সত্ত্বেও ভাষ্যকার, দুর্গাচরণ ও স্বামী গম্ভীরানন্দ আদি শব্দ পূর্বের বাক্যের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও সীতানাথ এই স্থানে রাখিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে অনুবাদ হইবে—আদিতে ও অন্তে বিশ্ব যাঁহাতে বিলীন হয়।

* মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট ক (৯৪) দ্রষ্টব্য। বা. সং ৩২।১ হইতে গৃহীত।

তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম,
তিনিই অপ্, তিনিই প্রজাপতি[৬]। ৪।২
*তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ,
তুমিই কুমার এবং কুমারী,
তুমি 'জীর্ণ' (=বৃদ্ধ) হইয়া দণ্ডের সাহায্যে স্খলিতপদে গমন কর,
তুমি সর্বরূপে[৭] জাত হইয়াছ[৮]। ৪।৩
(তুমি) নীলপতঙ্গ, তুমি হরিদ্বর্ণ ও লোহিতাক্ষ[৯]
(তুমি) বিদ্যুদ্গর্ভ (মেঘ), (ষড়্) ঋতু, (সপ্ত) সমুদ্র
(তুমি) অনাদি[১০], বিভু (=সর্বব্যাপক)-রূপে বর্তমান আছ।
(তুমি) যাহা হইতে বিশ্বভুবন জাত হইয়াছে[১১]। ৪।৪
লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণা[১২] আপনার অনুরূপ
বহুপ্রজা সন্তান সৃজন-কারিণী[১৩] এক অজা[১৪]কে
একটি অজ[১৫] সেবাপরায়ণ হইয়া

(৬) তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা এবং বিশ্ব তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সবই তিনি। শুক্র=শুদ্ধ অথবা দীপ্তিমান্ নক্ষত্রমণ্ডল, ব্রহ্ম=হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি=বিরাট্ আত্মা— ভা।

(৭) মূলে আছে "জাতঃ ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" বিশ্বতোমুখ=সর্বরূপ—দু., বিবিধ আকারে—বি.; নানারূপে—গ; facing in every direction—রা।

(৮) এই মন্ত্র হইতে আমরা জানি যে বৈদিক দেবতাগণ স্বাধীন সত্তা নন; তাহারা ব্রহ্মেরই রূপ—রা।

(৯) নীল পতঙ্গ ভ্রমরাদি, হরিদ্বর্ণ লোহিতাক্ষ শুকাদি পক্ষী—ভা।

(১০) মূলে আছে—অনাদিমৎ=অনাদি, যেহেতু তুমি সকলের আত্মস্বরূপ সেই জন্য তুমি অনাদি অর্থাৎ তুমিই আদি-অন্ত-শূন্য—ভা।

(১১) ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, তাঁহাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য তিনি সর্বাত্মক, তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে ইহাই বলা হইয়াছে—ভা।

(১২) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা (অজা)=লোহিতবর্ণা তেজ (অগ্নি), শুক্লবর্ণা অপ্ (জল) ও কৃষ্ণবর্ণা পৃথিবী-রূপা (প্রকৃতি)—ভা। সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী (প্রকৃতি)—হি।

* অ. বে. ১০।৮।২৭ হইতে গৃহীত। মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৯৫) দ্রষ্টব্য।

ভোগ করেন।

অন্য অজ[১৬] ইহাকে ভোগের শেষে পরিত্যাগ করেন। ৪।৫

*সর্বদা-সংযুক্ত এবং সখা, দুইটি সুপর্ণ (=জীবাত্মা ও পরমাত্মা)

একই বৃক্ষ (=দেহ) আশ্রয় করিয়া আছেন।

একটি (=জীবাত্মা) সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করেন,

অপরটি অনশন করিয়া দর্শন করেন। ৪।৬

**পুরুষ (জীব) একই (দেহরূপ) বৃক্ষে 'নিমগ্ন',

অনীশা (=দীনভাব) দ্বারা মুহ্যমান হইয়া শোক করেন।

যখন তিনি (যোগীদের দ্বারা) সেবিত

অন্যকে—ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমা দর্শন করেন,

তখন তিনি বীতশোক হন। ৪।৭

† যে অক্ষর পরম ব্যোমে[১৭] (ব্রহ্মে)

ঋক্‌মন্ত্রসমূহ[১৮] এবং সমস্ত দেবগণ আশ্রিত আছেন,

যিনি তাঁহাকে জানেন না, তিনি ঋক্‌মন্ত্র সমূহ দ্বারা কি করিবেন ?

যাঁহারা এইরূপে তাঁহাকে জানেন,

সেই ইহারাই (ব্রহ্মের সহিত) যুক্ত[১৯] হন। ৪।৮

(১৩) ১।৩ মন্ত্রে ইহাকে দেবাত্মশক্তি বলা হইয়াছে—ভা।

(১৪) অজা—জন্মরহিতা প্রকৃতি—ভা।

(১৫) অজ—বিজ্ঞানাত্মা জীব যিনি অবিদ্যা কামনাকর্ম দ্বারা স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিকে স্বীয় আত্মস্বরূপ মনে করিয়া সেবা করেন—ভা, বি, cosmic person, father of all beings—হি।

(১৬) অন্য অজ—জ্ঞানদ্বারা যাহার অবিদ্যারূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে—সেইরূপ জীবাত্মা—ভা. বি.; জীবাত্মা—হি।

(১৭) পরম ব্যোম—আকাশের ন্যায় নির্লেপ ব্রহ্ম—ভা., দ্র। ছা. উ. ৮।১৪।১, ৪।১০।৪ আকাশ শব্দ ব্রহ্মবাচক বলা হইয়াছে।

* ঋ. বে. ১।১৬৪।২০ হইতে গৃহীত। মু. উ. ৩।১।১এ এই মন্ত্রটি আছে। ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

** মু. উ. ৩।১।২-এ এই মন্ত্রটি আছে। ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

† ঋ. বে. ১।১৬৪।৩৯ হইতে গৃহীত।

বেদমন্ত্র, যজ্ঞ, ক্রতু ব্রত[২০], ভূত (অতীত), ভব্য (ভবিষ্যৎ),
যাহা কিছু বেদ প্রতিপাদন করেন, এবং
এই বিশ্বকে ইহা (=ব্রহ্ম) হইতে[২১] 'মায়ী' সৃষ্টি করিয়াছেন।
তাহাতে (এই বিশ্বে) 'অন্য' (জীব) মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়[২২]। ৪।৯

*মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে,
আর মায়ী[২৩]কে মহেশ্বর (বলিয়া জানিবে)।
তাঁহার অবয়ব সমূহ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত[২৪]। ৪।১০

যে এক (পরমেশ্বর) প্রত্যেক যোনিতে অধিষ্ঠিত[২৫],
যাঁহাতে এই সমস্ত (জগৎ) লয়প্রাপ্ত হয়
এবং বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়।[২৬]

(১৮) ঋক্‌মন্ত্র শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত বেদত্রয়—ভা।

(১৯) মূলে আছে সমাসতে—কৃতার্থ হন—ভা। ব্রহ্মে অবস্থান করেন—দু; পরমানন্দ বোধস্বরূপে অবস্থান করেন—বি; rests fulfilled—রা; সমাসতে—sit together, assemble—ম. উ., (ব্রহ্মে) অবস্থান করে।

(২০) মূলে এই শব্দ চারিটি বহুবচনে আছে, বাংলায় একবচনে বহু বচনের অর্থ প্রকাশিত হয় বলিয়া একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। যূপরহিত ক্রিয়া যজ্ঞ, জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত—ভা। নারায়ণ বলেন যে যাগ সোমবিহীন তাহা যজ্ঞ, যাহা সোমযুক্ত তাহা ক্রতু।

(২১) মূলে আছে অস্মাৎ—অক্ষর ব্রহ্ম হইতে—ভা।

(২২) ভাবার্থ—অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়। প্রকৃত স্রষ্টা হচ্ছেন—ঈশ্বর—ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর (Personal God) তিনি 'দেবাত্মশক্তি' (১।৩) মায়া শক্তি-দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন—রা।

(২৩) মায়ী—মায়ার সত্তার ও প্রকাশের সম্পাদক, মায়ার অধিষ্ঠাতা এবং প্রেরিতা যিনি তিনি মায়ী—ভা।

(২৪) ভাবার্থ—সাংখ্য-প্রকৃতিকে ও বেদান্তের মায়াকে এক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উপনিষৎ সাংখ্য মতের সহিত বেদান্ত মতের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি (যেন) জগতের পিতা ও মাতা। পরমেশ্বর মায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। অন্য সমস্ত মায়া দ্বারা অভিভূত, তিনি অভিভূত হন না—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (২৬) দ্রষ্টব্য।

সেই ঈশান, বরপ্রদ, ঈড্য (=পূজ্য) দেবকে উপলব্ধি করিয়া
এই[27] শান্তি[28] আত্যন্তিকভাবে[29] প্রাপ্ত হয়। ৪।১১

যিনি দেবগণের 'প্রভব ও উদ্ভব', বিশ্বাধিপ, রুদ্র মহর্ষি,
যিনি হিরণ্যগর্ভকে জন্মিতে দেখিয়াছিলেন,
তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।[30] ৪।১২

যিনি দেবগণের অধিপতি, যাঁহাতে লোকসমূহ আশ্রিত,
যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ (প্রাণি-)গণকে শাসন করেন
সেই 'ক' (=আনন্দরূপ) দেবকে হবিদ্বারা অর্চনা করিব।
(অথবা কোন দেবকে হবিদ্বারা অর্চনা করিব)।[31] ৪।১৩

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম[32], গহন (সংসার-)স্থ[33],
'অনেকরূপ', বিশ্বের স্রষ্টা,

(২৫) মূলে আছে "যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকঃ" যোনিতে যোনিতে অর্থাৎ প্রত্যেক উৎপত্তি কারণে। যোনি শব্দ দ্বিরুক্তি থাকায় মূল কারণ মায়া ও অবান্তর কারণ আকাশাদিও সূচিত হইতেছে। সেই সকল উপাদান কারণে সত্তাপ্রদরূপে অধিষ্ঠাতা হইয়া পরমেশ্বর অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন—ভা, দ্র।

(২৬) মূলে আছে 'যস্মিন্ ইদং সং চ বি চ এতি সর্বম্।' যাহাতে সমস্ত সং+এতি ও বি+এতি। অনুবাদে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে। সং+এতি অর্থ জাত হয়—সীতানাথ, স্থিতিলাভ করে—দ্র. ও বি.। এই অর্থও সম্ভব।

(২৭) এই সর্ববিষয় নিবৃত্তি রূপ 'সার্বজনী'-(শান্তি)—ভা।

(২৮) শান্তি—সর্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত একমাত্র আনন্দ স্বরূপ মুক্তি—রা।

(২৯) মূলে অত্যন্তম্ এতি আত্যন্তিক ভাবে প্রাপ্ত হয়।

(৩০) এই মন্ত্রটি এই উপনিষদের ৩।৪ মন্ত্রে আছে। ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

(৩১) 'যিনি এই দ্বিপদ' হইতে একই মন্ত্রের শেষ পর্যন্ত ঋ. বে. ১০।১২১।৩ মন্ত্র হইতে গৃহীত। মূলের শেষাংশে আছে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? ভাষ্যকার বলেন কস্মৈ—বৈদিক আর্ষ প্রয়োগ, 'কায়' হইবে অর্থ আনন্দরূপায়। রাধাকৃষ্ণন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'কস্মৈ দেবায়' অর্থ 'কোন দেবতাকে' দিয়াছেন।

বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতা, শিবকে জানিয়া
(সাধক) আত্যন্তিক ভাবে শান্তি লাভ করেন। ৪।১৪

তিনিই (স্থিতি-) কালে, ভুবনের রক্ষক,
বিশ্বাধিপ, সর্বভূতে 'গূঢ়' (=প্রচ্ছন্ন)[৩৪],
ব্রহ্মর্ষিগণ ও দেবতারা যাঁহাতে যুক্ত,
তাঁহাকেই জানিলে মৃত্যুপাশ[৩৫] ছিন্ন হয়।[৩৬] ৪।১৫

ঘৃতের উপরে মণ্ডের (=সরের) ন্যায় অতিসূক্ষ্ম,
সর্বভূতে 'গূঢ়' (=প্রচ্ছন্ন) শিবকে জানিয়া
এবং বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতাকে দেবকে জানিয়া (সাধক)
সর্বপাশ হইতে মুক্ত হন। ৪।১৬

এই বিশ্বকর্মা, মহান্‌-আত্মা, দেব,
সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট,
হৃদয়ের দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা ও মন দ্বারা (তিনি) প্রকাশিত হন।
যাঁহারা এরূপ জানেন তাঁহারা অমৃত হন।[৩৭] ৪।১৭

(৩২) স্থূল পৃথিবী হইতে অব্যাকৃত পর্যন্ত সৃষ্টি ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর, পরমেশ্বর সূক্ষ্মতম, সেইজন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলা হইয়াছে—ভা।

(৩৩) গহনস্থ মূলে আছে কলিলস্থ মধ্যে অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রসূত দুর্গম গহনে—ভা।

(৩৪) সাক্ষিরূপে অবস্থিত—ভা।

(৩৫) মৃত্যু—অবিদ্যা—ভা।

(৩৬) ভাবার্থ—ব্রহ্মবিদ্‌গণ ও দেবতাগণ জানেন যে তাঁহাদের সত্তা ব্রহ্মে—রা।

(৩৭) এই মন্ত্রের শেষার্ধ ক. উ, ২।৩।৯ মন্ত্রে আছে। সেখানে শঙ্কর ও রংগ রামানুজের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

*যখন 'অতম' হয় (=অবিদ্যা-অন্ধকার থাকে না)[৩৮],
তখন দিবা (থাকে) না, রাত্রি (থাকে) না, সৎ (থাকে) না, অসৎ (থাকে) না,
কেবল[৩৯] শিবই (থাকেন)[৪০]। তিনি অক্ষর, তিনি সবিতার বরেণ্য।[৪১]
তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা[৪২] 'প্রসৃতা' (=প্রকটিত) হয়। ৪।১৮

**ইঁহাকে (ব্রহ্মকে) কেহ ঊর্ধ্বে,
পার্শ্বে বা মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না (প্রাপ্ত হয় না)।[৪৩]
যাঁহার নাম 'মহদ্ যশ'[৪৪] তাঁহার প্রতিমা[৪৫] নাই। ৪।১৯

(৩৮) যখন অতম হয়—যখন অন্ধকার থাকে না—রা; যখন 'তিনিই তুমি' এই জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা ও তাহার কার্যসমূহ দগ্ধ হয়—ভা।

(৩৯) কেবল অবিদ্যাদি বিকল্পশূন্য—ভা।

(৪০) ভাবার্থ—যখন জ্ঞানের প্রকাশ হয় (অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়) তখন দিবা নাই রাত্রি নাই অর্থাৎ দিবা-রাত্রির ভেদজ্ঞান থাকে না; তখন সৎ নাই অসৎ নাই অর্থাৎ সত্তা বা অসত্তার ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন শুদ্ধস্বভাব শিবই থাকেন—ভা., দ্র। ব্রহ্ম জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্তা-কর্ম প্রভৃতি দ্বৈতের অতীতে। সুতরাং তাঁহার বর্ণনা কেবল 'ইহা নয়' 'ইহা নয়' দ্বারাই করিতে হয়। কেবল নিশ্চিত ব্যাখ্যা বা প্রমাণ দ্বারা তাঁহার বর্ণনা সম্ভব নয়—রা।

(৪১) 'তৎ সবিতুঃ বরেণ্যম্' (গায়ত্রীমন্ত্র—ঋ. বে. ৩।৬২।১০ মন্ত্র হইতে গৃহীত)—আদিত্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষের আরাধ্য—ভা।

(৪২) পুরাণী প্রজ্ঞা—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত অনাদিসিদ্ধ প্রজ্ঞা—তিনিই তুমি প্রভৃতি বাক্যজনিত জ্ঞান—ভা।

(৪৩) আত্মা অসীম, নিরংশ ও নিরবয়ব, সেই জন্য কেহ তাঁহাকে ঊর্ধ্ব, অধঃ, পার্শ্ব বা মধ্যে পাইতে পারে না—ভা।

(৪৪) মহদ্ যশ—দেশ বা কাল দ্বারা যে যশ পরিচ্ছিন্ন (limited) নয়, যাঁহার যশ সর্বকালে এবং সর্বত্র পরিপূর্ণ—ভা।

* মূল মন্ত্রটির অংশের জন্য পরিশিষ্ট ক (৯৭) দ্রষ্টব্য।

**এই মন্ত্রটি বা. সং. ৩২।২ শেষ ছন্দদ্বয় এবং ৩২।৩ এর প্রথম ছত্রদ্বয় হইতে এবং তৈ, আ, ১০।১।২ হইতে গৃহীত।

ইঁহার রূপ দর্শনের বিষয় (রূপে) বর্তমান থাকে না,
চক্ষু দ্বারা কেহ ইঁহাকে দর্শন করে না,
হৃদয় দ্বারা ও মনের দ্বারা এই হৃদয়স্থিত (ব্রহ্ম)কে
যিনি এইরূপে জানেন, তিনি অমৃত হন।[৪৬]　　৪।২০

(তুমি) অজাত (=জন্মরহিত), সেই জন্য কোন ভীরু[৪৭]
তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছে। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ[৪৮]
তাহা দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।[৪৯]　　৪।২১

*হে রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাদের পুত্র ও পৌত্র বিনাশ করিও না, আমাদের আয়ু (=জীবন)ও (বিনাশ করিও) না, আমাদের গোসমূহও (বিনাশ করিও)*না, আমাদের অশ্বসমূহও (বিনাশ করিও) না, আমাদের বীর (ভৃত্য-)গণকে বধ করিও না। আমরা হবনীয় দ্রব্য যুক্ত হইয়া তোমাকে হবন (=আহ্বান) করি।　　৪।২২

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

(৪৫) প্রতিমা—উপমা, তাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় না থাকায় তাঁহার প্রতিমা=উপমা নাই—ভা, likeness—রা।

(৪৬) সামান্য পরিবর্তিত আকারে এই মন্ত্রটি ক. উ. ২।৩।৯ মন্ত্রে আছে—সেখান 'মনীষা' স্থানে এখানে 'হৃদিস্থং' (হৃদয়েস্থিত) 'অভিক্লৃপ্ত য এতৎ' স্থানে 'য এনম্ এব' এখানে আছে। ব্যাখ্যার জন্য ক. উ. ২।৩।৯ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪৭) ভীরু- জন্ম, জরা, মরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ প্রভৃতি যুক্ত সংসার-ভয়ে ভীত—ভা।

(৪৮) দক্ষিণ মুখ—Gracious face—রা, propitious face—হি। যে মুখ ধ্যান করিলে উৎসাহ ও আনন্দ জন্মায় অথবা দক্ষিণদিকে স্থিত যে মুখ—ভা., দ্র.।

(৪৯) এই মন্ত্রে ভক্তি-ভাব আছে—রা।

চতুর্থ অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত

* এই মন্ত্রটি ঋ. বে. ১।১১৪।৮ এবং তৈ. সং. ৪।৫।১০।৩ হইতে গৃহীত। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে মন্ত্রটি বা. সং. ১৬।১৬ তে আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অক্ষর ও অনন্ত পরব্রহ্মে[১], যাঁহাতে বিদ্যা ও অবিদ্যা[২]
এই দুইটি গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। অবিদ্যা 'ক্ষর' এবং বিদ্যা অমৃত[৩]।
যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে নিয়মিত করেন,
তিনি (বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে) ভিন্ন[৪]। ৫।১

যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক যোনিতে, বিশ্বরূপে,
এবং সর্বযোনিতে অধিষ্ঠিত আছেন[৫],
এবং যিনি আদিতে প্রসূত ঋষি কপিলকে[৬] জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন,
এবং তাঁহাকে জন্মিতে দেখিয়াছিলেন[৭]। ৫।২

এই দেব, এই ক্ষেত্রে (জগতে),
এক একটি জাল নানা প্রকারে বিস্তার করিয়া (আবার) প্রত্যাহার করেন।

(১) মূলে আছে 'ব্রহ্মপরে' পরব্রহ্মে, দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন (unlimited) অনন্ত ব্রহ্মে অথবা ব্রহ্ম অর্থ হিরণ্যগর্ভ তাঁহা হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ যিনি—ভা।

(২) বিদ্যা অবিদ্যা—বিদ্যা যাহা অমৃতের (মোক্ষের) কারণ, অবিদ্যা যাহা সংসার-কারক—দু।

(৩) অবিদ্যা ক্ষর—ক্ষরণ-হেতু, সংসারের কারণ—ভা; perishable—রা।
বিদ্যা অমৃত—মোক্ষ-হেতু—ভা; knowledge is immortal—রা।

(৪) ভাবার্থ—ব্রহ্মে এক ও বহু উভয়ই আছে। একের জ্ঞান বিদ্যা, এক হইতে বিচ্ছিন্ন বহুর জ্ঞান অবিদ্যা—রা।

(৫) মূলে আছে "যো যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি একঃ বিশ্বানি রূপাণি যোনীঃ চ সর্বাঃ"—প্রথম যোনি অর্থ স্থান—ভা; বস্তু—দু; source—রা; অধিষ্ঠান—গ; দ্বিতীয় (সর্ব) যোনি—উৎপত্তিস্থান, ভা., দু., গ. all sources—রা।

(৬) ঋষি কপিল—সর্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ভ—ভা; হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, তিনি পরমেশ্বর ও সৃষ্ট জগতের মধ্যবর্তী সৃষ্টিকর্তা—রা।

(৭) মন্ত্রটি অসম্পূর্ণ, পরবর্তী মন্ত্রের সহিত পাঠ করিতে হইবে।

মহান্-আত্মা ঈশ পুনরায় এইরূপে পতিগণ[৯]কে
সৃষ্টি করিয়া সর্বাধিপত্য করেন। ৫।৩

যেমন আদিত্য ঊর্ধ্ব, অধঃ ও পার্শ্ববর্তী,
সকল দিক্‌কে প্রকাশিত করিয়া দীপ্তি পান,
সেইরূপ সেই এক বরেণ্য, ভগবান্ দেব 'যোনিস্বভাব'[১০] সমূহে
অধিষ্ঠান করিয়া আছেন[১১]। ৫।৪

যে 'বিশ্বযোনি' (সৃষ্টজীব ও পদার্থের) স্বভাব নিষ্পাদন করেন[১২],
যিনি সকল পরিণাম-যোগ্য (পৃথ্ব্যাদি)কে পরিণত (=রূপান্তরিত) করেন,
যিনি এক হইয়াও এই সমস্ত বিশ্বকে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন[১৩],
যিনি সকল গুণ (স্ব স্ব কার্যে) নিয়োজিত করেন। ৫।৫

তাহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) বেদের গুহ্যভাগ উপনিষৎ সমূহে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত,
সেই ব্রহ্মযোনিকে[১৪] ব্রহ্মা জানেন,

(৮) জাল -net, সংসার—রা; কর্মফল—দু; কারণ সমষ্টি ও কার্য সমষ্টি-রূপ জাল—গ। এক একটি—স্থর, নর পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রত্যেককে নানা বিস্তৃত করেন—ভা।

(৯) পতিগণকে—মূলে আছে পতয়ঃ—মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ—ভা; লোক-পালসমূহ—দু।

(১০) মূলে আছে 'যোনিস্বভাবান্'—যোনিজাত জীবসমূহ—রা; সমস্ত জগতের কারণ এবং তাঁহারই স্বরূপভূত পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ-সমূহকে অথবা উৎপত্তি শক্তিযুক্ত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গকে—ভা।

(১১) মূলে আছে অধিতিষ্ঠতি—অধিষ্ঠান করিয়া আছেন=অন্তর বাহির ব্যাপিয়া অন্তর্যামিরূপে বর্তমান থাকিয়া নিয়মিত করেন—ভা. বি.

(১২) বিশ্বযোনি—বিশ্বের (জগতের) যোনি (কারণ) যিনি—ভা; The Source of all—রা। স্বভাব—সৃষ্ট পদার্থের স্বভাব, যেমন—অগ্নির উষ্ণতা—ভা; তাঁহার (ব্রহ্মের) নিজের স্বভাব—রা; মূলে আছে পচতি—নিষ্পাদন করেন—ভা; develops—রা; 'রা' মতে অনুবাদ হইবে ব্রহ্ম নিজের স্বভাব বিকাশ করেন।

(১৩) উপরিলিখিত (১১) ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(১৪) ব্রহ্মযোনি—ব্রহ্মের=বেদের অথবা ব্রহ্মার অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের যোনি—কারণ যিনি—ভা. ও রা.

প্রাচীন দেবগণ ও ঋষিগণ[১৫] তাঁহাকে জানিয়াছিলেন,
তাঁহারা (ব্রহ্মে) তন্ময়[১৬] হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন। ৫।৬

*যিনি (=জীব) গুণান্বিত[১৭] এবং ফলার্থে কর্মের কর্তা,
তিনি তাঁহার কৃতকর্মের (ফলের) 'উপভোক্তা'[১৮]
তিনি নানারূপধারী[১৯], ত্রিগুণযুক্ত[২০] ও ত্রিপথ-গামী[২১]
(পঞ্চ)প্রাণের অধিপতি, এবং নিজকর্ম দ্বারা সঞ্চরণ করেন। ৫।৭

যিনি (=জীব) অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত[২২],
'রবিতুল্যরূপ'[২৩], সংকল্প ও অহংকার সমন্বিত,
লৌহসূচিকার অগ্রভাগের ন্যায় (সূক্ষ্ম) এবং বুদ্ধিগুণদ্বারা এবং
আত্মগুণদ্বারা[২৪] (পরমাত্মা হইতে) অপর (=জীবাত্মা)ও দৃষ্ট হন। ৫।৮

(১৫) প্রাচীন দেবগণ ও ঋষিগণ—মূলে আছে পূর্বদেবাঃ ঋষয়ঃ—রুদ্রাদি দেবগণ এবং বামদেবাদি ঋষিগণ—ভা; gods & seers of old—রা।

(১৬) তন্ময়—তদাত্মভূত—ভা; to be of its nature—রা।

(১৭) গুণান্বিত—কর্ম ও কর্মজনিত বাসনাময় গুণসমূহের সহিত যুক্ত—ভা।

(১৮) জীবই সকাম কর্ম করে, এবং কর্মের ফলভোগ করে—ভা।

(১৯) বিভিন্ন কর্মানুসারে বিভিন্ন ফলভোগের জন্য নানারূপধারী—ভা।

(২০) ত্রিগুণযুক্ত—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণযুক্ত—ভা।

(২১) ত্রিপথগামী—ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞান রূপ তিন পথে অথবা দেবযান, পিতৃযান ও দংশমশকাদি জন্ম—ভা।

(২২) অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়পথে জীবাত্মাও অভিব্যক্ত হন বলিয়া জীবাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলা হইয়াছে—ভা।

(২৩) রবিতুল্যরূপ—রবির ন্যায় জ্যোতির্ময়—ভা।

(২৪) বুদ্ধিগুণ-দ্বারা—বুদ্ধির ইচ্ছাদি গুণদ্বারা—দ্র.; বুদ্ধির পরিচ্ছেদাদি গুণদ্বারা—বি.; আত্মগুণ দ্বারা—আত্মা=শরীর, তাহার জরা মরণাদি গুণদ্বারা—ভা।

* সপ্তম হইতে দ্বাদশ মন্ত্র পর্যন্ত জীবাত্মার বর্ণনা।

কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম জীব,
তিনি বিজ্ঞেয়, তিনি আনন্ত্য-প্রাপ্তির যোগ্য।[২৫] ৫।৯

ইনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন,
ইনি নপুংসকও নহেন।
তিনি[২৬] যে যে শরীর গ্রহণ করেন,
সেই সেই (শরীর দ্বারা) রক্ষিত হন।[২৭] ৫।১০

(যেমন) অন্ন ও জলের সিঞ্চন দ্বারা শরীরের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়,
সেইরূপ সংকল্প, স্পর্শন,
দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা নিষ্পন্ন কর্মানুযায়ী,
দেহী (=জীবাত্মা) পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হন। ৫।১১

দেহী[২৮] নিজগুণ[২৯] দ্বারা স্থূল,
সূক্ষ্ম, বহুরূপ বরণ (=গ্রহণ) করে।
তাহাদের (রূপসমূহের) ক্রিয়াগুণ ও 'আত্মগুণ' বশতঃ
সংযোগকর্তা (=আত্মা) অপর (=বিভিন্ন) বলিয়া দৃষ্ট হন।[৩০] ৫।১২

(২৫) জীবের লিঙ্গশরীর অতি সূক্ষ্ম, তাহার পরিমাণেই জীবকে অতি সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। জীব জীবরূপে সূক্ষ্ম হইলেও স্বরূপতঃ আনন্ত্য প্রাপ্তির যোগ্য—ভা। জীবাত্মা অব্যক্তরূপে অনন্ত—রা।

(২৬) তিনি বিজ্ঞানময় আত্মা, জীব—ভা।

(২৭) অর্থাৎ গৃহীত শরীরের ধর্ম আপনাতে আরোপ করেন—ভা।

(২৮) দেহী—বিজ্ঞানময় আত্মা—ভা। (অর্থাৎ জীবাত্মা)

(২৯) নিজগুণ দ্বারা—বিহিত ও নিষিদ্ধ-কর্মানুষ্ঠানজনিত সংস্কারসমূহ দ্বারা—ভা. বি।

(৩০) মূলে আছে—ক্রিয়াগুণৈঃ আত্মগুণৈঃ চ তেষাং সংযোগহেতুঃ অপরঃ অপি দৃষ্টঃ। ইহার অর্থ খুব সুস্পষ্ট নয়, কোনও দুই জনের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ এক নয়। সকল ব্যাখ্যা এবং মূল পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া এই বাক্যের বোধগম্য ও বাক্য-প্রসঙ্গানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইল।

ক্রিয়াগুণ (ভাষ্যকারের কোন অর্থ নাই)—through the qualities of the

*(সংসাররূপ) গহনের মধ্যে, অনাদি, অনন্ত,
অনেকরূপবিশিষ্ট বিশ্বের স্রষ্টা এবং
বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতা দেবকে জানিয়া
(সাধক) সর্বপাশ হইতে মুক্ত হন। ৫।১৩
*যাঁহার 'ভাবগ্রাহ্য'[৩১], অশরীর বলিয়া কথিত,
'ভাব-অভাব-কর'[৩২], শিব,
কলা-স্রষ্টা[৩৩] দেবকে জানেন,
তাঁহারা (চিরকালের জন্য) তনু ত্যাগ করেন।[৩৪] ৫।১৪

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

acts—রা। বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া অনুষ্ঠান-জনিত ধর্মাধর্ম দ্বারা—গ। বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মানুষ্ঠান-জনিত ধর্মাধর্মাত্মক অদৃষ্ট দ্বারা—বি. (ভাষ্যকার এই অর্থ নিজগুণের অর্থ দিয়াছেন, দুই স্বামিজীই নিজগুণ অর্থ সত্ত্ব রজঃ তমঃ অর্থ করিয়াছেন)। অদৃষ্ট দ্বারা—দু।

আত্মগুণ—through the qualities of the body—রা; শরীর গুণ—সীতানাথ, ইচ্ছাজ্ঞানাদি অন্তঃকরণ ধর্মদ্বারা—বি., দু. ও গ।

(৩১) মূলে এই ভাবগ্রাহ্য শব্দই আছে—বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা প্রাপ্য—ভা, to be grasped by mind—রা।

(৩২) মূলে ভাবাভাবকর শব্দই আছে—who makes existance and non-existance—রা। ভাব=সৃষ্টি অথবা অবিদ্যা—বি. ও গ। অভাব—লয় অথবা অবিদ্যার অভাব বা বিনাশের কারণ—গ; সংহার অথবা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা ও তাহার কার্য সংসারের নিবৃত্তি—বি।

(৩৩) কলাস্রষ্টা—প্র. উ. ৬।৪ মন্ত্রে যে ষোড়শকলার কথা বলা হইয়াছে, তাহার স্রষ্টা—ভা। মূলে শব্দটি আছে 'কলা-সর্গ-কর'। রাধাকৃষ্ণন ও হিউম অনুবাদ করেন—creator or maker of creation & its part—রা। রাধাকৃষ্ণন বলেন বেদ ও অন্যান্য বিজ্ঞানই কলা।

(৩৪) মূলে আছে 'তে জহুঃ তনুম্'—তাঁহারা তনুত্যাগ করেন। পুনর্জন্ম হয় না—গ., দু., বি.। দেহাভিমান ত্যাগ করেন—সীতানাথ।

পঞ্চম অধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

* মূল মন্ত্র দুইটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৮) ও (২৯) দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোন কোন কবিরা বলেন "স্বভাব (জগৎ-কারণ)"।
সেইরূপ অন্য অবিবেকি-গণ (বলেন) "কাল (জগৎ-কারণ)।"
(প্রকৃতপক্ষে) জগতে ইহা দেবেরই মহিমা
যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মচক্র[১] পরিচালিত হইতেছে। ৬।১

এই সমস্ত (জগৎ)ই যাঁহা দ্বারা নিত্য আবৃত,
যিনি সর্বজ্ঞ, কালকর্তা, গুণী[২] ও সর্ববিৎ,
তাঁহার দ্বারা নিয়মিত কর্ম,—পৃথিবী, অপ্ (জল),
তেজ (অগ্নি), অনিল ও আকাশরূপে বিবর্তিত[৩] হইতেছে। ৬।২

সেই কর্ম (পৃথিব্যাদি সৃষ্টি) করিয়া, পুনরায় নিবৃত্ত হইয়া,
একের সহিত, দুইয়ের সহিত, তিনের সহিত, আটের সহিত[৪],

(১) রাধাকৃষ্ণন বলেন 'জাগতিক গতি সাধারণতঃ একটি ঘূর্ণমান চক্রদ্বারা বর্ণিত হয়। ইহা সর্বদা সচল, এবং অনন্ত কালের সচল মূর্তি। আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকায় এই চক্র শ্বেতবর্ণ পটভূমিকায় স্থাপিত। এই চক্র নীল বর্ণে—'গগন সদৃশ মেঘবর্ণে'—চিত্রিত, এবং সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং অনন্ত কালের বিশুদ্ধ প্রভারূপী শ্বেতবর্ণ পটভূমিকায় স্থাপিত।'

(২) গুণী—যাঁহার পাপ অপহত হইয়াছে—(নিষ্পাপ)—ভা। possesso. of quality—যাঁহার গুণ আছে—রা।

(৩) বিবর্তিত হইতেছে—unfolds itself (নিজকে বিকশিত করেন)—রা।

(৪) মূলে আছে 'বিনিবর্ত্য'=নিবৃত্ত হইয়া; প্রত্যবেক্ষণ করিয়া—ভা; নিরীক্ষণ করিয়া—দু; পর্যালোচনা করিয়া—বি; rested—রা।

(৫) এক=সাংখ্যের পুরুষ—রা; পৃথিবী—দু ও বি; গুরুর নিকট গমন—গ। দুই=পুরুষ ও প্রকৃতি—রা; পৃথিবী ও জল—দু ও বি; গুরুভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম—গ।

কালের সহিত[৬] বা সূক্ষ্ম[৭] আত্মগুণ[৮] সমূহের সহিত 'তত্ত্বের তত্ত্ব'[৯] (=পরমেশ্বরের সত্তা) দ্বারা যোগ সম্পাদন করিয়া (অবস্থান করেন)। ৬।৩

দ্রষ্টব্য- স্বামী গম্ভীরানন্দ ১।২৩-২৬, ১।১৫-১৬, ২।২৯-৩২, ১।৩ ও ৪।৩৩ যোগসূত্র অবলম্বনে এই মন্ত্র রচিত মনে করিয়া, এই মন্ত্র সাধক সম্বন্ধে, পরমেশ্বর সম্বন্ধে নয় ইহা বলেন, এবং নিম্নলিখিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরিও এইরূপ বৈকল্পিক ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাও সম্ভব। সেই ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ এইরূপ হইবে:

তাঁহার (ভগবানের উদ্দেশ্যে) কর্ম করিয়া পুনর্বার (সর্বকর্ম হইতে) নিবৃত্ত হইয়া, একটি, দুইটি, তিনটি ও আটটি অবলম্বনে আত্মগুণ এবং সূক্ষ্ম (=বহুজন্মসঞ্চিত পুণ্য) সহায়ে কালক্রমে (=এই জন্মে বা জন্মান্তরে) পরমেশ্বরতত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের ঐক্য সংযোগ করিয়া (যোগী মুক্তি লাভ করেন)।

তিন—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—রা; পৃথিবী জল ও তেজ—দু ও বি; শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—গ।

আট- ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—গী. ৭।৪—ভা, দু ও বি। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—গ. যোগসূত্র ২।২৯ ৩২।

(৬) কাল—time—রা; এই জন্মে বা জন্মান্তরে—গ।

(৭) সূক্ষ্ম শব্দ আত্মগুণের বিশেষণরূপে—স্বামী গম্ভীরানন্দ ভিন্ন অন্য সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ—সূক্ষ্ম অর্থ বহুজন্মসঞ্চিত পুণ্যসংস্কার।

(৮) আত্মগুণ—মূলে আত্মগুণৈঃ শব্দ আছে—অন্তঃকরণের গুণসমূহ—যেমন কামাদি—ভা দু. ও রা। দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌচ, মাঙ্গল্য, অস্পৃহা, অনায়াস ও অনসূয়া—গ।

(৯) মূলে আছে তত্ত্বস্য তত্ত্বেন—তত্ত্বের তত্ত্বদ্বারা=আত্মার তত্ত্বদ্বারা ভূমি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়া—ভা। তত্ত্বেন পরমেশ্বর-তত্ত্বের সহিত; তত্ত্বস্য আত্মতত্ত্বের যোগ—গ।

*যিনি ত্রিগুণান্বিত কর্ম সম্পাদন করিয়া সকল 'ভাব'[১০] (ঈশ্বরে) সমর্পণ করেন, তাঁহাদের (কর্মসমূহের) অভাবে[১১], কৃত কর্মসমূহের নাশ হয়; কর্মক্ষয় হইলে, তিনি (প্রকৃতি-) তত্ত্ব হইতে অন্য হন (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন)। ৬।৪

তিনি আদি (কারণ), (দেহ ও আত্মার) সংযোগের হেতু,
ত্রিকালের অতীত, কলারহিত[১৩]-রূপে দৃষ্ট (=উপলব্ধ) হন।
সেই বিশ্বরূপ[১৪], 'ভবভূত'[১৫], ঈড্য (=পূজনীয়),
নিজের চিত্তস্থ দেবকে প্রথম উপাসনা করিয়া (সাধকমুক্ত হন)। ৬।৫
যাঁহা হইতে এই প্রপঞ্চ (জগৎ) পরিবর্তিত[১৬] হয়,
তিনি (সংসার-) বৃক্ষের ও কালের আকৃতি সমূহের অতীত[১৭],

(১০) ভাব—মূলে আছে ভাবান্—বিষয়, কর্ম।

(১১) মূলে আছে তেষাম্ অভাবে—ঈশ্বরে কর্মসমূহ সমর্পিত হওয়ায় সেই সকল কর্মের সহিত আত্মার সম্বন্ধের অভাব হয়। সেই সম্বন্ধের অভাবে পুর্বকৃত সমস্ত কর্ম বিনাশ হয়—ভা., অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম করিলে সেই কর্ম আমাদিগকে আবদ্ধ করে না। তুলনীয় গী. ৯।২৭-২৮, ৫।১০-১১।

(১৩) কলারহিত—প্র. উ. ৬।৪ মন্ত্রে বর্ণিত ষোড়শকলা-রহিত। কলাবিশিষ্ট বস্তুই কালত্রয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং জন্মমরণশীল, তিনি সেরূপ নহেন—ভা। (without parts-রা)

(১৪) বিশ্বরূপ—সকল রূপই তাঁহার রূপ—ভা।

(১৫) ভবভূত—ইহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয় বলিয়া ভবভূত—ভা, origin of all being—রা।

(১৬) পরিবর্তিত হয়—আবির্ভাব ও লয় হয়—বি।

(১৭) সংসাররূপ বৃক্ষের ও কালের বিভিন্নরূপ হইতে বিভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ অথবা সংসার ও কাল দ্বারা স্পৃষ্ট নহেন—ভা। Higher and other than the forms of world-tree and time—রা।

* ভাষ্যকার, শঙ্করানন্দ ও বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ও কোন কোন প্রাচ্য পণ্ডিত অন্য অর্থ করেন।

ধর্ম-বাহক, ও পাপনাশক, ভগেশ[১৮], আত্মস্থ[১৯],
অমৃত বিশ্বধামকে[২০] জানিয়া (মানব মুক্ত হয়)। ৬।৬

*ঈশ্বরদের[২১] সেই পরম মহেশ্বর,
দেবতাদের পরম দেব, পতিদের[২২] পতি,
এবং পর (=অক্ষর) হইতে পরম (=শ্রেষ্ঠ)।[২৩]
ঈড্য (=পূজনীয়) ভুবনেশ দেবকে (আমি) জানি। ৬।৭

তাঁহার কোন কার্য[২৪] বা করণ (=ইন্দ্রিয়) নাই,
তাঁহার সমান বা তাঁহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্ট হয় না,
ইঁহার পরাশক্তি[২৫] 'বিবিধ' বলিয়া শ্রুত হয়
তাঁহার 'জ্ঞান-বল-ক্রিয়া'[২৬] স্বাভাবিক। ৬।৮

(১৮) ভগেশ—সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলা হয়। তাহাদের ঈশ বা স্বামী—ভা। Lord of prosperity—রা।

(১৯) আত্মস্থ—in one's own self—রা; আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিত যিনি—ভা।

(২০) বিশ্বধাম—বিশ্বের আধার যিনি—ভা; Support of all—রা।

(২১) মূলে ঈশ্বরাণাং শব্দ আছে—ঈশ্বরদের—সূর্যপুত্র যম প্রভৃতি ঈশ্বর (=লোকপাল) গণের—ভা. দ্রু.; lords—রা।

(২২) পতিদের—প্রজাপতিদের—ভা., পতি—অধিপতি বা শাসন কর্তা।

(২৩) পর (অক্ষর) হইতে পরম 'মূলে আছে পরমং পরস্তাৎ'—(পরস্তাৎ—অক্ষর হইতে—ভা)। ক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অক্ষর বা অব্যাকৃত 'পর' বলা হইয়াছে। তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—গ।

(২৪) কার্য—শরীর, করণ—চক্ষু প্রভৃতি—ভা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১০০) দ্রষ্টব্য।

এই লোকে (জগতে) তাঁহার কোন 'পতি' নাই,
কোন ঈশিতা (=নিয়ন্তা) নাই, তাঁহার লিঙ্গ[২৭] ও নাই,
তিনি (সকলের) কারণ, এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিপতির অধিপতি[২৮]
ইঁহার কোন জনয়িতা বা অধিপতি নাই। ৬।৯

যে এক দেব, তন্তুনাভের (=মাকড়সার) ন্যায়,
প্রধানজাত তন্তু দ্বারা[২৯] নিজকে স্বভাবতঃ[৩০] আবৃত করেন[৩১],
তিনি আমাকে 'ব্রহ্ম-অপ্যয়[৩২]' (ব্রহ্ম-বিলয়) বিধান করুন। ৬।১০

(২৫) পরাশক্তি—high power বিবিধ—various.—রা ভাষ্যকার কোন অর্থ দেন না।

(২৬) জ্ঞানবল ক্রিয়া—মূলে এই শব্দই আছে=জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া, জ্ঞান-ক্রিয়া—সর্ববিষয়ে অপ্রতিহত জ্ঞান, বল-ক্রিয়া—তাঁহার কেবল সান্নিধ্যমাত্রে সকলকে বশীকৃত করার ক্ষমতা—ভা. দ্র. The working of his intelligence & strength is inherent (in Him)—রা। ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক, অর্থাৎ তাঁহার স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল বাইরে নয়। তিনি করছেন তাঁকে কেউ করাচ্ছেন না। এই রূপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মুক্ত, কেননা কর্ম তাঁহার স্বাভাবিক। সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি—রবীন্দ্রনাথ—শা. নি. ১।১৫০।

(২৭) লিঙ্গ—চিহ্ন, যেমন ধূম হইতে অগ্নি—ভা।

(২৮) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি জীব, তাহাদের অধিপতি অর্থাৎ পরমেশ্বর—ভা। Lord of the lords of sense organs—রা।

(২৯) প্রধানজাত তন্তু—অব্যক্ত (প্রকৃতি)-জাত নাম, রূপ ও কর্ম—ভা। প্রধান—unmanifested matter—রা।

(৩০) স্বভাবতঃ—প্রয়োজননিরপেক্ষ হইয়া—দ্র ও বি. According to his own nature—রা।

(৩১) অর্থাৎ যেমন মাকড়সা নিজ হইতে প্রসূত তন্তুদ্বারা নিজকে আবৃত করে, সেইরূপ ঈশ্বর (নিজ হইতে জাত অব্যাকৃত অর্থাৎ) অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে জাত তন্তু স্থানীয় নামরূপ ও কর্মদ্বারা নিজকে আবৃত করেন—ভা।

*এক দেব সর্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত।
তিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
কর্মাধ্যক্ষ[৩৩], সর্বভূতের নিবাস,
(তিনি) সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবল ও নির্গুণ।[৩৪] ৬।১১
**বহু নিষ্ক্রিয়ের[৩৫] এক নিয়ন্তা,
যিনি একটি বীজকে[৩৬] বহুপ্রকার করেন,
যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্থ দর্শন করেন,
তাহাদের শাশ্বত সুখ (হয়), অন্যের নয়। ৬।১২

(৩২) মূলে 'ব্রহ্ম-অপ্যয়' শব্দ আছে—একীভাব—ভা.; ব্রহ্মতে বিলয়—দু. entrance into Brahman—রা।

(৩৩) কর্মাধ্যক্ষ—সর্বপ্রাণীর বিচিত্র কর্মের অধিষ্ঠাতা—ভা, অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর অনুষ্ঠিত বিবিধ কর্মের ফল-নিয়ামক—ভা., দু.

(৩৪) চেতয়িতা কেবল ও নির্গুণ—মূলে আছে চেতা কেবলঃ নির্গুণঃ। চেতা—চেতয়িতা—ভা; চৈতন্যসম্পন্ন—দু.; knower—রা; thinker—হি। কেবল—নিরুপাধিক—ভা; কোন উপাধি বা ধর্ম যাহার নাই—দু.; the only one—রা। 'হিউম' কেবল শব্দকে চেতয়িতার বিশেষণ রূপে নিয়া sole thinker এই অনুবাদ করিয়াছেন।

নির্গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ রহিত—ভা।

(৩৫) নিষ্ক্রিয়—জীব; ক্রিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই সম্পন্ন হয়—আত্মা কর্ম করে না। গী. ৩।২৭ শ্লোকে আছে—প্রকৃতির তিন গুণ দ্বারাই সর্বপ্রকারের কর্ম চলিতেছে, অহংকার দ্বারা বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে 'আমি কর্তা'। নিষ্ক্রিয়—inactive—রা। এই শব্দ দ্বারা—জড় এবং জীব উভয়ই বুঝায় বলিয়া মনে হয়।

(৩৬) বীজ—সূক্ষ্মভূত—ভা। ক. উ. ২।২।১২ মন্ত্রে রূপ (পাঠান্তর বীজ) শব্দ আছে, তাহার অর্থ—নিজের বিজ্ঞানঘনরূপকে নামরূপাদি দ্বারা প্রকাশিত করেন—শ, এক বীজকে মহদাদি প্রপঞ্চ রূপে সৃষ্টি করেন—র।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৩১) দ্রষ্টব্য।

** কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে মন্ত্রটি ক. উ. ২।২।১২ আছে।

যিনি নিত্যসমূহের মধ্যে নিত্য[৩৭], চেতনগণের মধ্যে চেতন[৩৮],
যিনি এক হইয়াও বহুর কাম্য বিধান করেন,
সেই (সর্ব-) কারণ ও সাংখ্য-যোগ দ্বারা[৩৯] লভ্য দেবকে জানিয়া,
(সাধক) সর্বপাশ হইতে মুক্ত হন। ৬।১৩

*সেখানে সূর্য ভাতি দেয় না, চন্দ্রতারকাও নয়,
এই বিদ্যুৎসমূহও ভাতি দেয় না, এই অগ্নিই বা কোথায়!
তাঁহার ভাতি অনুসরণ করিয়াই সকলে ভাতি দেয়,
তাঁহার ভাস এই সকলকে বিভাত করে।[৪০] ৬।১৪

এই ভুবনের মধ্যে একই হংস[৪১] (বিরাজিত)
তিনিই সলিলে সন্নিবিষ্ট অগ্নি[৪২],

(৩৭) নিত্যসমূহের মধ্যে নিত্য—নিত্যসমূহ=জীবাত্মাসমূহের মধ্যে নিত্য (eternal) অর্থাৎ তাঁহার নিত্যতার জন্যই জীবাত্মা সমূহের নিত্যতা অথবা পৃথিবী প্রভৃতির (পঞ্চ মহাভূত) মধ্যে তিনি নিত্য—ভা। দ্বিতীয় নিত্য শব্দের অর্থ—কারণ—দ্র; eternal among the eternals—রা।

(৩৮) চেতনগণের মধ্যে চেতন—অর্থাৎ তাঁহার চৈতন্যই জীবগণের চৈতন্য হয়—দ্র; the intelligent amongst the intelligences—রা।

(৩৯) সাংখ্য-যোগ দ্বারা—যে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয়, চেতন আত্মা ও অচেতন দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা বুঝিতে পারা যায় তাহাই সাংখ্য যোগ—দ্র; discrimination and discipline—রা।

(৪০) ব্যাখ্যার জন্য ক. উ. ২।২।১৫ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪১) হংস—অবিদ্যা বন্ধন কারণ হনন করেন যিনি, পরমাত্মা—ভা।

(৪২) তিনি সলিলে সন্নিবিষ্ট অগ্নি—(ক) সলিলের ন্যায় শুদ্ধ অন্তঃকরণে অবিদ্যা দাহক অগ্নি অর্থাৎ পরমাত্মা। অথবা (খ) বৃ. উ. ৬।২।২-১৩, এবং ছা. উ. ৫।৩—৫।১০-এ পঞ্চাগ্নি বিদ্যার কথা আছে। সেই পঞ্চাগ্নি বিদ্যামতে পঞ্চমী আহুতিতে (স্ত্রী-দেহে) যজ্ঞাহুতির জলীয় ভাগ আহুত হইয়া পুরুষ-পদ বাচ্য হয় অর্থাৎ জীব

* ক. উ. ২।২।১৫, মু. উ. ২।২।১০ এই মন্ত্রটি আছে। মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩০) দ্রষ্টব্য।

তাঁহাকে জানিয়া (সাধক) মৃত্যু অতিক্রম করেন, অয়নের (তাঁহার নিকট গমনের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির) অন্য কোন পথ নাই। ৬।১৫

যিনি 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি'[৪৩], গুণেশ[৪৪], সংসার,
মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের হেতু[৪৫], তিনিই বিশ্বকর্তা,
বিশ্ববিদ্ 'আত্মযোনি'[৪৬], (সর্ব-)জ্ঞ,
কালকর্তা গুণী এবং সর্ববিদ্। ৬।১৬

যিনি সর্বদাই এই জগৎ নিয়মিত করেন,
তিনিই 'তন্ময়'[৪৭], অমৃত, 'ঈশসংস্থ'[৪৮], (সর্ব-)জ্ঞ,
সর্বগত এবং এই ভুবনের পালক।
(জগৎ) শাসনের অন্য কোন 'হেতু' (কর্তা) নাই। ৬।১৭

দেহে পরিণত হয়। সুতরাং সলিল অর্থ জীবদেহ। অর্থাৎ জীবদেহে অবস্থিত পরমাত্মা—ভা।

(৪৩) মূলে প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি শব্দই আছে—প্রধান=অব্যক্ত, বিশ্বের বীজাবস্থা, ক্ষেত্রজ্ঞ=বিজ্ঞানাত্মা জীব, পতি—পালয়িতা, সুতরাং শব্দের অর্থ অব্যক্ত ও জীবের পালয়িতা—ভা।

(৪৪) গুণেশ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের ঈশ বা নিয়ন্তা—ভা।

(৪৫) মূলে আছে সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধন-হেতু—সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের হেতু—ভা। cause of wordly existence, of liberation, of continuance and of bondage—রা। সংসারমুক্তির কারণ ও সংসারে স্থিতিরূপ বন্ধনেরও কারণ—গ। সংসার-স্থিতি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতু—দু।

(৪৬) আত্মযোনি—তিনি আত্মা এবং যোনি উৎপত্তিস্থান বলিয়া আত্মযোনি —ভা; the self-caused—রা।

(৪৭) 'তন্ময়' (মূলে এই শব্দই আছে)—বিশ্বাত্মা অথবা জ্যোতির্ময়—'তাহার ভাস এই সমস্তকে বিভাত করে' ৬।১৪ এই শ্রুতি বাক্যানুসারে জ্যোতির্ময়—ভা, becoming that—রা। তৎঅর্থ জগৎ বা জ্যোতি, বা প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহাময়—দু।

(৪৮) ঈশসংস্থ—ঈশে স্বপ্রভুত্বে, স্বমহিমাতে, স্ব-ঐশ্বর্যে সংস্থা, যথাযথ স্থিতি যাঁহার—ভা. দু.।

যিনি পূর্বে (প্রথমে) ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,
যিনি তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) বেদসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন,
মুমুক্ষু আমি সেই 'আত্মবুদ্ধিপ্রকাশ' (পাঠান্তর আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ)[৪৯],
দেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৬।১৮

(তিনি) নিষ্কল নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য,
নিরঞ্জন[৫০] অমৃতের পরম সেতু, ইন্ধন-দগ্ধ[৫১] অনলের ন্যায়। ৬।১৯

যখন মানবগণ (নিজ শরীরের) চর্মের ন্যায়, আকাশকে বেষ্টন করিবে,
তখন দেবকে না জানিয়া দুঃখের অন্ত (অবসান) হইবে।[৫২] ৬।২০

তপঃ[৫৩]প্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে শ্বেতাশ্বতর ব্রহ্মকে জানিয়া
ঋষিসংঘদ্বারা সেবিত পরম পবিত্র (ব্রহ্মতত্ত্ব) 'অত্যাশ্রমী'[৫৪]দিগকে
সম্যক্‌রূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। ৬।২১

(৪৯) আত্মবুদ্ধিপ্রকাশ—মূলের দুইটি পাঠ আছে আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং বা আত্মবুদ্ধিপ্রসাদং। 'আত্মবুদ্ধিপ্রকাশ'—অর্থ আত্মবিষয়ক বুদ্ধি যিনি প্রকাশ করেন। অথবা আত্মাই বুদ্ধি (জ্ঞান) তাহাই প্রকাশ যাহার তিনি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশ অর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। 'আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ'—আত্মবিষয়ক বুদ্ধির (অন্তঃকরণের) প্রসন্নতাকর পরমেশ্বর প্রসন্ন হইলেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মাকারে অবস্থান করে—ভা., দ্র.

(৫০) নিষ্কল—কলা বা অবয়ব নিঃশেষে চলিয়া গিয়াছে, নিরবয়ব। (without parts—রা) ; নিষ্ক্রিয়—স্বমহিমায় স্থিত, কূটস্থ, (without activity—রা) ; শান্ত—সকল বিকার যাহার উপশান্ত হইয়াছে (tranquil—রা) ; নিরবদ্য—অনিন্দনীয় (irreproachable—রা) ; নিরঞ্জন—নির্লেপ (যাহাতে দোষগুণ কিছুই লিপ্ত হয় না) (without blemish—রা)—ভা।

(৫১) ইন্ধন দগ্ধ—দাহ্য কাষ্ঠে পুড়িয়া অগ্নি যেরূপ উজ্জ্বল হয় সেইরূপ—ভা. দ্র.

(৫২) ভাবার্থ—আকাশকে একখণ্ড চর্মের ন্যায় বেষ্টন করা অসম্ভব। সেই অসম্ভব যখন সম্ভব হইবে, তখনই কেবল ঈশ্বরকে না জানিয়া দুঃখের অবসান করা সম্ভব হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অবসানের অন্য কোন পথ নাই—রা।

'পুরাকল্পে' বেদান্তের (এই) পরমগুহ্য (তত্ত্ব) উপদিষ্ট হইয়াছে
যে প্রশান্ত নহে, পুত্র নহে বা শিষ্য নহে
তাঁহাকে ইহা প্রদান করিবে না। ৬।২২
যাঁহার দেবে পরা ভক্তি (আছে),
যেমন দেবে, তেমন গুরুতে (ভক্তি আছে)
সেই মহাত্মার নিকটই কথিত তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হয়,
প্রকাশিত হয়। ৬।২৩

(৫৩) তপ—"মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই পরম তপ"—ভা।
(৫৪) অত্যাশ্রমী—অত্যন্ত পূজ্য আশ্রমবাসীদিগকে—ভা।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ সমাপ্ত।

শান্তিপাঠ

ওম্, ইহা পূর্ণ, উহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদগত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণ-ই অবশিষ্ট থাকে।

ওম্ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

(ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন, আমাদের উভয়কে সমভাবে (বিদ্যাফল) ভোগ প্রদান করুন, আমরা উভয়ে যেন সমভাবে বীর্য সহিত কর্ম করি। আমাদের উভয়ের বিদ্যা তেজস্বী হউক আমরা উভয়ে যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

ওম্ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

বাংলায় উপনিষৎ—প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট ক

ঈশোপনিষৎ

(১) ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। ঈ. উ. শান্তিপাঠ।

(২) ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ঈ. উ. ১.

(৩) তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ঈ. উ. ৫.

(৪) স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ঈ. উ. ৮.

(৫) অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ঈ. উ. ৯.

(৬) বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ঈ. উ. ১১.

(৭) পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ঈ. উ. ১৬.

(৮) বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ঈ. উ. ১৭.

কেনোপনিষৎ

(৯) ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু; অনিরাকরণং মেঽস্তু।

তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥ কে. উ. শান্তিপাঠ।

(১০) ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ,
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি,
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি। কে. উ. ১।১-

(১১) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো
যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ কে. উ. ১।২-

(১২) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ কে. উ. ১।৩

(১৩) যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কে. উ. ১।৫

(১৪) যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কে. উ. ১।৬

(১৫) যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কে. উ. ১।৭

(১৬) যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কে. উ. ১।৮

(১৭) যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কে. উ. ১।৯

(১৮) প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ কে. উ. ২।৪

(১৯) ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
ন চেদীহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ॥ কে. উ. ২।৫

কঠোপনিষৎ

(২০) ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। ক. উ. শান্তিপাঠ।

(২১) আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্বৃঙ্ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥
ক. উ. ১।১।৮

(২২) অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ ॥
ক. উ. ১।২।৫

(২৩) ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥
ক. উ. ১।২।৮

(২৪) অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ ॥
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ (পাঠান্তর ধাতু।
প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ। ক. উ. ১।২।২০

(২৫) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥
মু. উ. ৩।২।৩, ক. উ. ১।২।২৩

(২৬) উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥
ক. উ. ১।৩।১৪

(২৭) যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥
ক. উ. ২।১।৯

(২৮) যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ক. উ. ২।১।১০

(২৯) মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি। ক. উ. ২।১।১১

(৩০) ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥
ক. উ. ২।২।১৫, মু. উ. ২।২।১০, শ্বে. উ. ৬।১৪

(৩১) ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
ক. উ. ২।৩।৯

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

(৩২) ওঁ, শং নো মিত্রঃ, শং নো বরুণঃ, শং নো ভবত্বর্যমা, শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ, শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে, নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্। ওঁ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।
তৈ. উ. ১।১।১

(৩৩) যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ, ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব।
স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা, কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়।
তৈ. উ. ১।৪।১

(৩৪) আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্বাণাঽচীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। * * * যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং

মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি, প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব॥ তৈ. উ. ১।৪।২-৩

(৩৫) অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ (পাঠান্তর—অমৃতোঽক্ষিতঃ)। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্।

তৈ. উ. ১।১০।১

(৩৬) সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুম্ মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥

তৈ. উ. ১।১১।১

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যানি অনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। তৈ. উ. ১।১১।২

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্॥ তৈ. উ. ১।১১।৩

(৩৭) ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা—
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
স অশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তৈ. উ. ২।১।৩

(৩৮) অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।

অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ইতি ॥ তৈ. উ. ২।২।১

(৩৯) প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে। তৈ. উ. ২।৩।১

(৪০) যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন ॥
তৈ. উ. ২।৪।১, ২।৯।১

(৪১) অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততোঃ বিদুঃ ॥ ইতি তৈ. উ. ২।৬।১

(৪২) অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে ॥ ইতি
যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দয়াতি ॥ তৈ. উ. ২।৭।১

(৪৩) ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ইতি তৈ. উ. ২।৮।১

অনুরূপ মন্ত্র ক. উ. ২।৩।৩-এ আছে—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

(৪৪) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি ॥ তৈ.উ. ৩।১।১

(৪৫) অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ॥
তৈ. উ. ৩।২।১

(৪৬) প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ॥
তৈ. উ. ৩।৩।১

(৪৭) আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।
সা এষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা ॥
তৈ. উ. ৩।৬।১

ঐতরেয়োপনিষৎ

(৪৮) ওঁ, বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্। আবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি। ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥
ঐ. উ. শান্তিপাঠ

(৪৯) আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। ঐ. উ. ১।১।১

(৫০) সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ঐ. উ. ৩।১।৩

কৌষীতকি উপনিষৎ

(৫১) তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশপ্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতম্। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রা স্যুর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রা স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ।
নো এতন্নানা। তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো
নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ
প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দো-
ঽজরোঽমৃতঃ। কৌ. উ. ৩।৮

(৫২) যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এব একধা ভবতি।
কৌ. উ. ৪।১৯

(৫৩) তদ্ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাৎ। বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায় এবমেবৈষ প্রজ্ঞ আত্মেদং শরীরাত্মানমনুপ্রবিষ্ট আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ। তমেতমাত্মানমেত আত্মানোঽন্ববস্যন্তি। যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাঃ। তদ্ যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে। কৌ. উ. ৪।২০

প্রশ্নোপনিষৎ

(৫৩) তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো (পাঠান্তর—লোকো) যেষাং তপো
ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। প্র. উ. ১।১৫
তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ
ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ ইতি। প্র. উ. ১।১৬

(৫৪) এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ। প্র. উ. ২।৫

(৫৫) অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ॥ প্র. উ. ২।৬

(৫৬) ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরীক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ॥ প্র. উ. ২।৯

(৫৭) যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি। প্র. উ. ২।১০

(৫৮) ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ॥ প্র. উ. ২।১১

(৫৯) যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥ প্র. উ. ২।১২

(৬০) প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি ॥

প্র. উ. ২।১৩

(৬১) স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ প্র. উ. ৪।৭

(৬২) ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং
পরং চ ইতি ॥ প্র. উ. ৫।৭

(৬৩) ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥ প্র. উ. ও মু. উ. শান্তিপাঠ।

মুণ্ডকোপনিষৎ

(৬৪) যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং
পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ মু. উ. ১।১।৬

(৬৫) যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥

মু. উ. ১।১।৭

(৬৬) তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥ মু. উ. ১।১।৮

(৬৭) যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে। মু. উ. ১।১।৯

(৬৮) তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে, শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥

মু. উ. ১।২।১১

(৬৯) তদেতৎ সত্যম্—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ মু. উ. ২।১।১

(৭০) দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। মু. উ. ২।১।২

(৭১) এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ মু. উ. ২।১।৩

(৭২) যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি,
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ,
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥
মু. উ. ২।২।৭

(৭৩) হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ। মু. উ. ২।২।৯

(৭৪) প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি, বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥
মু. উ. ৩।১।৪

(৭৫) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।
মু. উ. ৩।১।৫

(৭৬) বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং, সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ, পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥
মু. উ. ৩।১।৭

(৭৭) ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা, নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥
মু. উ ৩।১।৮

(৭৮) যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।
মু. উ. ৩।২।৮

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

(৭৯) ওমিত্যেতদক্ষরমিদম্ সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। মা. উ. ১

(৮০) সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।
মা. উ. ২

(৮১) এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য —প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। মা. উ. ৬

(৮২) নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যম-ব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ। মা. উ. ৭

(৮৩) অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতং এবমোঙ্কার আত্মৈব। মা. উ. ১২

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

(৮৪) তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ, সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥
সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্। তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরম্ ॥
শ্বে. উ. ১।১৫-১৬

(৮৫) যো দেবোঽগ্নৌ যো অপ্‌সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ শ্বে. উ ২।১৭

(৮৬) বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।
শ্বে. উ. ৩।৩

(৮৭) যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
শ্বে. উ. ৩।৪

(৮৮) বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।
শ্বে. উ. ৩।৮

(৮৯) সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। শ্বে. উ. ৩।১১

(৯০) সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ শ্বে. উ. ৩।১৪

(৯১) সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
শ্বে. উ. ৩।১৬., গী. ১৩।১৪

(৯২) সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ। শ্বে. উ. ৩।১৭

(৯৩) অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।
শ্বে. উ. ৩।১৯

(৯৪) তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ শ্বে. উ. ৪।২

(৯৫) ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ। শ্বে. উ.৪।৩

(৯৬) মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ। শ্বে. উ. ৪।১০

(৯৭) যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥
শ্বে. উ. ৪।১৮

(৯৮) অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥
শ্বে. উ. ৫।১৩

(৯৯) ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥ শ্বে. উ. ৫।১৪

(১০০) তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।
শ্বে. উ. ৬।৭

(১০১) একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।
শ্বে. উ. ৬।১১

(রায় বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার্ণবের ঈশাবাস্য উপনিষদের উপক্রমণিকা হইতে উদ্ধৃতি)

This Isavasya is perhaps the most mystical of all. As Madhva points out, it contains the great ineffable name of God, i. e., **"I AM THAT I AM"**. "SOHAM ASMI". In Zoroastrian Faith also this is one of the most secret names of the Lord as is shown in the following extract from Hormuzd Yasht :—

Then spake Zarathustra : Tell me then, O Pure Ahuramazda, the name which is thy greatest, best, fairest and which is the most efficacious for prayer :

Thus answered Ahuramazda : My first name is Ahmi— I am * * and my twentieth is Ahmi yad Ahmi Mazdao—I am that I am. (Avesta XVII, 4 & 6).

This too was the most secret name of God amongst the Jews, as we learn from Old Testament, Exodus Chapter III, Verses 13 & 14.

'And Moses said unto God, Behold when I come unto the Children of Israel and shall say unto them The God of your fathers hath sent me unto you ; and they shall say to me, what is his name ? What shall I say unto them ?

"And the God said unto Moses **I AM THAT I AM** and he said Thus shalt thou say unto the Children of Israel, **I AM** hath sent me unto you."

Thus among the Israel also both these names were wellknown—God is called **"I AM"**, or Ahmir of the Parsis and Asmi of Madhva ; and also **"I AM THAT I AM"** the same, word for word, "Ahmi yad Ahmi" of the Parsis and So'ham Asmi of Madhva.

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

বাংলায় উপনিষৎ

দ্বিতীয় খণ্ড

(বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের বাংলা অনুবাদ এবং শংকর,
রংগরামানুজ, মধ্ব ও রাধাকৃষ্ণনের ব্যাখ্যা)

শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু
অনুবাদক ও সম্পাদক

পরিবেশক
সায়ন্স বুক এজেন্সী
১৩৩বি, লেক টেরেস্
কলিকাতা-২৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু বি, কম্,
পি ৩৭৮ কেয়াতলা লেন,
কলিকাতা-২৯

(মূল্য সাত টাকা মাত্র)

মুদ্রাকর—সুনীল চন্দ্র পাল
বেনলী প্রেস
১২১-বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য ও পরমস্নেহময় পিতা

৺রজনীকান্ত বসুর

ও

আমার পরমারাধ্যা ও পরমস্নেহময়ী মাতা

৺ বিধুমুখী বসুর

পবিত্র স্মৃতিতে।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্তসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ, ডি. লিখিত।]

মুখবন্ধ

শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু প্রণীত 'বাংলায় উপনিষদের' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই খণ্ডে বৃহদারণ্যকোপনিষদের এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যগুলির মূলানুযায়ী সরল বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। এবং প্রাচীন ও নবীন ভাষ্যকার ও টীকাকারদের ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। ইহাতে শুধু অনুবাদের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিই হয় নাই, উপরন্তু উপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আশা করি প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডও পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে।

ইং ৩।৮।৬২
কলিকাতা

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২৩৬-৪২৪

তৃতীয় অধ্যায় ২৮৬ ৩১১

সপ্তম অধ্যায় ৩৭৬-৪০০

সংক্ষিপ্ত শব্দের সূচী

অ. বে.=অথর্ব বেদ

আ.=আনন্দগিরির শংকর ভাষ্যের টীকা

ঈ. উ.=ঈশোপনিষৎ

ঋ. বে=ঋগ্বেদ

ঐ. আ.=ঐতরেয় আরণ্যক

ঐ. উ.=ঐতরেয় উপনিষৎ

ঐ. ব্রা.=ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

ক. উ.=কঠোপনিষৎ

কে. উ.=কেনোপনিষৎ

কৌ. উ.=কৌষীতকি উপনিষৎ

গ.=স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী

গী.=শ্রীমদ্ভগবদ গীতা

ছা. উ.=ছান্দোগ্য উপনিষৎ

ঝা.=মহামহোপাধ্যায় ডা: গঙ্গানাথ ঝা কৃত ছান্দোগ্যউপনিষৎ ও উহার শংকর ভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ বা তাহার বঙ্গানুবাদ.

তৈ. আ.=তৈত্তিরীয় আরণ্যক

তৈ. উ.=তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

দু.=মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ

প্র. উ.=প্রশ্নোপনিষৎ

বা. সং.=বাজসনেয়ী সংহিতা (শুক্ল যজুর্বেদ)

বৃ. উ.=বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

ম.=মধ্বাচার্যের উপনিষদের ভাষ্য

ম. উ. বা ম. উলি=Sir Monier Monier-Williams এর Sanskrit-English Dictionary

মহেশ চন্দ্র=মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ

মা. উ.=মাণ্ডূক্য উপনিষৎ

মা.=স্বামী মাধবানন্দ কৃত বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ও শংকরভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ বা তাহার বঙ্গানুবাদ

মু. উ.=মুণ্ডকোপনিষৎ

য. বে.=যজুর্বেদ

র.=রামানুজপন্থী রংগরামানুজ কৃত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যের অনুবাদ

রা.=আচার্য রাধাকৃষ্ণনের Principal Upanishads হইতে উদ্ধৃতি বা তাঁহার ব্যাখ্যার সারানুবাদ

রামা=আচার্য রামানুজ কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের ভাবানুবাদ

শ.=আচার্য শংকরের উপনিষৎ ভাষ্যের সার বা ভাবানুবাদ

শ. গ.=শংকর ভাষ্যের স্বামী গম্ভীরানন্দের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ

শ. দু.=শংকর ভাষ্যের পণ্ডিত দুর্গাচরণের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ

শ. ব্র. সূ.=আচার্য শংকরের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের কালীবর বেদান্তবাগীশের অনুবাদ

শ. ব্র.=শতপথ ব্রাহ্মণ

শং=শংকরানন্দ বিরচিত কৌষীতকী উপনিষদে অনুরূপ শব্দের ব্যাখ্যা।

সা. বে.=সামবেদ

হি.=Dr. R, E. Humes Thirteen Principal Upanishads

নিবেদন

এই খণ্ডে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ প্রকাশিত হইল। আচার্য শংকর, রামানুজপন্থী রংগরামানুজ, মধ্ব ও রাধাকৃষ্ণনের ব্যাখ্যার অতি সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ দেওয়া হইল। অনুবাদে দুই প্রকার বন্ধনী ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম বন্ধনী ( )-র মধ্যস্থিত শব্দ, বন্ধনীর পূর্বশব্দের অর্থজ্ঞাপক। তৃতীয় বন্ধনী [ ]-র মধ্যস্থিত শব্দগুলি মূলে নাই, কিন্তু অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য তাহাদিগকে এই বন্ধনীর মধ্যেও দেওয়া হইয়াছে।

উপনিষৎ সম্বন্ধে যাহা আমার বক্তব্য তাহার অধিকাংশই প্রথম খণ্ডের নিবেদন ও উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস উপনিষৎ বেদের অংশ বলিয়া, ইহা অপৌরুষেয়, নিত্য ও অভ্রান্ত। ইহার অর্থ এই নয় যে যাহা কিছু উপনিষদে আছে তাহাই অপৌরুষেয় নিত্য ও অভ্রান্ত। উপনিষদে অনেক ঘটনা আছে, অনেক ঋষির কথা, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল, জনক ব্রহ্মবিদ্ সম্রাট্ ছিলেন, প্রবাহণ, অশ্বপতি, অজাতশত্রু, আরুণি, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা তাহাদের সম্বন্ধে বিবরণ অপৌরুষেয় বা নিত্য হইতে পারে না। অনেক কথা উপনিষদে আছে যাহা তখনকার জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর রচিত। আচার্য শংকর বলিয়াছেন ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়; সেই ব্রহ্মবিদ্যা ঋষিদের প্রত্যক্ষদর্শন—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তাহা অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত ও নিত্য। সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের মুখ্য বিষয়। গৌণ বিষয়গুলিকে আমরা অপৌরুষেয়, নিত্য ও অভ্রান্ত বলিলে উপনিষদের চিরন্তন সত্য সমূহের প্রতি অবিচার করা হইবে। এই বিষয়ে মনীষী ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (তাঁহার উপনিষদ্—ব্রহ্মতত্ত্ব পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায়) বলেন 'ঋষিরা বলেন বেদ নিত্য। কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে বেদের শব্দ বা ভাষা চিরস্থায়ী। অর্থাৎ বেদ যে আকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনাদি কাল হইতেই সেইরূপ ছিল, এবং চিরকাল সেইরূপ থাকিবে। এই মত যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক কষ্ট কল্পনার সাহায্য লইতে হয়, অথচ বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বেদের শব্দ বা ভাষাকে নিত্য বলা অনাবশ্যক। সেই জন্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন যে বেদের শব্দ নিত্য নহে, অর্থই (contents বা idea) নিত্য। ইহাই বিদ্যা। এই বিদ্যা চিরদিনই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। তাহা নিত্য, তাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা, ইহা

দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনের পূর্বেও এই বিষয় বর্ত্তমান ছিল পরেও থাকিবে। ঋষিরা বেদের দ্রষ্টা, বিদ্যার আবিষ্কার-কর্তা বা প্রচারক-প্রবর্তক নহেন।··· ··· ··· 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—এই বিদ্যা তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও ছিল। কোন ঋষি ধ্যানদৃষ্টিতে এই সত্য সাক্ষাৎ করিয়া প্রচার করেন। তিনি আর্য সত্যের দ্রষ্টা মাত্র। অশরীর ভাবে এই বিদ্যা পুর্বাপর ছিল। ঋষিরা তাহাকে শরীর দান করিলেন।''

উপনিষদে নিবদ্ধ এই চিরন্তন সত্যগুলি যুগে যুগে নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কোন এক প্রাচীন ব্যাখ্যাতে এই সত্যগুলিকে আবদ্ধ রাখা সঙ্গত হইবে না।

আমার বিশ্বাস আমরা যদি বিস্তৃত ব্যাখ্যার গহন অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া, মূল বা তাহার অনুবাদ পুনঃ পুনঃ পাঠ করি, তবে উহার অর্থ উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

কোনও শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক আমাকে একটি ত্রুটীর কথা বলিয়াছেন—তিনি বলেন 'আমি ধরিয়া নিয়াছি যে সকল পাঠকেরই শংকর রামানুজ এবং মধ্বের মতবাদ সম্বন্ধে ধারণা আছে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার এই ধারণা ভ্রান্ত—দর্শন শাস্ত্রের ছাত্র ভিন্ন অন্য কাহারও বিশেষতঃ বিজ্ঞানের ছাত্র, এমন কি শিক্ষকদেরও কোন স্পষ্ট ধারণা নাই, সুতরাং আমার কর্তব্য এই তিন আচার্যের দার্শনিক মতবাদের সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া'। তাঁহার কথা অনুযায়ী এই তিন আচার্যের মতবাদ সম্বন্ধে একটু আভাষ দিতেছি।

শংকর: আচার্য শংকরের মত অতি সংক্ষেপে বলা হয়—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম এক। অতি সংক্ষেপ করায় তাঁহার মত সম্বন্ধে অনেক সময় ভুল ধারণা হয়। সত্য ও মিথ্যা শব্দ আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি, আচার্য শংকর সেই অর্থে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার মতে তাহাই সত্য যাহার কোন পরিবর্তন নাই, চিরকাল যাহা একই থাকিবে, ব্রহ্মই সেই এক সত্য—পারমার্থিক সত্য। যাহা সত্য নয়, তাহাই মিথ্যা। জগৎ পরিবর্তনশীল, সুতরাং মিথ্যা। মিথ্যাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(i) যাহা পারমার্থিক সত্য নয়, কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে (empirically) সত্য। এই জগতের ব্যবহারিক (empirical) সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই—ইহা পরিবর্তনশীল, এবং ব্রহ্মজ্ঞান যখন হইবে তখন এই জগৎ থাকিবে না। (ii) যাহা অলীক—যেমন আকাশ-কুসুম। জগৎ মিথ্যা হইলেও তাহার ব্যবহারিক সত্তা আছে—আকাশ-কুসুমের জাগতিক বা ব্যবহারিক সত্তাও নাই।

ব্রহ্ম নির্বিশেষ (indeterminate) নির্গুণ চিন্মাত্র। মায়া দ্বারা 'উপহিত' হইলে ব্রহ্ম 'ঈশ্বর' হন, এবং জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। মায়া-উপহিত ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ (material and efficient cause)। কিন্তু মায়া ব্রহ্মের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত নয়। মায়া সৎ নয়, তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই—ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, তাঁহারই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা আছে। মায়া অসৎ নয়, মায়াপ্রসূত জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। সুতরাং মায়া সৎ-অসৎ অনির্বচনীয়। আমরা জগতে যে নানাত্ব (বহুত্ব) বা বিভিন্নতা দেখি, তাহা মায়া-প্রসূত। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই নানাত্ব মিলাইয়া যাইবে—এক নির্বিশেষ ব্রহ্মই থাকিবে। আচার্য রাধাকৃষ্ণন তাহা সর্বশেষ গ্রন্থ Brahma Sutra-এ মায়াকে creative power বা সৃজনীশক্তি বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু এই সৃজনীশক্তি বা তাহার কার্য—এই জগৎ পারমার্থিক সত্য নয়। 'ঈশ্বর'ও পারমার্থিক সত্য নয়—এক ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। জীব ও ব্রহ্ম এক, জীব অজ্ঞানের জন্য নিজকে পৃথক্ সত্তা মনে করে। যখন অজ্ঞান দূর হইবে, তখন জীবের স্বাতন্ত্র্য-বোধ বা পৃথক্ সত্তা থাকিবে না, জীব ব্রহ্মই হইবে। জ্ঞান দ্বারাই আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারি।

শংকরের এই মতকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়, কারণ তাঁহার মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু দ্বিতীয় নাই।

রামানুজঃ রামানুজ বলেন ব্রহ্ম নির্গুণ বা নির্বিশেষ নন, তিনি অশেষ কল্যাণগুণের আধার। ঈশ্বর মায়া-উপহিত ব্রহ্ম নহেন। ঈশ্বরই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ পরিবর্তনশীল ও নশ্বর। ব্রহ্মই এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম সর্বভূতে, সর্বজীবে অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান। জীব ব্রহ্ম নয়, জীব ও জগৎ ব্রহ্মাত্মক। চিৎ-অচিৎ, জীব-জগৎ ব্রহ্মের শরীর, কিন্তু তাহাদের সত্তা ব্রহ্মের সত্তার উপর নির্ভরশীল। জ্ঞানাত্মক ভক্তি দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে পাইতে পারি। ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে জীব নিজের অন্তরে ও বাহিরে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন—কিন্তু তখনও জীবের পৃথক্ সত্তা লোপ পায় না। শংকর মতে মোক্ষ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়া, রামানুজ মতে মোক্ষ হইতেছে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা। তিনি ব্রহ্মকে নারায়ণ নামে অভিহিত করেন।

রামানুজের এই মতকে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বলা হয়। কারণ (রাধাকৃষ্ণন বলেন) ইহা বিশিষ্ট সমূহের অদ্বৈত (nondualissn of the differenced); চিৎ-অচিদের এবং জীব ও জগতের ঈশ্বরে এবং ঈশ্বরের সহিত একত্ব।

রংগরামনুজ (যাহার ব্যাখ্যা উপনিষৎ-অনুবাদের সহিত দেওয়া হইয়াছে) রামানুজপন্থী, তাঁহার মত ও রামানুজের মত একই।

মধ্ব : মধ্ব ভক্ত ও দ্বৈতবাদী। তাঁহার দ্বৈতবাদ পাশ্চাত্ত্য দ্বৈতবাদ হইতে একটু বিভিন্ন। পাশ্চাত্ত্য দ্বৈতবাদ মতে ঈশ্বর জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে পৃথক হইয়া আছেন। মধ্ব বলেন ঈশ্বর জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন হইলেও জীব ও জগতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও বিষ্ণু একই—তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌। তিনি জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কর্তা, জগৎ কার্য। ব্রহ্মকে কখনও কখনও নির্গুণ বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে প্রকৃতির গুণ তাঁহাতে নাই। তিনি সগুণ এবং কল্যাণগুণ সম্পন্ন। তিনি 'পরিপূর্ণগুণ'। তাঁহার প্রত্যেক গুণই অনন্ত। তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার, শাসন, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধন ও মুক্তির কারণ। কিন্তু সর্বস্বতন্ত্র। জীব ও জগৎ তাঁহার সৃষ্টি এবং তিনি জীব ও জগতে অনুপ্রবিষ্ট, কিন্তু তিনি জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন। জীব ব্রহ্ম নয়, এবং মুক্তিতে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় না, তাহার ভিন্ন সত্ত্বা থাকে। ব্রহ্ম নির্বিশেষ শংকরের এই মত মধ্ব গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন, শংকরের নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম, বৌদ্ধ-মাধ্যমিক- শূন্যবাদীদের 'শূন্য' হইতে ভিন্ন নয়; এবং শংকর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ভক্তি দ্বারাই আমরা ব্রহ্মকে (তিনি তাঁহাকে বিষ্ণু বলেন) পাইতে পারি।

এখানে আচার্যদের মতবাদের আভাষমাত্র দেওয়া হইল।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডের অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় ভুল ও ত্রুটি থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। যদি কোন সুধী-মহোদয় সেই ভুল ও ত্রুটি আমাকে দেখাইয়া দেন, অথবা এই পুস্তকের উন্নতিকল্পে কোন উপদেশ দেন, তবে আমি নিতান্ত বাধিত হইব।

পি. ৩৭৮ কেয়াতলা লেন,
কলিকাতা-২৯

শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু

২৪শে আষাঢ় ১৩৬৯
১৮ই আষাঢ় ১৮৮৪
৯ই জুলাই ১৯৬২

বাংলায় উপনিষৎ

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আমরা শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের শেষাংশ রূপে বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হই। ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে প্রচলিত উপনিষৎসমূহের মধ্যে এই উপনিষৎ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সকল উপনিষদেই এই উপনিষদের প্রভাব আমরা দেখিতে পাই।

আচার্য শংকর বলেন যে এই উপনিষৎ পরিমাণে বৃহৎ এবং অরণ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। এই উপনিষৎ শুধু আকারে বৃহৎ নয়, ভাবগৌরবেও ইহা 'বৃহৎ'।

যদিও এই উপনিষৎ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ তবুও এই উপনিষৎ এই পুস্তকে সংক্ষিপ্ত উপনিষৎসমূহের পরে দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশের কারণ এই যে, এই উপনিষদে অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহাদের উপনিষৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, তাঁহারা প্রথম পাঠে এই উপনিষৎ নীরস ও দুর্বোধ্য মনে করিতে পারেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত উপনিষৎসমূহ পাঠের পর এই উপনিষৎ আর নীরস এবং দুর্বোধ্য মনে হইবে না।

শুক্ল যজুর্বেদের বহু শাখা আছে—তাহাদের মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাই প্রসিদ্ধ। উভয় শাখার ব্রাহ্মণের নামই শতপথব্রাহ্মণ—তাহাদের শেষাংশই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। আচার্য শংকর কাণ্ব শাখার শতপথব্রাহ্মণ অনুসরণ করিয়াছেন, এখানেও তাহাই অনুসরণ করা হইয়াছে।

এই উপনিষৎখানি যে একই সময়ে সংকলিত হইয়াছে তাহা মনে হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ব্রাহ্মণে একবার আচার্যদের বংশপরিচয়, চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে দ্বিতীয়বার, এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে তৃতীয়বার আচার্যদের বংশপরিচয়, আছে, তিনটিই এক প্রকার নহে। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ একবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং

পুনরায় সামান্য পরিবর্তিত আকারে চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা এবং অন্যান্য আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে ইহা বলা যায় যে সকল অংশ একই সময় বা একই ব্যক্তি দ্বারা সংকলিত হয় নাই।

এই উপনিষদের শংকরের বিস্তৃত ভাষ্য ব্যতীত, রামানুজপন্থী রংগরামানুজের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এবং মধ্ব-বিরচিত ভাষ্য আছে, এই তিন ভাষ্য হইতে কিছু কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আচার্য রাধাকৃষ্ণনের Principal Upanishads হইতেও ব্যাখ্যার সারাংশের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

এই উপনিষদে অনেক বিষয় আছে, যাহা সাধারণতঃ ধর্মশাস্ত্রে থাকে না। প্রাচীন ঋষিগণের নিকট ধর্ম ছিল সমগ্র জীবন—কেবল মাত্র ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সাধন নয়, সেই জন্য ঐ সকল বিষয় আমরা এই উপনিষদে পাই। এই সকল বিষয় ঋষির দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে হইবে।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওম্, উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্‌গত হন
পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও, পূর্ণ-ই অবশিষ্ট থাকে ॥
ওম্, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথম (অশ্ব) ব্রাহ্মণ

(মানস অশ্বমেধ—বিশ্বে যজ্ঞীয় অশ্ব-দৃষ্টি)

ওম্, উষা [অশ্বমেধ] যজ্ঞীয় অশ্বের শির, সূর্য [ইহার] চক্ষু, বায়ু [ইহার] প্রাণ, বৈশ্বানর অগ্নি [ইহার] বিবৃত মুখ, সংবৎসর এই যজ্ঞীয় অশ্বের শরীর। দ্যুলোক [ইহার] পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ [ইহার] উদর, পৃথিবী [ইহার] পদাসন (খুর), দিক্‌সমূহ (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম) [ইহার] পার্শ্বদ্বয়, অবান্তর (মধ্যবর্তী) দিক্‌সমূহ (অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান) [ইহার] পার্শ্বাস্থিসমূহ, ঋতু সকল [ইহার] অঙ্গসমূহ, মাস ও পক্ষসমূহ [ইহার] অঙ্গ-সন্ধি, অহোরাত্র [ইহার] প্রতিষ্ঠা (চরণ), নক্ষত্র সকল [ইহার] অস্থি সমূহ, মেঘ [ইহার] মাংস, বালুকারাশি [ইহার] অর্ধজীর্ণ খাদ্য, নদীসকল [ইহার] নাড়ীসমূহ, পর্বতসকল [ইহার] যকৃত ও প্লীহা সমূহ, ওষধি-বনস্পতি সকল [ইহার] লোমসমূহ, উদীয়মান সূর্য [ইহার] পূর্বার্ধ, অস্তগামী সূর্য [ইহার] পশ্চাদর্ধ। [অশ্ব] যে বিজৃম্ভণ করে (হাই তোলে) তাহা বিদ্যুৎ চমকিত হওয়া, [অশ্ব] যে শরীর কাম্পত করে, তাহা মেঘ-গর্জন, অশ্ব যে মূত্রত্যাগ করে তাহা [বারি-] বর্ষণ। বাক্‌ই [ইহার] হ্রেষা রব।[১] ১।১।১

(১) ভাবার্থ—অশ্বমেধযজ্ঞকে এখানে জাগতিক ব্যাখ্যা (cosmic interpretation) দেওয়া হইয়াছে—রা। যজ্ঞীয় অশ্বকে প্রজাপতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—শ।

[অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের] পুরোভাগে [যে] 'মহিমা' [নামক সুবর্ণময় পাত্র স্থাপিত হয়), দিবসই সেই পাত্র, [ইহা] অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া জাত হইয়াছে[২]। পূর্বসমুদ্র[৩] ইহার যোনি (উৎপত্তি স্থান)। [যজ্ঞীয় অশ্বের] পশ্চাদ্‌ভাগে [যে] মহিমা [নামক রজতময় পাত্র স্থাপিত হয়], রাত্রিই সেই পাত্র। ইহাও অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া জাত হইয়াছে। অপর (পশ্চিম)[৪] সমুদ্র [ইহার] যোনি। অশ্বের উভয় দিকে [স্থাপনের জন্য] এই মহিমাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। [ইহা] 'হয়' [নামে] দেবগণকে, 'বাজী' [-নামে] গন্ধর্বগণকে 'অর্বা' [-নামে] অসুরগণকে এবং অশ্ব [-নামে] মানবগণকে বহন করিয়াছিল[৫]। সমুদ্রই ইহার বন্ধু[৬]। সমুদ্রই ইহার যোনি। ১।১।২

ইহা প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ।

(২) যেমন আমরা বলি বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ চমকিত হইল—শ। অশ্বকে লক্ষিত, বিজ্ঞাপিত করিয়া অর্থাৎ অশ্বের পরিচায়ক হইয়া জাত হইল—গ।

(৩) পূর্ব সমুদ্র—বঙ্গোপসাগর—রা।

(৪) অপর সমুদ্র—আরব সাগর—রা!

(৫) শংকর বলেন, 'হয়' 'বাজী' 'অর্বা' শব্দ জাতি বিশেষদের নাম। দেবগণকে বহন করিয়াছিলেন অর্থ দেবগণের দেবত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন—এখানে অশ্বে প্রজাপতিত্ব আরোপ করা হইয়াছে—শ।

(৬) সমুদ্র—পরমাত্মা—শ; বন্ধু=বন্ধন—শ। ভূতসমূহকে সমুৎপাদন করিয়া দ্রবণ করে বলিয়া সমুদ্র পরমাত্মা—আ। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের সমুদ্রই উৎপত্তি-স্থান—র।

প্রথম অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় (অশ্বমেধ) ব্রাহ্মণ

(জগৎ সৃষ্টি)

*এখানে[১] 'অগ্রে'[২] কিছুই ছিল না[৩]। 'অশনায়া'[৪] [-রূপ] মৃত্যু[৫] দ্বারা [ইহা] আবৃত ছিল।[৬] 'অশনায়া'ই মৃত্যু[৭]। "আমি আত্মবী

(১) এখানে—(মূলে আছে ইহ)—সংসার-মণ্ডলে—শ, জগতে—র।

(২) অগ্রে—সৃষ্টির পূর্ব্বে—শ ও র।

(৩) কিছুই ছিল না—নামরূপ দ্বারা বিশেষরূপে অভিব্যক্ত কিছু ছিল না, কিন্তু ইহা শূন্য ছিল না—শ; স্থূল অবস্থা-সম্পন্ন পরিদৃশ্যমান বস্তু ছিল না—কিন্তু ইহা শূন্যও ছিল না—র; পরমাত্মা দ্বারা আবৃত ছিল—ম। সমস্তই হিরণ্যগর্ভরূপ মৃত্যু দ্বারা আবৃত অসৎ ছিল। তাঁহার চিন্তাদ্বারা বিশ্ব উৎপন্ন হইল—রা।

(৪) অশনায়া—ভোজনেচ্ছা—শ, সংহারের ইচ্ছা—র। এই শব্দ অশন এবং নয় দুই শব্দের সম্মেলন; অশন=অন্ন=জগৎ, নায় অর্থ যিনি নয়তি বা পরিচালন করেন; সুতরাং অশনায়া অর্থ জগৎ পরিচালক বা শাসক—ম।

(৫) মৃত্যু—বুদ্ধিরূপী হিরণ্যগর্ভ—শ; অচিৎ বা তমঃ-শরীর পরমাত্মা—র; সংহারক—ম।

(৬) মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল—হিরণ্যগর্ভরূপী মৃত্যু দ্বারা এই কার্যরূপী (effect) বিশ্ব আবৃত ছিল—শ। সংহারেচ্ছারূপ তমঃ-শরীর পরমাত্মা দ্বারা পরিদৃশ্যমান, স্থূল-অবস্থা-সম্পন্ন জগৎ আবৃত ছিল—অর্থাৎ স্থূলাবস্থা তিরোহিত ছিল; স্থূলাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মা তমঃশরীর অবস্থায় ছিলেন—র। প্রলয় অবস্থায় সমস্ত কেবল পরমাত্মা দ্বারা আবৃত ছিল—ম।

(৭) অশনায়াই মৃত্যু—কারণ ভোজনেচ্ছা হইলেই নিজের ভোজনযোগ্য অপর প্রাণীকে বধ করে—শ। সংসারে বুভুক্ষিত পুরুষই জন্তু বধ করে, সেইজন্য বুভুক্ষা মরণহেতু বলিয়া তাহার মৃত্যুত্ব প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে মৃত্যু শব্দের অর্থ তমঃ-শরীরক পরমাত্মা এবং অশনায়া শব্দের অর্থ সংহারেচ্ছা সুতরাং দুই অর্থই সম্ভব—র। সংহারক (হরিই) জগৎশাসক—ম।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (১) দ্রষ্টব্য।

(আত্মবান্) হইব"[৮], [এই চিন্তা করিয়া] তিনি মন সৃষ্টি করিলেন। তিনি [নিজকেই] অর্চনা করিয়া বিচরণ করিলেন। অর্চনানিরত তাঁহা (মৃত্যু) হইতে জল জাত (উৎপন্ন) হইল। [তিনি চিন্তা করিলেন] "আমি যখন অর্চনানিরত ছিলাম তখন 'ক'[৯] উৎপন্ন হইয়াছে।" তাহাই (অর্চ+ক—অর্চন কালে 'ক' উৎপন্ন হইয়াছে), অর্কের অর্কত্ব (অর্থাৎ এই জন্যই অর্কের নাম অর্ক[১০] হইয়াছে)। যিনি এইরূপে এই অর্কত্ব জানেন, ইঁহার জন্য 'ক'[১১] [উৎপন্ন] হয়। ১।২।১

জলই অর্ক[১২]। সেই জলের যে 'শর'[১৩] ছিল, তাহা কঠিনতা প্রাপ্ত হইল। তাহাই পৃথিবী [-রূপে পরিণত] হইল। তাহাতে (সৃষ্টি

(৮) 'আত্মন্বী (আত্মবান্) হইব'—আত্মবান্ হইব, অর্থাৎ আমি এই আত্মশব্দ বাচ্য মন দ্বারা মনস্বী হইব—শ. দ্র;—'শরীরী হইব, চেতন-অচেতন-শরীরক হইব'—এই সংকল্প মন করিলেন—র। 'আমার শরীর হউক' (এখানে আত্মা অর্থ শরীর) সেইজন্য এবং বিশ্ব তাঁহার অধীন বলিয়া বিশ্বকে অশরীরী বিষ্ণুর শরীর বলা হয়—ম।

(৯) 'ক'=উদক (জল)—শ ও র। সুখ দান করে বলিয়া উদককে 'ক' বলা হয়—ম। শংকর বলেন আকাশ, বায়ু ও তেজ উৎপত্তির পর জল উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(১০) অর্ক=অগ্নি—শ, পরমাত্মা—র। (অর্ক শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—অর্চ্চনার অর্, এবং জল বাচক উদকের ক, এই উভয়ের সম্মেলনে অর্+ক=অর্ক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে—দ্র)। সুখকর পূজা (অর্চ্চনা) এবং উদকের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া অগ্নির নাম অর্ক—শ। অর্চ্চনা হইতে উদ্ভূত এবং 'ক' (সুখকর) বলিয়া অর্ক—ম।

(১১) 'ক'—জল বা সুখ—শ; সুখ—র ও ম।

(১২) জলই অর্ক—অর্চ্চনা হইতে উদ্ভূত জলই অগ্নির কারণ বলিয়া 'জলই অর্ক' বলা হইয়াছে। অর্ক অর্থ অগ্নি, জল নয়। শ্রুতিতে আছে অগ্নি জলে প্রতিষ্ঠিত—শ। জল ভগবদাত্মিকা সেইজন্য অর্ক—র। অর্ক অর্থ এখানে জল—ম।

(১৩) মূলে 'শর' শব্দই আছে—দধির মণ্ডের ন্যায় সারাংশ—শ ও র। (দুগ্ধাদির-ঘনীভূত অংশ)। ফেনযুক্ত অংশ কঠিন হইল—ম।

কার্যে) তিনি শ্রান্ত[১৪] হইলেন। শ্রান্ত[১৪] এবং 'তপ্ত'[১৫] [মৃত্যু] হইতে তেজরস অগ্নি[১৬] [-রূপে] নির্গত হইল। ১।২।২

তিনি[১৭] আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। [অগ্নি এক তৃতীয়], আদিত্য [এক] তৃতীয়, এবং বায়ু [এক] তৃতীয়, সেই এই প্রাণই[১৮] এইরূপে তিন ভাগে 'বিহিত' হইলেন।

পূর্বদিক্ তাঁহার শির, ঐ (ঈশান কোণ) এবং ঐ (অগ্নি কোণ) ইঁহার বাহুদ্বয়, আর পশ্চিম [দিক্] ইঁহার পুচ্ছ। ঐ (বায়ু কোণ) ও ঐ (নৈঋর্ত কোণ) ইঁহার উরুদ্বয়। দক্ষিণ ও উত্তর [দিক্] [ইঁহার] দুই পার্শ্ব। দ্যৌ (দ্যুলোক) [ইঁহার] পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ [ইঁহার] উদর, ইহা (পৃথিবী) [ইঁহার] বক্ষ। তিনি[১৯] জলে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যেখানে গমন করেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হন। ১।২।৩

(১৪) মূলে আছে অশ্রাম্যৎ=শ্রান্ত হইলেন—শ। পরমাত্মা শ্রান্ত হইতে পারেন না, সেইজন্য অর্থ—যত্নপর—র। তিনি শ্রান্ত হইতে পারেন না। অশ্রাম্যৎ অর্থ শয়ন করিলেন—ম।

(১৫) তপ্ত=খিন্ন—শ ; সৃষ্টির পর্যালোচনারত—র। সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তা করিলেন—ম। তপঃখিন্ন—আ।

(১৬) তেজরস—অগ্নি তেজের সার (রস=সার) অর্থাৎ সারভূত তেজ—বিরাট্‌রূপী প্রথমজাত—শ। তেজঃসারভূত অগ্নি—র। তেজ=সামর্থ্য, তাহার সাররূপে অগ্নি—ম।

(১৭) তিনি—অগ্নি—র ; প্রথমজাত প্রজাপতি—শ ; মুখ্য প্রাণবায়ু—ম।

(১৮) প্রাণ—পরমাত্মা—র ; আত্মন্নী মৃত্যুকে শংকর প্রজাপতি বলিয়াছেন, এবং এই অগ্নিকে প্রথমজাত ও বিরাটরূপী প্রজাপতি বলিয়াছেন, মৃত্যুরূপী হিরণ্যগর্ভ বিরাটরূপী প্রজাপতি নয়—শ।

(১৯) তিনি—সর্বলোকাত্মক প্রজাপতিরূপ অগ্নি—শ ; অগ্নি—র ; মুখ্য প্রাণবায়ু—ম।

তিনি কামনা করিলেন "আমার দ্বিতীয় আত্মা[২০] হউক"। সেই অশনায়া [রূপী] মৃত্যু মনের সহিত বাকের[২১] 'মিথুন' (সংযোগ) স্থাপন করিলেন*।[২১] সেখানে (সেই মিথুনে) যে রেতঃ[২২] ছিল তাহা সংবৎসর[২৩] হইল। তাহার পূর্বে সংবৎসর ছিল না। সংবৎসর যে পরিমাণ [কাল], সেই পরিমাণ কাল, তিনি তাহাকে (রেতঃকে=বীজকে) ধারণ করিলেন। এই পরিমাণ কালের পর, তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন। যখন তিনি জাত হইলেন, তখন তাঁহাকে [গ্রাস করিবার জন্য] মৃত্যু মুখব্যাদান করিলেন। তিনি (শিশু) 'ভাণ'[২৪] [এই শব্দ] করিলেন। তাহাই বাক্[২৫] হইল। ১৷২৷৪

তিনি (মৃত্যু) চিন্তা করিলেন "যদি ইহাকে হিংসা (ভক্ষণ) করি, তবে অন্ন অল্পতর করিয়া ফেলিব।" তখন তিনি সেই বাক্ দ্বারা এবং সেই আত্মা দ্বারা, যাহা কিছু আছে—ঋক্ (মন্ত্র) সমূহ, যজুঃ (মন্ত্র) সমূহ, সাম (গীতি) সমূহ, [গায়ত্রী প্রভৃতি] ছন্দ সমূহ, যজ্ঞ সমূহ, প্রজা

(২০) আত্মা—শরীর—শ; অগ্নি ভিন্ন অন্য আত্মা—র, দ্বিতীয় আত্মা ব্রহ্মা—ম।

(২১) মূলে আছে—স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও মহেশ চন্দ্রের মতানুযায়ী অনুবাদ হইবে "মনের দ্বারা বাকের সহিত মিথুনভাবে সম্মিলিত হইলেন।" বাক্=ত্রয়ী বিদ্যা, তিন বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ)। তিনি বেদবিহিত সৃষ্টিক্রমের মানসিক আলোচনা করিলেন—শ ও র।

(২২) রেত=ত্রয়ী বেদালোচনা দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ বীজ—শ; বীজ, কারণ—র; প্রাণ পুর্ব জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল—রা।

(২৩) সংবৎসর—সংবৎসরাত্মক কালের প্রবর্তক প্রজাপতি—শ। কালশরীরক বিশ্বকর্মা প্রজাপতি—র।

(২৪) শিশু ভয় পাইয়া বাল স্বভাববশতঃ 'ভাণ' শব্দ উচ্চারণ করিল—শ ও র। ভাণ =শব্দ—ম

(২৫) বাক্—শব্দ—শ; ভূরাদি ব্যাহৃতিরূপা বাক্—র

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (২) দ্রষ্টব্য।

(মানুষ) সকল, পশু সমূহ—এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; তিনি যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন, তাহা তাহাই 'অদন' (ভক্ষণ) করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি সমস্তই 'অদন' (ভক্ষণ) করেন[২৬] ইহাই অদিতির[২৭] অদিতিত্ব। যিনি এই প্রকারে অদিতির অদিতিত্ব জানেন, তিনি এই সমুদয়ের (সকল বস্তুর) অত্তা (ভোক্তা), হন, সমস্ত বস্তু ইঁহার অন্ন হয়। ১।২।৫

তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন "আমি পুনরায় মহান্ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিব"। তিনি শ্রম করিলেন, তপস্যা[২৮] করিলেন। সেই শ্রান্ত ও তপ্ত [প্রজাপতি] হইতে যশ ও বীর্য নির্গত হইল। প্রাণ সমূহই[২৯] যশ ও বীর্য। প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হইলে, শরীর স্ফীত হইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মন শরীরেই রহিল। ১।২।৬

তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন "আমার ইহা (শরীর) 'মেধ্য' (যজ্ঞার্হ) হউক, এবং ইহা দ্বারা আমি আত্মবান্ (দেহবান্) হইব"। [তখন প্রাণ (শংকর মতে প্রজাপতি) পুনরায় দেহে প্রবেশ করিলেন]। যেহেতু তিনি 'অশ্বৎ'

(২৬) অদন করেন—সর্বাত্মভাব দ্বারাই এই সমস্ত জগতের অত্তা (ভোক্তা) হন কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়—শ। (অর্থাৎ জগতের সহিত একাত্ম ভোগই অদন)। সংহার করেন—র।

(২৭) অদিতি—যিনি সমস্ত অদন বা সংহার করেন তিনি অদিতি। পরমাত্মা—র। যিনি সমস্ত অদন করেন—সর্বাত্মভাবে গ্রহণ করেন, বেদে অদিতিকে দ্যৌ, অন্তরিক্ষ, পিতামাতা বলা হইয়াছে—শ।

(২৮) মূলে আছে তপঃ অতপ্যত, তপ=মানসিক শক্তির একাগ্রতার তেজ; তপ দ্বারাই সমস্ত সৃষ্টি হয়—রা। পরমাত্মাকে (নিজকে) উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। প্রজাপতি—প্রজাপতিশরীরক পরমাত্মা—র।

(২৯) প্রাণসমূহ—ইন্দ্রিয় সমূহ, চক্ষু প্রভৃতি যশ ও বীর্য লাভের হেতু বলিয়া তাহাদিগকে যশ ও বীর্য বলা হইয়াছে—শ। প্রাণবায়ুসমূহ—যশ ও বীর্য প্রাণায়ত্ত বলিয়া, তাহাদিগকে যশ ও বীর্য বলা হইয়াছে—র ও ম। Vital breaths—রা।

(স্ফীত হইয়াছিলেন), সেই জন্য তিনি 'অশ্ব' [নামে] অভিহিত হইলেন।[৩০] [প্রাণের (শংকর মতে প্রজাপতির) পুনরায় দেহপ্রবেশের ফলে] তিনি 'মেধ্য' হইলেন।[৩১] ইহাই অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব[৩২]। যিনি ইহাকে এরূপ জানেন তিনি অশ্বমেধ [তত্ত্ব] জানেন। ১।২।৭

[প্রজাপতি নিজকে মেধ্য অশ্ব মনে করিয়াছিলেন] তাহাকে (অশ্বকে) বন্ধন না করিয়াই [তিনি পশু সম্বন্ধে] চিন্তা করিলেন; সংবৎসর পরে তাহাকে আত্মার[৩৩] উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলেন। অন্য পশুসমূহকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। সেই জন্য সর্বদেবতাগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূত পশুকে প্রজাপতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। যিনি তাপ প্রদান করেন (অর্থাৎ সূর্য) তিনিই অশ্বমেধ। সংবৎসর তাঁহার আত্মা।[৩৪]

(৩০) এই অশ্বই ১।১।১ মন্ত্রে বর্ণিত।

(৩১) প্রাণের উৎক্রমণের জন্য শরীর অমেধ্য অপবিত্র হইয়াছিল, প্রাণের প্রবেশের ফলে শরীর আবার পবিত্র ও মেধ্য হইল—শ।

(৩২) অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব—প্রজাপতিরূপী প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে, দেহ অশ্বৎ (স্ফীত) হইয়াছিল। সেইজন্য প্রজাপতির শরীর অশ্ব নামে অভিহিত হইয়াছিল। প্রজাপতি পুনরায় দেহে প্রবেশ করিলে শরীর মেধ্য পবিত্র হইল। ইহাই অশ্বমেধ নামের কারণ—শ। অশ্বমেধ যজ্ঞ আর অশ্ব বলিদানের যজ্ঞ রহিল না, প্রজাপতি যজ্ঞে পরিণত হইল।

(৩৩) আত্মার উদ্দেশ্যে—প্রজাপতির নিজের উদ্দেশ্যে—শ। পরমাত্মার উদ্দেশ্যে—র। প্রজাপতির অন্তরে যে বিষ্ণু, সর্বব্যাপী আত্মা—তাঁহার উদ্দেশ্যে—ম।

(৩৪) ভাবার্থ—সংবৎসরাত্মক কালই যজ্ঞফলরূপী সূর্যের আত্মা (=শরীর), কেন না সূর্য দ্বারাই সংবৎসর সম্পাদিত হইয়া থাকে—শ. ভূ.। ১।১।১ মন্ত্রে সংবৎসরকে মেধ্য অশ্বের আত্মা বলা হইয়াছে। আদিত্য সেই সংবৎসরের কালচক্রের প্রবর্তক সংবৎসরাত্মক মেধ্য অশ্বকে আদিত্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে—র। ব্রহ্মারূপী সংবৎসর আদিত্যকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন—ম।

এই [পার্থিব] অগ্নিই অর্ক। এই লোক সমূহ্ (স্বর্গাদি লোকত্রয়) তাঁহার আত্মা (=অবয়ব, দেহ)[৩৫]। তাঁহারা উভয়ে (অগ্নি ও আদিত্য) [যথাক্রমে] অর্ক ও অশ্বমেধ। তাঁহারা আবার একই দেবতা—[তিনি] মৃত্যুই[৩৬]। [যিনি এরূপ জানেন] তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন, মৃত্যু ইঁহার আত্মস্বরূপ হন। তিনি এই সকল দেবতাদের সহিত এক হন।[৩৭]। ১।২।৭

ইহা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

(৩৫)—যজ্ঞীয় অগ্নি, লোক সমূহ সেই যজ্ঞীয় অগ্নির অবয়ব—শ (অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নি প্রজাপতি স্বরূপ)। অর্ক—যজ্ঞাগ্নি হইতেছেন পরমাত্মা, তিন লোক তাঁহার শরীর—র।

(৩৬) মৃত্যুই, যজ্ঞ ও যজ্ঞ ফল—অগ্নি ও আদিত্য—হইয়াছিলেন (১।২।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য), ক্রিয়া সাধন ও তাহার ফলভেদ সম্পাদনের জন্য বিভক্ত হইয়াছিলেন, ক্রিয়াসম্পাদনের পর একই দেবতা—ক্রিয়া-ফলাত্মক মৃত্যুই (প্রজাপতি স্বরূপই) হন—শ. দ্র.

(৩৭) তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, মৃত্যুর রূপ ধারণ করেন। তিনি কাল হইতে শ্রেষ্ঠ হন—রা।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় (উদ্‌গীথ) ব্রাহ্মণ

(প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব)

প্রজাপতির সন্তান দুই প্রকার—দেবগণ ও অসুরগণ[১]। তাহাদের মধ্যে দেবগণ-ই কনিষ্ঠ এবং অসুরগণ জ্যেষ্ঠ[২]। তাঁহারা এই সকল লোকে [আধিপত্য লাভের জন্য] স্পর্ধা[৩] করিয়াছিলেন। সেই দেবগণ বলিলেন "যজ্ঞে উদ্‌গীথ দ্বারা[৪] অসুরগণকে অতিক্রম করিব।" ১।৩।১

(১) ব্যাখ্যা—বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তি সমূহকেই দেবতা ও অসুর বলা হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানানুযায়ী কর্মীরা দেবতা, স্বাভাবিক ইচ্ছানুযায়ী ঐহিক প্রয়োজনের জন্য ও নিজের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য কর্মিগণ অসুর। শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানের ও কর্মের প্রবৃত্তি অপেক্ষা স্বাভাবিক অনুরাগমূলক ঐহিক কর্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠানে সমধিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; এইজন্য অসুরের সংখ্যা অধিক শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান স্বভাবতঃ আয়াসসাধ্য, সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিও অল্প। সুতরাং দেবতারা সংখ্যায় অল্প। দেবতা ও অসুরগণের ন্যায়, ইন্দ্রিয়গণের সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিসমূহের বিরোধ চিরকালই আছে। একে অপরকে অভিভূত করিয়া নিজের প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। সাত্ত্বিক বৃত্তি সমূহ (দেবগণ) চাহে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে, আর রাজসিক বৃত্তিসমূহ (অসুরগণ) চাহে ঐহিক সুখ-সম্ভোগ ও তৎসাধনের অনুষ্ঠান করিতে। প্রজাপতির সন্তানদের ন্যায় মানবহৃদয়ে এই দেবাসুর সংগ্রাম চলিতেছে—শ. দু.

(২) কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ—অল্পসংখ্যক ও বহুসংখ্যক—শ. ও. র। মূলে আছে কনীয়সাঃ ও জ্যায়সাঃ।

(৩) অর্থাৎ অসুরগণ স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগমূলক কর্ম ও জ্ঞানসাধ্য বিষয় ভোগের জন্য আর দেবগণ শাস্ত্র-উপদেশ-লব্ধ কর্ম-ও-জ্ঞান-সাধ্য বিষয় পাইবার জন্য স্পর্ধা করিয়াছিলেন (vied with each other—মা) স্পর্দ্ধা—দেবতা ও অসুরগণের সাময়িক বৃত্তি বিশেষের উদ্ভব ও বিলয় (emergence & subsidence of their respective tendencies—মা।

(৪) উদ্‌গীথ দ্বারা—জ্ঞানও কর্মের সাহায্যে উদ্‌গীথ-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব গ্রহণ দ্বারা—শ। উদ্‌গীথ-কর্মের কর্তাকে আশ্রয় করিয়া—গ। উদ্‌গীথ=বৈদিক ক্রিয়া ও সামবেদীয়গান।

তাঁহারা (দেবগণ) বাক্‌কে[৫] বলিলেন "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গান[৬] করুন।" [বাক্ বলিলেন] "তাহাই হউক।" বাক্ তাঁহাদের জন্য উদ্ গান করিলেন। [সাধারণ] বাক্যের দ্বারা যে ভোগ (ফল লাভ) হয়, তাহা সকল দেবতাদের জন্য (অর্থাৎ সকল দেবতা সেই সাধারণ গানের ফল লাভ করুক) এবং [বাক্] যে 'কল্যাণ' [বাক্য] বলেন তাহা নিজের জন্য (অর্থাৎ এই কল্যাণ উদ্‌গানের ফল নিজের হউক) এই ভাবে উদ্‌গান করিলেন[৭]। তাহারা (অসুরগণ) জানিতে পারিল "উদ্‌গাতার দ্বারাই [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে।" এই জন্য তাঁহারা দ্রুত গমন করিয়া তাঁহাকে (বাক্‌কে) পাপ দ্বারা[৮] বিদ্ধ করিল। সেই যে পাপ—বাক্ যে অনুচিত[৯] বাক্য বলে—তাহাই সেই পাপ। ১।৩।২

অতঃপর [দেবগণ] প্রাণ(ঘ্রাণের দেবতা)কে বলিলেন "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গান করুন।" [প্রাণ বলিলেন] "তাহাই হউক।" তাঁহাদের জন্য প্রাণ উদ্‌গান করিলেন। প্রাণের দ্বারা যে ভোগ (ফল লাভ) হয়, তাহা সকল দেবতার জন্য (অর্থাৎ সকল দেবতা সাধারণ

(৫) বাক্—বাক্-অভিমানী দেবতা—শ ও র।

(৬) উদ্‌গান-উদ্‌গীথ গান।

(৭) জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে যে উদ্‌গীথ-গান করা হয়, তাহাতে বারটি স্তোত্র গান করা হয়। তিনটি উদ্‌গানের ফল যজমান প্রাপ্ত হন, অন্য নয়টির ফল উদ্‌গাতা লাভ করেন। এখানে বাক্ দেবগণকে যজমানস্থানীয় মনে করিয়া যজমানের প্রাপ্য তিনটি উদ্‌গীথ সাধারণভাবে গান করিয়াছিলেন, আর উদ্‌গাতারূপে বাক্ যাহার ফল পাইবেন সেই নয়টি উদ্‌গান সুন্দর বর্ণোচ্চারণ করিয়া যথাযথ স্বরব্যঞ্জনাদি বিভাগ অনুসারে গান করিলেন। এই স্বার্থপরতারূপ অপরাধের জন্য অসুরগণ বাক্‌কে আক্রমণ করার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে পাপ দ্বারা কলুষিত করিল— শ. দ্র.

(৮) পাপ—ভোগাসক্তিরূপ পাপ—শ.

(৯) অনুচিত—মিথ্যা, নিষ্ঠুর বাক্য, অত্যুক্তি, কুৎসা প্রভৃতি পাপ দ্বারা—র। শাস্ত্রনিষিদ্ধ বাক্য—অসত্য, ঘৃণিত, মিথ্যা প্রভৃতি—শ।

উদ্‌গানের ফল-লাভ করুক) আর [প্রাণ] যে [সুগন্ধরূপ] কল্যাণ আঘ্রাণ করেন, তাহা নিজের জন্য (অর্থাৎ কল্যাণের ফল নিজের জন্য হউক), এই ভাবে উদ্‌গান করিলেন। তাহারা (অসুরগণ) জানিতে পারিল "এই উদ্‌গাতা দ্বারাই দেবগণ আমাদিগকে অতিক্রম করিবে।" তাঁহারা দ্রুত-গমন করিয়া তাঁহাকে (প্রাণকে) পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই যে এই পাপ—[প্রাণ] যে অনুচিত (অপ্রিয়) গন্ধ আঘ্রাণ করেন—তাহাই এই পাপ। ১।৩।৩

অতঃপর [দেবগণ] চক্ষুকে বলিলেন 'আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গান করুন।" [চক্ষু বলিলেন] "তাহাই হউক।" তাঁহাদের জন্য চক্ষু উদ্‌গান করিলেন।' চক্ষু দ্বারা যে ভোগ হয়, তাহা দেবতাদের জন্য, আর [চক্ষু] যে কল্যাণ দর্শন করে তাহা নিজের জন্য এই ভাবে [চক্ষু] উদ্-গান করিয়াছিলেন। তাহারা (অসুরগণ) জানিতে পারিল "এই উদ্‌গাতা দ্বারাই দেবগণ আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" [অসুরগণ] দ্রুতগমন করিয়া তাঁহাকে (চক্ষুকে) পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই যে এই পাপ—চক্ষু যে অনুচিত (কুরূপ) দর্শন করেন—সেই এই পাপ। ১।৩।৪

অতঃপর [দেবগণ] শ্রোত্রকে বলিলেন "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গান করুন।" [শ্রোত্র বলিলেন] "তাহাই হউক!" তাঁহাদের জন্য শ্রোত্র উদ্‌গান করিলেন। শ্রোত্র দ্বারা যে ভোগ (ফল লাভ) হয়, তাহা দেবতাদের জন্য, আর যে কল্যাণ [শ্রোত্র] শ্রবণ করেন, তাহা নিজের জন্য; এই ভাবে [শ্রোত্র] উদ্‌গান করিয়াছিলেন। তাহারা (অসুরগণ) জানিতে পারিল "এই উদ্‌গাতা দ্বারাই [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে।" তাহারা (অসুরগণ) দ্রুতগমন করিয়া তাঁহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই যে এই পাপ—শ্রোত্র যে অনুচিত শ্রবণ করেন—তাহাই সেই পাপ। ১।৩।৫

অতঃপর [দেবগণ] মনকে বলিলেন "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গান করুন।" [মন বলিলেন] "তাহাই হউক।" মন তাঁহাদের জন্য

[উদ্-]গান করিলেন। মন দ্বারা যে ভোগ (ফললাভ) হয়, তাহা দেবতাদের জন্য, আর [মন] যে কল্যাণ সংকল্প করেন তাহা নিজের জন্য, এই ভাবে উদ্-গান করিলেন। তাহারা (অসুরগণ) জানিতে পারিল "এই উদ্‌গাতা দ্বারাই [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে।" তাহারা (অসুরগণ) দ্রুত গমন করিয়া তাঁহাকে (মনকে) পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই যে এই পাপ— মন যে অনুচিত সংকল্প করেন,—তাহাই এই পাপ। এইরূপে অন্যসকল দেবতা (ত্বগাদির দেবতা)গণ পাপদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়াছিলেন, এইরূপে তাঁহারা পাপদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিলেন।[১০] ১।৩।৬

অতঃপর (দেবগণ) মুখবিবরে অবস্থিত [মুখ্য] প্রাণকে বলিলেন "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গান করুন।" [মুখ্যপ্রাণ বলিলেন] "তাহাই হউক।" সেই [মুখ্য]প্রাণ তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন। তাহারা (অসুরগণ) জানিতে পারিল "এই উদ্‌গাতা দ্বারাই [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে।" তাহারা অতিদ্রুত গমন করিয়া তাঁহাকে (মুখ্য প্রাণকে) পাপদ্বারা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। লোষ্ট্র [যেমন] পাষাণখণ্ডকে আঘাত করিয়া বিধ্বস্ত হয়, সেইরূপই [অসুরগণ মুখ্যপ্রাণকে পাপবিদ্ধ করিতে গিয়া] বিনষ্ট হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। সুতরাং দেবগণ [স্বীয় স্বরূপস্থ][১১] হইলেন, আর অসুরগণ পরাভূত হইলেন। যিনি এরূপ জানেন তিনি নিজ আত্মস্বরূপ হন (অর্থাৎ প্রাণ সকল ইন্দ্রিয়ের আত্মা স্বরূপ ইহা উপলব্ধি করেন), ইহার দ্বেষকারী ভ্রাতৃব্য (জ্ঞাতি-শত্রু) পরাভূত হয়। ১।৩।৭

(১০) ব্যাখ্যা—এই সকল ইন্দ্রিয়গণ—তাঁহাদের নিজেদের কল্যাণের প্রতি আসক্তিবশতঃ—উদ্‌গীথ গানের অনুপযুক্ত দেখা গেল—রা।

(১১) মূলে আছে 'দেবা অভবন্'—দেবগণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ স্বকীয় দেবভাব প্রাপ্ত হইলেন—শ। তাঁহারা দ্যোতনশীল হইলেন, অথবা বিজয়ী হইলেন কারণ অসুরগণ পরাভূত হইল—র।

তাঁহারা (দেবগণ) বলিলেন "যিনি আমাদের সহিত সংযুক্ত হইলেন, তিনি কোথায় ছিলেন ?" "ইনি আস্য (মুখ) মধ্যে, সেই জন্য তিনি অয়াস্য (অয়ম্ আস্যে) [নামে খ্যাত] [ইনি] আঙ্গিরস, কারণ তিনি সকল অঙ্গের রস।" ১।৩।৮

সেই এই দেবতাই 'দূর' নামীয়, কারণ মৃত্যু ইহা হইতে দূরে। যিনি এরূপ জানেন মৃত্যু ইঁহার নিকট হইতে দূরে থাকেন। ১।৩।৯

সেই এই দেবতাই এই সকল দেবতার পাপরূপ মৃত্যুকে অপহত করিয়া, তাঁহাকে যেখানে দিক্ সমূহের অন্ত[১২] (শেষ), সেখানে গমন করাইয়াছিলেন— সেখানে তিনি পাপসমূহকে স্থাপন করিলেন। সেই জন্য [সেই দেশীয়] লোকের নিকট যাইবে না। সেই [দিগ্] অন্তে[১২] যাইবে না, এই ভয়ে যে "[সেখানে গেলে] আমি [পাপরূপ] মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইব"। ১।৩।১০

সেই এই দেবতা (প্রাণ) এই সকল দেবতাদের পাপ (রূপ) মৃত্যুকে অপহত করিয়া ইঁহাদিগকে মৃত্যুর অতীতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ১।৩।১১

তিনি বাক্‌কেই প্রথম [মৃত্যুর অতাতে] বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যখন তিনি (বাক্) মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, [তখন] তিনি অগ্নি হইলেন। সেই এই অগ্নি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া [মৃত্যুর] অতীত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।[১৩] ১।৩।১২

অনন্তর [তিনি] প্রাণ (ঘ্রাণ) কে [মৃত্যুর অতীতে] বহন করিয়া লইয়া গেলেন। যখন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন [তখন]

(১২) দিক্‌সমূহের অন্ত নাই, এখানে দিগন্ত অর্থ যেখানে বেদের জ্ঞান প্রচলিত নাই। অর্থাৎ বেদবিধি-বহির্ভূত দেশসমূহ—শ।

(১৩) বাক্ পূর্বেও অগ্নিস্বরূপেই ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর অধীনে দেহে যখন বাক্‌রূপে ছিলেন, তখন দীপ্তিমান্ ছিলেন না; মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়া বাক্ অগ্নিরূপে দীপ্তিমান্ হইলেন—শ।

তিনি বায়ু হইলেন। সেই এই বায়ু মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, [মৃত্যুর] অতীত হইয়া, প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। ১৷৩৷১৩

অনন্তর [তিনি] চক্ষুকে [মৃত্যুর] অতীতে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। যখন তিনি (চক্ষু) মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, [তখন] তিনি আদিত্য হইলেন। সেই এই আদিত্য মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, [মৃত্যুর] অতীত হইয়া, তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৷৩৷১৪

অনন্তর [তিনি] শ্রোত্রকে [মৃত্যুর] অতীতে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। যখন তিনি (শ্রোত্র) মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি দিক্ সমূহ হইলেন। সেই এই দিক্ সমূহ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া এবং [মৃত্যুর] অতীত হইয়া [বিদ্যমান আছেন]। ১৷৩৷১৫

অনন্তর তিনি মনকে [মৃত্যুর] অতীতে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি (মন) যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন [তখন] তিনি চন্দ্রমা হইলেন। সেই এই চন্দ্রমা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া এবং [মৃত্যুর] অতীত হইয়া দীপ্তি প্রদান করেন। যিনি এরূপ জানেন, তাঁহাকে এই দেবতা (প্রাণ) ঠিক এইরূপেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বহন করেন[১৪]। ১৷৩৷১৬

অনন্তর প্রাণ নিজের 'অন্নাদ্য' (ভক্ষণীয় অন্ন) লাভের জন্য [উদ্] গান করিয়াছিলেন ; (অর্থাৎ উদ্গান করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ; যাহা কিছু অন্ন ভক্ষিত হয়, তাহা 'অন' [অথবা ইহা = প্রাণ][১৫] দ্বারাই ভক্ষিত হয়। [প্রাণ] ইহাতে (ভক্ষিত অন্নে) প্রতিষ্ঠিত। ১৷৩৷১৭

(১৪) শ্রুতিতে আছে "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" (= তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সে তাহাই হয় অর্থাৎ সেই ভাবপ্রাপ্ত হয়)—শ।

(১৫) মূলে আছে অনেন—'অন' দ্বারা বা ইহা (= প্রাণ) দ্বারা। দুই অর্থই সম্ভব। শংকর প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অন অর্থ প্রাণ। উভয়েরই একই অর্থ হয়।

সেই দেব (ইন্দ্রিয়)গণ [প্রাণকে] বলিলেন "এই যাহা কিছু অন্ন আছে সেই সমস্তই এই পরিমাণ; তাহা আপনি (উদ্)গান করিয়া নিজের জন্য লাভ করিয়াছেন। এখন এই অন্নে আমাদিগকে ভাগ প্রদান করুন।" [প্রাণ বলিলেন][১৬] "তোমরা আমার অভিমুখ হইয়া [চতুর্দিকে] উপবেশন কর। [অথবা তোমরা আমাতে প্রবেশ কর]" [দেবগণ বলিলেন] "তাহাই হউক।" তাঁহারা তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। [অথবা—তাঁহারা সর্বতোভাবে তাঁহাতে (=প্রাণের মধ্যে) প্রবেশ করিলেন।][১৬] সেই জন্য প্রাণের দ্বারা [লোকে] যে অন্ন ভোজন করে, তাহা দ্বারা ইহারা (ইন্দ্রিয়গণ) তৃপ্তি লাভ করে।

যিনি এইরূপ জানেন, [ইঁহার] জ্ঞাতিগণ ইঁহার অভিমুখ হইয়া উপবেশন করে (অর্থাৎ ইঁহার মুখাপেক্ষী হয়)। তিনি জ্ঞাতিগণের ভর্তা, শ্রেষ্ঠ, পুরোগামী ও অধিপতি হন। জ্ঞাতিগণের মধ্যে যিনি এই প্রকার জ্ঞানীর প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি স্বীয় পোষ্যবর্গকে পালন করিতে সক্ষম হন না। যিনি ইঁহার প্রতি অনুগত হন, এবং তাঁহার অনুগত পোষ্যবর্গকে পালন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিশ্চয়ই [নিজ] পোষ্যবর্গকে পালন করিতে সমর্থ হন। ১।৩।১৮

তিনি অয়াস্য ও আঙ্গিরস, কারণ তিনি অঙ্গসমূহের রস (সার)। প্রাণই অঙ্গসমূহের রস। প্রাণ নিশ্চয়ই অঙ্গসমূহের রস, সেই জন্য

(১৬) মূলে আছে। তে বৈ মা অভিসংবিশেত ইতি। তথেতি। তং সমন্তং পরিণ্য বিশন্ত'। উপরে শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। রংগ রামানুজ, দুর্গাচরণ ও মহেশচন্দ্রের মতানুযায়ী অনুবাদ এইরূপ:—[প্রাণ বলিলেন তোমরা আমাতে প্রবেশ কর"। [দেবগণ বলিলেন] "তাহাই হউক"। তাঁহারা (দেবগণ), সর্বোতভাবে তাঁহাতে (প্রাণের মধ্যে) প্রবেশ করিলেন। এই অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণন উভয় অনুবাদই সম্ভব মনে করেন।

শরীরের যে কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে, সেই সেই [অঙ্গ] শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব ইনিই অঙ্গ সমূহের রস। ১।৩।১৯

ইনিই (প্রাণই) বৃহস্পতি। 'বাক্ই বৃহতী'[১৭] ইনিই তাঁহার পতি[১৮]। সেই জন্য [তিনি] বৃহস্পতি। ১।৩।২০

ইনিই ব্রহ্মণস্পতি[১৯]। বাক্ই ব্রহ্ম (যজুর্বেদ), তাঁহার ইনি পতি। সেই জন্য ব্রহ্মণস্পতি[১৯]। ১।৩।২১

ইনিই (প্রাণই) সাম। বাক্ই 'সা', ইনি (প্রাণ) 'অম'; সা (বাক্) এবং অম (প্রাণ) (সা+অম=সাম)। তাহাই সামের সামত্ব।[২০] যেহেতু [এই প্রাণ] পুত্তিকার (উইয়ের) সমান, মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই তিন লোকের সমান, এই সমুদয়ের (সমগ্র বিশ্বের) সমান, সেই জন্যও (ইহার নাম) সাম[২১]। যিনি সামকে এইরূপে জানেন,

(১৭) মূলে আছে 'বাক্' বৈ বৃহতী'। বৃহতী ছন্দ ছত্রিশ অক্ষর যুক্ত। ঋগ্বেদে এই ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে বৃহতী শব্দ দ্বারা ঋগ্বেদকে বুঝাইতেছে—শ; ছন্দ বাক্‌রূপা—র।

(১৮) প্রাণই ঋগ্বেদের পতি—প্রাণই ঋক্ মন্ত্রের অভিব্যক্তি করে অথবা প্রাণই বাকের পতি অর্থাৎ পরিপালক, কারণ প্রাণহীন দ্বারা বাক্ উচ্চারিত হয় না। প্রাণের দ্বারাই বাক্ রক্ষিত হয়—শ। পতি—রক্ষক—র।

(১৯) ব্রহ্মণস্পতি—যজুর্বেদের পতি—শ। ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা যজুর্বেদকে বুঝাইতেছে—র ও রা।

(২০) সা এবং বাক্ স্ত্রীবাচক, প্রাণ ও অম পুংবাচক। শ্রুতিতে আছে পুংনাম সকলকে প্রাণ দ্বারা, স্ত্রীনাম সকলকে বাক্ দ্বারা, প্রাপ্ত হওয়া যায়। সা+অম= সাম। সুতরাং সাম শব্দ দ্বারা প্রাণ ও বাক্‌কে বুঝায়। কিন্তু সাম শব্দ দ্বারা সাধারণত প্রাণকে না বুঝাইয়া স্বরলয়াদি সমষ্টিরূপ বাগাত্মক গীতকে বুঝায়। বাগাত্মক সাম-গীতি প্রাণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং সামে প্রাণেরই প্রাধান্য। বাক্ ও প্রাণ ব্যতীত সামের কোন অস্তিত্ব নাই—ইহাই সামের সামত্ব—শ (সংক্ষিপ্ত) (অল্প কথায় প্রাণাধীন বাক্ই সামের সামত্ব।) 'সা' বাক্, 'অম' প্রাণ—রা।

(২১) প্রাণ সর্বব্যাপক ও নিরাকার। যখন যে দেহে থাকেন তখন সেই দেহ ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন—সেইজন্য প্রাণ সকলের সমান—শ (সংক্ষিপ্ত)।

তিনি সামের সাযুজ্য (একত্ব) এবং সলোকতা (একস্থানে বাস) প্রাপ্ত হন। ১।৩।২২

ইনিই (প্রাণই) উদ্গীথ। প্রাণই 'উৎ' (উদ্গীথের 'উৎ' অংশ) কারণ প্রাণের দ্বারা এই সমস্ত (জগৎ) 'উত্তব্ধ' (=বিধৃত রহিয়াছে) এবং বাক্ই গীথা। উৎ এবং গীথা [উভয় মিলিয়া] তিনি (প্রাণ) উদ্গীথ। ১।৩।২৩

এই বিষয়ে (আখ্যায়িকা আছে)—চিকিতানের পৌত্র ব্রহ্মদত্ত 'রাজা'কে ভক্ষণ (অর্থাৎ সোমরস পান) করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "যদি অয়াস্য আঙ্গিরস ইহা (বাক্যুক্ত প্রাণ) ভিন্ন অন্য দ্বারা (অন্য দেবতা দ্বারা) উদ্গান করিয়া থাকেন, তবে রাজা (-সোম) আমার মস্তক নিপাতিত করুন।" তিনি বাকের দ্বারা এবং প্রাণের দ্বারাই উদ্গান করিয়াছিলেন। ১।৩।২৪

যিনি সেই এই সামের ধন (তত্ত্ব) জানেন, তাঁহার ধন(লাভ) হয়। স্বর[২২]ই তাঁহার (সামের) ধন। সেই জন্য যিনি ঋত্বিক্-কর্ম (উদ্গান) করিবেন, তিনি বাক্যে [সু-] স্বর পাইতে ইচ্ছা করিবেন। তিনি [সু-] স্বরসম্পন্ন বাক্যের দ্বারা ঋত্বিক্-কর্ম (উদ্গান) করিবেন। সেইজন্য [সকলে] যজ্ঞে [সু-] স্বরবন্ত [ঋত্বিক্] কে দেখিতে ইচ্ছা করেন, যেমন যাঁহার ধন হয় [তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন]। যিনি এই সামের ধন (তত্ত্ব) জানেন, তাঁহার ধন হয়। ১।৩।২৫

যিনি সেই এই সামের সু-বর্ণ[২৩] জানেন, তাঁহার সুবর্ণ [লাভ] হয়। স্বরই তাঁহার সু-বর্ণ। যিনি এইরূপে সামের সু-বর্ণকে জানেন তাঁহার সুবর্ণ লাভ হয়। ১।৩।২৬

(২২) স্বর—কণ্ঠমাধুর্য—শ; কণ্ঠধ্বনি—র।

(২৩) সুবর্ণ—সুস্বর অথবা স্বর্ণ—শ। সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণ—আ।

যিনি সেই এই প্রাণের প্রতিষ্ঠাকে[২৪] জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। বাক্ই [সামের] প্রতিষ্ঠা, সেই এই প্রাণ বাকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গীত হন। কেহ কেহ বলেন অন্নে [প্রাণ প্রতিষ্ঠিত]। ১।৩।২৭

অনন্তর পবমান[২৫] নামক মন্ত্রসমূহের জপবিধান [সম্বন্ধে বলা হইতেছে]ঃ প্রস্তোতা প্রস্তাব নামক সামাংশ গান করেন। তিনি যখন প্রস্তাব গান করিবেন, তখন এই মন্ত্রসমূহ জপ করিবেন—

অসতো মা সদ্‌গময়[২৬] (অসৎ হইতে আমাকে সতে গমন করাও),
তমসো মা জ্যোতির্গময় (তমঃ হইতে জ্যোতিতে গমন করাও),
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়* (মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে গমন করাও)।

তিনি (মন্ত্র) যে বলিলেন "অসৎ হইতে আমাকে সতে গমন করাও" [এই মন্ত্রে] 'অসৎ' [শব্দের অর্থ]ই মৃত্যু এবং 'সৎ' [শব্দের অর্থ] অমৃত, সুতরাং [মন্ত্র] ইহাই বলিলেন 'মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে গমন করাও, আমাকে অমৃত কর'

(২৪) প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ বাক্—শ; Support—র।

(২৫) পবমান—যজুর্বেদের মন্ত্রের নাম। ইহা মনকে পবিত্র করে বলিয়া পবমান বলা হয়। purificatory—রা।

(২৬) ব্যাখ্যা—অসতো মা সদ্‌গময়—From unreal lead me to the Real—রা। From evil lead me to Good—মা। অসৎ অর্থ দুঃখ, সুতরাং মৃত্যু, সৎ অর্থ আনন্দ সুতরাং অমৃত—ম। শংকর বলেন, মৃত্যুই অসৎ। এখানে মৃত্যু শব্দের অর্থ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম। তাহারা অত্যন্ত অধঃপাতের হেতু, সেইজন্য তাহারা অসৎ [এবং মৃত্যু-পদ-বাচ্য]। সৎই অমৃত, এখানে সৎ শব্দের অর্থ শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম, তাহারা অমরণের হেতু (অর্থাৎ তাহারা মৃত্যু ভয় বা মৃত্যু নিবারণের হেতু—মোক্ষের হেতু), সেইজন্য তাহারা সৎ (অমৃত-পদ-বাচ্য)। সেইজন্য মন্ত্রের অর্থ এই—অসৎ—স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম হইতে, অজ্ঞান হইতে, আমাকে সতে, শাস্ত্রীয় জ্ঞান কর্মে, গমন করাও, দেবভাবের উপায়ভূত আত্মভাব প্রাপ্ত করাও, সাধনহীন স্বভাব হইতে আমাকে সাধনভাব প্রাপ্ত করাও—শ।

* মূল প্রার্থনাটি পরিশিষ্ট 'ক' (৩) এও দেওয়া হইল।

"তমঃ (অন্ধকার) হইতে আমাকে জ্যোতিতে গমন করাও।" এখানে মৃত্যুই তমঃ আর জ্যোতিই অমৃত। সুতরাং [মন্ত্র] ইহাই বলিলেন "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে গমন করাও, আমাকে অমৃত কর।"[২৭]

"মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে গমন করাও[২৮]।" ইহাতে তিরোহিতের ন্যায় (অস্পষ্ট) কিছু নাই।

আর যে সকল অবশিষ্ট স্তোত্র আছে, উদ্‌গাতা নিজের অন্নাদ্য (ভক্ষ্য অন্ন) লাভের জন্য সেই সকল গান করিবেন (গান করিয়া সেই অন্ন লাভ করিবেন)। সেই সমুদয় দ্বারা স্তোত্র গান করিয়া [উদ্‌গাতা] যে কাম্য বস্তু কামনা

(২৭) ব্যাখ্যা—"তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিতে গমন করাও"—তমঃ =অজ্ঞান, সেইজন্য মৃত্যু, আর জ্যোতি=জ্ঞান, সেইজন্য অমৃত—ম। From darkness lead me to light—ম ও রা। শংকর বলেন 'মৃত্যুই তমঃ। সকল অজ্ঞানতাই আত্মার জ্ঞানের আবরক বলিয়া তমঃ (অন্ধকার), তাহাই আবার মরণের হেতু বলিয়া মৃত্যু-পদ-বাচ্য। জ্যোতি অমৃত, কারণ জ্যোতি তমের বিপরীত এবং দৈব স্বরূপ (one's divine nature—মা)। (শাস্ত্রীয়) জ্ঞান স্বভাবতঃই প্রকাশাত্মক বলিয়া জ্যোতিপদ-বাচ্য। তাহাই আবার অবিনাশী বলিয়া অমৃত। সেইজন্য বলা হইয়াছে তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিতে গমন করাও। পূর্ব্বের ন্যায় মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে গমন করাও। আমাকে অমৃত কর। অর্থাৎ দৈব প্রাজাপত্য (প্রজাপতিত্বরূপ) ফল প্রাপ্ত করাও (help me to realise the divine status of Viraj—মা)। অজ্ঞানরূপ সাধনভাব হইতে সাধ্যভাব প্রাপ্তি করাও। help me to go beyond that even—for it is a form of ignorance—and attain identity with the result—মা)।

(২৮) 'মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে গমন করাও' অর্থ মৃত্যুরূপ সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে অমৃত কর—র। মৃত্যু অর্থ সাধারণ মৃত্যু। অমৃত অর্থ মোক্ষ। মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জন্ম এবং মৃত্যু হইতে থাকে। যাহাতে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু না হয় এবং মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে—ম।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত

করেন, সেই বর প্রার্থনা করিবেন। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদ্‌গাতা আপনার জন্য বা যজমানের জন্য যে কাম্য বস্তু কামনা করেন তাহা গান করেন (অর্থাৎ গান করিয়া লাভ করেন)। সেই ইহা (এই উদ্‌গান) লোক-জয়ী। যিনি এই প্রকারে এই সামকে জানেন, তাঁহার লোক-প্রাপ্তি-অভাবের আশঙ্কা থাকে না। ১।৩।২৮।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত

চতুর্থ (প্রাজাপত্য ও অব্যাকৃত) ব্রাহ্মণ

(আত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি)

পূর্বে[১] ইহা (জগৎ) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট আত্মা[২] [-রূপে]ই ছিল। তিনি অনুবীক্ষণ করিয়া আপনা হইতে অন্য (ভিন্ন) কিছু দর্শন করিলেন না। তিনি প্রথমে বলিলেন "আমি আছি"[৩]। সেই জন্য আমি-নামীয় (অহং-নামা) হইলেন।* সেই জন্যই এখনও আমন্ত্রিত (সম্বোধিত ব্যক্তি) প্রথম 'এই আমি' বলিয়া পরে অন্য নাম যাহা ইঁহার থাকে তাহা বলেন। যেহেতু তিনি এই সমুদয়ের পূর্বে সকল পাপকে 'ঔষৎ' (দগ্ধ করিয়াছিলেন) সেই জন্য তাঁহার নাম পুরুষ (পুরা+ঔষৎ)। যিনি এই প্রকার জানেন, যে তাঁহার অপেক্ষা পূর্ব (অগ্রগণ্য) হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে (তিনি) দগ্ধ করেন। ১।৪।১

তিনি ভীত হইলেন। সেই জন্য একাকী হইলে [মানুষ] ভীত হয়। তিনি এইরূপ চিন্তা করিলেন "যখন আমা হইতে অন্য কিছু নাই, তখন কাহা হইতে ভীত হইব?" তাহা হইতেই ইঁহার ভয় দূর হইল।[৪] কাহা হইতে ভয় হয়? দ্বিতীয় [ব্যক্তি] হইতেই ভয় হয়। ১।৪।২

(১) পূর্বে—(জগৎ) সৃষ্টির পূর্বে—ম ও র। অপরাপর শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে—শ।

(২) আত্মা—প্রজাপতি যিনি অণ্ড হইতে জাত প্রথম-শরীরী বলিয়া অভিহিত —শ. দ্র.; নারায়ণ—র। বিষ্ণু—ম।

(৩) 'আমি আছি' ='আমি সেই প্রজাপতি সকলের আত্মা'—শ। আমি হিরণ্যগর্ভ প্রথমজাত; 'আমি আছি' অর্থ অহংকার যুক্ত হইব, ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা) হইব, এই চিন্তার ফলে তিনি অহংনামা ব্রহ্মা হইলেন—র।

(৪) ব্যাখ্যা—প্রজাপতি পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট—দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট ছিলেন, সেই জন্য ভীত হইয়াছিলেন। আত্মজ্ঞান দ্বারা ভয় দূর হইয়াছিল—যেমন মানুষদের হয়—শ।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৪) দ্রষ্টব্য।

তিনি মোটেই আনন্দিত হইলেন না। সেইজন্য [কেহ] একাকী আনন্দিত হয় না। তিনি দ্বিতীয় (অর্থাৎ সঙ্গী) পাইতে ইচ্ছা করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ আলিঙ্গিত হইলে যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই পরিমাণ হইলেন। তিনি এই নিজ [দেহ]কে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহা (বিভাগ) হইতে পতি ও পত্নী [উৎপন্ন] হইলেন[৫]। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "এই নিজ দেহ অর্ধ বৃগলের[৬] ন্যায়। এই আকাশ[৭] স্ত্রী দ্বারাই পূর্ণ হয়।" তিনি (প্রজাপতি) তাঁহাতে (অর্ধাঙ্গভূতা স্ত্রীতে) উপগত হইলেন, তাহা হইতে মনুষ্যগণ জাত হইল। ১।৪।৩

তিনি (সেই স্ত্রী) এই চিন্তা করিলেন "ইনি আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া কি প্রকারে আমাতে উপগত হইতেছেন? যাহা হউক আমি তিরোহিত হই।"

তিনি গো হইলেন, অন্যজন (পুরুষ) বৃষ হইয়া তাঁহাতে উপগত হইলেন। তাহা হইতে গো-(জাতি) জাত হইল। একজন অশ্বী হইলেন, অন্য জন অশ্ববৃষ হইলেন, একজন গর্দভী, অন্য জন গর্দভ হইলেন এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন। তাহা হইতে 'একখুর' জন্তু (ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি) জাত হইল। একজন অজা হইলেন, অন্য জন অজ [হইলেন], একজন মেষী, অপর জন মেষ [হইলেন] এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন। তাহা হইতে অজ এবং মেষ জাত হইল। এইরূপেই পিপীলিকা পর্যন্ত এই যাহা কিছু মিথুন (যুগল) আছে তিনি সেই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। ১।৪।৪

তিনি (প্রজাপতি) জানিলেন "আমি-ই সৃষ্টি[৮], কারণ আমিই এই

(৫) এই দম্পতি মনু ও শতরূপা নামে খ্যাত—শ ও র। তাঁহাদের বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে।

(৬) অর্ধবৃগল—মটরের অর্ধাংশ—দু।

(৭) আকাশ—স্ত্রীরূপ শূন্য অর্ধাংশ—শ।

(৮) সৃষ্টি—সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তিনি সৃষ্টি—শ ও র। Creation—রা।

সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছি।" সেইজন্য তিনি সৃষ্টি (সৃষ্টি-নামা) হইলেন।* যিনি এরূপ জানেন, তিনি এই সৃষ্টিতে [প্রজাপতির ন্যায় স্রষ্টা বা শ্রেষ্ঠ][৯] হন। ১।৪।৫

অনন্তর তিনি এইরূপে [হস্ত সঞ্চালন পূর্বক] অভিমন্থন করিলেন। তিনি মুখ ও হস্তদ্বয় [-রূপ] যোনি হইতে অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন। সেই জন্য এই উভয় (মুখ ও হস্ত) অভ্যন্তর লোমবিহীন কারণ [স্ত্রী-] যোনি অভ্যন্তরে লোমবিহীন।

[মানুষেরা] পৃথক্ পৃথক্ দেবতা সম্বন্ধে এই যে বলেন 'অমুকের (অমুক দেবতার উদ্দেশ্যে) যজ্ঞ কর, অমুকের (অমুক দেবতার উদ্দেশ্যে) যজ্ঞ কর' [ইহা তাঁহাদের ভ্রম কারণ তাঁহারা] ইঁহার (প্রজাপতির)-ই 'বিসৃষ্টি' (বিবিধ সৃষ্টি)। ইনিই সকল দেবতা।

আর যাহা কিছু আর্দ্র, তাহা [তিনি তাঁহার] রেত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই সোম। এই সমস্ত [জগৎ] 'এতাবৎ' (এই পরিমাণই) এবং [জগৎ] অন্ন, অগ্নিই অন্নাদ। ইহা ব্রহ্মার (প্রজাপতির) 'অতি-সৃষ্টি'[১০], যে তিনি [আপনা হইতে] শ্রেষ্ঠ দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেহেতু নিজে মরণশীল[১১] হইয়াও অমরগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহা [প্রজাপতির] অতিসৃষ্টি। যিনি এরূপ জানেন তিনি এই অতি-সৃষ্টিতে [স্রষ্টা বা শ্রেষ্ঠ] হন। ১।৪।৬

**তখন[১২] সেই ইহা (এই জগৎ) অব্যাকৃত[১৩] ছিল। উহা নাম ও

(৯) প্রজাপতির ন্যায় স্রষ্টা হন—শ। সৃষ্টিতে 'মুখ্য' হন—র।

(১০) অতিসৃষ্টি—নিজ হইতে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি—শ. শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—র।

(১১) প্রজাপতি প্রলয়কালে বিলীন হন, সুতরাং মরণশীল-শ।

(১২) তখন—যখন জগৎ জীবাবস্থ-কারণরূপ অব্যক্ত অবস্থায়—শ; জগৎ সৃষ্টির পূর্বে—র।

(১৩) অব্যাকৃত—অব্যক্ত (ক. উ. ১।৩।১১, ২।৩।৭-৮)

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৫) দ্রষ্টব্য।

** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৬) দ্রষ্টব্য।

রূপে[১৪] 'ব্যাকৃত' (অভিব্যক্ত) হইল—উহার এই নাম, ইহার এইরূপ। সেইজন্য এখনও সেই ইহা (এই জগৎ) নাম ও রূপ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়—উহার এই নাম, ইহার এই রূপ।

যেমন ক্ষুরাধারে ক্ষুর, এবং 'বিশ্বম্ভর (অগ্নি) বিশ্বম্ভর-কুলায়ে'[১৫], নিহিত থাকে, সেইরূপ সেই তিনি (আত্মা) ইহাতে (এই দেহে) নখাগ্র পর্যন্ত 'প্রবিষ্ট' আছেন, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কারণ (যাঁহাকে

(১৪) নাম ও রূপ—আচার্য রাধাকৃষ্ণন ব্যাখ্যায় বলেন 'নাম ও রূপ (আকৃতি) উভয়ে মিলিত হইয়া জীব বা বস্তুকে তাহার বিশেষত্ব প্রদান করে। 'নাম' শব্দ দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম বুঝায় না, 'নাম' শব্দ দ্বারা ভাব (the idea), মূলাদর্শ (the archetype) বা মৌলিক ধর্ম (=গুণ, essential character) বুঝায়। আর রূপ হইতেছে সেই ভাবের, সেই নামের—বাস্তব বা দৈহিক প্রকাশ। প্রত্যেক বস্তুর দুইটি উপাদান আছে—মূলতত্ত্ব যাহা বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয় (the principle which is to be grasped by intelligence) এবং আবরণ যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা হয় (the envelope which is apprehended by the senses) নাম হইতেছে অন্তরের শক্তি আর রূপ হইতেছে তাহার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রকাশ। আমরা যদি সমগ্র জগৎকে একত্র গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা একটি নাম —বিশ্বচেতনা (all-conscionsness) যাহা একটি রূপে—স্থূল বিশ্বরূপে (concrete Universe) প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন নাম রূপ হইতেছে সেই এক নাম—এক বিশ্বচেতনার বিভিন্ন অবস্থা। বিশ্বরূপ মূর্ত ও সশরীর এবং ইহার আত্মা অমূর্ত ও অশরীর—বৃ. উ. ২।৩ ছা. উ. ৮।১২।১। বৃ. উ. ৩।২।১২ বলেন 'মৃত্যুতে যে অংশ জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করে না, তাহা হইতেছে নাম', এই নাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আকাশ হইতেছে নাম এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে হৃদাকাশ আছে তাহা নামের —সেই বিশ্বচেতন তত্ত্বের—রাজ্য যেমন ক্ষুরাধারে ক্ষুর। যেমন ক্ষুর ক্ষুরাধারে, কাষ্ঠে অগ্নি সেইরূপ তিনি সর্বপদার্থে লুক্কায়িত আছেন। যিনি এই নামরূপের পশ্চাতে লুক্কায়িত আছেন, অজ্ঞানীরা তাঁহাকে জানে না—ঋ. বে. ১।১৬৪।৫'
—Principle Upanishads পৃ ১৬৭.

(১৫) কুলায়ে—নীড়ে—যেমন কাষ্ঠাদিতে অগ্নি নিহিত থাকে—শ।

দর্শন করা যায়) তিনি অপূর্ণ[১৬]। তিনি (অন্তরস্থ আত্মা) যখনই প্রাণন ক্রিয়া (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্য) করেন [তখন] তাঁহার প্রাণ নাম হয়, [যখন] কথা বলেন [তখন] বাক্, [যখন] দর্শন করেন, [তখন] চক্ষু, [যখন] শ্রবণ করেন [তখন] শ্রোত্র, [যখন] মনন করেন [তখন] মন [নাম হয়]। এই সকল ইঁহার কর্ম-নাম[১৭] মাত্র। এইজন্য (প্রাণন, দর্শনাদি পৃথক্ ক্রিয়া জন্য) যিনি এক একটি [ভিন্ন ভিন্ন রূপে] [আত্মাকে] উপাসনা করেন, তিনি [তাঁহাকে] জানেন না। এইজন্য এক একটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে [জ্ঞাত] ইনি (আত্মা) অপূর্ণ।

'আত্মা' এইরূপেই উপাসনা করিবে, কারণ ইহাতে এই সমুদয় 'এক' হয়। সেইজন্য এই যে আত্মা তিনি এই সকলের 'পদনীয়'*। যেমন পদচিহ্ন দ্বারা [হারাণ পশু] পাওয়া যায়, [তেমন] ইহা (আত্মা) দ্বারা এই সমস্ত জানা যায়।

যিনি এরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি ও যশ লাভ করেন। ১।৪।৭

এই যে 'অন্তরতর' আত্মা, সেই ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমুদয় হইতে প্রিয়। * যিনি অন্য [বস্তু বা ব্যক্তি]কে

(১৬) অপূর্ণ—মূলে আছে অকৃৎস্নঃ। তিলে তৈলের ন্যায় পরমাত্মাকে সর্বস্বরূপ-ব্যাপ্ত না দেখিয়া অপূর্ণ স্বরূপ দেখেন—র। রাধাকৃষ্ণন বলেন "Sense or intellectual knowledge which does not involve the functioning of the whole self is incomplete. Wholeness is integral insight. (ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানে বা বুদ্ধিজনিত জ্ঞানে আমাদের সম্পূর্ণ সত্তার কর্মসম্পাদনের প্রয়োজন হয় না। ঐ জ্ঞান অসম্পূর্ণ। পূর্ণতা অখণ্ড অন্তর্দৃষ্টি)

(১৭) কর্ম নাম মাত্র—এই কর্মনাম সমূহ দ্বারা তাঁহার অবিভক্ত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। আমাদের আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে—বিভিন্ন ভাবে নয়—এই সকল ভাব আত্মাতে একীভূত হইয়াছে, এইভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৬) দ্রষ্টব্য।
* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৭) দ্রষ্টব্য।

আত্মা অপেক্ষা প্রিয় বলেন, তাঁহাকে যদি তিনি [আত্মা-প্রিয়বাদী] বলেন "তোমার প্রিয় বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে", তবে সেইরূপই হইবে; [তিনি এইরূপ বলিতে] সক্ষম[১৮]।

আত্মাকেই প্রিয় [রূপে] উপাসনা করিবে *। যিনি আত্মাকে প্রিয় [রূপে] উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। ১।৪।৮

লোকে ইহা বলে "মানুষেরা যে মনে করেন 'আমরা ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা 'সর্ব' হইব'[১৯] [প্রশ্ন এই] সেই ব্রহ্ম এমন কি জানিয়াছিলেন যাহা হইতে (দ্বারা) তিনি 'সর্ব' হইয়াছিলেন ?" ১।৪।৯

অগ্রে ইহা ব্রহ্মই ছিল[২০]। তিনি আত্মাকে(আপনাকে)ই জানিয়াছিলেন 'আমি ব্রহ্ম', সেইজন্য তিনি 'সর্ব'[২১] হইয়া ছিলেন।** সেইজন্য দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন (ব্রহ্মকে অর্থাৎ আত্মাকে জানিয়াছিলেন) তিনি তাহা[২২] (সর্বাত্মক—শ, সর্বভূত-পরমাত্মক—র) হইয়াছিলেন। সেইরূপ ঋষিদের মধ্যে, সেইরূপ মনুষ্যদের মধ্যে

(১৮) মূলে আছে প্রিয়ং রোৎসতি ইতি ঈশ্বরঃ হ তথা এব স্যাৎ। উপরে শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি ঈশ্বর অর্থ সমর্থ দিয়াছেন। রংগরামানুজ অনুযায়ী অনুবাদ হইবে—'ঈশ্বর তাহার প্রিয়কে বিনাশ করিবেন' এবং সেইরূপই হইবে।

(১৯) সর—নিরবশেষ—শ excluding nothing—মা; যেরূপ হইলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ সর্বাত্মভাব—দ্বূ। পরমাত্মা পর্যন্ত আবির্ভাব সম্পন্ন—র।

(২০) সৃষ্টির পুর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন—দ্বূ। ব্রহ্ম-অপর ব্রহ্ম—(কার্যব্রহ্ম-ঈশ্বর)—শ। অগ্রে—in the beginning—রা। সৃষ্টির পুর্বে—দ্বূ। 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানোদয়ের পুর্বে, এসমস্ত ব্রহ্মস্বরূপই ছিল—শ।

(২১) মূলে আছে (তস্মাৎ সর্বম্-অভবৎ'—তিনি সর্ব হইলেন। সর্ব=সর্বাত্মক—শ; সর্বাত্মভূত-পরমাত্মক—র।

* মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট 'ক' (৭) দ্রষ্টব্য।

** মূল মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট "ক" (৮) দ্রষ্টব্য।

[যাঁহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারাও সর্বাত্মক, বা সর্বভূত পরমাত্মক হইয়াছিলেন]।

সেই তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করিয়া, ঋষি বামদেব জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন "আমি মনু হইয়াছিলাম এই সূর্যও [হইয়াছিলাম]" এখনও সেই তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যিনি 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে জানেন, তিনি এই 'সব'[২২] হন। এমন কি দেবগণও তাঁহার (ব্রহ্মবিদের) (সব)[২২] হওয়া বিষয়ে বাধা দিতে পারেন না। কারণ তিনি (ব্রহ্মবিদ্)[২৩] ইঁহাদের আত্মা হন।

আর যিনি [ব্রহ্ম ভিন্ন] অন্য দেবতাকে উপাসনা করেন [এবং মনে করেন] "উনি (আমার উপাস্য দেবতা) 'অন্য' (পৃথক্), এবং আমি অন্য" তিনি [কিছুই] জানেন না; যেমন [মানুষদের নিকট] পশু, দেবগণের নিকট তিনিও সেইরূপ। যেমন বহু পশু মানুষের ভোগ-সাধন করে, সেইরূপ প্রত্যেক [ভেদদর্শী] পুরুষ দেবগণের ভোগ-সাধন করে [মাত্র]। একটি মাত্র পশু না পাইলে [পশুপালকের] দুঃখ হয়, বহু পশু এইরূপ হইলে (না পাইলে) তো কথাই নাই, সেইজন্য দেবগণের ইহা প্রিয় নয় যে মানুষেরা ইহা (আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব) জানেন[২৪]।

১।৪ ১০

(২২) তাহা সর্বাত্মক—শ। পরমাত্মা পর্য্যন্ত আবির্ভাব-সম্পন্ন, সর্বআভূত-পরমাত্মক সকলের সহিত একাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইলেন—র।

(২৩) (ক) ব্রহ্মদর্শন অর্থ 'আমি ব্রহ্ম' এই উপলব্ধির ফলে বামদেব সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি মনু ও সূর্য—শ। আমার আত্মাই মনু ও সূর্যের আত্মা—তাঁহাদের আত্মার সহিত একাত্ম্য সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন—র।

(২৪) ভাবটি এই—মানবগণ পূজা দ্বারা দেবগণের ভোগসাধন করে। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তিনি কোন দেবতার পূজা করেন না। সেই জন্য দেবতারাও তাঁহার নিকট হইতে 'ভোগ' পান না। সেইজন্য দেবতারা পছন্দ করেন না, যে মানুষ ব্রহ্মবিদ্ হয়।

অগ্রে ইহা ব্রহ্মই ছিল। তিনিই এক (অদ্বিতীয়)ই ছিলেন বলিয়া সম্যক্ অভিব্যক্ত হন নাই[২৫]। তিনি 'শ্রেয়রূপ' ক্ষত্রিয় [জাতি] সৃষ্টি করিলেন। দেবতাদের মধ্যে যাঁহারা ক্ষত্রিয় [তাঁহারা হইতেছেন], ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান। সুতরাং ক্ষত্রিয় [জাতি] হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। সেইজন্য রাজসূয়ে (রাজসূয় যজ্ঞে) ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নিম্নে উপবেশন করেন[২৬]। এই যে ব্রাহ্মণ [জাতি], ইহাই ক্ষত্রিয় [জাতির] 'যোনি'[২৭]। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েতে সেই যশ স্থাপন করেন[২৮]।

(২৫) মূলে আছে ব্রহ্ম বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব তৎ একং সন্ন (হেমন্ত) ব্যভবৎ—উপরে বাচনিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। বি+অভবৎ (সম্যক্ অভিব্যক্ত হইলেন না) —কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না—শ, বৈভব প্রাপ্ত হইলেন না—রা। শংকর-মতে অর্থ এইরূপ—অগ্রে (ক্ষত্রিয় উৎপত্তির পূর্ব্বে) ইহা (ক্ষত্রিয়াদি জাতি) ব্রহ্মই (ব্রাহ্মণ-ই) ছিলেন। তিনিই (ব্রাহ্মণ জাতিই) এক ছিলেন (ক্ষত্রিয়াদি জাতি-বিহীন ছিলেন), সেইজন্য তিনি কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। শংকর ভাবটি এইরূপ মনে হয়—ব্রহ্ম প্রথম ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হন, পরে ক্ষত্রিয়াদি উৎপন্ন হয়।

(২৬) মূলে আছে ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ম্ অধস্তাৎ উপাস্তে—শংকর ব্যাখ্যা করেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিম্নে অবস্থান করিয়া উপরস্থিত ক্ষত্রিয়কে উপাসনা করেন। রংগ-রামানুজ, রাধাকৃষ্ণন এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতানুযায়ী অনুবাদ উপরে দেওয়া হইয়াছে। উপাস্তে অর্থ উপাসনা করা। উপ+আস্তে=উপবেশন করা উভয়ই হইতে পারে।

(২৭) রাজসূয় যজ্ঞে রাজা ঋত্বিক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া আমন্ত্রণ করেন। ঋত্বিক্ রাজাকে বলেন 'রাজন্, তুমি ব্রহ্ম'। এইজন্যই বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ সেই যশ ক্ষত্রিয়তে স্থাপন করেন—শ ও র।

(২৮) যোনি—উৎপত্তিস্থান। শংকরমতে প্রথমে ব্রাহ্মণজাতিই ছিল, তাঁহাদের হইতে বিভক্ত হইয়া ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যোনি। রংগরামানুজ বলেন—'যজন ও অধ্যয়ন ব্যাপারে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অধীন বলিয়া ব্রাহ্মণ যোনি।' ভাবটি এইরূপ মনে হয় ব্রাহ্মণদের দ্বারাই উপনয়নাদি কার্য দ্বারা দ্বিজত্ব-লাভ, এবং বিদ্যা ও যজ্ঞাদি দ্বারা দেবত্ব বা অমৃতত্বলাভ হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যোনি বা পিতৃ-মাতৃ স্থানীয়।

সেইজন্য যদিও রাজা [যজ্ঞে] পরমতা (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রাপ্ত হন, কিন্তু [যজ্ঞের] অন্তে স্বীয় 'যোনি' ব্রাহ্মণকেই [যজনাদি কাজে পুরোহিতরূপে] আশ্রয় করেন। যিনি (যে ক্ষত্রিয়) ইহাকে (ব্রাহ্মণ-কে) হিংসা করেন, তিনি স্বীয় যোনিকেই বিনাশ করেন[২৯]। এবং শ্রেয়কে (বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে) হিংসা করিয়া [যেমন], সেইরূপ অধিকতর পাপী হন। ১।৪।১১

[ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াও] তিনি সম্যক্ অভিব্যক্ত হইলেন না (বা কর্ম-সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না—শ)। তিনি বৈশ্য সৃষ্টি করিলেন। যে সকল দেবগণকে 'গণশ' (গণ-দেবতা) আখ্যাত করা হয়, তাঁহারা—বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ মরুৎগণ (বৈশ্যদেবতা)। ১।৪।১২

[বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াও] তিনি সম্যক্ অভিব্যক্ত হইলেন না [অথবা কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না—শ]। তিনি পোষণকারী শূদ্রবর্ণ সৃষ্টি করিলেন। ইনি (পৃথিবী)ই পূষা, কারণ যাহা কিছু আছে, সেই সকলকেই ইনি পোষণ করেন[৩০]। ১।৪।১৩

[এই সকল সৃষ্টি করিয়া ও] তিনি সম্যক্ অভিব্যক্ত হইলেন না। [তখন] তিনি শ্রেয়োরূপী ধর্মকে সৃষ্টি করিলেন। এই যে ধর্ম, ইহা

(২৯) যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে হিংসা করেন, তিনি নিজের উৎপত্তি স্থানকেই হিংসা করেন, তিনি মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা হন—র।

(৩০) ১।৪।১১—৩ মন্ত্রের ভাবার্থ—ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞার, ক্ষত্রিয় শক্তির, বৈশ্য উৎপাদন ও ধনের প্রতীক। সমাজে জ্ঞান, শক্তি ও ধনের সহিত সেবা ও কর্মের প্রয়োজন। প্রজ্ঞা দেয় নিয়ম, শক্তি সেই নিয়ম অনুমোদন করে এবং পালনে বাধ্য করে, উৎপাদন ও ধন সেই নিয়ম কার্যে পরিণত করার উপায় দেয়, কর্ম উহা সম্পন্ন করে। স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল সমাজের পক্ষে বিভিন্নবৃত্তি অত্যাবশ্যক। এই যে বিভিন্নতা, ইহা দেবতাদের ও মানুষদের মধ্যে আছে—রা।

ক্ষত্রের ক্ষত্র[৩১]। সেই জন্য ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ধর্মের সাহায্যে 'অবলীয়ান্' 'বলীয়ান্'কে শাসন করে, যেমন রাজার সাহায্যে, সেই প্রকার (অর্থাৎ রাজার সাহায্যে দুর্বল যেমন সবলকে শাসন করে)। সেই যে ধর্ম তাহাই সত্য[৩২]। সেই জন্য কেহ সত্য বলিলে, [মানুষ] বলে '[ইনি] ধর্ম বলিতেছেন', কেহ ধর্ম বলিলে, [মানুষ] বলে 'ইনি সত্য বলিতেছেন', কারণ এই উভয়ই (ধর্ম ও সত্য) ইহাই[৩৩] (একই)। ১।৪।১৪

এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র [সৃষ্ট হইল]। তিনি (প্রজাপতি) অগ্নিদ্বারাই (অগ্নিরূপেই) দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইলেন এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, [দেব-] ক্ষত্রিয় দ্বারা [মনুষ্য-] ক্ষত্রিয়, [দেব -] বৈশ্য দ্বারা [মনুষ্য-] বৈশ্য এবং [দেব-] শূদ্র দ্বারা [মনুষ্য-] শূদ্র [হইলেন][৩৪]। সেই জন্যই [মানুষ] দেবগণের মধ্যে অগ্নিতে এবং

(৩১) ধর্ম ক্ষত্রের ক্ষত্র—অর্থাৎ ধর্ম ক্ষত্রগণেরও নিয়ন্তা, এবং উগ্র হইতে উগ্র। জগতের সকল প্রাণী এই ধর্ম দ্বারা নিয়মিত নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়—শ; ধর্ম সর্বনিয়ন্তা বলিয়া উগ্র—র; রাজাও ধর্মের অধীন—রা।

(৩২) ধর্ম —Justice (rule of law) and truth—রা; righteousness—মা; সত্য—truth—রা ও মা। নিয়ম বা ধর্ম স্বেচ্ছাচারী নয়। ধর্ম সত্যের প্রকাশ—রা। লোকব্যবহৃত ধর্মই সত্য। সত্য অর্থ যথাশাস্ত্রতা অর্থাৎ "শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অর্থের যাথার্থ্য বোধ" (—দ্বি); তাহাই লোক কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া ধর্ম নামে অভিহিত হয়, যখন তাহা শাস্ত্রার্থরূপে জ্ঞানগোচর হয় তখন তাহা সত্য নামে অভিহিত হয়—শ.দ্বি.।

(৩৩) মূলে আছে এতৎ এব=ইহাই=ধর্মই—অর্থাৎ ধর্ম ও সত্য ধর্মই—শ। সত্যবচন—র। একই—রা ও মহেশচন্দ্র।

(৩৪) ব্যাখ্যা—প্রজাপতি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, মানুষদের মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বরূপেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অন্যান্য বর্ণের মধ্যে তিনি রূপান্তর অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবক্ষত্রিয় দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষত্রিয়, সেইরূপ বসুগণ প্রভৃতি দেববৈশ্য দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া বৈশ্য এবং পুষারূপী দেবশূদ্র দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া শূদ্র হইয়াছিলেন।—শ। প্রজাপতি অগ্নিরূপে দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব হইতেছে, অগ্নিরূপ। মানুষদের মধ্যে তিনি অগ্নিরূপ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রাদিরূপবিশিষ্ট ব্রহ্ম তদ্দ্বারা ক্ষত্রিয়জাতি, বসুরুদ্রাদি-রূপবিশিষ্ট ব্রহ্ম তদ্দ্বারা বৈশ্যজাতি, পৃথিবীরূপ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম তদ্দ্বারা শূদ্র হইয়াছিলেন—র।

মনুষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণে 'লোক' (ঈপ্সিত লোক বা যজ্ঞাদি কর্মের ফল) কামনা করে, কারণ তিনি এই দুই (অগ্নি ও ব্রাহ্মণ) রূপ দ্বারাই [সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশিত] হইয়াছিলেন।[৩৫] ১।৪।১৫

যিনি স্বলোক[৩৬] (স্বীয় আত্মাকে) না জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, সেই অবিদিত[৩৭] [আত্মা] তাঁহাকে পালন করেন না [অথবা তিনি ইঁহাকে (আত্মাকে) জানেন না বলিয়া, তিনি (আত্মা) তাঁহাকে রক্ষা করেন না], যেমন অনধীত বেদ বা অকৃত কর্ম [তাঁহাকে পালন করে না]। যিনি এরূপ জানেন না তিনি যদি ইহলোকে মহৎ পুণ্য কর্মও করেন, ইঁহার এই কর্ম পরিণামে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

আত্মাকে 'লোক' রূপে উপাসনা করিবে[৩৮]। যিনি আত্মাকে লোকরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তিনি যাহা যাহা কামনা করেন, তাহা তাহাই এই আত্মা হইতে সৃষ্টি করেন।

(৩৫) প্রজাপতি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ে বিকারাপন্ন এবং অগ্নি ও ব্রাহ্মণেই অবিকৃত। অগ্নিতে যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন করা হয়, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সেই কর্ম করেন, সেই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যেই ফল কামনা করা হয়—শ। প্রজাপতি দেবতাদের মধ্যে অগ্নিকে এবং মনুষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন—র।

(৩৬) মূলে আছে স্বং লোকং অদৃষ্ট্বা—স্বীয় আত্মাকে না দেখিয়া (জানিয়া)—র। নিজ লোককে না জানিয়া—আত্মাকেই এখানে লোক বলা হইয়াছে, 'আমি ব্রহ্ম', ইহা না জানিয়া—শ ; লোক অর্থ আশ্রয় অর্থাৎ হরি—ম।

(৩৭) মূলে অবিদিত শব্দই আছে—অনুপাসিত (পরমাত্মা)—র; অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন—শ।

(৩৮) মূলে আছে 'আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত' ইহার বিভিন্ন অনুবাদ হইয়াছে। One should meditate on the self as his (true) world—রা; one should worship the self as his (true) world—হি; one should meditate only upon the world of Self—মা। কেবল আত্মরূপ লোককেই উপাসনা করিবে—গ; আত্মস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে—দু; আত্মাকে স্ব লোক বলিয়া উপাসনা করিবে—মহেশচন্দ্র। শংকর বলেন এখানে লোক অর্থ পরমাত্মা, কর্মসম্পর্কিত লোক নয়। যাহা দর্শনীয় তাহাই লোক—র।

আর, এই আত্মাই[৩৯] সর্বভূতের লোক[৪০]। তিনি যে হোম করেন, যে যজ্ঞ করেন, তাহা দ্বারা দেবগণের 'লোক' হন। তিনি যে বেদ পাঠ করেন, তাহা দ্বারা ঋষিগণের [লোক হন]। আর [তিনি] যে পিতৃগণের তর্পণ করেন, এবং যে প্রজা (সন্তান) ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বারা পিতৃগণের [লোক হন]। আর যে মনুষ্যদের বাসস্থান প্রদান করেন এবং যে ইঁহাদিগকে অন্নদান করেন তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের [লোক হন]। আর, যে পশুদিগকে তৃণ ও উদক প্রদান করেন, তাহা দ্বারা পশুদের, এবং ইঁহার গৃহে পশু, পক্ষী, পিপীলিকা পর্য্যন্ত অন্নলাভ করিয়া জীবিত থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক [হন][৪১]। যেমন [মানুষ] স্বীয় লোকের (দেহের) জন্য অরিষ্টি[৪২] ইচ্ছা করে, সেইরূপই এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন [ব্যক্তির] জন্য সর্ব্বভূত অরিষ্টি ইচ্ছা করে[৪৩]। সেই এই (বিষয়টি) [শাস্ত্রে] বিদিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। ১।৪।১৬

অগ্রে ইহা এক আত্মাই ছিল[৪৪]। তিনি কামনা করিলেন "আমার জায়া হউক অতঃপর [তাঁহাতে] আমি প্রজা [সন্তান] উৎপাদন

(৩৯) আত্মা—জীবাত্মা—র ; কর্মাধিকারী অবিদ্বান্ গৃহী মানুষ—শ।

(৪০) লোক—world, object of enjoyment—রা ও মা। উপকারক বলিয়া প্রাণিগণের বিশেষ ভোগস্থান—র। লোক=ভোগ্য, উপকার সাধন করে বলিয়া ভোগ্য। ধর্মের দ্বারা নিয়মিত হইয়া অবিদ্বান্ মানুষের দেবতা প্রভৃতির ভোগানুকূল কর্ম সম্পাদনে বাধ্য হন, সেই জন্য তাঁহারা পশুর ন্যায় পরতন্ত্র—শ। ভোগ্যবস্তু বা আশ্রয়—মহেশচন্দ্র।

(৪১) বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম দ্বারা সর্বভূতের উপকার সাধিত হয়। কি কি বিশেষ কর্ম দ্বারা উপকার সাধন করিয়া কোন কোন ভূত বিশেষের লোক হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে—শ।

(৪২) অরিষ্টি—রিষ্টিনাশ—র ; অবিনাশ—শ ; অহিংসা, non-injury—রা।

(৪৩) ভাবটি এই—যজ্ঞ হোম, তর্পণ বা দানাদি দ্বারা দেবলোক পিতৃলোক ইত্যাদি জয় করা যায় এবং কর্মোচিত ভোগলাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না।

(৪৪) অগ্রে—in the beginning—রা ; দারগ্রহণের পুর্ব্বে—শ। ইহা—world—রা ; আত্মা হইতে পৃথক্ কাম্যমান কিছু ছিল না—শ। আত্মা—Self—রা। অবিদ্যা-সম্পন্ন দেহেন্দ্রিয়যুক্ত পুরুষ—শ ; পুরুষ-রূপ—র। এক—জায়া-পুত্রাদি-বিভাগ শূন্য এক—র।

করিব। আর, আমার বিত্ত হউক[৪৫] অতঃপর [ইহাদ্বারা] কর্ম করিব।' কামনার পরিমাণ এই পর্য্যন্ত। ইচ্ছা করিলেও ইহা হইতে অধিক কিছু কেহ প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য এখনও যিনি একাকী, [তিনি] কামনা করেন "আমার জায়া হউক অনন্তর আমি [তাঁহাতে] প্রজা উৎপাদন করিব। আর আমার বিত্ত হউক, অতঃপর [ইহাদ্বারা] কর্ম্ম করিব।" তিনি যে পর্য্যন্ত ইহাদের একটিও প্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত (নিজেকে) অপূর্ণ মনে করেন।

[কিন্তু এইরূপে] তাঁহার পূর্ণতা [হয়]—মনই ইহার আত্মা, বাক্ [ইহার] জায়া, প্রাণ [ইহার] প্রজা এবং চক্ষু [ইহার] 'মানুষ' বিত্ত, কারণ চক্ষু দ্বারাই তাহা (বিত্ত) [মানুষ] লাভ করে। শ্রোত্র [ইহার] দৈব বিত্ত, কারণ শ্রোত্র দ্বারাই [মানুষ] তাহা (দৈব বিত্ত) শ্রবণ করেন[৪৬]। ইহার আত্মাই (দেহই) কর্ম্ম, কারণ আত্মা (দেহ) দ্বারাই [মানুষ] কর্ম্ম করে[৪৭]।

(৪৫) পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পুত্র, যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ পরিশোধের জন্য বিত্তের প্রয়োজন—শ, দু।

(৪৬) দৈব বিত্ত—দেবতাবিষয়ক বিজ্ঞান—ইহা আচার্যের উপদেশ দ্বারাই লাভ করা যায়, কিন্তু ইহা শ্রোত্রসাপেক্ষ—শ। শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারা লভ্য জ্ঞান দৈববিত্ত—র।

(৪৭) ভাবার্থ—দেহের মধ্যে মনই প্রধান, কারণ সকল দৈহিক অংশই মনের অনুগত। মন প্রধান বলিয়া তাহাকে আত্মা বলা হইয়াছে। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে গৃহস্বামী আত্মার তুল্য। মনই যেন সেই গৃহস্বামী। বাক্ মনের অনুগামী বলিয়া জায়াস্থানীয়। মন ও বাক্ কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রাণকে উৎপন্ন করে। সেই জন্য প্রাণ পুত্রস্থানীয়। চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইয়াই জাগতিক বিত্ত লাভ হয়। সুতরাং চক্ষু বিত্তস্থানীয়। দৈব বিত্ত (দেবতা বিষয়ক জ্ঞান) আচার্যের উপদেশ দ্বারাই লভ্য, সেই জন্য শ্রোত্রাধীন। দেহ ভিন্ন কোন কর্মই সম্পাদিত হইতে পারে না, সুতরাং দেহ কর্মস্থানীয়—শ (সংক্ষিপ্ত)

ইহাই পঞ্চবিধ যজ্ঞ, পঞ্চবিধ পশু, পঞ্চবিধ পুরুষ[৪৮]। যাহা কিছু আছে সেই সমস্তই পঞ্চবিধ। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি এই সমস্তই প্রাপ্ত হন। ১।৪।১৭

ইহা প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

(৪৮) পুরুষ পঞ্চবিধ—মন, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও দেহ যুক্ত বলিয়া পঞ্চবিধ। পশুর ও ঐ পাঁচটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেই জন্য পশু পঞ্চবিধ, পশু ও পুরুষ দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া যজ্ঞও পঞ্চবিধ—শ। তুলনীয় তৈ. উ. ১।৭। পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া অথবা মনাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়যুক্ত বলিয়া পশু পঞ্চবিধ—র।

প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

(প্রজাপতির লোকসৃষ্টি)

[জগতের] পিতা যে মেধা ও তপ দ্বারা সপ্তবিধ অন্ন-সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহার একটি অন্ন [সর্ব-] সাধারণকে এবং দুইটি অন্ন দেবতাদিগকে বিধান করিয়াছিলেন, তিনটি নিজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, একটি পশুদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা প্রাণন ক্রিয়া করে এবং যাহারা করে না, তাহারা সকলেই তাহাতে (সেই অন্নে) প্রতিষ্ঠিত। সর্বদা ভুক্ত হইয়া তাহারা (অন্ন সমূহ) কেন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না? যিনি এই অক্ষিতি (অক্ষয়—র, অক্ষয়ত্বের হেতু—শ) জানেন, তিনি প্রতীক দ্বারা অন্ন ভক্ষণ করেন। তিনি দেবগণের নিকট পর্যন্ত গমন করেন, তিনি বল লাভ করিয়া জীবিত থাকেন। ইহাই শ্লোক সমূহ [বলিতেছে] ১।৫।১

'পিতা যে মেধা ও তপ দ্বারা সপ্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন' [এই বাক্যের অর্থ] পিতা মেধা ও তপ দ্বারাই সপ্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন 'ইহার একটি অন্ন সাধারণকে' [ইহার অর্থ এই] এই যাহা কিছু ভোজন করা হয়, ইহাই ইঁহার (পিতার) সেই সাধারণ অন্ন। যিনি ইহাকে (অন্নকে) উপাসনা করেন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন না। কারণ, ইহা (এই অন্ন) 'মিশ্র' (সর্বসাধারণের মিশ্র বা অবিভক্ত সম্পত্তি—শ)[১]।

(১) ব্যাখ্যা—পিতা অন্নসৃষ্টির পর এই অন্নকেই—সাধারণ সকল ভোক্তা (প্রাণীর) ভোজ্যরূপে নিরূপিত করিলেন। যে ব্যক্তি সর্বসাধারণের স্থিতির হেতু-ভূত এই অন্নকে উপাসনা করে অর্থাৎ একনিষ্ঠ হয় (অর্থাৎ অন্যকে না দিয়া সমস্তই নিজে ভোগ করিতে করিতে চায়) সে পাপমুক্ত হয় না। পুণ্যোৎপাদক কর্মানুষ্ঠানের দিকে মনোযোগ না দিয়া (অর্থাৎ ক্ষুধার্তকে অন্ন না দিয়া) নিজের শরীর পোষণ বা ভোগের জন্য অন্নভোজনে ও সংগ্রহে তৎপর হয়, তাহারা পাপী হয়। এই অন্ন 'মিশ্র' অবিভক্ত, সাধারণের অবিভক্ত সম্পত্তি—সকলেরই ভোজ্য সুতরাং কেহ একাকী ভোগ করিতে পারে না—শ। বিড়াল কুকুরের পর্যন্ত ইহাতে অধিকার আছে—আ

'দুইটি অন্ন দেবগণকে বিধান করিয়াছিলেন' এই দুইটি অন্ন হইতেছে— হুত ও প্রহুত [অন্ন][২]। সেইজন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়, এবং প্রকৃষ্টরূপে আহুতি ('বলি' প্রদান) করা হয়। কেহ কেহ বলেন 'দর্শ এবং পূর্ণমাস'[৩] [এই দুই অন্ন]। সেইজন্য ইষ্টিযাজুক হইবে না (কাম্যবস্তু লাভের জন্য যজ্ঞ করিবে না)।

'পশুদিগকে একটি (অন্ন) প্রদান করিয়াছিলেন' তাহা (সেই অন্ন) হইতেছে 'দুগ্ধ' কারণ প্রথমে মনুষ্যগণ ও পশুসকল দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করে। সেইজন্য [নব-] জাত 'কুমার'কে ঘৃত লেহন করায় বা স্তন্য পান করায়। এবং [নব-] জাত বৎসকে অতৃণাদ (যে তৃণ ভোজন করে না) বলা হয়।

'যাহারা প্রাণন-ক্রিয়া করে এবং যাহারা করে না, তাহারা সকলে তাহাতে (সেই অন্নে) প্রতিষ্ঠিত': [এই বাক্যের অর্থ এই] যাহারা প্রাণন ক্রিয়া করে এবং যাহারা করে না তাহারা সকলেই দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই যে বলা হয় 'সংবৎসর দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে, [মানুষ] পুনর্মৃত্যু জয় করে', ইহা দ্বারা এই প্রকার বুঝিবে না 'যেদিন হোম করে সেইদিন [মানুষ] পূর্ণ মৃত্যু জয় করে।' যিনি এরূপ জানেন, তিনি সমস্ত অন্নাদ্য দেবতাদিগকে অর্পণ করেন।

'কেন সর্ব্বদাভুক্ত হইয়া ও এই সকল (অন্ন) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না'

ব্রীহি যব ইত্যাদি সাধারণ অন্ন, ইহা পিতৃপুরুষদের বা দেবতাদের না দিয়া যে ভোজন করে, সে পাপী হয়। গী.৩ ১২ বলেন দেবতাকে অন্ন নিবেদন না করিয়া যে অন্নভোজন করে, সে চোর। গী. ৩।১৩ বলেন যে নিজের জন্য শুধু অন্ন পাক করে, সে পাপই ভক্ষণ করে, যিনি যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। পরমাত্মা জগতের সকল প্রাণীর প্রয়োজনের জন্যই অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন—র। সকল প্রাণীরই সেই অন্নে অধিকার আছে, কেহ তাহা শুধু নিজের জন্য রাখিতে পারে না।

(২) হুত ও প্রহুত মূলে এই দুই শব্দ আছে। হুত—যাহা অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়াছে। প্রহুত—হোমের পর বলিপ্রদান বা দ্রব্য-উৎসর্গ—শ., রা.।

(৩) দর্শ ও পূর্ণমাস—অমাবস্যায় কর্ত্তব্য যাগ ও পূর্ণিমায় কর্ত্তব্য যাগ—শ।

[ইহার অর্থ এই] পুরুষই (জীবই) অক্ষিতি (অক্ষয়—র, অক্ষয়ত্বের হেতু—শ), কারণ তিনিই পুনঃ পুনঃ [অন্ন] উৎপাদন করেন।

'যিনি এই অক্ষিতি জানেন' [ইহার অর্থ এই] পুরুষ-জীবই অক্ষিতি (অক্ষয়ত্বের হেতু—শ, অক্ষয়—র), কারণ তিনি ধী দ্বারা ধী দ্বারা[4] এবং কর্মসমূহ দ্বারা এই অন্ন উৎপাদন করেন, যদি তাহা না করিতেন তবে [অন্ন] ক্ষয় প্রাপ্ত হইত।

'তিনি প্রতীকের দ্বারা অন্নভোজন করেন' [এখানে] মুখই[5] প্রতীক, মুখের দ্বারাই[5] ইহা (অন্ন) ভোজন করেন।

'তিনি দেবগণের নিকট গমন করেন, তিনি বল লাভ করিয়া জীবিত থাকেন' (এই বাক্য) প্রশংসা-সূচক। ১।৫।২

'তিনটি [অন্ন] নিজের জন্য [সৃষ্টি] করিয়াছিলেন' [এই বাক্যের অর্থ] মন, বাক্ ও প্রাণ এই সকলকে তিনি নিজের জন্য [সৃষ্টি] করিয়াছিলেন। [লোকে বলে] " 'অন্যত্রমনা' হইয়াছিলাম, [সেই জন্য] দেখি নাই, 'অন্যত্রমনা' ছিলাম সেইজন্য শুনি নাই।" অতএব [লোকে] মন দ্বারাই দর্শন করে। এবং মন দ্বারাই শ্রবণ করে।

কাম (কামনা), সংকল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী[6], এবং ভী (ভয়), এই সমস্তই মন (অন্তঃকরণের রূপ)। সেইজন্য পৃষ্ঠভাগে স্পৃষ্ট হইলেও [মানুষ] মন দ্বারা জানিতে পারে।

যে কোন শব্দ [হউক না কেন] তাহাই বাক্ কারণ ইনি অন্ত—আয়ত্তা[7],

(৪) মূলে আছে 'ধিয়া ধিয়া'—জ্ঞান দ্বারা, সংকল্পের দ্বারা—র।

(৫) মুখ=মুখ্যত্ব, প্রাধান্য, মুখের দ্বারা—প্রাধান্যের সহিত—শ।

(৬) শ্রদ্ধা—faith—রা। অদৃষ্টার্থ—পাপপুণ্যাত্মক কর্মে ও দেবতাদি বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধি (সত্যতাজ্ঞান বা বিশ্বাস)—শ. দ্র., কর্মে আস্তিক্য বুদ্ধি—র। আস্তিক্য বুদ্ধি=ঈশ্বরে বা বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস।

ধৃতি—প্রীতি—র; ধারণ, দেহাদি অবসন্ন হইলেও দৃঢ়তা অবলম্বন,—শ.; গ.; Steadfast-ness—রা। ধী—প্রজ্ঞা (বোধশক্তি) শ., দ্র., intelligence—মা; intellection (বুদ্ধির প্রক্রিয়া)—রা; প্রমাণজনিত জ্ঞান—র।

ইনি [নিজে প্রকাশ্য বা পরিচ্ছিন্ন] নন। প্রাণ[৮], অপান[৯], ব্যান[১০] উদান[১১] ও সমান[১২], ও 'অন'[১৩] এই সমস্তই প্রাণই। আত্মা এই এতন্ময়[১৪], বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়। ১।৫।৩

ইঁহারাই (বাক্, মন ও প্রাণ) তিন লোক। বাক্ই এই লোক (পৃথিবী), মন অন্তরীক্ষ লোক ও প্রাণ ঐ লোক (দ্যুলোক—র)। ১।৫।৪

ইঁহারাই (বাক, মন ও প্রাণ) তিন বেদ। বাক্ই ঋগ্বেদ, মন যজুর্বেদ, এবং প্রাণ সামবেদ। ১।৫।৫

ইঁহারাই দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ। বাক্ই দেবগণ, মন পিতৃগণ

(৭) মূলে আছে—অন্তম্ আয়ত্তা—বস্তু প্রকাশিকা—শ; সকলের ইয়ত্তা (সীমা) প্রকাশে সমর্থা—র; it serves to determine an end (object)—রা।

(৮) প্রাণ—মুখ ও নাসিকা প্রদেশে সঞ্চরণশীল হৃদয়স্থ বায়ু বৃত্তি বা বায়ুর ব্যাপার বিশেষ, সম্মুখ দিকে সঞ্চরণ করে বলিয়া প্রাণ—শ। উচ্ছ্বাস (প্রশ্বাস) নিঃশ্বাসাত্মক বায়ুক্রিয়া—র।

(৯) অপান—অধোগামী বায়ু বৃত্তি, মূত্র পুরীষাদি অপনয়ন করে বলিয়া অপান, ইহার সঞ্চরণস্থান নাভি পর্যন্ত—শ।

(১০) ব্যান—প্রাণ ও অপান বায়ুর সন্ধি-স্থানীয় এবং বীর্যসাধ্য কর্মের নিষ্পাদক। শরীরস্থ যন্ত্র সমূহকে সংযমন করে বলিয়া তাহার নাম ব্যান—শ.ভূ.; প্রাণ ও অপানকে সংযুক্ত করে, এবং যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস থাকে না তখন ব্যান বায়ুই জীবনকে ধারণ করে—রা। ছা. উ. ১।৩।৩ বলেন যাহা প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থল (মিলনস্থান) তাহাই ব্যান।

(১১) উদান—উত্তমরূপে ঊর্ধ্বগমনাদি কার্য নিষ্পাদনের হেতু স্বরূপ ঊর্ধ্বগামী বায়ু, পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত ইহার অবস্থিতিস্থান—শ., ভূ। উদান সুষুপ্তির সময় আমাদের আত্মাকে কেন্দ্রিয় সত্তায় লইয়া যায় এবং মৃত্যুর সময় আত্মাকে দেহ হইতে লইয়া যায়—রা।

(১২) সমান—ভুক্ত ও পীত অন্নরসাদি দ্রব্যসমূহ যে বায়ু সমীকরণ (assimilates—মা) ও পরিপাক করে। ইহা কোষ্ঠে (জঠরে) অবস্থান করে—শ। নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসে যে বায়ু ব্যাপ্ত আছে—রা।

(১৩) অন—প্রাণ অপান প্রভৃতির সাধারণ রূপ—শ; breath—ম. উ.

(১৪) এতন্ময়—বাক মন ও প্রাণ দ্বারা নির্মিত—ভূ ও গ.; বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয়—শ, প্রাচুর্যে ময়ট প্রত্যয়—অর্থাৎ বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়—র।

এবং প্রাণ মনুষ্যগণ। ১।৫।৬

ইহারাই পিতা, মাতা ও প্রজা (সন্তান)। মনই পিতা বাক্ মাতা এবং প্রাণ প্রজা। ১।৫।৭

ইঁহারাই বিজ্ঞাত, জিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাত। যাহা কিছু বিজ্ঞাত তাহা বাকের রূপ[১৫], কারণ বাক্ই বিজ্ঞাতা[১৬]। বাক্ তাহা (অর্থাৎ) বিজ্ঞাত হইয়া ইঁহাকে (বাক্-মহিমা-জ্ঞকে) রক্ষা করেন। ১।৫।৮

যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্য (বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য) তাহা মনেরই রূপ, কারণ মন বিজিজ্ঞাস্য (জিজ্ঞাসার বিষয়)। মন তাহা (বিজিজ্ঞাস্য) হইয়া তাঁহাকে (মনমহিমা-বিদ্‌কে) রক্ষা করেন[১৮]। ১।৫।৯

যাহা কিছু অবিজ্ঞাত তাহা প্রাণেরই রূপ, কারণ প্রাণ অবিজ্ঞাত[১৯]। প্রাণ তাহা হইয়া ইহাকে রক্ষা করেন। ১।৫।১০

পৃথিবী বাকের শরীর[২০], এই অগ্নি ইঁহার (বাকের) জ্যোতিস্বরূপ সুতরাং বাক্ যে পরিমাণ, পৃথিবীও সেই পরিমাণ এবং অগ্নিও সেই পরিমাণ। ১।৫।১১

(১৫) বাকের ব্যবহার দ্বারা যাহাই বিজ্ঞাত হয় সেই সমস্তই বাকের রূপ—র

(১৬) বাক্ বিজ্ঞাতা কারণ—বাক্ প্রকাশাত্মক—শ ; বাক্যের দ্বারা সকল বিষয় বিজ্ঞাত হয়, এবং বাক্ই প্রকাশক—র।

(১৭) বিজ্ঞাত পদার্থ দ্বারা যে উপকার হয়, সে সকলই বাকের অধীন এবং বিজ্ঞাতা সেই ফল প্রাপ্ত হন—র।

(১৮) বিজিজ্ঞাস্য অর্থ চিন্তনীয়, দেবাদি চিন্তার যে ফল, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন—র ; সংশয় করাই মনের ধর্ম—শ। যাহা জ্ঞাতব্য তাহা হইয়া মন তাহাকে রক্ষা করে—রা।

(১৯) কারণ প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের অগোচর—র

(২০) শরীর—বাহির আশ্রয়—শ। জ্যোতিরূপ—অগ্নি পৃথিবীতে আশ্রিত হইয়া প্রকাশাত্মক করণস্বরূপ (organ—মা)। প্রজাপতির বাক্ দুই রূপে প্রকাশিত—একটি কার্যরূপ (effect) অপরটি করণ (organ) রূপ ; প্রথমটি কার্যরূপ পৃথিবী আধার বা আশ্রয় এবং অপ্রকাশাত্মক, দ্বিতীয়টি করণরূপ অগ্নি আধেয় (content) ব আশ্রিত এবং প্রকাশাত্মক—শ।

আর, দ্যৌ (দ্যুলোক) এই মনের শরীর। ঐ আদিত্য ইহার জ্যোতিরূপ সুতরাং মন যে পরিমাণ, দ্যৌ (দ্যু-লোক)ও সেই পরিমাণ, আদিত্যও সেই পরিমাণ। তাহারা উভয়ে[২১] মিথুনভাবে মিলিত হইলেন, তাহা (মিলন) হইতে প্রাণ জাত হইলেন। ইনিই ইন্দ্র[২২] ইনি অসপত্ন (প্রতিদ্বন্দ্বি-রহিত)[২৩]। দ্বিতীয়ই সপত্ন (প্রতিদ্বন্দ্বী)। যিনি এই প্রকার জানেন [তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না]। ১।৫।১২

আর অপ্ (জল) প্রাণের শরীর। চন্দ্র ইহার জ্যোতিরূপ। প্রাণ যে পরিমাণ, জলও সেই পরিমাণ চন্দ্রও সেই পরিমাণ।

[ইহারা সকলেই (বাক্, মন ও প্রাণ) সমান। সকলেই অনন্ত[২৪]। যিনি ইঁহাদিগকে অন্তবান্ (সসীম) বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি অন্তবান্ লোক জয় (লাভ) করেন। আর যিনি ইঁহাদিগকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি অনন্তলোক জয় করেন। ১।৫।১৩

(বাক্-মন-প্রাণ-আত্মক) সংবৎসর[২৫] [-রূপী] প্রজাপতি ষোড়শকলা-যুক্ত। রাত্রি (তিথি) সমূহ ইহার পঞ্চদশ কলা। ইহার ষোড়শী কলা ধ্রুবা[২৬]। তিনি (চন্দ্ররূপী প্রজাপতি) এই সমস্ত রাত্রি (তিথি)

(২১) তাহারা উভয়ে—অগ্নি ও আদিত্য—শ ও র। অথবা, মন স্থানীয় আদিত্য ও বাক্-স্থানীয় অন্নরূপা পৃথিবী—শ। অথবা আদিত্য-অধিষ্ঠিত মন ও অগ্নি-অধিষ্ঠিত বাক্—র।

(২২) ইন্দ্র—পরমেশ্বর—শ (উপাসনার জন্য—মা)। পরমৈশ্বর্যশালী ; ইন্দ্রিয় ও মনের উপর প্রাণের ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব আছে—র।

(২৩) দেহে বাক্ ও মন প্রাণের অধীন, সুতরাং অসপত্ন—শ। ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে প্রাণ প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন—র।

(২৪) বাক্ মন ও প্রাণ সকলে সমান, তুল্যরূপ ও ব্যাপ্তিমান্ নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, সুতরাং অনন্ত অর্থাৎ যতকাল সংসার আছে, ততকাল স্থায়ী—শ। হস্তী, মশক প্রভৃতি সকলের সমান। যেমন দীপ-প্রভা সমান হইলেও ঘট, গৃহ ও প্রাসাদ প্রভৃতি আধার অনুযায়ী, সংকোচ ও বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। অনন্ত প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী—র।

দ্বারাই (শুক্লপক্ষে) পূর্ণ হন, এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হন। তিনি অমাবস্যা রাত্রিতে এই ষোড়শী-কলা-(ধ্রুবা)র সহিত এই সমস্ত প্রাণি-গণকে অনুপ্রবেশ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে [প্রতিপদ্‌ তিথিতে পুনরায়] জাত (উত্থিত) হন। সেইজন্য এই দেবতা-(চন্দ্ররূপী প্রজাপতি)র এই অমাবস্যা রাত্রি(তিথি)তে কোন প্রাণীরই প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিবে না—এমন কি কৃকলাসের ও না। ১।৫।১৪

যিনি এই রূপ-জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ তিনিই ষোড়শকলা-যুক্ত সংবৎসর [-রূপী] প্রজাপতি। পঞ্চদশ কলাই তাঁহার বিত্ত, ষোড়শী কলাই ইঁহার আত্মা (দেহ); তাহা (দেহ) বিত্তের দ্বারা পূর্ণ হয়, এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই যে আত্মা (দেহ) ইহাই [চক্রের] নাভিস্থানীয়, বিত্ত [ইঁহার] চক্রের নেমি (প্রান্তভাগ)। সেইজন্য যদ্যপি কেহ সর্বস্ব হানি দ্বারা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হন, কিন্তু আত্মার (দেহের) সহিত জীবিত থাকেন [লোকে] বলে ইহার 'প্রধি' (চক্রের নেমি-অর্থাৎ বিত্ত) চলিয়া গিয়াছে। ১।৫।১৫

অনন্তর [বলা হইতেছে যে], তিনটি মাত্র লোক আছে, মনুষ্যলোক, পিতৃ-লোক এবং দেবলোক। সেই এই মনুষ্যলোক পুত্র দ্বারাই জয় করা যায়—অন্য কর্ম দ্বারা নয়। কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক, এবং বিদ্যা দ্বারা দেবলোক [জয় করা যায়]। লোক সমূহের মধ্যে দেবলোকই শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য বিদ্যার প্রশংসা করা হয়। ১।৫।১৬

পুত্রে নিজ কর্তব্য-সম্প্রদান ও তাহার ফল*

অতঃপর স্বকর্ত্তব্য—সম্প্রদান [সম্বন্ধে বলা হইতেছে]। যখন [কেহ পরলোক] প্রয়াণ করিবেন, এইরূপ মনে করেন, তখন তিনি পুত্রকে

(২৫) সংবৎসর—সংবৎসরাত্মক কাল স্বরূপ—শ., দ্র।

(২৬) ধ্রুবা—নিত্যা, constant—ম্যা; fixed one—রা; অমা(বস্যা) নাম্নী মহাকলা তাঁহার ষোড়শ সংখ্যক কলা—দ্র।

* অনুরূপ বিধি কৌ. উ, ২।১৫ (১০) এ আছে।

বলেন "তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক।" সেই পুত্র প্রত্যুত্তর দেন "আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক।"[২৭]

যাহা কিছু [পিতা কর্তৃক] অধীত [ও অনধীত], [পুত্র] সেই সমুদয়ের ব্রহ্ম, [ইহা দ্বারা পিতা ও পুত্রের বেদাধ্যয়নের] একতা (একত্ব রক্ষিত) হইল। [অনুষ্ঠেয়] যে কোন যজ্ঞ [পিতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত] আছে, [পুত্র] সেই সমুদয়ের যজ্ঞ। [ইহা দ্বারা পিতা ও পুত্রের যজ্ঞানুষ্ঠানের] একতা হইল। (জেতব্য) যে কোন লোক (পিতা কর্তৃক জিত বা অজিত) আছে, পুত্র সেই সমুদয়ের লোক [ইহা দ্বারা পিতা ও পুত্রের লোকজয়ের] একতা হইল[২৮]। এই সমস্ত গৃহীর কর্তব্য এই পর্য্যন্তই[২৯]।

[পিতা চিন্তা করেন] 'এই (পুত্র) এই সমস্ত হইয়া (অর্থাৎ আমার কর্তব্য কর্মের ভার গ্রহণ করিয়া) আমাকে ইহলোক (ইহলোকে কর্তব্য) হইতে রক্ষা করিয়াছে (=করিবে)'[৩০]। সেইজন্য 'অনুশিষ্ট' (যথোচিত উপদেশ প্রাপ্ত) পুত্রকে 'লোক্য' (শুভলোক প্রাপ্তির হেতু) বলা হয়। সেইজন্য ইহাকে (পুত্রকে) [পিতা] যথোচিত উপদেশ দেন। এবংবিধ-জ্ঞান-সম্পন্ন [পিতা] যখন ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তখন তিনি এই প্রাণসমূহের (এই বাক্, মন ও প্রাণের) সহিত পুত্রে আবিষ্ট হন।[৩১]

(২৭) ইহার অর্থ—পিতা বলিলেন, 'তুমি ব্রহ্ম' ব্রহ্ম অর্থ বেদ, বাক্যটির অর্থ 'তুমি আমার স্থানে বেদাধ্যায়ী হইবে'। 'তুমি যজ্ঞ' অর্থ—'তুমি আমার স্থানে যজ্ঞকারী হইবে।' "তুমি লোক' অর্থ 'তুমি আমার স্থানে লোকজয়ী হইবে।' পুত্র উত্তর দ্বারা সেই ভার গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন—শ।

(২৮) ব্যাখ্যা—এতকাল বেদ সম্বন্ধে অধ্যয়ন আমার কর্তব্য ছিল, ইহার পর তুমি সেই সকলের ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ তোমা কর্তৃক পঠিত হউক। সেইরূপ যে সকল যজ্ঞ আমার অনুষ্ঠেয় ছিল, তুমি সেই সমুদয়ের যজ্ঞ, অর্থাৎ যে সমস্ত যজ্ঞে আমার কর্তৃত্ব ছিল সেই সকল তোমা কর্তৃক অনুষ্ঠিত হউক। আর যে সকল লোক বা ভোগভূমি আমা কর্তৃক জেতব্য ছিল, তুমি সেই সমুদয়ের লোক অর্থাৎ আমার জেতব্য লোক তোমা কর্তৃক জিত হউক। বুঝিবে যে (বেদ-) অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান বা লোকজয় আমার কর্তব্য, তাহাদের ভার তোমার উপর সমর্পিত হইল, আমি মুক্ত হইলাম। (শংকর ও রংগ রামানুজের ব্যাখ্যার সারাংশ)।

(২৯) অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং লোকজয়—ইহাই মাত্র গৃহীর কর্তব্য—শ।

যদি কোন ত্রুটী বশতঃ তাঁহার (পিতার) দ্বারা কোনও কিছু অকৃত থাকে সেই সমস্ত (অকৃত কর্তব্য) হইতে পুত্র তাঁহাকে মুক্ত করেন। সেই জন্য 'পুত্র' নাম হইয়াছে[৩২] তিনি পুত্র দ্বারাই এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হন। অনন্তর দৈব ও অমৃত প্রাণসমূহ ইহাতে (পিতাতে) প্রবেশ করে। ১।৫।১৭

পৃথিবী ও অগ্নি হইতে দৈবী বাক্ তাঁহাতে আবিষ্ট হন (প্রবেশ করেন)। তাহাই দৈবী বাক্ যাহা দ্বারা তিনি (মানুষ) যাহা কিছু বলেন, তাহাই হয়[৩৩]। ১।৫।১৮

দ্যুলোক ও আদিত্য হইতে দৈবীমন ইহাতে আবিষ্ট হন। তাহাই দৈবী মন যাহা দ্বারা মানুষ 'আনন্দী' হন, এবং শোক করেন না। ১।৫।১৯

অপ্ (জল) ও চন্দ্রমা হইতে দৈব প্রাণ তাঁহাতে (সেই পুরুষে) আবিষ্ট হন। তাহাই দৈব প্রাণ যাহা সঞ্চরিত বা অসঞ্চরিত হইয়া ব্যথিত হন না এবং বিনষ্ট হন। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা হন।

(৩০) মূলে আছে—অভুনজং ভবিষ্যদর্থে লঙ্—শ; will protect me—রা ও মা।

(৩১) ব্যাখ্যা—অভিপ্রায় এই যে, যে পিতার পুত্র এইরূপ অনুশিষ্ট (উপদেশ-প্রাপ্ত) হয়, তিনি পুত্ররূপে ইহলোকেই বর্তমান থাকেন। তাঁহাকে মৃত মনে করা উচিত নহে। অন্য শ্রুতিতে (ঐ. উ. ২।১।৪.) সেইরূপ কথাই আছে 'তাহার (মৃত পিতার) এই পুত্ররূপী অপর আত্মা পুণ্যকর্ম-সম্পাদনের জন্য প্রতিনিধিরূপে রক্ষিত হয়'—শ. দ্র.। পুত্র হইয়া, তিনিই যজ্ঞাদি কর্ম করেন এবং পরলোকগত পিতৃপুরুষদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করেন বলিয়া বলা হইয়াছে—তিনি পুত্রে প্রবেশ করেন—র।

(৩২) পিতার ছিদ্র অর্থাৎ অপূর্ণতা পুরণ করিয়া পিতাকে ত্রাণ করেন বলিয়া পুত্র। পুরণেন ত্রায়তে, পুর্+ত্রৈ=পুত্র—শ। পিতার কর্তব্যত্রুটির জন্য লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক সমূহ হইতে মুক্ত করিয়া অর্থাৎ অননুষ্ঠিত কর্ম পুরণ করিয়া ত্রাণ করে বলিয়া পুত্র -র। মনু বলেন পুং নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্র -মনুসংহিতা৯।১৩৮

(৩৩) ব্যাখ্যা—পৃথিবী ও অগ্নির দৈবী (দেবতারূপী) বাক্ সকল প্রাণীর বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান। আসক্তি বশতঃ তাঁহার স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত থাকে; পুত্রকে সর্বাধিকার দান করার জন্য মুমূর্ষু সেই আসক্তি হইতে মুক্ত হন, তখন দৈবী বাক্ দ্বারা যাহা বলেন তাহা সিদ্ধ হয়—শ।

এই দেবতা (প্রজাপতি) যেরূপ, তিনিও সেইরূপ। যেমন সর্বভূত এই দেবতাকে পূজা করে[৩৪], তেমন এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকেও পূজা করে[৩৫]। এই প্রজা(জীব)গণ যাহা কিছু শোক করে, তাহা (সেই শোক) তাহাদের(প্রজাদের) সহিতই থাকে।[৩৬] পুণ্যই ইঁহার নিকট গমন করে। দেবগণের নিকট পাপ গমন করে না। ১।৫।২০

ব্রতমীমাংসা

অতঃপর ব্রতমীমাংসা [কথিত হইতেছে] ঃ প্রজাপতি কর্ম (ইন্দ্রিয়) সমূহ[৩৭] সৃষ্টি করিলেন। তাহারা সৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সহিত স্পর্ধা (কলহ) করিতে লাগিলেন। বাক্ [ব্রত] ধারণ করিলেন "আমি [নিরন্তর] দর্শন করিব।" শ্রোত্র [ব্রত ধারণ করিলেন] "আমি নিরন্তর শ্রবণ করিব।" এইরূপ অন্যান্য কর্ম (ইন্দ্রিয়) সমূহ ও 'যথাকর্ম' (যাহার যেরূপ কর্ম তদনুরূপ) [ব্রত ধারণ করিলেন।]

মৃত্যু 'শ্রম' রূপ ধারণ করিয়া [তাঁহাদের নিকট] উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন (আয়ত্ত করিলেন)[৩৮]। তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া (আয়ত্ত করিয়া) মৃত্যু তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিলেন[৩৯]। সেই জন্য বাক্ শ্রান্ত হয়, চক্ষু শ্রান্ত হয়, এবং শ্রোত্র [শ্রান্ত হয়]। কিন্তু যিনি এই 'মধ্যম' (দেহমধ্যস্থ) প্রাণ (মৃত্যু) তাঁহাকেই আয়ত্ত করিতে পারিলেন না।

(৩৪ ও ৩৫) মূলে আছে অবস্তি- 'শংকর' ও 'রংগরামানুজ', উভয়েই পূজা করেন অর্থ দিয়াছেন। এই regard—রা।

(৩৬) একজন অন্যকে দুঃখ দেয় বলিয়াই মানুষ দুঃখ পায়। কিন্তু ব্রহ্মে সকলেই এক হইয়া যায়, ব্যক্তিগত দুঃখ সমষ্টিকে স্পর্শ করে না—রা। শংকর বলেন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া জীব দুঃখ পায়। সর্বাত্মক হইলে দুঃখ থাকে না।

(৩৭) কর্ম—বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহ. কর্ম সম্পাদনের জন্য সৃষ্ট বলিয়া তাহাদিগকে কর্ম বলা হইয়াছে -শ ; কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ—র।

(৩৮) ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন শ্রমরূপে মৃত্যু শ্রমরূপে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিলেন, ফলে তাহারা শ্রান্ত বোধ করিলেন—শ।

(৩৯) 'অবরুদ্ধ করিলেন'—অবরোধ করিলেন—নিজ নিজ কর্ম হইতে বিরত করিলেন। শ্রমরূপী মৃত্যু দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কর্মে শ্রমবোধ করে—শ।

তাঁহারা (কর্মেন্দ্রিয়গণ), (মধ্যম প্রাণকে) জানিবার জন্য ব্রত ধারণ করিলেন। "যিনি সঞ্চরিত হইয়া এবং অসঞ্চরিত হইয়া ব্যথিত হন না বা বিনষ্ট হন না, ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভাল, আমরা সকলেই ইহার (প্রাণের) রূপ ধারণ করিব।" তাঁহারা সকলে ইহারই রূপ ধারণ করিলেন। সেই জন্য তাহারা (ইন্দ্রিয়গণ) ইঁহার নামে—'প্রাণসমূহ' [নামে] আখ্যাত হয়।

যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যে কুলে [জাত] হন, সেই কুল তাঁহারই নামে আখ্যাত হয়। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত যে স্পর্ধা (কলহ) করে, সে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মরিয়া যায়। ইহাই অধ্যাত্ম (দেহ সম্বন্ধীয়) [ব্রতমীমাংসা] ১।৫।২১

অনন্তর অধিদৈবত (দেবতাবিষয়ক) [ব্রতমীমাংসা বলা হইতেছে] :—অগ্নি [ব্রত] ধারণ করিলেন "আমি জ্বলিত হইব।" আদিত্য [ব্রত ধারণ করিলেন] "আমি তাপ দিব।" চন্দ্রমা [ব্রত ধারণ করিলেন] "আমি ভাতি দিব।" এইরূপে অন্যান্য দেবগণও [নিজ নিজ] দৈব প্রকৃতি অনুসারে [ব্রত ধারণ করিলেন]। এই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেমন মধ্যমপ্রাণ, সেইরূপ এই দেবতাগণের মধ্যে বায়ু[৪০]। অন্য দেবতা অস্তমিত[৪১] হন, কিন্তু বায়ু [অস্তমিত] হন না। যিনি বায়ু, তিনিই অস্তবিহীন দেবতা। ১।৫।২২

(৪০) অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন মধ্যম প্রাণ মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বকর্ম হইতে নিবৃত্ত হন নাই, ব্রতপালনে ভগ্নব্রত হন নাই, বায়ুও সেইরূপ মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত বা ভগ্নব্রত হয় নাই—শ। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেমন মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যে বায়ু শ্রেষ্ঠ—র।

(৪১) অস্তমিত হন না—নিজ নিজ কর্ম হইতে বিরত হন না—শ; ভগ্নব্রত হন না—আ।

[এই বিষয়ে] এই শ্লোক আছে

* যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হন
যাঁহাতে অস্তগমন করেন, [ইনি কে ?]
প্রাণ হইতেই তিনি উদিত হন,
প্রাণেই তিনি অস্তগমন করেন।
দেবগণ তাঁহাকে (প্রাণকে) ধর্ম [-রূপে গ্রহণ] করিয়াছিলেন,
অদ্যও তিনি কল্যও তিনি [৪২]

তাঁহারা (দেবগণ) সেই সময়ে যে [ব্রত] ধারণ করিয়াছিলেন, 'অদ্য' পর্যন্ত তাহা [পালন] করেন।

সেইজন্য একই ব্রত আচরণ করিবে—'পাপরূপী মৃত্যু যেন আমাকে প্রাপ্ত না হয়' [ইহা মনে করিয়া] কেবল প্রাণন-ক্রিয়া ও অপান-ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। যিনি [এই ব্রত] আচরণ করেন, তিনি [ইহা] সমাপন করিতে ইচ্ছা করিবেন। তাহাদ্বারা (ব্রতের ফলে), তিনি সেই দেবতার সাযুজ্য ও সলোকতা জয় করেন। ১।৫।২৩

ইহা প্রথম অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ

(৪২) মূলে আছে "তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্মং, স এবাদ্য, স উ শ্ব ইতি"। উপরে বাচনিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। শংকর ব্যাখ্যা করেন—'বাগাদি এবং অগ্ন্যাদি দেবগণ পুরাকালে প্রাণব্রত ও বায়ুব্রত বিচার করিয়া ধারণ (গ্রহণ) করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম অদ্যও অর্থাৎ এখনও পালন করেন এবং কল্যও অর্থাৎ ভবিষ্যতেও পালন করিবেন।' রংগরামানুজ ব্যাখ্যা করেন যে দেবগণ প্রাণোপাসনাকে শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রত অদ্যাপি অনুষ্ঠেয়।

প্রথম অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট "ক" (১০) দ্রষ্টব্য।

প্রথম অধ্যায়—ষষ্ঠ (নাম রূপ কর্ম) ব্রাহ্মণ

নাম রূপ ও কর্ম

ইহা (এই জগৎ) ত্রিবিধই—নাম, রূপ ও কর্ম। এই যে বাক্[১] তাহা এই নাম সমূহের উক্‌থ[২], কারণ ইহা হইতেই নাম সমূহ উত্থিত হয়[৩]। ইহা (এই বাক্) ইহাদের (নাম সমূহের) সাম,[৪] কারণ ইহা (বাক্ই) এই সমুদয় নামের সহিত সম[৫] [ধর্ম-প্রাপ্ত]। ইহা (বাক্) ইহাদের (নাম সমূহের) ব্রহ্ম[৬], কারণ ইহা (বাক্) সকল নামকে ধারণ করে। ১।৬।১

অতঃপর রূপসমূহের [বর্ণনা]—এই চক্ষু ইহাদের (রূপ সমূহের) উক্‌থ, (উৎপত্তি স্থান), কারণ ইহা (চক্ষু) হইতেই সর্বরূপ উত্থিত (উৎপন্ন)

(১) বাক্—শব্দ, 'যাহা কিছু শব্দ সে সমস্তই বাক্'—শ।

(২) উক্‌থ—সামবেদের মন্ত্র বিশেষ, এখানে অর্থ কারণ, উপাদান—শ. উৎপত্তিস্থান—দ্ব, উৎপাদন—র।

(৩) কারণ সকল নাম বাগিন্দ্রিয়ের অধীন—র। বাক্ সাধারণ (general), নাম বিশেষ (particular); শব্দ হইতে নাম আসে—শ।

(৪) সাম—সমতা বা সাম্য আছে বলিয়া সাম—অর্থাৎ সমধর্মী—শ. দ্ব.। Common feature—রা।

(৫) সম—সমান, কারণ নাম বাকের (শব্দের) বিশেষরূপ, বাক্ কারণ নাম কার্য (effect), কার্য ও কারণ সমান, সেই জন্য বাক্ ও নাম সমান—শ। বাক্ কারণ, নাম কার্য (effect) সেই জন্য সম—র। সহ-মান (পরিমাপ) করে যে—সহমাপক—ম।

(৬) ব্রহ্ম—আত্মা, কারণ বাক্ হইতেই নাম উৎপন্ন হয়, বাক্ ব্যতীত নামের কোন অস্তিত্ব নাই—শ, ভর্তা—র।

হয়।[৭] ইহা (চক্ষু) ইহাদের (রূপ সমূহের) সাম[৮], কারণ ইহা (চক্ষু) সর্বরূপের সহিত 'সম' (সমান)। ইহা (চক্ষু) এই রূপ সমূহের ব্রহ্ম (আত্মা), ইহাই (চক্ষুই) সর্বরূপ ধারণ করে[৯]। ১।৬।২

অনন্তর কর্ম সমূহের [বিষয় বলা হইতেছে]। আত্মা[১০] ইহাদের (কর্ম সমূহের) উক্থ, কারণ ইহা (আত্মা) হইতেই সকল কর্ম উত্থিত হয়। ইহা (আত্মা) ইহাদের (কর্মসমূহের) সাম, কারণ তাহা (আত্মা) সর্ব কর্মের সহিত 'সম'। ইহা (আত্মা) ইহাদের (কর্ম সমূহের) ব্রহ্ম, কারণ ইহা সর্ব কর্ম ধারণ করে। ১।৬।৩

সেই এই (নাম, রূপ ও কর্ম) তিন হইয়াও এক, [উহারাই] এই আত্মা। আত্মা এক হইয়াও এই তিন।[১১] ইহাই অমৃত, এবং সত্যের [পাঠান্তর সত্ত্যের][১২] দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাণই অমৃত, নামও রূপ সত্য

(৭) সাধারণ রূপ চক্ষু-গ্রাহ্য, চক্ষু দ্বারাই প্রকাশ্য, সেই জন্য বলা হইয়াছে যে চক্ষু হইতে রূপ উত্থিত হইয়াছে—শ ; রূপ-জ্ঞানের কারণ চক্ষু—র।

(৮) সকলরূপের কারণ বলিয়া চক্ষু সকল রূপের সমান—শ ; চক্ষু সর্বরূপ-জ্ঞানের জনক বা কারণ। রূপ কার্য (effect), সুতরাং উভয়ে সমান—র।

(৯) চক্ষুর রূপ-ধারণ শক্তি আছে বলিয়া চক্ষু দ্বারা রূপ দেখা যায়—র।

(১০) আত্মা=শরীর—শ; জীব—র; প্রাণ—ম।

(১১) ব্যাখ্যা—তিনটি দণ্ড যেমন পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ, নাম রূপ ও কর্ম পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত করে, এবং পরস্পরে লয় প্রাপ্ত হয়। আত্মাই ইহাদের এক কারণ। নাম রূপ ও কর্মই এই ব্যক্ত (স্থূল) ও অব্যক্ত (সূক্ষ্ম) জগৎ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা এক। এক আত্মাই কার্য-কারণ-ভাবাত্মক হইয়া এই তিন হইয়াছেন—শ। বিবেকীদের নিকট এই তিন এক, অবিবেকীদের নিকট তিন—র। নাম ও রূপ প্রাণের অধীন বলিয়া তাহাদিগকে এক বলা হইয়াছে—ম।

[পাঠান্তর সত্ত্য][12]। ইহাদের (নাম ও রূপের) দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত[13]। ১।৬।৪

ইহা প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

(১২) দুইটি পাঠ আছে— রংগরামানুজ, মধ্ব, রাধাকৃষ্ণন 'সত্য' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, আচার্য শংকর 'সত্ত্য' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার অর্থ দিয়াছেন সত্য। কিন্তু আনন্দগিরি মতে সত্ত্য=সৎ+ত্যৎ=বিরাট্ শরীর—ইহা পঞ্চকৃত পঞ্চ মহাভূত দ্বারা নির্মিত এবং সূত্রাত্মার আয়তন (শরীর)।

(১৩) ব্যাখ্যা—প্রাণই অমৃত অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ দেহবিধারক করণ (organ-মা) -স্বরূপ (দেহরক্ষার সাধন), আত্মস্থানীয় প্রাণ হইতেছে অমৃত—অবিনাশী। কার্য (effect) রূপ। শরীর দ্বারা প্রকাশিত নাম ও রূপ হইতেছে সত্য। প্রাণ নাম ও রূপের বিধারক এবং ক্রিয়াস্বভাব কিন্তু সেই প্রাণ উৎপত্তি-বিনাশশীল নাম ও রূপ দ্বারা আচ্ছাদিত—অপ্রকাশীকৃত—শ। প্রাণ অর্থ জীব (জীবাত্মা), সত্য অর্থ কর্মফল, কারণ কর্মফল অবশ্যম্ভাবী। কর্মফলভূত নাম ও রূপদ্বারা এই দেহস্থ আত্মা আচ্ছাদিত, নাম ও রূপের দ্বারা এই আত্মা পরিচিত হয়, কেহ কেহ বলেন প্রাণ শব্দের অর্থ পরমাত্মা ; তিনি নামরূপবিশিষ্ট হন—র।

প্রথম অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম (অজাতশত্রু) ব্রাহ্মণ

বালাকি আজাতশত্রু সংবাদ[১]
(আংশিক ও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান)

গার্গ্য বালাকি নামে একজন গর্বিত-স্বভাব বেদজ্ঞ[২] ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে বলিলেন "আমি আপনাকে ব্রহ্ম [তত্ত্ব] বলিব।" অজাতশত্রু বলিলেন "এই বাক্যের জন্যই আমি আপনাকে সহস্র [গাভী] দান করিতেছি। জনগণ 'জনক' 'জনক'[৩] [বলিয়া তাঁহার নিকট] ধাবিত হয়।" ২।১।১

গার্গ্য (গর্গবংশীয় বালাকি) বলিলেন "ঐ যে আদিত্যে পুরুষ[৪], ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে (আচার্য রূপে) সংবাদ করিবেন না[৫]। 'অতিষ্ঠা[৬]', সর্বভূতের মূর্ধা[৭],

(১) এই উপাখ্যানটি কৌ. উ. চতুর্থ অধ্যায়ে আছে।

(২) মূলে আছে অনূচান—বেদজ্ঞ—ম. উ.; বক্তা, বাগ্মী,—শ। 'বেদের এক শাখা যিনি অধ্যয়ন করেন তিনি শ্রোত্রিয়, যিনি [বেদ] অঙ্গাধ্যায়ী তিনি অনূচান' এই এক শ্রুতি বাক্য রংগ রামানুজ উদ্ধৃত করেন। যিনি আচার্য্য-বাক্য স্বয়ং উচ্চারণ করেন—শং ও ম. উ.; অধীতবেদ -শং।

(৩) জনক শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক এবং দান করিতে ইচ্ছুক, সেইজন্য দুইবার জনক বলা হইয়াছে—শ।

(৪) আদিত্যে ও চক্ষুতে একই দেবতা তাহাকে গার্গ্য ব্রহ্ম বলিতেছেন—শ; আদিত্যমণ্ডলের পুরুষকে ব্রহ্ম বলিতেছেন -র।

(৫) মূলে আছে মা সংবদিষ্ঠা সম+বদ্+লুঙ্। সংবাদ করিও না—শ. দ্র. জ্ঞাত বিষয়ে সংবাদ কর্তব্য, এই বিষয় আমার জ্ঞাত' -র। 'তুমি গুরু আমি শিষ্য', এইরূপ গুরুশিষ্য সংবাদ করিও না -শং।

(৬) অতিষ্ঠা, অতি+স্থা+ক্তিন্ সকলকে অতিক্রম করিয়া যিনি বর্তমান, থাকেন—শ, র ও ম।

(৭) মূর্ধা—শির- শ, শ্রেষ্ঠ র, সর্বোৎকৃষ্ট—ম।

এবং 'রাজা[৮]' বলিয়া আমি ইঁহাকে উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি 'অতিষ্ঠা', সর্বভূতের মূর্ধা, এবং রাজা হন। ২।১।২

গার্গ্য বলিলেন "চন্দ্রে ঐ যে পুরুষ,[৯] ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি"। অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে কোন সংবাদ করিবেন (উপদেশ দিবেন) না। আমি ইঁহাকে, মহান্, শুক্লবাস[১০], সোম-রাজা বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, [তাঁহার গৃহে] অহরহ [সোমরস] সুত ও প্রসুত[১১] হয়। ইঁহার অন্ন কখনও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না।" ২।১।৩

গার্গ্য বলিলেন "বিদ্যুতে ঐ যে পুরুষ[১২], ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে কোন সংবাদ করিবেন (উপদেশ দিবেন) না। আমি ইঁহাকে তেজস্বী বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন, তাঁহার প্রজাও তেজস্বী হয়।" ২।১।৪

গার্গ্য বলিলেন "আকাশে এই যে পুরুষ[১৩] ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন 'না এই বিষয়ে কোন সংবাদ

(৮) রাজা—দীপ্তি গুণ সম্পন্ন—শ ও র।

(৯) চন্দ্র ও মনে একই পুরুষ, তিনিই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমি ভোক্তা 'আমি কর্তা' এইরূপে বর্ত্তমান—শ।

(১০) মূলে আছে 'পাণ্ডরবাসা'—ব্যাসের বাক্য অনুসারে পাণ্ডর অর্থ অংশু বা কিরণ, অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণের ন্যায় শুভ্রবাস যাঁহার—র। পাণ্ডর অর্থ জল। চন্দ্রাভিমানী প্রাণের জল হইতেছে শরীর, সেই জন্য পাণ্ডরবাস—জল-শরীর—শ।

(১১) সুত ও প্রসুত—প্রকৃতি ও বিকৃতি নামে দুই যজ্ঞে সোমরস সুত (নিষ্কাশিত) ও প্রসুত (প্রকৃষ্টরূপে নিষ্কাশিত) হয়। ভাবটি এই—ইহার যজ্ঞে সোমরসের অভাব হয় না—শ ও র।

(১২) বিদ্যুৎ, ত্বক্ এবং হৃদয়ে একই দেবতা, ইঁহাকে গার্গ্য ব্রহ্ম বলেন—শ।

(১৩) আকাশে এবং হৃদাকাশে একই দেবতা—শ।

করিবেন না, আমি ইঁহাকে পূর্ণ ও অবিচল বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি প্রজা ও পশু দ্বারা পূর্ণ হন এবং এই লোক হইতে ইহার প্রজা [ধারা] বিচ্ছিন্ন হয় না। ২।১।৫

গার্গ্য বলিলেন "বায়ুতে এই যে পুরুষ[১৪] ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে কোন সংবাদ করিবেন না। ইন্দ্র, বৈকুণ্ঠ ও অপরাজিতা সেনারূপে[১৫] আমি ইঁহাকে উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনি বিজয়ী, অপরাজেয় ও শত্রুজয়ী হন। ২।১।৬

গার্গ্য বলিলেন "অগ্নিতে এই যে পুরুষ[১৬], ইঁাহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না এই বিষয়ে কোন সংবাদ করিবেন না। আমি ইঁহাকে 'বিষাসহি'[১৭] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি 'বিষাসহি' হন, ইঁহার প্রজাও 'বিষাসহি' হয়। ২।১।৭

গার্গ্য বলিলেন "জলে এই যে পুরুষ[১৮], ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে কোন সংবাদ করিবেন না, আমি ইঁহাকে 'প্রতিরূপ'[১৯] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি

(১৪) বায়ু, প্রাণ ও হৃদয়ে একই দেবতা—শ।

(১৫) ইন্দ্র, বৈকুণ্ঠ ও অপরাজিতা সেনা—মূলে এই শব্দ সমূহই আছে। ইন্দ্র=পরমেশ্বর—শ ও র; বৈকুণ্ঠ—অপ্রতিহতশক্তি—শ. দ্র। সেনা—মরুৎগণ বহু বলিয়া সেনা বলা হইয়াছে—শ ও র।

(১৬) অগ্নি বাক্ ও হৃদয়ে একই দেবতা—শ।

(১৭) বিষাসহি—মূলে এই শব্দটিই আছে—পরের প্রতি ক্ষমা-শীল—শ. দ্র; শত্রুগণ যাঁহাকে সহ্য করিতে অক্ষম—র; অসহনীয়—ম; forbearing—রা ও মা।

(১৮) জল, রেত ও হৃদয়ে একই দেবতা—শ

(১৯) প্রতিরূপ—অনুরূপ, শ্রুতিস্মৃতির অপ্রতিকূল—শ; জলে সদৃশরূপ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া প্রতিরূপ—র; likeness—রা; agreeable—মা।

ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, প্রতিরূপই তাঁহার নিকট গমন করে, অপ্রতিরূপ [গমন করে] না। এবং প্রতিরূপ (সন্তান) তাঁহা হইতে জাত হয়।" ২।১।৮

গার্গ্য বলিলেন "দর্পণে এই যে পুরুষ[২০], ইঁহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে কোন সংবাদ করিবেন না। ইঁহাকে আমি রোচিষ্ণু[২১] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি রোচিষ্ণু হন, ইঁহার প্রজাও রোচিষ্ণু হয়, যাঁহাদের সংস্পর্শে আসেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে দীপ্তিতে অতিক্রম করেন।" ২।১।৯

গার্গ্য বলিলেন "গমন-কারীর পশ্চাতে যে শব্দ উত্থিত[২২] হয়, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে কোন সংবাদ করিবেন না। আমি ইঁহাকে 'অসু (প্রাণ) বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে প্রাণ ইহাকে পরিত্যাগ করেন না।" ২।১।১০

গার্গ্য বলিলেন "দিক্ সমূহে এই যে পুরুষ[২৩] আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু "বলিলেন এই বিষয়ে কোন সংবাদ

(২০) দর্পণে, নির্মল খড়্গ প্রভৃতিতে এবং বিশুদ্ধ হৃদয়ে একই দেবতা—শ।

(২১) রোচিষ্ণু—দীপ্তি-স্বভাব—শ ; ভ্রাজমান—র ;—Shining—রা ও মা।

(২২) শংকর বলেন "এখানে 'শব্দ' দ্বারা গমনকারীর পশ্চাতে উত্থিত শব্দ এবং জীবনের হেতুভূত প্রাণ উভয়কে একত্র করিয়া বুঝাইতেছে" ; শরীরের কতিপয় অবয়বকে সঞ্চালিত করিয়া ধাবমান ব্যক্তির পশ্চাতে প্রাণই শব্দের উৎপাদক হয়—গ। রংগরামানুজ বলেন—গমনকারীর পশ্চাতে উত্থিত শব্দ প্রতিধ্বনি। সেই প্রতিশব্দ প্রাণের কার্য, সুতরাং অসু (প্রাণ)-রূপে উপাসিত।

(২৩) দিক্‌সমূহে, কর্ণদ্বয়ে ও হৃদয়ে একই দেবতা। সেই দেবতা অবিযুক্ত স্বভাব অশ্বিনীকুমারদ্বয়—শ।

করিবেন না। আমি ইঁহাকে দ্বিতীয় ও 'অনপগ' 'অবিযুক্ত'[২৪] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়-বান্ হন। ইঁহা হইতে [ইঁহার] স্বজনগণ বিচ্ছিন্ন হন না। ২।১।১১

গার্গ্য বলিলেন "এই যে ছায়াময় পুরুষ[২৫], ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে কোন সংবাদ করিবেন না। আমি ইঁহাকে মৃত্যু[২৬] বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। কালপূর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যু ইহার নিকট আগমন করে না।" ২।১।১২

গার্গ্য বলিলেন "এই যে আত্মাতে পুরুষ[২৭], ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন "না, এই বিষয়ে কিছু সংবাদ করিবেন না। আমি ইঁহাকে আত্মন্বী[২৮] (আত্মবান্) বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি আত্মন্বী হন, ইহার প্রজাও আত্মন্বী হন।" ২।১।১৩

অজাতশত্রু বলিলেন "এই পর্যন্তই কি?" [গার্গ্য বলিলেন] "এই পর্যন্তই"। [অজাতশত্রু বলিলেন] "এই পরিমাণ [জ্ঞান দ্বারা

(২৪) মূলে আছে—দ্বিতীয়ঃ অনপগঃ (ন+অপ+গম্+ড)—দ্বিতীয় ও অবিযুক্ত -শ। অনপগ—যিনি দূরে চলিয়া যান না—মহেশ চন্দ্র। দিক্সমূহ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন -র

(২৫) ছায়াতে অর্থাৎ বহিস্থিত অন্ধকারে এবং দেহস্থিত আবরণাত্মক অজ্ঞানে শ., দু.। ছায়া—shadow—রা।

(২৬) মৃত্যু—পুরুষের ছায়া মৃত্যুর ন্যায় নীল ও ভয়ংকর বলিয়া মৃত্যুরূপে উপাসনা রা হয়—র।

(২৭) আত্মাতে পুরুষ—আত্মাতে, প্রজাপতিতে বুদ্ধি ও হৃদয়ে একই দেবতা -শ। শরীরে 'আমি' অভিমানী যে পুরুষ; 'সর্বজীব সামান্য' ব্রহ্মকে উপাসনা করে র। আত্মাতে হিরণ্যগর্ভে—ম।

(২৮) আত্মন্বী—আত্মবান্—শ; যাহার আত্মা (বুদ্ধি) স্ববশে -আ ও দু; চিত্তবান্ ম। আত্ম+বৈদিক আর্ষ প্রয়োগ বিনি=আত্মন্বী—র।

ব্রহ্ম] 'বিদিত' (বিজ্ঞাত) হন না[২৯]। [গার্গ্য বলিলেন] "আমি [শিষ্য-রূপে] আপনার নিকট উপনীত হইতেছি।" ২।১।১৪

অজাতশত্রু বলিলেন "ইনি আমাকে ব্রহ্ম [তত্ত্ব] বলিবেন' এইরূপে মনে করিয়া যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট [শিষ্য রূপে] উপনীত হয় তবে ইহা প্রতিলোম (বিপরীত রীতি) হয়। [যাহা হউক] নিশ্চয়ই (ব্রহ্মতত্ত্ব) আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিব।"

[এই বলিয়া অজাতশত্রু] তাঁহাকে হাত ধরিয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহারা দুইজনে এক সুপ্ত পুরুষের নিকট গমন করিলেন। অজাতশত্রু এই সকল নামে তাঁহাকে (সুপ্ত পুরুষকে) আহ্বান করিলেন 'বৃহন্, শুক্লবাস, সোম, রাজা'। কিন্তু তিনি উত্থিত হইলেন না, অনন্তর তাঁহাকে পাণি দ্বারা পেষণ করিয়া (ধাক্কা দিয়া) জাগরিত করিলেন, তখন তিনি উত্থিত হইলেন। ২।১।১৫

অজাতশত্রু [গার্গ্যকে] বলিলেন "যখন ইনি এইরূপে সুপ্ত ছিলেন, এই যে বিজ্ঞানময়[৩০] পুরুষ ইনি তখন কোথায় ছিলেন? কোথা হইতে ইনি আসিলেন?"[৩১] গার্গ্য তাহা জানিতেন না। ২।১।১৬

(২৯) গার্গ্য যাহা বলিয়াছেন "অবিদ্যা অধিকারে যে সমুদয়ই ব্রহ্মরূপে পরি-গ্রহণীয়, এবং তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান ও পরব্রহ্মলাভের দ্বার বা উপায় স্বরূপ, শুধু ইহা দ্বারাই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হয় না............বিশেষতঃ এই সমস্ত ও যে বিজ্ঞেয় এবং নামরূপ কর্মাত্মক তাহা বৃ. উ. তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শন করা হইবে। অতএব, 'এই পর্যন্ত বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম জানা যায় না' বলিয়া অজাতশত্রু জানাইলেন যে এতদতিরিক্ত মুখ্য ব্রহ্ম জানিতে বাকী রহিয়াছে"—শ. ভূ।

(৩০) বিজ্ঞানময় পুরুষ—being full of consciousness—মা person who consists of intelligence -রা ও হি। বিজ্ঞান—যাহা দ্বারা জানা যায় অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি। বিজ্ঞানময়—বিজ্ঞান-প্রায়, এই বিজ্ঞানপ্রায়ত্ব কি? বিজ্ঞানে (=বুদ্ধিতে) উপলভ্য, বিজ্ঞানের (=বুদ্ধির) দ্বারা উপলভ্য, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যাহা উপলব্ধি করে—(which is perceived in the intellect, which is perceived through it (intellect) and which perceives through it -মা)। পুরীতে (বুদ্ধিতে) যিনি শয়ন করেন তিনি পুরুষ -শ।

(৩১) ভাবার্থ—সুষুপ্তির পর মানুষ যে তাহার সংজ্ঞা (consciousness) প্রাপ্তি হয় তাহাতে বুঝা যায় যে নিদ্রাতেও এই সংজ্ঞা বর্তমান ছিল, যদিও আমরা সে বিষয়ে সচেতন থাকি না। সুষুপ্তিতে আত্মা কিছু দেখে না, ইহা নিষ্ক্রিয় সংজ্ঞার অবস্থা—রা।

অজাতশত্রু [গার্গ্যকে] বলিলেন "যখন ইনি এইরূপ সুপ্ত ছিলেন, তখন এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ [ইনি নিজ] বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহের বিজ্ঞান গ্রহণ[৩২] করিয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই যে আকাশ[৩৩], তাহাতে শয়ন করেন। যখন তিনি এই সকল (প্রাণ-সমূহের বিজ্ঞান) গ্রহণ করেন, এই পুরুষ "স্বপিতি"[৩৪] এই নাম [প্রাপ্ত হন]। তখন [সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ কর্তৃক] প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) গৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত [হয়], চক্ষু গৃহীত [হয়], শ্রোত্র গৃহীত [হয়] ও মন গৃহীত [হয়]। ২।১।১৭

তিনি (বিজ্ঞানময় পুরুষ) যখন স্বপ্নে বিচরণ করেন, ইহার এই সকল লোক [-প্রাপ্তি হয়]—তখন তিনি যেন মহারাজ হন, যেন মহাব্রাহ্মণ হন, যেন উচ্চ বা নিম্ন অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেমন কোন মহারাজ জন-পদ-বাসীদের লইয়া স্বীয় জনপদে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করেন, সেইরূপ তিনি (পুরুষ) এই প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় শরীরে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করেন। ২।১।১৮

আর, যখন তিনি সুষুপ্ত হন, যখন কিছুই জানেন না, তখন হিতা নামক যে বাহাত্তর হাজার নাড়ী হৃদয় হইতে [নির্গত হইয়া] 'পুরীতৎ'[৩৫] অভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছে, তাহাদের (নাড়ী সমূহের) দ্বারা [তিনি] প্রত্যা-গমন করিয়া পুরীতে[৩৬] শয়ন করেন। যেমন কোন কুমার, মহারাজা বা

(৩২) প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহের বিজ্ঞান—বাকাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণ সামর্থ্য -শ ; functions of the organs—মা। ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান—র। ইন্দ্রিয় সমূহের বিভিন্ন জ্ঞান—ম।

(৩৩) আকাশ—নিজ আত্মা ও পরমাত্মা —শ ; পরমাত্মা—র।

(৩৪) স্বপিতি—স্বম্ (নিজকে) অপীতি (প্রাপ্ত হয়)=নিজকে প্রাপ্ত হয় ইহা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। সাধারণ অর্থ—সুপ্ত হয়।

(৩৫) পুরীতৎ—pericardium—রা ও মা। হৃদয়বেষ্টনীদ্বারা উপলক্ষিত সর্বশরীর ; অশ্বত্থপত্র যেমন শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ নাড়ীসমূহ সর্বশরীর ব্যাপিয়া আছেন—শ। হৃদয়ান্তর্বর্তী মাংসপিণ্ড—র।

(৩৬) পুরীতে—সর্বশরীরে—শ., এখানে অর্থ ব্রহ্মে—র।

মহাব্রাহ্মণ আনন্দের চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া শয়ন (অবস্থান) করেন, সেই রূপ ইনি (বিজ্ঞানময় পুরুষ) এইরূপে শয়ন করেন।[৩৭]
২।১।১৯

*যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) [নিজ দেহোৎপন্ন] তন্তু দ্বারা বিচরণ করে, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সমূহ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সর্বপ্রাণ,[৩৮] সর্বলোক,[৩৯] সর্বদেবতা,[৪০] সর্বভূত উত্থিত হয়।

তাঁহার[৪১] উপনিষৎ[৪২] হইতেছে—সত্যের সত্য[৪৩]। প্রাণসমূহ[৪৪] সত্য, ইঁনি তাঁহাদের সত্য[৪৫]। ২।১।২০

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ

(৩৭) ব্যাখ্যা—হৃদয়, বুদ্ধির—অন্তঃকরণের স্থান। ইন্দ্রিয়গণ সেই হৃদয়স্থ বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে বাহাত্তর হাজার নাড়ী দ্বারা মৎস্যজালের ন্যায় প্রসারিত করেন এবং জাগরিত কালে তাহাদিগকে পরিচালনা করেন। বিজ্ঞানময় আত্মা স্বীয় অভিব্যক্ত চৈতন্য দ্বারা (এই বুদ্ধিকে) উদ্‌ভাসিত করিয়া ব্যাপ্ত করেন। বুদ্ধি যখন সঙ্কুচিত হয় তখন বিজ্ঞানময় আত্মাও যেন সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়—ইহা বিজ্ঞানময় আত্মার নিদ্রার অবস্থা; জাগ্রতকালে বুদ্ধি যখন অসঙ্কুচিত বা বিকশিত, তখন বুদ্ধি পূর্বোক্ত নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানময় আত্মা (individual self-মা) ও সর্বশরীর ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। যদিও আত্মা সর্বদাই স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তবুও তিনি শরীর ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলা হয়, কারণ আত্মা বুদ্ধির কর্ম অনুসরণ করেন। সুষুপ্তিতে আত্মার শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, তখন তিনি সকল দুঃখ সুখের অতীত—শ (সংক্ষিপ্ত)

(৩৮) সর্বপ্রাণ—বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ—শ; সকল জীব—র।

(৩৯) সর্বলোক—সকল কর্মফল—শ; জ্ঞান—র।

(৪০) সর্বদেবতা—প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ—শ; সকল ইন্দ্রিয়—র।

(৪১) তাঁহার—ব্রহ্মের—শ; পরমাত্মার—র।

(৪২) উপনিষৎ—যাহা দ্বারা ব্রহ্মের সমীপে গমন করা যায়—শ, রহস্য-নাম—র

* মূল কণ্ডিকাটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১১) দ্রষ্টব্য।

(৪৩) সত্যের সত্য—জগৎকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিবে না, জগৎ সত্য, কিন্তু ইহা গৌণ সত্য, পরম সত্য দ্বারা বিধৃত—রা। 'সত্যের সত্য' ইহা পরমাত্মার রহস্য নাম—র; সত্যতা-বিধায়ক—দু। এখানে প্রাণমূলক জগৎকে সত্য বলা হইল, জগৎ সত্য, আত্মা সত্যের সত্য—মহেশচন্দ্র। পরবর্তী দুই ব্রাহ্মণে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে—শ।

(৪৪) প্রাণসমূহ—জীবাত্মা সমূহ—র, vital breaths—রা; vital force—মা; ইন্দ্রিয়গণ—গ।

(৪৫) প্রাণসমূহই সত্য, ইনি তাহাদের (প্রাণসমূহের) সত্য—ইনি = আত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইহা সর্ববাদিসম্মত। আত্মাসমূহ সত্য, কিন্তু পরমাত্মা অধিক সত্য -র। প্রাণসমূহ সত্য, আত্মা তাহাদের সত্যতাসম্পাদক—দু। জগৎ পঞ্চ ভূতাত্মক, ভূত সমূহ নামরূপাত্মক, নামরূপ সত্য ব্রহ্ম এই পঞ্চভূতাত্মক সত্যের সত্য। পরবর্তী ব্রাহ্মণে দেখান হইবে যে পঞ্চভূত সত্য, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহও সত্য তাহাদের সত্যতা অবধারণের পরে সত্যের সত্য ব্রহ্ম অবধারিত হন—গ।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় (শিশু) ব্রাহ্মণ

প্রাণের রূপ

যিনি 'শিশুকে'[১] আধান (আশ্রয়), প্রত্যাধান (যেখানে কিছু রাখা হয়—ভাণ্ডার—ম. উ.), স্থূণা (খুঁটি) এবং দামের (রজ্জুর) সহিত জানেন, তিনি সাতজন বিদ্বেষ-কারী জ্ঞাতি-শত্রুকে[২] বিনাশ করেন। এই যে মধ্যম প্রাণ,[৩] ইহাই শিশু। ইহাই তাঁহার আধান,[৪] ইহা [তাঁহার] প্রত্যাধান,[৫] প্রাণই স্থূণা,[৬] অন্নই দাম[৭]। ২।২।১

এই সাতটি 'অক্ষিতি'[৮] (যাহার ক্ষয় নাই—র) তাঁহাকে (তাঁহার নিকট) [সেবার জন্য] উপস্থিত থাকেন। চক্ষুতে এই যে সকল লোহিত রেখা,

(১) শিশু—লিঙ্গাত্মা—শ ও রা। শরীরমধ্যস্থ পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণ—র; সর্বদেহস্থ (প্রাণরূপী) বায়ু—ম।

(২) সপ্ত জ্ঞাতি শত্রু—সাতটি ইন্দ্রিয়,—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও মুখ, তাঁহার অন্তরাত্মা দর্শনের পথে বিঘ্ন করায় বলিয়া শত্রু,শরীরস্থ বলিয়া জ্ঞাতি--শ ও রা।

(৩) মধ্যম প্রাণ—শরীরমধ্যস্থ লিঙ্গাত্মা—শ; শরীরস্থ পঞ্চ বৃত্তিযুক্ত প্রাণ—র।

(৪) ইহাই তাঁহার আধার—শরীরই তাঁহার অধিষ্ঠান—শ; গর্ভগোলকই ইহার অধান বা আশ্রয় -র। সূক্ষ্মশরীর—ম।

(৫) ইহা প্রত্যাধান—মস্তক প্রত্যাধান—শ। শরীরই প্রত্যাধান--র; প্রত্যাধান স্থূল শরীর—ম; covering—রা, special resort—মা।

(৬) প্রাণই স্থূণা—His post is breath—রা, strength its post—মা। প্রাণ=অন্ন-পানাদিজনিত শক্তি, বল, বলের সাহায্যেই প্রাণ শরীরে অবস্থান করে--শ। প্রাণ=জীব, কারণ জীবশরীরে প্রাণ আবদ্ধ, যেমন খুঁটিতে গোবৎস -র।

(৭) অন্নই দাম—দাম—পাশ, রজ্জু—শ ও র। অন্নপাশ দ্বারা প্রাণ বদ্ধ—র। অন্নই স্থিতির হেতু বলিয়া দাম—শ।

(৮) অক্ষিতি—যাহার ক্ষয় নাই—শ ও র। ইহাদিগকে সপ্ত অক্ষিতি বলা হয়, কারণ তাহারা লিঙ্গ শরীরকে অন্নদান করিয়া তাহাদিগকে অক্ষয়ত্ব প্রদান করে—রা। তাহারা রুদ্র, পর্জন্য, আদিত্য, অগ্নি, ইন্দ্র, পৃথিবী ও দ্যৌ।

তাহাদের দ্বারা রুদ্র ইহার অনুগত[৯]। আর চক্ষুতে যে জল, তাহাদের দ্বারা পর্জন্য (মেঘ) [ইহার অনুগত]। যাহা চক্ষু-তারকা, তাহা দ্বারা আদিত্য, যাহা [চক্ষুর] কৃষ্ণ [অংশ] তাহা দ্বারা অগ্নি, যাহা [চক্ষুর] শুক্ল [অংশ] তাহা দ্বারা ইন্দ্র, যাহা [চক্ষুর] নিম্ন পল্লব তাহা দ্বারা পৃথিবী [ইহার] অনুগত, যাহা [চক্ষুর] ঊর্ধ্ব পল্লব, তাহা দ্বারা দ্যৌ [ইহার অনুগত]। যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ২।২।২

এই [বিষয়ে] শ্লোক আছে—

অধোমুখ ঊর্ধ্ব-গোলাকার একটি চমস (পাত্র)
তাহাতে 'বিশ্বরূপ' (সর্ববিধ) যশ নিহিত,[১০]
তাহার তীরে [সপ্ত] ঋষি[১১] আসীন,
অষ্টমী (অষ্টমস্থানীয়া) বাক্ ব্রহ্মসংবাদকারিণী[১২]॥

'এই অধোমুখ ঊর্ধ্ব-গোলাকার পাত্র'—ইহা [হইতেছে] সেই শির। 'এই অধোমুখ ঊর্ধ্ব-গোলাকার তাহাতে বিশ্বরূপ যশ নিহিত আছে' [এখানে] প্রাণই সেই 'বিশ্বরূপ যশ'। প্রাণ[-বায়ু] সমূহ কে [উদ্দেশ করিয়াই] ইহা বলা হইয়াছে। 'তাহার তীরে সপ্ত ঋষি আসীন' প্রাণ

(৯) অনুগত—মূলে আছে অনায়ত্ত=অনুগত, is united with it— (ইহার সহিত মিলিত হয়)—রা; attends on it (সেবা করেন)—মা।

(১০) তাহাতে বিশ্বরূপ যশ নিহিত থাকে—প্রাণই বিশ্বরূপ যশ। চমসে (পাত্রে) যেমন সোমরস থাকে, সেইরূপ মস্তকেও বিশ্বরূপ নানাবিধ রূপ আছে। যশ কি? প্রাণ (অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ) এবং প্রাণবায়ু সমূহ যশঃ রূপে মস্তকে নিহিত, কারণ উহারাই শব্দাদি উপলব্ধির উপায়—শ। যশঃ=প্রাণ=প্রাণবায়ু-সমূহ, তাহারা বহু বলিয়া 'বিশ্বরূপ' বলা হইয়াছে—র।

(১১) সপ্ত ঋষি—স্পন্দনশীল প্রাণসমূহ—শ; চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখ—র।

(১২) অষ্টমী বাক্ ব্রহ্ম-সংবাদকারিণী—(ব্রহ্ম=বেদ—শ ও র); ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ-কারিণী—শ; বাক্‌ই বেদ দ্বারা জ্ঞাপন করায় সেই জন্য বাক্‌ই বেদ-সংবাদ-কারিণী—র। পূর্বে সাত জনকে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া বাক্‌কে অষ্টমী বলা হইয়াছে—আ। Speech as the eighth communicates with Brahma—রা।

(ইন্দ্রিয়) সমূহই (সপ্ত) ঋষি। প্রাণ সমূহকে [উদ্দেশ করিয়াই] ইহা বলা হইয়াছে। 'অষ্টমী বাক্ ব্রহ্মসংবাদকারিণী [ইহার অর্থ এই] অষ্টম স্থানীয়া বাক্ই ব্রহ্ম (বেদ) সংবাদ করেন[১৩]। ২।২।৩

এই দুইটি (কর্ণদ্বয়) গোতম ও ভরদ্বাজ। এইটি (দক্ষিণ কর্ণ)[১৪] গোতম এবং এইটি (বামকর্ণ)[১৪] ভরদ্বাজ।

এই দুইটি (চক্ষুদ্বয়) বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। এইটি (দক্ষিণ চক্ষু)[১৪] বিশ্বামিত্র, এইটি (বামচক্ষু)[১৪] জমদগ্নি।

এই দুইটি (নাসাপুটদ্বয়) বসিষ্ঠ ও কশ্যপ। এইটি (দক্ষিণ নাসাপুট)[১৪] বসিষ্ঠ. এইটি (বামনাসাপুট)[১৪] কশ্যপ।

বাক্ই অত্রি, বাক্ (রসনা) দ্বারা অন্ন ভুক্ত হয় (অদ্যতে)। যিনি অত্রি, তাঁহারই নাম অত্তি।

যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সকল (বস্তুর) অত্তা (ভোক্তা) হন এবং সমস্তই ইঁহার অন্ন হয়[১৫]। ২।২।৪

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

(১৩) মূলে আছে 'বাক্ অষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানা ইতি বাক্‌হি অষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে।' (সংবিদানা=সংবাদকারিণী)। মধ্বের ব্যাখ্যা হইতে মনে হয় এই বাক্ই পুরাণে সরস্বতী রূপে পরিচিতা হইয়াছিলেন।

(১৪) ইহার বিপরীতও হইতে পারে—শ

(১৫) [ক] যিনি যথাযথরূপে প্রাণতত্ত্ব জানেন, তিনি দেহমধ্যস্থ প্রাণ হইয়া (প্রাণভাব প্রাপ্ত হইয়া) আধান রূপ দেহে, এবং প্রত্যাধান রূপে শিরে অবস্থান করিয়া কেবল ভোক্তাই হন ভোজ্য হন না, ভোজ্যভাব নিবৃত্ত হয়—শ., দ্র।

[খ] সম্পূর্ণ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় মধ্ব বলেন—গোতম=গো(জ্ঞান) তম, সর্বজ্ঞ অর্থাৎ রুদ্র; ভরদ্বাজ=পর্জন্য, ভরৎ—যিনি পালন করেন, বাজ—অন্ন, অন্নদ্বারা পালন করেন, পর্জন্যই শস্য উৎপাদন করে। বিশ্বামিত্র অর্থ কারণ তিনি বিশ্ব আলোকিত করেন, সুতরাং তিনিই আদিত্য। যমদগ্নি=যাহা জন্মে ও পরিমিত হয়, তিনি সেই। সকল ভক্ষণ করেন, সুতরাং তিনি অগ্নি। বসিষ্ঠ=যাহারা বাস করেন তাহাদের মধ্যে—তিনি শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তিনি ইন্দ্র। কশ্যপ যিনি শয়ন করিয়া জলপান করেন=পৃথিবী। অত্রি—যিনি সকল আহুতি আকাশস্থ দেবতাদের দ্বারা ভক্ষণ করেন=দ্যৌ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় (মূর্তামূর্ত) ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মের দুই রূপ

* ব্রহ্মের দুইটি মাত্র রূপ, মূর্ত ও অমূর্ত[১], মর্ত্য (মরণশীল) ও অমৃত[২], স্থিত ও 'যৎ' (গমনশীল)[৩], সৎ ও ত্যৎ[৪]। ২।৩।১

বায়ু ও অন্তরিক্ষ (আকাশ) হইতে যাহা ভিন্ন[৫] তাহাই মূর্ত, ইহাই মর্ত্য, ইহাই স্থিত, এবং ইহাই সৎ। যিনি তাপ দেন (আদিত্য) তিনিই এই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই স্থিতের, এই সতের রস। ইনিই সতের রস[৬]। ২।৩।২

আর. বায়ু ও অন্তরিক্ষ (আকাশ) অমূর্ত। ইহা অমৃত, ইহা 'যৎ'

(১) মূর্ত ও অমূর্ত—formed & formless-রা; Gross and Subtle -মা, কঠিন অকঠিন—র।

(২) মর্ত্য ও অমৃত—mortal and immortal -রা ও মা; মরণধর্মক ও তদ্বিপরীত—শ ও র।

(৩) মূলে আছে 'স্থিতং' ও 'যং'—unmoving এবং moving—রা, limited and unlimited—মা। স্থিত=অব্যাপক—র, পরিচ্ছিন্ন (limited)—শ। যৎ= (গমনশীল)-অপরিচ্ছিন্ন -শ; ব্যাপক—র।

(৪) যৎ ও ত্যৎ—defined and undefined—মা; the actual (existent) and the true (being)—রা। প্রত্যক্ষদ্বারা উপলভ্য এবং তদ্বিপরীত—র। অপর পদার্থে যাহা নাই এইরূপ অসাধারণ গুণযুক্ত যাহা তাহা সৎ, ত্যৎ তাহার বিপরীত পরোক্ষভাবে মাত্র যাহার সম্বন্ধে বলা যায়, যাহা সর্বদাই পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর রূপে উল্লেখযোগ্য—শ।

(৫) বায়ু ও আকাশ ভিন্ন—অর্থাৎ পৃথিবী, অপ্ (জল) ও তেজ—শ ও র।

(৬) রস—সার—শ, আদিত্য-পৃথিবী, তেজ ও অপের রস—শ ও র। আদিত্য সৎ, স্থিত, মর্ত্য ও মূর্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সার—শ। এইরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া আদিত্যে পৃথিবী, অপ ও তেজের রসত্ববুদ্ধি কর্তব্য—র।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১২) দ্রষ্টব্য।

(গমনশীল), ইহা ত্যৎ (পরোক্ষ)। যিনি এই (সূর্য্য-) মণ্ডলে পুরুষ, ইনিই সেই এই অমূর্তের, এই অমৃতের, এই যতের (গমনশীলের), এই ত্যতের রস, ইনিই ত্যতের রস[৭]। এই পর্যন্ত দেবতা সম্বন্ধে বলা হইল। ২।৩।৩

এখন অধ্যাত্ম [দেহ বিষয়ে বলা হইতেছে] প্রাণ (প্রাণ-বায়ু) ও দেহের অভ্যন্তরে এই যে আকাশ তাহা হইতে ভিন্ন[৮] যাহা, ইহাই মূর্ত, ইহাই মর্ত্য, ইহাই স্থিত এবং ইহাই সৎ। এই যে চক্ষু ইহা সেই এই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই স্থিতের, এবং এই সতের রস (সার)[৯], ইহাই সতের রস। ২।৩।৪

আর, প্রাণ (প্রাণ-বায়ু) এবং দেহমধ্যে এই যে আকাশ, ইহা অমূর্ত, ইহা অমৃত, ইহা 'যৎ' (গমনশীল), এবং ইহা ত্যৎ। দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ[১০] আছেন, ইনি সেই এই অমূর্তের, এই অমৃতের, এই গমনশীলের, এই ত্যতের রস (সার), ইনিই ত্যতের রস। ২।৩।৫

সেই এই পুরুষের রূপ হরিদ্রারঞ্জিত বাসের ন্যায়, পাণ্ডুরবর্ণ রোমের ন্যায়, ইন্দ্রগোপের ন্যায়, অগ্নিশিখার ন্যায়, পুণ্ডরিকের (শ্বেত পদ্মের)

(৭) ইনিই ত্যতের রস—শংকর বলেন ইনি হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ নামে অভিহিত। নি এই চতুর্ধর্মযুক্ত সূক্ষ্ম বায়ু ও আকাশের সার; সূক্ষ্ম আকাশ ও বায়ু হিরণ্যগর্ভের ঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর নির্মাণের জন্য অব্যাকৃত হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছিল -শ, ভাবটি ঃ বায়ু ও আকাশ যেন এই প্রাণের শরীর, সুতরাং প্রাণ তাহাদের সার। রংগ- ামানুজ বলেন অমূর্তাদি চতুর্ধর্মবিশিষ্ট বায়ু ও আকাশের সারত্ববুদ্ধি অদিত্যমণ্ডলস্থ ষে আমাদের কর্তব্য।

(৮) অর্থাৎ পৃথিবী, অপ্ ও তেজ—শ।

(৯) আদিত্য যেমন অধিদৈবত ভূতত্রয়ের সার, সেইরূপ চক্ষুও শরীরস্থ পৃথিবী, ্ ও তেজের সার—শ। আদিত্য দেহে চক্ষুরূপে প্রবিষ্ট হইলেন।—ঐ. উ. ১।২।৪

(১০) শংকর বলেন লিঙ্গ শরীর দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত। রংগরামানুজ বলে অমূর্তাদি ইয়ের আশ্রয় প্রাণ ও হৃদয়াকাশের সার হইতেছেন এই পুরুষ, তিনি পরমাত্মা।

ন্যায়, একবারে বহু বিদ্যুতের চমকের ন্যায়। যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার শ্রী একেবারে বহু-বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় হয়।

* অতঃপর সেইজন্য (ব্রহ্ম বিষয়ে) উপদেশ 'নেতি' 'নেতি'। 'নেতি'[১১] ইহা হইতে অন্য বা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। আর ইঁহার নাম 'সত্যের সত্য', প্রাণ সমূহই সত্য, ইনি তাঁহাদের সত্য[১২]। ২।৩।৬

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ।

(১১) নেতি নেতি—ন+ইতি, ন+ইতি=ব্রহ্ম ইহা নয় ইহা নয়—শ ব্রহ্ম এই (পূর্বোল্লিখিত) রূপ নহে, এইরূপ নহে—র। বিষ্ণু মূর্ত বা তাহার সার বা অমূর্তে বা তাহার সারের ন্যায় নয়, তিনি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ম।

ব্যাখ্যা—শংকর বলেন পরমাত্মা সত্যের সত্য। সত্যের বিশিষ্ট স্বরূপ হইতেছে বাসনা (সংস্কার সমূহ)। উল্লিখিত রূপগুলি বাসনা সমূহ সম্বন্ধেই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই যে বর্ণগুলি ইহারা বাসনারই বর্ণ। ইহাই সত্যের রূপ। সত্যের সত্য—পরমাত্মা—তাঁহার স্বরূপ কি? যখন ব্রহ্মকে 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' বা 'বিজ্ঞানঘন এবং ব্রহ্মাত্মা' ইত্যাদি দ্বারা যখন নির্দেশ করা যায়, তখন আমরা নাম, রূপ, ও কর্মের সহায়তাই নির্দেশ করি। তিনি নাম-রূপ-কর্মের অতীত—তাঁহার স্বরূপ কি? কোন ধর্ম যখন তাঁহাতে আরোপ করা যায় না, তখন একমাত্র 'নেতি' 'নেতি' 'ইহা নয়' 'ইহা নয়' দ্বারাই তাঁহার নির্দেশ করিতে হয়। 'নেতি' 'নেতি' দুইবার বলায় ইহাই বুঝায় যে এই শব্দ দুইটি কোন বিশেষ বা পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর নিষেধক নয় তাহারা সর্বনিষেধক (সংক্ষিপ্ত)।

রংগরামানুজ বলেন ব্রহ্মের দুই রূপ—চেতন ও অচেতন প্রপঞ্চ। তাঁহারা ব্রহ্মের শরীর। ইতি শব্দ ইয়ত্তা (সীমা) লক্ষণ প্রকাশক। ব্রহ্ম এরূপ ইয়ত্তা লক্ষণ যুক্ত নহেন—তিনি শুধু মূর্ত অমূর্ত ইত্যাদি নহেন। রামানুজ তাঁহার ব্র.সূ. ৩।২।২১ সূত্রের ভাষ্যে বলেন (ব্রহ্মের মূর্তত্ব অমূর্তত্ব প্রভৃতি যে ধর্ম বলা হইয়াছে তাহা হইতে এরূপ ধারণা হইতে পারে ইহাই বুঝি ব্রহ্মের রূপ, তদতিরিক্ত কিছু নাই)। ব্রহ্মের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত ধর্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নতা প্রতীত হইয়াছিল, 'নেতি' 'নেতি' বাক্যের দ্বারা তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে। 'নেতি' 'নেতি' অর্থ 'এরূপ নহে' 'এরূপ নহে', অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণ দ্বারাই বিশেষিত নহেন।............শ্রুতি আরও গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন 'ইহা হইতে

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৩) দ্রষ্টব্য।।

অন্য বা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।' ইহার অর্থ এই যে ইহা নহে (ইতি ন) বলিয়া যে ব্রহ্মের নিরূপণ হইয়াছে, নিশ্চয় সেই ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নাই অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই। ব্রহ্মের নাম সত্যের সত্য, প্রাণ সমূহ হইতেছে সত্য তিনি তাহাদের সত্য। জীবাত্মা প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে সেজন্য এখানে জীবাত্মাই প্রাণ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। পঞ্চভূতের ন্যায় জীবাত্মার স্বরূপতঃ পরিবর্তন হয় না বলিয়া জীবাত্মা সত্য। ইনি আবার তাহাদেরও সত্য, অর্থাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্য, কেননা নিজ নিজ কর্মানুসারে জীবাত্মার জ্ঞানে সঙ্কোচ ও বিকাশ ঘটে কিন্তু পরম পুরুষ সম্বন্ধে তাহা হয় না। এই জন্য তিনি জীবগণ অপেক্ষা সত্য। উক্ত বাক্যের শেষাংশোক্ত গুণসমূহের যোগ থাকায়ই বুঝিতে হইবে যে 'নেতি' 'নেতি' কথায় ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব নিষিদ্ধ হইতেছে না, পরন্তু পূর্ব প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্ন (প্রতিষিদ্ধ হইতেছে)

(দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের শ্রীভাষ্যের অনুবাদ)

মধ্ব বলেন—যাহারা মূর্ত বা অমূর্ত, তাহারা ব্রহ্মের প্রতীক, তাহারা কেহই ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ নয়। কারণ তিনি ইহাদের অতীত। বিষ্ণুর বহুরূপ যেমন হরিদ্রা রঞ্জিত বাস ইত্যাদি। (নেতি, নেতি শব্দ দ্বারা) বিষ্ণু মূর্ত বা তাহার সারের ন্যায় নহেন বা অমূর্তের ন্যায়ও নহেন, তিনি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভগবান্ সকল হইতে ভিন্ন, প্রাণাদি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, কিন্তু তিনি তাহাদের অন্তরে আছেন।

ব্রহ্ম নেতি ইহা নয় বা এরূপ নয়। কে. উ. ১।৫-১।৯ মন্ত্রে পাঁচবার বলা হইয়াছে 'ইহা' বলিয়া মানুষ যাহাকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "অরে[1] মৈত্রেয়ি, আমি এই স্থান (গার্হস্থ্য আশ্রম) হইতে উচ্চতর [আশ্রমে] যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তোমার সম্মতি হইলে[2] তোমার সহিত কাত্যায়নীর [সম্বন্ধের] 'অন্ত' করিব।" ২।৪।১

মৈত্রেয়ী বলিলেন "ভগবন্, যদি এই সমস্ত বিত্তপূর্ণা পৃথিবী আমার হয় তাহা দ্বারা আমি কি অমৃত (অমর) হইব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "না, [ভোগ-]উপকরণ-বান্দের যেরূপ জীবন হয়, তোমার জীবনও সেই প্রকার হইবে। বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।" ২।৪।২

মৈত্রেয়ী বলিলেন "যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইব না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব? ভগবান্ [এ বিষয়ে] যাহাই জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।" ২।৪।৩

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "অরে, তুমি আমাদের (আমার) প্রিয়া হইয়া প্রিয় (বাক্য)ই বলিতেছ। এস, ব'সো, তোমাকে ব্যাখ্যা করিব। যখন ব্যাখ্যা করিব, তুমি নিদিধ্যাসন (মনোনিবেশ) কর।" ২।৪।৪

তিনি বলিলেন "অরে, পতির কামনায়[3], পতি (জায়ার) প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায়[4] পতি প্রিয় হন[5]। অরে, জায়ার

(১) মূলে 'অরে' শব্দই আছে=প্রিয়ে—গ, অয়ি—দু. ও মহেশ চন্দ্র, dear-রা, সম্বোধনে —শ

(২) মূলে আছে 'হন্ত'—অনুমতি প্রার্থনা করি—শ। সন্ন্যাস-গ্রহণে ভার্যার সম্মতি প্রয়োজন—আ।

(৩) মূলে আছে 'পত্যুঃ কামায়'—পতির কামনায় (পতির কামনার জন্য)। পতির প্রয়োজনে—শ; 'আমি জায়ার প্রিয় হইব' পতির এই ইচ্ছা সফল করিবার জন্য—র; 'আমি জায়ার প্রিয় হইব' পতির এই ইচ্ছা দ্বারা—ম; পতির প্রীতির জন্য—দু; পতির প্রতি প্রীতি বশতঃ—মহেশ চন্দ্র; for the sake of the husband—রা ও মা; for the love of the husband—হি।

(৪) মূলে আছে 'আত্মনস্তু কামায়' আত্মারই কামনায়=আত্মারই কামনার জন্য আত্মারই প্রয়োজনে—শ; for the sake of the SELF—রা; for the love of

কামনায় জায়া (পতির) প্রিয় হন না, আত্মারই কামনায় জায়া (পতির) প্রিয় হন। অরে, পুত্রের কামনায় পুত্রগণ (পিতার) প্রিয় হয় না আত্মারই কামনায় পুত্রগণ (পিতার) প্রিয় হয়[৬]। অরে, বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না

Soul—হি; পরমাত্মার ইচ্ছায়-র; পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা—ম; আত্ম প্রীতির জন্য—দু, ও মহেশ চন্দ্র। স্বামী গম্ভীরানন্দ আত্মনঃ (কামায়) অর্থ করিয়াছেন, নিজের (প্রয়োজনে)। স্বামী মাধবানন্দ অনুবাদ করেন for one's own sake। আত্মনঃ অর্থ আত্মার ও নিজের দুই অর্থই সম্ভব হইলেও, যাজ্ঞবল্ক্য এখানে আত্মার তত্ত্ব বলিতেছেন, সংসারের তত্ত্ব নয় আত্মনঃ অর্থ আত্মার, এই অর্থ সমীচীন মনে হয়।

(৫) মূলে আছে 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি; আত্মনঃ তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি।" Not for the sake of the husband is the husband dear but a husband is dear for the sake of the Self—ব্র।

(ক) শংকরের ব্যাখ্যা—

(i) পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য অনুযায়ী—পতি যে জায়ার প্রিয় হন, তাহা পতির প্রয়োজন সিদ্ধার্থে নহে, আত্মার প্রয়োজনে পতি জায়ার প্রিয় হন। এইরূপ পুত্র, কন্যা ধন-রত্নাদি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই—আত্মার প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া লোকের নিকট প্রিয় বোধ হয়। নতুবা কোন বস্তুই স্বাধীন ভাবে—সেই বস্তুর জন্য—কাহারই প্রিয় হইতে পারে না। আত্মাই লোকের মুখ্যরূপে প্রীতির বস্তু। আর সকল পদার্থই গৌণভাবে প্রীতির বস্তু, জগতে আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রেমের পদার্থ, ভালবাসার সামগ্রী। জগতের যত কিছু বৈষয়িক প্রেম, স্নেহ, আসক্তি, ভালবাসা দেখিতে পাও, সকলই সেই মহা প্রেমের অন্তর্ভূত, সেই মহা প্রেমের অংশভূত। সেই পরমাপ্রীতি লাভের জন্যই জগতের অন্যান্য প্রীতি রহিয়াছে। সেই পরমা প্রীতি হইতে স্বাধীন ভাবে ইহাদের সত্তা নাই—(উপনিষদের উপদেশ—প্রথম খণ্ড ৩৭১-২)

(ii) মহেন্দ্রনাথ সরকার 'উপনিষদের আলো' ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় বলেন "পতি যে জায়ার কাছে প্রিয়, তাঁর কারণ পতি নয়, পতির ভিতর জায়া নিজের স্বরূপ দেখে বলেই। তেমনি জায়া যে পতির প্রিয়, তার কারণ জায়া নয়, জায়ার ভিতর পতি নিজের স্বরূপ দেখে বলেই। আসলে আত্মাই প্রিয়। আত্মসম্বন্ধ-শূন্য হয়ে কেউই প্রিয় নয়। আত্ম-প্রীতিই পরম প্রীতি। সে প্রীতি অহেতুক প্রীতি।"

(iii) স্বামী গম্ভীরানন্দ—"পতির জন্যই যে পতি (জায়ার) প্রিয় হন, তাহা নহে, (পত্নীর) আপনার প্রয়োজনেই পতি প্রিয় হয়।

আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। অরে, ব্রাহ্মণের কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হন। অরে, ক্ষত্রিয়ের কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হন। অরে, [স্বর্গাদি] লোক সমূহের কামনায় লোক সমূহ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় লোক সমূহ প্রিয় হয়, আর, দেবগণের কামনায় দেবগণ প্রিয় হন না, আত্মারই কামনায় দেবগণ প্রিয় হন। অরে, ভূতগণের কামনায় ভূতগণ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় ভূতগণ প্রিয় হয়। অরে, সর্ববস্তুর কামনায় সর্ববস্তু প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সর্ববস্তু প্রিয় হয়। অরে, আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য[৭]। অরে, আত্মার দর্শন দ্বারাই, শ্রবণ দ্বারাই, মতি (মনন) দ্বারাই এবং বিজ্ঞানের[৮] দ্বারাই এই সমস্ত বিদিত হয়[৯]। ২।৪।৫

(খ) রংগরামানুজ বলেন 'আমি পত্নীর প্রিয় হইব।' এই সংকল্প সফল করিবার জন্য, পতি পত্নীর প্রিয় হয় না, পত্নীর প্রিয়ত্ব পতির আয়ত্তাধীন নয়, পরমাত্মার ইচ্ছার দ্বারাই সেই প্রিয়ত্ব সম্ভব হয়।

(গ) মধ্ব বলেন আত্মা শব্দ দ্বারা নারায়ণকে বুঝায়। তাঁহার ইচ্ছা দ্বারাই পতি পত্নীর প্রিয় হয়। পতির ইচ্ছা 'আমি পত্নীর প্রিয় হইব' এই ইচ্ছা দ্বারা পতি পত্নীর প্রিয় হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। যদি অন্য অর্থ হইত তবে শ্রুতি 'আত্মনঃ তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি' স্থানে 'জায়ার্থে পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি' পাঠ হইত।

(৬) রবীন্দ্রনাথ বলেন "পুত্রকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয়, তা নয়, আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই, পুত্র তার আপন হয় এবং সেই জন্যই পুত্রে তার আনন্দ।"—শা, নি ১।২৪০

(৭) আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য মূলে এই শব্দ সমূহই আছে

(ক) দ্রষ্টব্য—দর্শনার্হ, (প্রত্যক্ষ করিবে—সাক্ষাৎ করিবে), দর্শনের বিষয় করিবে—শ (Should be realised, is worthy of realisation, should be made the object of realisation—মা)। পরমাত্মার প্রসাদ দ্বারা পরমাত্মা দ্রষ্টব্য—র।

যিনি ব্রাহ্মণ [জাতি] কে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন (মনে করেন), ব্রাহ্মণ [জাতি] তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি ক্ষত্রিয়

(খ) শ্রোতব্য—শাস্ত্র ও আচার্য হইতে শ্রবণ দ্বারা জ্ঞাতব্য—শ ও র।

(গ) মন্তব্য—শ্রবণের পরে তর্ক দ্বারা, প্রতিকূল তর্ক এবং অনুকূল তর্ক দ্বারা সমর্থন করিবে-শ; শ্রুত বিষয়ের অর্থ প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি দ্বারা মনন করিতে হইবে-র।

(ঘ) নিদিধ্যাসিতব্য—নিশ্চয়রূপে ধ্যাতব্য—শ (অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে ধ্যান করিতে হইবে—দ্বু) Steadfastly meditated upon—মা। অনবরত ভাবনা রূপ ধ্যানই নিদিধ্যাসন—র।

(ঙ) ব্যাখ্যা— (i) শংকর বলেন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারাই ব্রহ্মদর্শন হয়।

(ii) পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ বলেন "আত্মাকে দেখিতে হইবে—চক্ষু দ্বারাই দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে—কর্ণ দ্বারাই তাঁহার বাণী শুনিতে হইবে। মনন করিতে হইবে, অর্থাৎ মনের দ্বারাই চিন্তা করিতে হইবে। নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে হইবে, ধ্যান দ্বারা ধরিতে হইবে। ফলতঃ আত্মা ছাড়া দেখিবার শুনিবার মনন বা ধ্যান করিবার বস্তু তো নাই। আমরা আত্মাকেই দেখি আত্মাকেই শুনি। আত্মাকেই মনন ধ্যান করি, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ কল্পনা করি যে অনাত্ম বস্তুকে দেখিতেছি শুনিতেছি, মনন ও ধ্যান করিতেছি। অজ্ঞানতা দূর হইলেই বোঝা যায় যে দর্শন শ্রবণাদি সর্বপ্রকার জ্ঞান ক্রিয়ার এক মাত্র বিষয় আত্মা"-শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন পৃঃ ২৪।

দ্রষ্টব্য—শংকরের মতে ব্রহ্ম বা আত্মার দর্শনই উদ্দেশ্য ; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন তাহার উপায়। এই তিনটির একত্র সাধন দ্বারা সম্যক্ দর্শন (realisation) হয়।

(চ) বিজ্ঞান—নিদিধ্যাসন—র ; medtiation-মা ; understanding of the Self—রা।

(৯) ভাবার্থ—রাধাকৃষ্ণন বলেন "জগতের সকল বস্তু, পার্থিব সম্পত্তি, ও ভাবপ্রবণ আনন্দ সকলেই আত্মোপলব্ধির সুযোগ প্রদান করে। আত্মাকে দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, মনন করিতে হইবে। শ্রুতিবাক্য মননের উন্নতির ভিত্তি। প্রকৃত জ্ঞান লাভের ইহা অপ্রধান (Subordinate) এবং প্রয়োজনীয় উপায়। নিদিধ্যাসন ব্যাপক চিন্তাহীনতার বিপরীত। নিদিধ্যাসন আমাদিগকে সম্পূর্ণ পবিত্রতার জন্য প্রস্তুত করে। ধ্যান শুধু দার্শনিক চিন্তা নয়, ইহা আধ্যাত্মিক চেতনার উচ্চতর স্তর এবং ইহা সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও বিশ্বাস আনয়ন করে। আচার্য সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু কেবল মাত্র ব্যাক্তিগত চেষ্টা দ্বারাই আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি।

[জাতি] কে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন (মনে করেন), ক্ষত্রিয় [জাতি] তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি [স্বর্গাদি] লোক সমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, লোকসমূহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, দেবগণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি ভূতবর্গকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ভূতবর্গ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি সমুদয় (বস্তু) আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করেন, সমুদয় (বস্তু) তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই ব্রাহ্মণ (জাতি), এই ক্ষত্রিয় (জাতি), এই লোকসমূহ, এই দেবগণ, এই ভূতবর্গ এবং এই সমুদয় (বস্তু)—(এই সমস্তই তাহা) যাহা এই আত্মা। ২।৪।৬

যেমন দুন্দুভি আঘাত করিলে (বাদিত হইলে), [তাহা হইতে নির্গত] 'বাহ্য'[১০] শব্দ সমূহকে [পৃথক্ ভাবে] গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি অথবা দুন্দুভিবাদক[১১]কে [অথবা দুন্দুভির সাধারণ শব্দ বা ধ্বনিকে—শ] গ্রহণ করিলে ঐ শব্দ গৃহীত হয়। ২।৪।৭

শংকর বলেন আত্মার অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু নাই, আত্মাই সমস্ত জগৎ, সুতরাং আত্মার বিজ্ঞান হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়।

মধ্ব বলেন—সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, অর্থ সাধারণভাবে বিজ্ঞাত হয়। যখন প্রধানকে জানা যায়, তখন অধীনকেও সাধারণভাবে জানা হয়। কারণ ঈশ্বর এই জগতের কারণ, এবং সকলের প্রধান। সুতরাং তাঁহাকে জানিলে তাঁহার সৃষ্ট এবং অধীনস্থ সকলকেই জানা হইল।

(১০) বাহ্য শব্দ (মূলে এই শব্দই আছে)=(দুন্দুভি হইতে) নির্গত শব্দ —র ; external sound—রা ও হি ; বিশেষ শব্দ বা ধ্বনি দুন্দুভির শব্দ সামান্য (সাধারণ শব্দ) হইতে পৃথক্‌রূপে দুন্দুভির শব্দ বিশেষগুলিকে—গ ; particular note—মা।

(১১) মূলে আছে 'দুন্দুভ্যাঘাতস্য' 'শঙ্খধ্মস্য', 'বীণাবাদস্য'-ইহাদের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে (১) দুন্দুভিবাদকের, শঙ্খবাদকের বীণাবাদকের, অথবা (২) দুন্দুভির শব্দসামান্যের (=সাধারণ শব্দের), শঙ্খের সাধারণ শব্দের বা বীণার সাধারণ শব্দের। রংগরামানুজ, রাধাকৃষ্ণন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ ও পাশ্চাত্ত্য

যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে (তাহা হইতে নির্গত) 'বাহ্য' শব্দ সমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ বা শঙ্খবাদককে[১১] [অথবা শঙ্খের সাধারণ শব্দ বা ধ্বনিকে-শ] গ্রহণ করিলে সেই শব্দও গৃহীত হয়। ২।৪।৮

যেমন বীণা বাদিত হইলে (তাহা হইতে নির্গত) 'বাহ্য' শব্দ সমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা বা বীণাবাদককে[১১] (অথবা সাধারণ শব্দ বা ধ্বনিকে—শ) গ্রহণ করিলে সেই শব্দও গৃহীত হয়। [সেই রূপ আত্মা হইতে নির্গত জগৎকে স্বতন্ত্রভাবে অবগত হওয়া যায় না, এক আত্মাকে জানিলে সমস্ত জগৎ জ্ঞাত হয়।]* ২।৪।৯

পণ্ডিতগণ প্রথম অর্থ এবং শংকর ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ বলেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য ; শঙ্খধ্মস্য এবং বীণা-বাদস্য শব্দ তিনটিই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।১৩ এবং বাজসনেয় সংহিতায় ৩০।১৯৪ বাদক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য এবং বীণা বাদস্য অর্থ দুন্দুভিধ্বনির বা দুন্দুভিবাদকের, বীণার ধ্বনি বা বীণাবাদকের, দুই অর্থই হইতে পারে, কিন্তু শঙ্খধ্মস্য অর্থ শুধু 'শঙ্খবাদকের' হইতে পারে 'শঙ্খধ্বনির' হইতে পারে না—বৃ. উ. ১২১ পৃষ্ঠা।

এই কণ্ডিকার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ থাকায় ব্যাখ্যা ভিন্ন ভাবে দেওয়া হইল :

শংকরের ব্যাখ্যা মোটামোটি এইরূপ—দুন্দুভি আঘাত করিলে তাহা হইতে যে "বাহ্য শব্দ" বিশেষ শব্দ, (Particular note—মা) নির্গত হয়, সেই নির্গত বিশেষ শব্দকে (Particular note-মা) দুন্দুভির শব্দ-সামান্য (সাধারণ শব্দ General sound) হইতে পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করা যায় না কিন্তু দুন্দুভি বা দুন্দুভির শব্দসামান্যকে (সাধারণ শব্দ—General note) গ্রহণ করিলে সেই বিশেষ শব্দও গৃহীত হয়। (অষ্টম ও নবম কণ্ডিকার ব্যাখ্যাও অনুরূপ হইবে) রংগরামানুজের ব্যাখ্যা এইরূপ—তিনি বলেন মূলে যে গ্রহণ শব্দ আছে তাহার অর্থ নিরোধ। কণ্ডিকার অর্থ এই রূপ—দুন্দুভি বাজাইলে তাহা হইতে নির্গত শব্দকে নিরোধ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভিবাদককে নিরোধ করিলে, শব্দ নিরুদ্ধ হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় সমূহে নিরত থাকিলে 'বাহ্যার্থজ্ঞান' নিরোধ করা যায় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সমূহের অপসারণ দ্বারা অথবা ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-বিরোধী বাহ্যার্থজ্ঞানকে নিরোধ করা যায়। মধ্ব বলেন দুন্দুভি বীণা ইত্যাদির উদাহরণ দ্বারা বুঝায় আত্মা সকলের কারণ, সকলই আত্মার অধীন, কিন্তু সকল পদার্থ আত্মা নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অর্থ স্পষ্ট।

যেমন আর্দ্র ইন্ধন (কাষ্ঠ) দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক্ ধূম বিনির্গত হয়, তেমন, অরে, এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাম-বেদ, অথর্বাঙ্গিরস, (মন্ত্র সমূহ), ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ-সমূহ শ্লোক, সমূহ, সূত্র সমূহ, অনুব্যাখ্যান সমূহ, ব্যাখ্যান সমূহ—এই সমস্তই "মহদ্ ভূত"[১২] দ্বারা নিশ্বসিত[১৩] (নিঃশ্বাসের ন্যায় নির্গত হইয়াছে)—এই সমুদয় ইঁহারই নিশ্বসিত[১৪]। ২।৪।১০

যেমন সমুদ্র সকল জলের 'একায়ন'[১৫] এইরূপ ত্বক্ সকল স্পর্শের একায়ন এইরূপ নাসিকাদ্বয় সকল গন্ধের একায়ন, এইরূপ জিহ্বা সকল রসের একায়ন, এইরূপ চক্ষু সকল রূপের একায়ন, এইরূপ শ্রোত্র সকল শব্দের একায়ন, এইরূপ মন সকল সংকল্পের একায়ন, এইরূপ হৃদয়[১৬] সকল বিদ্যার একায়ন, এইরূপ হস্তদ্বয় সকল কর্মের একায়ন, এইরূপ উপস্থ সকল আনন্দের একায়ন, এইরূপ পায়ু সকল মল ত্যাগের একায়ন, এইরূপ পাদদ্বয় সকল পথের একায়ন, এইরূপ বাক্ সকল বেদের একায়ন। ২।৪।১১

(১২) মহদ্‌ভূত (মূলে এই শব্দই আছে) —পরমাত্মা—শ ও র। ইনি সর্বাপেক্ষা মহৎ এবং আকাশাদি মহাভূতের কারণ বলিয়া মহৎ; তিন কালে তাঁহার স্বরূপের ব্যতিক্রম হয় না বলিয়া 'ভূত' অর্থাৎ 'সত্য'; অথবা ভূতও মহৎ উভয়ই পরমার্থবাচক—শ। মহদ্‌ভূত=মহান্ সত্য, ইনি মহান্ কারণ ইনি অন্য সকল হইতে মহত্তর, এবং অন্য সকলের কারণ—রা। Infinite Reality—মা।

(১৩) নিশ্বসিত— নিঃশ্বাস যেমন বিনা আয়াসে সম্পন্ন হয়, সেইরূপ বিনা আয়াসে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে —শ ও র।

(১৪) ভাবার্থ— সকল জ্ঞান এবং সকল প্রজ্ঞা সেই অনন্ত ব্রহ্ম হইতে নির্গত।

(১৫) মূলে একায়ন শব্দই আছে। একায়ন=এক গতি। অবিভাগ প্রাপ্তি—শ; Goal- the place where they merge—মা; Goal (uniting place) —রা। উপাদাতৃত্ব (গ্রহণ করিবার ক্ষমতা) যাহার আছে —র।

(১৬) হৃদয়=বুদ্ধি—শ; অবস্থাবিশেষ-বিশিষ্ট মন—র।

*মূলে বাক্য সমূহ অসম্পূর্ণ, বন্ধনীর মধ্যস্থ অর্থপূরক ভাবটি মহেশচন্দ্র ঘোষের বৃ. উ. হইতে গৃহীত।

যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলেই বিলীন হয় এবং ইহা উদ্ধৃত করিয়া গ্রহণ করা যায় না, যে কোন স্থান হইতে [জল] গ্রহণ করা যায় তাহাই লবণাক্ত হয়, অরে, সেইরূপ এই অনন্ত ও অপার[১৭] "মহদ্‌ভূত" বিজ্ঞানঘনই[১৮]। (তিনিই) এই ভূতসমূহ হইতে [জীবরূপে] উত্থিত হইয়া, তাহাদের মধ্যেই আবার বিনাশ (বিলয়) প্রাপ্ত হন। [ইহলোক হইতে] প্রয়াণের পর, [তাহার] সংজ্ঞা[১৯] থাকে না। অরে, আমি ইহাই বলিতেছি।" ইহা যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। ২।৪।১২

মৈত্রেয়ী বলিলেন "[ইহা লোক হইতে] 'প্রয়াণের পর সংজ্ঞা থাকিবে না' ইহা বলিয়া ভগবান্ আমাকে মোহপ্রাপ্ত (বিভ্রান্ত) করিলেন।"[২০] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমি মোহ (-জনক কথা) বলিতেছি না। অরে,

(১৭) অনন্ত অপার— দেশকালাদি দ্বারা তাঁহার অন্ত বা সীমা নির্ধারিত হয় না বলিয়া অনন্ত। সেই আনন্ত্য আপেক্ষিক নহে স্বাভাবিক সেই জন্য অপার —শ। দেশ ও কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া অনন্ত, গুণতঃ অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া অপার -র।

(১৮) বিজ্ঞানঘন — বিজ্ঞান=বিজ্ঞপ্তি, ঘন শব্দ অন্যজাতীয় পদার্থের সম্বন্ধের প্রতিষেধক, অর্থাৎ বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু ইহাতে নাই। বিজ্ঞানঘন অর্থ কেবলই বিজ্ঞান—শ; Pure intelligence—মা; Consists of nothing but intelligence—রা।

(১৯) সংজ্ঞা (এখানে অর্থ) জীবের পৃথক্ সত্তাবোধ। 'আমি অমুক' 'আমি অমুকের পুত্র' 'ইহা আমার ক্ষেত্র' 'ইহা আমার ধন' 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' এই প্রকার অজ্ঞান-জনিত ব্যষ্টি ভাব রূপ জ্ঞান —শ। ভূত-সংস্পর্শ-জনিত জ্ঞান এবং দেহ ও আত্মার ঐক্য বিষয়ে ভ্রান্তি —র। শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই একমত যে মোক্ষদশায় জীবের পৃথক্ সত্তা-বোধ থাকে না। (সংজ্ঞা—সম্ + জ্ঞা ধাতু জ্ঞানার্থে) সম্যক্ জ্ঞান, Clear knowledge, Consciousness—ম. উ., কিন্তু এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)

(২০) ভাবার্থ— সংজ্ঞা অর্থ সম্যক্ জ্ঞান, Knowledge —রা; Consciousness —মা। মৈত্রেয়ী এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন না যে বিজ্ঞানঘন পুরুষ কি করিয়া সংজ্ঞাহীন হয়। যাজ্ঞবল্ক্য, সংজ্ঞা দেহাত্মবোধ, বা জীবের পৃথক্ সত্তা-বোধ, অজ্ঞান জনিত ব্যষ্টিভাব, দেহ-ইন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধজনিত ব্যক্তিত্ববোধ বা ভেদাত্মক বোধ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। শংকর ও রংগরামানুজ উভয়ে এই বিষয়ে একমত। এক কথায় বলা যায় 'অহং-সংজ্ঞা' এবং পদার্থ-সংস্পর্শজনিত জ্ঞান মোক্ষাবস্থায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইঁহাকে[২১] (অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানঘন মহদ্‌ভূতকে) বিজ্ঞানের পক্ষে [যাহা বলিয়াছি তাহাই] পর্যাপ্ত। ২।৪।১৩

সেখানে [মনে হয়] যেন 'দ্বৈত' (দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বস্তু) আছে, যেখানে একে অপরকে আঘ্রাণ করে, সেখানে একে অপরকে দর্শন করে, সেখানে একে অপরকে শ্রবণ করে, সেখানে একে অপরকে অভিবাদন করে, সেখানে একে অপরকে মনন (চিন্তা) করে, সেখানে একে অপরকে বিশেষ ভাবে জানে। যখন ইঁহার (ব্রহ্মবিদের) [সমস্ত জগৎ] আত্মাই হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবেন, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবেন, কাহার দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবেন, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবেন, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে মনন করিবেন, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে বিশেষভাবে জানিবেন? যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত [জগৎ]কে [লোকে] জানে, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? অরে, বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?[২২] ২।৪।১৪

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ

(২১) মূলে আছে অলং বৈ অরে ইদম্ বিজ্ঞানায়—ইদম্ অর্থ শংকর ও রংগ-রামানুজ উভয়েই সেই বিজ্ঞানঘন মহদ্‌ভূত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অর্থ অনুযায়ী অনুবাদ করা হইয়াছে। 'বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা যথেষ্ট' এই ভাব গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ অনুবাদ করা হইয়াছে।

(২২) ভাবার্থ—এখানে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। যাহা জানা যায়, তাহা (জ্ঞানের) বিষয় (Object), আত্মা বিজ্ঞাতা (Subject) (জ্ঞেয় Object নহেন)। সুতরাং (সাধারণ) জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না—রা। যে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য আছে সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা সর্বদা বিজ্ঞাতা আত্মাকে জানা যায় না; তাঁহাকে আমরা স্বজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করি।

দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চম ব্রাহ্মণ (মধু) ব্রাহ্মণ

মধুবিদ্যা—জীব ও জগৎ

এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু[১], এবং সর্বভূত পৃথিবীর মধু[১]।

এই পৃথিবীতে যিনি এই তেজোময়[২], অমৃতময়[৩] পুরুষ, এই দেহে[৪] যিনি এই তেজোময়, অমৃতময়, শারীর পুরুষ[৫], ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা[৬]। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা 'সর্ব' [-ময়][৭]। ২।৫।১

(১) মধু—like honey, (মধুর ন্যায়)—রা। পৃথিবী ও ভূতবর্গ পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল, যেমন মধু ও মক্ষিকা। মধুমক্ষিকাগণ মধু উৎপাদন করে, মধু মক্ষিকাগণকে পোষণ করে—রা। এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু, এবং সর্বভূত পৃথিবীকে ধারণ করে এবং পোষণ করে, এবং তাহার অনুকূল বলিয়া সর্বভূত পৃথিবীর মধু—র। পৃথিবী সর্বভূতের কার্য (কর্মফল)। মধু অর্থ মধুর ন্যায়, যেমন মধুচক্র বহু মধুকর দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে সেইরূপ পৃথিবীও সর্বভূতের কর্মফল দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। সেইরূপ ভূতবর্গও পৃথিবীর মধু অর্থাৎ কার্য বা উপকারক—শ। পরস্পর উপকারক ও উপকৃত—আ। পৃথিবী সর্বভূতের ধারণ ও অন্নপানাদির হেতু বলিয়া পৃথিবী সর্বভূতের মধু। এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু, এবং সর্বভূত পৃথিবীকে ধারণ করে এবং পোষণ করে, এবং তাহার অনুকূল বলিয়া সর্বভূত পৃথিবীর মধু—র।

(২) তেজোময়—শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ প্রকাশময়—শ; স্বয়ং-প্রকাশ ও জ্ঞানময়—র। Shining—রা ও মা।

(৩) অমৃতময়—অমরণধর্মা—শ; immortal—রা; মরণধর্ম শূন্য—র।

(৪) মূলে আছে অধ্যাত্মং—দেহ-ইন্দ্রিয় মন-প্রাণযুক্ত জীব সম্বন্ধীয়—র; শরীর সম্বন্ধী—গ; in the body—মা; এই দেহে—মহেশচন্দ্র।

(৫) শারীর পুরুষ—শরীরান্তর্যামী—র; শরীরে অবস্থিত পুরুষ—শ।

(৬) ভাবার্থ—ব্রহ্মই প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক বস্তুর এবং পৃথিবীর আত্মা—রা।

(৭) শেষাংশ মূলে এইরূপ আছে—'ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্'; শংকর বলেন ইদম্ অমৃতম্ অর্থ মৈত্রেয়ীর অমৃতত্বের সাধন বলিয়া যে আত্ম-জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে ইদম্ শব্দ দ্বারা সেই আত্মজ্ঞান বুঝাইতেছে। ইহা (আত্মজ্ঞান) অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্বের সাধন। ইদং সর্বম্ ইহা সর্ব, অর্থ এই যে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মানুষ 'সর্ব' (সর্বময়) হন। পরবর্তী দ্বাদশ মন্ত্রেও শংকরের ব্যাখ্যা এই রূপই হইবে।

এই জল সমূহ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই জল সমূহের মধু। জলে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং দেহে যিনি এই রৈতস[৮], তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা 'সর্ব'। ২।৫।২

এই অগ্নি সর্বভূতের মধু, এবং সর্বভূত এই অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যিনি বাঙ্ময়[৯], তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা 'সর্ব'। ২।৫।৩

এই বায়ু সর্বভূতের মধু, সর্বভূতও এই বায়ুর মধু, এই বায়ুতে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এবং এই দেহে যিনি এই প্রাণ [রূপী][১০] তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সর্ব। ২।৫।৪

এই আদিত্য সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আদিত্যের মধু। এই আদিত্যে

রংগরামানুজ ও মধ্বের—মতে এই বাক্যও ব্রহ্ম বা আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে রংগরামানুজ বলেন সর্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম এই বাক্যের অনুরূপ ব্রহ্ম সকলের উপাদান এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। মধ্ব বলেন সর্ব অর্থ পূর্ণ, ব্রহ্ম পূর্ণ, ইহাই বলা হইতেছে।

(৮) রৈতস—রেতঃ জলের বিকার মাত্র, অন্তর্যামী ব্রহ্ম যিনি রেতের অভ্যন্তরে আছেন—র। দেহে শুক্রতেই জলের বিশেষ অধিষ্ঠান—শ। ঐ. উ. ১।২।৪ বলেন জল রেত হইয়া শিশ্নে প্রবেশ করিলেন।

(৯) বাঙ্ময়—ঐ. উ. ১।২।৪ মন্ত্রে আছে 'অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন', বাকে অগ্নির বিশেষ অধিষ্ঠান বলিয়া বাঙ্ময়—শ।

(১০) প্রাণ(-রূপী)—বায়ুই প্রাণরূপের দেহে বর্তমান এবং প্রাণবায়ুই দেহারম্ভের কারণ, সুতরাং মধু বলা হইয়াছে—শ। 'বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন—ঐ. উ. ১।২।৪.

যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এবং এই দেহে যিনি এই 'চাক্ষুষ'[১১] তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সর্ব। ২।৫।৫

এই দিক্ সমূহ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই দিক্সমূহের মধু। এই দিক্-সমূহে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ,এই দেহে যিনি এই 'শ্রৌত্র'[১২] এবং ও 'প্রাতিশ্রুত্ক'[১৩] তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ—ইানই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সর্ব। ২।৫।৬

এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যিনি এই 'মানস'[১৪] তোজেময় ও অমৃতময় পুরুয়—ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সর্ব। ২।৫।৭

এই বিদ্যুৎ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই বিদ্যুতের মধু। এই বিদ্যুতে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এবং এই দেহে এই যে

(১১) চাক্ষুষ—চক্ষুতে অধিষ্ঠিত—দু 'who is in the eye—রা। আদিত্য চক্ষু হইয়া নয়নদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন—ঐ. উ. ১।২।৪।

(১২) শ্রৌত্র—শ্রোত্রে অধিষ্ঠিত দু; who is in the ear—রা।
দিক্সমূহ শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন—ঐ. উ. ১।২।৪।

(১৩) 'প্রাতিশ্রুত্ক'—(মূলে এই শব্দই আছে) প্রতি শব্দ শ্রবণ সময়ে যিনি সন্নিহিত—শ; time of hearing—রা। কিন্তু পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বলেন প্রাতি-শ্রুতিক অর্থ প্রতিধ্বনি-সম্বন্ধী। তিনি বলেন প্রতি+শ্রু+ক্বিপ্=প্রতিশ্রুৎ+ক= প্রতিশ্রুত্ক+অণ্=প্রাতিশ্রুত্ক। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ অনুবাদ করিয়াছেন—Who is in the echo। ম. উ. প্রাতিশ্রুত্ক—অর্থ দিয়াছেন existing in echo এবং বলেন শতপথ ব্রাহ্মণে শব্দটি আছে। মধ্ব বলেন ঈশ্বর শ্রবণে যখন থাকেন তখন তাঁহার নাম প্রতিশ্রুতক।

(১৪) মানস—Who is in the mind—রা; চন্দ্রমা মন হইয়া দেহে প্রবেশ করিলেন—ঐ. উ. ১।১।৪

তৈজস,[১৫] তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, এবং ইহা সর্ব। ২।৫।৮

এই মেঘ[১৬] সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই মেঘের মধু। এই মেঘে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যিনি এই শাব্দ (শব্দস্থিত) এবং স্বরস্থিত[১৭] তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম এবং ইহা সর্ব। ২।৫।৯

এই আকাশ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আকাশের মধু। এই আকাশে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এবং দেহে যিনি এই 'হৃদয়াকাশ' [-স্থিত] তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সর্ব। ২।৫।১০

এই ধর্ম[১৮] সর্বভূতের মধু, সর্বভূতও এই ধর্মের মধু। এই ধর্মে যিনি এই

(১৫) তৈজস—Who is ln the lighting—রা; ত্বগিন্দ্রিয়গত তেজে অভিব্যক্ত বলিয়া তৈজস—শ।

(১৬) মূলে আছে স্তনয়িত্নৌ—স্তনয়িত্নু অর্থ ম. উ. বলেন, thunder (মেঘগর্জন) বা thunder-cloud (বজ্রগর্ভ মেঘ)। রাধাকৃষ্ণন ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এবং দুর্গাচরণ মেঘ অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

(১৭) মূলে আছে শাব্দঃ ও সৌবরঃ—শাব্দ=শব্দে অধিষ্ঠিত —শ; in sound, —রা ও মা; বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত শব্দের অন্তর্যামী—র। সৌবর—স্বরে অবস্থিত —র। শংকর বলেন যদিও শব্দে অধিষ্ঠিত পুরুষই অধ্যাত্ম (দেহে অবস্থিত) পুরুষ তথাপি স্বরে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত বলিয়া সেই পুরুষকে সৌবরও বলা হইয়াছে, in sound and in tone—রা।

(১৮) ধর্ম—the law —রা; righteousness —মা। শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রে যাঁহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে —শ ও র। শংকর বলেন 'ধর্ম' প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও, ধর্মফল প্রত্যক্ষগোচর জন্য 'এই' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ধর্মই ক্ষত্রিয়াদি জাতিসমূহকে নিয়মন করে এবং ভূতগণের পরিণতি দ্বারা বৈচিত্র্য আনয়ন করে, এই ধর্মই প্রাণীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মের দুই রূপ, সামান্য ও বিশেষ। সামান্য ধর্ম ভূতাদিকে এবং বিশেষ ধর্ম মানুষকে নিয়মিত করে।

তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং দেহে যিনি এই 'ধার্ম'[১৯] তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সর্ব। ২।৫।১১

এই সত্য[২০] সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত সত্যের মধু। এই সত্যে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এবং এই শরীরে যিনি এই সত্যে অধিষ্টিত[২১] তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সর্ব। ২।৫।১২

এই মানুষ জাতি, সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই মানুষ জাতির মধু। এই মানুষ জাতিতে যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে 'মানুষ' [-রূপী], তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম এবং ইহা সর্ব। ২।৫।১৩

এই আত্মা[২২] সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আত্মার মধু। এই আত্মাতে[২৩] যিনি এই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ,[২৪] এবং যিনি এই

(১৯) মূলে আছে 'ধার্মঃ'—who exists as law abidingness—রা। দেহ—ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টির কর্তারূপী যে ধর্ম্ম (law) তাহাতে অধিষ্টিত —শ; ধর্ম্মের ফলভূত সুখ-দুঃখাদি যুক্ত —র।

(২০) সত্য—সত্যের দুইটি রূপ। একটি সামান্য (general) এবং বিশেষ (particular)। সত্য সামান্য রূপে পৃথিব্যাদি ভূত সমূহে অধিষ্ঠিত। শ্রুতি বলেন সত্যের দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত হয়। বিশেষ রূপে ইহা মানুষে অধিষ্ঠিত। দৃষ্ট এবং অনুষ্ঠিত সদাচারই সেই সত্য —শ.; সত্য বচন —র, truth —রা ও মা।

(২১ মূলে আছে সাত্যঃ—সত্যে অধিষ্ঠিত—শ; who exists as truthfulness —রা। সত্যের ফলভূত সুখাদি লক্ষণযুক্ত —র। মধ্ব বলেন যখন তিনি জীবে তখন তাঁহাকে আত্মা, যখন শব্দে তখন সৌবর, যখন সত্যে তখন তাঁহাকে সত্য, যখন সংযমে তখন ধর্ম্ম, যখন বিদ্যুতে তখন তৈজস ইত্যাদি বলা হয়।

(২২) আত্মা—প্রত্যগ্ আত্মা, অন্তরস্থিত আত্মা —র। অধ্যাত্ম, অধিভূত অধিদৈব প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিশেষধর্ম-বর্জিত, সর্বভূত ও দেবগণ-বিশিষ্ট কার্য-করণ-সমষ্টি (বিরাট্) দেহ—শ, in cosmic body—মা; in cosmic self—রা।

(২৩) এই আত্মাতে—সর্বভূতে অবস্থিত —র। উপরি-উক্ত বিরাটে —শ; in cosmic body —মা, in cosmic self —রা।

(২৪) পুরুষ—অন্তর্যামী—র, যিনি অমূর্তের রস এবং সর্বাত্মক তিনি —শ। Cosmic mind which is the essence —মা। ২।৩।৩ কণ্ডিকায় বর্ণিত হিরণ্য-গর্ভকে শংকর পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আত্মায় (জীবে), তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইহা অমৃত ইহা অমৃত এবং ইহা সর্ব। ২।৫।১৪

এই আত্মা সর্বভূতের অধিপতি, সর্বভূতের রাজা। যেমন রথনাভিতে এবং রথনেমিতে, অর (চক্রশলাকা)-সমূহ সন্নিবিষ্ট থাকে, সেইরূপ সর্বভূত, সর্বলোক এবং সর্বপ্রাণ ইহারা সকলে এই (পরম) আত্মাতে সমর্পিত। ২।৫।১৫

দধ্যঙ্ আথর্বণ[২৫] অশ্বিদ্বয়কে মধু (বিদ্যা) বলিয়া (শিক্ষা দিয়া)-ছিলেন। [কক্ষীবান্] ঋষি[২৬] ইহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

*"হে নরদ্বয় (নরাকৃতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়) [মধু-বিদ্যা] লাভের জন্য, আপনাদের সেই 'উগ্র-দংস' কর্মটি[২৭] এবং দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বশির দ্বারা আপনাদের উভয়কে যে মধু (বিদ্যা) শিক্ষা দিয়াছিলেন, [তাহা] আমি প্রকাশ করিব, মেঘ যেমন বৃষ্টিকে [প্রকাশ করে]।" ২।৫।১৬

(২৫) দধ্যঙ্ আথর্বণ—অথর্বা ঋষির পুত্র দধ্যঙ্ —র। অথর্ব-বেদজ্ঞ —শ। মধ্ব বলেন ইনিই দধীচি নামে প্রসিদ্ধ।

(২৬) ঋষি—এই মন্ত্রদ্বয়ের দ্রষ্টা ছিলেন কক্ষীবান্ ঋষি। শংকর বলেন ঋষি অর্থ এখানে মন্ত্র—মন্ত্ররূপী ঋষি।

(২৭) আখ্যায়িকাটি এই রূপ—ইন্দ্র দধ্যঙ্ ঋষিকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিয়া-ছিলেন যে যদি ঋষি এই বিদ্যা কাহাকেও শিক্ষা দেন, তবে ইন্দ্র ঋষির শিরশ্ছেদ করিবেন। অশ্বিদ্বয় এই বিদ্যাশিক্ষার জন্য দধ্যঙ্ ঋষির নিকট গমন করিয়া সেই মধু বিদ্যার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ঋষি তাঁহাদিগকে ইন্দ্রের কথা বলিলেন, অশ্বিদ্বয় স্বর্গের বৈদ্য, সুতরাং বলিলেন 'আমরা আপনার শিরশ্ছেদ করিয়া শিরটি অন্যত্র রাখিয়া আপনার অশ্বশির সংযোজিত করিয়া দিব, এবং দেবরাজ ঐ শির ছেদন করিলে পুনরায় আপনার শির সংযোজিত করিব।' দধ্যঙ্ ঋষি সম্মত হইলেন। তখন তাঁহারা ঋষির শিরশ্ছেদ করিয়া তাঁহার শরীরে অশ্বশির সংস্থাপিত করিলেন। সেই শির দ্বারা ঋষি মধুবিদ্যা অশ্বিদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। ইন্দ্র ঋষির সেই অশ্বশির ছেদন করিলে, অশ্বিদ্বয় তাঁহার নিজের শির তাঁহাতে পুনরায় স্থাপন করিলেন—র। (অথর্ববেদের শাট্যায়ন শাখায় এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।১।১-৪৩ এই আখ্যায়িকা আছে) উগ্রদংস কর্মটি এই শিরশ্ছেদ। দংস অর্থ বিনাশ বা দংশন—ম. উ.। এখানে ক্রূর কর্মটিকে দংস বলা হইয়াছে।

* মূল মন্ত্রটি ঋ, বে, ১।১১৬।১২ হইতে পরিবর্তিত আকারে গৃহীত।

দধ্যঙ্ আথর্বণ এই মধু (বিদ্যা) অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। ঋষি তাহা দেখিয়া বলিলেন—

*"হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা আথর্বণ দধ্যঙ্ [ঋষি]কে অশ্বের শির প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। হে দস্রদ্বয়[২৮] তিনি সত্য পালনে ইচ্ছুক হইয়া গুহ্য হইলেও 'ত্বাষ্ট্র'[২৯] মধু বিদ্যা [আপনাদিগকে] শিক্ষা দিয়াছিলেন" ২।৫।১৭

দধ্যঙ্ আথর্বণ এই মধু [বিদ্যা] অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া [কক্ষীবান্] ঋষি বলিয়াছিলেন—

** [পরমেশ্বর] দ্বিপদ 'পুর' (শরীর) সৃষ্টি করিলেন,
তিনি চতুষ্পদ 'পুর' (শরীর) সৃষ্টি করিলেন,
সেই পুরুষ প্রথমে পক্ষী[৩০] হইয়া শরীরে আবিষ্ট হইলেন।
এই পুরুষ সর্বদেহে 'পুরিশয়' (পুরাতে— দেহপুরে, শয়ান)।
এমন কিছু নাই যাহা ইহা দ্বারা আবৃত নহে, এমন কিছুই নাই, যাহা ইহাদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট নহে।[৩১] ২।৫।১৮

দধ্যঙ্ আথর্বণ এই মধু (বিদ্যা) অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া ঋষি বলিলেন—

*** (পরমেশ্বর) প্রত্যেক রূপের[৩১] প্রতিরূপ[৩২] হইলেন। তাহা

(২৮) দস্রদ্বয়—রিপু বলক্ষয়কারী দ্বয়—শ। অশ্বিনীদ্বয়—অমরকোষ ও র।

(২৯) মূলে এই শব্দই আছে—'ত্বষ্টা-যজ্ঞশির, তৎসম্বন্ধী ত্বাষ্ট্র'—র। শংকর বলেন "কোন সময় ত্বষ্টা—আদিত্য যজ্ঞমূর্তির শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই ছিন্ন মস্তক সংযোজনের জন্য প্রবর্গ্য নামক কর্মের সৃষ্টি হয়। সেই প্রবর্গ্যও কর্মের অঙ্গ স্বরূপ যে বিজ্ঞান তাহারই নাম ত্বাষ্ট্রমধু"—দু। ত্বষ্টা—ইন্দ্র—সায়ন।

(৩০) পক্ষী—লিঙ্গশরীর—শ; সংসারী জীবশরীরক—র।

(৩১) ভাবার্থ—জগৎ অন্তরে বাহিরে পরমেশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তিনি নাম-রূপাত্মক কার্য-কারণ-রূপে (দেহ-ইন্দ্রিয়াদি রূপে) অন্তরে বাহিরে বিশেষভাবে অবস্থিত—শ।

(৩২) রূপ—রূপ্যতে ইতি রূপঃ—দৃশ্য বস্তু—র। প্রতিরূপ—সদৃশরূপ—র; রূপান্তর—শ; প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ রূপ সম্পন্ন হইলেন—দু।

* ঋ.বে. ১।১১৭।২২ হইতে গৃহীত।

** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৪) দ্রষ্টব্য।

*** মূল মন্ত্রটি ঋ.বে. ৬।৪৭।১৮ মন্ত্র হইতে গৃহীত।

(প্রতিরূপ হওয়া) ইহার (পরমেশ্বরের) রূপ প্রকাশের জন্য।[৩৩] ইন্দ্র (পরমেশ্বর) মায়া[৩৪] দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন[৩৫]। দশ শত হরি ইঁহাতে যুক্ত।[৩৬]

ইনিই হরিসমূহ। ইনি দশ সহস্র, বহু এবং অনন্ত।[৩৭] ইনিই ব্রহ্ম অপূর্ব,[৩৮] অনপর,[৩৯] অনন্তর ও অবাহ্য[৪০]।

এই আত্মাই সর্ব-অনুভবকারী,[৪১] ব্রহ্ম, ইহাই অনুশাসন (বেদান্তের উপদেশ)। ২।৫।১৯

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ।

(৩৩) শংকর বলেন আত্মার স্বরূপ-প্রকাশই এই প্রতিরূপ হওয়ার কারণ। যদি তিনি নামরূপে প্রকাশিত না হইতেন, তবে আত্মার উপাধি শূন্য বিজ্ঞান-ঘনরূপও প্রকাশিত হইত না।

(৩৪) মায়া দ্বারা—শংকর দুইটি অর্থ দিবাছেন—প্রথমটি প্রজ্ঞা, দ্বিতীয়টি—নাম, রূপও ও ভূতগণের দ্বারা কৃত মিথ্যা অভিমান। রংগরামানুজ বলেন মায়া অর্থ জ্ঞান, অথবা সংকল্পজনিত জ্ঞান।

(৩৫) স্বেচ্ছায় তিনি অনন্ত দেহ ধারণ করিলেন।

(৩৬) হরি—ইন্দ্রিয় সমূহ—শ। তিনি বলেন বিষয় প্রকাশের জন্য দশ—শত শত—ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত যুক্ত হইয়াছে। রংগরামানুজ ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন—হরি অর্থ হরির (ব্রহ্মের) বিভিন্নরূপ। 'হরি' (ব্রহ্ম) অনন্ত হরি রূপে—অন্তর্যামি-রূপে—জীবে যুক্ত হইলেন, অনন্ত হরিরূপে প্রকাশিত হইলেন। ইন্দ্রের রথে সহস্র হরি (অশ্ব) যোজিত—সায়ন।

(৩৭) প্রাণিভেদে অনন্ত রূপে ব্রহ্মই অনন্ত ইন্দ্রিয় হইয়াছেন—শ ; হরি (ব্রহ্ম)ই অনন্ত হরি (জীব) রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন—র

(৩৮) অপূর্ব ইঁহার পূর্ব অর্থাৎ কারণ নাই—শ। পূর্ব এবং উত্তর কাল শূন্য (অর্থাৎ কালাতীত)—র।

(৩৯) অনপর—ইহার অপর অর্থাৎ কার্য নাই, without prior cause or posterior effect—মা। কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন—র। যাঁহার অপর নাই।

(৪০) অনন্তর ও অবাহ্য—ইঁহার মধ্যে অন্যজাতীয় পদার্থ নাই (ন + অন্তর) সুতরাং অনন্তর, ইহার বহির্ভূত কোন পদার্থ নাই সুতরাং অবাহ্য—শ। দেশ পরিচ্ছেদ শূন্য, বাহ্য-অভ্যন্তর ব্যবহারের অনুপযুক্ত—র।

(৪১) মূলে আছে সর্বানুভূ—সর্ব-অনুভব-কারী—সর্বতোভাবে সর্ববস্তু অনুভবকারী —শ। সর্বজ্ঞ—র।

দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ষষ্ঠ (বংশ) ব্রাহ্মণ

পরম্পরাগত আচার্যক্রম

অতঃপর বংশ [-পরিচয় —গুরুশিষ্য পরম্পরা বলা হইতেছে](১) পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে [এই বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন].(২) গৌপবন (অপর এক) পৌতিমাষ্য হইতে, (৩) পৌতিমাষ্য অপর এক গৌপবন হইতে, (৪) গৌপবন কৌশিক হইতে. (৫) কৌশিক কৌণ্ডিন্য হইতে, (৬) কৌণ্ডিল্য শাণ্ডিন্য হইতে, (৭) শাণ্ডিল্য কৌশিক ও গৌতম হইতে, (৮)গৌতম অগ্নিবেশ্য হইতে, (৯)অগ্নিবেশ্য শাণ্ডিল্য ও আনভিম্লাত হইতে. (১০)আনভিম্লাত (অপর এক) আনভিম্লাত হইতে, (১১)[দ্বিতীয়] আনভিম্লাত [অপর এক] আনভিম্লাত হইতে, (১২) তৃতীয় আনভিম্লাত গৌতম হইতে,(১৩)গৌতম সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য হইতে, (১৪)সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য পারাশর্য হইতে. (১৫) পারাশর্য ভারদ্বাজ হইতে, (১৬) ভারদ্বাজ (অপর এক) ভারদ্বাজ ও গৌতম হইতে, (১৭) গৌতম (অপর এক) ভারদ্বাজ হইতে,(১৮)ভারদ্বাজ পারাশর্য হইতে,(১৯)পারাশর্য বৈজবাপায়ন হইতে,(২০)বৈজবাপায়ন কৌশিকায়নি হইতে(২১),কৌশিকায়নি।

২।৬।১-২

ঘৃতকৌশিক হইতে,(২২)ঘৃতকৌশিক পারাশর্যায়ণ হইতে.(২৩)পারাশর্যায়ণ পারাশর্য হইতে, (২৪)পারাশর্য জাতূকর্ণ্য[১] হইতে,(২৫)জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণ হইতে,(২৬)আসুরায়ণ ত্রৈবণি হইতে,(২৭)ত্রৈবণি উপজমনি হইতে.(২৮) উপজমনি আসুরি হইতে,(২৯) আসুরি ভারদ্বাজ হইতে.(৩০) ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে, (৩১)আত্রেয় মাণ্টি হইতে হইতে, (৩২)মাণ্টি গৌতম হইতে (৩৩)গৌতম (অপর এক) গৌতম হইতে. (৩৪)(শেষোক্ত) গৌতম বাৎস্য হইতে,(৩৫) বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে, (৩৬) শাণ্ডিল্য কৈশোর্য হইতে,(৩৭)

(১) মধ্ব বলেন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে যে পারাশর্য ও জাতূকর্ণ্য ও ঋষি পরাশরের পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের জন্ম ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভে। সুতরাং মন্ত্রে লিখিত পারাশর্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

কৈশোর্য কাপ্য কুমারহারীত হইতে,(৩৮) কুমারহারীত গালব হইতে,(৩৯) গালব বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে,(৪০) বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে,(৪১) বৎসনপাৎ বাভ্রব পথসৌভর হইতে, (৪২) পথসৌভর আয়াস্য আঙ্গিরস হইতে,(৪৩) আয়াস্য আঙ্গিরস আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে,(৪৪) আভূতি ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে,(৪৫) বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র অশ্বিদ্বয় হইতে, (৪৬) অশ্বিদ্বয় দধ্যঙ্ আথর্বণ হইতে (৪৭) দধ্যঙ্ আথর্বণ আথর্বণ দৈব হইতে, (৪৮) আথর্বণ দৈব মৃত্যু প্রাধ্বংসন হইতে,(৪৯) মৃত্যু প্রাধ্বংসন প্রাধ্বংসন হইতে,(৫০) প্রাধ্বংসন একর্ষি হইতে,(৫১) একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে,(৫২) বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে,(৫৩) ব্যষ্টি সনারু হইতে,(৫৪) সনারু সনাতন হইতে, (৫৫) সনাতন সনগ হইতে, (৫৬) সনগ পরমেষ্টি হইতে, (৫৭) পরমেষ্টি ব্রহ্মা[২] হইতে (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন)।

ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মকে নমস্কার। ২।৬।৩

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

(২) পরমেষ্টি—অর্থ বিরাট্, ব্রহ্মা হইতেছেন হিরণ্যগর্ভ—শ। মধ্ব বলেন গরুড় পুরাণে আছে যে ব্রহ্মা হয়গ্রীব(=বিষ্ণু) হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সনক ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (সুতরাং তিনি বোধ হয় বলিতে চান পরমেষ্টি বিরাট্ নহেন ব্রহ্মা)।

দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম (অশ্বল) ব্রাহ্মণ

যজ্ঞ ও মুক্তি

ওম্, বৈদেহ[১] জনক 'বহুদক্ষিণ'[২] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেখানে কুরু ও পাঞ্চাল [দেশ] হইতে ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বৈদেহ জনকের বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা হইল "এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞ)[৩] কে?" তিনি এক সহস্র গাভী [গোষ্ঠে] অবরুদ্ধ করিলেন এবং প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ[৪] [সুবর্ণ] আবদ্ধ করা হইল। ৩।১।১

তিনি (জনক) তাঁহাদিগকে বলিলেন "হে ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ[৫], তিনি সকল গাভী [স্বগৃহে] লইয়া যান।" সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ গাভী লইতে সাহস করিলেন না। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য নিজের ব্রহ্মচারী [শিষ্য] কে বলিলেন "সৌম্য সামশ্রবা, এই সকল [গাভী আমাদের গৃহে] লইয়া যাও।" [শিষ্য] তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলেন [এবং বলিলেন] "[ইনি] কি প্রকারে [আপনাকে] আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিতে পারেন?"

বৈদেহ জনকের অশ্বল নামে একজন হোতা ছিলেন। তিনি ইহাকে (যাজ্ঞবল্ক্যকে) প্রশ্ন করিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই কি আমাদের মধ্যে

(১) মূলে বৈদেহ শব্দই আছে=বিদেহে সম্ভূত, বিদেহ-দিগের জনক নামে এক সম্রাট্ ছিলেন—শ। বৈদেহ এখানে বিদেহ-অধিপতি—র।

(২) 'বহু-দক্ষিণ' কোন যজ্ঞের নাম, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ যেখানে দক্ষিণার বাহুল্য আছে—শ; বহুদক্ষিণাযুক্ত—র।

(৩) মূলে আছে 'অনূচানতম'—ব্রহ্মিষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ—শ; অতিশয় ব্রহ্মবিদ্যা-উপদেশ-কুশল—র। যাহার বেদাধ্যয়ন শেষ হইয়াছে তিনি অনূচান, (অমর), তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি। most learned in scriptures—রা।

(৪) পাদ-এক পলের চার ভাগের এক ভাগ—আ ও র।

(৫) ব্রহ্মিষ্ঠ-Best Vedic scholar—মা; wisest Brahman, সর্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ।

ব্রহ্মিষ্ঠ ?" তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি। আমরা মাত্র গো-কামী", সেই জন্য হোতা অশ্বল তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে মনস্থ করিলেন। ৩।১।২

[অশ্বল] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, সমস্তই[৬] যখন মৃত্যু[৭] দ্বারা ব্যাপ্ত এবং সমস্তই মৃত্যু দ্বারা বশীকৃত, তখন কি প্রকারে যজমান মৃত্যুর ব্যাপ্তি অতিক্রম করিতে পারেন ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] "হোতা নামক ঋত্বিক্ দ্বারা, অগ্নি দ্বারা এবং বাক্ দ্বারা। বাক্ই যজ্ঞের হোতা[৮]; এই যে বাক্ ইনিই অগ্নি[৮], তিনি (অগ্নি) হোতা, তিনি মুক্তি[৯], তিনি অতিমুক্তি[১০ ও ১১]। ৩।১।৩

[অশ্বল] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই সমস্ত অহোরাত্র[১২] দ্বারা ব্যাপ্ত, এই সমস্ত অহোরাত্র দ্বারা বশীকৃত, তখন যজমান কোন উপায়ে, এই

(৬) সমস্তই-চেতনাত্মক জগৎ—র, যজ্ঞের ঋত্বিক্ ও অগ্নি প্রভৃতি যাহা কিছু যজ্ঞের উপকরণ—শ।

(৭) মৃত্যু দ্বারা—মরণ ধর্ম দ্বারা—র; স্বাভাবিক আসক্তিপূর্ণ কর্ম রূপ মৃত্যু—শ।

(৮) বাক্ই যজ্ঞের হোতা—যজমানের হোতা, কারণ শ্রুতি বলেন 'যজ্ঞই যজমান', সুতরাং বাক্ই যজমানের হোতা। যজমান সম্বন্ধে যাহা বাক্ তাহাই অধিদৈবত (divine) অগ্নি। শ্রুতিও বলেন অগ্নিই প্রকৃত হোতা। ঐ.উ. ১।২।৪ বলেন 'অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন', সুতরাং বাক্ই অগ্নি—শ। হোতা ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বান করেন—গ।

(৯) বাক্কে অধিদৈবত অগ্নিরূপে দর্শন করিতে পারিলে, যজমান মৃত্যুকে (অর্থাৎ অজ্ঞানজনিত স্বাভাবিক আসক্তিযুক্ত কর্মরূপ মৃত্যুকে) অতিক্রম করেন। অগ্নিই মুক্তি, অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপ জ্ঞান মুক্তিলাভের হেতু—শ.,দ্র। (অর্থাৎ বাক্ ও হোতা অগ্নিরই রূপ, অগ্নি ব্রহ্মের প্রকাশ—এই জ্ঞান; হোতা বাকের কর্ম করেন, মন্ত্রপাঠ করেন—সুতরাং উভয়ে এক)।

(১০) অতিমুক্তি—complete freedom—রা; মৃত্যুর পর মোক্ষ—র; মৃত্যুর অতিক্রমণ—শ।

(১১) ভাবার্থ (i) হোতা অগ্নি ও যজ্ঞীয় বাক্, (এই তিনই) এক, এইরূপ জ্ঞান দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—রা।

(ii) কর্মাঙ্গভূত হোতা, অগ্নি, ও বাক্ অভিন্ন এই দৃষ্টি সহকারে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা জীব ইহলোকে মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং দেহান্তে সম্পূর্ণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়—র।

অহোরাত্রের ব্যাপ্তি অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন" ?[১২] [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] "অধ্বর্যু[১৩] নামক ঋত্বিক্ দ্বারা, চক্ষু দ্বারা, এবং আদিত্য দ্বারা। চক্ষুই যজ্ঞের অধ্বর্যু, এই যে চক্ষু ইনিই আদিত্য, তিনি ঐ আদিত্য, তিনি অধ্বর্যু, তিনি মুক্তি এবং তিনিই অতিমুক্তি।"[১৪]

৩।১।৪

(iii) হোতা ও বাক্‌কে পরিচ্ছিন্ন রূপে না দেখিয়া, তাহারা উভয়ে অধিদৈবত (divine) অপরিচ্ছিন্ন (unlimited) অগ্নি, এইরূপ দর্শন হইলে শরীরবিষয়ক ও জগৎ-বিষয়ক বিষয়ে স্বাভাবিক আসক্তিরূপ মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এই মুক্তিই অতিমুক্তির সাধন—শ।

(iv) শংকরের এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে—'উত্তম সাধকেরা যজ্ঞে ব্রহ্মদর্শন করিতে অভ্যাস করেন। ......এই যাজ্ঞিকেরা অগ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ইঁহারা যদি—আধ্যাত্মিক বাক্যগুলি আধিদৈবিক অগ্নির বিকাশ—সুতরাং ব্রহ্ম শক্তিরই অভিব্যক্তি—এইভাবে বাক্যে অগ্নিদর্শন অভ্যাস করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইহাদের একাত্মভাব অভ্যস্ত হইবে। **এই ভাবে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলে সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানলাভ হইবে। এই দর্শনই অবিদ্যা কাম-কর্মাদি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ বা মোক্ষ। এইরূপেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।" (অধ্যাপক কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত উপনিষদের উপদেশ প্রথম খণ্ড—পৃ ২১১-১২)।

(v) বিষ্ণুর (ব্রহ্মের) চারিরূপ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই চারিরূপে তাঁহার ধ্যান বা পূজা হয়। বিষ্ণু বাসুদেব-রূপে, অগ্নি, হোতা এবং বাকে আছেন, সাধক ইহা যখন উপলব্ধি করেন, তখন তিনি মুক্ত হন—ম।

(১২) অহোরাত্র—দিবা এবং রাত্রি কালের প্রতীক, কালই সকল পরিবর্তনের হেতু—রা। কাল বিপরিণামের (পরিবর্তনের) হেতু—শ। প্রশ্ন হইতেছে কি করিয়া কালের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়?

(১৩) অধ্বর্যু—ইনি যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন, আহুতি প্রদান করেন এবং যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত রাখেন—গ।

(১৪) ব্যাখ্যা—অহোরাত্র (কাল) হইতেই সমস্ত জাত হয়, বর্ধিত হয়, এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অধ্বর্যু ও চক্ষুকে আদিত্যরূপে দর্শন দ্বারা কালের ব্যাপ্তি হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়—শ। ব্যাখ্যা মনে হয় এইরূপ—আদিত্যই দিবা ও রাত্রির হেতু, তিনিই দেহে চক্ষুরূপে বর্তমান। (আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন-ঐ. উ ১।২।৪)। অধ্বর্যু যজ্ঞে চক্ষুর কর্ম সম্পাদন করেন বলিয়া

[অশ্বল] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই সমস্ত পূর্ব (শুক্ল) পক্ষ ও অপর (কৃষ্ণ) পক্ষ দ্বারা ব্যাপ্ত, [এই] সমস্ত পূর্ব পক্ষ ও অপর পক্ষ দ্বারা বশীকৃত[১৫] তখন যজমান কোন উপায়ে পূর্বপক্ষ ও অপর পক্ষের ব্যাপ্তি অতিক্রম করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন]"উদ্‌গাতা নামক ঋত্বিক্ দ্বারা বায়ু দ্বারা, এবং প্রাণের দ্বারা। প্রাণই যজ্ঞের উদগাতা ; এই যে প্রাণ ইনিই বায়ু, তিনি উদ্‌গাতা, তিনি মুক্তি, এবং তিনিই অতিমুক্তি[১৬]। ৩।১।৫

[অশ্বল] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই অন্তরিক্ষ যেন অবলম্বনবিহীন [মনে হয়] তখন কোন উপায়ে যজমান স্বর্গলোক[১৭] প্রাপ্ত হন ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] "ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ দ্বারা, মনদ্বারা ও চন্দ্রদ্বারা। মনই যজ্ঞের ব্রহ্মা, এই যে মন ইনিই চন্দ্র, তিনি ব্রহ্মা, তিনি মুক্তি, তিনি অতিমুক্তি, এই পর্যন্ত অতিমোক্ষ [বিষয়ে উপদেশ]। অনন্তর সম্পদ্ (ফল-প্রাপ্তি) [বলা হইতেছে]। ৩।১।৬

যজমানের চক্ষু। সুতরাং অধ্বর্যু ও চক্ষুকে আদিত্যরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশরূপে দর্শন করিলে মুক্তি হয়। ছা. উ. ৩।১১।৩ বলেন ব্রহ্মবিদের পক্ষে সূর্যের উদয় ও অস্ত নাই। মধ্ব বলেন, বিষ্ণু সংকর্ষণরূপে চক্ষুতে অধ্বর্যুতে এবং আদিত্যে আছেন এই উপলব্ধি দ্বারা মুক্তি হয়।

(১৫) কালের দুইরূপ; অহোরাত্ররূপ যাহা আদিত্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং তিথিরূপ (শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ) যাহা চন্দ্র দ্বারা সংঘটিত হয়—শ।

(১৬) ব্যাখ্যা—পূর্ব কণ্ডিকায় অহোরাত্ররূপী কালের কথা বলা হইয়াছে এখানে তিথিরূপী কালের কথা বলা হইয়াছে। বাক্—প্রাণের দ্বারা উদ্‌গান হয়। চন্দ্র তিথির কারক। উদ্‌গাতা ও প্রাণকে বায়ুভাবে দেখিলে তিথ্যাদিরূপ কালকে অতিক্রম করা যায়-শ

এইরূপ অর্থও হইতে পারে—১।৩।২৩-২৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, প্রাণ ও বাক্ দ্বারা উদ্‌গান করা হয়—প্রাণের এই কর্ম যজ্ঞে উদ্‌গাতা সম্পাদন করেন বলিয়া উদ্‌গাতা প্রাণ। ঐ.উ. ১।২।৪ মন্ত্রে আছে বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, সুতরাং প্রাণ বায়ুর দেহস্থ রূপ। বায়ু ব্রহ্মশক্তির অভিব্যক্তি। সুতরাং উদ্‌গাতা, প্রাণও বায়ুকে ব্রহ্মরূপে দেখিলে কালের কবল হইতে মুক্তি হয়।

মধ্বমতে বিষ্ণু প্রদ্যুম্নরূপে উদ্‌গাতা প্রাণ ও বায়ুতে আছেন, এই জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়।

(১৭) স্বর্গ লোক—ভগবৎ-লোক সুতরাং মুক্তি ও অতিমুক্তি—র।

[অশ্বল] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, এই হোতা আজ এই যজ্ঞে কতগুলি ঋক্ (মন্ত্র) দ্বারা (যজ্ঞ) করিবেন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] "তিনটি ঋক্ মন্ত্র দ্বারা"

[অশ্বল]—"সেই তিনটি মন্ত্র কি কি?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] "পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা, এবং তৃতীয় শস্যা[১৯]।"

[অশ্বল]—"তাহাদের (এই তিনটি মন্ত্র) দ্বারা কি জয় করা যায়?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"এই যত কিছু প্রাণ আছে[২০]।" ৩।১।৭

[অশ্বল] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য এই অধ্বর্যু আজ এই যজ্ঞে কয়টি আহুতি দ্বারা হোম করিবেন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"তিনটি।"

[অশ্বল]—"সেই তিনটি কি কি?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যে সকল [আহুতি অগ্নিতে] 'হুত' হইয়া[২১] 'উজ্জ্বলিত' হয়, যে সকল [আহুতি অগ্নিতে] হুত[২২] হইয়া 'অতীব শব্দ' করে[২৩],

(১৮) ব্যাখ্যা—অধিদৈবত (divine) চন্দ্রের দেহস্থিত রূপ মন। চন্দ্রই ঋত্বিক্ ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পরিচ্ছিন্ন-অধিভূত রূপ এবং দেহস্থিত মনের রূপ, এই উভয় বিধ সাধনকে অপরিচ্ছিন্ন অধিদৈবত চন্দ্ররূপে দর্শন করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়—শ। মন্ত্রের এইরূপ অর্থও হইতে পারে—ঐ.উ. ১।২।৪ মন্ত্রে আছে, চন্দ্র মন হইয়া দেহে প্রবেশ করিলেন। মনে চন্দ্রের দেহস্থ প্রকাশ। মন দ্বারাই আমরা যজ্ঞ করি। ব্রহ্মা যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত। তিনি যেন যজ্ঞকর্তার মন। চন্দ্র ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। সুতরাং ব্রহ্মা, মন ও চন্দ্রকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিলে ভগবৎ-লোক প্রাপ্তি হয়।

মধ্ব বলেন বিষ্ণু অনিরুদ্ধরূপে ব্রহ্মা, মন ও চন্দ্রে আছেন, ইহা জানিলে মুক্তি হয়।

(১৯) যে সকল ঋক্ মন্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের পুর্ব্বে উচ্চরিত হয়; তাহারা পুরোঽনুবাক্যা, যজ্ঞ সম্পাদনের সময় যে সকল ঋক্ মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহারা যাজ্যা, যে সকল ঋক্ মন্ত্র স্তুতিরূপে উচ্চারিত হয়, তাহারা শস্যা—শ ও র।

(২০) ঋক্ মন্ত্র তিনটি দ্বারা কর্ম সম্পাদন করিলে তিন লোকের প্রাণীকে জয় করা যায়; অর্থাৎ এই তিন লোকের প্রাণি-ভোগ্য সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২১) যেমন সমিধ, ঘৃত, প্রভৃতি—শ ও র।

(২২) যেমন—মাংসাদি—শ।

(২৩) যমপুরী পিতৃলোকের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, সেখানে পাপাত্মারা নিপীড়িত হইয়া কুৎসিত শব্দ করে—শ ও র।

এবং যে সকল হুত[২৪] হইয়া (ভূমিতে) অবস্থান করে।

[অশ্বল]—"তাহাদের দ্বারা [যজমান] কোন্ কোন্ লোক জয় করেন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যে সকল (আহুতি) হুত হইয়া উজ্জ্বলিত হয়, তাহাদের দ্বারা [যজমান] দেবলোক জয় করেন, কারণ দেবলোক যেন দীপ্তি দেয়। যে সকল হুত হইয়া অতীব শব্দ করে, তাহাদের দ্বারা [যজমান] পিতৃলোক জয় করেন, কারণ পিতৃলোক অতীব [শব্দময়], যে সকল হুত হইয়া ভূমিতে অবস্থান করে তাহাদের দ্বারা মনুষ্য-লোক জয় করে, কারণ মনুষ্য-লোক যেন অধোভাগে। ৩।১।৮

[অশ্বল] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্রহ্মা (নামে ঋত্বিক্) [অগ্নির] দক্ষিণ দিকে [উপবেশন করিয়া] কয়জন দেবতা দ্বারা যজ্ঞকে রক্ষা করিবেন?"

[যজ্ঞেবল্ক্য]—"একজন [দেবতা] দ্বারা।"

(অশ্বল)—"কে সেই একজন [দেবতা]?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"মনই (সেই দেবতা)[২৫]। মনও অনন্ত। বিশ্বদেব-গণও অনন্ত[২৬]। তাহা (মন) দ্বারা তিনি অনন্ত লোক[২৭] জয় করেন? ৩।১।৯

[অশ্বল] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, এই উদ্গাতা আজ এই যজ্ঞে কতগুলি [স্তোত্র দ্বারা] স্তুতি করিবেন?"

(২৪) যেমন দুগ্ধ, সোমরস—শ।

(২৫) মনই সেই দেবতা—শ্রুতিতে (ছা.উ. ৪।১৬।১-২) আছে মন ও বাক্ যজ্ঞের দুই পথ। ব্রহ্মা মন দ্বারা বাক্‌কে সংস্কার করেন, অর্থাৎ মনের দ্বারা ধ্যান-প্রভাবে সকল দোষ বিদূরিত করেন—শ।

(২৬) মনও অনন্ত। বিশ্বদেবগণও অনন্ত—শ্রুতিতে আছে 'বিশ্বদেবগণ মনে একীভূত হন'। মনের বৃত্তি সমূহ অনন্ত সুতরাং মনে একীভূত বিশ্বদেবগণও অনন্ত—শ। দেব অর্থ ইন্দ্রিয়, বিশ্বদেবগণ অর্থ সকল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গণ অনন্ত। তাহারা মনের অধীন সুতরাং মনও অনন্ত—র।

(২৭) অনন্ত লোক—ভগবৎ-লোক—র।

[যাজ্ঞবল্ক্য] 'তিনটি'।

[অশ্বল]—সেই তিনটি কি কি ?

[যাজ্ঞবল্ক্য]—পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা, শস্যা[২৮]।

[অশ্বল]—"অধ্যাত্ম (শরীর সম্বন্ধে) তাহারা কি কি ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] —"প্রাণই পুরোঽনুবাক্যা, অপানই যাজ্যা, ব্যানই শস্যা।"[২৯]

[অশ্বল]—"ইহাদের দ্বারা [যজমান] কি জয় করেন ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] —পুরোঽনুবাক্যা দ্বারা পৃথিবী লোক, যাজ্যা দ্বারা অন্তরিক্ষ লোক, শস্যা দ্বারা দ্যুলোক [জয় করেন]।

ইহার পর অশ্বল বিরত হইলেন। ৩।১।১০

ইহা তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম (অশ্বল) ব্রাহ্মণ।

(২৮) ৩।১।৭ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২৯) পুরোঽনুবাক্যাতে প্রাণ-দৃষ্টি, যাজ্যাতে অপান-দৃষ্টি এবং শস্যাতে ব্যান-দৃষ্টি করিবে—র।

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় (আর্তভাগ) ব্রাহ্মণ

বদ্ধজীব ও মৃত্যুর পর অবস্থা

অনন্তর জারৎকারব আর্তভাগ ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কয়টি, অতিগ্রহ[১] কয়টি ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আটটি গ্রহ, আটটি অতিগ্রহ।"

[আর্তভাগ]—এই যে আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ, তাহারা কে কে ?" ৩।২।১

[যাজ্ঞবল্ক্য]—প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়,)ই একটি গ্রহ, সে অপান[২]রূপ অতি-গ্রহ দ্বারা 'গৃহীত' (বশীকৃত), কারণ অপান দ্বারাই (লোকে) গন্ধ আঘ্রাণ করে। ৩।২।২

বাক্ (বাগিন্দ্রিয় ,)ই একটি গ্রহ; ইহা নাম[৩]-রূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত, কারণ বাক্ (ইন্দ্রিয়) দ্বারাই [লোকে] নাম উচ্চারণ করে। ৩।২।৩

জিহ্বাই একটি গ্রহ। ইহার রসরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত, কারণ জিহ্বা দ্বারাই [লোকে] রস সমূহকে জানে (আস্বাদন করে)। ৩।২।৪

চক্ষুই একটি গ্রহ, ইহা 'রূপ' নাম অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত, কারণ চক্ষু দ্বারাই [লোকে] রূপদর্শন করে। ৩।২।৫

শ্রোত্রই একটি গ্রহ, ইহা 'শব্দ' রূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত, কারণ শ্রোত্র দ্বারাই [লোকে] শ্রবণ করে। ৩।২।৬

মনই একটি গ্রহ, ইহা 'কাম' রূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত, কারণ মন দ্বারা [লোকে] কাম্য কামনা করে। ৩।২।৭

হস্তদ্বয়ই একটি গ্রহ, তাহারা কর্মরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত কারণ হস্ত দ্বারাই [লোকে] কর্ম করে। ৩।২।৮

(১) গ্রহ ও অতিগ্রহ—ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়—র।
(২) অপান—নাসিকা দ্বারা বাহির হইতে অন্তরে গৃহীত বায়ু—র।
(৩) নাম—বক্তব্য বিষয়—শ।

ত্বক্ই একটি গ্রহ। ইহা স্পর্শরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত কারণ ত্বক্ দ্বারাই [লোকে] স্পর্শ করে।

ইহারা আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ। ৩।২।৯

[আর্তভাগ] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন মৃত্যুর অন্ন[৪], সেই দেবতা কে, মৃত্যু যাঁহার অন্ন ?"[৫]

[যাজ্ঞ বল্ক্য]—"অগ্নিই মৃত্যু: তিনিই আবার জলের অন্ন[৬]।"

যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন। ৩।২।১০

[আর্তভাগ] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই (ব্রহ্মবিদ্) পুরুষের মৃত্যু হয় তাঁহার প্রাণ(ইন্দ্রিয়)সমূহ উৎক্রান্ত হয় কি হয় না ?"

[যাজ্ঞ বল্ক্য]—"হয় না ; [তাহারা] এখানেই[৭] একতা প্রাপ্ত হয়[৮], তখন তাহা (এই দেহ) স্ফীত হয়, বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয় ; এবং মৃত [দেহ] শয়িত (পড়িয়া) থাকে।" ৩।২।১১

[আর্তভাগ] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই পুরুষের মৃত্যু হয়: তখন কি ইহাকে ত্যাগ করে না ?"

(৪) ভাবার্থ—সমস্তই মৃত্যুর অন্ন। যেমন সকলেরই জন্ম হয়, সেইরূপই তাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হয়—রা।

(৫) তুলনীয়—মৃত্যুও যাঁহার (ভোজনের) উপকরণ—ক, উ, ১।২।২৫ ব্রহ্ম।

(৬) শংকর ব্যাখ্যায় বলেন—যে মৃত্যু সকলকে সংহার করেন, তাহার মৃত্যু কি সম্ভব ? হ্যাঁ, আমরা দেখি অগ্নি সর্বদাহক ও সর্বসংহারক, কিন্তু অগ্নি জল দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং অগ্নি জলের অন্ন বা বিনাশও। সেইরূপে মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। সেই মৃত্যুর মৃত্যু দ্বারা গ্রহ (ইন্দ্রিয়) ও অতিগ্রহ (বিষয়) রূপ বন্ধন ছিন্ন হয়। (মৃত্যুর মৃত্যু=ব্রহ্ম)।

(৭) এখানে—আত্মাতে—র, পরমাত্মাতে—শ।

(৮) **শংকর** বলেন, ব্রহ্মবিদের যখন মৃত্যু হয় তখন বাগাদিগ্রহ (ইন্দ্রিয় সমূহ) ও অতিগ্রহ (বিষয়সমূহ), তরঙ্গ সমূহ যেমন সমূদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ পরমাত্মাতে বিলীন হয়। **রংগরামানুজ** বলেন 'তাহারা (জীব-) আত্মাতে সংযুক্ত—একীভূত হয়। **মধ্ব** বলেন যাহারা কেবল আত্মার উপাসনা করেন; তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম শেষ না হওয়ায় তাঁহারা দৈহিক কষ্ট ভোগ করেন, তাঁহাদের দেহ স্ফীত হয়। ইন্দ্রিয় সমূহ অধিদৈবত অগ্নি ইত্যাদিতে গমন করে।

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"নাম, কারণ নাম অনন্ত[৯], বিশ্বদেবগণও অনন্ত। [যিনি এরূপ জানেন] তিনি তাহা (সেই জ্ঞান) দ্বারা অনন্ত লোকই জয় করেন।" ৩।২।১২

[আর্তভাগ] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রে, শ্রোত্র দিক্সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে[১০], লোমসমূহ ওষধিতে, কেশসমূহ বনস্পতিতে, রক্ত ও রেত জলে রক্ষিত হয় (গমন করে), তখন সেই পুরুষ কোথায় থাকেন ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] "সৌম্য আর্তভাগ, তোমার হস্ত প্রদান কর, আমরা দুই জনেই ইহা জানিব। ইহা আমাদের দুইজনেরই [নির্ণেয়], 'সজনে' (জনসমাজে নির্ণেয়) নয়।"

তাঁহারা উভয়ে বাহিরে গমন করিয়া মন্ত্রণা (আলোচনা) করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কর্ম [-সম্বন্ধে]ই বলিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহা প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম[সম্বন্ধে]ই প্রশংসা করিয়াছিলেন।[১১]

পুণ্য কর্ম দ্বারা (মানুষ) পুণ্য[-বান্] হন, পাপ [কর্ম] দ্বারা পাপী হয়।

(৯) অপর সমস্তই বিলীন হয়। মৃত্যুর সহিত নাম বিলীন হয় না কারণ ইহা আকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, দেহের সহিত যুক্ত নয়—শ। দেহ বিনষ্ট হইলে নাম বিনষ্ট হয় না, যুধিষ্ঠিরাদি নাম এখনও বর্তমান—র।

(১০) আত্মা আকাশে—আত্মা অর্থ আত্মার অধিষ্ঠান হৃদয়াকাশ—শ ও র; আকাশ=মহাভূতাকাশ। মধ্ব বলেন, আত্মা অর্থ জীবে যে পরমাত্মা আছেন, অর্থাৎ অন্তর্যামী আত্মা, আকাশ অর্থ পরমাত্মা।

(১১) তাঁহারা দেহ-ইন্দ্রিয়াত্মক সংসারের হেতুভূত কর্মের কথা বলিয়াছিলেন এবং কর্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন—শ।

অতঃপর জরৎকারব আর্তভাগ বিরত হইলেন। ৩।২।১৩

ইহা তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

রাধাকৃষ্ণন বলেন—প্রশ্ন ছিল—মৃত্যুর পর এই পুরুষের কি হয়? কি অবলম্বন করিয়া ইহার জন্ম হয়? উত্তর হইল কর্মফল দ্বারাই পুনর্জন্ম হয়। বৌদ্ধমতেও মৃত্যুর পর (শরীরের) বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কারণে গমন করে। কর্মই নূতন সত্তার কারণ হয়। ঋ. বে. ১০।১৬।৩ মন্ত্রে কর্মবাদের বিষয় আছে।

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র মনে করেন যে তখন জনসমাজে কর্মবাদ প্রচলিত ছিল না—বলিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য আর্তভাগকে নির্জনে লইয়া গিয়া এই বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় (ভুজ্যু) ব্রাহ্মণ

পারিক্ষিতদের গতি

অনন্তর লাহ্যায়নি (লাহ্যের পুত্র) ভুজ্যু ইঁহাকে (যাজ্ঞবল্ক্যকে) প্রশ্ন করিলেন। [তিনি] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা ব্রহ্মচারী হইয়া মদ্রদেশ পর্যটন করিয়াছিলাম, সেই অবস্থায় কাপ্য পাতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহার কন্যা 'গন্ধর্বগৃহীতা' (গন্ধর্ব দ্বারা আবিষ্টা) ছিলেন। আমি তাঁহাকে (গন্ধর্বকে) প্রশ্ন করিয়াছিলাম "আপনি কে?" তিনি বলিলেন "আমি সুধন্বা আঙ্গিরস।" যখন তাঁহাকে লোকসমূহের শেষ সীমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) ''পারিক্ষিতগণ[১] কোথায় [গিয়া]ছিলেন? পারিক্ষিতগণ কোথায় [গিয়া]ছিলেন? যাজ্ঞবল্ক্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি পারিক্ষিতগণ কোথায় [গিয়া]ছিলেন?"[২] ৩।৩।১

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন "তিনি (গন্ধর্ব) নিশ্চয়ই বলিয়াছিলেন 'যেখানে অশ্বমেধ-যজ্ঞকারীরা গমন করেন, তাঁহারা সেখানেই গমন করিয়াছেন'।" [ভুজ্যু]—"অশ্বমেধ যজ্ঞকারীরা কোথায় গমন করেন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—''[সূর্য-]দেব রথের দৈনিক গতি যতদূর (অর্থাৎ যে পরিমাণ স্থান ব্যাপ্ত করে), এই লোক তাহার বত্রিশগুণ। পৃথিবী তাহার (এই লোকের) চতুর্দিকে তাহার দ্বিগুণ স্থান পরিবেষ্টন করে*। সমুদ্র পৃথিবীর

(১) পারিক্ষিতগণ—পরিতো দুরিতং ক্ষীয়তে যেন পরিক্ষিৎ=অশ্বমেধ। পারিক্ষিতগণ—অশ্বমেধ-যজ্ঞকারিগণ—আ। অথবা পরিক্ষিতের বংশধরগণ যাহারা সর্বদা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। সুতরাং অর্থ অশ্বমেধযজ্ঞকারীরা।

(২) ভাবটি এই—গন্ধর্ব দেবযোনি, সুতরাং তাঁহার বাক্য অভ্রান্ত, যদি যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর গন্ধর্বের উত্তরের সহিত এক না হয়, তবে যজ্ঞবল্ক্যের মত ভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে—শ।

চতুর্দিকে [তাহার] দ্বিগুণ-স্থান পরিবেষ্টন করে। ক্ষুরের ধার বা মক্ষিকার পক্ষ যেরূপ সূক্ষ্ম সেই পরিমাণ আকাশ (অবকাশ বা ফাঁক) ইহাদের (উল্লিখিত লোক এবং পৃথিবীর) মধ্যে আছে।

ইন্দ্র (যজ্ঞাগ্নি) পক্ষী হইয়া [এই আকাশে] তাঁহাদিগকে (পারিক্ষিত-গণকে) [বহন করিয়া] বায়ুর নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। বায়ু তাঁহাদিগকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া, সেখানে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন, যেখানে অশ্বমেধ-যজ্ঞকারীরা থাকেন।"

এই রূপেই তিনি বায়ুকেই প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বায়ুই ব্যষ্টি (individual), বায়ুই সমষ্টি (totality of individuals)। যিনি এরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন।

ইহার পর ভুজ্যু লাহ্যায়নি বিরত হইলেন।* ৩।৩।২

ইহা তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ

(৩) পণ্ডিত দুর্গাচরণ বলেন—সূর্য যে পরিমাণ স্থান এক দিনে পরিভ্রমণ করেন; তাহার বত্রিশগুণ স্থান তাঁহার কিরণে উদ্ভাসিত হয়। চন্দ্রকিরণও (অনুরূপ স্থান) আলোকিত হয়। এই সমস্তটা স্থানের নাম পৃথিবী, পৃথিবীর প্রান্তবর্ত্তী পর্বতটির যে অংশ সৌর কিরণে উদ্ভাসিত হয়; তাহার নাম লোক; আর যে অংশে সূর্যকিরণ আদৌ পড়ে না সেই অংশের নাম অলোক। পৃথিবী ঐ লোক নামক অংশের বত্রিশ গুণ বড়।

এই সমস্ত তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর বর্ণিত। ইহা ব্রহ্মবিদ্যা বা প্রকৃত উপনিষদের অংশ নহে।

(৪) শংকর বলেন আধ্যাত্মিকার তাৎপর্য এইরূপ—বায়ু স্থাবর জংগম সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং বাহিরেরও (স্থিতি সাধন করে) সুতরাং জগতে অধ্যাত্ম, অধিভূত অধিদৈব ভাবে বিভিন্ন ব্যষ্টি (individual) আছে, তাহা বায়ুই; সেইরূপ যাহা সমষ্টি কেবল সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) তাহাও বায়ুই। যিনি বায়ুকে এইরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে জানেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন "বর্ত্তমান স্থলে বায়ু শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ। সমষ্টি লিঙ্গশরীর ইহার দেহ……ইহার অপর নাম, প্রথমজ, সূত্র, মৃত্যু ও সত্য। ইনি সমষ্টিরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং ব্যষ্টিরূপে প্রতি জীবে অন্তর্নিহিত আছেন।"

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ (উষস্ত) ব্রাহ্মণ

অনন্তর উষস্ত চাক্রায়ণ* (চক্রের পুত্র) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। [তিনি] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ[১] ব্রহ্ম, যিনি 'সর্বান্তর' আত্মা[২] তাঁহার বিষয় আমাকে ব্যাখ্যা করুন।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনার এই আত্মাই সর্বান্তর।"

[উষস্ত]—"যাজ্ঞবল্ক্য, কোনটি সর্বান্তর ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণন ক্রিয়া করেন, তিনি আপনার আত্মা [এবং তিনিই] 'সর্বান্তর'। যিনি অপান দ্বারা অপানন-ক্রিয়া করেন, তিনি আপনার আত্মা [এবং তিনিই] 'সর্বান্তর'। যিনি ব্যান দ্বারা ব্যান-ক্রিয়া করেন, তিনি আপনার আত্মা, [এবং তিনিই] 'সর্বান্তর'। যিনি উদান দ্বারা উদান-ক্রিয়া করেন, তিনি আপনার আত্মা [এবং তিনিই] 'সর্বান্তর'। ইনি আপনার আত্মা, [এবং ইনিই] 'সর্বান্তর'। ৩।৪।১

উষস্ত চাক্রায়ণ বলিলেন "যেমন [লোকে] বলে 'ঐ [প্রকার প্রাণী] গরু' 'ঐ [প্রকার প্রাণী] অশ্ব' আপনার উপদেশও সেইরূপ হইল। যিনিই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি আত্মা ও সর্বান্তর, তাহা আমাকে ব্যাখ্যা করুন।"

(১) অপরোক্ষ—সর্বদেশকাল-সন্নিহিত—র ; অগৌণ—শ ; directly perceived—রা। অন্যের সাহায্য ব্যতীত যাহাকে দেখা যায়—ম।

(২) সর্বান্তর আত্মা—সকলের অন্তরে যিনি অবস্থিত ; প্রথমে স্থূল দেহ, তাহার অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত লিঙ্গাত্মা (লিঙ্গ দেহ) (Subtle body—মা ; সূক্ষ্ম দেহ), তাহার অভ্যন্তরে তৃতীয় এই অন্তরাত্মা—শ। সর্বান্তর্যামী, অপরোক্ষ মুখ্য ব্রহ্ম—যিনি দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য—র। যিনি সকলের অন্তরে সর্বশক্তিমান্ রূপে আছেন, আত্মা অর্থ শাসক, নিয়ন্তা—ম।

---

* ছা. উ. ১।১১তে উষস্তি চাক্রায়ণের কথা উল্লেখ আছে ; উভয়েই এক ব্যক্তি হইতে পারেন।

[যাজ্ঞবল্ক্য] "ইনি আপনার আত্মা, [ইনিই] 'সর্বান্তর'।"

[উষস্ত]—"যাজ্ঞবল্ক্য কোনটি সর্বান্তর ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"দৃষ্টির দ্রষ্টাকে[৩] আপনি দর্শন করিতে পারেন না। শ্রুতির [শ্রবণের] শ্রোতাকে আপনি শ্রবণ করিতে পারেন না। মতির (মননের) মন্তাকে (মননকারীকে) আপনি মনন করিতে পারেন

(৩) দৃষ্টির দ্রষ্টা ইত্যাদি—দৃষ্টির দ্রষ্টা—দৃষ্টির কর্ত্তা, দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের কর্তা—জীব ; জীব দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য নন।—র।

আত্মা হইতেছে দৃষ্টির দ্রষ্টা—প্রকাশক (witness of vision—মা ; seer of seeing—রা)। দৃষ্টি দুই প্রকার—লৌকিক ও পারমার্থিক। লৌকিক দৃষ্টি হইতেছে চক্ষুর দ্বারা মনের সাহায্যে দেখা। এই দেখা একটি কর্ম, ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। যাহা আত্মার নিত্য (পারমার্থিক) দৃষ্টি—যেমন অগ্নির উষ্ণত্ব এবং প্রকাশ-শক্তি—তাহা দ্রষ্টার (আত্মার) স্বরূপ বলিয়া তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। * * * লৌকিক দৃষ্টি—চক্ষুর দ্বারা রূপদর্শন—আত্মার পারমার্থিক আত্মদৃষ্টির সহিত সংসৃষ্ট এবং নিত্য দৃষ্টি দ্বারা ব্যাপ্ত। লৌকিক দৃষ্টি দ্বারা আকৃতি দেখা যায়, কিন্তু অন্তরস্থ আত্মা যাহা এই দৃষ্টিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে তাঁহাকে দেখা যায় না, অর্থাৎ যিনি স্বীয় নিত্যদৃষ্টি দ্বারা বা প্রকাশ দ্বারা লৌকিক দৃষ্টিকে প্রকাশ করেন, তাঁহাকে দেখা যায় না। লৌকিক দৃষ্টি চক্ষু দ্বারা রূপকে দর্শন করে, কিন্তু নিজের আত্মাকে—নিজের দ্রষ্টাকে—দেখিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না। সেইরূপ যিনি শ্রুতির শ্রোতা—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের প্রকাশক, তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না। এইরূপ মতির মন্তাকে মনন করা যায় না, মতি বা মনন মনের বৃত্তিমাত্র। যিনি মন ও মননকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি মননকে প্রকাশ করেন, মন তাঁহাকে মনন করিতে পারে না। সেইরূপ বিজ্ঞাতির (knowledge—মা, understanding—রা) বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না। বিজ্ঞাতি বুদ্ধির বৃত্তিমাত্র (function of intellect—মা)। যিনি বুদ্ধিবৃত্তিকে এবং বিজ্ঞপ্তিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি বুদ্ধিবৃত্তির এবং বিজ্ঞপ্তির প্রকাশক, বুদ্ধিবৃত্তি বা বিজ্ঞপ্তি তাহাকে জানিতে পারে না ইহাই বস্তুর স্বভাব। বিজ্ঞান-স্বভাব আত্মাকে গবাদি পশুর ন্যায় দর্শন করা যায় না—শ।

না। বিজ্ঞাতির বিজ্ঞাতাকে আপনি জানিতে পারেন না।[৩] ইনি আপনার আত্মা, সর্বান্তর[৪]। ইহা ভিন্ন অন্য সকল আর্ত[৫]।"

তখন উষস্ত চাক্রায়ণ বিরত হইলেন। ৩।৪।২

ইহা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

(৪) রংগরামানুজ বলেন ইহার অর্থ—দর্শনাদির কর্তা জীব হইতে ভিন্ন 'দর্শনাদিকর্মভূত' সর্বান্তর আত্মা।

(৫) আর্ত—এই আত্মার অতিরিক্ত যাহা কিছু কার্যাত্মক দেহ বা করণাত্মক লিঙ্গশরীর তাহা সমস্তই আর্ত বা ধ্বংসশীল—শ। আর্ত—জীবজাত সকলেই দুঃখী—র।

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চম (কহোল) ব্রাহ্মণ

অনন্তর কহোল কৌষীতকেয় প্রশ্ন করিলেন। [তিনি] বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য", যিনি 'সর্বান্তর' আত্মা, তাঁহার বিষয় আমাকে ব্যাখ্যা করুন"[১]।

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনার এই আত্মাই 'সর্বান্তর'।"

[কহোল]—"যাজ্ঞবল্ক্য, কোনটি সর্বান্তর ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যিনি ক্ষুধা-পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন [তিনিই সর্বান্তর আত্মা]। ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে বিদিত হইয়া, পুত্র-কামনা, বিত্ত-কামনা, ও [স্বর্গাদি] লোক-কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। যাহাই পুত্রকামনা, তাহা বিত্ত-কামনা, যাহা বিত্ত-কামনা তাহাই লোক-কামনা, কারণ ইহারা উভয়েই কামনা। সেই জন্য ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডিত্য নিঃশেষ রূপে বিদিত হইয়া[২] বাল্যভাবে অবস্থান করেন[৩]। পাণ্ডিত্য ও বাল্যভাব

(১) উষস্তের জ্ঞাতব্য—এমন কোন আত্মা আছেন কি না যিনি বদ্ধ হন না? কহোলের জ্ঞাতব্য আত্মার পরমার্থ স্বরূপ কি ?"—গ। আকাশের যেমন কোন রূপ বা বর্ণ নাই, আত্মারও সেইরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক মোহ, বা জরা মৃত্যু নাই। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের ধর্ম। শোক অর্থ কাম (বাসনা অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু) প্রাপ্তির জন্য অভাবজনিত দুঃখ, তাহাই কামনার বীজ। মোহ—মিথ্যাপ্রত্যয়-জনিত ভ্রম, সকল অনর্থের মূল অবিদ্যা। শোক ও মোহ মনের ধর্ম। জরা ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম। সুতরাং বলা হইতেছে যে আত্মা শরীর প্রাণ ও মনের অতীতে—শ।

(২) নিঃশেষ রূপে জানিয়া—মূলে আছে 'পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য'—নির্বিদ্য=নিঃশেষ রূপে বিদিত হইয়া, আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়া—শ; সম্পূর্ণরূপে জানিয়া—গ; লাভ করিয়া—র—become disgusted—হি; পরিত্যাগ করিয়া—মহেশ চন্দ্র।

নিঃশেষ রূপে বিদিত হইয়া অতঃপর মুনি (মননশীল) [হন]। অমৌন ও মৌন নিঃশেষ রূপে বিদিত হইয়া অতঃপর ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ্) [হন]"
[কহোল] "কি প্রকারে সেই ব্রাহ্মণ হন ?"
[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যে প্রকারেই হউন না কেন, তিনি এই প্রকারেই (ব্রাহ্মণই) হইবেন। ইহা ভিন্ন অন্য সকলই আর্ত।"[৪]।
অতঃপর কৌষীতকেয় কহোল বিরত হইলেন। ৩।৫।১

ইহা তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ

(নির্বেদ অর্থ বৈরাগ্য, নির্বিণ্ণ, যে জ্ঞান বৈরাগ্য আনয়ন করে এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া, এইরূপ ভাব মনে হয়)।

(৩) মূলে আছে 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ'। আচার্য শংকর বৃ. উ. ভাষ্যে বাল্য অর্থ আত্মজ্ঞান রূপ বল দিয়াছেন। ব্র. সূ. ৩।৪।৫০ সূত্রের ভাষ্যে বাল্য শব্দের অর্থ বালকের ভাব; ভাবশুদ্ধি (সারল্য) দম্ভদর্পাদি-হীনতা দিয়াছেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ ও মোটামুটি শংকরের অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজের ভাষ্য অনুসরণ করিয়া রংগরামানুজ অর্থ করেন স্ব মাহাত্ম্য-অনাবিষ্কারজনিত বালস্বভাব। ডয়সন ও হিউম-ও এই অর্থ নিয়াছেন। মোক্ষমুলার শংকরের বৃ. উ. ভাষ্যের অর্থ সঙ্গত মনে করেন। তিনি মনে করেন বাল্যভাব খৃষ্টানী ভাব, ভারতীয় ভাব নয়।

(৪) মূলে আছে "স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব"। শংকর মতে অর্থ ও ব্যাখ্যা এইরূপ—সেই ব্রাহ্মণ কি প্রকার (অর্থাৎ কি প্রকার আচার-বিশিষ্ট) হন ? তিনি যে প্রকার (আচার-বিশিষ্ট) হন, সেই প্রকারই তিনি থাকেন।

রংগরামানুজ অর্থ করেন উক্ত উপায় ভিন্ন অন্য উপায় দ্বারা কি ব্রহ্মবিদ্ হন ? এই প্রশ্ন। ইহার উত্তর—যে প্রকারেই ব্রহ্মবিদ্ হোন, তাহা এই প্রকারেই হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—ষষ্ঠ (গার্গী) ব্রাহ্মণ

ব্রহ্ম জগৎস্থিতির কারণ

অনন্তর গার্গী বাচক্নবী (বাচক্নুর কন্যা) প্রশ্ন করিলেন। [তিনি] বলিলেন—"যদি এই সমস্ত জলে ওত-প্রোত[১], তখন জল কাহাতে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] "গার্গি, বায়ুতে।"

[গার্গী]—"বায়ু কাহাতে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"গার্গি, অন্তরীক্ষলোকসমূহে।"

[গার্গী]—"অন্তরীক্ষলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] "গার্গি, গন্ধর্বলোক সমূহে।"

[গার্গী]—"গন্ধর্বলোক সমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য—"গার্গি, আদিত্য-লোকসমূহে।"

[গার্গী]—আদিত্যলোক সমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"গার্গি, চন্দ্রলোক সমূহে।"

[গার্গী]—"চন্দ্রলোক সমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"গার্গি, নক্ষত্রলোক সমূহে।"

[গার্গী]—"নক্ষত্রলোক সমূহে কাহাতে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"গার্গি, দেবলোক সমূহে।"

[গার্গী]—"দেবলোক কাঁহাকে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"গার্গি ইন্দ্রলোক সমূহে।"

(১) ওত প্রোত—(মূলে ও এই শব্দই অনুস্বার যুক্ত আছে) ওত—'দীর্ঘ পট-তন্তুবৎ'—শ ও র (অর্থাৎ বস্ত্রে দীর্ঘ ভাবে প্রসারিত সূত্রের ন্যায়— চল্‌তি ভাষায় যাহাকে 'টানা' বলে)। প্রোত—'তির্যক্ তন্তুবৎ'—শ ও র (অর্থাৎ প্রস্থভাবে প্রসারিত সূত্রের ন্যায়, চল্‌তি ভাষায় ইহাকে পোড়েন বলা হয়), **woven like warp and woof**—রা। ওতপ্রোত অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত—শ।

[গার্গী]—"ইন্দ্রলোক সমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য]—"গার্গি, প্রজাপতিলোক সমূহে।"

[গার্গী]—"প্রজাপতিলোক সমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"গার্গি, ব্রহ্মলোক সমূহে।"

[গার্গী]—"ব্রহ্মলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?"

যাজ্ঞবল্ক্য—"গার্গি, অতিপ্রশ্ন করিবেন না। আপনার মস্তক যেন নিপতিত না হয়। যে দেবতা অতিপ্রশ্নের বিষয় হইতে পারেন না, আপনি (তাঁহারই বিষয়ে) অতিপ্রশ্ন করিতেছেন। গার্গি, অতিপ্রশ্ন করিবেন না[৩]।" অতঃপর গার্গী বিরত হইলেন। ৩।৬।১

ইহা তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

(২) অতিপ্রশ্ন—অনুচিত প্রশ্ন—দু। প্রশ্নবিষয়ে ন্যায়সঙ্গত পন্থা অতিক্রম করিয়া, আগম দ্বারা জ্ঞাতব্য দেবতা বিষয়ে অনুমানসাপেক্ষ প্রশ্ন—শ। ব্রহ্মলোককে অতিক্রম করিয়া তাহার উর্ধ্ব বিষয়ে প্রশ্ন—র। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিতে পারে, কিন্তু প্রশ্নেরও সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করা কর্তব্য নয়। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন—ম ; question too much—রা।

(৩) শংকর ব্যাখ্যা করেন—দেবতা (=ব্রহ্ম) বিষয়ক প্রশ্ন কেবল আগম বা শাস্ত্র দ্বারা উত্তর দেওয়া যায়—অনুমান (reason) দ্বারা নয়। বাচক্নবীর প্রশ্ন আনুমানিক।

তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়—সপ্তম (অন্তর্যামী) ব্রাহ্মণ

উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

অনন্তর, উদ্দালক আরুণি[১] ইঁহাকে (যাজ্ঞবল্ক্যকে) প্রশ্ন করিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য, যজ্ঞ [শাস্ত্র] অধ্যয়ন করিবার সময়, আমি মদ্রদেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। তাহার ভার্যা 'গন্ধর্ব-গৃহীতা (আবিষ্টা)' ছিলেন। আমরা তাঁহাকে (গন্ধর্বকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'আপনি কে ?'

"তিনি বলিলেন '[আমি] কবন্ধ আথর্বণ'। তিনি (গন্ধর্ব) পতঞ্চল কাপ্য এবং যাজ্ঞিকগণকে বলিলেন 'কাপ্য, আপনি কি সেই সূত্রকে জানেন, যাঁহা দ্বারা এই লোক, পরলোক এবং সর্বভূত গ্রথিত রহিয়াছে ?' পতঞ্চল কাপ্য বলিলেন 'ভগবন্, আমি তাঁহাকে জানি না'। তিনি (গন্ধর্ব) পতঞ্চল কাপ্য ও যাজ্ঞিকগণকে বলিলেন 'কাপ্য, আপনি কি সেই অন্তর্যামীকে জানেন, যিনি অন্তরে থাকিয়া এই লোক, পরলোক এবং সর্বভূতকে নিয়মিত করেন ?' পতঞ্চল কাপ্য বলিলেন 'ভগবন্, আমি তাঁহাকে জানি না।'

[গন্ধর্ব] পতঞ্চল কাপ্যকে এবং যাজ্ঞিকগণকে বলিলেন 'কাপ্য, যিনি সেই সূত্রকে জানেন এবং সেই অন্তর্যামীকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্, ভূতবিদ্, তিনি আত্মবিদ্ এবং তিনি সর্ববিদ্'। [সেই গন্ধর্ব] তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন 'আমি তাঁহাকে জানি।'

"যাজ্ঞবল্ক্য, যদি আপনি সেই সূত্রকে এবং সেই অন্তর্যামীকে না জানিয়া 'ব্রহ্মগবা' লইয়া যান্ তবে আপনার শির নিপতিত হইবে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "সেই সূত্রকে এবং সেই অন্তর্যামীকে আমি জানি।"

(১) ছা. উ. পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে উদ্দালক আরুণির কথা আছে, এই উদ্দালক সেই উদ্দালকও হইতে পারেন।

[উদ্দালক]—"আমি জানি' 'আমি জানি' ইহা যে কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, যেরূপ জানেন, সেইরূপ বলুন।" ৩।৭।১

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র। গৌতম, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই[২] এই লোক, পরলোক, এবং সর্বভূত গ্রথিত রহিয়াছে। গৌতম, সেই জন্যই মৃত পুরুষ সম্বন্ধে [লোকে] বলে 'ইহার অঙ্গসমূহ 'বিস্রস্ত' হইয়াছে। গৌতম, বায়ু-[রূপ] সূত্র দ্বারাই [তাহারা] গ্রথিত রহিয়াছে।"

[উদ্দালক]—"যাজ্ঞবল্ক্য ইহা এইরূপই বটে। এখন অন্তর্যামী [-র বিষয়] বলুন।"[৩] ৩।৭।২

[যাজ্ঞবল্ক্য]*—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবীর অন্তরস্থ[৪], পৃথিবী[৫] যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরস্থ হইয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, অনন্ত।" ৩।৭।৩

(২) বায়ু দ্বারা সে সূক্ষ্ম সত্তাকে বুঝায় যাহা আকাশের ন্যায় পৃথিব্যাদিকে ধারণ করিয়া আছে, এবং যাহা জীবের কর্মফল ও সংস্কারের আশ্রয় ও সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের উপাদান এবং যাহা সমষ্টি-ব্যষ্টি-আত্মক—শ। ইনিই হিরণ্যগর্ভ—গ।

[এই সপ্তদশ অবয়ব সম্বন্ধে একটু মতদ্বৈধ আছে—শ্লোকে আছে পঞ্চপ্রাণ-দশেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিসমন্বিতম্—অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি লইয়া লিঙ্গশরীর হয়। কিন্তু আনন্দগিরি বলেন পঞ্চভূত, (১-৫), দশ ইন্দ্রিয় (৬-১৫), পঞ্চ বৃত্তিযুক্ত প্রাণ (১৬) এবং চতুর্বিধ বৃত্তি (মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত) যুক্ত অন্তঃকরণ (১৭) লইয়া লিঙ্গ শরীর হয়।]

(৩) ভাবার্থ—এই দুই মন্ত্রে বিশ্বাত্মা—যিনি শংকরের ভাষায়, ব্রহ্মলোকসমূহের অন্তরতম সূত্র-বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতকে তিনি গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। সর্বভূত যেন এই সূত্রাত্মা দ্বারা গ্রথিত। মানুষ যেন সজ্ঞান আত্মার সূত্রে গ্রথিত গুটিকা, ঠিক যেমন একটি পুতুলকে সূত্র দ্বারা নৃত্য করান হয়, সেইরূপ এই সূত্রাত্মা দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হয়—র।

(৪) মূলে আছে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ"। শংকর মতে অর্থ এইরূপ :—যিনি পৃথিবীতে আছেন, তিনি অন্তর্যামী। সকলেই তো পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে, তবে সকলেই কি অন্তর্যামী ? তাহাই নিরাকরণের জন্য বলা

* মূল মন্ত্র সমূহের জন্য পরিশিষ্ট ক (১৮) দ্রষ্টব্য।

যিনি জলে অবস্থিত এবং জলের (বাচনিক অনুবাদ—জল হইতে) অন্তরস্থ[৬], জল যাঁহাকে জানে না, জল যাঁহার শরীর, যিনি জলের অন্তরস্থ হইয়া জলকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।৪

যিনি অগ্নিতে অবস্থিত এবং অগ্নির অন্তরস্থ[৭], অগ্নি যাঁহাকে জানে না, যিনি অগ্নির অন্তরস্থ হইয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।৫

হইতেছে যে তিনি পৃথিবীর অন্তরস্থ। অনুবাদ শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। রংগরামানুজও অর্থ করেন পৃথিবীতে স্থিত, ও পৃথিবীর অন্তর্গত—পৃথিবীশরীরক, যিনি অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নিয়মিত করেন।

কিন্তু মধ্ব, হিউম ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র অন্য রূপ অর্থ করেন। অন্তর অর্থ 'অভ্যন্তরে' বা 'ভিন্ন' উভয়ই হইতে পারে। তাঁহারা 'ভিন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শংকর, পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ, এখানে পৃথিবী শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অন্তরস্থ অর্থ করিয়াছেন। তৃতীয় কণ্ডিকা হইতে ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকার মধ্যে এগারটির মধ্যে পঞ্চমী কি ষষ্ঠী বিভক্তি তাহা নিয়া মতদ্বৈত থাকিতে পারে, চতুর্থ কণ্ডিকায় অদ্ভ্যঃ, ষষ্ঠে অন্তরিক্ষাৎ, নবমে আদিত্যাৎ, দশমে দিগ্‌ভ্যঃ, একাদশে চন্দ্রতারকাৎ, দ্বাদশে আকাশাৎ, পঞ্চদশে ভূতেভ্যঃ ষোড়শে প্রাণাৎ, ঊনবিংশে শ্রোত্রাৎ এবং দ্বাবিংশ কণ্ডিকায় বিজ্ঞানাৎ যে পঞ্চমী তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম অন্তর শব্দ এই সকল কণ্ডিকায় একই অর্থে নিশ্চয় ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সর্বত্র পঞ্চমী বিভক্তি গ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া পণ্ডিত মহেশচন্দ্র মনে করেন। (অন্তর শব্দ দ্বিতীয় বার প্রত্যেক কণ্ডিকায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে—সেখানে অর্থ অন্তরস্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই)। পঞ্চমী বিভক্তি হইলে অন্তর অর্থ 'ভিন্ন' গ্রহণ করা সমীচীন মনে হয়। মধ্বও এই মতাবলম্বী। তবে আচার্য শংকর, রংগ-রামানুজ ও রাধাকৃষ্ণন একই মত হওয়ায় তাঁহাদের মতানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইল।

(৫) শংকর বলেন তৃতীয় কণ্ডিকা হইতে দ্বাবিংশ কণ্ডিকা পর্যন্ত পৃথিবী জল অগ্নি ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের বুঝাইতেছে।

(৬) মধ্ব, হিউম ও মহেশচন্দ্র মতে অনুবাদ হইবে 'জল হইতে ভিন্ন'।

(৭) অন্য অনুবাদ 'অগ্নি হইতে ভিন্ন'।

যিনি অন্তরীক্ষে অবস্থিত এবং অন্তরিক্ষের [বাচনিক অনুবাদ—অন্তরীক্ষ হইতে] অন্তরস্থ[৮], অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানেন না, অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরীক্ষের অন্তরস্থ হইয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।৬

যিনি বায়ুতে অবস্থিত এবং বায়ুর অন্তরস্থ[৯], বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি বায়ুর অন্তরস্থ হইয়া বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।৭

যিনি দ্যুলোকে অবস্থিত এবং দ্যুলোকের অন্তরস্থ[১০], যাঁহাকে দ্যুলোক জানে না, দ্যুলোক যাঁহার শরীর, যিনি দ্যুলোকের অন্তরস্থ হইয়া দ্যুলোককে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।৮

যিনি আদিত্যে অবস্থিত, এবং আদিত্যের [বা. অ. * আদিত্য হইতে] অন্তরস্থ[১১], যাঁহাকে আদিত্য জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তরস্থ হইয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।৯

যিনি দিক্‌সমূহে অবস্থিত এবং দিক্‌সমূহের (বা. অ. দিক্‌সমূহ হইতে) অন্তরস্থ[১২], দিক্‌সমূহ যাঁহাকে জানে না, দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর, যিনি দিক্‌সমূহের অন্তরস্থ হইয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।১০

যিনি চন্দ্রতারকাতে অবস্থিত এবং চন্দ্রতারকার [বা. অ. চন্দ্রতারকা হইতে] অন্তরস্থ[১৩] চন্দ্রতারকা, যাঁহাকে জানেন না, চন্দ্রতারকা যাঁহার

(৮) অথবা 'অন্তরীক্ষ হইতে ভিন্ন।'
(৯) অথবা 'বায়ু হইতে ভিন্ন'।
(১০) অথবা 'দ্যুলোক হইতে ভিন্ন'।
(১১) অথবা 'আদিত্য হইতে ভিন্ন'।
(১২) অথবা 'দিক্ সমূহ হইতে ভিন্ন'।
(১৩) অথবা 'চন্দ্র তারকা হইতে ভিন্ন'।

* এই মন্ত্রে এবং পরবর্তী কয়েকটি মন্ত্রে বাচনিক অনুবাদ শব্দের পরিবর্তে বা. অ. ব্যবহৃত হইয়াছে।

শরীর, যিনি চন্দ্রতারকার অন্তরস্থ হইয়া চন্দ্রতারকাকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।১১

যিনি আকাশে অবস্থিত, এবং আকাশের [বা. অ. আকাশ হইতে] অন্তরস্থ[১৪], আকাশ যাঁহাকে জানে না, যিনি আকাশের অন্তরস্থ হইয়া আকাশকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।১২

যিনি তমঃতে (অন্ধকারে) অবস্থিত এবং তমঃর অন্তরস্থ[১৫], তমঃ যাঁহাকে জানে না, তমঃ যাঁহার শরীর, যিনি তমঃর অন্তরস্থ হইয়া তমঃকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।১৩

যিনি তেজে অবস্থিত এবং তেজের অন্তরস্থ[১৬], তেজ যাঁহাকে জানেন না, তেজ যাঁহার শরীর, যিনি তেজের অন্তরস্থ হইয়া তেজকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত।

এই পর্যন্ত অধিদৈবত (দেবতা সম্বন্ধে) [বলা হইল]। অতঃপর অধিভূত (ভূত সম্বন্ধে) [বলা হইবে]। ৩।৭।১৪

* যিনি সর্বভূতে অবস্থিত এবং সর্বভূতের [বা. অ. সর্বভূত হইতে] অন্তরস্থ[১৭], যাঁহাকে সর্বভূত জানে না, সর্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি সর্বভূতের অন্তরস্থ হইয়া সর্বভূতকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। এই পর্যন্ত অধিভূত (ভূত সম্বন্ধে) [বলা হইল]। অতঃপর অধ্যাত্ম (শরীর বিষয়ে) [বলা হইল]। ৩।৭।১৫

যিনি প্রাণে অবস্থিত এবং প্রাণের অন্তরস্থ[১৮], যাঁহাকে প্রাণ জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণের অন্তরস্থ হইয়া প্রাণকে নিয়মিত করেন। ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।* ৩।৭।১৬

(১৪) অথবা 'আকাশ হইতে ভিন্ন'।
(১৫) অথবা 'তমঃ হইতে ভিন্ন'।
(১৬) অথবা 'তেজ হইতে ভিন্ন'।
(১৭) অথবা 'সর্বভূত হইতে ভিন্ন'।
(১৮) অথবা 'প্রাণ হইতে ভিন্ন'।

* মূল মন্ত্রসমূহের জন্য পরিশিষ্ট ক (১৮) দ্রষ্টব্য।

যিনি বাকে অবস্থিত এবং বাকের অন্তরস্থ[১৯] যাঁহাকে বাক্ জানে না, বাক্ যাঁহার শরীর, যিনি বাকের অন্তরস্থ হইয়া বাক্‌কে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।১৭

যিনি চক্ষুতে অবস্থিত এবং চক্ষুর অন্তরস্থ[২০], চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুর অন্তরস্থ হইয়া চক্ষুকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত। ৩।৭।১৮

যিনি শ্রোত্রে অবস্থিত এবং শ্রোত্রের (বা. অ. শ্রোত্র হইতে) অন্তরস্থ[২১], শ্রোত্র যাঁহাকে জানে না, শ্রোত্র যাঁহার শরীর, যিনি শ্রোত্রের অন্তরস্থ হইয়া শ্রোত্রকে নিয়মিত করেন, তিনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।১৯

যিনি মনে অবস্থিত এবং মনের অন্তরস্থ [অথবা মন হইতে ভিন্ন], মন যাঁহাকে জানে না, মন যাঁহার শরীর, যিনি মনের অন্তরস্থ হইয়া মনকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।২০

যিনি ত্বকে অবস্থিত এবং ত্বকের অন্তরস্থ[২২], ত্বক্ যাঁহাকে জানে না, ত্বক্ যাঁহার শরীর, যিনি ত্বকের অন্তরস্থ হইয়া ত্বক্‌কে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।২১

যিনি বিজ্ঞানে[২৩] অবস্থিত এবং বিজ্ঞানের (বা. অ. বিজ্ঞান হইতে) অন্তরস্থ[২৪] বিজ্ঞান যাঁহার শরীর, তিনি বিজ্ঞানের অন্তরস্থ হইয়া বিজ্ঞানকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত। ৩।৭।২২

(১৯) অথবা 'বাক্ হইতে ভিন্ন'।

(২০) অথবা 'চক্ষু হইতে ভিন্ন'।

(২১) অথবা 'শ্রোত্র হইতে ভিন্ন'।

(২২) অথবা 'ত্বক্ হইতে ভিন্ন'।

(২৩) বিজ্ঞান—বুদ্ধি—শ; intellect or understanding—রা; জীবাত্মা—মাধ্যনন্দিন শাখায় অনুরূপ প্রকরণে 'বিজ্ঞান' স্থানে 'আত্মা' শব্দ আছে—র।

(২৪) অথবা 'বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন'।

যিনি রেতে (শুক্রতে) অবস্থিত এবং রেতের অন্তরস্থ[২৫], রেতঃ যাঁহাকে জানে না, রেতঃ যাঁহার শরীর, যিনি রেতের অন্তরস্থ হইয়া রেতকে নিয়মিত করেন, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত।

[ইনি] অদৃষ্ট হইয়াও [সর্ব-]দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও [সর্ব-] শ্রোতা, অমত (যাহা মননের বিষয় নয়) হইয়াও [সর্ব-] মননকর্তা, অবিজ্ঞাত হইয়াও [সর্ব-] বিজ্ঞাতা।[২৬]

তাঁহা (অন্তর্যামী) হইতে 'অন্য' (ভিন্ন) দ্রষ্টা নাই, তাঁহা হইতে অন্য শ্রোতা নাই, তাহা হইতে অন্য কোন মন্তা (মনন-কারী) নাই, তাহা হইতে অন্য কোন বিজ্ঞাতা নাই, ইনি আপনার আত্মা, অন্তর্যামী, ও অমৃত।[২৭] ইহা হইতে 'অন্য' (ভিন্ন) যাহা কিছু তাহা আর্ত।

ইহার পর উদ্দালক আরুণি বিরত হইলেন। ৩।৭।২৩

ইহা তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ

(২৫) অথবা 'রেত হইতে ভিন্ন'।

(২৬) ব্যাখ্যা—তিনি অদৃষ্ট, চাক্ষুষ দর্শনের বিষয় নহেন, কিন্তু নিজে স্বপ্রকাশ-রূপে চক্ষুতে বর্তমান বলিয়া সকলের দ্রষ্টা। তিনি অশ্রুত, কাহার ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন, সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত বলিয়া সকলের শ্রোতা। তিনি 'অমত', মন তাঁহার বিষয়ে সংকল্প করিতে পারে না, মনেতে তিনি নিত্য অধিষ্ঠিত বলিয়া তিনি সকলের মন্তা (মননকারী)। তিনি অবিজ্ঞাত, বাহ্য রূপরসাদির ন্যায় এবং অন্তরের সুখদুঃখাদির ন্যায় তিনি জ্ঞানের বিষয় নহেন, কিন্তু বিজ্ঞান-ক্ষেত্র বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকায় তিনি সকলের বিজ্ঞাতা—শ, দ্র।

(২৭) যিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই, যিনি অপরের অদৃষ্ট হইয়া দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়া শ্রোতা, অমত হইয়া মন্তা, অবিজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাতা, যিনি অমৃত ও সর্বসংসারধর্মবিবর্জিত হইয়াও সংসারীদের কর্ম ফলের বিভাগকর্তা, ইনিই তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্যামী ও অমৃত—শ।

তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় অষ্টম (অক্ষর) ব্রাহ্মণ

(গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য দ্বিতীয় সংবাদ)

অনন্তর বাচক্নবী [গার্গী] বলিলেন "ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ, আপনারা যদি অনুমতি দেন, তবে আমি ইঁহাকে (যাজ্ঞবল্ক্যকে) দুইটি প্রশ্ন করিব। যদি তিনি এই দুইটির (দুইটি প্রশ্নের) উত্তর দেন, তবে আপনারা ব্রহ্মবিষয়ে বিচারে ইঁহাকে জয় করিতে পারিবেন না।
[ব্রাহ্মণগণ বলিলেন] "গার্গি, প্রশ্ন করুন।" ৩।৮।১

তিনি (গার্গী) বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যেমন কাশী বা বিদেহ দেশের বীরপুত্র জ্যাবিমুক্ত ধনুতে জ্যাসংযুক্ত করিয়া শত্রুসন্তাপকারী দুইটি বাণ হস্তে লইয়া উপস্থিত হন, সেইরূপ আমি দুইটি প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনি তাহাদিগকে (তাহাদের উত্তর) বলুন।"
[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] "গার্গি, প্রশ্ন করুন।" ৩।৮।২

তিনি (গার্গী) বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী, যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এইরূপ বলা হয়, তাহা কাঁহাতে ওত প্রোত?" ৩।৮।৩

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "যাহা দ্যু-লোকের উর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী, যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এইরূপ বলা হয়, তাহা আকাশে[১] ওতপ্রোত।" ৩।৮।৪
তিনি (গার্গী) বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি আমাকে ইহা (একটি প্রশ্নের উত্তর) বলিয়াছেন, আপনাতে [আমার] নমস্কার হোক (অর্থাৎ আপনাকে নমস্কার), অপর(প্রশ্ন)টির জন্য প্রস্তুত হন।"
[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] "গার্গি, প্রশ্ন করুন।" ৩।৮।৫

---

(১) আকাশ—অর্থ অব্যাকৃত—শ ও র; মূল প্রকৃতি—ম।

তিনি (গার্গী) বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, পৃথিবীর নিম্নে, যাহা এই পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্তী, যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এইরূপ বলা হয়, তাহা কাঁহাতে ওতপ্রোত।"[২] ৩।৮।৬

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "গার্গি, যাহা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী, যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এইরূপ বলা হয়, তাহা আকাশেই ওতপ্রোত। ৩।৮।৭

[গার্গী বলিলেন] "কাঁহাতে এই আকাশ ওতপ্রোত?"

*তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "গার্গি, ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ্) গণ বলেন 'ইনি সেই অক্ষর'। (তিনি) স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহ (তরল) নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, [তিনি] অসঙ্গ (আসক্তিবিহীন), অরস, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অ-বাক্, অমনা (মন রহিত), অতেজস্ক, অপ্রাণ, অ-মুখ, অমাত্র (মাত্রারহিত), অন্তররহিত ও বাহ্য রহিত। তিনি কিছুই আহার করেন না, কেহই তাঁহাকে আহার করে না। ৩।৮।৮

**এই অক্ষরেরই প্রশাসনে, গার্গি, চন্দ্র সূর্য বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই অক্ষরেরই প্রশাসনে গার্গি, দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।[৬] এই অক্ষরেরই প্রশাসনে, গার্গি। নিমেষ,

(২) ৩।৮।৩ মন্ত্রে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, শংকর বলেন তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য এই প্রশ্ন দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসিত হইল।

(৩) লোহিত—অগ্নিগুণ সম্পন্ন—শ।

(৪) স্নেহ—জলগুণসম্পন্ন—শ।

(৫) অমাত্র—পরিমাণবিহীন—শ।

(৬) বিধৃত—বিশেষরূপে ধৃত—শ ও র ; stand in their respective position—রা। রাজার সুশাসনে যেমন রাজ্য অক্ষত ও নিয়মানুবর্তী থাকে, সেইরূপ এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র-সূর্য ও নির্দ্দিষ্ট দেশ কাল ও প্রয়োজন অনুসারে উদয় অস্ত দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি পাইতেছে—শ. দ্র.।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (১৯) দ্রষ্টব্য।

** মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২০) দ্রষ্টব্য।

মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই অক্ষরেরই প্রশাসনে, গার্গি, শ্বেত (হিমবান্) পর্বত হইতে কোন কোন নদী পূর্ববাহিনী হইয়া, কোন কোন নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া, যাহার যে দিক্ সেই অনুসারে প্রবাহিত হইতেছে। এই অক্ষরেরই প্রশাসনে, গার্গি, মনুষ্যগণ দানকারীদের প্রশংসা করেন, দেবগণ যজমানের এবং পিতৃগণ দর্বী (হোমের) অনুগত (হন)। ৩।৮।৯

*"গার্গি, যিনি এই অক্ষরকে না জানিয়া এই লোকে বহুসহস্র বৎসর হোম করেন, যজ্ঞ করেন, তপস্যা করেন, তাঁহার তাহা (কর্মসমূহ) অন্তবানই (বিনাশশীল) হয়। গার্গি, যিনি এই অক্ষরকে না জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি 'কৃপণ' (কৃপার পাত্র); আর যিনি এই অক্ষরকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ৩।৮।১০

* গার্গি, এই অক্ষর অদৃষ্ট [হইয়াও সকলের] দ্রষ্টা, অশ্রুত [হইয়াও সকলের] শ্রোতা, অমত [মনের অগোচর হইয়াও সকলের] মন্তা (মননকারী), অবিজ্ঞাত [হইয়াও সকলের] বিজ্ঞাতা[৭]। ইনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য শ্রোতা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কোন মন্তা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কোন বিজ্ঞাতা নাই। গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত (রহিয়াছে)।" ৩।৮।১১

(৭) ব্যাখ্যা—তিনি দৃষ্টির বিষয় নহেন, কিন্তু নিজে দৃষ্টি-স্বরূপ বলিয়া সকলের দ্রষ্টা। তিনি শ্রোতের বিষয় নহেন (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহাকে গ্রহণ বা শ্রবণ করিতে পারে না), কিন্তু শ্রোত্র-স্বরূপ বলিয়া সকল বিষয়ের শ্রোতা। সেইরূপ তিনি মননের বিষয় নহেন, মনের আগোচর; কিন্তু মননের স্বরূপ বলিয়া সকল বিষয়ের মনন-কারী। তিনি বুদ্ধির বিষয় নন; তাই তিনি অবিজ্ঞাত। তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া সকল বিষয়ের বিজ্ঞাতা—শ।

তৃতীয় অধ্যায়—অষ্টম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২১) দ্রষ্টব্য।

তিনি (গার্গী) বলিলেন "ভগবান্ ব্রাহ্মণ-গণ, যদি ইহাকে নমস্কার করিয়াই মুক্তিলাভ করেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করিবেন। ব্রহ্মবিষয় বিচারে আপনাদের মধ্যে ইহাকে জয় করিতে পারিবেন না।" ইহার পর বাচক্নবী বিরত হইলেন। ৩৮৷১২

ইহা তৃতীয় অধ্যায় অষ্টম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় নবম (শাকল্য) ব্রাহ্মণ

(যাজ্ঞবল্ক্য-শাকল্য সংবাদ, বহু দেবতা ও এক ব্রহ্ম)

অনন্তর বিদগ্ধ শাকল্য প্রশ্ন করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য দেবতা কতজন?" তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) নিবিদ্[1] দ্বারাই ইহারা উত্তর দিলেন। "বিশ্বদেব সম্বন্ধী নিবিদ্ মন্ত্রে যত দেবতা বলা হইয়াছে তত—তিনশত তিন ও তিনহাজার তিন।"

[শাকল্য] বলিলেন "ওম্[2] (হাঁ), দেবতা ঠিক কতজন[3]?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"তেত্রিশ"।

[শাকল্য] বলিলেন "ওম্, যাজ্ঞবল্ক্য দেবতা ঠিক কতজন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"ছয়জন?"

[শাকল্য] বলিলেন "ওম্, যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা ঠিক কতজন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"তিনজন।"

[শাকল্য] বলিলেন "ওম্, যাজ্ঞবল্ক্য দেবতা ঠিক কতজন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"দুইজন।"

[শাকল্য] বলিলেন "ওম্, যাজ্ঞবল্ক্য দেবতা ঠিক কয়জন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"দেড়জন।"

[শাকল্য] বলিলেন "ওম্, যাজ্ঞবল্ক্য দেবতা ঠিক কত জন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"একজন।"

[শাকল্য] বলিলেন "ওম্, সেই তিনশত তিন এবং তিন সহস্র তিন দেবতা কে কে?" ৩।৯।১

(১) নিবিদ্—দেবতা সংখ্যা-বাচক কতিপয় বেদমন্ত্র; তাহারা বিশ্বদেব গণের স্তুতির জন্য পঠিত হয়—শ।

(২) ওম্—তৈ. উ. ১।৮ মন্ত্র বলেন 'ওম্' অঙ্গীকার-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওম্ অর্থ 'হাঁ'—রবীন্দ্রনাথ।

(৩) শংকর বলেন 'পুনরুক্ত প্রশ্ন, সংকোচ বিষয়ক প্রশ্ন'।

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "দেবতা তেত্রিশ জনই, ইহারা (অন্যান্য দেবতারা) ইঁহাদেরই মহিমা[৪]।"

[শাকল্য]—"সেই তেত্রিশজন কে কে?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিশ (জন), ইন্দ্র এবং প্রজাপতি—এই তেত্রিশ [জন] ৩।৯।২

[শাকল্য]—"বসুগণ[৫] কাহারা?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ (দ্যুলোক) চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ—ইহারা বসুগণ। ইহাদের মধ্যে এই সমস্ত (জগৎ) নিহিত আছে বলিয়া, ইহারা বসু। ৩।৯।৩

[শাকল্য]—"রুদ্রগণ কাঁহারা?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"পুরুষে (মানব দেহে) দশ প্রাণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও একদশ (স্থানীয়) আত্মা (=মন —শ ও র, বুদ্ধি —ম); তাঁহারা যখন এই মর্ত্য শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, তখন [আত্মীয় স্বজনগণকে] রোদন করান। যেহেতু তাঁহারা রোদন করান, সেই জন্য তাঁহারা রুদ্র [নামে খ্যাত]।" ৩।৯।৪

[শাকল্য]—"আদিত্যগণ কাঁহারা?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সংবৎসরের এই দ্বাদশ মাসই আদিত্যগণ, কারণ ইহারা এই সমস্ত কে[৬] আদান করিয়া যান। যেহেতু তাঁহারা এই সমস্তকে আদান (গ্রহণ) করিয়া যান সেই জন্য তাঁহারা আদিত্য। ৩।৯।৫

(৪) মহিমা—বিভূতি—শ.; manifestions—রা। মহি (মহত্ত্ব) মা (মান) বলিয়া মহিমা অর্থ নিকৃষ্ট বা অধীন—ম।

(৫) বসুগণ—ইহারা প্রাণিগণের কর্মফলের আশ্রয়, তাহাদের নিবাস এবং তাহাদের দেহ-ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হইয়া, সমস্ত জগৎ ও প্রাণিসমূহকে বাস করাইতেছেন সেই জন্য ইহারা বসু—শ. ও আ। সমগ্র বিশ্ব ইহাদের মধ্যে বাস করে বলিয়া তাঁহারা বসু—ম।

(৬) এই সমস্তকে—আয়ু ও কর্মফলকে—শ; জীবনকে—র।

[শাকল্য]—"ইন্দ্র কে? প্রজাপতি কে?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"মেঘগর্জনই ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি।"

[শাকল্য]—"মেঘগর্জন কোনটি।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"অশনি"।[৭]

[শাকল্য]—"যজ্ঞ কে?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"পশুগণ।"[৮] ৩৷৯৷৬

[শাকল্য]—"ছয় (জন দেবতা) কাঁহারা?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ (দ্যুলোক), ইহারা ছয়জন, কারণ এই ছয় জনই এই সমস্ত[৯]।" ৩৷৯৷৭

[শাকল্য]—"সেই তিন দেবতা কাঁহারা?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—এই তিন লোকই[১০], কারণ ইহাদের মধ্যে ইহারা (পূর্বোক্ত ছয় দেবতা) [আছেন]।

[শাকল্য]—"দুইজন দেবতা কাঁহারা?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"অন্ন ও প্রাণ।"[১১]

(৭) অশনি—বজ্র, অর্থাৎ বল, বীর্য; যাহা প্রাণীদের সংহার করে, তিনি ইন্দ্র, ইহা ইন্দ্রের কর্ম—শ। অরি (শত্রু) অশন (বিনাশ) করে বলিয়া অশনি—শত্রুহন্তা—ম।

(৮) পশুগণ যজ্ঞ—কেন না পশুই যজ্ঞের সাধন—শ ও র। পশু ব্যতীত যজ্ঞ সম্পাদিত হইতে পারে না বলিয়া পশুগণকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে—শ।

(৯) এই সমস্ত—পূর্বোক্ত তেত্রিশ জন দেবতা—তাঁহারা এই ছয়টিরই অন্তর্ভুক্ত। বসু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা যাঁহাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাঁহারা এই ছয় জনের মধ্যে আছেন—শ।

(১০) পৃথিবী ও অগ্নিকে এক দেবতা, বায়ু ও অন্তরিক্ষকে এক দেবতা, এবং দ্যৌ (দ্যু লোক) ও আদিত্যকে এক দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তিন দেবতা হইয়াছে—শ। এই লোকত্রয় সকল দেবতার আশ্রয় বলিয়া তাহারা দেবতা—র।

(১১) অন্ন ও প্রাণ—পূর্বোক্ত সকল দেবতা এই দুই এই দেবতার অন্তর্গত—শ। =ব্রহ্মা এবং সূত্রাত্মা—ম।

[শাকল্য]—"দেড় জন দেবতা কে ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যিনি প্রবাহিত হন" (=বায়ু)। ৩।৯।৮

"এই বিষয়ে [কেহ কেহ] বলেন 'যখন ইনি (বায়ু) একক হইয়াই যেন প্রবাহিত হন, তখন তিনি কিরূপে অর্ধাধিক এক (দেড়) হইলেন ? যেহেতু ইহাতে এই সমস্ত (জগৎ) ঋদ্ধি (বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হয় (অধ্যার্ধ্নোৎ) এই জন্য ইনি 'অধ্যর্ধ'[১২] (অর্ধাধিক এক—দেড়)।

[শাকল্য]—সেই এক [জন] দেব কে ?

[যাজ্ঞবল্ক্য]—প্রাণ[১৩]। তিনি ব্রহ্ম। তাঁহাকে 'ত্যৎ'[১৪] বলা হয়। ৩।৯।৯

[শাকল্য][১৫]-"যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবীই যাঁহার আয়তন[১৬] অগ্নি যাহার লোক[১৭],

(১২) মূলে অধ্যার্ধ্নোৎ এবং অধ্যর্ধ শব্দ আছে। মধ্ব বলেন অধ্যার্ধ্নোৎ অর্থ সকলকে শক্তি বা মহিমাতে অতিক্রম করেন। অধ্যর্ধ—যিনি সকলকে মহিমাতে বা শক্তিতে অতিক্রম করেন অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ বা সূত্রাত্মা।

(১৩) প্রাণ=ব্রহ্ম, সকল দেবতা তাঁহারই মহিমা (বিভূতি)—র। প্রাণ তিনি ব্রহ্ম—সর্বদেবাত্মক মহদ্ ব্রহ্ম—তাঁহাকে ত্যৎ বলা হয়—শ। (স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন এখানে হিরণ্যগর্ভের কথা বলা হইয়াছে)। শংকর বলেন দেবতাগণ অন্তর্ভুক্ত হইতে হইতে এক প্রাণে পরিসমাপ্ত হইয়াছেন। এক প্রাণ, অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রাণ এক এবং অনন্ত; নামরূপ কর্ম, গুণ, শক্তি ভেদে এবং অধিকার ভেদে প্রভেদ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেবতা একই।

(১৪) ত্যৎ—পরোক্ষবোধক (যাহা প্রত্যক্ষ নয়)।

(১৫) শংকর বলেন ৩।৯।১০-১৭ মন্ত্রে প্রাণ ব্রহ্মের অষ্ট প্রকার বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে। রংগরামানুজ বলেন এই অষ্ট রূপে পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে।

(১৬) আয়তন—আশ্রয়—শ ; abode—রা ও মা ; আধার, শরীর—র।

(১৭) লোক—যাহা দ্বারা অবলোকন করা যায়—চক্ষু—শ ও র ; world—রা, the instrument of vision—মা ; বহিঃপ্রকাশ—ম। মন যাঁহার জ্যোতি—(মূলে আছে মনো জ্যোতিঃ)। মন রূপ জ্যোতি দ্বারা সংকল্প ও বিকল্পাদির বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন—শ ও র। জ্যোতি—light—রা ; অন্তঃপ্রকাশ—ম।

মন যাঁহার জ্যোতি[১৮], যিনি সকল আত্মার পরায়ণ[১৮], সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা (জ্ঞানী)।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সকল আত্মার পরায়ণ[১৮] সেই পুরুষকে—যাঁহার কথা আপনি বলিতেছেন—আমি জানি। যিনি এই 'শারীর পুরুষ'[১৯], ইনিই তিনি।* শাকল্য, আপনার বক্তব্য বলুন।"

[শাকল্য]—"তাহার দেবতা[২০] কে?"

[যাজ্ঞবল্ক]—"অমৃত।[২১]" ৩।৯।১০

[শাকল্য]—"যাজ্ঞবল্ক্য, কাম[২২] যাঁহার আয়তন, হৃদয়[২৩] যাঁহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি, যিনি সকল আত্মার পরায়ণ, সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা (জ্ঞানী)।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যাঁহার কথা আপনি বলিতেছেন, সকল আত্মার পরায়ণ

(১৮) (ক) আত্মা—জীবাত্মা—র। দেহ-ইন্দ্রিয়সমষ্টি—শ; Entire body and organs—রা; souls রা।

(খ) পরায়ণ—পরম আশ্রয়, পরমাত্মা—র; Ultimate support—রা; ultimate resort—মা।

(১৯) শারীর পুরুষ—জীবের অন্তর্যামী—র। শারীর—শরীর হইতে উৎপন্ন—পুরুষ, being who is indentified with body—মা; the person who is in the body—রা।

(২০) দেবতা—যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই তাহার দেবতা—শ। যাঁহার আশ্রয়ে বা সাহায্যে পুষ্টি বা বৃদ্ধি হয়, তাহাই তাহার দেবতা। ভুক্ত অন্নের পরিণতি ও রস দ্বারা দেহের পুষ্টি ও স্থিতি হইয়া থাকে, এই জন্য অন্নরস পুরুষের দেবতা—দু; সংজ্ঞা বিশিষ্ট—র; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ম।

(২১) অমৃত—অমৃত সংজ্ঞা দ্বারা পরমাত্মা রূপে তাঁহাকে ধ্যান করিবে—র; ভুক্ত অন্নের রস, যাহা দ্বারা মাতৃদেহস্থ ত্বক্, মাংস রুধির এবং পিতৃদেহস্থ অস্থি মজ্জা ও শুক্র উৎপন্ন হয়—শ; বায়ু—ম।

(২২) কাম—স্ত্রীসংসর্গাভিলাষ—শ।

(২৩) হৃদয়—বুদ্ধি—শ; heart—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২২) দ্রষ্টব্য।

সেই পুরুষকে আমি জানি। যিনি এই কামময়[২৪] পুরুষ ইনিই তিনি। শাকল্য, (আপনার প্রশ্ন) বলুন।"

[শাকল্য]—"ইহার দেবতা কে?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"স্ত্রীসমূহ।"[২৫] ৩৷৯৷১১

[শাকল্য]—"যাজ্ঞবল্ক্য, রূপ[২৬] যাঁহার আয়তন, চক্ষু [যাঁহার] লোক, মন [যাঁহার] জ্যোতি, যিনি সকল আত্মার আয়তন, যিনি সেই পুরুষকে জানেন তিনি বেদিতা।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যাঁহার কথা আপনি বলিতেছেন সকল আত্মার পরায়ণ সেই পুরুষকে আমি জানি।

আদিত্যে [অবস্থিত] যে পুরুষ[২৭] ইনিই তিনি। শাকল্য, [আপনার প্রশ্ন] বলুন।"

[শাকল্য]—"তাঁহার দেবতা কে?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সত্য।"[২৮] ৩৷৯৷১২

[শাকল্য]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আকাশ যাঁহার আশ্রয়, শ্রোত্র যাঁহার লোক,

(২৪) কামময়—কামশরীর—শ; made of desire—রা; কামের দেবতা প্রদ্যুম্ন—ম।

(২৫) স্ত্রীরূপে ধাতব্য (উপাস্য)—র। দেবতা, কারণ স্ত্রীই কাম উদ্দীপ্ত করে—শ। রমা, সরস্বতী ও উমা—তিন দেবতা—ম।

(২৬) রূপ—শুক্লকৃষ্ণাদি বর্ণ—শ; form—রা।

(২৭) আদিত্যে অবস্থিত পুরুষ—যত প্রকার রূপ আছে, আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ সেই সমুদয়ের বিশেষ কার্য (particular effect—মা)। সূর্য সকল বর্ণের প্রকাশক সুতরাং সকল বর্ণের পুঞ্জীভূত ফল—গ।

(২৮) সত্য=চক্ষু, কারণ দৈহিক চক্ষু দ্বারাই অধিদৈবত আদিত্য অভিব্যক্ত হন—শ। পুরুষসূক্তে আছে যে বিরাটের চক্ষু হইতে আদিত্য হইয়াছিলেন।—গ। মধ্ব বলেন সত্য অর্থ ব্রহ্মা। রংগরামানুজ ব্যাখ্যায় শ্রুতির এই বাক্যটি—'সেই যে সত্য, তিনি আদিত্য, এই যিনি আদিত্য-মণ্ডলে পুরুষ' উদ্ধৃত করিয়া বলেন এই ভাব প্রকাশিত হইতেছে।

মন [যাঁহার] জ্যোতি, যিনি সকল আত্মার পরায়ণ, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি বেদিতা (জ্ঞানী)।

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, সকল আত্মার পরায়ণ, সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে শ্রৌত ও প্রাতিশ্রুতক পুরুষ[২৯], ইনিই তিনি। "শাকল্য, [প্রশ্ন] বলুন।"

[শাকল্য]—"তাঁহার দেবতা কে?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"দিক্‌সমূহ।"[৩০] ৩।৯।১৩

[শাকল্য]—"যাজ্ঞবল্ক্য, তমঃ (অন্ধকার) যাহার আয়তন, হৃদয় যাহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি, যিনি সকল আত্মার পরায়ণ, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি বেদিতা (জ্ঞানী)।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন সকল আত্মার পরায়ণ সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে ছায়াময়[৩১] পুরুষ, ইনিই তিনি। শাকল্য, [আপনার প্রশ্ন] বলুন।"

[শাকল্য]—"ইহার দেবতা কে?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"মৃত্যু।" ৩।৯।১৪

[শাকল্য]—"যাজ্ঞবল্ক্য, রূপ[৩২] যাহার আয়তন, চক্ষু [যাঁহার] লোক, মন

(২৯) মূলে আছে শ্রৌত্রঃ ও প্রতিশ্রুতকঃ পুরুষঃ। এইরূপ শব্দ ২।৫।৬ কণ্ডিকায়ও আছে। সেখানে আলোচনা দ্রষ্টব্য। শ্রৌত্রঃ=যিনি শ্রোত্রে অনুভূত হন—র; শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকটিত পুরুষ—শ. ভু.; identified with the ear—মা। প্রাতিশ্রুৎকঃ=প্রত্যেক শ্রবণসময়ে যিনি বিশেষ রূপে ব্যক্ত হন—শ; identified with the time of hearing—মা; প্রতিধ্বনিবিশিষ্ট—র; in the echo—রা ও হি। রংগরামানুজ বলেন শ্রোত্রে অনুভূত পরমাত্মা প্রতিধ্বনি দ্বারা দ্রষ্টব্য।

(৩০) দিক্ সমূহ হইতে এই দেহস্থ পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে—শ।

(৩১) ছায়াময়—অজ্ঞানময়—শ। অধিদৈবত মৃত্যুর এই অজ্ঞানময় পুরুষ দৈহিক রূপ—আ।

(৩২) রূপ—৩।৯।১২ মন্ত্রে রূপ সাধারণ রূপ এখানে অর্থ বিশেষ রূপ—শ ও র; form—রা।

[যাঁহার] জ্যোতি, সকল আত্মার যিনি পরায়ণ, সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা।”

[যাজ্ঞবল্ক্য]—“আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন সকল আত্মার পরায়ণ সেই পুরুষকে আমি জানি। আদর্শে (দর্পণে) যে পুরুষ, ইনিই তিনি। শাকল্য, [আপনার প্রশ্ন] বলুন।”

[শাকল্য]—“তাঁহার দেবতা কে?”

[যাজ্ঞবল্ক্য]—বলিলেন “অসু (প্রাণ)”।[৩৩] ৩।৯।১৫

[শাকল্য]—“যাজ্ঞবল্ক্য, জল যাঁহার আশ্রয়, হৃদয় [যাঁহার] লোক, মন [যাঁহার] জ্যোতি, সকল আত্মার যিনি পরায়ণ, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি বেদিতা।”

[যাজ্ঞবল্ক্য]—“আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন সকল আত্মার পরায়ণ সেই পুরুষকে আমি জানি। জলে যে পুরুষ ইনিই তিনি। শাকল্য আপনার প্রশ্ন বলুন।”

[শাকল্য]—“ইহার দেবতা কে?”

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন “বরুণ।”[৩৪] ৩।৯।১৬

[শাকল্য] “যাজ্ঞবল্ক্য, রেত যাঁহার আয়তন,[৩৫] হৃদয় [যাঁহার] লোক, মন [যাঁহার] জ্যোতি, সকল আত্মার যিনি পরায়ণ, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা।”

[যাজ্ঞবল্ক্য]—“যাঁহার কথা আপনি বলিতেছেন, সকল আত্মার পরায়ণ সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে ‘পুত্রময়’[৩৬] পুরুষ ইনিই তিনি।

(৩৩) কারণ প্রাণের সাহায্যে প্রতিবিম্ব—পুরুষের অভিব্যক্ত হয়—শ। বলরূপী প্রাণের সহায়তায় ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণ নির্মল হইলেই তাহাতে প্রতিবিম্ব পতিত হয়—আ।

(৩৪) বরুণ—rain (বৃষ্টি)—রা ও মা। যে জল দ্বারা আমাদের দেহ প্রস্তুত হয়, বরুণই সেই জলকে বাপী প্রভৃতিতে আনয়ন করেন—শ।

(৩৫) রেত যাহার আয়তন—রেত বীজে (পুত্র রূপে) যিনি আছেন—শ।

(৩৬) পুত্রময়—পিতা হইতে জাত অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—শ।

শাকল্য, [আপনার প্রশ্ন] বলুন।"

[শাকল্য]—"ইহার দেবতা কে?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন "প্রজাপতি।৩৭" ৩।৯।১৭

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "শাকল্য, আপনাকে কি এই ব্রাহ্মণগণ [জ্বলন্ত] অঙ্গার অপসারণের যন্ত্র৩৮ (সাঁড়াশী) করিয়াছেন?" ৩।৯।১৮

শাকল্য—বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কিরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন যে কুরু পাঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিতেছেন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"(অধিষ্ঠাত্রী) দেবতা এবং প্রতিষ্ঠা সহ দিক্ সমূহকে জানি।"

[শাকল্য]—"যখন আপনি দেবতা ও প্রতিষ্ঠা সহ দিক্ সমূহকে জানেন— ৩।৯।১৯

[তবে বলুন] এই পূর্ব দিকে কোন দেবতা আছেন?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আদিত্য দেবতা।"

[শাকল্য]—"সেই আদিত্য কাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"চক্ষুতে।"

[শাকল্য]—"চক্ষু কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?"

(৩৭) পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া পিতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে—শ।

দ্রষ্টব্যঃ শংকর বলেন ৩।৯।১০-১৭ মন্ত্রে উপাসনার জন্য একই প্রাণরূপ সূত্রাত্মাকে আটটি বিভিন্ন দেবতা রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আবার বিভিন্ন দেবতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—লোক, পুরুষ ও দেবতা। উহারা সকলেই একই প্রাণের অভিব্যক্তি। আনন্দ গিরি বলেন লোক অর্থ সাধারণ রূপ, পুরুষ অর্থ বিশেষ রূপ (চেতন), দেবতা অর্থ কারণ।

রংগরামানুজ মতে পরমাত্মাকে এই আটরূপে ধ্যান বা উপাসনা করিবে।

(৩৮) জ্বলন্ত অঙ্গার অপসারণের জন্য সাঁড়াশী ব্যবহৃত হইলে, নিজের হস্ত দগ্ধ হয় না; কিন্তু সাঁড়াশী দগ্ধ হয়। ভাবটি এই যে ব্রাহ্মণগণ ভীত হইয়া শাকল্যকে যাজ্ঞবল্ক্য-রূপ অগ্নিতে ব্যবহার করিয়া ক্ষয় করিতেছে—শ।

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"রূপসমূহে, কারণ চক্ষু দ্বারাই [সকলে] রূপসমূহ দর্শন করে।"

[শাকল্য]—"রূপসমূহ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"হৃদয়ে[৩৮], কারণ হৃদয় দ্বারাই [সকলে] রূপ সমূহ জানে। হৃদয়েই রূপসমূহ প্রতিষ্ঠিত।"

[শাকল্য]—"যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এরূপই বটে।" ৩।৯।২০

[শাকল্য]—" এই দক্ষিণ দিকে কোন দেবতা আছে ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যম দেবতা।"

[শাকল্য]—"সেই যম কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যজ্ঞে।"[৩৯]

[শাকল্য]—"যজ্ঞ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"দক্ষিণাতে।"[৪০]

[শাকল্য]—"দক্ষিণা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"শ্রদ্ধাতে।[৪১] যখনই [লোক] শ্রদ্ধাবান্ হয় তখনই দক্ষিণা প্রদান করে। শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত।"

[শাকল্য]—"শ্রদ্ধা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"হৃদয়ে[৪২]। কারণ হৃদয় দ্বারাই [লোকে] শ্রদ্ধাকে

(৩৮) বুদ্ধি ও মন উভয়কে এক করিয়া হৃদয় দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে—শ। হৃদয়=অন্তঃকরণ (কারণ অন্তঃকরণ বাসনাত্মক—র। It refers to intellect and mind taken together—রা)।

(৩৯) যজ্ঞে—কারণ যজ্ঞ দ্বারাই যম (মৃত্যু)কে জয় করা যায়—শ।

(৪০) দক্ষিণাতে—ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা প্রদান করিয়াই, যজমান যজ্ঞফল লাভ করে—শ।

(৪১) শ্রদ্ধা—দানেচ্ছা ও ভক্তির সহিত আস্তিক্য বুদ্ধি—শ; লোকের শ্রদ্ধা হইলেই দক্ষিণা দেয়—শ; faith in the Vedas accompanied by devotion—রা।

(৪২) হৃদয়ে—heart—রা; শ্রদ্ধা হৃদয়ের বৃত্তি—শ।

জানে। হৃদয়েই শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত।''

[শাকল্য]—''যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।'' ৩৷৯৷২১

[শাকল্য] ''এই পশ্চিম দিকে কোন দেবতা আছেন?''

[যাজ্ঞবল্ক্য]—''বরুণ দেবতা।''

[শাকল্য]—''সেই বরুণ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?''

[যাজ্ঞবল্ক্য]—''জল সমূহে।''[৪৩]

[শাকল্য]—''জল কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?''

[যাজ্ঞবল্ক্য]—''রেতঃতে (শুক্রতে)?[৪৪]''

[শাকল্য]—''রেতঃ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত।''

[যাজ্ঞবল্ক্য]— 'হৃদয়ে।[৪৫] সেই জন্য পিতার প্রতিরূপ (অনুরূপ পুত্র) জাত হইলে, (লোকে) বলে হৃদয় হইতে যেন নিঃসৃত, হৃদয় হইতে যেন নির্মিত, হৃদয়েই এই রেতঃ প্রতিষ্ঠিত।''

[শাকল্য]—''যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।'' ৩৷৯৷২২

[শাকল্য]—''এই উত্তর দিকে কোন দেবতা আছেন?''

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সোম দেবতা।"[৪৬]

[শাকল্য]—"সেই সোম কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] "দীক্ষাতে।"[৪৭]

(৪৩) শ্রুতিতে (তৈঃ সং- ১৷৬৷৮৷১) আছে 'শ্রদ্ধাই জল' 'শ্রদ্ধা হইতেই বরুণকে সৃষ্টি করিলেন' সুতরাং বরুণ জলজাত—শ। বোধ হয় শ্রদ্ধার সহিত জল-জাতীয়, দুগ্ধ, ঘৃত, সোমরস প্রভৃতি, যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত বলিয়া 'শ্রদ্ধাই জল' এই বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৪৪) শ্রুতিতে (ঐ. উ. ১৷১৷৪) আছে "রেতঃ হইতে জল" উৎপন্ন হইল—শ। শুক্ররূপে পরিণত হওয়াই জলের শেষ পরিণাম—দ্র।

(৪৫) হৃদয়ে—রেতঃক্ষরণ হৃদয়েরই কার্য। কাম হৃদয়ের বৃত্তি, কামীর হৃদয় হইতে রেতঃ নিঃসৃত হয়—শ।

(৪৬) সোম দেবতা—সোমলতা ও চন্দ্রমা—শ।

(৪৭) দীক্ষাতে—["দীক্ষা অর্থ—যজ্ঞাদি নিয়ম গ্রহণ"—দ্র] যজমান দীক্ষা গ্রহণের পর সোম (লতা) ক্রয় করেন, সেই সোম দ্বারা যজ্ঞ করিয়া জ্ঞানবান্ [যজমান] সোমকে এবং তাঁহার অধিষ্ঠিত সৌম্য (উত্তর) দিক্‌কে প্রাপ্ত হন—শ।

[শাকল্য]—"দীক্ষা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সত্যে। সেই জন্য সেই জন্য [লোকে] দীক্ষিত [ব্যক্তি]কে বলে 'সত্য বলিবে।' সত্যেই দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত।"[৪৮]

[শাকল্য]—"সত্য কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"হৃদয়ে।[৪৯] [লোকে] হৃদয় দ্বারাই সত্যকে জানে। হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত।"

[শাকল্য]—"যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রূপই বটে।" ৩৷৯৷২৩

[শাকল্য]—"এই ধ্রুব (ঊর্ধ্ব) দিকে কোন দেবতা আছেন ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"অগ্নি দেবতা।"[৫০]

[শাকল্য]—"সেই অগ্নি দেবতা কাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"বাকে।"[৫১]

[শাকল্য]—"বাক্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"হৃদয়ে।"[৫২]

[শাকল্য]—"হৃদয় কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" ৩৷৯৷২৪

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "অহল্লিক[৫৩], যখন তুমি মনে কর যে ইহা (এই হৃদয়) আমাদিগ (আমাদের শরীর) হইতে অন্যত্র থাকিতে পারে, [তখন] যদি ইহা (হৃদয়) আমাদিগ (আমাদের শরীর) হইতে

(৪৮) অভিপ্রায় এই যে সত্য রূপ আশ্রয়ের অপচয়ে তদাশ্রিত অপচয় ঘটে—শ. দ্র., অর্থাৎ সত্য না বলিলে দীক্ষার ফল নষ্ট হয়, সত্য বলিলে দীক্ষার ফল প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(৪৯) হৃদয়ে—in heart—রা ও মা।

(৫০) ঊর্ধ্বদিক্ সর্বদাই প্রকাশাত্মক এবং অগ্নিও প্রকাশস্বরূপ—শ।

(৫১) "বাক্ হইতে অগ্নি"। ঐ. উ. ১৷১৷৪—অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন—ঐ. উ. ১৷২৷৪।

(৫২) হৃদয়—heart—রা ও মা।

(৫৩) অহল্লিক—অহনি লীয়তে—দিনে যে লীন হয়=প্রেত—আ। নির্ব্বোধ—ম।

অন্যত্র থাকিত, তবে কুকুরগণ নিশ্চয়ই ইহাকে আহার করিত অথবা পক্ষিগণ ইহাকে বিমথিত (ছিন্ন ভিন্ন) করিত।" ৩।৯।২৫

[শাকল্য]—"আপনি (আপনার দেহ) ও [আপনার] আত্মা (=হৃদয়) কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"প্রাণে।"[৫৪]

[শাকল্য]—"প্রাণ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"অপানে।"[৫৫]

[শাকল্য]—"অপান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"ব্যানে।"[৫৬]

[শাকল্য]—"ব্যান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?"

[যাজ্ঞবল্ক্য—"উদানে।"[৫৭]

[শাকল্য]—"উদান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সমানে।[৫৮]

ইনিই সেই আত্মা [যাঁহাকে] 'নেতি' 'নেতি'

(ইহা নয়, ইহা নয়—শ; এরূপ নয় এরূপ নয়—র) [বলিয়া

(৫৪) (প্রাণ অপান ইত্যাদির ব্যাখ্যার জন্য ১।৫।৩ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) দেহ ও আত্মা (হৃদয়) প্রাণে—প্রাণ বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—শ। জীব ও মন প্রাণের অধীন বলিয়া তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত—র।

(৫৫) অপানে—অপান বৃত্তি দ্বারা নিরুদ্ধ না হইলে প্রাণবৃত্তি পূর্বেই প্রয়াণ করিত (বহির্গত হইত)—শ।

(৫৬) ব্যানে—যদি মধ্যবর্তী ব্যানবৃত্তি দ্বারা নিরুদ্ধ না হইত, অপানবৃত্তি অধোদিকে এবং প্রাণবৃত্তি ও (মুখ ও নাসিকা দ্বারা) বাহির হইয়া যাইত—শ।

(৫৭) উদানে—যদি কীল (post) স্বরূপ উদান বৃত্তি দ্বারা প্রাণ, অপান ও ব্যান যদি নিবদ্ধ থাকিত তবে তাহারা চতুর্দিকে বিসৃত হইত—শ।

(৫৮) সমানে—উল্লিখিত চারিটি বৃত্তিই সমান বৃত্তিতে অবস্থান করিতেছে—শ।

ব্যাখ্যা—ইহাই বলা হইতেছে যে শরীর, হৃদয়, প্রাণবায়ুসমূহ, ইহারা পরস্পরে নির্ভরশীল, এবং তাহারা বিজ্ঞানময় আত্মার (জীবাত্মার) প্রয়োজন সাধন করিতেছে। আকাশ পর্যন্ত যাঁহাতে ওতপ্রোত যাঁহা দ্বারা সকল নিয়মিত সেই ব্রহ্মের কথা এখন বলা হইবে—শ।

উল্লেখ করা হইয়াছে] [ইনি] অগৃহ্য[৫৯] কারণ [ইহাকে] গ্রহণ করা যায় না। অশীর্য[৬০], কারণ [ইনি] শীর্ণ হন না। অসঙ্গ[৬১] কারণ [ইনি] আসক্ত হন না। অবদ্ধ[৬২] কারণ [ইনি] ব্যথিত হন না, হিংসিত হন না।

এই আটটি আয়তন, আটটি লোক, আটটি দেবতা এবং আটটি পুরুষ[৬৩] আছে। যিনি এই সকল পুরুষ সমূহ[৬৪]কে বিভক্ত করেন,[৬৫] এবং একীভূত করেন[৬৬] এবং অতিক্রম করেন, আমি সেই উপনিষৎ[৬৭] পুরুষ

(৫৯) অগৃহ্য—গ্রহণযোগ্য নহে, যেহেতু তিনি কার্য কারণের (cause & effect) অতীত। যে পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর, তাহাই গ্রহণযোগ্য। আত্মা সেরূপ নহে—শ। ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য—র।

(৬০) অশীর্য—শীর্ণ হইবার যোগ্য নহে; অবয়বশূন্য—র। যাহা শীর্ণ হয় না। যাহা মূর্ত অবয়ব দ্বারা বিরচিত, তাহাই শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আত্মা সেরূপ নয়—শ।

(৬১) অসঙ্গ—নির্লেপ, সেই জন্য তিনি পাপফল অনুভব করেন না—র। এক মূর্ত অন্য মূর্তের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে আসক্ত হয়। আত্মা তাহার বিপরীত—শ।

(৬২) অবদ্ধ—কর্মবন্ধন-শূন্য এবং সর্বদেহান্তর্বর্তী তিনি। সেই জন্য তিনি শোক করেন না, বা হিংসা করেন না—র। যাহা মূর্ত তাহাই বদ্ধ হয় আত্মা তদ্বিপরীত, সুতরাং অবদ্ধ—শ।

(৬৩) আটটি আয়তন—পৃথিবী, কাম, রূপ (বর্ণ), আকাশ, তমঃ, রূপ (আকার) জল ও রেতঃ। আটটি লোক—অগ্নি, হৃদয়, চক্ষু, শ্রোত্র, হৃদয়, চক্ষু, হৃদয়, ও হৃদয়। আটটি দেবতা—অমৃত, স্ত্রী, সত্য, দিক্ সমূহ, মৃত্যু, অসু (প্রাণ), বরুণ ও প্রজাপতি। আটটি পুরুষ—শারীর, কামময়, আদিত্যস্থ, শ্রোত্র-প্রতিধ্বনিস্থ, ছায়াময়, আদর্শস্থ, জলস্থ ও পুত্রময়—৩।৯।১০—১৭ মন্ত্রে বর্ণিত—শ।

(৬৪) পুরুষসমূহকে—এখানে পুরুষ শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত আয়তন, লোক, দেবতা ও পুরুষসমূহকে বুঝাইতেছে—শ।

(৬৫) আয়তন, লোক, দেবতা ও পুরুষ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করেন—র। লোকস্থিতির জন্য উক্ত চার প্রকারে (আয়তন, লোক, দেবতা ও পুরুষ) বিভক্ত আটটি রূপের বিভাগ করেন—শ।

(৬৬) একীভূত হয়—উপরোক্ত আট রূপকে চারিভাগে বিভক্তকে পুনরায় একীভূত করেন—র। প্রাচ্যাদি দিক্ সমূহ দ্বারা (অর্থাৎ দিক্ সমূহকে অবলম্বন করিয়া) একীভূত করেন—শ।

(৬৭) উপনিষৎ পুরুষ=উপনিষৎ দ্বারাই যিনি বিজ্ঞেয়, অন্য প্রমাণ দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না—শ. ও র।

বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি। আপনি যদি তাঁহার সম্বন্ধে আমাকে বলিতে না পারেন [তবে] আপনার শির নিপতিত হইবে।"
শাকল্য তাঁহাকে (উপনিষৎ পুরুষকে) জানিতেন না, [সেই জন্য] তাঁহার শির নিপতিত হইল। তস্কর গণ তাহার অস্থিসমূহকে অন্য কিছু (ধনরত্ন) মনে করিয়া অপহরণ করিল।৬৮ ৩৷৯৷২৬

অনন্তর [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন "ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে প্রশ্ন করুন, কিংবা আপনারা সকলেই আমাকে প্রশ্ন করুন। আপনাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমি প্রশ্ন করিতে পারি, অথবা আপনাদের সকলকেই প্রশ্ন করিতে পারি। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণগণ [প্রশ্ন করিতে বা গ্রহণ করিতে] সাহস করিলেন না। ৩৷৯৷২৭

[যাজ্ঞবল্ক্য] তাঁহাদিগকে (ব্রাহ্মণগণকে) এই শ্লোক সমূহ দ্বারা প্রশ্ন করিলেন—

(ক) [ইহা] সত্য [যে] বনস্পতি বৃক্ষ যেরূপ, পুরুষও (মানুষও) সেইরূপই। তাহার (মানুষের) লোমসমূহ [বৃক্ষের] পত্র, ইহার ত্বক্ [বৃক্ষের] বহির্বল্কল।
(খ) ইহার (পুরুষের) ত্বক্ হইতে রুধির নিঃসৃত হয়, [বৃক্ষের] ত্বক্ হইতে নির্যাস [নিঃসৃত হয়]। সেই জন্য আহত বৃক্ষ হইতে রসের ন্যায় আহত শরীর হইতে তাহা (রুধির) নির্গত হয়।
(গ) ইহার (পুরুষের) মাংস [বৃক্ষের] অন্তর্বল্কল, [পুরুষের] স্নায়ু, [বৃক্ষের] অভ্যন্তর বল্কল, তাহা স্থির (দৃঢ়)। [পুরুষের] অন্তরস্থ অস্থি সমূহ বৃক্ষের দারু, [পুরুষের] মজ্জা [বৃক্ষের] মজ্জার সহিত উপমা করা হয়।

(৬৮) উপদেশ এই—কেহ উপবাদী হইবে না—(অর্থাৎ সত্য নির্ণয় বা জ্ঞান লাভ উদ্দেশ্য না করিয়া ব্রহ্মবিদের সহিত তর্ক করিবে না)—ব্রহ্মবিদের অনুগত হইবে—শ।

(ঘ) বৃক্ষ যদি কর্তিত হয়, [তবে তাহা] মূল হইতে
পুনরায় নবতর রূপে উদ্ভূত হয়।
যদি মর্ত্য (মানুষ) মৃত্যু দ্বারা ছিন্ন হয়,
কোন মূল হইতে [সে] প্রাদুর্ভূত হয় ?

(ঙ) রেতঃ (শুক্র) হইতে [জাত হয়] এরূপ বলিবে না,
[কারণ] জীবিত (ব্যক্তি) হইতেই তাহা (শুক্র) প্রজাত হয়।
বৃক্ষ ও বীজসম্ভূত, মৃত্যুর পর (পুনরায়) শীঘ্র সম্ভূত হয়।

(চ) বৃক্ষকে যদি সমূলে উৎপাটিত করা হয়,
[তাহা হইলে] পুনরায় জন্মায় না।
[সেইরূপ] মর্ত্য (মানুষ) যদি মৃত্যু দ্বারা বিনষ্ট হয়
কোন মূল হইতে [পুনরায়] প্রাদুর্ভূত হইবে ?

(ছ) [৬৯] [মানুষ কি নিত্য-] জাতই (=সর্বদা জাত রূপে আছে) ?
না, [মৃত্যুর পর মানুষ] জাত হয়।

(৬৯) মূল মন্ত্রটি এই—জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণং তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদঃ ॥

প্রথম লাইনের বাচনিক অনুবাদ হয়—জাত হইলে পুনরায় জন্ম হয় না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ, রাধাকৃষ্ণন ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র এইরূপ অনুবাদই করিয়াছেন। মহেশচন্দ্র বলেন অর্থ দুর্বোধ্য, এবং বাচনিক অনুবাদেও অর্থ অস্পষ্টই থাকে। শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ উপরে দেওয়া হইল। তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ :—যদি তুমি মনে কর যে মানুষ সর্বদাই জাত, তবে তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কি আছে ? যিনি জন্মিবেন তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু জাত যে তাহার জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন হয় না। আমি উত্তরে বলি 'না, তাহা বলিতে পার না, জাত ব্যক্তির মৃত্যুর পর পুনরায় নিশ্চয়ই জন্ম হয়, তাহা না হইলে দুইটি দোষ হয় কৃতনাশ ও অকৃত-অভ্যাগম। কৃতনাশ অর্থ এই যে সকল কর্ম 'কৃত' (করা) হইয়াছে তাহার ফলের 'নাশ'—অর্থাৎ ফল না পাওয়া। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে ইহা অস্বীকার করা। অকৃত-অভ্যাগম অর্থ—যে কর্ম করা হয় নাই, তাহার ফল পাওয়া—সুখ বা দুঃখ ভোগ করা। মানুষ যদি মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ না করে, যদি প্রত্যেক জন্মই নূতন জন্ম হয়, তাহা হইলে জীব স্বকৃত কর্মের ফল—সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। কৃতের

ইহাকে কে পুনরায় জন্মাইতে পারেন ?
বিজ্ঞান-আনন্দ [স্বরূপ] ব্রহ্ম,
ধন দাতা, [ব্রহ্মে] অবস্থিত [ব্যক্তি]র এবং
ব্রহ্মবিদের পরম আশ্রয়। ৩।৯।২৮

ইহা তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ

নাশ হয়, যাহা অকৃত তাহার অভ্যাগম বা ফলপ্রাপ্তি হয়। জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিলে কর্মফল-বাদও অস্বীকার করিতে হয়।] রংগ রামানুজের মতও শংকরের মতানুযায়ী। তিনি বলেন যদি মৃতের পুনর্জন্ম না হয়, তবে কৃত-হানি অকৃত-অভ্যাগম হয়।

মধ্ব বলেন 'জাতঃ এব ন জায়তে', এই বাক্যটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। তিনি (নিত্য) জাতই এবং (পুনরায়) জাত হন না। শেষ 'কঃ স্বু এতং জনয়েৎ পুনঃ' বাক্যের অর্থ তাঁহার অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই অর্থাৎ অন্য কেহ ঈশ্বরকে জন্ম দিতে পারেন না। পুনঃ অর্থ পুনরায় নয়। যেমন 'এক এব হরির্বন্ধু পুনঃ অন্যঃ ন বিদ্যতে।"

তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম (ষড়াচার্য) ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ

[এক দিন] বৈদেহ জনক [রাজসভায়] আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য আগমন করিলেন। [জনক] তাঁহাকে বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন—পশুলাভের ইচ্ছায় [অথবা] সূক্ষ্মতত্ত্বের[১] [আলোচনার] জন্য?" তিনি বলিলেন "সম্রাট্, উভয়ের জন্যই।" ৪।১।১

"আপনাকে অন্য কেহ (অন্য কোন আচার্য) যাহাই বলিয়াছেন, তাহা অগ্রে শ্রবণ করি।"

[জনক]—"জিত্বা শৈলিনী আমাকে বলিয়াছিলেন 'বাক্ই ব্রহ্ম'[২]।

[যাজ্ঞবল্ক্য] "মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্য-বানের[৩] যেরূপ বলা উচিত, সেইরূপই শৈলিনী তাহা আপনাকে বলিয়াছেন, 'বাক্ই ব্রহ্ম'। যিনি [কথা] বলিতে পারেন না, তাঁহার কি আছে? [শৈলিনী] তাঁহার

(১) মূলে আছে অণ্বন্তান্=অণু+অন্তান্—সূক্ষ্ম বস্তু নির্ণয়ের জন্য প্রশ্ন সমূহ—শ। Subtle disputations—হি; subtle question—রা ও মা। অণু=সূক্ষ্ম, অন্ত=নিশ্চয়, সূক্ষ্ম বস্তুর—প্রত্যগাত্মাদির নিশ্চয় করিবার জন্য—র। অণু=ভগবান্, অন্তান্—সত্য নির্ণয়, ভগবদ্বিষয়ে সত্য নির্ণয়—ম।

(২) বাগ্দেবতাই ব্রহ্ম—শ।

(৩) মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্যবান্=যাঁহার মাতা শৈশবে সম্যক্রূপে শাসন এবং শিক্ষাদান করেন, তিনি মাতৃমান্; অতঃপর যাঁহার পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দান করেন তিনি পিতৃমান্ এবং উপনয়নের পর সমাবর্তন পর্যন্ত আচার্য যাঁহাকে শিক্ষা দেন, তিনি আচার্যবান্। এইরূপ শিক্ষা-প্রাপ্ত আচার্য প্রকৃত আচার্য। তিনি প্রামাণ্য হইতে ব্যাভিচার করেন না—শ। উপযুক্ত শিক্ষাদাতা মাতা পিতা ও আচার্য যাঁহার আছে—র।

(ব্রহ্মের) আয়তন এবং প্রতিষ্ঠা[৪] [সম্বন্ধে] বলিয়াছিলেন কি ?"

[জনক]—"আমাকে বলেন নাই।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সম্রাট্, ইহা (এই বাক্-ব্রহ্ম) এক পাদ মাত্র।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমাদিগকে বলুন।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"বাক্ই ব্রহ্মের আয়তন (শরীর)[৪ক], আকাশ [ইহার] প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)[৫]। ইহাকে 'প্রজ্ঞা'[৬] বলিয়া উপাসনা করিবে।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজ্ঞতা (প্রজ্ঞার প্রকৃতি) কি ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন "সম্রাট্, বাক্ই [প্রজ্ঞা]। সম্রাট্, বাক্ দ্বারাই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস (বর্তমানে অথর্ব বেদ), ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা[৭], উপনিষৎ সমূহ, শ্লোক সমূহ, সূত্র সমূহ, অনু-ব্যাখ্যানসমূহ, ব্যাখ্যান সমূহ, যজ্ঞ[৮], হোম[৯], অন্ন-পানীয়-দানর-ফল, ইহলোক, পরলোক এবং সর্বভূত জানা যায়। সম্রাট্ বাক্ই পরম

(৪) আয়তন ও প্রতিষ্ঠা—আয়তন=শরীর—শ ও র। প্রতিষ্ঠা=তিন (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) কালের আশ্রয়—শ ও র। মধ্ব বলেন—প্রতিষ্ঠা অর্থ 'প্রতিমা-রূপেণ সংস্থিতা', প্রতিমারূপে, যে রূপ আছে।

(৪ক) বাক্ই আয়তন—বাক্ দেবতা ব্রহ্মের শরীর—শ ও র। এখানে বাক্-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ব্রহ্মকে অধ্যাস করা হইয়াছে—র।

(৫) আকাশ=অব্যাকৃত—শ ও র ; অপঞ্চীকৃত—দ্বি। (অর্থাৎ পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—পঞ্চভূত রূপ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে)। অথবা পরম-ব্যোম—র।

(৬) প্রজ্ঞা—intelligence—মা ও রা, intuitive knowledge—রা। বাক্—logos, wisdom—রা। বিজ্ঞান হইতেছে বিবেচনা (discrimination), চিন্তা (thought)। বিজ্ঞান যৌক্তিক জ্ঞান। বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞা জনিত জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করে। প্রজ্ঞা হইতেছে সেই জ্ঞান (wisdom) যাহা আমাদিগের বাসনা ও দুঃখের বন্ধন ছিন্ন করে এবং আমাদিগকে মুক্ত করে—রা।

(৭) বিদ্যা—arts—রা ও মা ; science—হি।

(৮) মূলে আছে ইষ্ট—যাগের জন্য যে ধর্মলাভ হয়—শ ও র। যজ্ঞফল—রা ও মা।

(৯) মূলে আছে হুত—হোমের জন্য ধর্ম-লাভ—শ ও র।

ব্রহ্ম।[১০] যিনি এইরূপ জানিয়া, ইহাকে (বাক্-ব্রহ্মকে) উপাসনা করেন, বাক্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, সর্বভূত তাঁহার নিকট [উপহার সহ] উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবতাগণের নিকট গমন করেন।"

বৈদেহ জনক বলিলেন "হস্তিতুল্য বৃষ সহ এক সহস্র [গাভী] আপনাকে দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমার পিতা মনে করিতেন যে [শিষ্যকে] সম্যক্ শিক্ষা না দিয়া—[তাহার ধন] গ্রহণ করিবে না।" ৪।১।২

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনাকে অন্য কেহ যাহাই বলিয়াছেন, তাহা [অগ্রে] শ্রবণ করি।"

[জনক]—"উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমাকে বলিয়াছিলেন 'প্রাণই'[১১] ব্রহ্ম'"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্যবানের যেরূপ বলা উচিত, শৌল্বায়ন সেই রূপই বলিয়াছেন 'প্রাণই ব্রহ্ম'। যিনি প্রাণন ক্রিয়া করেন না, তাঁহার কি আছে? তিনি প্রাণের আয়তন (শরীর) ও প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন কি?"

[জনক]—"আমাকে বলেন নাই।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সম্রাট্ ইহা (এই প্রাণ-ব্রহ্ম) এক পাদ মাত্র।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাকে [এ বিষয়ে] বলুন।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"প্রাণই [ইহার] আয়তন, এবং আকাশ [ইহার] প্রতিষ্ঠা। প্রিয় বলিয়া ইহাকে উপাসনা করিবে।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয়তা কি?"

(১০) বাক্ দেবতাতে ব্রহ্মোপাসনা কর্তব্য—র। বাক্ ব্রহ্ম কারণ বিষ্ণু বাচকত্বের দাতা। সুতরাং বাক্ অর্থ জ্ঞানদাতা—ম।

(১১) প্রাণ—বায়ু দেবতাই ব্রহ্ম—শ; Vital breath=রা; vital force—মা; প্রাণই ব্রহ্ম কারণ তিনি সকলকে পরিচালনা করেন—ম।

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—"সম্রাট্, প্রাণই [প্রিয়]। সম্রাট্, প্রাণের কামনায়ই (love of life—রা) [মানুষ] যজ্ঞে অনধিকারীকে যজ্ঞ করায়, দানে অনধিকারীর দান ও গ্রহণ করে। সম্রাট্, প্রাণের কামনায়ই [মানুষ] যে দিকে যায় সেখানেই [প্রাণ] বধাশঙ্কা করে। সম্রাট্, প্রাণই পরম ব্রহ্ম[১২]। যিনি এইরূপ জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন, প্রাণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, সর্বভূত তাঁহার নিকট [উপহার সহ] উপস্থিত হয়। তিনি দেবতা হইয়া দেবতাদের নিকট গমন করেন।" বৈদেহ জনক বলিলেন "হস্তিতুল্য বৃষসহ সহস্র [গাভী] আপনাকে দান করিতেছি।"

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—"আমার পিতা মনে করিতেন, সম্যক্ শিক্ষা না দিয়া [শিষ্যের ধন] গ্রহণ করিবে না।" ৪।১।৩

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনাকে অন্য কেহ যাহাই বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিব।"

[জনক]—"বাকু বার্ষ্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন "চক্ষুই[১৩] ব্রহ্ম।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্যবানের যেরূপ বলা উচিত, বার্ষ্ণও সেইরূপই বলিয়াছেন 'চক্ষুই ব্রহ্ম'। কারণ যিনি দর্শন করেন না তাহার কি আছে? তিনি কি ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন?"

[জনক]—"তিনি [তাহা] আমাকে বলেন নাই।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সম্রাট্, ইহা (চক্ষু-ব্রহ্ম) এক পাদ মাত্র।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাকে বলুন।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"চক্ষুই [ইহার] আয়তন, আকাশ [ইহার] প্রতিষ্ঠা। ইহাকে সত্য বলিয়া উপাসনা করিবে।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য সত্যতা কি?"

(১২) প্রাণই পরম ব্রহ্ম—প্রাণ প্রিয় বলিয়া পরম ব্রহ্ম—র।

(১৩) চক্ষুই—চক্ষুতে অবস্থিত আদিত্য—শ। আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিল—ঐ. উ. ১।১।৪।

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন "চক্ষুই [সত্য]। সম্রাট্ চক্ষু দ্বারা দর্শনকারীকে [লোকে] বলে 'দেখিয়াছ কি?' তিনি বলেন '[হাঁ] দেখিয়াছি'। তাহা (এই বাক্য) সত্য [বলিয়া পরিগণিত] হইয়া থাকে।

"সম্রাট্, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম।' যিনি এরূপ জানিয়া ইঁহাকে উপাসনা করেন, চক্ষু ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, সর্বভূত ইঁহার নিকট [উপহার সহ] উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন।'

বৈদেহ জনক বলিলেন "আমি আপনাকে হস্তিতুল্য বৃষ সহ, সহস্র [গাভী] দান করিতেছি।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমার পিতা মনে করিতেন সম্যক্ শিক্ষা না দিয়া [শিষ্যের ধন] গ্রহণ করিবে না।" ৪।১।৪

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনাকে অন্য কেহ যাহাই বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করি।"

[জনক]—"গর্দভীবিপিত ভারদ্বাজ [আমাকে বলিয়াছিলেন] শ্রোত্রই[১৪] ব্রহ্ম।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্যবানের যেরূপ বলা উচিত, সেইরূপ ভারদ্বাজও তাহা বলিয়াছিলেন—'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'। যিনি শ্রবণ করেন না, তাঁহার কি আছে? তিনি কি তাঁহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছিলেন।"

[জনক]—"তিনি আমাকে বলেন নাই।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"ইহা (এই শ্রোত্র-ব্রহ্ম) এক পাদ মাত্র।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাকে [এ বিষয়ে] বলুন।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"শ্রোত্রই [ইঁহার] আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। 'অনন্ত' বলিয়া ইঁহাকে উপাসনা করিবে।

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ততা কি?"

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—"সম্রাট্ দিক্ সমূহই [শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনন্ততা]।

(১৪) শ্রোত্রে অবস্থিত দিক্ দেবতা—শ। দিক্সমূহ শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিল—ঐ. উ ১।১।৪।

সম্রাট্, সেই জন্য যে কোন দিকেই মানুষ গমন করে, সে তাহার অন্ত পায় না। সম্রাট্, দিক্ সমূহই অনন্ত। সম্রাট্, দিক্ সমূহই শ্রোত্র[১৫]। সম্রাট্ শ্রোত্রই পরম ব্রহ্ম। যিনি এরূপ জানিয়া ইঁহাকে উপাসনা করেন, তাহাকে শ্রোত্র পরিত্যাগ করেন না, সর্বভূত [উপহার সহ] তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। তিনি দেবতাগণের নিকট গমন করেন। বৈদেহ জনক বলিলেন "হস্তিতুল্য বৃষ সহ এক সহস্র [গাভী] আপনাকে দান করিতেছি।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমার পিতা মনে করিতেন যে সম্যক্ শিক্ষা না দিয়া [শিষ্যের ধন] গ্রহণ করিবে না। ৪।১।৫

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনাকে অন্য কেহ যাহাই বলিয়াছেন তাহা [অগ্রে] শ্রবণ করি।"

[জনক]—"সত্যকাম জাবাল আমাকে বলিয়াছিলেন 'মনই[১৬] ব্রহ্ম'।

[যাজ্ঞবল্ক্য]—মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্যবানের যেরূপ বলা উচিত, জাবাল তাহা সেইরূপ বলিয়াছিলেন 'মনই ব্রহ্ম'। যাহার মন নাই তাহার কি আছে ?

তিনি কি ইঁহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ?"

[জনক]—"তিনি [তাহা] আমাকে বলেন নাই।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সম্রাট্ ইহা (এই মন ব্রহ্ম) এক পাদ মাত্র।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাকে বলুন।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—মনই ইঁহার আয়তন, আকাশ [ইঁহার] প্রতিষ্ঠা। ইঁহাকে আনন্দ বলিয়া উপাসনা করিবে।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আনন্দতা কি ?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—সম্রাট্, মনই [আনন্দ]। সম্রাট্, মনের দ্বারাই [মানুষ] স্ত্রীকে প্রার্থনা করে। তাঁহাতে (সেই স্ত্রীতে) প্রতিরূপ

(১৫) সেইজন্য দিক্ সমূহের অনন্ততাই শ্রবণোন্দ্রিয়ের অনন্ততা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—শ।

(১৬) মনের দেবতা চন্দ্রমা—শ।

(=অনুরূপ) পুত্র জাত হয়। সে (সেই পুত্র)ই আনন্দ[১৭]। সম্রাট্ মনই পরম ব্রহ্ম। যিনি এরূপ জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সর্বভূত [উপহার লইয়া] তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন।

বৈদেহ জনক বলিলেন "আমি হস্তিতুল্য বৃষ সহ সহস্র [গাভী] আপনাকে দান করিতেছি।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমার পিতা মনে করিতেন যে সম্যক শিক্ষা না দিয়া [শিষ্যের দান] গ্রহণ করিবে না।" ৪।১।৬

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আপনাকে অন্য কেহ যাহাই বলিয়াছেন তাহা [অগ্রে] শ্রবণ করি।"

[জনক]—"বিদগ্ধ শাকল্য আমাকে বলিয়াছিলেন 'হৃদয়ই[১৮] ব্রহ্ম'।"

[যাজ্ঞবল্ক্য—"মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্যবানের যাহা বলা উচিত সেইরূপ শাকল্য তাহা বলিয়াছিলেন 'হৃদয়ই ব্রহ্ম'। যাহার হৃদয় নাই, তাঁহার কি আছে? তিনি কি তাঁহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন?"

[জনক]—"তিনি আমাকে [তাহা] বলেন নাই।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"সম্রাট্ ইহা (এই হৃদয়-ব্রহ্ম) এক পাদ মাত্র।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাকে [এ বিষয়ে] বলুন।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"হৃদয়ই [ইহার] আয়তন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহাকে 'স্থিতি' বলিয়া উপাসনা করিবে।"

[জনক]—" যাজ্ঞবল্ক্য, স্থিততা কি?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—বলিলেন, "সম্রাট্ হৃদয়ই [স্থিততা বা স্থিতি], সম্রাট্, হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন, সম্রাট্ হৃদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা। সম্রাট্ হৃদয়েই সর্বভূত প্রতিষ্ঠিত হয়[১৯]। সম্রাট্ হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম।"

(১৭) পুত্র আনন্দের হেতু বলিয়া মনের আনন্দত্ব—র।

(১৮) প্রজাপতি হৃদয়ের দেবতা—শ। হৃদয়—heart—রা।

(১৯) নামরূপ কর্মাত্মক ভূত সমূহ যে হৃদয়ে আশ্রিত এবং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত তাহা শাকল্য ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—শ।

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

যিনি এরূপ জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন, হৃদয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না, সর্বভূত তাঁহার নিকট [উপহার সহ] উপস্থিত হয়। [তিনি] দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন।

বৈদেহ জনক বলিলেন "হস্তিতুল্য বৃষ সহ সহস্র [গাভী] আমি আপনাকে দান করিতেছি।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমার পিতা মনে করিতেন সম্যক্ শিক্ষা না দিয়া [শিষ্যের দান] গ্রহণ করিবে না।" ৪।১।৭

ইহা চতুর্থ অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয় (কূর্চ) ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ (২)—আত্মা ও বিশ্ব

বৈদেহ জনক 'কূর্চ'[১] হইতে উত্থান করিয়া [যাজ্ঞবল্ক্যের] সমীপে গমন করিয়া বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার। [আপনি] আমাকে উপদেশ দিন।"

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "সম্রাট্, যেমন সুদীর্ঘ পথগমনে ইচ্ছুক [মানুষ] রথ বা নৌকা সংগ্রহ করে, সেইরূপ আপনি ও উপনিষৎ সমূহ দ্বারা সমাহিতাত্মা[২] হইয়াছেন। আপনি লোকপূজ্য, ধনবান্ ও অধীত-বেদ এবং [আচার্য দ্বারা] উপনিষৎ উপদিষ্ট হইয়াছেন; ইহা (এই দেহ) হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনি কোথায় গমন করিবেন?"

[জনক]—"ভগবন, যেখানে যাইব তাহা আমি জানি না।"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"যেখানে গমন করিবেন এখন তাহা আমি আপনাকে বলিব।"

[জনক]—"ভগবান্ বলুন।" ৪।২।১

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"দক্ষিণ অক্ষিতে এই যে পুরুষ ইহার নাম [ইন্ধ][৩]।

(১) কূর্চ—আসন-বিশেষ—শ ও র। A bundle of any thing, bundle of grass, etc. (used as seat)—ম. উ।

(২) সমাহিতাত্মা—উপনিষৎসংযোগে উপাসনা করিয়া অত্যন্ত সংযতাত্মা—শ। পরলোক সাধন যিনি সম্পন্ন করিয়াছেন—র। বেদ বা উপনিষৎ সম্বন্ধে আনুমানিক (theoretical) জ্ঞান যথেষ্ট নয় কারণ এইরূপ জ্ঞান দ্বারা আমাদের ভয় দূর হয় না। মোক্ষের জন্য আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞানের প্রয়োজন—শ।

(৩) ইন্ধ—'চক্ষুই ব্রহ্ম' (৪।১।৪) এই বাক্যে আদিত্যের অন্তর্গত যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে এবং যিনি সত্য নামে দক্ষিণ অক্ষিতে অবস্থিত, তিনিই ইন্ধ। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য—দীপ্তিগুণ-সম্পন্ন বলিয়া তাঁহাকে ইন্ধ বলা হয়—শ।

ইনি [ইন্ধ] হইলেও পরোক্ষেই [ইঁহাকে] ইন্দ্র[৩ক] বলা হয় ? কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়[৪] এবং প্রত্যক্ষদ্বেষী।" ৪।২।২

আর বাম অক্ষিতে এই 'পুরুষ-রূপ' [যিনি আছেন] ইনি ইঁহার (ইন্দ্রের) পত্নী বিরাট্[৫]। 'অন্তর্হৃদয়ে'[৬] এই যে আকাশ, ইহা তাঁহাদের মিলন স্থান। আর 'অন্তর্হৃদয়ে' এই যে লোহিত পিণ্ড, ইহা ইঁহাদের অন্ন। আর, অন্তর্হৃদয়ে এই যে জালের ন্যায় [বস্তু], ইহা ইঁহাদের আবরণ। আর হৃদয় হইতে এই যে নাড়ী ঊর্ধ্ব দিকে গমন করে, ইহা ইঁহাদের সঞ্চরণ-পথ। একটি কেশকে সহস্রধা বিভক্ত করিলে যেরূপ [সূক্ষ্ম] হয়, সেইরূপ ইহার এই হিতা নামক নাড়ী অন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা (অন্নের রস যখন) ক্ষরিত হয়, তখন ইহাদের (হিতা নাড়ী সমূহ) দ্বারাই প্রবাহিত হয়। সেই জন্য ইনি যেন এই শারীর আত্মা হইতে সূক্ষ্মতর অন্নভোজী[৭]। ৪।২।৩

(৩ক) ঐ. উ. ১।৩।১৪ মন্ত্রে আছে—পরমাত্মার নাম ইদন্দ্র হইলেও পরোক্ষে তাঁহাকে ইন্দ্র বলা হয়; দেবগণ যেন পরোক্ষপ্রিয়। শংকর বলেন ইন্দ্র বৈশ্বানর আত্মা। রাধাকৃষ্ণন বলেন ইন্ধ—আত্মা, পার্থিব আত্মার সহিত এক।

(৪) পরোক্ষ—indirect, প্রত্যক্ষ—direct—রা।

(৫) বিরাট্—দক্ষিণ অক্ষিতে স্থিত পুরুষকে ইন্দ্র বলা হইয়াছে, ইনিই বৈশ্বানর আত্মা। তিনি ভোক্তা। বাম চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ-রূপকে, ইন্দ্রের পত্নী—ভোগ্য-রূপাকে বিরাট্ বলা হইয়াছে। বিরাট্ অন্ন (matter) স্বরূপ, সুতরাং ভোগ্য-রূপা। স্বপ্নে এই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী, ভোক্তা এবং ভোগ্য অন্ন মিলিত, একীভূত হয়। ই মিথুনকে তৈজস বলা হয়—শ। (অল্পকথায়) ইন্দ্র বৈশ্বানর, বিরাট্ বা অন্নকে াহার পত্নী বলা হয়, কারণ অন্ন ভোগের বিষয়—রা।

(৬) অন্তর্হৃদয়ে—(মূলে এই শব্দই আছে) হৃদয়স্থ মাংসপিণ্ডের মধ্যে—শ; হৃদয়কমলে—র; within the heart—রা।

(৭) স্থূল দেহের পুষ্টিকারক স্থূল অন্ন হইতে, সূক্ষ্মতর অন্নদ্বারা সূক্ষ্ম দেহ পুষ্ট হয়—রা। শংকর বলেন ভুক্ত অন্ন দুই ভাগে পরিণত হয়—যাহা স্থূল ভাগ তাহা (মলাকারে) অধোগামী হয়। যাহা সূক্ষ্ম ভাগ তাহা আবার জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা সূক্ষ্ম রস তাহা রক্তাদি পরম্পরা-ক্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিপুষ্ট করে, যাহা সূক্ষ্মতম রস তাহাই এই লোহিত পিণ্ড। ইহা লিঙ্গাত্মক ইন্দ্রের (যাঁহাকে তৈজস বলা হয়) অন্ন অর্থাৎ স্থিতি-সাধন—শ। স্বপ্নে আত্মা সূক্ষ্ম দেহের সহিত একীভূত হন—রা।

"পূর্বদিক্ তাঁহার পূর্বপ্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিমদিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণ, অধো দিক্ অধঃ প্রাণ, ঊর্ধ্ব দিক্ ঊর্ধ্ব প্রাণ, সর্বদিক্ সর্ব-প্রাণ[৮]। এই আত্মা নেতি, নেতি (ন+ইতি, ন+ইতি=ইহা নয়, ইহা নয়—শ; এরূপ নয় এরূপ নয়—র)। তিনি অগ্রাহ্য, [ইঁহাকে] গ্রহণ করা যায় না, অশীর্য, শীর্ণ হন না, অসঙ্গ, [কিছুতে] আসক্ত হন না, অসিত (বদ্ধ নহেন) কিছু দ্বারা আবদ্ধ হন না, এবং হিংসিত হন না।" "জনক, আপনি অভয়-প্রাপ্ত হইয়াছেন"—যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিলেন। বৈদেহ জনক বলিলেন "ভগবন্, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি অভয়প্রাপ্ত হউন, আপনি[৯] আমাদিগকে 'অভয়' জ্ঞান দান করিয়াছেন। আপনাকে নমস্কার। বিদেহবাসিগণ এবং এই আমি [আপনার] হইলাম। ৪।২।৪

ইহা চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

(৮) সাধক স্থূল বৈশ্বানর ভাব হইতে হৃদয়াত্মক তৈজস ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৈজস সূক্ষ্ম প্রাণ দ্বারা বিধৃত, সুতরাং সাধক সূক্ষ্ম প্রাণত্ব প্রাপ্ত হন—অর্থাৎ ক্রমে সর্বাত্মক প্রাণকে (প্রাজ্ঞকে) আত্মা রূপে লাভ করেন। সর্বাত্মক প্রাণকে পরমাত্মাতে পর্যবসিত করিয়া নেতি নেতি তুরীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হন—শ। শংকরের ব্যাখ্যানুসারে মা. উ. ২—১২ মন্ত্রে চতুষ্পাৎ আত্মার কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। রংগরামানুজ অন্য ব্যাখ্যা করেন, দক্ষিণ-অক্ষিস্থ পুরুষই পুরুষোত্তম। তাঁহার সহিত জীবের বৈলক্ষণ্য দেখান হইতেছে। সর্ব দিক্ সর্ব প্রাণ, কারণ জীব সকল দিক্ 'প্রাণোন্দ্রিয়-প্রচুর' ও প্রাণেন্দ্রিয়-উপকরণ-যুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় (জ্যোতি) ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ (৩)—আত্মা জ্যোতি স্বরূপ।

[একদিন] যাজ্ঞবল্ক্য বৈদেহ জনকের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন "আমি কিছু বলিব না"। [পূর্বে এক সময়ে] যখন বৈদেহ জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্য অগ্নিহোত্র [যজ্ঞ বিষয়ে] আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে (জনককে) বর-দান করিয়াছিলেন[১]। তিনি (জনক) ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন করিবার বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে সেই বর দান করিয়াছিলেন। সেই জন্য সম্রাট্ই প্রথম প্রশ্ন করিলেন। ৪।৩।১

[জনক]—যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষের জ্যোতি[২] কি?

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন "সম্রাট্ আদিত্যই [ইহার] জ্যোতি। আদিত্য জ্যোতি দ্বারাই ইনি (মানুষ) উপবেশন করেন [বাহিরে] গমন করেন, কর্ম করেন এবং প্রত্যাগমন করেন।

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ৪।৩।২

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে এই পুরুষের জ্যোতি কি?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"[তখন] চন্দ্রমাই ইহার জ্যোতি হন। চন্দ্রজ্যোতি দ্বারাই ইনি উপবেশন করেন, গমন করেন, কর্ম করেন, ও প্রত্যাগমন করেন।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই [বটে]"। ৪।৩।৩

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, এই পুরুষের জ্যোতি কি?"

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"অগ্নিই ইহার জ্যোতি হন। অগ্নি-জ্যোতি দ্বারাই ইনি উপবেশন করেন, গমন করেন, কর্ম করেন ও প্রত্যাগমন করেন।"

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এরূপই [বটে]"। ৪।৩।৪

(১) শ. ব্রা. ১১।৬।২।১০ এ এই আলোচনা এবং বর-দানের কথা আছে—রা।

(২) উপবেশন, গমন, কর্ম প্রভৃতির জন্য জ্যোতি (light) কি?—র। মানুষ কি স্বয়ং-জ্যোতি না অন্য কোন জ্যোতি ব্যবহার করে?—শ।

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি শান্ত (নির্বাপিত) হইলে, এই পুরুষের জ্যোতি কি?"
[যাজ্ঞবল্ক্য]—"বাক্[৩] ইঁহার জ্যোতি হয়। বাক্ দ্বারাই ইনি উপবেশন করেন, গমন করেন, কর্ম করেন, এবং প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট্, সেই জন্য যখন নিজের হস্তও দেখা যায় না, তখন যেখানে বাক্ উচ্চারিত হয়, [মানুষ] সেখানেই উপস্থিত হয়।"
[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই [বটে]।" ৪।৩।৫

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি 'শান্ত' হইলে, বাক্ 'শান্ত' হইলে পুরুষের কি জ্যোতি হয়?"
[যাজ্ঞবল্ক্য]—"আত্মাই[৪] তখন ইহার জ্যোতি হয়। ইনি আত্মা দ্বারাই উপবেশন করেন, কর্ম করেন, প্রত্যাগমন করেন।" ৪।৩।৬

[জনক]—আত্মা কোনটি?
[যাজ্ঞবল্ক্য]—প্রাণ[৫] সমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়[৬] এবং হৃদয়ে[৭] অন্ত-

(৩) বাক্—শব্দ—শ ও র। বাক্—জ্যোতি দ্বারা গন্ধাদি—জ্যোতি ও গ্রহণ করিতে হইবে—শ।

(৪) আত্মা—দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অবয়ব-সমষ্টি (ও অন্তঃকরণ) হইতে পৃথক্ কিন্তু দেহ-ইন্দ্রিয়াদির (ও অন্তঃকরণের) প্রকাশক, অথচ যিনি অন্য কিছু দ্বারা প্রকাশিত হন না, সেই অন্তঃস্থ জ্যোতি—শ।

(৫) প্রাণ=ইন্দ্রিয়—শ ও র; Senses—রা।

(৬) বিজ্ঞানময়—indentified with intellect—মা। Which consists of knowledge—রা। =বিজ্ঞানপ্রায় (বিজ্ঞানপ্রচুর—দু); আমরা আত্মাকে ইহার উপাধি বুদ্ধি (রূপ) বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া অথবা বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞান হইতে সম্পর্কহীন অবস্থায়, দেখিনা, সর্বদাই আত্মাকে (বুদ্ধি-রূপ) বিজ্ঞানযুক্ত দেখি, সেইজন্য আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলা হয়—শ। বিজ্ঞানময় প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়; আত্মা জ্ঞান হইতে ভিন্ন এবং ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন—র। আত্মা জাগরিত, স্বপ্ন ও নিদ্রা সকল অবস্থায়ই বর্তমান আছে। ইহা জ্যোতি-স্বরূপ এবং ইহাদিগকে বিভাত করে; ইহা কিন্তু কিছু দ্বারা বিভাত হয় না—রা।

(৭) হৃদয়ে—within the heart—রা। পুণ্ডরিক (পদ্ম)-আকারবিশিষ্ট মাংসপিণ্ডকে হৃদয় বলা হয়। বুদ্ধি হৃদয়ে অবস্থিত সুতরাং হৃদয়ে অর্থ বুদ্ধিতে

জ্যোতি[৯] [অথবা হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতি রূপ] পুরুষ [তিনিই আত্মা]। তিনি সমান[১০] হইয়া উভয় লোক বিচরণ করেন—যেন ধ্যান করেন, যেন চলেন[১১]। তিনি স্বপ্ন হইয়া (স্বপ্নাবস্থায়) এই লোক এবং মৃত্যুর রূপ সমূহ[১২] অতিক্রম করেন। ৪।৩।৭

এই পুরুষ জাত হইয়া শরীর ধারণ করিলে, পাপের সহিত সংসৃষ্ট হন। [যখন] যিনি উৎক্রমণ করেন, এবং মৃত হন [তখন] পাপসমূহকে পরিত্যাগ করেন। ৪।৩।৮

এই পুরুষের দুইটি মাত্র স্থান আছে—ইহলোক ও পরলোক। তৃতীয় স্বপ্নস্থান উভয়ের সন্ধি (সংযোগ স্থান) [মাত্র]। এই সন্ধি স্থানে অবস্থান করিয়া, তিনি উভয় স্থান—ইহলোক ও পরলোক—দর্শন করেন। তিনি পরলোকের জন্য যে প্রকার (পাপপুণ্য রূপ — র; বা বিদ্যাকর্মাদি রূপ—শ) অবলম্বন সঞ্চয় করেন, সেই অবলম্বন অনুযায়ী পাপ (পাপফল, দুঃখ) ও আনন্দ (ধর্মফল, সুখ), উভয়কে স্বপ্নে দর্শন করেন। তিনি যখন

(৮) অন্তঃ শব্দের অর্থ অভ্যন্তরে—আত্মা বুদ্ধির অভ্যন্তরে, সুতরাং বুদ্ধি হইতে ভিন্ন; আত্মা প্রকাশক, বুদ্ধি আত্মা দ্বারা প্রকাশ্য—শ।

(৯) জ্যোতি—স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া আত্মাকে জ্যোতি বলা হয়—শ; আদিত্যের প্রভার ন্যায় [আত্মার] ধর্মভূত জ্ঞানের ভাসকত্ব—র; Light—রা।

(১০) সমান হইয়া—মূলে আছে স সমানঃ সন্—বুদ্ধির সদৃশভাবাপন্ন হইয়া—শ assuming the likeness of intellect—মা; (জীবের) কর্তৃত্ব পরমাত্মার আয়ত্তাধীন, 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া জীব নিজকে কর্তা মনে করে' (গী. ৩:২৭) সমান হইয়া—স্বাতন্ত্র্য-অভিমান যুক্ত হইয়া—র।

(১১) কর্ম বা ধ্যান আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অধিকারভুক্ত নয়। বিশ্বাত্মাকে সসীম মনে হয় কারণ আত্মার বুদ্ধির সহিত সংযোগ। মুক্তি হইলে এই বুদ্ধির সহিত সংযোগ লোপ পায়—রা। ইহা শংকরের মতানুযায়ী। রংগরামানুজ বলেন কর্ম ও ধ্যানের কর্তৃত্ব পরমাত্মার আয়ত্ত।

(১২) মৃত্যুর রূপ সমূহ—অবিদ্যা কর্ম প্রভৃতি; মৃত্যুর অন্য কোন রূপ নাই—অবিদ্যা-কর্ম-জনিত দেহ এবং ইন্দ্রিয় সমূহই তাহার রূপ—শ। মৃত্যু অর্থাৎ সংসার, রূপ = দুঃখ-রূপ—র।

প্রসুপ্ত হন, তখন সর্বভূতযুক্ত এই লোকের[১৩] 'মাত্রা'[১৪] সমূহ গ্রহণ করিয়া, এবং [তাহাদিগকে যেন] স্বয়ং বিনাশ করিয়া এবং স্বয়ং [স্বপ্ন-জগৎ] নির্মাণ করিয়া, স্বীয় 'ভাস' দ্বারা ও স্বীয় জ্যোতি দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করেন[১৬]। এই অবস্থায় এই পুরুষ স্বয়ং-জ্যোতি হন[১৭]। ৪।৩।৯

সেখানে (স্বপ্নে) রথ নাই, রথযুক্ত [অশ্ব] নাই, পথ নাই, [আত্মা সেখানে] রথ, রথযুক্ত [অশ্ব] ও পথ সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ, আমোদ, ও প্রমোদ নাই, [আত্মা] আনন্দ, আমোদ, ও প্রমোদ সৃষ্টি করেন। সেখানে বেশান্ত (ক্ষুদ্র পুষ্করিণী), পুষ্করিণী, বা নদী নাই, [আত্মা সেখানে] বেশান্ত, পুষ্করিণী এবং নদী সৃষ্টি করেন, কারণ তিনিই কর্তা। ৪।৩।১০

এই বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে—

একহংস, হিরণ্ময় পুরুষ[১৮] নিজে অসুপ্ত থাকিয়া, সুপ্তি দ্বারা শরীরকে

(১৩) মূলে আছে সর্বাবতঃ লোকস্য—সকলকে রক্ষা করে বলিয়াই ইন্দ্রিয় এবং কার্যের সমষ্টি রূপ এই লোক (অর্থাৎ পৃথিবী) সর্বাবৎ। অথবা সর্বপ্রকার ভৌতিক মাত্রাযুক্ত এই লোক ; সর্বাবৎ লোক এখানে অর্থ জাগরিত অবস্থা—শ। সর্বাবৎ= ভোগ্য-ভোগ-উপকরণাদি যুক্ত ; লোক=জগৎ—র।

(১৪) মাত্রা—অংশ, অবয়ব—শ ; প্রকাশক ইন্দ্রিয় বর্গ—র ; উপাদান—মহেশচন্দ্র। মূলে মাত্রা শব্দই আছে।

(১৫) মূলে আছে বিহত্য—নিপাতিত করিয়া, সংজ্ঞাহীন করিয়া—শ। নিশ্চেষ্ট করিয়া—র।

(১৬) ভাবটি এই—স্বপ্নের বিষয়সমূহ আমাদের এই জাগ্রত অবস্থার জগৎ হইতেই গ্রহণ করি এবং নিজেই যেন তাহা বিনাশ করিয়া নিজের শক্তি দ্বারা যেন পুনরায় নির্মাণ করি।

(১৭) স্বপ্নাবস্থায় জীব নিজেই নির্মল বা অবিমিশ্র জ্যোতি-স্বরূপ হয়। অর্থাৎ তখন জ্যোতির্ময় আত্মার সহিত বাহ্য বা দৈহিক কোনরূপ ভৌতিক জ্যোতির সম্পর্ক থাকে না—শ. দ্র. ; স্বপ্নে আদিত্যাদি প্রকাশক সমূহের স্থান আত্মাই পূর্ণ করেন—র।

(১৮) একহংস হিরণ্ময় পুরুষ—একহংস—যিনি একাকী জাগ্রত, স্বপ্ন, ইহলোক পরলোকাদি স্থানে বিচরণ করেন ; হিরণ্ময়—সুবর্ণ-ময় বস্তুর ন্যায় উজ্জ্বল চৈতন্য-রূপ জ্যোতি যাঁহার স্বভাব—শ। একহংস—একাকী গমনকারী, হিরণ্ময়—প্রকাশ-ময়—র। সোঽহম্—তিনি আমি। (অ) হং সঃ=আমি তিনি। হংস বিশ্বাত্মার প্রতীক—শ ও রা।

নিশ্চেষ্ট করিয়া, সুপ্ত [অবস্থায়] স্বপ্ন সমূহকে[১৯] দর্শন করেন। পরে 'শুক্র'কে[২০] গ্রহণ করিয়া পুনরায় [জাগরিত] স্থানে আগমন করেন[২১]। ৪।৩।১১

একহংস, হিরণ্ময় অমৃত পুরুষ নিকৃষ্ট নীড়কে (শরীরকে) প্রাণের দ্বারা রক্ষা করিয়া, সেই নীড়ের বহির্ভাগে[২২] অমৃতরূপে বিচরণ করিয়া যেখানে ইচ্ছা গমন করেন[২৩]। ৪।৩।১২

স্বপ্নাবস্থায় সেই দেব (আত্মা) বহুরূপ সৃষ্টি করেন, উচ্চনীচ ভাব প্রাপ্ত হন[২৪] [অথবা উচ্চে নীচে গমন করেন]। স্ত্রীগণের সহিত যেন আমোদ করেন বা হাস্য করেন, আবার যেন ভয়ঙ্কর [বস্তু] সমূহ দর্শন করেন। ৪।৩।১৩

[মানুষ] ইঁহার 'আরাম'[২৫] দর্শন করে
তাঁহাকে কেহ দর্শন করে না।
[চিকিৎসকগণ] বলেন "তাঁহাকে (সুপ্ত ব্যক্তিকে) সহসা জাগ্রত করিবে

(১৯) মূলে আছে স্বপ্তান্—স্বীয় অন্তঃকরণবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া বাসনা রূপে অভিব্যক্ত বাহ্য ও দেহস্থ ভাব এবং বিষয় সমূহ যাহাদের স্বরূপ অস্তমিত ও অপ্রকাশিত—শ। সুপ্ত প্রাণ সমূহ—র। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ, রাধাকৃষ্ণন ও মহেশ চন্দ্রও সুপ্তান্ অর্থ সুপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়াছেন।

(২০) শুক্রকে—মূলে আছে শুক্রম্—জ্যোতির্ময় প্রকাশ স্বরূপ মনাদি ইন্দ্রিয় সমূহ—শ। জ্যোতির্ময় ইন্দ্রিয়মাত্রা সমূহকে—র.; Light—রা।

(২১) ভাবার্থ—যখন মানুষ স্বপ্নাবস্থায় থাকে, আত্মা দেহকে নিদ্রিত করেন কিন্তু নিজে জাগ্রত থাকেন এবং মনে যে কর্মের সংস্কার সমূহ রহিয়াছে, তাহা দর্শন করেন। আবার আত্মা ইন্দ্রিয় জ্যোতি গ্রহণ করিয়া দেহকে পুনরায় জাগরিত করেন—রা।

(২২) আত্মা যদিও শরীরের মধ্যে থাকিয়াই স্বপ্ন দর্শন করেন, শরীরস্থ হৃদাকাশের ন্যায় শরীরের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় বহির্ভাগে বিচরণ করেন বলা হইয়াছে—শ।

(২৩) সেই শাশ্বত আত্মা যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করেন—শ।

(২৪) মূলে আছে 'উচ্চাবচম্'—উচ্চ ও নিম্ন—দেবাদি ভাব বা পশুপক্ষীর ভাব—শ; পুণ্য পাপ লক্ষণযুক্ত উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট—র; going up and down—রা।

(২৫) আরাম—ক্রীড়া ও তাহার উপকরণ—শ; উপকরণরূপ উদ্যানাদি ও দেহ-ইন্দ্রিয়াদি—র; sport—রা।

না, কারণ, ইনি (আত্মা) যাহাতে[২৬] (যে ইন্দ্রিয়তে) প্রবেশ করিতে না পারেন, তাহা[২৭] দুশ্চিকিৎস্য হয়[২৮]।"

আবার কেহ কেহ বলেন "জাগ্রত অবস্থাই ইহার (আত্মার) স্বপ্নাবস্থা, কারণ জাগ্রত অবস্থায় [ইনি] যাহাই দর্শন করেন, সুপ্ত হইয়াও তাহাই [দর্শন করেন]।" [ইহা ঠিক নহে, কারণ] এই অবস্থায় পুরুষ (আত্মা) স্বয়ং জ্যোতি[২৯]।"

[জনক বলিলেন] "এই উপদেশের জন্য আমি ভগবান্‌কে সহস্র [গাভী] দান করিতেছি। আমার মোক্ষের জন্য ইহা হইতে আরও উচ্চ তত্ত্ব বলুন"। ৪।৩।১৪

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"তিনি (পুরুষ=আত্মা) সুখোপভোগ করিয়া, বিচরণ করিয়া, পাপ-পুণ্য [-ফল] কেবল মাত্র দর্শন করিয়া, [সুষুপ্তি রূপ] সম্যক্ প্রসন্নাবস্থায় [অবস্থান পূর্বক] পুনরায় যথা-আগত পথে উৎপত্তি স্থানে [অর্থাৎ] স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন[৩০]।

সেখানে (স্বপ্নে) যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহা দ্বারা [তিনি] আসক্ত হন না, কারণ এই পুরুষ অনাসক্ত।"

(২৬) মূলে আছে "যম্ এষঃ ন প্রপদ্যতে।" যম্=যাহাকে, যে ইন্দ্রিয় স্থানকে—র; ইন্দ্রিয় দ্বারদেশকে—শ; দেহকে—রা ও মা। ন প্রপদ্যতে—প্রাপ্ত হন না।

(২৭) তাহা—সেই ইন্দ্রিয়—শ ও র; দেহ (দেহাংশ)—রা ও মা।

(২৮) ভাবার্থ—স্বপ্ন সময়ে আত্মা ইন্দ্রিয় মাত্রা (সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়) গণকে লইয়া বাহিরে যান। সহসা নিদ্রাভঙ্গ করিলে, ইন্দ্রিয়মাত্রা সকল হয়তো যথাযথ স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য সেই ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত দুরারোগ্য ব্যাধি হইবে—শ ও র।

(২৯) স্বয়ংজ্যোতি—himself becomes the light—মা; Self-illuminated—রা; দেহ-ইন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধ-রহিত হইয়া স্বীয় জ্যোতি দ্বারা দর্শন করেন—শ; স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু আত্মার অন্তর্জ্যোতি সক্রিয় হয়—রা।

(৩০) এই অনুবাদ শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী। মূলে আছে "সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ সংপ্রসাদে রত্বা, চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নায় এব"। বাচনিক অনুবাদ হয়—তিনি এই সংপ্রসাদে সুখোপভোগ করিয়া, বিচরণ করিয়া পাপ পুণ্য দর্শন মাত্র করিয়া পুনরায় উৎপত্তিস্থানে স্বপ্ন দেখার জন্য প্রত্যাবর্তন করেন। সংপ্রসাদ অর্থ রংগরামানুজ বলেন স্বপ্নাবস্থা; শংকর বলেন সুষুপ্তি রূপ সম্যক্ প্রসন্নাবস্থা। রাধাকৃষ্ণন বলেন state of deep sleep. কিন্তু

[জনক]—"যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। [এই উপদেশের জন্য] আমি ভগবান্‌কে সহস্র[গাভী] দান করিতেছি। মোক্ষের জন্য ইহা হইতে আরও উচ্চ [তত্ত্ব] বলুন।" ৪।৩।১৫

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"ইনি এই স্বপ্নে সুখোপভোগ করিয়া বিচরণ করিয়া, পুণ্য ও পাপ মাত্র দর্শন করিয়া পুনরায় যথাগত [পথে] উৎপত্তি স্থানে—(অর্থাৎ) জাগরিত অবস্থায়ই আগমন করেন। স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করেন তাহা দ্বারা আসক্ত হন না, কারণ এই পুরুষ অনাসক্ত।"

[জনক]—"ইহা এই রূপই বটে। [এই উপদেশের জন্য] আমি ভগবান্‌কে সহস্র [গাভী] দান করিতেছি। মোক্ষের জন্য ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চ (তত্ত্ব) বলুন।" ৪।৩।১৬

[যাজ্ঞবল্ক্য]—"ইনি জাগরিত অবস্থায় সুখোপভোগ করিয়া, বিচরণ করিয়া, পুণ্য পাপ দর্শন মাত্র করিয়া যথাগত [পথে] উৎপত্তি স্থানে (অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় অথবা স্বপ্নাবস্থায়[৩১]) প্রত্যাবর্তন করেন[৩২]। ৪।৩।১৭

"মহামৎস্য যেমন পূর্ব ও অপর উভয় কূলে যথাক্রমে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ এই পুরুষ ও স্বপ্ন—(অথবা সুষুপ্তি) অবস্থায় এবং জাগরিত অবস্থায় সঞ্চরণ করেন। ৪।৩।১৮

সেইরূপ শ্যেন বা সুপর্ণ যেমন এই আকাশে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইলে পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত [অথবা প্রসারিত][৩৩] করিয়া নীড়ের দিকেই গমন করে,

তিনি সংপ্রসাদ শব্দ রত্না—সুখানুভবের সহিত যুক্ত করেন, শংকর কিন্তু তাহা বলেন না। প্রতিযোনি—উৎপত্তিস্থানের অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। প্রতিযোনি= যথাস্থানে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় শ ও র; নিদ্রিত অবস্থায়—রা। স্বপ্নায়—স্বপ্নাবস্থায়—শ, to dream—রা।

(৩১) মূলে আছে স্বপ্নান্তং, অন্ত শব্দের অর্থ শেষ বা অবস্থা দুইই হইতে পারে—সুতরাং স্বপ্নান্ত অর্থ সুষুপ্তি বা স্বপ্নাবস্থা হইতে পারে। শংকর বলেন এখানে অর্থ সুষুপ্তি। রংগরামানুজ বলেন দুই অর্থই সম্ভব।

(৩২) ভাবার্থ—আত্মা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায়ই অনাসক্ত—রা

(৩৩) মূলে আছে সংহত্য—প্রসারিত করিয়া—শ; folds its wings—রা।

সেইরূপ এই পুরুষ এই (সুষুপ্তি)[৩৪] স্থানের দিকে ধাবিত হন, যখন সুপ্ত হইয়াও কোন কামনা করেন না অথবা কোন স্বপ্ন দর্শন করেন না। ৪।৩।১৯

ইহার (মানুষের) হিতা নামক নাড়ীসমূহ সহস্র ভাগে বিভক্ত কেশ যেরূপ সেই পরিমাণ সূক্ষ্ম, এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিত রস দ্বারা পূর্ণ হইয়া বর্তমান আছে। যখন [ইনি স্বপ্নে দেখেন] ইহাকে যেন বধ করিতেছে, যেন বশীভূত করিতেছে, হস্তী যেন তাড়না করিতেছে, যেন গর্তে পতিত হইতেছেন, তখন জাগ্রত অবস্থায় যে ভয় দর্শন (অনুভব) করেন, তাহাই এখন (স্বপ্নাবস্থায়) অবিদ্যাবশতঃ [সত্য বলিয়া] মনে করেন। আর যখন তিনি মনে করেন 'আমি যেন দেবতা, আমি যেন রাজা, আমিই এই সমুদয়', ইহাই তাঁহার পরম লোক[৩৫]। ৪।৩।২০

*সেই ইহাই (সর্বাত্মভাব) ইহার কামাতীত বিগত-পাপ ও অভয় রূপ। যেমন প্রিয়া স্ত্রী দ্বারা সম্যক্ আলিঙ্গিত [পুরুষ] বাহ্য বা 'আন্তর' কিছুই জানে না, সেইরূপই এই পুরুষ, প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা সম্যক্ আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য বা আন্তর কিছু জানেন না। ইহাই ইঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম,[৩৬] নিষ্কাম ও শোকাতীত রূপ[৩৭]। ৪।৩।২১

(৩৪) এই স্থান—সুষুপ্তি স্থান—শ. র ও রা।

(৩৫) ব্যাখ্যা—অবিদ্যা যখন প্রবল, তখন স্বপ্নে ভয়সূচক ব্যাপার দৃষ্ট হয়। যখন অবিদ্যা দুর্বল এবং বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান প্রবল হয়, তখন ঐশ্বর্য ও দেবত্ব ভাব স্বপ্নে প্রকাশিত হয়। যখন বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করে, তখন আমি এই সমুদয় এই সর্বাত্মভাব উপস্থিত হয়। ইহাই আত্মার পরম লোক—শ্রেষ্ঠ অবস্থা—শ। পরম লোক—মুখ্য আশ্রয়—পরমাত্মা—র।

(৩৬) আপ্তকাম, আত্মকাম; আপ্তকাম—পূর্ণকাম; আত্ম-কাম—যে অবস্থায় আত্মাই একমাত্র কাম্য, সেইরূপ আত্মকামত্ব তাঁহার স্বরূপ—শ।

(৩৭) ভাবার্থ—এই পৃথিবীতেই আমরা স্বর্গ রাজ্য (kingdom of Heaven) প্রাপ্ত হই—রা।

* মূল মন্ত্র ৪।৩।২১-২ জন্য পরিশিষ্ট ক (২৩) দ্রষ্টব্য।

এই অবস্থায়[৩৮] পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অ-লোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ [হন][৩৯]। এই অবস্থায় তস্কর অতস্কর, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস (নীচ জাতি বিশেষ) অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস [হন]। [তিনি] পুণ্যের দ্বারা অসম্বদ্ধ, পাপের দ্বারা অসম্বদ্ধ এবং হৃদয়ের সর্ব শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। ৪।৩।২২

তখন [সুষুপ্তিতে আত্মা] যে দর্শন করেন না, [তাহা নহে], দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না, কারণ [দ্রষ্টা আত্মা] অবিনাশী বলিয়া দ্রষ্টার দৃষ্টি [-শক্তি]র বিলোপ হয় না। তাঁহার (আত্মার) দ্বিতীয় বা তাহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত, কিছু নাই যাহা দর্শন করিবেন[৪০]। ৪।৩।২৩

(৩৮) এই অবস্থায়—সুষুপ্তিতে—শ। সুষুপ্তিতে যখন জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়—র।

(৩৯) আত্মা তখন অবিদ্যা, কামনা, এবং কর্ম হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া সর্ব-সম্বন্ধাতীত হন—শ। শরীরের সম্বন্ধকারক কর্মের সম্বন্ধশূন্য, আশ্রয়শূন্য, অনুগ্রাহক-শূন্য অনুশাসনীয় স্বরূপশূন্য বলিয়া এই সকল সম্বন্ধশূন্য হন—র।

(৪০) ভাবার্থ—আত্মাই দ্রষ্টা। দ্রষ্টৃত্ব (দর্শন শক্তি) আত্মার স্বভাব। অগ্নি যেমন তাহার দাহিকা শক্তি ত্যাগ করিতে পারে না, আত্মাও সেইরূপ নিজ দ্রষ্টৃত্ব ত্যাগ করিতে পারে না। আত্মা অবিনাশী, সুতরাং তাহার দ্রষ্টৃত্বও অবিনাশী। সুষুপ্তিতে আত্মা পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, কোন দ্বৈত ভাব নাই—দেখিবার কোন অন্য বস্তু নাই—। সুতরাং দ্রষ্টৃত্ব (দৃষ্টি-শক্তি) থাকা সত্ত্বেও সুষুপ্তিতে আত্মা, দর্শনীয় বস্তুর অভাবে—দর্শন করেন না। আত্মা তখন স্বয়ংজ্যোতি নিজকে মাত্র দর্শন (উপলব্ধি) করেন—শ (সংক্ষিপ্ত)।

জ্ঞাতা(আত্মা)র ধর্মভূত জ্ঞান নিত্য—তাহা সর্বদাই বর্তমান থাকে। (জীবাত্মা—পরমাত্মার বা প্রজ্ঞাত্মার সহিত একত্র প্রাপ্ত হন বলিয়া) পরমাত্মা হইতে পৃথক্ কিছু সুষুপ্তিতে থাকে না, সুতরাং তখন বাহ্য-আভ্যন্তর দর্শনীয় কিছু থাকে না। দর্শনীয় বাহ্য-আভ্যন্তর কিছু নাই বলিয়া জীবাত্মার দৃষ্টিশক্তি সত্ত্বেও জীবাত্মা দর্শন করেন না—র।

'দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না' এই বাক্যের অর্থ দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য না থাকায় আত্মা দর্শন করেন না—শ ও র।

তখন (সুষুপ্তিতে) তিনি যে আঘ্রাণ করেন না [তাহা নয়], আঘ্রাণ করিয়াও তিনি আঘ্রাণ করেন না, কারণ [আঘ্রাতা আত্মা] অবিনাশী বলিয়া আঘ্রাতার আঘ্রাণের (আঘ্রাণশক্তির) বিলোপ হয় না, কারণ তাঁহার দ্বিতীয় বা তাহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত কিছু নাই, যাহা (তিনি) আঘ্রাণ করিবেন। ৪।৩।২৪

তখন তিনি যে রসাস্বাদন করেন [তাহা নয়], রসাস্বাদন করিয়াও তিনি তিনি রসস্বাদন করেন না, কারণ [রসয়িতা আত্মা] অবিনাশী বলিয়া রসয়িতার রসাস্বাদনের (রসাস্বাদন-শক্তির) বিলোপ হয় না, কারণ তাঁহার দ্বিতীয় বা তাঁহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত কিছু নাই যাহা তিনি আস্বাদ করিবেন। ৪।৩।২৫

তখন তিনি যে কিছু বলেন না [তাহা নয়], তিনি বলিয়াও বলেন না, কারণ [বক্তা আত্মা] অবিনাশী বলিয়া বক্তার বক্তৃত্বের (বক্তৃত্ব-শক্তির) বিলোপ হয় না। তাঁহার দ্বিতীয় বা তাঁহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত কিছু নাই যাহা তিনি বলিবেন না। ৪।৩।২৬

তখন তিনি যে কিছু শ্রবণ করেন না [তাহা নয়], তিনি শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেন না, কারণ [শ্রোতা আত্মা] অবিনাশী বলিয়া শ্রোতার শ্রুতি (শ্রবণশক্তি)র কখনও বিলোপ হয় না। তাঁহার দ্বিতীয় বা তাঁহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত কিছু নাই যাহা তিনি শ্রবণ করিবেন। ৪।৩।২৭

তখন তিনি যে মনন (চিন্তা) করেন না [তাহা নয়], তিনি মনন করিয়াও মনন করেন না কারণ [মননকারী আত্মা] অবিনাশী বলিয়া মন্তার মতি (মননশক্তি)র কখনও বিলোপ হয় না। তাঁহার দ্বিতীয় বা তাঁহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত কিছু নাই যাহা তিনি মনন করিবেন। ৪।৩।২৮

তখন তিনি যে স্পর্শ করেন না [তাহা নয়], তিনি স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করেন না, কারণ [স্পর্শনকর্তা আত্মা] অবিনাশী বলিয়া স্পর্শকর্তার স্পর্শের (স্পর্শশক্তির) বিলোপ হয় না। তাঁহার দ্বিতীয় বা তাঁহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত কিছু নাই যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন। ৪।৩।২৯

তখন তিনি যে জানেন না [তাহা নয়], তিনি জানিয়াও জানেন না, কারণ [বিজ্ঞাতা আত্মা] অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিলোপ হয় না। তাঁহার দ্বিতীয় বা তাঁহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত কিছু নাই, যাহা তিনি জানিবেন। ৪।৩।৩০

যেখানে অপর বস্তু যেন আছে [বলিয়া মনে হয়] সেখানে একে অন্যকে দর্শন করে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। ৪।৩।৩১

* [তিনি] সলিল [-সদৃশ], এক, দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত[৪১]। সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্ম [-রূপ] লোক[৪২]।” এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ইঁহাকে (জনককে) অনুশাসন করিয়াছিলেন: “ইহাই ইঁহার (জীবের) পরমা গতি[৪৩], ইহাই ইঁহার পরম সম্পদ্[৪৪], ইহাই ইঁহার পরম লোক[৪৫], ইহাই ইঁহার

(৪১) ব্যাখ্যা—সলিলসদৃশ স্বচ্ছস্বভাব পরমাত্মাতে লীন দ্রষ্টা জীব সেই প্রজ্ঞাত্মাতে একীভূত হইয়া অদ্বৈত হন—র। নিজের প্রকৃত স্বরূপ স্বয়ং জ্যোতি-স্বভাব প্রাপ্ত পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত (একীভূত) হইয়া জীব জলের ন্যায় স্বচ্ছ-স্বভাব হয় তাঁহার আত্মজ্যোতিস্বরূপ দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না বলিয়া, তিনি দ্রষ্টা, এবং দ্বিতীয় না থাকায় এক; দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় না থাকায় অদ্বৈত—শ। দ্রষ্টা=seer—রা।

(৪২) মূলে আছে ‘এষ ব্রহ্মলোকঃ’ ইহাই ব্রহ্ম[রূপ]-লোক—This is the world (state) of Brahman—মা। শংকর ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্ম এব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মই লোক=ব্রহ্মলোক) অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ লোক। ব্রহ্মস্বরূপ লোক—শ. দ্র; ব্রহ্মই লোক=ব্রহ্মলোক ইহাই ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি—শ. গ। The world that is Brahman—মা। সুষুপ্তির আধার পরমাত্মা—ব্রহ্মলোকই পরমগতি—র।

(৪৩) ইহার পরমগতি—ইহার—জীবনের—র; বিজ্ঞানময়ের=শ। গতি সর্বাত্মময় গতি—শ; goal—রা।

(৪৪) পরম সম্পদ্—সর্বোত্তম ঐশ্বর্য—শ; তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা প্রাপ্য—র।

(৪৫) পরম লোক—শাশ্বত ভোগস্থান—র। লোক=ভোগস্থান—দ্র; কর্ম দ্বারা লভ্য লোক সমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ লোক—শ; Highest world—রা;

মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৪) দ্রষ্টব্য।

পরম আনন্দ[৪৬]। এই আনন্দের অংশ মাত্র দ্বারা অন্য ভূতসমূহ জীবন ধারণ করে। ৪।৩।৩২

যিনি মনুষ্যগণের মধ্যে 'রাদ্ধ[৪৭]', সমৃদ্ধ, অন্য সকলের অধিপতি, সর্ব প্রকার মানবীয় ভোগ্য [বস্তু] দ্বারা 'সম্পন্নতম', ইহাই মানুষগণের মধ্যে পরম আনন্দ। আবার যাহা মনুষ্যদের একশত আনন্দ, তাহা জিতলোক[৪৮] পিতৃগণের একটি আনন্দ। যাহা জিতলোক পিতৃগণের একশত আনন্দ, তাহা গন্ধর্বলোকের একটি আনন্দ। যাহা গন্ধর্ব লোকের এক শত আনন্দ, তাহা কর্ম-দেবগণের—যাঁহারা কর্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন—একটি আনন্দ। যাহা কর্মদেবগণের এক শত আনন্দ তাহা আজান দেবগণের[৪৯] এবং যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, অকামহত [তাঁহার] একটি আনন্দ। যাহা আজান দেবগণের এক শত আনন্দ, তাহা প্রজাপতিলোকের[৫০] এবং যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ ও অকামহত [তাঁহার] একটি আনন্দ। যাহা প্রজাপতিলোকের একশত আনন্দ, তাহা ব্রহ্ম-লোকের[৫১] এবং যিনি শ্রোত্রিয় নিষ্পাপ ও অকামহত [তাঁহার] একটি আনন্দ*। সম্রাট্ ইহাই পরমানন্দ, ইহাই ব্রহ্ম [রূপ] লোক।" ইহা যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। [জনক বলিলেন—"এই উপদেশের জন্য]

(৪৬) পরম আনন্দ—বিষয় ও ইন্দ্রিয় জনিত আনন্দ অনিত্য, ইহা ভূমানন্দ, ইহা নিত্য—শ; নিরতিশয় অনুকূল—র; Greatest bliss—রা।

(৪৭) রাদ্ধ—যাহার সমস্ত অবয়ব অবিকল—শ; healthy in body—রা; সিদ্ধ-উপায়—র।

(৪৮) জিতলোক—শ্রাদ্ধাদি কর্ম দ্বারা পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতৃলোক যাঁহারা জয় করিয়াছেন—শ ও র।

(৪৯) আজান দেবগণের—জন্ম হইতে যাহারা দেবতা তাহাদের—শ. দ্র।

(৫০) প্রজাপতিলোক—বিরাট্ শরীর—শ; ব্রহ্মার লোক—র।

(৫১) ব্রহ্মলোক—হিরণ্যগর্ভ লোক—শ; ব্রহ্মলোক—র।

* তৈ. উ. দ্বিতীয় অধ্যায় অষ্টম অনুবাকে অনুরূপ আনন্দের বর্ণনা আছে—প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪৩-৪৫ দ্রষ্টব্য।

ভগবান্‌কে সহস্র [গাভী] দান করিতেছি। মোক্ষের জন্য ইহা হইতে উচ্চ [তত্ত্ব] বলুন।"

ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্য ভয় পাইলেন 'মেধাবী রাজা সকল (প্রশ্ন নির্ণয়ের) অবসানের জন্য আমাকে আবদ্ধ করিতেছেন।' ৪।৩।৩৩

[যাজ্ঞবল্ক্য]—ইনি (আত্মা) এই স্বপ্নাবস্থায় সুখানুভব করিয়া, বিচরণ করিয়া, পুণ্য পাপ দর্শন মাত্র করিয়া যথাগত পথে উৎপত্তি (অর্থাৎ জাগরিত) স্থানে জাগ্রত হইবার জন্য আগমন করে। ৪।৩।৩৪

যেমন [দ্রব্য-সম্ভারপূর্ণ] অতি ভারাক্রান্ত শকট [পূর্ব স্থান] পরিত্যাগ করিয়া [অথবা—শব্দ করিতে করিতে—শ][৫২] গমন করে, সেইরূপ শারীর আত্মা[৫৩] —যখন (মরণ কালে) ঊর্ধ্বশ্বাসী হয়—তখন প্রাজ্ঞ আত্মা[৫৪] দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া [দেহ] পরিত্যাগ করিয়া [অথবা আর্তনাদ করিতে[৫৫] করিতে—শ] গমন করে। ৪।৩।৩৫

যখন ইহা (এই দেহ) জরা দ্বারা কৃশ হয় অথবা ব্যাধি দ্বারা কৃশতা প্রাপ্ত হয়, তখন—আম্র, ডুম্বুর বা পিপ্পল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, সেইরূপই এই পুরুষ এই অঙ্গ সমূহ হইতে বিচ্যুত হইয়া, [নূতন] প্রাণ লাভের জন্যই যথাগত পথে [কর্মানুযায়ী] 'যোনি' (উৎপত্তি)-স্থানে গমন করেন। ৪।৩।৩৬

(৫২) মূলে আছে 'উৎসর্জৎ যায়াৎ' এবং 'উৎসর্জন্ যাতি' আছে শংকর বলেন 'উৎসর্জৎ' এবং 'উৎসর্জন্' শব্দের অর্থ শব্দ করিতে করিতে এবং আর্তনাদ করিতে করিতে। রংগরামানুজ বলেন অর্থ (পূর্বস্থান) পরিত্যাগ করিয়া এবং (দেহ) পরিত্যাগ করিয়া। রংগরামানুজের মত সমীচীন মনে হয়। পরমাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত আত্মা কেন আর্তনাদ করিবেন? পণ্ডিত দুর্গাচরণও পরিত্যাগ করা অর্থ গ্রহণ করেন।

(৫৩) শারীর আত্মা—জীবাত্মা—র। লিঙ্গশরীর রূপ উপাধিযুক্ত আত্মা—শ।

(৫৪) প্রাজ্ঞ আত্মা—পরমাত্মা—শ ও র। প্রাজ্ঞ আত্মা—সারথির ন্যায়—র।

(৫৫) শংকর বলেন মৃত্যুকালে দুঃখ বেদনা দ্বারা আর্ত হইয়া শব্দ (আর্তনাদ) করিতে থাকেন।

যেমন রাজা আসিতেছেন [জানিয়া] শান্তিরক্ষকগণ, বিচারকগণ, সূতগণ ও গ্রাম্য নেতৃগণ[৫৬], অন্ন, পানীয় ও আবাসস্থানের সহিত (অর্থাৎ অন্ন, পানীয় ও আবাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া) প্রতীক্ষা করে, [এবং বলে] "ইনি আসিতেছেন, ইনি আগমন করিতেছেন", সেইরূপ এই প্রকার জ্ঞানীর জন্য সর্বভূত প্রতীক্ষা করে [এবং বলে] "এই ব্রহ্ম আসিতেছেন, ইনি আগমন করিতেছেন।" ১।৩।৩৭

যেমন প্রতিগমনেচ্ছু রাজার চতুর্দিকে শান্তিরক্ষকগণ বিচারকগণ, সূতগণ ও গ্রামনেতৃগণ সমাবেত হয়, সেইরূপই যখন ইনি ঊর্ধ্বশ্বাসী হন, তখন অন্তকালে প্রাণসমূহ[৫৭] আত্মার চতুর্দিকে সমবেত হয়। ৪।৩।৩৮

ইহা চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ।

(৫৬) মূলে আছে উগ্রাঃ, প্রত্যেনসঃ, সূতগ্রামণ্যঃ। (১) উগ্রাঃ=ক্রূরকর্মা অথবা ক্ষত্রিয় ও শূদ্রার পুত্র—শ ও র ; শ্রেণী বা প্রধান—ম (chiefs & captains) ; Policemen—রা। (২) প্রত্যেনসঃ=তস্করাদির দণ্ড বিধানে যাহারা নিযুক্ত—শ ও র ; সৈনিক বা যোদ্ধা—ম ; magistrates—রা। (৩) সূতগ্রামণ্য—charriot-drivers and leaders of village—রা ; সূত—বর্ণশঙ্কর জাতিবিশেষ। গ্রামণ্য—গ্রামের নেতা—শ ; গ্রামণ্যঃ=চমূপাল, সৈন্যদের চালক—ম।

(৫৭) 'প্রাণসমূহ' বাগাদি—শ ; অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের সমন্বয়ে নির্মিত লিঙ্গশরীর। মৃত্যুকালে আত্মা এই লিঙ্গ শরীরের সহিত দেহ হইতে বহির্গত হয়।

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ (৪)

জীবাত্মা

[যাজ্ঞবল্ক্য] "যখন সেই আত্মা[১] দুর্বলতা প্রাপ্ত হয়, যেন সংমোহ প্রাপ্ত (সংজ্ঞাহীন) হয়, তখন এই প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহ ইঁহার (আত্মার) অভিমুখে সমাগত হয়। তিনি (আত্মা) এই তেজ মাত্রা[২] সমূহ সম্যক্ গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে (হৃদয়-আকাশে) প্রবেশ করেন। যখন এই 'চাক্ষুষ পুরুষ'[৩] বিপরীত গতিতে প্রত্যাবর্তন করেন[৪], তখন [মুমূর্ষুর] রূপজ্ঞান থাকে না[৫]। ৪।৪।১

[লোকে] বলে "[চক্ষু] একীভূত[৬] হইয়াছে, [সুতরাং ইনি] দেখেন না।" [লোকে] বলে "[ঘ্রাণেন্দ্রিয়] একীভূত হইয়াছে [ইনি]

(১) দেহের দুর্বলতা ও সংজ্ঞাহীনতা আত্মাতে আরোপ করা হইয়াছে—শ।

(২) তেজমাত্রা সমূহ—particles of light—রা; রূপাদি প্রকাশক তেজ (জ্যোতি) রূপী ইন্দ্রিয় সমূহ—শ; প্রকাশাংশরূপী ইন্দ্রিয় সমূহ—র।

(৩) চাক্ষুষ পুরুষ—চক্ষুর কার্যের সহায়ক আদিত্যাংশ, যিনি জীবের কর্মফল শেষ হইলে আদিত্যে প্রত্যাবর্তন করেন—শ; (চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—গ); রাধাকৃষ্ণন বলেন চাক্ষুষ পুরুষ হইতেছেন 'প্রাণ'; মুমূর্ষু জীব—র।

(৪) চাক্ষুষ পুরুষ দর্শন করেন, তাঁহার বিপরীতভাবে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ এই যে স্বীয় কার্য না করিয়া নিজ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আদিত্যে প্রত্যাগমন করেন।

(৫) ভাবার্থ—যখন শরীর দুর্বল হয় এবং পুরুষ সংজ্ঞাহীন হন, সেই মুমূর্ষু পুরুষ তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে চতুর্দিকে সমবেত করেন, এবং তাহাদের সমস্ত শক্তি আহরণ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করেন। মৃত্যুর সময় চাক্ষুষ পুরুষ অর্থাৎ প্রাণ চলিয়া যায়। সেইজন্য সে রূপ দর্শন করে না। মুমূর্ষু মানব তখন একক হন। বিজ্ঞান তত্ত্ব তখন সংজ্ঞার বৃত্তি সমূহ গ্রাস করিয়া নূতন জীবন প্রাপ্তির জন্য প্রয়াণ করে—রা।

(৬) একীভূত—হৃদয়াকাশে অধিষ্ঠিত লিঙ্গ শরীরে একীভূত হয়—শ। সকল ইন্দ্রিয়ই লিঙ্গশরীরে একত্রিত হয়—রা; নিদ্রাবস্থায় যেমন (আত্মা) ইন্দ্রিয়গণের সহিত একীভূত হয়—সেইরূপ একীভূত হয়—র। পরমাত্মাতে একীভূত হইয়া তাঁহাকেই মাত্র দর্শন করে—ম।

আঘ্রাণ করেন না।" [লোকে] বলে "[রসনা] একীভূত হইয়াছে [সুতরাং ইনি] রসাস্বাদন করেন না।" [লোকে] বলে "[বাক্] একীভূত হইয়াছে কথা বলেন না।" [লোকে] বলে "[শ্রোত্র] একীভূত হইয়াছে, শ্রবণ করেন না।" [লোকে] বলে "[মন] একীভূত হইয়াছে, মনন করেন না।" [লোকে] বলে "[ত্বক্] একীভূত হইয়াছে, স্পর্শ করেন না।" [লোকে] বলে "[বুদ্ধি] একীভূত হইয়াছে, জানেন না।" [তখন] তাঁহার হৃদয়ের অগ্রভাগ[৭] [আত্মার জ্যোতি দ্বারা] দীপ্তিমান্ হয়। সেই দীপ্তি দ্বারা এই আত্মা চক্ষু, মূর্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) অথবা অন্য শরীরাংশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। উৎক্রান্ত তাঁহাকে (আত্মাকে) অনুসরণ করিয়া প্রাণ[৮] উৎক্রমণ করে। উৎক্রান্ত প্রাণকে অনুসরণ করিয়া সকল প্রাণ[৯] (ইন্দ্রিয়) উৎক্রমণ করে।

[তখন জীবাত্মা] 'সবিজ্ঞান'[১০] হন। [প্রাণ] সবিজ্ঞান [আত্মা]কে অনুসরণ করিয়া উৎক্রমণ করে। [অথবা (আত্মা) বিজ্ঞানের সহিতই

(৭) হৃদয়ের অগ্রভাগ—নিষ্ক্রামণের দ্বার, সেই নাড়ীমুখ যাহা দ্বারা আত্মা নিষ্ক্রামণ করেন—শ ও র।

(৮) প্রাণ—মুখ্য প্রাণ—র। Life—রা; vital force—মা; পঞ্চবৃত্তি—বৃত্তি-আত্মক প্রাণ—দ্র।

(৯) সকল প্রাণ—মুখ্য প্রাণের অধীন অন্য প্রাণ সমূহ—র। বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহ—শ; vital breaths—রা; other organs—মা।

(১০) মূলে আছে সবিজ্ঞানঃ ভবতি—রাধাকৃষ্ণন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ও মহেশ চন্দ্র পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন—স বিজ্ঞানঃ ভবতি—he becomes one with intelligence—রা; তিনি বিজ্ঞানময় হন—মহেশচন্দ্র। শংকর, রংগরামানুজ মধ্ব ও প্রাচ্য পণ্ডিতগণ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন—সবিজ্ঞানঃ ভবতি, সবিজ্ঞান হন—স্বপ্নের ন্যায় কৃতকর্ম বশতঃ বিশেষ-বিজ্ঞানবান্ হন—শ; has particular consciousness in consequence of its past works as in dreams—মা; প্রাপ্তব্য যোনি বিষয়ে স্মৃতিমান্ হন—র; পরমাত্মা বিজ্ঞানময় জীব দ্বারা যুক্ত হন—ম।

উৎক্রমণ করেন—শ[১১]]। [তাঁহার] বিদ্যা, কর্ম ও পূর্ব প্রজ্ঞা তাঁহাকে সম্যক্ অনুসরণ করে। ৪।৪।২

তৃণজলায়ুক (জোঁক) যেমন একটি তৃণের অন্ত (শেষ)-ভাগে গমন করিয়া অপর [তৃণকে] আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিয়া [অপর তৃণে=নূতন আশ্রয়ে] নিজকে লইয়া আসে, সেইরূপ [জীবাত্মা] এই শরীরকে নিহত (প্রাণশূন্য) করিয়া এবং অবিদ্যা-গত করিয়া[১২] অপর আশ্রয় অবলম্বন করিয়া [সেখানে] নিজেকে লইয়া যান। ৪।৪।৩

যেমন স্বর্ণকার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া [তাহাকে] 'নবতর ও কল্যাণতর' রূপ-দান করে, সেইরূপ এই আত্মা এই শরীরকে নিহত (প্রাণশূন্য) করিয়া প্রাজাপত্য অবিদ্যাগত করিয়া[১২] পিতৃ, গান্ধর্ব, দৈব, বা ব্রাহ্ম (লোকের) অথবা অন্য ভূতসমূহের [উপযোগী] 'নবতর ও কল্যাণতর' রূপ-দান করেন। ৪।৪।৪

(১১) 'সবিজ্ঞনম্ এব অন্ববক্রমতি' ইহা মূলে আছে। এখানেও রাধাকৃষ্ণন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ও মহেশচন্দ্র স বিজ্ঞানম্ পাঠ গ্রহণ করেন এবং রাধাকৃষ্ণন what has intelligence departs with him—এইরূপ অনুবাদ করেন। এবং মহেশচন্দ্র, '[প্রাণ] বিজ্ঞানময় পুরুষের অনুগমন করে' এইরূপ অনুবাদ ও অর্থ করেন। শংকর রংগরামানুজ ও মধ্ব প্রথমোক্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। উপরে প্রদত্ত অনুবাদের প্রথম অনুবাদ রংগ-রামানুজের ব্যাখ্যানুযায়ী, বন্ধনীর মধ্যে অনুবাদ শংকরের মতানুযায়ী। শংকর বলেন "মরণ সময়ে বিশেষ বিশেষ বাসনাময় জ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে যেরূপ গন্তব্য স্থান উদ্ভাসিত করিয়া দেয়, মুমূর্ষু জীব সেই স্থানাভিমুখেই প্রস্থান করে"—দ্র। রংগরামানুজের ব্যাখ্যা (১০) ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—এই মন্ত্রদ্বয় হইতে মনে হয় যেন প্রথম আত্মা উৎক্রান্ত হন, পরে প্রাণ ও তাহার পরে ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়। বস্তুতঃ মনবুদ্ধি-পঞ্চপ্রাণ-দশ-ইন্দ্রিয়-সমন্বিত লিঙ্গ দেহযুক্ত আত্মাই উৎক্রমণ করেন।

(১২) মূলে আছে—'শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা'—নিহত্য=পরিত্যাগ করিয়া; অবিদ্যাং গময়িত্বা=অচেতন করিয়া—শ., তাহার বিবরণ ভুলাইয়া—র।

এই আত্মাই ব্রহ্ম, [ইনি] বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষু-ময়, শ্রোত্র-ময়, পৃথিবীময় জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, ও অতেজোময়, কামময় ও অকামময়, ক্রোধময় ও অক্রোধময়, ধর্মময় ও অধর্মময় এবং সর্বময়[১৩]। ইনি ইহাময় ও উহাময়[১৪]।

(১৩) বিজ্ঞানময় মনোময় ইত্যাদি—consisting of (identified with) the understanding, mind ইত্যাদি—রা। Identified with the intellect, the manas ইত্যাদি—মা।

শংকর বলেন 'বিজ্ঞানময়—বিজ্ঞান=বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিতে উপলব্ধ হন বলিয়া বিজ্ঞানময়: বিজ্ঞানময়=বিজ্ঞানপ্রায়, (resembling the intellect—মা)। মনের সান্নিধ্যে থাকায় আত্মা মনোময়, পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ আত্মা প্রাণময়, প্রাণের দ্বারাই আত্মা যেন চেতন এবং ক্রিয়াশীল হন। রূপদর্শনকালে ইনি চক্ষুময়, শ্রবণকালে শ্রোত্রময়। যখন যে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে আত্মা নিযুক্ত হন, তখন তন্ময় হন। বুদ্ধি ও প্রাণের সহায়তায় আত্মা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। যখন তিনি পার্থিব শরীর সৃষ্টি করেন, তখন তিনি পৃথিবীময়, যখন জলীয় শরীর সৃষ্টি করেন, তখন জলময়, যখন বায়বীয় শরীর সৃষ্টি করেন তখন বায়ুময়, যখন আকাশাত্মক শরীর সৃষ্টি করেন, তখন আকাশময়, যখন তৈজস (দেব) শরীর সৃষ্টি করেন তখন তেজোময়, যখন পশু বা প্রেত শরীর সৃষ্টি করেন তখন অতেজোময় হন। যখন আত্মা শরীর লাভ করিয়া কিছু পাইতে ইচ্ছা করেন তখন কামময়, আবার কামনার দোষ দর্শন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া অকামময়, প্রসন্নচিত্ত ও শান্ত হন। কামনায় বাধা প্রাপ্ত হইলে, তিনি ক্রোধময়, ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে অক্রোধময় প্রসন্নমনা হন। কাম ক্রোধে ও অকাম অক্রোধে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া তিনি অধর্মময় ও ধর্মময় হন। ধর্মময় ও অধর্মময় হইয়া তিনি সর্বময় হন।'

রংগরামানুজ বলেন বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্ম হইয়াও মনোময় অর্থাৎ উপকরণ-উপকরণী সম্বন্ধ দ্বারা মনঃ-প্রচুর, মনঃ-উপকরণক হন। এইরূপে প্রাণময় ইত্যাদি হন। অতেজোময়—মহৎ-অহংকারাদিময় হন, চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় শরীরযুক্ত হন। অকামময়—কামনাহীন সংকল্প-শ্রদ্ধাময়। অক্রোধময়—প্রীতিময়।

(১৪) ইহাময় ও উহাময়=ইহাময়—প্রত্যক্ষ-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়াদিময়, উহাময়—অন্তঃকরণস্থ-পরোক্ষ-(যাহা কার্য দর্শনে জানা যায় না)-বস্তুময়—শ; ইহলোক-ও-পরলোকময়—র।

[যিনি] যেরূপ কর্ম করেন, যেরূপ আচরণ করেন [তিনি] সেইরূপই হন। 'সাধু-কারী' (সৎকর্মকারী) সাধু হন, 'পাপকারী' পাপী হন। পুণ্য [কর্ম] দ্বারা পুণ্যবান্ পাপ [কর্ম] দ্বারা পাপী হন। [অনেকে] বলেন 'এই পুরুষ কামময়। তিনি যেরূপ কামনা করেন, সেইরূপ তাহার সংকল্প হয়। [তাঁহার] যেরূপ সংকল্প হয়, [তিনি] সেইরূপ কর্ম করেন। যেরূপ কর্ম করেন সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হন। ৪।৪।৫

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—
ইঁহার (জীবের) লিঙ্গ [রূপ] মন[১৫] যাহাতে আসক্ত [জীব] কর্মের সহিত তাহাতেই গমন করে[১৬] [তাহাই—সেই ফলই] প্রাপ্ত হয়।
ইহলোকে ইনি (জীব) যাহা কিছু (কর্ম) করেন,
[পরলোকে] তাঁহার কর্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া,
সেই লোক হইতে কর্ম করিবার জন্য
এই লোকে পুনরায় আগমন করেন[১৭]।
কামনা যুক্ত [জীবের এইরূপ হয়]। এখন কামনাহীন [জীবের কথা বলা হইতেছে]ঃ—যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহ উৎক্রমণ করে না; তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন[১৮]। ৪।৪।৬

(১৫) লিঙ্গশরীরকে মন বলা হইয়াছে কারণ লিঙ্গ শরীরে মনই প্রধান, অথবা মন দ্বারাই আত্মা লিঙ্গিত বা জ্ঞাত হন, সেই মনরূপ লিঙ্গ—শ।

(১৬) কামনাই সংসারমূল—শ।

(১৭) যাহার কামনা আছে তাহারা পুনর্জন্মের অধীন—রা।

(১৮) ভাবার্থ—যিনি কামনামুক্ত তিনি এখানেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। অন্ধের দৃষ্টির প্রয়োজন, দৃষ্টি তাঁহার স্থান পরিবর্তন করে না, বা তাঁহাকে ভিন্ন জগতে লইয়া যায় না। শরীর লাভ পর্যন্ত তাঁহার অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। অবিদ্যা-নিবৃত্তিই মুক্তি। যাঁহার কামনা স্থির হইয়াছে, তাঁহার পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না—রা।

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

ইঁহার (জীবের) হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত,
যখন তাহারা সকলে প্রমুক্ত (বিদূরিত) হয়,
তখন মর্ত্য (মানব) অমৃত হয়, এখানেই[১৯] ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়[২০]।

"[দৃষ্টান্ত এই]—যেমন মৃত সর্পের নির্মোক (খোলস) নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, সেইরূপ এই শরীরও পড়িয়া থাকে। অতঃপর ইনি 'অশরীর'[২১], অমৃত প্রাণ, ব্রহ্ম[-স্বরূপ]ই এবং তেজ[-স্বরূপ]ই [হন][২২]।"

বৈদেহ জনক বলিলেন "[এই উপদেশের জন্য] আমি ভগবান্‌কে সহস্র [গাভী] দান করিতেছি।" ৪।৪।৭

[যাজ্ঞবল্ক্য] এই বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে—

সূক্ষ্ম, পুরাতন, পথ বিস্তৃত [রহিয়াছে]
[এই পথ] আমা দ্বারা প্রাপ্ত, আমা দ্বারাই 'অনুবিত্ত'[২৩]।
তাহা (এই পথ) দ্বারা ধীর বিমুক্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণ
ইহা (পৃথিবী) হইতে ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে (মোক্ষধামে) গমন করেন। ৪।৪।৮

তাহা (এই পথ) সম্বন্ধে [অনেকে] বলেন
[এই পথ] 'শুক্ল' (শুভ্র), নীল, পিঙ্গল, হরিত বা লোহিত ;
এই পথ ব্রহ্মজ্ঞ দ্বারা অনুবিত্ত,

(১৯) এখানেই—এই দেহেই—শ ; উপাসনাকালে—র।

(২০) এই মন্ত্রটি ক. উ. ২।৩।১৫ মন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

(২১) অশরীর – শরীর থাকিলেও শরীরের অভিমান বা বোধ থাকে না, সেই জন্য অশরীর বলা হইয়াছে—শ।

(২২) ভাবার্থ—আমাদের কৃতকর্ম এবং কামনার প্রভাবে যখন আমরা আমাদিগকে (আমাদের আত্মাকে) শরীরের সহিত এক বলিয়া মনে করি, তখন আমরা শরীরবদ্ধ এবং মরণশীল। যখন আমরা অশরীর হই, তখন আমরা অমৃত, কারণ তখন আমরা শরীরে বদ্ধ থাকি না—রা।

(২৩) অনুবিত্ত—অনুভূত—র ; পূর্ণভাবে জ্ঞাত—শ ; realised—রা ও মা।

পুণ্যকারী, ব্রহ্মবিদ্ এবং তৈজস[২৪] (গণ) ইহা (এই পথ) দ্বারা গমন করেন। ৪।৪।৯

যাঁহারা অবিদ্যার উপাসনা করেন,
তাঁহারা গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করেন,
যাঁহারা বিদ্যাতে রত,
তাঁহারা যেন গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করেন[২৫]। ৪।৪।১০

'অনন্দা' নামক লোক সমূহ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত,
অবিদ্বান্ ও অবুধ[২৬] 'জন'গণ সেখানে গমন করে[২৭]। ৪।৪।১১

যদি কোন পুরুষ আত্মাকে 'আমি ইনি'
[অথবা আমি এইরূপ][২৮] [এই ভাবে] জানেন,

(২৪) তৈজস—পরমাত্মার তেজ দ্বারা তেজসম্পন্ন—শ; পঞ্চাগ্নি-বিদ্যানিষ্ঠ তেজ-উপাসক ব্রহ্মবিদ্—র।

(২৫) এই মন্ত্রটি ঈ. উ, ৯. এ আছে, প্রথম খণ্ড ১৯-২২ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। রংগরামানুজ অর্থ করেন—ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কর্ম (অবিদ্যা) না করিয়া, যাঁহারা কেবল স্বর্গাদি ফলোদ্দেশ্যে কর্ম করেন তাঁহারা অন্ধতম রূপ দুস্তর সংসারে পতিত হন, আর যাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন, তাঁহারা কোন ফলই লাভ করেন না। কর্মজ্ঞানের অঙ্গ, উভয়ের সমুচ্চয়ই মোক্ষ।

(২৬) অবুধ—যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই—শ; পঞ্চাগ্নিবিদ্যাশূন্য, অন্তরাত্মা-বিদ্যা-শূন্য—র।

(২৭) এই মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ঈ. উ. ৩ মন্ত্রে আছে।

(২৮) মূলে আছে—আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ অয়ম্ অস্মি ইতি পুরুষঃ—আত্মাকে যদি কোন পুরুষ আমিই ইনি এই রূপে জানেন, অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা, যিনি সর্ব প্রাণীর প্রত্যয়ের সাক্ষী, যাঁহাকে 'নেতি' 'নেতি' বলা হইয়াছে, যাঁহা হইতে অন্য কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই, যিনি সর্বভূতস্থ এবং নিত্য শুদ্ধ, এবং মুক্ত-স্বভাব—শ। রংগরামানুজ মতে ব্যাখ্যা এইরূপ—যদি এই পুরুষ স্বীয় আত্মাকে আমি 'এতাদৃশ' (এইরূপ), আমি দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-ধী-যুক্ত-ব্রহ্মাত্মক।

শংকর ও রংগরামানুজের মধ্যে মতবিভেদ এই—শংকর বলেন আমিই ব্রহ্ম, রংগরামানুজ বলেন আমি ব্রহ্ম নই আমি ব্রহ্মাত্মক, আমি জীব, আমার আত্মা বিজ্ঞান-ময়। আমার সেই বিজ্ঞানময় আত্মার অন্তরে আনন্দময় আত্মা যিনি আছেন তিনিই ব্রহ্ম।

[তবে] তিনি কি ইচ্ছা করিয়া, কিসের কামনায়
শরীরের অনুগত হইয়া সন্তাপিত হইবেন ? ৪।৪।১২

এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মা,
যাঁহার দ্বারা অনুবিত্ত ও প্রতিবুদ্ধ[২৯] হন,
তিনি বিশ্বকর্তা, কারণ তিনি সকলের কর্তা,
'লোক' তাঁহারই, তিনিই 'লোক'[৩০]। ৪।৪।১৩

এখানে[৩১] থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি,
যদি [তাঁহাকে] জানিতে না পারি, তবে আমাদের মহাবিনাশ [হইবে]।
যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন,
আর অপর সকলে দুঃখই প্রাপ্ত হন[৩২]। ৪।৪।১৪

যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশান (নিয়ন্তা),
এই জ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন করেন,
তিনি কাহাকেও নিন্দা করেন না[৩৩]। ৪।৪।১৫

(২৯) মূলে অনুবিত্ত ও প্রতিবুদ্ধ শব্দই আছে। অনুবিত্ত—অনুভূত—শ; মননাভ্যাস দ্বারা অবগত—র; found—রা; realised—মা। প্রতিবুদ্ধ—সাক্ষাৎ-কৃত, আমি ব্রহ্ম' এইরূপে জ্ঞাত—শ; ধ্যানদ্বারা অবগত—র; directly realised—রা, intimately known—মা।

(৩০) লোক অর্থ আত্মা, সকলে তাঁহার আত্মা; তিনি সকলের আত্মা—শ; তিনি ঈশ্বরের ন্যায় ব্যাপ্য, সেই জন্য তিনি সকলের কর্তা, সকলই তাঁহার লোক এবং তিনিই লোক হন। রংগরামানুজ মতে লোক অর্থ আশ্রয় বা আধার—র। His is the world ; indeed he is the world itself—রা। ভাবার্থ মনে হয়—স্বর্গাদি লোকসমূহ তাঁহারই হয়। তিনি সেই সকল লোক ; অর্থাৎ সর্বলোকাত্মক হন।

(৩১) এখানে—মূলে আছে 'ইহ'=এই শরীরে—শ; ইহ-লোকে—র।

(৩২) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এই মন্ত্র কে. উ. ২।৫ মন্ত্রে আছে। ভাবার্থ—এই ক্ষণস্থায়ী দেহে থাকিয়াই আমরা সেই সনাতনকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহাকে উপলব্ধি না করিতে পারা অর্থ অজ্ঞানে বাস করা এবং জন্মমৃত্যুর অধীন হওয়া। ব্রহ্মবিদ্ অমৃত হন। অপরেরা কেবল দুঃখই পায়—রা।

(৩৩) এই মন্ত্রের অংশ ক.উ. ২।১।৫ এবং ২।১।১২, এবং ঈ. উ. ৬ মন্ত্রে আছে।

যাঁহার নিম্নে সংবৎসর দিবস সমূহের
সহিত আবর্তিত হইতেছে,[৩৪] দেবগণ তাঁহাকে
জ্যোতিসমূহের জ্যোতি[৩৫] ও অমৃত আয়ু[৩৬]
বলিয়া উপাসনা করেন। ৪।৪।১৬

যাঁহাতে পঞ্চসংখ্যক 'পঞ্চজন'[৩৭] ও আকাশ[৩৮] প্রতিষ্ঠিত,
তাঁহাকেই আত্মা মনে করি।
অমৃত ব্রহ্মকে জানিয়া [আমি] অমৃত (অমর) হইয়াছি। ৪।৪।১৭

প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু এবং শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মনকে[৩৯]
যাঁহারা জানেন,
তাঁহারা পুরাণ, ও আদি ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানেন। ৪।৪।১৮

মনের দ্বারাই (তিনি) অনুদ্রষ্টব্য[৪০],

(৩৪) সংবৎসরকালাত্মক, দিবসসমূহ তাহার অবয়ব। কাল উৎপত্তিশীল সকলেরই সীমা-নির্ধারক। সেই কাল তাঁহাকে সীমাবদ্ধ না করিতে পারিয়া, তাঁহার নিম্নে দিবারাত্রি রূপে আবর্তিত হইতেছে—শ। কালাত্মক সংবৎসর দিবসরূপী অবয়বের সহিত পরিচ্ছিন্নভাবে আবর্তিত হইতেছে। আত্মা সংবৎসর ও মাসাদিলক্ষণযুক্ত কালের অতীত—র।

(৩৫) আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহের প্রকাশক, আত্মার চৈতন্য জ্যোতি দ্বারা উদ্‌ভাসিত হইয়াই তাহারা আলোক দেয়—শ; জ্যোতি-প্রকাশক, আত্মা সেই প্রকাশকের প্রকাশক—র।

(৩৬) আয়ু—life principle—রা; সর্ব প্রাণি-প্রাণন-হেতুভূত—র।

(৩৭) পঞ্চজন—দেবগণ, গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, রাক্ষসগণ এবং অসুরগণ অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ জাতি বুঝায়—শ।

(৩৮) আকাশ—অব্যাকৃত যাঁহাতে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ ওতপ্রোত—শ।

(৩৯) এই মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে কে. উ. ১।২ মন্ত্রে আছে। ব্যাখ্যা ১ম খণ্ড, ৩৪—৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৪০) অনুদ্রষ্টব্য—মূলে এই শব্দই আছে। আচার্যের উপদেশ লাভ পুর্ব্বক পরমার্থ জ্ঞান দ্বারা ও সংস্কৃত মন দ্বারা দ্রষ্টব্য—শ; দর্শনের ন্যায় স্মৃতি-সন্ততি রূপ ধ্যান সহায়ে বিশুদ্ধ মন দ্বারা প্রাপ্তব্য—র।

ইহাতে 'নানা'ত্ব[৪১] কিছুই নাই,
যিনি ই হাতে 'নানা'র মত দর্শন করেন
তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে (পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে) প্রাপ্ত হন[৪২]। ৪।৪।১৯

অপ্রময়[৪৩] ও ধ্রুব ইঁহাকে (আত্মাকে) একধাই[৪৪] অনুদ্রষ্টব্য। আত্মা বিরজ, আকাশের অতীত,[৪৫] অজ, মহান্ ও অবিনাশী। ৪।৪।২০

তাঁহাকেই বিশেষভাবে জানিয়া,[৪৬] ধীর ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা [সাধন] করিবে[৪৭]। বহু শব্দ অনুধ্যান করিবে না[৪৮], তাহা বাগিন্দ্রিয়ের বিশেষ গ্লানিকর। ৪।৪।২১

(৪১) মূলে আছে—'নানা অস্তি', নানা=নানাত্ব (বহুত্ব)—শ ও র। ভেদলেশ—র; diversity—রা। শংকর মতে নানাত্ব মায়া। রামানুজ মতে ব্যাখ্যা এইরূপ—এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মের কর্ম (=সৃষ্টি), যিনিই বিশ্বের অন্তর্যামী, এই বিশ্ব ব্রহ্মের সহিত এক, কারণ ব্রহ্ম এই বিশ্বের আত্মা, ব্রহ্মের একত্বের বিপরীত নানাত্ব নাই, একই বহু হইয়াছেন। 'আমি বহু হইব'—ছা-উ. ৬।২।৩, তৈ. উ. ২।৬।১, অর্থাৎ বহুত্ব নানাত্বেরই প্রকাশ, নানাত্ব একত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

(৪২) ক. উ. ২।১।১০এ এই মন্ত্রের শেষার্ধ এবং ২।১।১১এ এই মন্ত্রের প্রথমার্ধ গৃহীত হইয়াছে।

(৪৩) মূলে আছে 'অপ্রময়'—অপরিচ্ছেদ্য, সর্বভূতাত্মভূত—র। শংকর অর্থ করেন অপ্রমেয়—প্রমাণের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর প্রয়োজন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় সুতরাং অপ্রমেয়—শ; indemonstrable—রা।

(৪৪) একধাই—মূলে আছে 'একধাএব'—পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মরূপে—র; আকাশ যেমন অবিচ্ছিন্ন ও তদ্রূপ বিজ্ঞানঘনরূপে—শ।

(৪৫) মূলে আছে আকাশাৎ পরঃ, আকাশ—অব্যাকৃত। পরঃ অর্থ শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম বা অতীত হইতে পারে। শংকর বলেন—সূক্ষ্ম। আকাশের অতীত—রা।

(৪৬) মূলে আছে বিজ্ঞায়—শ্রবণ ও মনন দ্বারা জানিয়া—র; আচার্যের উপদেশ ও শাস্ত্র দ্বারা জানিয়া—শ।

(৪৭) মূলে আছে 'প্রজ্ঞাং কুর্বীত'—practise wisdom—রা, নিদিধ্যাসন করিবে—র; শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশ হইতে বিজ্ঞাত বিষয়ে আরও কোন

প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহের মধ্যে যিনি এই বিজ্ঞানময় তিনিই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা। অন্তর্হৃদয়ে এই যে আকাশ, ইহাতে তিনি শয়ন (অবস্থান) করেন[৪৯] [রংগরামানুজ মতে অনুবাদ—প্রাণসমূহে যিনি বিজ্ঞানময় (-রূপী জীবাত্মা) এবং অন্তর্হৃদয়ে এই যে আকাশ (-রূপী জীবাত্মা) ইহাতে (সেই জীবাত্মাতে) যিনি শয়ন (অন্তর্যামিরূপে অবস্থান) করেন, তিনিই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা।]

জিজ্ঞাস্য থাকিলে, তাহার পরিসমাপ্তি করিবে। প্রজ্ঞা-সাধনের উপকরণ—সন্ন্যাস, শম, দম, ভোগবিরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি অভ্যাস করিবে—শ।

(৪৮) বহু শব্দের ধ্যান নিষেধ করা হইতে বুঝা যাইতেছে যে কেবল আত্মতত্ত্ব প্রকাশক স্বল্প শব্দ অনুধ্যান করার অনুজ্ঞা দেওয়া হইতেছে। মু. উ. ২।২।৬ মন্ত্রে আছে—'ওম্ রূপেই আত্মাকে ধ্যান কর' ; মু. উ. ২।২।৫ মন্ত্রে আছে 'অন্য সকল বাক্য পরিত্যাগ কর'—শ।

সত্যকে নিরর্থক ও বৃথা তর্ক দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—রা।

(৪৯) মূলে আছে 'স বা এষ মহানজ আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিন্ শেতে।'' শংকর বলেন প্রাণসমূহে যিনি বিজ্ঞানময়, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা। রংগরামানুজ বলেন যিনি বিজ্ঞানময় তিনি জীবাত্মা।

শংকর বলেন যিনি অন্তর্হৃদয়ে অর্থাৎ হৃৎ-পুণ্ডরিকের মধ্যে এই যে আকাশ—যাহা বুদ্ধি—বিজ্ঞানের আশ্রয় [(seat of intellect—মা) (অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধি-বিজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে—হু)], সেই আকাশে (পরমাত্মা) বুদ্ধি বিজ্ঞানের সহিত শয়ন (=অবস্থান) করেন। তিনি একটি দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন—আকাশ অর্থ পরমাত্মা—যিনি বিজ্ঞান—জীবের প্রকৃত স্বরূপ, এবং নিরুপাধিক—সেই আকাশে অর্থাৎ পরমাত্মাতে জীব সম্প্রসাদ-কালে (সুষুপ্তি সময়ে) শয়ন করে।

রংগরামানুজ বলেন যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়, তিনিই হৃদয়ে অন্ত-র্জ্যোতি—জীবাত্মা। সেই জীবাত্মাতে এই মহান্ অজ আত্মা শয়ন করেন অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে বর্তমান থাকেন। সেই জন্যই বলা হয় (জীব) আত্মাতে (পরম) আত্মা দর্শন করে। অন্তর্হৃদয় অর্থ হৃদয়ের অভ্যন্তরে, আকাশ অর্থ জ্যোতি—তাহা প্রকাশক, সুতরাং আকাশ অর্থ জীবাত্মা।

[তিনি] সকলের বশীকর্তা, সকলের 'ঈশান' (নিয়ন্তা) সকলের অধিপতি। তিনি সাধুকর্ম দ্বারা মহান্ হন না, অসাধু কর্ম দ্বারা হীন হন না। ইনি সর্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূতপাল। ইনি এই লোকসমূহের অসংভেদের[৫০] জন্য 'বিধরণ' (বিধারক) সেতু। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, অনাশক তপস্যা [অথবা তপস্যা ও উপবাস][৫১] দ্বারা ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। [তাঁহারা] ইঁহাকেই জানিয়া মুনি[৫২] হন। এই (ব্রহ্মরূপ) লোককেই পাইবার ইচ্ছায়, পরিব্রাজকগণ পরিব্রজন করেন।

এই জন্যই প্রাচীন [-কালীন] 'বিদ্বান্'গণ প্রজা (সন্তান) কামনা করিতেন না। [তাঁহারা মনে করিতেন] "আমাদের যাহাদের এই আত্মা, এই [ব্রহ্মরূপ] লোক [লাভ হইয়াছে] [সেই] আমরা প্রজা (সন্তান) দ্বারা কি করিব?" তাঁহারা পুত্রকামনা, বিত্তকামনা এবং [স্বর্গাদি] লোক কামনা হইতে উত্থিত হইয়া (এই সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া) ভিক্ষাচর্য অবলম্বন করিতেন, কারণ যাহা পুত্রকামনা তাহাই বিত্তকামনা, যাহা বিত্তকামনা তাহাই লোক-কামনা, কেন না, ইহারা উভয়েই কামনা।[৫৩]

(৫০) মূলে 'অসংভেদায়' শব্দ আছে—to keep different worlds apart—রা। অসাংকর্যের জন্য—যাহাতে বিভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত না হইয়া যায়—র। পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লোকসমূহের অসংভেদের জন্য—পরস্পর পৃথক্ রাখার জন্য—শ।

(৫১) মূলে আছে 'তপসা অনাশকেন'—সাধারণ অর্থ তপস্যা ও উপবাস দ্বারা—by penance and by fasting—রা (অনাশক অর্থ উপবাস—ম. উ.), কিন্তু শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই বলেন অনাশক এখানে অর্থ 'কাম-অনশন' এবং এই শব্দ তপস্যার বিশেষণ ; অর্থ মনে হয় নিষ্কাম তপস্যা। আনন্দগিরি বলেন কাম-অনশন অর্থ রাগদ্বেষ রহিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-সেবন অর্থাৎ যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্ট।

(৫২) মুনি—মননশীল যোগী—শ ও র।

(৫৩) ভাবার্থ—সন্তান ও স্বর্গাদি লাভের জন্য লোকে যজ্ঞাদি করে। যিনি আত্মাকে, ব্রহ্মরূপ লোককে, লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন, 'আত্মার অতিরিক্ত কিছু লাভ করিবার নাই। সমস্তই আমার আত্মা, আমিই সকলের আত্মা'। তাঁহারা আপ্তকাম সুতরাং সন্তান, বিত্ত বা লোক কামনা করেন না—শ।

ইনি সেই আত্মা যাঁহার সম্বন্ধে 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়—শ; এরূপ নয় এরূপ নয়—র) [বলা হইয়াছে][৫৪]। [ইনি] অগৃহ্য কারণ [ইনি] গৃহীত হন না, অশীর্য কারণ শীর্ণ হন না, অসঙ্গ কারণ আসক্ত হন না, অবদ্ধ কারণ ব্যথিত হন না বা বিনষ্ট হন না। 'এই জন্য পাপ করিয়াছি', 'এই জন্য কল্যাণ করিয়াছি', এই উভয় [চিন্তা], ইঁহাকে অভিভূত করে না, এই উভয় [চিন্তা] তিনি অতিক্রম করেন। কৃত ও অকৃত [কর্ম] ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না। ৪।৪।২২

এই বিষয়ে ঋক্ মন্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে—

ব্রহ্মজ্ঞের এই নিত্য মহিমা[৫৫]

কর্ম দ্বারা বর্ধিত হয় না, বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

তাহার (মহিমার)ই স্বরূপ-জ্ঞাতা হইবে

তাহা (মহিমা) অবগত হইলে

[মানুষ] পাপ-কর্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না।

সেই জন্য এইরূপজ্ঞান সম্পন্ন [পুরুষ], শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত[৫৬] হইয়া, নিজের আত্মাতেই [পরম] আত্মাকে দর্শন করেন, এবং সমস্তই আত্মা বলিয়া দর্শন করেন, এবং সমস্তই আত্মা বলিয়া দর্শন করেন।

পাপ ইঁহাকে অতিক্রম (অভিভূত) করিতে পারে না, ইনি সর্বপাপকে অতিক্রম করেন। পাপ ইঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না, [ইনি]

প্রজাসাধ্য লোক আমাদের পরমাত্মাই। ব্রহ্মজ্ঞ পরমাত্মার অনুভূতি দ্বারা সকল লোকসাধ্য সুখই প্রাপ্ত হন—র।

(৫৪) বাচনিক অনুবাদ—ইনি সেই নেতি নেতি আত্মা।

(৫৫) মহিমা—greatness—রা।

(৫৬) শান্ত দান্ত ইত্যাদি (i) শান্ত—বাহ্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে বিরত—শ; অন্তরিন্দ্রিয় যাঁহার নিয়মিত—র। (ii) দান্ত—অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত—শ; বহিরিন্দ্রিয় যাহার নিয়মিত—র। (iii) উপরত—সর্বকামনা-শূন্য—শ; নিষিদ্ধ কর্ম ও কামনা হইতে বিরত—র। (iv) তিতিক্ষু—সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু—শ; ক্ষমাশীল—র। (v) সমাহিত—একাগ্র চিত্ত—শ; সমাহিত-চিত্ত—র।

সর্বপাপকে সন্তপ্ত করেন। [ইনি] 'বিপাপ' (নিষ্পাপ), বিরজ ও বিগত-সন্দেহ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হন।

ইহাই ব্রহ্ম [রূপ] লোক, সম্রাট্, আপনি ইঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ইহা যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন।

[জনক]—"সেই (এইরূপে উপদিষ্ট) আমি ভগবান্‌কে এই বিদেহ-দেশ এবং দাস্যের (দাস্য কর্মের) জন্য নিজেকে দান করিতেছি।" ৪।৪।২৩

[যাজ্ঞবল্ক্য]—ইনিই মহান্ অজ (জন্মরহিত) আত্মা, অন্নদাতা (বা অন্ন ভোক্তা)[৫৭] ও বসু (ধন)-দাতা। যিনি এরূপ জানেন, তিনি বসু লাভ করেন। ৪।৪।২৪

ইনিই মহান্, অজ, আত্মা, [ইনি] অজর, অমর, অমৃত, অভয় ব্রহ্ম, ব্রহ্মই অভয়। যিনি এরূপ জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন। ৪।৪।২৫

ইহা চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ

(৫৭) মূলে আছে অন্নাদঃ = অন্নভোক্তা—শ; অন্নদাতা—র।

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

*চতুর্থ অধ্যায়—পঞ্চম (মৈত্রেয়ী) ব্রাহ্মণ

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্যা ছিল—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, এবং কাত্যায়নী স্ত্রাজনোচিত-প্রজ্ঞা-সম্পন্না [ছিলেন]। যাজ্ঞবল্ক্য [গৃহস্থাশ্রম হইতে] অন্যবিধ বৃত্তি (প্রব্রজ্যা) অবলম্বন করিবেন মনঃস্থ করিয়া, ৪।৫।১

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই স্থান (গৃহস্থ-আশ্রম) হইতে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেছি। তোমার ও কাত্যায়নীর (সম্বন্ধের) অন্ত[১] করিব।" ৪।৫।২

মৈত্রেয়ী বলিলেন "ভগবন্, যদি এই বিত্তপূর্ণা সমগ্র পৃথিবী আমার হয়, তাহা দ্বারা আমি কি অমৃতা (অমর) হইব।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'অহো, না, না, উপকরণবান্ (বিত্তশালী)দের জীবন যেমন [হয়], সেইরূপই তোমার জীবন হইবে। বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের কোন আশা নাই।" ৫।৪।৩

মৈত্রেয়ী বলিলেন "যাহা দ্বারা আমি অমৃতা হইব না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব? ভগবান্ [এ বিষয়ে] যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন।" ৪।৫।৪

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "তুমি আমার প্রিয়াই ছিলে, [এখন] প্রিয়ত্ব বর্ধিত করিলে। ভবতি, তাহা হইলে তোমার নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিব। ব্যাখ্যাকর্ত্তা আমার [ব্যাখ্যার] প্রতি নিদিধ্যাসন (মনোনিবেশ) কর"। ৪।৫।৫

(১) পতি দ্বারা উভয় পত্নীর মধ্যে যে বৈষয়িক ও পারিবারিক সম্বন্ধ আছে, বিষয় বিভাগ দ্বারা তাহার শেষ করিব—শ।

* বৃ. উ. দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে সামান্য পরিবর্তিত আকারে এই উপাখ্যান ও বিষয়টি আছে। অধিকাংশ ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "অরে, পতির কামনায় পতি [জায়ার] প্রিয় হন না ; আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হন। অরে, জায়ার কামনায় জায়া [পতির] প্রিয় হন না, আত্মারই কামনায় জায়া [পতির] প্রিয় হন। অরে, পুত্রগণের কামনার পুত্রগণ প্রিয় হন না, আত্মারই কামনায় পুত্রগণ প্রিয় হন। অরে, বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। অরে, পশুদের কামনায় পশুগণ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনার পশুগণ প্রিয় হয়। অরে, ব্রাহ্মণের কামনায়, ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। অরে, ক্ষত্রিয়ের কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। অরে, লোকসমূহের কামনায় লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনার লোকসমূহ প্রিয় হয়। অরে, দেবগণের কামনায় দেবগণ প্রিয় হন না, আত্মারই কামনায় দেবগণ প্রিয় হন। অরে, বেদসমূহের কামনায় বেদসমূহ প্রিয় হন না, আত্মারই কামনায় বেদসমূহ প্রিয় হন। অরে, ভুতসমূহের কামনায় ভূতসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় ভূতসমূহ প্রিয় হয়। অরে, সর্ব [বস্তু]র কামনায় সর্ব [বস্তু] প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সর্ববস্তু প্রিয় হয়। অরে, আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, ও নিদিধ্যাসিতব্য। মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে, এই সমস্তই বিদিত হয়। ৪।৫।৬

যিনি ব্রাহ্মণ [জাতি]কে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন (মনে করেন), ব্রাহ্মণ [জাতি] তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন।[২] যিনি ক্ষত্রিয় [জাতি]কে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন (মনে করেন), ক্ষত্রিয় জাতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি [স্বর্গাদি] লোক সমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানেন (মনে করেন), লোকসমূহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানেন, দেবগণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি বেদসমূহকে আত্মা হইতে

(২) কারণ পরমাত্মা সকলের আত্মা—শ।

পৃথক্ বলিয়া জানেন, বেদসমূহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি ভূতবর্গকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানেন [ভূতবর্গ] তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি সর্ব [বস্তু]কে আত্মা হইতে পৃথক্ জানেন, সর্ব[বস্তু] তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই ব্রাহ্মণ [জাতি], এই ক্ষত্রিয় [জাতি] এই দেবগণ, এই বেদসমূহ, এই ভূতবর্গ, এই সমস্তই [তাহা] যাহা এই আত্মা।[৩] ৪।৫।৭

যেমন দুন্দুভি (বাদ্য) আঘাত করিলে (বাজাইলে) [তাহা হইতে নির্গত] 'বাহ্য' শব্দ সমূহকে [পৃথক্ ভাবে] গ্রহণ করা যায় না, [কিন্তু] দুন্দুভি বা দুন্দুভি-বাদককে [অথবা, দুন্দুভির সাধারণ শব্দ বা ধ্বনিকে —শ] গ্রহণ করিলে সেই (বহির্নির্গত) শব্দ ও গৃহীত হয়। ৪।৫।৮

যেমন শঙ্খ বাজাইলে [তাহা হইতে নির্গত] 'বাহ্য' শব্দ সমূহকে [পৃথক্ ভাবে] গ্রহণ করা যায় না, [কিন্তু] শঙ্খ বা শঙ্খবাদককে [অথবা, শঙ্খের সাধারণ শব্দ বা ধ্বনিকে] গ্রহণ করিলে, সেই (বহিনির্গত) শব্দও গৃহীত হয়। ৪।৫।৯

যেমন বীণা বাজাইলে, [তাহা হইতে নির্গত] 'বাহ্য' শব্দ সমূহকে [পৃথক্ ভাবে] গ্রহণ করা যায় না, [কিন্তু] বীণা বা বীণাবাদককে [অথবা, বীণার সাধারণ শব্দ বা ধ্বনিকে] গ্রহণ করিলে, সেই (বহির্নির্গত) শব্দও গৃহীত হয়,

[সেইরূপ আত্মা হইতে নির্গত এই সমস্ত জগৎকে পৃথক্ ভাবে অবগত হওয়া যায় না, আত্মাকে জানিলেই এই সমস্ত জগৎ জানা হয়।] ৪।৫।১০

যেমন আর্দ্র ইন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হয়, সেইরূপ অরে, এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অর্থবাঙ্গিরস (বর্তমান অথর্ববেদ) ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎসমূহ, শ্লোকসমূহ, সূত্র সমূহ, অনুব্যাখ্যা সমূহ (explanations—রা),

(৩) আত্মা ব্যতীত কিছু নাই, আত্মাই এই সমস্ত জগৎ—শ। আত্মা বিজ্ঞাত হইলে, সমস্তই বিদিত হয়, সর্বশরীরক ব্রহ্ম বিদিত হন—এইরূপ ভাব—র।

ব্যাখ্যা সমূহ (commentaries), ইষ্ট (যজ্ঞ), আহুতি, অন্ন, পানীয়, ইহলোক পরলোক এবং সর্বভূত এই সমস্তই, ইহার (পরমাত্মার) নিশ্বাস [সদৃশ]।[৪] ৪।৫।১১

যেমন সমুদ্র সকল জলের 'একায়ন',[৫] সেইরূপ ত্বক্ সকল স্পর্শের একায়ন, সেইরূপ নাসিকাদ্বয় সকল গন্ধের একায়ন, সেইরূপ জিহ্বা সকল রসের একায়ন, সেইরূপ চক্ষু সকল রূপের একায়ন, সেইরূপ শ্রোত্র সকল শব্দের একায়ন, সেইরূপ মন সকল সংকল্পের[৬] একায়ন, সেইরূপ হৃদয়[৭] সকল বিদ্যার একায়ন, সেইরূপ হস্তদ্বয় সকল কর্মের একায়ন, সেইরূপ উপস্থ সকল আনন্দের একায়ন, সেইরূপ পায়ু (গুহ্যদ্বার) সকল [মল] ত্যাগের একায়ন, সেইরূপ পদদ্বয় সকল পথের একায়ন, এবং বাক্ সকল বেদের একায়ন, [সেইরূপ পরমাত্মাও সকল বিজ্ঞানের একায়ন—শ]। ৪।৫।১২

এই সৈন্ধব-খণ্ড যেমন অন্তর-রহিত, বাহ্য-রহিত,[৮] সর্বাংশেই রসঘন (লবণরসাত্মক), অরে, সেইরূপ এই আত্মা, অন্তর-রহিত, বাহ্য-রহিত[৮] সর্বাংশেই প্রজ্ঞান-ঘন[৯] । [এই প্রজ্ঞান-ঘন আত্মা]

(৪) নিশ্বাস [সদৃশ]—নিশ্বাসের ন্যায় বিনা অয়াসে সম্পন্ন—শ।

(৫) একায়ন—'একমাত্র গন্তব্য স্থান, লীন হইবার স্থান, অভিন্নতা প্রাপ্তির একমাত্র আধার—শ; মিলনের স্থান বা আশ্রয়—র; Meeting place, goal—রা; Uniting place—হি; Goal—মা। শংকর বলেন, 'প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম হইতে কেবল যে সমস্ত সৃষ্ট হয় এবং স্থিতি লাভ করে তাহা নয়, তাঁহাতেই আবার সমস্ত বিলীন হয়।'

(৬) সংকল্প—determination—রা; deliberation—মা।

(৭) হৃদয়—বুদ্ধি—শ; অবস্থাবিশেষ-বিশিষ্ট মন—র।

(৮) মূলে আছে 'অনন্তরঃ অবাহ্যঃ'—অর্থাৎ বাহ্য এবং অভ্যন্তর সবই লবণময়, অন্তর-বাহ্য প্রজ্ঞানময়—শ।

(৯) প্রজ্ঞানঘন—Pure intelligence—মা; a mass of intelligence—রা; mass of consciousness—হি। ২।৫।১২ মন্ত্রে আছে বিজ্ঞানঘন, শংকর বলেন বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ যাহাতে নাই, তাহাই বিজ্ঞানঘন। এখানেও সেইরূপ অর্থই হইবে—প্রজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু যাহাতে নাই, তাহা প্রজ্ঞানঘন। রংগরামানুজ অর্থ করেন 'বিজ্ঞানঘনজীবশরীরক'।

এই ভূত সমূহ হইতে (জীব-রূপে) উত্থিত হইয়া তাহাদের মধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুর পর সংজ্ঞা[১০] থাকে না, অরে, ইহা আমি বলিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিলেন। ৪।৫।১৩

মৈত্রেয়ী বলিলেন "ভগবান্ আমাকে মোহমধ্যে পাতিত করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।" তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন "অরে, আমি মোহজনক কিছু বলিতেছি না। অরে, এই আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদবিহীন।" ৪।৫।১৪

"যেখানে [মনে হয়] যেন দ্বৈত (দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বস্তু) আছে, সেখানে একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, সেখানে একে অন্যকে দর্শন করে সেখানে একে অন্যকে শ্রবণ করে, সেখানে একে অন্যকে অভিবাদন করে, সেখানে একে অন্যকে মনন করে, সেখানে একে অন্যকে স্পর্শ করে, সেখানে একে অন্যকে জানে।

"যখন ইঁহার সমস্তই আত্মা হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা[১১] কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে মনন করিবে, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে স্পর্শ করিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে? যাঁহার দ্বারা এই সমস্তকে [লোকে] জানে তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানিবে?

(১০) সংজ্ঞা—বিশেষ বিজ্ঞান—শ; separate or particular consciousness—রা; particular consciousness—মা। ২।৪।১২-১৩ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শংকরের ভাষ্যাংশ ব্যাখ্যা করিয়া রাধাকৃষ্ণন বলেন ভূতমাত্রা সমূহের (elements) সহিত সংসর্গ (association) নিবন্ধন বিশেষ জ্ঞান (particular consciousness) লাভ হয়। যখন এই ভূতমাত্রা সমূহের সহিত সংসর্গ লোপ পায়, তখন ভূতমাত্রা-জনিত বিশেষ জ্ঞানও লোপ পায়। এই বিশেষ জ্ঞানকেই সংজ্ঞা বলা হইয়াছে।

(১১) মূলে এখানে ও পরে আছে 'কেন'—by what—রা; কাহার দ্বারা; 'কিরূপে' অনুবাদও হইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ইনিই সেই আত্মা [যাহার সম্বন্ধে] নেতি, নেতি (ইহা নয়, ইহা নয় —শ ; এরূপ নয়, এরূপ নয়—র) [বলা হইয়াছে] [বাচনিক অনুবাদ—ইনিই সেই নেতি নেতি আত্মা]। [ইনি] অগৃহ্য, [ইঁহাকে] গ্রহণ করা যায় না, [ইনি] অশীর্য, শীর্ণ হন না, অসঙ্গ [কিছুতে] আসক্ত হন না। ইনি অবদ্ধ, ব্যাথা পান না বা বিনষ্ট হন না।

"অরে, বিজ্ঞাতাকে কাহার দ্বারা (অথবা কি প্রকারে) জানিবে ? অরে মৈত্রেয়ি, তুমি এইরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইলে। অমৃতত্ব (অমৃতত্বের সাধন) এই পর্যন্ত।" এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রস্থান করিলেন। ৪।৫।১৫

ইহা চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ।

চতুর্থ অধ্যায়—ষষ্ঠ (বংশ) ব্রাহ্মণ

আচার্য শিষ্যের পরিচয়

অনন্তর বংশ (আচার্য শিষ্যের পরিচয়) (১) পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে, (২) গৌপবন [অন্য] পৌতিমাষ্য হইতে, (৩) পৌতিমাস্য [অন্য] গৌপবন হইতে, (৪) গৌপবন কৌশিক হইতে, (৫) কৌশিক কৌণ্ডিন্য হইতে, (৬) কৌণ্ডিন্য শাণ্ডিল্য হইতে (৭) শাণ্ডিল্য কৌশিক এবং গৌতম হইতে, (৮) গৌতম ৪।৬।১

আগ্নিবেশ্য হইতে, (৯) আগ্নিবেশ্য গার্গ্য হইতে, (১০) গার্গ্য [অন্য] গার্গ্য হইতে, (১১) গার্গ্য গৌতম হইতে (১২) গৌতম সৈতব হইতে, (১৩) সৈতব পারাশর্যায়ণ হইতে, (১৪) পারাশর্যায়ণ গার্গ্যায়ণ হইতে, (১৫) গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়ন হইতে, (১৬) উদ্দালকায়ন জাবালায়ন হইতে, (১৭) জাবালায়ন মাধ্যনন্দিনায়ন হইতে, (১৮) মাধ্যনন্দিনায়ন সৌকরায়ণ হইতে, (১৯) সৌকরায়ণ কাষায়ণ হইতে, (২০) কাষায়ণ সায়কায়ন হইতে, (২১) সায়কায়ন কৌশিকায়নি হইতে (২২) কৌশিকায়নি ৪।৬।২

ঘৃতকৌশিক হইতে, (২৩) ঘৃতকৌশিক পারাশর্যায়ণ হইতে, (২৪) পারাশর্যায়ণ পারাশর্য হইতে, (২৫) পারাশর্য জাতূকর্ণ্য হইতে, (২৬) জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণ ও যাস্ক হইতে, (২৭) আসুরায়ণ ত্রৈবণি হইতে, (২৮) ত্রৈবণি ঔপজন্ধনি হইতে, (২৯) উপজন্ধনি আসুরি হইতে, (৩০) আসুরি ভারদ্বাজ হইতে, (৩১) ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে, (৩২) আত্রেয় মাণ্টি হইতে, (৩৩) মাণ্টি গৌতম হইতে, (৩৪) গৌতম [অন্য], গৌতম হইতে, (৩৫) গৌতম বাৎস্য হইতে, (৩৬) বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে, (৩৭) শাণ্ডিল্য কৈশোর্য হইতে, (৩৮) কৈশোর্য কাপ্যকুমার হারিত হইতে, (৩৯) কুমার হারিত গালব হইতে, (৪০) গালব বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে, (৪১) বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য বৎসনপাদ্ বাভ্রব হইতে, (৪২) বৎসনপাদ্ বাভ্রব পন্থা সৌভর হইতে, (৪৩) পন্থা সৌভর আয়াস্য আঙ্গিরস হইতে, (৪৪) আয়াস্য আঙ্গিরস আভূতিত্বাষ্ট্র হইতে, (৪৫) আভূতিত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপত্বাষ্ট্র হইতে, (৪৬) বিশ্বরূপত্বাষ্ট্র অশ্বিদ্বয় হইতে, (৪৭) অশ্বিদ্বয় দধ্যঙ্ আথর্বণ হইতে, (৪৮) দধ্যঙ্ আথর্বণ আথর্বণদৈব হইতে, (৪৯) আথর্বণ দৈব মৃত্যু প্রধ্বংসন হইতে, (৫০) মৃত্যু প্রধ্বংসন প্রধ্বংসন হইতে (৫১) প্রধ্বংসন একর্ষি হইতে, (৫২) একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে, (৫৩) বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে, (৫৪) ব্যষ্টি সনারু হইতে, (৫৫) সনারু সনাতন হইতে, (৫৬) সনাতন সনগ হইতে, (৫৭) সনগ পরমেষ্ঠী হইতে, (৫৮) পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা হইতে [ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন]। ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মকে নমস্কার। ৪।৬।৩

ইহা চতুর্থ অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

পঞ্চম অধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

(ব্রহ্ম পূর্ণ অক্ষর ও সর্বব্যাপী)

*ওম্, উহা পূর্ণ[১], ইহা পূর্ণ[২], পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্‌গত হন,
পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন।[৩]
ওম্[ই] আকাশ-ব্রহ্ম, আকাশ 'পুরাণ' (চিরন্তন)[৪] । 'আকাশ বায়ুর

(১) এখানে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—রা।

(২) এখানে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—রা।

(৩) পরিবর্তিত আকারে মন্ত্রটি অ. বে. ১০।৮।২৯-এ আছে। এই মন্ত্রটি ঈ. উ. শান্তি পাঠ। বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩ ৪ দ্রষ্টব্য।

ভাবার্থ—এই বিশ্ব যদিও অনন্ত, ইহার মূল ব্রহ্মে। এই বিশ্বের প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মের একত্বের বা পূর্ণত্বের ব্যত্যয় হয় না—রা।

(৪) মূলে আছে "ওম্ খং ব্রহ্ম, খং পুরাণম্"। শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই বলেন 'ওম্ খং ব্রহ্ম' একটি ধ্যানের মন্ত্র। ইহার ব্যাখ্যা ও অনুবাদ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। উপরে শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ (যেমন, হিউম) অনুবাদ করেন ; 'ওম্, ব্রহ্মই আকাশ' ; মহেশচন্দ্র অনুবাদ করেন 'ওম্, আকাশই ব্রহ্ম'। 'ওম্' শব্দটি তাঁহারা বাক্যাংশরূপে গ্রহণ করেন না, যেমন কোন মন্ত্রের প্রথমে 'ওম্' বলা হয়, সেইভাবে বা অর্থে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। শংকর ব্যাখ্যা করেন 'যাহা আকাশ-ব্রহ্ম তাহাই ওম্'। খং অর্থ তিনিও আকাশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

রংগরামানুজ বলেন 'খং অর্থ অপরিচ্ছিন্ন (unlimited), তাঁহার মতে অনুবাদ হইবে—'ওম্(ই) অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম', অর্থ হইবে—ওঙ্কারকে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে হইবে।

মধ্ব বলেন—'ওম্ অর্থ বিষ্ণু কারণ সকল গুণ তাঁহাতে ওত। খং অর্থ সর্ব-জ্যোতি, তিনি সর্বজ্যোতি বলিয়া তাঁহাকে খং বলা হয়. তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া

* [illegible] প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট ক (১) দ্রষ্টব্য। পরিবর্তিত আকারে [illegible]

আধার'॰ ইহা কৌরব্যায়ণীর পুত্র বলেন। 'ইহা (ওম্) বেদ' ইহা ব্রহ্মজ্ঞগণ জানেন; যাহা বেদিতব্য তাহা ইহা দ্বারাই জানেন।॰ ৫।১।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ।

তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়। সুতরাং তাঁহার মতে অনুবাদ হইবে—বিষ্ণু সর্বজ্যোতি ও সর্বব্যাপী।

'খং পুরাণম্' অর্থ লইয়াও মতদ্বৈধ আছে। শংকর বলেন 'খং অর্থ আকাশ' হইলেও কিন্তু এখানে অর্থ পরমাত্মা। পুরাণং চিরন্তন; খং পুরাণম্ অর্থ পরমাত্মা চিরন্তন। রংগরামানুজ বলেনখং অর্থ দেশদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সীমাহীন; পুরাণম্ অর্থ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। মধ্ব বলেন-'খং' অর্থ 'সর্ব-আনন্দ', পুরাণম্ অর্থ যাঁহার আদি নাই—অনাদি। সুতরাং অর্থ হয় (তিনি) সর্ব-আনন্দ ও অনাদি।

(৫) মূলে আছে বায়ুরম্=বায়ুর আধার—শ; বায়ুমান্—র। বায়ুকে যিনি র(=আনন্দ) দেন, পরমাত্মা—ম।

(৬) ওম্ই বেদ, কারণ যাহা কিছু বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য) তাহা ওঙ্কারের সাহায্যেই জানা যায়, সেই জন্য ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার শব্দটি বেদ বা ব্রহ্মের নাম—শ। যাহা কিছু বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য) সেই সমস্তই ওঙ্কারের দ্বারা জানা যায়, সেই জন্য ইহার নাম বেদ—র।

পঞ্চম অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

(দম, দান ও দয়া)

প্রজাপতির তিন সন্তান—দেবগণ, মানবগণ ও অসুরগণ। [তাঁহারা] পিতা প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য [আচরণ করিয়া] বাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য বাস করিয়া, দেবগণ [প্রজাপতিকে] বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে বলুন (উপদেশ দিন)।" প্রজাপতি তাঁহাদিগকে [illegible]

অক্ষরটি বলিলেন। [এবং জিজ্ঞাসা করিলেন] "বুঝিয়াছ তো ?" [দেবগণ] বলিলেন "বুঝিয়াছি। আপনি বলিলেন—'দান্ত হও'[১]।" প্রজাপতি বলিলেন "ওম্ (হাঁ)[২], বুঝিয়াছ।" ৫।২।১

অনন্তর মানবগণ ইঁহাকে (প্রজাপতিকে) বলিলেন "আপনি আমাদিগকে বলুন (উপদেশ দিন)" [প্রজাপতি] তাঁহাদিগকে 'দ' এই অক্ষরটি বলিলেন। [এবং জিজ্ঞাসা করিলেন] "বুঝিয়াছ তো ?" [মানবগণ] বলিলেন "বুঝিয়াছি। আপনি আমাদিগকে বলিলেন 'দান কর'[৩]।" প্রজাপতি বলিলেন "ওম্, বুঝিয়াছ।" ৫।২।২

অনন্তর অসুরগণ ইঁহাকে (প্রজাপতিকে) বলিলেন "আপনি আমাদিগকে বলুন (উপদেশ দিন)"। [প্রজাপতি] তাঁহাদিগকে 'দ' এই অক্ষরটি বলিলেন, [এবং জিজ্ঞাসা করিলেন] 'বুঝিয়াছ তো ?" [অসুরগণ] বলিলেন "বুঝিয়াছি। আপনি আমাদিগকে বলিলেন 'দয়া কর'।"[৪] প্রজাপতি বলিলেন "ওম্, বুঝিয়াছ।" সুতরাং ইহাই (প্রজাপতির অনুশাসন)।

মেঘগর্জন এই দৈবী বাক্ পুনরাবৃত্তি করে "দ-দ-দ, দান্ত হও, দান কর, দয়া কর।" সুতরাং দম, দান, দয়া এই তিনটিকে শিক্ষা করিবে। ৫।২।৩

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

(১) মূলে আছে দাম্যত—দান্ত হও=দমগুণান্বিত হও; সংযত হও—শ; আত্মসংযম কর—র; অহংকার দমন কর—ম। দেবগণ স্বভাবতঃ অদান্ত =অসংযমী বলিয়া তাঁহাদিগকে সংযমী হইতে বলিলেন—শ।

(২) ওম্=সম্মতি বুঝাইতে ওম্ ব্যবহৃত হয় তৈ. উ. ১।৮।১; অর্থ হাঁ—রবীন্দ্রনাথ।

(৩) মানুষগণ স্বভাবতঃ লোভী, অতএব দান কর, যথাশক্তি ধনবিভাগ কর, এই উপদেশ—শ।

(৪) অসুরগণ স্বভাবতঃ ক্রুর এবং হিংসাপরায়ণ, সেইজন্য প্রাণীদের প্রতি দয়া কর, এই উপদেশ—শ।

পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

(ব্রহ্ম হৃদয়)

যাহা হৃদয় [তাহা] এই প্রজাপতি। ইহা ব্রহ্ম, ইহা সমস্ত। সেই এই হৃদয় [শব্দ] তিনি-অক্ষর যুক্ত। 'হৃ'একটি অক্ষর। যিনি এইরূপ (শুধু 'হৃ'কে) জানেন, ইঁহার জন্য স্বজনগণ[১] এবং অপরেরা [নিজ নিজ কার্যসমূহ] আহরণ করে। 'দ' একটি অক্ষর, যিনি এইরূপ ('দ'কে) জানেন, ইঁহাকে স্বজনগণ ও অপরেরা [স্বীয় বীর্য] দান করে। 'য়' একটি অক্ষর, যিনি এইরূপ ('য়'কে) জানেন তিনি স্বর্গে যান।[২] ৫।৩।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রহ্মণ।

(১) স্বজনগণ—ইন্দ্রিয়সমূহ—শ ও র। অপরেরা = বিষয়-শব্দাদি—শ ও র।

(২) ভাবার্থ—রংগরামানুজ বলেন সকল উপাসনার অঙ্গীভূত দম, দান ও দয়া উপদেশের পর এখানে ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত হৃদয়-উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

শংকর বলেন হৃদয় অর্থ হৃদয়স্থ বুদ্ধি, এই হৃদয়ই সর্বভূতের আশ্রয় এবং সর্বভূতাত্মক প্রজাপতি—প্রজাবর্গের সৃষ্টিকর্তা। ইহাই ব্রহ্ম। হৃদয় সর্বাত্মক বলিয়া হৃদয় ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এক একটি অংশের উপাসনার ফল যখন এইরূপ তখন সমগ্র হৃদয় শব্দের উপাসনার কত ফল তাহা বলা যায় না। (সং)

পঞ্চম অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

ব্রহ্ম ও সত্য

তিনি (হৃদয় ব্রহ্ম)—তাঁহার [সম্বন্ধে] ইহাই (বলা হইতেছে) তিনি 'সত্য' [রূপে]ই' ছিলেন। যিনি এই মহান্ পূজনীয় প্রথম যক্ষকে সত্যব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি এই লোকসমূহ জয় করেন, এবং এই

প্রকার [তাঁহার শত্রু] পরাজিত এবং অস্তিত্বহীন হয়। যিনি এইরূপে এই মহান্ পূজনীয় প্রথমজাতকে সত্যব্রহ্ম বলিয়া জানেন, [তাঁহার ঐ প্রকার ফল-লাভ হয়], কারণ সত্যই ব্রহ্ম। ৫।৪।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

(১) সত্যই সত্য ব্রহ্ম অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সৎ ও ত্যৎ, (সত্য=সৎ+ত্যৎ) মূর্ত ও অমূর্ত, অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক—শ; সৎ ও ত্যৎ, মূর্ত অমূর্ত, অব্যাকৃত পঞ্চভূতাত্মক—র।

পঞ্চম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—পঞ্চম ব্রাহ্মণ

(সত্য কি ?)

ইহা (এই জগৎ) পূর্বে জলই[১] ছিল। সেই জল সত্যকে সৃষ্টি করিলেন[২]। সত্যই ব্রহ্ম[৩]। ব্রহ্ম প্রজাপতিকে এবং প্রজাপতি[৪]

(১) মূলে আছে আপঃ=জল=অব্যাকৃতপঞ্চভূতাত্মা—র। সর্বভূতের উৎপত্তির পূর্বে কর্তার সহিত অব্যাকৃত (=অব্যক্ত) অবস্থা সমূহকে আপঃ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিতেছে। অর্থাৎ নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অব্যাকৃত (অব্যক্ত) রূপে অবস্থিত জগতের বীজকে আপঃ বা জল বলা হইয়াছে—শ। সর্বগুণময় নারায়ণকেই আপঃ বলা হইয়াছে—ম। ক. উ. ১।৩।১১ মন্ত্রে ইহাকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে।

(২) অর্থ এই যে অব্যাকৃত পঞ্চভূতাত্মা পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য (effect) সৃষ্টি করিলেন—র। 'জল সত্যকে সৃষ্টি করিলেন' ইহার অর্থ এই: অব্যাকৃত (=অব্যক্ত), সত্য বা হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হইলেন; এই হিরণ্যগর্ভকে সূত্রাত্মা বলা হয়—শ। নারায়ণ নিজকে সত্য বা বাসুদেব রূপে প্রকাশ করিলেন—ম।

(৩) সত্যই ব্রহ্ম—এই সত্য—সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, মহান্ ও জগৎস্রষ্টা বলিয়া তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে—শ। মূলে আছে আপঃ সত্যম্ অসৃজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম। শংকর 'সত্যং ব্রহ্ম' অর্থ করিয়াছেন 'সত্যই ব্রহ্ম' সেই অনুসারে অনুবাদ করা হইয়াছে। রংগরামানুজ বলেন সত্য, ব্রহ্মকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে, সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম অর্থ ব্রহ্মা যাঁহাকে সত্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৪) প্রজাপতি—প্রজাদের পতি (Lord of being), সূর্যাদি যাঁহার ইন্দ্রিয়-[illegible] বলা হইয়াছে—শ। ব্রহ্মাদি প্রজাপতি—র।

দেবগণকে [সৃষ্টি করিলেন]। দেবগণ সত্যকেই উপাসনা করেন। এই 'সত্য' [শব্দটি] তিন-অক্ষর যুক্ত। 'স' একটি অক্ষর, তি (ৎ)[৫] একটি অক্ষর, 'য' একটি অক্ষর। প্রথম ও শেষ অক্ষর দুইটি (স ও য) সত্য। মধ্যবর্তী [অক্ষরটি-তি (ৎ)] অনৃত। এই অসত্যটি (=তি=ৎ) উভয় দিকে সত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সত্য-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।[৬] যিনি এইরূপ জানেন, অসত্য তাঁহাকে হিংসা করে না। ৫।৫।১

সেই যে এই সত্য, তিনিই ঐ আদিত্য। এই আদিত্য-মণ্ডলে [অবস্থিত] এই যে পুরুষ এবং দক্ষিণ অক্ষিতে [অবস্থিত] এই যে পুরুষ, ইহারা উভয়ে পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। রশ্মি-সমূহ দ্বারা ইনি (আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ) ইঁহাতে (অক্ষি-পুরুষে) প্রতিষ্ঠিত। ইনি (অক্ষিপুরুষ) প্রাণসমূহ দ্বারা উঁহাতে (আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষে) [প্রতিষ্ঠিত]।[৭] যখন তিনি (অক্ষিপুরুষ) [দেহ হইতে] উৎক্রমণ করিতে থাকেন, তখন তিনি এই [আদিত্য-] মণ্ডলকে 'শুদ্ধ' দর্শন করেন, এবং এই রশ্মিসমূহ ইঁহার (অক্ষিপুরুষের) নিকট প্রত্যাগমন করে না। ৫।৫।২

(৫) 'সত্য' সংস্কৃতে 'সতিয়' এইভাবে উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের জন্য 'ৎ' কে 'তি' বলা হইয়াছে—শ।

(৬) মৃত্যু শব্দে অনৃত শব্দেও 'ৎ' অক্ষরে, 'ৎ' অক্ষরের সমতা আছে, সেইজন্য 'ৎ', অনৃত ও মৃত্যু স্থানীয়। অনৃত মৃত্যুর কারণ। 'স' ও 'য' সত্য, কারণ উহাদের মধ্যে (মৃত্যুর বা অনৃতের) 'ৎ' নাই—শ ও র।

(৭) ব্যাখ্যা— (ক) আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং দেহস্থ দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ উভয়ই সত্য ব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভের) রূপ বা অংশ বলিয়া তাঁহারা পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত আদিত্যপুরুষ রশ্মিসমূহ দ্বারা অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া (অর্থাৎ চাক্ষুষ পুরুষকে দর্শনসামর্থ্য দান করিয়া) চাক্ষুষ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত; চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণন কার্য দ্বারা আদিত্যপুরুষকে অনুগ্রহ করিয়া (অর্থাৎ দর্শনসামর্থ্য দ্বারা দর্শন করিয়া—আদিত্যের প্রকাশকে সফল করিয়া) আদিত্য পুরুষে প্রতিষ্ঠিত—শ।

(খ) রশ্মি দ্বারা আদিত্য-পুরুষ চাক্ষুষ-পুরুষকে উপকার করেন রশ্মির অভাবে চাক্ষুষ পুরুষ দর্শন করিতে পারিত না—স্বীয় কার্যও করিতে পারিত না। সেইরূপ চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণ দ্বারা আদিত্যপুরুষের উপকার করেন, প্রাণ না থাকিলে আদিত্য-পুরুষের প্রকাশ হইতে পারে না। অতএব তাঁহারা পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত [illegible]

[আদিত্য-] মণ্ডলে এই যে পুরুষ 'ভূঃ' তাঁহার শির, শির একটি, [ভূঃ শব্দেও] এই একটি অক্ষর। 'ভুবঃ' [ইহার] বাহুদ্বয়। বাহু দুইটি, [ভুবঃ শব্দেও] এই দুইটি অক্ষর। স্বঃ (সুবঃ) [ইহার] প্রতিষ্ঠা (পদ)[৮]। প্রতিষ্ঠা (পদ) দুইটি (সুবঃ শব্দেও) এই দুইটি অক্ষর। ইহার উপনিষৎ (রহস্য-নাম) অহঃ।[৯] যিনি এরূপ জানেন তিনি পাপকে হত করেন এবং পরিহার করেন। ৫।৫।৩

দক্ষিণ অক্ষিতে এই যে পুরুষ, 'ভূঃ' তাঁহার শির, শির একটি, (ভূঃ শব্দেও) এই একটি অক্ষর। 'ভুবঃ' [ইহার] বাহুদ্বয়, বাহু দুইটি, ('ভুবঃ' শব্দেও) এই দুইটি অক্ষর। স্বঃ (=সুবঃ) ইহার প্রতিষ্ঠা (পদ)[৮], প্রতিষ্ঠা (=পদ) দুইটি, [সুবঃ শব্দেও] এই দুইটি অক্ষর। ইহার উপনিষৎ নাম অহম্[৯] (=আমি)। যিনি এরূপ জানেন, তিনি পাপকে হনন করেন এবং পরিহার করেন। ৫।৫।৪

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ

(৮) ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতি মন্ত্র (তৈ. উ. ১।৫।১)। এই সত্যব্রহ্ম ব্যাহৃতি-অবয়ব-বিশিষ্ট—শ। আদিত্যমণ্ডল ও অক্ষি মধ্যে সত্য নামধেয় ব্রহ্মকে ব্যাহৃতি-অবয়ব-বিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবে—রামা. ব্র. সূ. ৩।৩।২০ সূত্রের ভাষ্য।

(৯) অহঃ ও অহম্—উভয়ই হন্ ধাতু (হিংসার্থে) ও হা ধাতু (ত্যাগার্থে) হইতে নিষ্পন্ন—শ।

পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

(হৃদয়স্থ পুরুষ)

এই পুরুষ মনোময়[১] ও 'ভাঃ-সত্য'[২] এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে ব্রীহি বা যবের ন্যায়[৩]। তিনি সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি এবং [জগতে] এই যাহা কিছু [আছে] সেই সমস্তই তিনি শাসন করেন। ৫।৬।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

(১) মনোময়—মন দ্বারা ও মনের মধ্যে এই পুরুষ উপলব্ধ হন বলিয়া মনোময়; 'মনঃপ্রায়' এক প্রকার মনেরই মত—শ; বিশুদ্ধ মন দ্বারা গ্রাহ্য—র; consists of mind—রা।

(২) মূলে আছে—'ভাঃ-সত্য'—ভাঃ (=দীপ্তি)র ন্যায় সত্য (=স্বরূপ) যাহার তিনি ভাঃ-সত্য=ভাস্বর—শ। ভাঃ অর্থ ভা-রূপ, ছা. উ. বলেন 'মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরঃ ভারূপঃ'; সত্য অর্থ নির্বিকার, সুতরাং অর্থ ভারূপ ও নির্বিকার—র।

(৩) ব্রীহি যবের ন্যায়—পরিমাণে ব্রীহি ও যবের ন্যায় যোগীদের দ্বারা হৃদয়ের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হন—। হৃদয়ের অভ্যন্তরে সীমা নিবন্ধন ব্রীহি-যবের ন্যায় স্বল্প পরিমাণ—র।

পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—সপ্তম ব্রাহ্মণ

(বিদ্যুৎ ব্রাহ্মণ)

[জ্ঞানীরা] বলেন "বিদ্যুৎ ব্রহ্ম।"[১] [মেঘান্ধকার] বিদীর্ণ করে বলিয়া [ইহার নাম] বিদ্যুৎ[২]। যিনি এইরূপে 'বিদ্যুৎ ব্রহ্ম' ইহা জানেন, তিনি তাঁহার পাপ সমূহকে বিদীর্ণ করেন কারণ বিদ্যুৎই ব্রহ্ম। ৫।৭।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণ।

(১) কেহ কেহ বলেন বিদ্যুতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিবে. বিদ্যুতে ব্রহ্ম ধ্যানের জন্য সাদৃশ্য দেখান হইতেছে—র।

(২) বিদ্যুৎ যেমন মেঘান্ধকার খণ্ডন (=বিদীর্ণ করেন, ব্রহ্মও সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—অষ্টম ব্রাহ্মণ

(বাক্-রূপিণী ধেনুতে ব্রহ্ম দৃষ্টি)

বাক্‌কে ধেনু-রূপে উপাসনা করিবে। তাঁহার (বাকের) চারিটি স্তন —স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার ও স্বধাকার। দুইটি স্তন—স্বাহাকার ও বষট্‌কার—[পান করিয়া] দেবগণ, 'হন্তকার' [স্তন-পান করিয়া] মনুষ্যগণ, এবং 'স্বধাকার' [স্তনপান করিয়া] পিতৃগণ জীবিতথাকেন।[১] প্রাণই তাঁহার (বাকের) বৃষ [স্থানীয়] এবং মন তাঁহার বৎস[২]। ৫।৮।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণ

(১) 'স্বাহা' এবং 'বষট্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করা হয়. 'হন্ত' বলিয়া মনুষ্যদিগকে অন্ন প্রদান করা হয়, এব, 'স্বধা' উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে (পিণ্ড) দেওয়া হয়—শ ও র।

(২) বাক্ ধেনুস্থানীয়, প্রাণ বৃষস্থানীয় মন বৎসস্থানীয়. বৃষ দ্বারা ধেনু প্রসূত হয়, সেইরূপ প্রাণের সাহায্যেই বাক্ প্রসব করে অর্থাৎ বাক্‌উচ্চারণ করেন। বৎস ধেনুর দুগ্ধক্ষরণের হেতু, সেইরূপ মনের সাহায্যেই আলোচিত বিষয়ে বাকের প্রকাশ হয়—শ ও র।

পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—নবম ব্রাহ্মণ

(বৈশ্বানর অগ্নি)

পুরুষের অভ্যন্তরে এই যে অগ্নি, ইনিই বৈশ্বানর[১]—যাহার দ্বারা এই যাহা ভুক্ত হয়, সেই অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়। কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিলে যাহা (যে শব্দ) শ্রুত করা যায়, [তাহা] ইহার (বৈশ্বানর অগ্নির) এই শব্দ। যখন তিনি (মানুষ) [দেহ হইতে] উৎক্রমণ করিতে উন্মুখ হন, তখন এইশব্দ শ্রবণ করেন না। ৫।৯।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণ।

(১) বৈশ্বানর অগ্নি—the universal fire—রা; জঠরাগ্নি যাহা দ্বারা অন্ন পরিপাক হয়—শ ও র।

পঞ্চম অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—দশম ব্রাহ্মণ

(মৃত্যুর পর গতি)

যখন পুরুষ এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তখন তিনি বায়ুর নিকট আগমন করেন। তিনি (বায়ু) তাঁহার (পুরুষের) জন্য সেখানে (আপনাতে) রথ-চক্রের ছিদ্রের ন্যায় [একটি ছিদ্র] নির্মাণ করেন। তাহা (সেই ছিদ্রপথ) দ্বারা তিনি ঊর্ধ্বে গমন করেন। তিনি আদিত্যের নিকট আগমন করেন। তিনি (আদিত্য) তাঁহার (পুরুষের) জন্য সেখানে (আপনাতে) লম্বরের[১] ছিদ্রের ন্যায় [একটি ছিদ্র] নির্মাণ করেন। তাহা (সেই ছিদ্র) দ্বারা তিনি (পুরুষ) ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং চন্দ্রের নিকট আগমন করেন। তিনি (চন্দ্র) তাঁহার জন্য সেখানে (আপনাতে) দুন্দুভির ছিদ্রের ন্যায় [একটি ছিদ্র] নির্মাণ করেন। তিনি (পুরুষ) তাহা (সেই ছিদ্র) দ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন। তিনি অ-শোক[২] ও অহিম[৩] লোকে[৪] আগমন করেন এবং সেখানে অনন্ত কাল বাস করেন। ৫।১০।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের দশম ব্রাহ্মণ

(১) লম্বর—বাদ্য যন্ত্র বিশেষ—শ ; tabor (মৃদঙ্গ)—মা।

(২) অশোক—মানসিক দুঃখবর্জিত—শ ; শোকশূন্য—র।

(৩) অহিম—হিম অর্থাৎ শারীরিক দুঃখবর্জিত—শ ; আধিদৈবিক দুঃখ-শূন্য—র।

(৪) লোক—প্রজাপতিলোক—শ ; ব্রহ্মলোক—র।

পঞ্চম অধ্যায় দশম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—একাদশ ব্রাহ্মণ

(পরম তপস্যা)

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যে সন্তপ্ত হওয়া, ইহাই [রোগীর] পরম তপস্যা[১]। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরম লোকই জয় করেন।

(১) রোগ-ভোগ দ্বারা কর্মক্ষয় হয়, যিনি এরূপ চিন্তা করেন, এবং ইহাকে নিন্দা করেন না, বা ইহাতে বিষণ্ণ হন না ; রোগভোগ তাঁহার তপস্যা হয়—শ। ব্যাধি-

মৃতদেহ যে [অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য] অরণ্যে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাই [বাহকের] পরম তপস্যা।[২] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরম লোকই জয় করেন।

মৃতদেহ যে অগ্নিতে স্থাপন করা হয়, ইহাই [দাহকের] পরম তপস্যা[৩]। যিনি এইরূপ জানেন তিনি পরম লোকই জয় করেন। ৫।১১।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ ব্রাহ্মণ

গ্রস্ত হইয়া সন্তপ্ত হইলে, তাহা পরম তপস্যা বলিয়া চিন্তা করিবে, কারণ তপস্যা ও ব্যাধি উভয়ই দুঃখকর। এইরূপ চিন্তা করিয়া, বিদ্বান্ রোগের জন্য বিষণ্ন না হইয়া, বা ইহাকে নিন্দা না করিয়া, ইহাকে কর্মক্ষয়ের হেতু বলিয়া মনে করেন, তবে রোগ-ভোগই তাঁহার তপস্যা হয়—র।

(২) শব বহন করিয়া বনে গমন, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বনগমনের ন্যায় ফলদায়ক—শ ও র।

(৩) মৃতদেহ অগ্নিতে স্থাপন; (পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য) অগ্নিপ্রবেশের ন্যায় ফলদায়ক—শ ও র।

পঞ্চম অধ্যায় একাদশ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—দ্বাদশ ব্রাহ্মণ

(অন্ন ও প্রাণের একত্ব-জ্ঞান ব্রহ্ম-জ্ঞান নয়)

কেহ কেহ বলেন 'অন্নই ব্রহ্ম'। ইহা এরূপ (সত্য) নয়, কারণ প্রাণের অভাবে অন্ন পূতি-ভাব প্রাপ্ত হয় (পচিয়া যায়)।

কেহ কেহ বলেন 'প্রাণই ব্রহ্ম।' ইহা এরূপ (=সত্য) নয়, কারণ অন্নের অভাবে প্রাণ শুষ্ক হয়।

'এই দুই দেবতা (অন্ন ও প্রাণ) 'একধা' (একীভূত) হইলে, 'পরমতা'[১] লাভ করেন।' এইজন্য (এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া) প্রাতৃদ [-নামক ঋষি] পিতাকে বলিলেন "যিনি এরূপ জানেন, [তাঁহার জন্য] কোন সাধু [কর্ম] আমি করিতে পারি? [তাঁহার জন্য] কোন অসাধু [কর্ম-]ই বা করিতে পারি?"

(১) 'পরমতা' মূলে এই শব্দটিই আছে)=পরমত্ব—ব্রহ্মত্ব—শ ও র।

তিনি (=প্রাতৃদের পিতা) হস্ত দ্বারা [নিষেধ করিয়া] বলিলেন "না, প্রাতৃদ, এই দুইয়ের (=প্রাণও অন্নের) সহিত একধা প্রাপ্ত হইয়া, কে পরমতা লাভ করিয়াছে ?[২]" তিনি তাঁহাকে (প্রাতৃদকে) ইহাও বলিলেন " 'বি', অন্নই 'বি', কারণ এই সর্বভূত অন্নে বিষ্ট (আশ্রিত)। 'রম্', প্রাণ-ই 'রম্' কারণ,এই সর্বভূত প্রাণে 'রমণ' (আনন্দ-লাভ) করে। যিনি যিনি এরূপ জানেন, ইঁহাতে সর্বভূত আশ্রয় লাভ করে এবং রমণ করে।"[৩] ৫।১২।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বাদশ ব্রাহ্মণ

(২) অন্ন ও প্রাণের একধা-ভাব বা একত্ব ব্রহ্মত্ব নয়, প্রাণ ও অন্নের একত্ব জানিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় নাই—শ।

(৩) ভাবার্থ—কেহ বলেন অন্নই ব্রহ্ম, কেহ বলেন প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাতৃদ মনে করেন—অন্ন ও প্রাণের একত্বই ব্রহ্মত্ব (ব্রহ্ম-ভাব)। পিতার উত্তরের তাৎপর্য এই যে প্রাণের ও অন্নের একত্ব ব্রহ্মত্ব নহে, ইহার জ্ঞানও ব্রহ্মজ্ঞান নয়। তবে ঐরূপ জ্ঞানেরও ফল আছে,—তাহা শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণন বলেন, 'প্রাণ ও অন্নের পরস্পর নির্ভরতা এখানে বলা হইয়াছে'।

পঞ্চম অধ্যায় দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ

প্রাণোপাসনা

উকৃথ [-রূপে প্রাণকে উপাসনা করিবে]। প্রাণই উকৃথ[১], কারণ প্রাণই এই সমস্ত (জগৎ)কে উত্থাপিত করেন। যিনি এরূপ জানেন,

(১) উকৃথ (সাম বেদের) 'শস্ত্র' বা স্তোত্র বিশেষ। মহাব্রত যজ্ঞে ইহা প্রধান মন্ত্র। (উকৃথের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ যাহা ঊর্ধ্বে উত্থাপিত করে)। প্রাণই উকৃথ, স্তব সমূহের মধ্যে উকৃথ প্রধান এবং ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণ প্রধান ; প্রাণই সমস্তকে উত্থাপিত করে, প্রাণহীন উত্থিত হইতে পারে না। এই দুই কারণের জন্য প্রাণ উকৃথ—শ। এই তিন মন্ত্রে প্রাণকে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদরূপে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উকৃথ দ্বারা ঋগ্বেদকে বুঝাইতেছে—র।

তাঁহার উক্‌থবিদ্ বীর (পুত্র) জন্মে এবং তিনি উক্‌থের সাযুজ্য (একত্ব) ও সলোকতা (এক লোকে বাস) জয় করেন। ৫।১৩।১

যজুঃ [-রূপে প্রাণকে উপাসনা করিবে]। প্রাণই যজুঃ, কারণ প্রাণেই এই সর্বভূত যুক্ত হয় (যুজ্যতে)[২] যিনি এরূপ জানেন, (ইঁহার) শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য সর্বভূত ইঁহার সহিত যুক্ত হয়, এবং তিনি যজুর সাযুজ্য ও সলোকতা জয় করেন (প্রাপ্ত হন)। ৫।১৩।২

সাম [-রূপে প্রাণকে উপাসনা করিবে]। প্রাণই সাম, কারণ সর্বভূত প্রাণেই সংগত হয়[৩]। যিনি এরূপ জানেন [ইঁহার] শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য, সর্বভূত ইঁহার নিকট সম্যক্ গমন করে, এবং তিনি সামের সাযুজ্য ও সলোকিতা জয় করেন। ৫।১৩।৩

ক্ষত্র[রূপে প্রাণকে উপাসনা করিবে]। প্রাণই ক্ষত্র, কারণ প্রাণই [দেহকে অস্ত্রজনিত] ক্ষত হইতে ত্রাণ করেন। যিনি এরূপ জানেন তিনি অন্য-ত্রাতা-বিহীন[৪] ক্ষত্রকে প্রাপ্ত হন, এবং ক্ষত্রের সাযুজ্য ও সলোকতা জয় করেন। ৫।১৩।৪

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ।

(২) ভাবার্থ—প্রাণকে যজুরূপে উপাসনা করিবে। যজুঃ একটি বেদের নাম, কিন্তু এখানে যোগতত্ত্বের (principal of union) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে প্রাণহীন কাহারও সহিত যুক্ত হইতে পারে না—রা।

(৩) প্রাণকে সামরূপে উপাসনা করিবে। প্রাণ কিরূপে সাম ? প্রাণে সর্বভূত সংগত (=সম্যক্ অনুগত) থাকে, এবং প্রাণ সাম্য প্রাপ্তির হেতু, সেইজন্য প্রাণ সাম—শ।

(৪) মূলে আছে—অ-ত্রম্—ত্রাণের জন্য যাহার অন্য কাহারও সহায়তা প্রয়োজন হয় না তিনি অ-ত্র—শ।

পঞ্চম অধ্যায়—ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—চতুর্দশ (গায়ত্রী) ব্রাহ্মণ

(গায়ত্রী[1] উপাসনা)

ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ[2] [এই শব্দত্রয়] আট অক্ষরযুক্ত, গায়ত্রীর এক (=প্রথম) পাদও আট অক্ষর যুক্ত[3]। ইঁহার (গায়ত্রীর) ইহাই (প্রথম পাদই), ইহা (তিন লোক)[4]। যিনি ইঁহার (গায়ত্রীর) এই পাদই এইরূপে (ত্রিলোকাত্মক) জানেন, তিনি এই তিন লোকে যাহা কিছু আছে; সেই সমস্তই জয় করেন। ৫।১৪।১

(১) গায়ত্রী মন্ত্রটি এই—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

(এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ ৩।৬২।২০ ও সামবেদ ২।৬।৩।১০ মন্ত্রে আছে)। অনুবাদ—সেই দেব (=প্রকাশমান) সবিতার বরণীয় ভর্গ (=তেজ বা মহিমা) ধ্যান করি, যিনি আমাদের 'ধী' (=বুদ্ধি) প্রেরণ করেন। সবিতা=সূর্য, (জগৎ-) প্রসাবিতা ঈশ্বর।

যে ছন্দে এই মন্ত্রটি রচিত, তাহার নাম গায়ত্রী ছন্দ। এই ছন্দে আট অক্ষর যুক্ত এক একটি পাদ থাকে, এইরূপ তিনটি পাদ লইয়া একটি গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র হয়।

(২) য অক্ষরের সংস্কৃত উচ্চারণ ই অ। সুতরাং দ্যৌ শব্দের উচ্চারণ দিয়ৌ)। 'য' ভিন্ন অক্ষর বলিয়া গৃহীত সুতরাং আট অক্ষর—শ।

(৩) গায়ত্রীর প্রথম পাদের বরেণ্যং (উচ্চারণ বরেণীয়ং) শব্দের 'য' ও পৃথক্ অক্ষর রূপে গৃহীত হয় বলিয়া এখানে আট অক্ষর। 'ং' কোন পূর্ণ অক্ষর নয়।

(৪) মূলে আছে 'এতৎ উ হ এব অস্যাঃ এতৎ'। অন্বয় করিয়া সর্বনামের স্থানে বিশেষ্য বসাইলে পদটি এইরূপ হয়—অস্যাঃ (=ইহার=গায়ত্রীর) এতৎ এব (=ইহাই=প্রথম পাদই) এতৎ (=এই তিন লোক)। শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই একমত যে এতৎ শব্দ দ্বারা ভূমি (পৃথিবী), অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ—এই তিন লোক বুঝায়। শংকর বলেন গায়ত্রীর প্রথম পাদ 'ত্রৈলোক্যাত্মক', রংগরামানুজ বলেন প্রথম পাদ 'লোক-ত্রয়াত্মক'।

'ঋক্, (ঋক্-মন্ত্র সমূহ), 'যজূংষি' (যজুঃ মন্ত্র সমূহ), এবং 'সামানি' (সাম মন্ত্র সমূহ) (এই তিন শব্দ) আট অক্ষর যুক্ত। গায়ত্রীর এক (দ্বিতীয়) পাদও আট অক্ষর যুক্ত। ইঁহার (গায়ত্রীর) ইহাই (দ্বিতীয় পাদই) ইহা (তিন বেদ)[৫]। যিনি ইঁহার (গায়ত্রীর) এই পাদকে এইরূপে (ত্রিবেদাত্মক) জানেন, তিনি এই ত্রয়ী বিদ্যা যতদূর বিস্তৃত সেই সমস্তই জয় করেন[৬]। ৫।১৪।২

প্রাণ, অপান ও ব্যান[৭] [এই তিনটি শব্দ] আট অক্ষর-যুক্ত, গায়ত্রীর এক (তৃতীয়) পাদ ও আট অক্ষর[৮]-যুক্ত। ইঁহার (গায়ত্রীর) ইহাই (তৃতীয় পাদই) ইহা [তিন প্রাণ][৯]। যিনি ইঁহার (গায়ত্রীর) এই পাদকে এইরূপে (ত্রিপ্রাণাত্মক) জানেন, তিনি [জগতে] যত প্রাণ আছে, সমস্তই তিনি জয় করেন।

অনন্তর, যিনি তাপ দেন (সূর্য) তিনিই ইঁহার (গায়ত্রীয়) তুরীয়, 'দর্শত' পরোরজা[১০], (চতুর্থ) পাদ। যাহা চতুর্থ তাহাই তুরীয়। 'দর্শত পদ' (দর্শনীয় পাদ) [এই কথার অর্থ] ইনি (সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ) যেন দৃষ্ট হন। পরোরজা [শব্দের অর্থ]—ইনি সকল রজঃ-র উপরে উপরে[১১] (থাকিয়া) তাপ দেন। যিনি ইহার (গায়ত্রীর) এই পাদকে এইরূপে জানেন, তিনি শ্রী ও যশ দ্বারা তাপ দেন (=জ্যোতির্ময় হন)। ৫।১৪।৩

(৫) গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ—বেদত্রয়াত্মক—র; ঋক্-যজুঃ-সাম-লক্ষণ—শ।

(৬) তিন বিদ্যা (বেদ) দ্বারা যে পরিমাণ ফল লাভ হয়, সেই সমস্ত প্রাপ্ত হন—শ। ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা প্রতিপাদ্য সকল ফল প্রাপ্ত হন—র।

(৭) ব্যান শব্দে 'য' একটি অক্ষর ধরিয়া আট হয়—র।

(৮) প্রচোদয়াৎ শব্দের 'ৎ' পূর্ণ অক্ষর নয় বলিয়া গণনা করা হয় না।

(৯) গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ প্রাণাত্মক—শ।

(১০) পরোরজা—রজঃগুণ-যুক্ত লোক সমূহের উপরে থাকিয়া তাপ দেন—শ।

(১১) উপরে উপরে—(মূলে উপর্যুপরি শব্দ আছে), দ্বিরুক্তির উদ্দেশ্য সর্বলোকের উপর তিনি অধিপতি, ইহা জ্ঞাপন করা—শ।

সেই এই গায়ত্রী এই তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা পাদে প্রতিষ্ঠিত। তাহা (সেই তুরীয় পাদ) সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুই সত্য, কারণ চক্ষুই সত্য [বলিয়া প্রসিদ্ধ]। সেইজন্য এখনও যদি দুইজন বিবাদমান [ব্যক্তি] আসে এবং [এক জনে বলে] "আমি দেখিয়াছি" [এবং অন্যজন বলে] "আমি শুনিয়াছি," [তাহা হইলে] "আমি দেখিয়াছি" এরূপ যে বলে, তাহাকেই [আমরা] বিশ্বাস করি।

সেই সত্য 'বলে' (শক্তিতে) প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই বল, সুতরাং তাহা (সেই সত্য) প্রাণে (প্রাণরূপ বলে) প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য [লোকে] বলে "বল সত্য হইতে ওজস্বী[১২]।"

এইরূপে এই গায়ত্রী অধ্যাত্মে (দেহস্থ প্রাণে) প্রতিষ্ঠিত[১৩]। এই গায়ত্রী 'গয়' সমূহকে ত্রাণ করেন। গয়ই প্রাণ[১৪] (ইন্দ্রিয় সমূহ), সুতরাং তিনি প্রাণ সমূহকেই ত্রাণ করেন[১৪]। যেহেতু তিনি গয়সমূহকে ত্রাণ করেন, সেইজন্য তাঁহার নাম গায়ত্রী।
তিনি (আচার্য) এই যে সাবিত্রী (মন্ত্র) শিক্ষা দেন, তাহা (সাবিত্রী মন্ত্র) ইহাই (গায়ত্রীই) বটে[১৫]। তিনি যাহাকে শিক্ষা দেন, তাহার প্রাণ সমূহকে ত্রাণ করেন। ৫।১৪।৪

(১২) কারণ আশ্রয় আশ্রিত অপেক্ষা অধিক বলবান্—শ ও র। দুর্বল বলবানের আশ্রয় হইতে পারে না, সুতরাং বল (=প্রাণ) সত্য অপেক্ষা ওজস্বী—শ। শংকর বলেন প্রাণ সূত্রাত্মা-যাঁহাতে সমস্ত ওতপ্রোত।

(১৩) ব্যাখ্যা—গায়ত্রী প্রাণ (-স্বরূপ), সেইজন্য (সমস্ত) জগৎ গায়ত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। 'যে প্রাণে সর্বদেবতা, সর্ববেদ, কর্ম সমূহ ও (তাহাদের) ফল একীভূত হয়' তিনিই এই গায়ত্রী। প্রাণরূপা গায়ত্রী জগতের আত্মা—শ।

(১৪) মূলে উভয় শব্দই বহু বচনে আছে। গয়=ইন্দ্রিয় সমূহ, ত্রাণ করেন=রক্ষা করেন, পালন করেন—র। আনন্দগিরি বলেন গায়ন্তি সেইজন্য গয়াঃ, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উপলক্ষিত ইন্দ্রিয় সমূহ।

(১৫) ইনি (=গায়ত্রী) সাক্ষাৎ প্রাণ (-স্বরূপ) জগদাত্মা—শ।

কেহ কেহ, সেই (পূর্বোক্ত) এই সাবিত্রী [মন্ত্র]কে অনুষ্টুপ্ [ছন্দে রচিত একটি মন্ত্র[১৬]] বলিয়া শিক্ষা দেন। [তাঁহারা বলেন] "বাক্‌ই অনুষ্টুপ্, সেই বাক্‌ই শিক্ষা দিই।[১৭]" এরূপ করিবে না। গায়ত্রীকেই সাবিত্রী বলিয়া শিক্ষা দিবে।

যদি এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন [ব্যক্তি] বহু প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ) করেন বলিয়া মনে হয়, তাহা গায়ত্রীর এক পাদের তুল্যও নয়[১৮]। ৫।১৪।৫

(১৬) অনুষ্টুপ্ একটি ছন্দ, ইহাতে আট অক্ষর যুক্ত চারটি পাদ থাকে, (গায়ত্রী ছন্দে আট অক্ষর যুক্ত তিনটি পাদ থাকে)। অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত ঋগ্‌বেদের ৫।৮২।১ মন্ত্রটিকে কেহ কেহ সাবিত্রী মন্ত্র বলেন। সেই মন্ত্রটি এই—

"তৎ সবিতুর্বৃণীমহে,
বয়ং দেবস্য ভোজনম্
শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমম্
তুরং ভগস্য ধীমহি।" ঋ. বে ৫।৮২।১

অনুবাদ—আমরা সেই সবিতৃ দেবের (নিকট—র) শ্রেষ্ঠ এবং সর্বভোগ্যপ্রদ ভোজন (=অন্ন) বরণ (=প্রার্থনা) করি। (সেই ভোজন দ্বারা তৃপ্ত হইয়া—র) শীঘ্র ভগদেবের (স্বরূপ) ধ্যান করিতেছি। এই অনুবাদ শংকরের মত অনুযায়ী, রংগরামানুজের ব্যাখ্যা বন্ধনীতে দেওয়া হইয়াছে।

(১৭) ব্যাখ্যা—কেহ কেহ বলেন ঋগ্বেদের ৫।৮২।১ মন্ত্রই সাবিত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী ছন্দে রচিত মন্ত্র সাবিত্রী মন্ত্র নয়। তাঁহারা বলেন "বাক্‌ই অনুষ্টুপ্ সেই বাক্‌ই শরীর মধ্যে সরস্বতী (=বাণী) রূপে অবস্থিতা। আমরা প্রথমে সেই বাক্—সরস্বতীর শিক্ষা দিই।"

ইহার উত্তরে বলা হইতেছে "এরূপ বুঝিবে না, এরূপ বুঝিবে না, ইহা ভুল। গায়ত্রীকেই সাবিত্রী বলিয়া শিক্ষা দিবে। কেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাণই গায়ত্রী। সুতরাং প্রাণের (=প্রাণরূপা গায়ত্রীর) উপদেশ করিলেই (প্রাণের অধীন) বাক্, সরস্বতী বা অন্যান্য প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গের উপদেশ করা হইয়া যায়"—শ,ভূ। অর্থাৎ গায়ত্রী এবং সাবিত্রী একই। অনুষ্টুপ্ ছন্দের ঋগ্বেদের ৫।৮২।১ মন্ত্র সাবিত্রী নহে।

(১৮) গায়ত্রীতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যদি কখনও বহু প্রতিগ্রহ করেন, (মনে হয়), বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নিকট বহু কিছু নাই, কারণ (গায়ত্রী) বিদ্যার বলে তিনি সর্বাত্মভাব লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আবার বহু কি? তথাপি সেই প্রতিগ্রহ গায়ত্রীর একটি পাদের পক্ষেও যথেষ্ট হয় না"—শ. ভূ।

যদি কেহ এই [বিত্ত] পূর্ণ ত্রিলোক প্রতিগ্রহ করেন, [তাহা দ্বারা] তিনি ইঁহার (গায়ত্রীর) এই প্রথম পাদ (বিজ্ঞানের ফল মাত্র) প্রাপ্ত হন। আর ত্রয়ী বিদ্যার ফল যে পর্যন্ত [বিস্তৃত] সেই পর্যন্ত তিনি যদি প্রতিগ্রহ করেন, [তাহা দ্বারা] তিনি ইঁহার (গায়ত্রীর) এই দ্বিতীয় পাদ (বিজ্ঞানের ফল মাত্র) প্রাপ্ত হন। আর. [জগতে] যে পরিমাণ (যত) প্রাণী আছে, সেই পরিমাণ (সেই সমস্ত) তিনি যদি প্রতিগ্রহ করেন, [তাহা দ্বারা] তিনি ইহার (গায়ত্রীর) এই এই তৃতীয় পাদ (বিজ্ঞানের ফল মাত্র) প্রাপ্ত হন আর, যিনি তাপ দেন (সূর্য) ইনিই ইঁহার (গায়ত্রীর) তুরীয়, দর্শত. এবং পরোরজা পাদ ; [ইঁহার বিজ্ঞান ফল] কোন কিছু (কোনও প্রতিগ্রহ) দ্বারা প্রাপ্য নয়[১৯]। [বস্তুতঃ এই তিন পাদ বিজ্ঞানের ফলও প্রাপ্ত হইতে পারে না, কারণ] এই পরিমাণ [বস্তু] কে প্রতিগ্রহ করিতে পারে[২০]? তাঁহার (গায়ত্রীর) স্তুতি এই—হে গায়ত্রি, আপনি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী। আবার, আপনি পদবিহীনা। [কেহ আপনাকে] প্রাপ্ত হয় না। তুরীয়, দর্শত ও পরোরজা পাদ-যুক্ত আপনাকে নমস্কার। ঐ (শত্রু) যেন উহা (অভীষ্ট ফল) প্রাপ্ত না হয়[২১]। [গায়ত্রীবিদ্] যাহাকে দ্বেষ করেন, [গায়ত্রীকে নমস্কার করিয়া,

(১৯) ব্যাখ্যা—অতিরিক্ত দান গ্রহণ (=প্রতিগ্রহ) পাপ। যদি কেহ ত্রিলোক দান গ্রহণ করেন, তবে তাহা দ্বারা গায়ত্রীর প্রথম পাদ বিজ্ঞানের ফল ভুক্ত বা বিনষ্ট হয়। সেইরূপ তিন বেদপাঠ ও সকল বৈদিক কর্মের ফল. দান গ্রহণ করিলে, দ্বিতীয় পাদ বিজ্ঞানের ফল মাত্র ভুক্ত বা বিনষ্ট হয়। বিশেষ সকল প্রাণী দান গ্রহণ করিলে তৃতীয়-পাদ-বিজ্ঞানের ফল মাত্র ভুক্ত হয়। চতুর্থ বা তুরীয় পাদ-বিজ্ঞানের ফলের তুল্য বিশ্বে কিছু নাই—শ (সংক্ষিপ্ত)। রংগরামানুজ বলেন, প্রথম পাদ বিজ্ঞানের ফল ত্রিলোক-ভোগ-লাভ, দ্বিতীয় পাদ জ্ঞানের ফল ত্রয়ী (বেদ) প্রকাশ্য ফল সকল লাভ, তৃতীয় পাদ বিজ্ঞান ফল সর্ব প্রাণি-লাভ। তুরীয় পাদের যে ফল তাহা কেহ লাভ করিতে পারে না, কে তাহা প্রতিগ্রহ করিবে ?

(২০) কেহ ত্রিলোক, বা ত্রয়ী বিদ্যা ও কর্মের ফল, বা সকল প্রাণী দান করিতে পারে না ; সুতরাং এক পাদ বিজ্ঞানের ফলও নষ্ট হইতে পারে না—শ।

(২১) মূলে আছে 'অসৌ অদঃ মা প্রাপৎ ইতি।' অসৌ=ঐ অর্থাৎ গায়ত্রীকে প্রাপ্তি বিষয়ে বিঘ্নকারক পাপরূপ শত্রু, অদঃ=উহা অভীষ্ট ফল অর্থাৎ গায়ত্রী প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিঘ্ন করিবার ক্ষমতা ; ন প্রাপৎ=যেন প্রাপ্ত না হয়। সুতরাং ভাবার্থ—এই-পাপ

তাহার সম্বন্ধে যদি বলেন] "অমুক (এখানে শত্রুর নাম করিতে হইবে) ইহার কামনা যেন সমৃদ্ধি লাভ না করে।" যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া [গায়ত্রীবিদ্] এইরূপ নমস্কার করেন, তাহার কামনা সমৃদ্ধি লাভ করে না; অথবা [গায়ত্রীবিদ্] গায়ত্রীকে নমস্কার করিয়া বলিতে পারেন] "আমি যেন উহা (কাম্য-ফল—শ; শ্রেয়—র) লাভ করি।" [তিনি তাঁহার কামনা প্রাপ্ত হন]।

এই বিষয়ে [এইরূপ আখ্যায়িকা আছে]:—বৈদেহ জনক অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে বলিয়াছিলেন "অহো, তুমি যে বলিয়াছিলে '[আমি] গায়ত্রীবিদ্' তাহা হইলে তুমি কেন হস্তী হইয়া বহন করিতেছ[২৩]?"
[বুড়িল] বলিলেন "সম্রাট্ আমি ইঁহার (গায়ত্রীর) মুখ জানি না[২৪]।"

[জনক বলিলেন] "অগ্নিই ইহার মুখ। [লোকে] যদিই বা বহু [ইন্ধন]ও অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, সেই সমস্তই [অগ্নি] দগ্ধ করেন। সেইরূপ এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন [ব্যক্তি] যদি বহু পাপও করেন, [তাহা হইলেও তিনি] সেই সমস্ত (পাপ)ই বিনাশ করিয়া, শুদ্ধ, পূত অজর ও অমৃত হন। ৫।১৪।৬

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দশ ব্রাহ্মণ

রূপ শত্রু যেন আপনাকে (=গায়ত্রী কে) প্রাপ্তির বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন না করে—শ। তিনি বলেন ইতি শব্দ থাকায়, ইহা বুঝায় যে এই অংশ প্রার্থনার অংশ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই অংশ পরবর্তী অংশের সহিত যুক্ত করেন।

(২৩) অর্থাৎ প্রতিগ্রহাদিজনিত পাপ হস্তীর স্থায় বহন করিতেছ?—শ ও র। হস্তী হইয়া—হস্তীর স্থায় মূর্খ হইয়া—রা।

(২৪) অর্থাৎ তাঁহার গায়ত্রীর সম্যক্ জ্ঞান ছিল না—শ।

পঞ্চম অধ্যায়—চতুর্দশ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ

(আদিত্য ও অগ্নির স্তুতি)

হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত[১], হে পূষন্, সত্যধর্মের জন্য ও [অথবা—সত্যধর্মা] আমার দৃষ্টির জন্য, তাহা অপসারিত করুন। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য, হে প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মিসমূহ ব্যূহিত কর ও তেজ সংবরণ কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা দর্শন করিব। ঐ, ঐ (=আদিত্যমণ্ডলস্থ) যে পুরুষ তিনিই অহম্ (=আমি—শ ও র; পরমাত্মা—ম)।

রংগরামানুজ, মধ্ব ও শ্রীঅরবিন্দ মতে অনুবাদ—

[আমার প্রাণ-] বায়ু অমৃত অনিল, শরীর ভস্মেই শেষ,

শংকর মতে অনুবাদ—

[এখন আমার প্রাণ-] বায়ু অমৃত অনিল(=সূত্রাত্মা)কে (প্রাপ্ত হউক), (আমার) শরীর ভস্মীভূত (হউক)।

ওম্, হে ক্রতু, স্মরণ কর, কৃত (কর্ম) স্মরণ কর
হে ক্রতু, স্মরণ কর, কৃত (কর্ম) স্মরণ কর।

হে অগ্নি, [শ্রেষ্ঠ] ধন লাভের জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি কর্ম (অথবা উপায়—র, জ্ঞান—ম) সমূহ অবগত আছ। আমাদের কুটিল পাপ সমূহ দূর কর, তোমাকে বহু 'নম উক্তি' বিধান করি। ৫।১৫।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের—পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ

(১) যেমন পাত্র দ্বারা প্রিয় বস্তু আচ্ছাদিত থাকে, সেই সত্য নামক ব্রহ্ম, সূর্যের জ্যোতির্ময় মণ্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত—শ।

(২) তিনিই অহম্—তিনিই আমি—আমি তৎ(ব্রহ্ম-)স্বরূপ—শ; তিনিই আমি—আত্মার যে প্রকার রূপ, আমারও সেই প্রকার রূপ। সেই প্রকার রূপ-বিশিষ্ট বলিয়া জানি আমি আত্ম-তত্ত্ববিদ্—র। তিনি অহম্=তিনি পরমাত্মা—ম।

(৩) কর্ম—মূলে আছে বয়ুনানি=deeds (কর্মসমূহ)—রা; কর্ম বা প্রজ্ঞা সমূহ—শ; জ্ঞান—র ও ম।

পঞ্চম অধ্যায়—পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

---

* এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি ঈ. উ. ১৫, ১৬, ১৭, এবং ১৮ মন্ত্ররূপে ঈশোপনিষদে আছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়-প্রথম ব্রাহ্মণ

(প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব)

যিনিই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি স্বজনগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ[১]। যিনি এরূপ জানেন, তিনি স্বজনগণের মধ্যে এবং যাহাদের মধ্যে [জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইতে] ইচ্ছা করেন, [তাহাদের মধ্যেও] জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। ৬।১।১

যিনি বসিষ্ঠ[২]কে জানেন, তিনি স্বজনগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্‌ই বসিষ্ঠ। যিনি এরূপ জানেন, তিনি স্বজনগণের মধ্যে এবং যাহাদের মধ্যে [বসিষ্ঠ হইতে] ইচ্ছা করেন, [তাহাদের মধ্যেও] বসিষ্ঠ হন। ৬।১।২

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি 'সমে' ও দুর্গমে[৩] প্রতিষ্ঠিত হন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা[৪], কারণ, চক্ষু দ্বারাই [লোকে] সমে ও দুর্গমে প্রতিষ্ঠিত হন। যিনি এরূপ জানেন তিনি 'সমে' প্রতিষ্ঠিত হন এবং দুর্গমে প্রতিষ্ঠিত হন। ৬।১।৩

(১) প্রথমে প্রাণ পরে ইন্দ্রিয়গণ ভ্রূণমধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রাণ, চক্ষু প্রভৃতি অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ। নিষেক-কাল হইতে প্রাণই প্রধানতঃ গর্ভের পুষ্টি-সাধন করে, অগ্রে প্রাণের বৃত্তিলাভ হইলে পরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ বৃত্তি লাভ করে, সুতরাং প্রাণ শ্রেষ্ঠ—র।

(২) বসিষ্ঠ—অতিশয় বসুমান্ (ধনবান্), বাগ্মিগণ ধনবান্ হয়—র ; most excellent—রা ও ম। বাগ্মী লোকেরা সাধারণতঃ ধনবান্ হন, সেই ধন দ্বারা অপর লোককে উত্তম রূপে বাস করাইয়া থাকেন তাঁহারা বসিষ্ঠ—শ।

(৩) মূলে আছে 'সমে ও দুর্গে'—সমও বিষম প্রদেশে—র। ঐ শব্দ দ্বারা দেশ ও কাল উভয়ই বুঝাইতে পারে। সুসময় ও দুঃসময় অথবা সুগম স্থান এবং দুর্গম স্থান উভয়ই হইতে পারে—শ।

(৪) কারণ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়াই সকলে প্রতিষ্ঠিত হন—শ।

যিনি সম্পদ্‌কে জানেন, তিনি যে কাম্য কামনা করেন, তাহাই তাঁহার জন্য সম্পাদিত হয়। শ্রোত্রই সম্পদ্[৫] কারণ শ্রোত্র [বিদ্যমান] থাকিলেই সমস্ত বেদ অভিসম্পন্ন (অধিগত) হয়[৬]। যিনি এরূপ জানেন, তিনি যে কাম্য কামনা করেন, তাহাই তাঁহার জন্য সম্পাদিত হয়। ৬।১।৪

যিনি আয়তন(আশ্রয়)কে জানেন, তিনি স্বজনগণের এবং পরজন-গণের আয়তন হন। মনই আয়তন[৭]। যিনি এরূপ জানেন, তিনি স্বজনগণের ও পরজনগণের আয়তন হন। ৬।১।৫

যিনি প্রজাতিকে (পাঠান্তর—প্রজাপতিকে[৮]) জানেন, তিনি প্রজা-পশু-সম্পন্ন হন। রেতঃই প্রজাতি[৯] (পাঠান্তর—প্রজাপতি)। যিনি এরূপ জানেন, তিনি প্রজা-পশু-সম্পন্ন হন। ৬।১।৬

সেই এই প্রাণসমূহ (প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ) আত্ম-শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন "আমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ[১০] কে?" তিনি (ব্রহ্মা) বলিলেন "তোমা-দের মধ্যে যে উৎক্রান্ত হইলে, এই শরীরকে পাপীয়[১১] মনে করা হইবে সেই বসিষ্ঠ।" ৬।১।৭

(৫) শ্রবণেন্দ্রিয়-যুক্ত পুরুষই বেদ-অধ্যয়ন-যোগ্য—শ।

(৬) শ্রোত্র থাকিলেই বেদজ্ঞান লাভ হয়—র।

(৭) ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়সমূহের মনই আশ্রয়, কেননা ভোগ্য বিষয়সমূহ মনের আশ্রয়ে থাকিয়াই আত্মার ভোগ্য হয়, এবং মনের ইচ্ছানুযায়ীই ইন্দ্রিয়গণ কর্ম করে—শ।

(৮) রংগরামানুজ এবং মহেশচন্দ্র পাল তাঁহাদের শংকর ভাষ্য সহিত বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রজাপতি পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আর সকলেই প্রজাতি পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৯) রেতঃ অর্থ জীব-বীজ হইলেও, এখানে অর্থ জননেন্দ্রিয়—শ ও র। প্রজাতি—procreation—রা; that which has attribute of generation—মা।

(১০) 'বসিষ্ঠ'—শ্রেষ্ঠ—র; most excellent—রা ও মা; যিনি বাস করেন এবং অন্যকে বাস করান বা আচ্ছাদিত রাখেন—শ।

[প্রথমে] বাক্ [ইন্দ্রিয়] উৎক্রমণ করিলেন। তিনি একবৎসর প্রবাস করিয়া আগমন করিলেন এবং বলিলেন "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে?" তাঁহারা বলিলেন "মূক গণ যেমন বাক্ [ইন্দ্রিয়] দ্বারা কথা না বলিয়া, প্রাণ দ্বারা প্রাণন কর্ম করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া, মন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া, রেতঃ (জননেন্দ্রিয়) দ্বারা প্রজা (সন্তান) উৎপাদন করিয়া [জীবিত থাকে], সেই রূপ [মূকের ন্যায়] আমরা জীবিত ছিলাম।" তখন বাক্ [পুনরায় দেহে] প্রবেশ করিলেন। ৬।১।৮

[অতঃপর] চক্ষু উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া আগমন করিলেন এবং বলিলেন "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে?" তাঁহারা বলিলেন "যেমন অন্ধগণ চক্ষু দ্বারা দর্শন না করিয়া, প্রাণ দ্বারা প্রাণনকর্ম করিয়া, বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া, মন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া, রেতঃ দ্বারা প্রজা উৎপাদন করিয়া [জীবিত থাকে] সেই রূপ [অন্ধের মত] আমরা জীবিত ছিলাম। তখন চক্ষু [পুনরায় দেহে] প্রবেশ করিলেন। ৬।১।৯

[অতঃপর] শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া আগমন করিলেন এবং বলিলেন "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে?" তাঁহারা বলিলেন "যেমন বধিরগণ শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ না করিয়া, প্রাণ দ্বারা প্রাণন কর্ম করিয়া, বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, মন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া, রেতঃ দ্বারা প্রজা উৎপাদন করিয়া [জীবিত থাকে], সেই রূপ [বধিরের ন্যায়] আমরা জীবিত ছিলাম।" তখন শ্রোত্র [পুনরায় দেহে] প্রবেশ করিলেন। ৬।১।১০

(১১) 'পাপীয়'—অধিকতর পাপী—শ; পাপিষ্ঠতর—র; worse off—রা; more wretched—মা।

[অতঃপর] মন উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া আগমন করিলেন এবং বলিলেন "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে?" তাঁহারা বলিলেন "মূঢ়গণ যেরূপ মনের দ্বারা জ্ঞান-লাভ না করিয়া, প্রাণ দ্বারা প্রাণন কর্ম করিয়া, বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া, রেতঃ দ্বারা প্রজা উৎপাদন করিয়া [জীবিত থাকে], সেই রূপ [মূঢ়ের ন্যায়] আমরা জীবিত ছিলাম।" তখন মন [পুনরায় দেহে] প্রবেশ করিলেন। ৬।১।১১

[অতঃপর] রেতঃ উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া আগমন করিলেন এবং বলিলেন "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে?" তাঁহারা বলিলেন "ক্লীবগণ যেমন প্রজা উৎপাদন না করিয়া, প্রাণ দ্বারা প্রাণনকর্ম করিয়া বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিয়া, মন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া [জীবিত থাকে] সেইরূপ [ক্লীবের ন্যায়] আমরা জীবিত ছিলাম।" রেতঃ [পুনরায় দেহে] প্রবেশ করিলেন। ৬।১।১২

অতঃপর প্রাণ উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। সিন্ধুদেশীয় মহান্ ও সুন্দর অশ্ব যেমন পাদ-বন্ধন শঙ্কু (খুঁটি) সমূহকে উৎপাটিত করে, সেইরূপ[প্রাণ] অপর প্রাণ (বাগাদি ইন্দ্রিয়-) সমূহকে স্বস্থানভ্রষ্ট করিলেন তাঁহারা বলিলেন "ভগবন্, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না। আপনার অভাবে আমরা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইব না।" [প্রাণ] বলিলেন "তাহা হইলে আমাকে 'বলি'[১২] প্রদান কর।" তাঁহারা বলিলেন "তাহাই হউক।" ৬।১।১৩

বাক্ বলিলেন "আমি যাহা (যে গুণ) দ্বারা বসিষ্ঠ হইয়াছি, আপনি তাহা (সেই গুণ) দ্বারা বসিষ্ঠ হউন।[১৩] চক্ষু [বলিলেন] "আমি

(১২) বলি—কর—র; tribute—মা; offering—রা।

(১৩) অর্থাৎ আমার যে বসিষ্ঠ-গুণ আছে তাহা আপনার হউক—শ; আমার বসিষ্ঠত্ব আপনার অধীন—র।

যাহা (যে গুণ) দ্বারা প্রতিষ্ঠা হইয়াছি। আপনি তাহা দ্বারা আপনি প্রতিষ্ঠা হউন।"

শ্রোত্র [বলিলেন] "যাহা দ্বারা আমি সম্পদ্ হইয়াছি, আপনিও তাহা দ্বারা সম্পদ্ হউন।"

মন [বলিলেন] "যাহা দ্বারা আমি আয়তন (=আশ্রয়) হইয়াছি তাহা দ্বারা আপনি আশ্রয় হউন।"

রেতঃ [বলিলেন] "যাহা দ্বারা আমি প্রজাতি (পাঠান্তর-প্রজাপতি), তাহা দ্বারা আপনি প্রজাতি (বা প্রজাপতি) হউন।" [প্রাণ বলিলেন] আমার কি অন্ন এবং কি বাস হইবে?"

[তাঁহারা বলিলেন]—[জগতে] যাহা কিছু (অন্ন) আছে কুক্কুর, কৃমি, কীট-পতঙ্গের [অন্ন] পর্যন্ত—আপনার অন্ন [হইবে][১৪] এবং জল আপনার বাস (হইবে)।"

যিনি এইরূপে প্রাণের এই অন্নকে জানেন তাঁহার দ্বারা অনন্ন (=যাহা অন্ন নহে, অভক্ষ্য) ভুক্ত হয় না, অনন্ন পরিগৃহীত হয় না।

সেই জন্য শ্রোত্রিয় বিদ্বান্‌গণ ভোজনের পূর্বে আচমন করেন, এবং ভোজন করিয়া আচমন করেন, তাঁহারা মনে করেন যে তাহা (আচমন) দ্বারা এই প্রাণকে অনগ্ন করেন (অর্থাৎ জলরূপ বাস দ্বারা নগ্নতা দূর করিয়া প্রাণকে আচ্ছাদন করিতেছেন)। ৬।১।১৪

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ।

(১৪) ভাবার্থ—প্রাণী মাত্রেরই যাহা অন্ন, তাহাই প্রাণের অন্ন—র। সর্ব অন্নে প্রাণের অন্ন দৃষ্টি করিতে হইবে—শ।

ষষ্ঠ অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

(পঞ্চাগ্নি বিদ্যা)

[একদা] আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চালদের পরিষদে (=সভায়) আগমন করিয়াছিলেন। [পরিচারকগণ রাজা] জৈবলি প্রবাহণকে [যখন] পরিচর্য্যা করিতেছিল, তখন তিনি (শ্বেতকেতু) তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া [প্রবাহণ] বলিলেন "কু-মা-র" তিনি (শ্বেতকেতু) প্রত্যুত্তর দিলেন ভো-ও-ও"[১]

[প্রবাহণ]—"পিতা দ্বারা অনুশিষ্ট (উপদিষ্ট) হইয়াছ কি ?"

[শ্বেতকেতু]—"ওম্ (হাঁ)। ৬।২।১

[প্রবাহণ]—[ইহলোক হইতে] প্রয়াণ করিয়া এই সকল প্রজা (মানুষ) যেরূপে বিভিন্নপথ-গামী হয়, [তাহা] জান কি ? ৬।২।২

[শ্বেতকেতু] বলিলেন "না।"

[প্রবাহণ]—"[তাহারা] পুনরায় ইহলোকে যে প্রকারে ফিরিয়া আসে, [তাহা] জান কি ?"

[শ্বেতকেতু] বলিলেন "না"

[প্রবাহণ]—ক্রমাগত এইরূপে বহু প্রয়াণ-কারী [জীব] দ্বারা পরলোক কেন পূর্ণ হয় না [তাহা] জান কি ?

[শ্বেতকেতু] বলিলেন "না।"

(১) মূলে আছে 'কুমার৩' এবং 'ভো৩'। উভয়ই প্লুত-স্বর, সুতরাং উচ্চারণ দীর্ঘ হইবে। শংকর বলেন প্লুত স্বরে কুমার সম্বোধন-করা ভর্ৎসনা সূচক; কারণ শ্বেত-কেতুর বিদ্যার গর্বের কথা শুনিয়া প্রবাহণ এই ভর্ৎসনা সূচক সম্বোধন করেন। রংগরামানুজ বলেন এই প্লুতি আমন্ত্রণের জন্য। শংকর বলেন শ্বেতকেতুর প্লুত 'ভো' উত্তর ব্যঙ্গসূচক, কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে 'ভো' বলেন না বা প্লুতস্বরে বলেন না। সেই জন্যই বোধ হয় প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

* ছা. উ. ৫।৩ হইতে ৫।১০ খণ্ডে এইরূপ কাহিনী এবং পঞ্চাগ্নি বিদ্যার কথা আছে।

[প্রবাহণ]—যত সংখ্যক আহুতিতে হুত (= আহুতি প্রদত্ত) হইলে, জল পুরুষের ন্যায় বাক্‌যুক্ত হইয়া সমুত্থিত হয় এবং কথা বলে, [তাহা] জান কি ?"

[শ্বেতকেতু] বলিলেন "না।"

[প্রবাহণ]—"দেবযান বা পিতৃযাণ পথ প্রাপ্তির উপায়, (অর্থাৎ) যাহা (যেকর্ম) করিয়া দেবযান বা পিতৃযাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় [তাহা] জান কি ? [এবিষয়ে] আমরা ঋষির বচন শুনিয়াছি—

'আমি মর্ত্যদের পিতৃগণ-সম্বন্ধী ও দেবগণ-সম্বন্ধী
দুইটি পথের কথা শুনিয়াছি।
তাহারা (পথদ্বয়) পিতার (দ্যুলোকের) ও মাতার (পৃথিবীর) মধ্যবর্তী,
সেই দুইটি (পথ) দ্বারা এই বিশ্বপ্রাণী গমন করে।'

[শ্বেতকেতু] বলিলেন "আমি ইহাদের একটিও জানি না"।

অনন্তর [রাজা প্রবাহণ] তাঁহাকে (শ্বেতকেতুকে) সেখানে বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। সেই বাসের আমন্ত্রণকে অনাদর করিয়া কুমার (শ্বেতকেতু) দ্রুত প্রস্থান করিলেন। তিনি (শ্বেতকেতু) পিতার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "আপনিই পূর্বে আমাদিগকে (আমাকে) [আমি] অনুশিষ্ট (সম্যক্ উপদিষ্ট) ইহা বলিয়াছিলেন ?"

[পিতা বলিলেন] "সুমেধ, কেন (কি হইয়াছে) ?"

[শ্বেতকেতু]—রাজন্যবন্ধু[২] আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার একটিও আমি জানি না"

[পিতা]—"সেই সকল (প্রশ্ন) কি কি ?"

[শ্বেতকেতু প্রশ্নের] প্রতীক (মুখ্যাংশ উল্লেখ) করিলেন
[এবং বলিলেন] "এই সকল।" ৬।২।৩

তিনি (পিতা) বলিলেন "তাত, আমি যাহা কিছু জানি, সেই সমস্তই

(২) রাজন্য বন্ধু—that fellow of the princely class—রা; that wretch of a Kshatriya—আ।

তোমাকে বলিয়াছি। যেরূপ [বলিয়াছি
(আমাকে) জানিবে। এস, আমরা সেখানে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য (অবলম্বন করিয়া) বাস করিব।" [পুত্র বলিলেন] "আপনিই গমন
।।"

প্রবাহণ জৈবলি যেখানে ছিলেন, গৌতম সেখানে আগমন করিলেন। [প্রবাহণ] তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া উদক আহরণ করাইলেন। অতঃপর ই হাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং বলিলেন "[আমি] ভগবান্ গৌতমকে বরদান করিব।" ৬।২।৪

তিনি (গৌতম) বলিলেন "[আপনি] প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এই আমার বর—কুমারের নিকট যে বাক্য আপনি বলিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন।" ৬।২।৫

তিনি (প্রবাহণ) বলিলেন "গৌতম, তাহা (=প্রার্থিত বর) দৈব বর সমূহের মধ্যে [একটি]। মানুষী [বর] সমূহের [একটি] বলুন।" ৬।২।৬

তিনি (গৌতম) বলিলেন "[আপনি] জানেন যে হিরণ্য, গো, অশ্ব, দাসী, পরিবার, এবং পরিধেয় বস্ত্র আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি আমাদের (আমার) প্রতি, বহু, অনন্ত ও অপরিসীম [ফলপ্রদ ব্রহ্মবিদ্যা দানে] অবদান্য হইবেন না।" [প্রবাহণ] বলিলেন "গৌতম, আপনি যথাশাস্ত্র [উপদেশ গ্রহণে] ইচ্ছা করুন।"
[গৌতম বলিলেন] "আমি আপনার নিকট শিষ্যভাবে উপনীত হইতেছি।" প্রাচীনগণ [হীনবর্ণ আচার্যের নিকট] কেবল বাক্য দ্বারাই [শিষ্যরূপে] উপনীত হইতেন।[৩] তিনি (গৌতম)ও 'উপায়ন' (শিষ্যরূপে আগমন) কীর্তন করিয়াই [শিষ্যরূপে] বাস করিলেন। ৬।২।৭

(৩) প্রাচীন কালে উচ্চবংশীয় শিক্ষার্থীরা নিম্নবংশীয় আচার্যের সেবা, বন্দনা, শুশ্রূষাদি না করিয়াও কেবল বাক্য দ্বারাই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। গৌতমও তাহাই করিলেন—শ ও র।

তিনি (প্রবাহণ) বলিলেন "গৌতম, আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, যেমন আপনার পিতামহগণ (পিতৃপুরুষগণ) [আমাদের পিতৃপুরুগণের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই]। এই (পঞ্চাগ্নি) বিদ্যা ইহার পূর্বে কোন ব্রাহ্মণে বাস করে নাই (অর্থাৎ কোন ব্রাহ্মণ ইহা জানিতেন না)। তাহা (সেই বিদ্যা) আমি আপনাকে বলিব। [আপনি যেরূপ ভাবে বলিয়াছেন] সেইরূপ বলিলে কে প্রত্যাখান করিতে পারে? ৬।২।৮

"গৌতম, ঐ (দ্যু-) লোকই [প্রথম] অগ্নি। আদিত্যই তাঁহার সমিধ্, রশ্মি সমূহ [তাঁহার] ধূম, অহঃ (দিন) [তাঁহার] অর্চি, দিক্ সমূহ অঙ্গার, অবান্তর দিক্ (ঈশানাদি কোণ) সমূহ বিস্ফুলিঙ্গ।[৪]
সেই এই অগ্নিতে দেবগণ[৫] শ্রদ্ধাকে[৬] আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে রাজা সোম সম্ভূত হন।[৭] ৬।২।৯

(৪) প্রকৃত পক্ষে দ্যুলোক অগ্নি না হইলেও তাঁহাতে অগ্নি দৃষ্টি করা হইয়াছে। সমিধ্ যেমন অগ্নিকে দীপ্ত করে, সেইরূপ আদিত্য দ্যুলোককে দীপ্ত করে বলিয়া আদিত্য সমিধ্। সমিধ হইতে ধূম নির্গত হয়, এবং আদিত্য হইতে সেইরূপ রশ্মি নির্গত হয়, সুতরাং রশ্মিসমূহ ধূম। অহঃ (দিন) অর্চি (=শিখা) কারণ উভয়ের মধ্যে প্রকাশ-গুণ আছে। দিক্ সমূহ অঙ্গার কারণ অঙ্গারে অগ্নির উপশম হয়, সেইরূপ দিক্ সমূহে সৌর কিরণ বিকীর্ণ হইয়া শেষ হইয়া যায়। দিক্-কোণ-সমূহ এবং অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ কারণ উভয়ই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—শ ও র।

(৫) দেবগণ—ইন্দ্রিয়গণ—র। শংকর ব্যাখ্যা করেন—অগ্নিহোত্র যাগে ইন্দ্রিয়গণই প্রকৃত হোতা (আত্মা কর্তা বা ভোক্তা নহেন); ইন্দ্রিয়গণই ফল-লাভের জন্য যাগ করে। সেই ইন্দ্রিয়গণ অধিদৈবিক রূপে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া হোতা হন। দেবগণ শব্দ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদেরও বুঝাইতে পারে।

(৬) শ্রদ্ধা—জ্ঞানাত্মক শ্রদ্ধা নহে—শ্রদ্ধা এখানে জল—শ ও র। শ্রুতিতে আছে—শ্রদ্ধাই জল। (কারণ বোধ হয় দুগ্ধাদি জলীয় আহুতি পুণ্য কর্মে যজমানের শ্রদ্ধা জন্মায়)।

(৭) ব্যাখ্যা—'অগ্নিহোত্র যাগে যে সকল জলীয় (=দুগ্ধ ঘৃতাদি) দ্রব্য আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, তাহারা অগ্নি কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া, সূক্ষ্ম ও অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া যাগকর্তার সহিত দ্যুলোকে প্রবেশ করে। সেই সকল সূক্ষ্ম ও অদৃষ্ট জলীয় পদার্থকে শ্রদ্ধা বলা হয়। যাগকর্তার চন্দ্রলোকে শরীর উৎপাদনের জন্য দ্যুলোকে শ্রদ্ধার প্রবেশকেই 'শ্রদ্ধাকে আহুতি দেয়' বলা হইয়াছে।

"গৌতম, পর্জন্যই[8] [দ্বিতীয়] অগ্নি। সংবৎসরই তাঁহার সমিধ্[9] অভ্র (=মেঘ)সমূহ [তাঁহার] ধূম[10], বিদ্যুৎ [তাঁহার] অর্চি[11], অশনি তাঁহার অঙ্গার[12] মেঘগর্জন বিস্ফুলিঙ্গ।[13] সেই এই অগ্নিতে দেবগণ সোম রাজাকে[14] আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি সম্ভূত হয়। ৬।২।১০

গৌতম, এই লোকই[15] [তৃতীয়] অগ্নি। পৃথিবীই [তাঁহার] সমিধ্[16], [পার্থিব] অগ্নি [তাঁহার] ধূম[17], রাত্রি [তাঁহার] অর্চি (শিখা)[18]

দ্যুলোকে প্রবেশ করিয়া শ্রদ্ধা যাগকর্তার চন্দ্রমণ্ডলে শরীর উৎপাদন করে—ইহা-কেই বলা হইয়াছে যে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেয় এবং সেই আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হন—শ।

শ্রদ্ধাই জল অর্থাৎ জল শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত সূক্ষ্মভূত সমূহ। ইন্দ্রিয়গণের অভাবে সূক্ষ্ম ভূত সমূহের জীবের সহিত সম্মিলিত হইয়া দ্যুলোকগমন অসম্ভব বলিয়া দ্যুলোক-অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দেয় বলা হইয়াছে। দেব শব্দিত ইন্দ্রিয়গণই হোতা। অর্থ মনে হয় সূক্ষ্মভূত সমূহ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের দ্বারা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় যুক্ত হয়)। 'সেই আহুতি হইতে সোম রাজা উৎপন্ন হন' অর্থ জীব দেবভোগ্য দিব্যশরীর যুক্ত হয়—র।

(৮) পর্জন্য—বৃষ্টি প্রবর্তক দেবতা—র। বৃষ্টির উপকরণ-অভিমানী দেবতা—শ।

(৯) কারণ সংবৎসরই শরৎ হইতে গ্রীষ্ম ঋতু পর্যন্ত স্বীয় অবয়ব সমূহের পরিবর্তন দ্বারা পর্জন্য রূপ অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে—শ।

(১০) কারণ মেঘ ধূম হইতে উৎপন্ন হয় এবং দেখিতে ধূমবৎ—শ।

(১১) কারণ প্রকাশমান ধর্ম উভয়ের আছে—শ।

(১২) কারণ উপশম ও কাঠিন্য উভয়েরই আছে—শ।

(১৩) কারণ উভয়ের বিক্ষেপত্ব ও অনেকত্ব ধর্ম আছে—শ।

(১৪) কর্মফলভোগের অবসানে দিব্য শরীর দ্রবীভূত হয়, এবং দেব শব্দবাচী ইন্দ্রিয়গণের সহিত পর্জন্যে পতিত হয়—র।

(১৫) এই লোক—this world—মা ও রা; যেখানে প্রাণ সকল জন্মে এবং কৃত-কর্মের ফল ভোগ করে—শ; সমুদ্র পর্বতাদিযুক্ত লোক—র; এই লোকের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ, মানুষের সহিত তাহার শরীরের সম্বন্ধের অনুরূপ—মা।

(১৬) পৃথিবীই সমিধ্—পৃথিবী অংশ সমিধ্—র। অগ্নি যেমন সমিধ্ দ্বারা পুষ্ট হয়, সেইরূপ এই লোকও প্রাণিগণের বিবিধ-ভোগ-সামগ্রী-সমন্বিত পৃথিবী দ্বারা পুষ্ট হয়—শ।

(১৭) কারণ পৃথিবীজাত কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হন, সেইরূপ সমিধ্ হইতে ধূম উৎপন্ন হয়—শ ও র।

চন্দ্রমা অঙ্গার [১৯] এবং নক্ষত্র সমূহ বিস্ফুলিঙ্গ [২০] ; সেই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন [২১] সম্ভূত হয়। ৬।২।১১

গৌতম, পুরুষই [চতুর্থ] অগ্নি, তাঁহার বিবৃত মুখই সমিধ্ [২২]। প্রাণ ধূম [২৩], বাক্ অর্চি [২৪], চক্ষু অঙ্গার [২৫], শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ [২৬]; সেই এই অগ্নিতে দেবগণ [২৭] অন্নকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে রেতঃ সম্ভূত হয়। ৬।২।১২

গৌতম, যোষা(স্ত্রী)ই [পঞ্চম]অগ্নি। উপস্থ ইহার সমিধ্, লোমসমূহ ধূম, যোনি অর্চি, যাহা 'অন্তঃ-করণ'-ব্যাপার তাহা অঙ্গার [২৮], 'অভিনন্দ' [২৯]

(১৮) কারণ অগ্নি হইতে অর্চি এবং পৃথিবী হইতে রাত্রি উৎপন্ন হয়। রাত্রিকে পৃথিবীর ছায়া বলা হয়—শ। অর্চির প্রকাশ রাত্রির অধীন বলিয়া অর্চিকে রাত্রি বলা হয়—র।

(১৯) চন্দ্রমা অঙ্গার—কারণ উৎপত্তি ও উপশান্তত্ব উভয়ের এক রূপ। অর্চি হইতে অঙ্গারের উৎপত্তি, রাত্রিতে চন্দ্রমার উদয় হয়—শ।

(২০) উভয়ই চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত—শ।

(২১) কারণ ব্রীহিযব প্রভৃতি অন্ন বৃষ্টি-প্রভব—শ।

(২২) বিবৃত মুখ দ্বারাই বাগ্মিতা ও বেদাধ্যয়নাদি কার্যে মানুষ দীপ্তি প্রাপ্ত হয় যেমন সমিধ্ দ্বারা অগ্নি—শ।

(২৩) কারণ উভয়েয় উত্থান-সাদৃশ্য—মুখ হইতে প্রাণ, এবং সমিধ্ হইতে ধূম উত্থিত হয়—শ।

(২৪) প্রকাশত্ব উভয়ের আছে—বাক্ বক্তব্য-প্রকাশক, অর্চি বস্তু-প্রকাশক—শ ও র।

(২৫) কারণ উপশম বা প্রকাশ-আশ্রয়ত্ব উভয়ের আছে—শ।

(২৬) কারণ উভয়ই বিক্ষেপ-ধর্মী—শ।

(২৭) দেবগণ-এখানে ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ—শ।

(২৮) উভয়ই বীর্যোপশমের কারণ। মৈথুন বীর্যোপশমের কারণ, সেইরূপ অঙ্গার অগ্নির উপশমের কারণ—শ।

(২৯) 'অভিনন্দ'—"pleasure (sensual)", ছা. উ; শ: ব্র;—ম. উলি; উভয়ই ক্ষুদ্র—শ। স্বল্পকাল-স্থায়ী অর্থ মনে হয়।

বিস্ফুলিঙ্গ। সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেতঃকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে পুরুষ (=মানুষ) সম্ভূত হন।[৩০] তিনি [জাত হইয়া] জীবিত থাকেন, যে পর্যন্ত [শরীরে স্থিতির জন্য কর্ম বিদ্যমান থাকে সেই পর্যন্ত[৩১]] জীবিত থাকেন। যখন তিনি মৃত হন, ৬।২।১৩

তখন ইঁহাকে অগ্নির (অগ্নিতে আহুতি প্রদানের=অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার) জন্য লইয়া যায়। তাঁহার (আহুতিস্থানীয় মৃতের) [শ্মশান-] অগ্নিই [হোম-] অগ্নি, [চিতা-] কাষ্ঠ [হোমের] সমিধ্, [চিতার] ধূম [হোমের] ধূম, [চিতাগ্নির] অর্চি [হোমাগ্নির] অর্চি, [সেইরূপ] অঙ্গার অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গ বিস্ফুলিঙ্গ। দেবগণ সেই এই অগ্নিতে [মৃত] পুরুষকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে 'ভাস্বর বর্ণ'[৩২], পুরুষ সম্ভূত হন। ৬।২।১৪

যাঁহারা এইরূপে ইহাকে (পঞ্চাগ্নি বিদ্যাকে) জানেন, এবং যাঁহারা অরণ্যে [বাস করিয়া] শ্রদ্ধার সহিত সত্য[৩৩]কে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিকে[৩৪] প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে অহঃ (দিন)[৩৪], অহঃ

(৩০) রাধাকৃষ্ণন বলেন "যৌন সহবাস এক প্রকার সোম-যাগ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখানে গার্হপত্য (আহবনীয়?) অগ্নিকে স্ত্রীর সহিত এক বলিয়া মনে করা হইয়াছে। যজ্ঞীয় অগ্নি হইতেছে ঐশ্বরিক গর্ভ—তাঁহাতে মানুষ নিজকে সিঞ্চন করে, তাহা হইতে সৌর পুনর্জন্ম সংঘটিত হয়।"

(৩১) বন্ধনীর মধ্যে অংশ শংকর ও রংগরামানুজ উভয়ে এখানে উপস্থাপিত করেন।

(৩২) ভাস্বর বর্ণ—অতিশয় দীপ্তিমান্, গর্ভাধান হইতে অন্ত্যাহুতি (অন্ত্যেষ্টি) কর্ম সমূহ দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ বিশোধিত হওয়ায় জন্য দীপ্তিমান্—শ। ঋত্বিক্‌গণ "ঐ স্বর্গলোকের জন্য স্বাহা" বলিয়া আহুতি দেওয়ায় যজমান দীপ্তিমান্ শরীর-বিশিষ্ট হইয়া নির্গত হয়—র।

(৩৩) সত্য—পরমাত্মা—র; হিরণ্যগর্ভরূপী আত্মা—শ।

(৩৪) শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই বলেন অর্চি, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ দেবলোক, আদিত্য ও বিদ্যুৎ দ্বারা তাঁহাদের অভিমানী দেবতাদের বুঝায়। নিম্নতন দেবগণ ক্রমশঃ ঊর্ধ্বতন দেবতাদের হস্তে পঞ্চাগ্নিবিদ্ ও সত্য উপাসককে অর্পণ করেন।

হইতে শুক্ল পক্ষ[৩৪], শুক্ল পক্ষ হইতে [উত্তরায়ণ=]যে ছয় মাস আদিত্য উত্তর দিকে গমন করেন [সেই ছয় মাস], [উত্তরায়ণ] মাস সমূহ হইতে দেবলোক, দেব-লোক হইতে আদিত্য[৩৪], আদিত্য হইতে বিদ্যুৎকে[৩৪] প্রাপ্ত হন। [সেখানে] এক 'মানস পুরুষ' আগমন করিয়া সেই বিদ্যুৎ-প্রাপ্ত [পুরুষ]দের ব্রহ্মলোক সকলে গমন করান। তাঁহারা প্রকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক-সমূহে বহুকাল[৩৫] [অথবা পরমাত্মার সহিত-র] বাস করেন। তাঁহাদের [সংসারে] পুনরাগমন হয় না। ৬।২।১৫

আর যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা [স্বর্গাদি] লোক সমূহ জয় করেন, তাহা ধূম [-দেবতা]কে প্রাপ্ত হন; ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে [দক্ষিণায়ন=]যে ছয়মাস আদিত্য দক্ষিণে গমন করেন [সেই মাসসমূহ], সেই মাস সমূহ হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন।[৩৬] তাঁহারা চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া [দেবগণের] অন্ন হন। ঋত্বিক্‌গণ যেমন "আপ্যায়িত হও, ক্ষয় প্রাপ্ত হও"[৩৭] বলিয়া রাজা সোমকে ভক্ষণ করেন (উজ্জ্বল সোমরস পান করেন), সেই রূপ[৩৮] (অর্থাৎ প্রথমে আপ্যায়িত করিয়া) [দেবগণ] সেখানে (চন্দ্রলোকে) এই সকল [কর্মী] মানবগণকে ভক্ষণ করেন।[৩৯]

(৩৫) মূলে আছে পরাবতঃ=প্রকৃষ্ট অনেক সংবৎসর—শ; অর্থাৎ ব্রহ্মার পরিমাণে বহু কল্প—দু; great many superfine years—ম; for long periods—রা। পরাবতঃ অর্থ পরমাত্মা দ্বারা যাঁহারা সনাথ বা নাথবান্ হইয়াছেন—তাঁহারা—র।

(৩৬) 'শংকর' বলেন এখানে ধূম, রাত্রি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহাদের অভিমানী দেবতাদের বুঝাইতেছে।

(৩৭) 'অন্ন হন'—দেবতাদের ভোগ-উপকরণ হন—র। দেবতাদের উপভোগের কারণ হন—প্রভুরা যেমন ভৃত্যকে উপভোগ করেন—শ।

(৩৮) অর্থাৎ যে সোমরস তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন, তাহাকেই ভক্ষণ করেন—র।

(৩৯) ভাবার্থ—দেবগণ মুখ দ্বারা আহার করেন না, দর্শন দ্বারা তৃপ্তিই দেবতাদের ভোজন বা ভোগ। ছা. উ. ৩।৬।১। দেবগণ যজ্ঞ-দানকারীদের দেখিয়া তৃপ্ত হন; ইহাই দেবতাদের ভোজন বা ভোগ। যাঁহারা যজ্ঞ দানাদি করিয়াছেন তাঁহারা চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলে, দেবগণ তাঁহাদিগকে কর্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করেন এবং কর্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদিগকে 'স্বর্গ হইতে বিদায়'

যখন তাঁহাদের তাহা (যজ্ঞদানাদির ফল) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারা আকাশকে প্রাপ্ত হন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হন।[৪০] তাঁহারা পুনরায় পুরুষাগ্নিতে আহুত হন, এবং যোষাগ্নিতে জাত হন।[৪১] [স্বর্গাদি] লোকসমূহ লাভের জন্য কর্মীরা এই রূপেই (চক্রাকারে) আবর্তন করেন। যাহারা এই দুই পথ[৪২] জানে না, তাহারা কীট, পতঙ্গ, দংশমশকাদি যাহা কিছু আছে [তাহাই হইয়া থাকে]। ৬।২।১৬

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

গ্রহণ করিতে হয়। "পুণ্যবল হলো ক্ষীণ; আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন।" রবীন্দ্রনাথ—'স্বর্গ হইতে বিদায়'।

(৪০) অর্থাৎ বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া—ব্রীহি যব প্রভৃতি অন্নরূপে প্রাদুর্ভূত হয়—শ।

(৪১) পুরুষাগ্নিতে আহুত হয়, অর্থাৎ সেই ব্রীহি-যব পুরুষ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া শুক্ররূপে পরিণত হয়। সেই শুক্র স্ত্রীরূপ অগ্নিতে আহুত অর্থাৎ সিঞ্চিত হয়—তাহার ফলে পুরুষের জন্ম লাভ হয়—শ।

(৪২) দুই পথ—দেবযান ও পিতৃযাণ বা ধূমযান। দেবযান পথ দ্বারা ৬।২।১৫ কণ্ডিকা অনুসারে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, এবং পিতৃযাণ বা ধূমযান পথ দ্বারা চন্দ্রলোক প্রাপ্তি এবং সংসারে পুনর্জন্ম হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

(মহত্ত্ব প্রাপ্তি কর্ম সাধন)

যিনি কামনা করেন "আমি মহত্ত্ব (=শ্রেষ্ঠত্ব) প্রাপ্ত হইব" তিনি উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষের শুভদিনে দ্বাদশ দিবস উপসদ্‌ব্রতী[১] হইয়া, কংসাকার[২] বা চমসাকার ঔদম্বর (যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠ নির্মিত) পাত্রে সর্বৌষধি ও ফলসমূহ

(১) উপসদ্‌ব্রতী—জ্যোতিষ্টোম যাগে উপসদ্‌ ব্রতের নিয়ম আছে। গরুর স্তনের পুষ্টি ও হ্রাস অনুসারে দুগ্ধ পান করিতে হয়। এখানে শুধু দুগ্ধপান-ব্রতী বুঝিতে হইবে—শ।

(২) 'কংসাকার' বা 'চমসাকার' (পাত্র)=cup or bowl—মা; dish or cup—রা।

সংগ্রহ করিয়া, [ভূমি] পরিমার্জন ও পরিলেপন করিয়া, অগ্নিস্থাপন করিয়া, [কুশ] বিস্তার করিয়া, আজ্যকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া, পুংনক্ষত্রে[৩] [আপনার ও অগ্নির মধ্যে] পাত্রে মন্থ[৪] স্থাপন করিয়া, [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আহুতি প্রদান করিবেন।

"হে জাতবেদ, আপনাতে আশ্রিত যে সকল কুটিল দেবগণ পুরুষের কামনা সমূহ নাশ করে, তাঁহাদিগকে (তাঁহাদের উদ্দেশ্যে) এই [আজ্য] ভাগ আহুতি দিতেছি। তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া আমাকে সর্বপ্রকার কামনা দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন স্বাহা! যে কুটিলমতি [-দেবতা] আপনাতে [আশ্রিত হইয়া] বর্তমান আছেন [এবং মনে করেন] "আমি সকলের ধারণকর্ত্রী", আমি সেই সর্বসাধনী দেবতাকে ঘৃতধারা দ্বারা যজন করি। স্বাহা!" ৬।৩।১

"জ্যেষ্ঠকে স্বাহা" "শ্রেষ্ঠকে স্বাহা" [ইহা উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে [দুইটি] আহুতি প্রদান করিয়া মন্থে[৫] সংস্রব অবনয়ন করিবেন[৫]।

"প্রাণকে স্বাহা" "বশিষ্ঠকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে [দুইটি] আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন।

"বাক্‌কে স্বাহা" "প্রতিষ্ঠাকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে [দুইটি] আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন।

"চক্ষুকে স্বাহা" "সম্পদ্‌কে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে [দুইটি] আহুতি প্রদান করিয়া, সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন।

"শ্রোত্রকে স্বাহা" "আয়তনকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে [দুইটি] আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন।

(৩) শাস্ত্রে নক্ষত্রের স্ত্রী, পুং এবং নপুংসক এই তিন বিভাগ আছে—র।

(৪) মন্থ—"সমস্ত ওষধি, ফল এবং বীজকে এক সঙ্গে পিষিয়া তাহাকে ঔদুম্বর পাত্রে দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিয়া একটি দণ্ড দ্বারা মথিত করিলে যে মণ্ড হয় তাহাকে মন্থ বলে"—গ-বৃ. উ. পৃ ৪৪১।

(৫) সংস্রব অবনয়ন করিবেন—মূলে আছে সংস্রবং অবনয়তি। সংস্রব অর্থ স্রুবে (=চামচ বা 'কুশি') সংলগ্ন হুতাবশিষ্ট আজ্য—শ। অবনয়ন করে—pours নিম্নদিকে স্রুব (চামচ) হেলাইয়া আজ্যাবশিষ্ট মন্থে ঢালিয়া দেন।

"মনকে স্বাহা" "প্রজাতিকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে [দুইটি] আহুতি প্রদান করিয়া, সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন।

"রেতঃকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] [একটি] আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। ৬।৩।২

"অগ্নিকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "সোমকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "ভূঃকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "ভুবঃ কে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "স্বঃকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "ভূঃ ভুবঃ স্বঃকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "ব্রাহ্মণকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "ভূত (অতীত)কে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "ভব্য(ভবিষ্যৎ)কে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "বিশ্বকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "সর্বকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। "প্রজাপতিকে স্বাহা" [উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সংস্রব মন্থে অবনয়ন করিবেন। ৬।৩।৩

অনন্তর [এই মন্ত্র বলিয়া] তিনি মন্থ[৬] স্পর্শ করিবেন "তুমি [প্রাণরূপে দেহে] ভ্রমণকারী, তুমি অগ্নিরূপে জাজ্জ্বল্যমান, তুমি [ব্রহ্মরূপে] পূর্ণ,

(৬) স্বামী মাধবানন্দ বলেন মন্থকে বিশ্বপ্রাণের সহিত এক বলা হইয়াছে। আনন্দগিরি বলেন মন্থ দ্রব্যের প্রাণদেবতা আছে বলিয়া প্রাণের দ্বারাই 'একী' করিয়া (মন্থে) 'সর্বাত্মকত্ব' আরোপ করা হইয়াছে।

তুমি নভঃরূপে নিষ্কম্প, তুমি সকলের মিলনক্ষেত্র। [যজ্ঞারম্ভে] তুমি হিংকার (হিংশব্দ) [যজ্ঞমধ্যে]; তুমি হিংকৃত (=হিং শব্দরূপে উচ্চারিত), তুমিই উদ্গীথ, তুমিই [যজ্ঞ মধ্যে উদ্গাতা কর্তৃক] উদ্গীত [উদ্গাথা রূপে গীত] হও, তুমি [অধ্বর্যু-পুরোহিত-দ্বারা] আশ্রাবিত হও, এবং [অগ্নীধ্-পুরোহিত দ্বারা] প্রত্যাশ্রাবিত হও, তুমি [মেঘে] বিদ্যুৎরূপে সন্দীপ্ত হও, তুমি বিভু, তুমি প্রভু, তুমি অন্ন, তুমি জ্যোতি, তুমি নিধন (=লয়—আ) তুমি সংবর্গ[৭]। ৬।৩।৪

অনন্তর তিনি [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] ইহা (মন্থ) [হস্ত দ্বারা] উত্তোলন করিবেন [এবং বলিবেন] 'তুমি [সমস্ত] অবগত আছ, তোমার মহত্তর রূপটি আমরা অবগত আছি[৮]। তিনিই [=প্রাণই] রাজা, ঈশান ও অধিপতি। তিনি আমাকে রাজা, ঈশান ও অধিপতি করুন।'' ৬।৩।৫

অনন্তর তিনি [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] ইহা [মন্থ] ভক্ষণ করিবেন[৯]—

[১] সেই সবিতার বরণীয় (ইহা গায়ত্রী প্রথম পাদ)
বায়ুসমূহ মধুময় হইয়া প্রবাহিত হয় [=হউক][১০]।

(৭) সংবর্গ—That is which all things merge, (=যাঁহাতে সকল পদার্থ সত্তা বিলুপ্ত হইয়া একীভূত হয়)—রা ও মা। অধ্যাত্ম বাগাদি এবং অধিদৈবত অগ্ন্যাদি যিনি 'সংহরণ' করেন—আ। ছা. উ. ৪।৩।১-৭ মন্ত্রে সংবর্গ-বিদ্যার কথা আছে।

(৮) এখানে শংকর ও রংগরামানুজ কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। আনন্দগিরি প্রদত্ত টীকা—যাহা রাধাকৃষ্ণন ও প্রাচ্য পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছেন—অনুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ম্যাক্সমূলার, হিউম প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ এইরূপ অনুবাদ করেন "তুমি চিন্তা কর, তুমি মহত্ত্বের কথা চিন্তা কর"। মূলে আছে "আমংসি আমংহি তে মহি"।

(৯) গায়ত্রী মন্ত্রের এক পাদ, মধুমতীর প্রথমাংশ, এবং প্রথম ব্যাহৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রথম গ্রাস ভক্ষণ করিবে। গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ, মধুমতীর দ্বিতীয়াংশ ও দ্বিতীয় ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে। সেইরূপে গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ, মধুমতীর শেষাংশ ও তৃতীয় ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিয়া তৃতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে, পরে সমস্ত গায়ত্রী, এবং সমস্ত মধুমতী, উচ্চারণ করিয়া এবং 'আমি যেন সমস্ত (জগৎ) হই' এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ বলিয়া অবশিষ্ট মন্থ ভক্ষণ করিবেন—শা।

নদী সমূহ মধু ক্ষরণ করে [=করুক],
ওষধি সমূহ মধুর হউক, (ইহা মধুমতীর প্রথমাংশ)
ভূঃ কে স্বাহা, (প্রথম ব্যাহৃতি মন্ত্র)
[২] দেবের ভর্গ (=মহিমা বা তেজ)কে ধ্যান করি। (গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ)

রাত্রি ও উষা সমূহ মধুময় হউক
পৃথিবীর ধূলি মধুমান হউক
আমাদের পিতা দ্যৌ মধু[-মান্] হউক (মধুমতীর দ্বিতীয়াংশ)
ভুবঃকে স্বাহা ! (দ্বিতীয় ব্যাহৃতি মন্ত্র)
[৩] যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন। (গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ)
বনস্পতি আমাদের নিকট মধুমান্ হউক
সূর্য মধুমান হউন
দিক্ সমূহ [বা রশ্মি সমূহ][১] মধুমান্ হউক । (মধুমতীর শেষাংশ)
স্বঃ কে স্বাহা ! (তৃতীয় ব্যাহৃতি মন্ত্র)

অতঃপর তিনি সমস্ত সাবিত্রী [গায়ত্রী মন্ত্র] এবং সমস্ত মধুমতী আবৃত্তি করিবেন, এবং [প্রার্থনা করিবেন] 'আমি যেন এই সমুদয় হই', এবং 'ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ, স্বাহা !' [উচ্চারণ করিয়া অবশিষ্ট মন্থ] ভক্ষণ করিয়া, হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া অগ্নির পশ্চাতে 'পূর্বশির' হইয়া শয়ন করিবেন। এবং প্রাতঃকালে [এই মন্ত্র দ্বারা] আদিত্যকে উপাসনা করেন ;
"তুমি দিক্ সমূহের অদ্বিতীয় পুণ্ডরিক,
মনুষ্যদের মধ্যে আমি ও যেন অদ্বিতীয় পুণ্ডরিক হই।"
[অতঃপর] যে ভাবে গমন করিয়াছিলেন সেই ভাবে প্রত্যাগমন করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিয়া বংশব্রাহ্মণ জপ করিবেন। ৬৷৩৷৬

সাবিত্রী (গায়ত্রী)	মন্ত্র	অনুবাদ
ঋ, বে ৩৷৬২৷১০	তৎসবিতুর্বরেণ্যম্	সেই সবিতা দেবের
সা. বে. ২৷৫৷৩৷১০।	ভর্গো দেবস্য ধীমহি	বরেণ্য ভর্গ ধ্যান করি,
	ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ	যিনি আমাদের ধী প্রেরণ করেন।

(৫৫)

উদ্দালক আরুণি [নিজ] শিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে ইহা (মন্থবিদ্যা) উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "যদি কেহ ইহা (মন্থ) শুষ্ক স্থাণুতে[12] সিঞ্চন করেন, [তবে তাহাতেও] শাখা জাত হয় এবং পত্র সমূহ উদ্‌গত হয়।" ৬।৩।৭

বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য পৈঙ্গ্য মধুককে ইহা (মন্থবিদ্যা) উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "যদি কেহ ইহা (=মন্থ) শুষ্ক স্থাণুতে সিঞ্চন করেন, [তবে তাহাতেও] শাখা জাত হয় এবং পত্র সমূহ উদ্‌গত হয়।" ৬।৩।৮

মধুমতী—	প্রথমাংশ	
ঋ. বে. ১।৯।৬-৯.	মধু বাতা ঋতায়তে[10]	বায়ু সমূহ মধুময় হইয়া প্রবাহিত হয় (=হউক)
	মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ	নদী সকল মধুক্ষরণ করে (=ক্ষরুক)।
	মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ	ওষধিসমূহ মধুময় হউক।
	দ্বিতীয়াংশ	
	মধু নক্তমুতোষসো	রাত্রি ও উষা মধুময় হউক।
	মধুমৎ পার্থিবং রজঃ	পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক
	মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা	আমাদের পিতা দ্যৌ মধু [-মান্] হউন।
	তৃতীয়াংশ	
	মধুমান্নো বনস্পতিঃ	আমাদের বনস্পতি মধুমান্ [হউক]।
	মধুমান্ অস্তু সূর্যো	সূর্য মধুমান্ হউন;
	মধ্বী র্গাবো[11] ভবন্তু নঃ ॥	দিক্ সমূহ মধুময় হউক।

ব্যাহৃতিমন্ত্র—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক)।

(১০) মূলে আছে 'মধুবাতা ঋতায়তে'—বায়ু সমূহ মধুময় হইয়া প্রবাহিত হয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ, রাধাকৃষ্ণন মহেশচন্দ্র ঘোষ ঋতায়তে ঋতকামীর (the righteous—বা) জন্য প্রবাহিত হয়। আনন্দগিরি অর্থ করেন প্রবাহিত হয়।

(১১) মূলে আছে গাবঃ অর্থ গাভী, দিক্ সমূহ বা রশ্মিসমূহ হইতে পারে। অমরকোষ মতে তিন অর্থই সম্ভব। আনন্দগিরি দিক্ সমূহ বা রশ্মি সমূহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণন, মহেশচন্দ্র ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ গাভী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। দিক্ সমূহ অর্থ সমীচীন মনে হয়।

(১২) মূলে স্থাণু শব্দই আছে=প্রাণহীন বৃক্ষ—শ।

পৈঙ্গ্য মধুক, শিষ্য ভাগবিত্তিচুলকে ইহা (=মন্থ-বিদ্যা) উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "যদি কেহ ইহা (মন্থ) শুষ্ক স্থাণুতে সিঞ্চন করেন, [তবে তাহাতেও] শাখা জাত হয় এবং পত্র সমূহ উদ্‌গত হয়"। ৬।৩।৯

ভাগবিত্তি চুল শিষ্য আয়স্থূণ জানকিকে ইহা (মন্থ-বিদ্যা) উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি কেহ ইহা (মন্থ) শুষ্ক স্থাণুতে সিঞ্চন করেন, [তবে তাহাতেও] শাখা জাত হয় এবং পত্র সমূহ উদ্‌গত হয়।" ৬।৩।১০

আয়স্থূণ জানকি শিষ্য জাবাল সত্যকামকে ইহা (মন্থ-বিদ্যা) উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "যদি কেহ ইহা (মন্থ) শুষ্ক স্থাণুতে সিঞ্চন করেন, [তবে তাহাতেও] শাখা জাত হয় এবং পত্র উদ্‌গত হয়।" ৬।৩।১১

জাবাল সত্যকাম শিষ্যগণকে ইহা (মন্থ-বিদ্যা) উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "যদি কেহ ইহা (মন্থ) শুষ্ক স্থাণুতে সিঞ্চন করেন, [তবে তাহাতেও] শাখা জাত হয় এবং পত্র উদ্‌গত হয়।" ৬।৩।১২

চারিটি [বস্তু] উদুম্বর (ডুমুর) কাষ্ঠে [নির্মিত] হয়—উদুম্বরের স্রুব (চামচ), উদুম্বরের চমস (পাত্র বিশেষ), উদুম্বরের ইন্ধন, ও উদুম্বরের উপমন্থনীদ্বয় (মন্থ ঘুটিবার কাষ্ঠ)। গ্রাম্য শস্য দশটি হয়—ব্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য), যব, তিল, মাষ, অণু, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসূর, খল্ব, এবং খলকুল[১৩]। এই সমুদয়কে[১৪] পেষণ করিয়া দধি, ঘৃত ও মধু সিক্ত করিবে এবং আজ্যরূপে হোম করিবে। ৬।৩।১৩

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণ।

(১৩) অণু—Panicum miliaceum—ম. উলি; millet—রা; মহেশচন্দ্র বলেন চিনা ধান্য। প্রিয়ঙ্গু—কঙ্গু—শ, কাওন বা কাউন; panic seed—রা। খল্ব =pulses—ডাল, নিষ্পাব, বল্ল—শ। খলকুল—কুলত্থ—শ ও ম. উলি।

(১৪) শংকর বলেন ইহা ব্যতীত সর্বৌষধি ও ফল সমূহ যথাশক্তি গ্রহণ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

(সন্তানোৎপাদনের শাস্ত্রীয় বিধি)

পৃথিবী এই ভূতসমূহের রস (সার)[১]। জল পৃথিবীর [রস], ওষধি সমূহ জলের [রস], পুষ্প সমূহ ওষধিসমূহের [রস], ফলসমূহ পুষ্প সমূহের [রস], পুরুষ ফল সমূহের [রস]। রেতঃ (শুক্র) পুরুষের রস। ৬।৪।১

প্রজাপতি ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন—"আমি ইহার (শুক্রের) জন্য প্রতিষ্ঠা (আধার) সৃষ্টি করি।" তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার 'অধঃ-উপাসনা' করিলেন; সেইজন্য স্ত্রা-অধঃ-উপাসনা করিবে। তিনি (প্রজাপতি) নিজেরই প্রকৃষ্ট-গতি-যুক্ত গ্রাবাণ[২] উৎপূরণ করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা তিনি ইহার (স্ত্রীর) সহিত অভিসংসর্গ করিয়াছিলেন। ৬।৪।২

তাঁহার (স্ত্রীর) উপস্থ [যজ্ঞীয়] বেদি, লোমসমূহ কুশ, চর্ম (সোম কণ্ডনের চর্ম), মুষ্কদ্বয় [সোম পেষণের পাষাণ] ফলকদ্বয়, এবং অভ্যন্তর ভাগ প্রদীপ্ত অগ্নি [এইরূপ দৃষ্টি করিবে]। বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা যজমানের (যজ্ঞকারীর) যে লোক [-প্রাপ্তি] হয়, ইহার (এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির)ও সেই লোক [-প্রাপ্তি] হয়। যিনি এইরূপ জানিয়া 'অধোপহাস'[৩] আচরণ করেন, তিনি স্ত্রীগণের সুকৃত প্রাপ্ত হন, আর যিনি ইহা না জানিয়া 'অধোপহাস' করেন ইহার সুকৃত (পুণ্য) স্ত্রীগণ গ্রহণ করেন। ৬।৪।৩

ইহাই (অধোপহাসকে বাজপেয় যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান) জানিয়াই উদ্দালক আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহাই জানিয়া মৌদ্গল্য নাক বলিয়াছিলেন,

(১) রস=সার—শ ; essence—রা।

(২) গ্রাবাণ=সোম নিষ্পেষণের জন্য উপলস্থানীয় প্রজনেন্দ্রিয়।

ইহাই জানিয়া কুমার হারিত বলিয়াছিলেন "এমন বহু ব্রাহ্মণায়ন[4] মানুষ আছেন যাঁহারা ইহা (উল্লিখিত তত্ত্ব) না জানিয়া অধোপহাস আচরণ করেন, তাঁহারা নিরিন্দ্রিয় ও সুকৃতি-হীন হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন"। [যিনি ইহা জানেন] যদি তাঁহার জাগ্রত বা সুপ্ত অবস্থায় বহু বা অল্প রেতঃ-স্খলন হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা স্পর্শ করিবেন অথবা এই মন্ত্র জপ করিবেন—

(গ্রহণ মন্ত্র) :

অদ্য আমার যে রেতঃ পৃথিবীতে স্খলিত হইল, অথবা যে রেতঃ ওষধি বা জলে নির্গত হইয়াছে, ইহা—সেই রেতঃ আমি গ্রহণ করিতেছি।

(অতঃপর মার্জন মন্ত্র)

ইন্দ্রিয়[5] (নির্গত রেতঃ) আমাতে প্রত্যাগমন করুক।
তেজ[5] (ত্বক্-গত কান্তি) পুনরায় [আমাতে প্রত্যাবর্তন করুক]
ভগ[5] (সৌভাগ্য বা জ্ঞান) পুনরায় [আমাতে প্রত্যাবর্তন করুক]।
অগ্নিতে স্থিত দেবগণ [রেতঃকে] পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করুন।
[ইহা বলিয়া] অনামিকা এবং ও অঙ্গুষ্ঠ (অঙ্গুলি) দ্বারা [সেই রেতঃ] গ্রহণ করিয়া স্তনদ্বয়ের বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মার্জন করিবে[6] । ৬।৪।৪-৫

আর, যদি কেহ [রেতঃ-সেক কালে] উদকে (জলে) নিজকে [নিজের ছায়া] দর্শন করেন তবে এই মন্ত্র জপ করিবেন—"[দেব-

(৩) অধোপহাস—মৈথুন কর্ম—শ।

(৪) ব্রাহ্মণায়ন—মূলে এই শব্দই আছে=নামে মাত্র ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ যাহাদের আশ্রয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতিত্ব যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা—শ।

(৫) ইন্দ্রিয়, তেজ ও ভগের যে অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহা আনন্দগিরির ব্যাখ্যানুযায়ী। শংকর বা রংগরামানুজের কোন ব্যাখ্যা নাই। রাধাকৃষ্ণন ঐ শব্দ সমূহের অনুবাদ করিয়াছেন—vigour, lustre and glow.

(৬) শংকর বলেন জপের মন্ত্রের প্রথমাংশ গ্রহণ-মন্ত্র এবং দ্বিতীয়াংশ মার্জন মন্ত্র। (ছোট অক্ষরে উপরে ইহা লিখিত হইয়াছে)। তিনি বলেন গ্রহণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গ্রহণ করিবে এবং মার্জন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মার্জন করিবে।

গণ] আমাতে তেজ, ইন্দ্রিয় [শক্তি], যশঃ দ্রবিণ (ধন), সুকৃতি [দান করুন]।" ৬।৪।৬

[সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি যে স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিবেন সেই স্ত্রীর প্রশংসা বলা হইতেছে—আ ও গ]।

যিনি [ঋতুকালীন] মলিনবাস-পরিত্যক্তা, ইনি (পত্নী), স্ত্রীগণের মধ্যে 'শ্রী'। সেইজন্য সেই মলিন বাস-পরিত্যক্তা যশস্বিনী (স্ত্রী)র নিকটে গমন করিয়া তাঁহার আহ্বান করিবেন।

যদি তিনি (স্ত্রী) তাঁহাকে (স্বামীকে) কামনা দান না করেন, তবে [স্বামী] তাহাকে [উপহার ও প্রেমনিবেদন দ্বারা] বশীভূত[৭] করিবেন। তাহাতেও যদি স্ত্রী তাহার কামনা দান না করেন, তবে ইহাকে যষ্টি দ্বারা বা হস্ত দ্বারা প্রহার করিয়া—"আমার ইন্দ্রিয়রূপ যশ দ্বারা তোমার যশ গ্রহণ করিতেছি।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে বশীকৃত করিবেন। [ইহার ফলে স্ত্রী] যশোহীনা হন[৮]। ৬।৪।৭

যদি তিনি (স্ত্রী) তাঁহাকে [তাঁহার কামনা] দান করেন, তবে [স্বামী বলিবেন] "আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশ দ্বারা তোমাতে যশ আধান করি।" [ইহার ফলে] উভয়েই যশস্বী হন। ৬।৪।৮

তিনি (পুরুষ) যাঁহাকে (যে ভার্যাকে) ইচ্ছা করেন "এই স্ত্রী আমাকে কামনা করুক", তিনি (পুরুষ) তাঁহাতে (স্ত্রীতে) 'অর্থ' সন্নিবিষ্ট করিয়া, মুখের সহিত মুখ মিলিত করিয়া, ইহার (স্ত্রীর) উপস্থ অভিমর্ষণ করিয়া [এই মন্ত্র] জপ করিবেন—

"[হে রেতঃ[৯]] তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে সম্ভূত হও,
হৃদয় হইতে অধিজাত হও,

(৭) মূলে আছে 'অবক্রীণীয়াৎ'—আভরণাদি দ্বারা বশীভূত করিবে আভরণাদি দ্বারা কামনা জ্ঞাপন করিবে—শ ; প্রেম নিবেদন করিবে—আ।

(৮) স্বামীর অভিশাপে স্ত্রী-বন্ধ্যা ও যশোহীনা হয়—শ।

(৯) এই সম্বোধন আনন্দগিরির মতে।

তুমি [আমার] সর্ব অঙ্গের রস,
তুমি এই ইঁহাকে (স্ত্রীকে) বিষবাণবিদ্ধা [মৃগীর] ন্যায়,
আমাতে আনন্দে মত্ত কর।" ৬।৪।৯

যদি [স্বামী] ইচ্ছা করেন "স্ত্রী যেন গর্ভধারণ না করেন," তবে তাঁহাতে (স্ত্রীতে) 'অর্থ' সন্নিবিষ্ট করিয়া, মুখের সহিত মুখ মিলিত করিয়া [প্রথমে] অভিপ্রাণন[১০] করিয়া [এই মন্ত্র বলিয়া[১১]] অপান[১০] ক্রিয়া করিবে "ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং রেতঃ দ্বারা তোমা হইতে রেতঃ গ্রহণ করিতেছি।" এইরূপ করিলে স্ত্রী অরেতা হন (গর্ভিণী হন না)। ৬।৪।১০

আর যদি [পুরুষ] ইচ্ছা করেন "[স্ত্রী গর্ভ] ধারণ করুন", তবে তাঁহাতে [স্ত্রীতে] 'অর্থ' সন্নিবিষ্ট করিয়া মুখের সহিত মুখ মিলিত করিয়া প্রথমে অপান-ক্রিয়া করিয়া [এই মন্ত্রের সহিত] অভিপ্রাণন ক্রিয়া করিবে— "[আমার] ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং রেতঃ দ্বারা আমি রেতঃ তোমাতে রক্ষা করিতেছি।" ৬।৪।১১

আর, যাঁহার জায়ার 'জার' (উপপতি) আছে এবং যদি [পুরুষ] তাহাকে দ্বেষ করেন, (তাহা হইলে) কাঁচা মৃত্তিকার পাত্রে অগ্নি-স্থাপন করিয়া [প্রচলিত রীতি অনুযায়ী] শর ও কুশ বিস্তৃত করিয়া, কুশাগ্রভাগ সকলকে ঘৃত সিক্ত করিয়া তাঁহাতে (অগ্নিতে) বিপরীতক্রমে [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আহুতি দিবেন—

(১০) অভিপ্রাণন এবং আপান-ক্রিয়া সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এবং রাধাকৃষ্ণন inhale & exhale বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। রংগরামানুজও শ্বাস গ্রহণ করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করিবে এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দগিরি এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত দুর্গাচরণ প্রাণন অর্থ বায়ু বাহিষ্কৃত করা, এবং অপান-ক্রিয়া বায়ু গ্রহণ অর্থ করিয়াছেন।

(১১) শংকর মতে এই মন্ত্র বলিয়া অপান ক্রিয়া করিবে। রাধাকৃষ্ণন ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ first inhale and then exhale & say এইরূপে অনুবাদ করেন।

"অমুক (জারের নাম উচ্চারণ করিবে) আমার প্রজ্বলিত অগ্নিতে[১২] তুমি আহুতি দিয়াছ। তোমার প্রাণ ও অপানকে আমি গ্রহণ করিতেছি।" "অমুক (জারের নাম উচ্চারণ করিবে) তুমি আমার প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার পুত্র ও পশু সমূহ আমি গ্রহণ করিতেছি।" "অমুক (জারের নাম উচ্চারণ করিবে) তুমি আমার প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার ইষ্ট ও সুকৃতি[১৩] আমি গ্রহণ করিতেছি।" "অমুক (জারের নাম উচ্চারণ করিবে), তুমি আমার প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, আমি তোমার আশাও পরকাশ[১৪] গ্রহণ করিতেছি।" এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাহাকে অভিশাপ দেন, সে নিরিন্দ্রিয় সুকৃতি-বিহীন হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে। সুতরাং এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন শ্রোত্রিয়ের দারার সহিত উপহাসের ইচ্ছাও করিবে না, যেহেতু এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন শত্রু হইতে পারে। ৬।৪।১২

কাহারও জায়ার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, তিনি (জায়া) তিনদিন কাংস [পাত্র] দ্বারা[১৫] [জল] পান করিবে। কোন বৃষল বা বৃষলী তাহাকে স্পর্শ করিবে না, ত্রিরাত্র শেষ হইলে স্নান করিয়া অচ্ছিন্ন বস্ত্র

(১২) যোষা রূপ অগ্নি—আ।

(১৩) ইষ্ট ও সুকৃতি—শ্রৌত কর্ম ও স্মার্ত কর্ম—আ; sacrifice & meritorious deed—রা।

(১৪) আশা—প্রার্থনা; যাহা বাক্য দ্বারা জ্ঞাত, কিন্তু কর্ম দ্বারা অনুৎপাদিত তাহার প্রতীক্ষা হইতেছে পরকাশ—আ। Hope & expectation—রা।

(১৫) মূলে আছে 'কংসেন পিবেৎ অহতবাসাঃ, নৈনাং বৃষলৃপহন্যাৎ, ত্রিরাত্রান্ত আপ্লুত্য'। উপরে শংকর ও রংগরামানুজ অনুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা অহতবাসা শব্দটি মধ্যবর্তী শব্দগুলি উল্লঙ্ঘন করিয়া আপ্লুত্য শব্দের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। মহেশচন্দ্র অহতবাসা শব্দটি যথা রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন "অচ্ছিন্ন বাস পরিধান করিয়া কাংস পাত্রে জল পান করিবে।" পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ও রাধাকৃষ্ণন কংসেন শব্দটি দুই ভাগ করিয়া কংসে ন পাঠ গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন—কাংস পাত্রে জল পান করিবে না এবং নূতন বাস পরিধান করিবে না। এই অনুবাদ আমাদের দেশে পূর্বপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী।

পরিধান করিবে[১৫], [তাঁহার স্বামী তাঁহার দ্বারা] ব্রীহি অবঘাত (তণ্ডুল-নিষ্কাশন) করাইবেন[১৬]। ৬।৪।১৩

যিনি ইচ্ছা করেন "আমার শুক্ল (গৌর) বর্ণ পুত্র জাত হউক, এবং সে বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", [তিনি ও তাঁহার জায়া] 'ক্ষীরৌদন' (পায়সান্ন) পাক করাইয়া, ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবেন। [তখন তাঁহারা এই প্রকার সন্তান] উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন। ৬।৪।১৪

যিনি ইচ্ছা করেন "আমার কপিল বা পিঙ্গল [-বর্ণ] পুত্র জাত হউক, এবং সে দুইবেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", [তিনি ও তাঁহার জায়া] 'দধ্যোদন' (দধি সহিত অন্ন) পাক করাইয়া, ['ঘৃত'] মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবেন। [তখন তাঁহারা এই প্রকার সন্তান] উৎপাদনে সমর্থ হন। ৬।৪।১৫

আর যিনি ইচ্ছা করেন "আমার শ্যামবর্ণ ও লোহিতাক্ষ পুত্র জাত হউক, এবং সে তিনবেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", [তিনি ও তাঁহার পত্নী] 'জলৌদন' (-জলে অন্ন)পাক করাইয়া ঘৃতসংযোগে ভোজন করিবেন। [তখন তাঁহারা ঐরূপ সন্তান] উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন। ৬।৪।১৬

আর যিনি ইচ্ছা করেন "আমার পণ্ডিতা[১৭] দুহিতা জাত হউক এবং সে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক" [তিনি ও তাহার পত্নী] তিলৌদন (তিলমিশ্রিত

(১৬) স্থালীপাক (যাহার কথা পরে বলা হইবে) ক্রিয়ার জন্য তণ্ডুল প্রস্তুত করাইবেন—রা।

(১৭) শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই বলেন পণ্ডিতা অর্থ লৌকিক বা গার্হস্থ্য বিষয়ে পণ্ডিতা কারণ বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। রাধাকৃষ্ণন বলেন উপনিষদ্ স্ত্রীলোকদের বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিকার দিয়াছেন মনে হয়, শংকর এবং শংকরপন্থীরা বলেন পাণ্ডিত্য সাংসারিক ব্যাপারে আবদ্ধ; ইঁহাদের মত প্রাচীন (বৈদিক) যুগের আচার ও বিশ্বাস অনুযায়ী নয়—রা। এই উপনিষদেই আমরা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কথা পাই।

অন্ন) পাক করাইয়া ঘৃত সংযোগে ভোজন করিবেন। (তখন তাঁহারা এই প্রকার কন্যা] উৎপাদনে সমর্থ হইবেন। ৬।৪।১৭

আর যিনি ইচ্ছা করেন "আমার পণ্ডিত, বিখ্যাত, সমিতি-গামী[১৮] শ্রুতি-মধুর-বাক্য-ভাষী পুত্র জাত হউক, সে সর্ববেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", [তিনি ও তাঁহার পত্নী] তরুণ বৃষমাংস বা বয়স্কবৃষ[১৯]-মাংস সহিত 'মাংসৌদন' (মাংসের সহিত অন্ন) পাক করাইয়া ঘৃত-সংযোগে ভোজন করিবেন [তখন তাঁহারা এই প্রকার পুত্র] উৎপাদনে সমর্থ হইবেন। ৬।৪।১৮

অনন্তর প্রাতঃকালের অভিমুখেই 'স্থালী-পাকের'[২০] নিয়মানুসারে (স্থালী-পাক প্রস্তুত করিয়া তাহার নিয়মানুসারে) আজ্য সংস্কার করিয়া সেই স্থালীপাকের অল্প অল্প অংশ গ্রহণ করিয়া [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আহুতি প্রদান করেন "অগ্নিকে স্বাহা, অনুমতি[২১]কে স্বাহা, সত্যপ্রসবিতা সবিতৃদেবকে স্বাহা।" আহুতি প্রদান করিয়া [স্থালী পাকের অবশিষ্টাংশ] নিজে গ্রহণ করিয়া আহার করিবেন; আহার করিয়া [অবশিষ্ট] ইঁহাকে (স্ত্রীকে) প্রদান করিবেন। অনন্তর পাণিদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া, [জলদ্বারা] জলপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহা (জল) দ্বারা

(১৮) মূলে আছে—সমিতিঙ্গম—সমিতিতে যিনি গমন করেন; বাগ্মী—শা। frequenter of assemblies—রা।

(১৯) মূলে আছে ঔক্ষেণ বা আর্ষভেণ বা—উক্ষ=রেতসেক সমর্থ বৃষ তাহার মাংস ঔক্ষ। তাহা হইতে অধিক বয়স্ক বৃষ হইতে ঋষভ, তাহার মাংস আর্ষভ—শ।

(২০) স্থালীপাক—বাচনিক অর্থ একপাত্র—রা। ইহা তণ্ডুল বা যব দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং আহুতির জন্য ব্যবহৃত হয়—হি। শংকর বলেন "৬।৪।১৩ মন্ত্রে যে ব্রীহি অবঘাতের কথা বলা হইয়াছে সেই তণ্ডুল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চরু (=পায়সান্ন) পাক করিয়া ঘৃত দ্বারা সংস্কৃত করিয়া স্থালী-পাক আহুতি প্রস্তুত হয়। তাহা অল্প অল্প করিয়া আহুতি দিতে হয়। ইহার বিবরণ গৃহ্যসূত্রে আছে।

(২১) অনুমতি—স্ত্রীরূপিণী ঐশ্বরিক কৃপা অর্থে ঋ. বে. ১০।৫৯।৬ ও ১০।১৬৭।৩ বা. সং. ৩৪।৮।৯; অ. বে. ১।১৮।২ ও ৫।৭।৪ শ. ব্রা. ৫।২।৩।২ ব্যবহৃত হইয়াছে। গর্ভের জন্য অ. বে. ৬।১৩১।২ ও ৭।২০ (২১)।২ এ প্রার্থনা করা হইয়াছে—হি।

ইঁহাকে (স্ত্রীকে) [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] তিনবার জলের প্রক্ষেপ দিবেন (ছিটাইয়া দেন, এবং বলিবেন) "হে বিশ্বাবসু[২২], এখান (আমার ভার্য্যা) হইতে উত্থিত হও, অন্য কোন তরুণীকে—পতির সহিত জায়াকে—কামনা কর।" ৬।৪।১৯

অতঃপর তিনি ইঁহাকে (স্ত্রীকে) [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আলিঙ্গন করিবেন—

"আমি 'অম' তুমি 'সা'[২৩]। তুমি 'সা' আমি 'অম'। আমি সাম, তুমি ঋক্[২৪], আমি দ্যৌ, তুমি পৃথিবী[২৫]।"

"এস আমরা উভয়ে উদ্যম করি। পুত্র সন্তান লাভের জন্য [উভয়ের] রেতঃ একত্র আধান (মিশ্রিত) করি।" ৬।৪।২০

অতঃপর "হে দ্যৌ ও পৃথিবী, আপনারা বিশ্লিষ্ট হউন" [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] তিনি স্ত্রীর উরুদ্বয় বিযুক্ত করেন, তাঁহাতে 'অর্থ' সন্নিবিষ্ট করিয়া মুখের সহিত মুখ মিলিত করিয়া, তিনবার অনুলোম ক্রমে মার্জন করেন [এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন] —

"বিষ্ণু তোমার যোনি [গর্ভ-গ্রহণ] যোগ্য করুন।

ত্বষ্টা (সবিতা) রূপসমূহ গঠন (অথবা বিভাগ দ্বারা দর্শনযোগ্য-আ) করুন।

প্রজাপতি [আমার আত্মায় স্থিত হইয়া] তোমাতে [রেতঃ] সিঞ্চন করুন।

ধাতা [তোমার আত্মায় স্থিত হইয়া] গর্ভ ধারণ (এবং পোষণ-আ) করুন।[২৬]

"হে সিনীবালি[২৭] তুমি [স্ত্রীর আত্মাতে স্থিত হইয়া] গর্ভ ধারণ[২৮] কর।

(২২) বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব—আ। ঋগ্বেদ ১০।১৩৯ সূক্তের দ্রষ্টা—ম. উলি। প্রেমের দেবতা ঋ. বে. ১০।২৫।২২ দ্রষ্টব্য—রা।

(২৩) আমি অম=প্রাণ, সা=বাক্, বাক্ প্রাণাধীন—আ।

(২৪) ঋক্ আধারেই সাম গীত হয়—আ।

(২৫) আমি দ্যৌরূপী পিতা তুমি পৃথিবীরূপী মাতা—আ।

(২৬) এই মন্ত্র ঋ. বে. ১০।১৮৪।১ এবং অ. বে. ৫।২৫।৫ হইতে গৃহীত।

(২৭) সিনীবালি—দর্শনার্হ দেবতা যিনি স্ত্রীর আত্মাতে আছেন—আ; অম-দবা—হু; deity delightful to see—রা।

(২৮) মূলে আছে 'ধেহি'—ধারণ কর—আ; put—রা।

হে পৃথুষ্টুকে[২৯], তুমি [স্ত্রীর আত্মাতে স্থিত হইয়া] গর্ভ ধারণ[২৮] কর।
হে পদ্মমালাধারী অশ্বিনদেবদ্বয়[৩০], তোমরা গর্ভ ধারণ কর[৩১]। ৬।৪।২১

[অশ্বিনদ্বয়ের] দুইটি হিরণ্ময় অরণী (আছে) যাহা দ্বারা অশ্বিনদ্বয় মন্থন করেন[৩২]। দশম মাসে পুত্রের (=পুত্র প্রসবের) জন্য,
তোমার সেই গর্ভকে [তাহাতে] আহুতি প্রদান করিতেছি[৩৩]।
যেমন পৃথিবী অগ্নিগর্ভা, যেমন ইন্দ্র[৩৪] দ্বারা দ্যৌ গর্ভিণী,
যেমন বায়ু দিক্ সমূহে গর্ভ [স্থাপন করেন].
সেইরূপ অমুক [নামীয়া] তোমাতে গর্ভ স্থাপন করি। ৬।৪।২২

[সুখ প্রসবের জন্য] আসন্নপ্রসবা [স্ত্রী]কে [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] জল প্রক্ষেপ করেন—

যেমন বায়ু 'পুষ্করিণী'[৩৫]কে সর্বতোভাবে কম্পিত (চালিত--আ) করেন এইরূপ তোমার গর্ভ সচল হউক এবং জরায়ু সহ নির্গত হউক
ইন্দ্রের[৩৬] এই অর্গল ও আবরণ যুক্ত 'ব্রজ' (=পথ) কৃত আছে।
হে ইন্দ্র, তাহা (পথ) দ্বারা তুমি গর্ভ ও অমরাদি[৩৭] সহ নির্গত হও। ৬।৪।২৩

(২৯) পৃথুষ্টুকা—বৈদিক দেবতা।

(৩০) অশ্বিনদ্বয়—আনন্দগিরি বলেন অর্থ সূর্য চন্দ্র।

(৩১) এই মন্ত্রটি—ঋ. বে. ১০।৮।২, এবং অ. বে. ৫।২৫।৩ হইতে গৃহীত।

(৩২) আনন্দগিরি বলেন গর্ভ মন্থন করেন, রাধাকৃষ্ণন বলেন অগ্নি মন্থন করেন।

(৩৩) ঋ. বে. ১০।১৮।৪৩, হইতে-গৃহীত।

(৩৪) আনন্দগিরি বলেন ইন্দ্র অর্থ সূর্য।

(৩৫) পুষ্করিণী—পদ্মিনী—দু; lotus pond—রা।

(৩৬) ইন্দ্র—আনন্দগিরি বলেন অর্থ প্রাণ।

(৩৭) মূলে আছে 'সাবরাং'—গর্ভ-নিঃসরণের পরে যে মাংসপেশী নির্গত হয়—আ। মনিয়ার উলিয়াম্‌স সাবরা অর্থ দিয়াছেন 'together with after birth' অর্থাৎ অমরা (=placenta) প্রভৃতি সহ; সুতরাং অর্থ অমরাদি সহ।

[পুত্র] জাত হইলে [পিতা] অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া [পুত্রকে] অঙ্কে ধারণ করিয়া, কাংসপাত্রে দধি মিশ্রিত ঘৃত রাখিয়া [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] সেই দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে অল্প অল্প করিয়া আহুতি দিবেন—

"এই নিজগৃহে পুত্র [রূপে] বর্ধিত হইয়া, আমি যেন সহস্র [মানুষ]কে পোষণ করিতে পারি। ইহার বংশে [শ্রী] যেন প্রজা ও পশু সহ বিচ্ছিন্ন না হন, স্বাহা !

[হে পুত্র,] আমাতে যে প্রাণ আছে, তাহা মন দ্বারা আমি তোমাতে আহুতি দিতেছি (সমর্পণ করিতেছি), স্বাহা।

ইহলোকে আমি যাহা অতিরিক্ত করিয়াছি যাহা 'ন্যূন' করিয়াছি, সর্বজ্ঞ, 'সু-ইষ্ট'-কারী[৩৮] অগ্নি আমাদের জন্য সেই সকল 'সু-ইষ্ট' এবং সু-হুত[৩৯] করুন স্বাহা ! ৬।৪।২৪

অতঃপর [পিতা] ইহার (পুত্রের) দক্ষিণ কর্ণ নিজের মুখ-সংলগ্ন করিয়া তিনবার 'বাক্, বাক্' [জপ করিবেন][৪০]। অতঃপর দধি-মধু-ঘৃত মিশ্রিত করিয়া [মুখে] অপ্রবিষ্ট সুবর্ণ (চামচ) দ্বারা [এই উচ্চারণ করিয়া] আহার করাইবেন— ৬।৪।২৫

"তোমাতে আমি ভূঃ [-লোক] স্থাপন করিতেছি।
তোমাতে ভুবঃ [-লোক] স্থাপন করিতেছি।
তোমাতে স্বঃ [-লোক] স্থাপন করিতেছি।

তোমাতে ভূঃ; ভুবঃ, স্বঃ [-লোক] সমস্তই স্থাপন করিতেছি। ৬।৪।২৫

অতঃপর ইহার [পুত্রের] নামকরণ করেন "তুমি বেদ।" তাহাই ইহার সেই গুহ্য নাম। ৬।৪।২৬

(৩৮) মূলে আছে স্বিষ্টকৃৎ=সু-ইষ্টকারী=উত্তম ইষ্ট সম্পাদনকারী। ইষ্ট=যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম—beneficent—রা।

(৩৯) সু-ইষ্ট ও সুহুত—মূলে এই শব্দই আছে—make it fit & good for us—রা।

(৪০) তিন বেদের বিদ্যা পুত্রে প্রবেশ করুক এইজন্য তিনবার বাক্ শব্দ জপ করা হয়—আ।

অতঃপর ইহাকে (পুত্রকে) মাতার নিকট প্রদান করিয়া [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] স্তন-পান করান—

"হে সরস্বতি, তোমার স্তন, যাহা নিত্য [দুগ্ধ] স্রাবী, যাহা আনন্দ-প্রদ, যাহা রত্ন-ধারয়িতা ও ধনশালী, যাহা মঙ্গলদাতা, যাহা দ্বারা তুমি সমস্ত বরণীয় (দেবমানব)গণকে পোষণ কর, তাহা (তোমার সেই স্তন) এখানে (আমার স্ত্রীর স্তনে) [পুত্রের] পানের জন্য প্রবেশ করাও।" ৬।৪।২৭

অনন্তর মাতাকে সম্বোধন করিয়া [পিতা] বলেন—

"তুমি ইলা মৈত্রাবরুণী[৪১], বীরা,
[তুমি] বীর (পুত্র) প্রসব করিয়াছ,
তুমি আমাদিগকে (আমাকে) বীরবান্[৪২] করিয়াছ,
তুমি বীরবতী[৪২] হও।"

যিনি এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হন, তাঁহার (ব্রাহ্মণের পুত্রের) সম্বন্ধে [লোকে] বলে "অহো, তুমি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ, তুমি পিতামহকে অতিক্রম করিয়াছ। অহো, শ্রী, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছ।" ৬।৪।২৮

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ

(৪১) ইলা—লোকস্তুতা, adorable—মা। মৈত্রাবরুণী=মিত্রও বরুণ হইতে সম্ভূতা বশিষ্ঠের পত্নী, অরুন্ধতী—আ।

(৪২) বীরবান্ ও বীরবতী=বহুপুত্রবান্ বহুপুত্রবতী—আ; বীরপুত্রবান্ ও বীরপুত্রবতী—রা।

ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—পঞ্চম ব্রাহ্মণ

আচার্য-শিষ্য-পরম্পরা

অতঃপর বংশ (আচার্য-শিষ্য পারম্পরা সম্বন্ধে বলা হইতেছে)[১]—(১) পৌতমাসীর পুত্র কাত্যায়নীর পুত্র হইতে, (২) কাত্যায়নীর পুত্র গৌতমী-পুত্র হইতে, (৩) গৌতমী-পুত্র ভারদ্বাজী পুত্র হইতে, (৪) ভারদ্বাজী-পুত্র পারাশরী পুত্র হইতে (৫) পারাশরী পুত্র উপস্বস্তী পুত্র হইতে, (৬) উপস্বস্তী-পুত্র [অন্য] পারাশরীপুত্র হইতে, (৭) পারশরীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে, (৮) কাত্যায়নী-পুত্র কৌশিকী-পুত্র হইতে, (৯) কৌশিকী-পুত্র আলম্বী-পুত্র ও বৈয়াঘ্রপদী পুত্র হইতে, (১০) বৈয়াঘ্রপদী-পুত্র কাণ্বী পুত্র ও কাপী-পুত্র হইতে, (১১) কাপীপুত্র ৬।৫।১

আত্রেয়ীপুত্র হইতে, (১২) আত্রেয়ী-পুত্র গৌতমীপুত্র হইতে, (১৩) গৌতমী পুত্র ভারদ্বাজী-পুত্র হইতে, (১৪) ভারদ্বাজী-পুত্র পারাশরী পুত্র হইতে, (১৫) পারাশরী-পুত্র বাৎসী-পুত্র হইতে, (১৬) বাৎসী-পুত্র [অন্য] পারাশরী-পুত্র হইতে, (১৭) পারাশরী-পুত্র বার্কারুণী-পুত্র হইতে, (১৮) বার্কারুণীপুত্র [অন্য] বার্কারুণী-পুত্র হইতে, (১৯) বার্কারুণী-পুত্র আর্তভাগী-পুত্র হইতে, (২০) আর্তভাগী-পুত্র শৌংগী পুত্র হইতে, (২১) শৌংগী-পুত্র সাংকৃতী-পুত্র হইতে, (২২) সাংকৃতী-পুত্র আলম্বায়নী-পুত্র হইতে, (২৩) আলম্বায়নী-পুত্র আলম্বীপুত্র হইতে, (২৪) আলম্বী-পুত্র জায়ন্তী-পুত্র হইতে, (২৫) জায়ন্তী-পুত্র মাণ্ডূকায়নী-পুত্র হইতে, (২৬) মাণ্ডূকায়নী-পুত্র মাণ্ডূকী-পুত্র হইতে, (২৭) মাণ্ডূকী-পুত্র শাণ্ডিলী-পুত্র হইতে, (২৮) শাণ্ডিলী পুত্র রাথীতরী পুত্র হইতে, (২৯) রাথীতরীপুত্র ভালুকীপুত্র হইতে, (৩০) ভালুকী-পুত্র ক্রৌঞ্চিকীপুত্র হইতে, (৩১) ক্রৌঞ্চকীপুত্র বৈদভৃতীপুত্র হইতে, (৩২)

(১) স্ত্রীর (মাতার) প্রাধান্য বা উৎকর্ষবশতঃ গুণবান্ পুত্র হয়। সেইজন্য এখানে [স্ত্রী]র (মাতার) বিশেষণ অনুযায়ী পুত্রের বিশেষণ করিয়া আচার্যপরম্পরা কীর্তিত [হ]ইয়াছে—শ।

বৈদভৃতী-পুত্র হইতে কার্শকেয়ী পুত্র হইতে, (৩৩) কার্শকেয়ী-পুত্র প্রাচীনযোগীপুত্র হইতে, (৩৪) প্রাচীনযোগীপুত্র সাংজীবী-পুত্র হইতে (৩৫) সাংজীবী-পুত্র আসুরিবাসী প্রাশ্নী-পুত্র হইতে, (৩৬) প্রাশ্নী-পুত্র আসুরায়ণ হইতে, (৩৭) আসুরায়ণ আসুরি হইতে, (৩৮) আসুরি ৬।৫।৩ যাজ্ঞবল্ক্য হইতে, (৩৯) যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক হইতে (৪০) উদ্দালক অরুণ হইতে, (৪১) অরুণ উপবেশি হইতে, (৪২) উপবেশি কুশ্রি হইতে, (৪৩) কুশ্রি বাজশ্রবা হইতে, (৪৪) বাজশ্রবা জিহ্বাবান্ বধ্যোগ হইতে, (৪৫) জিহ্বাবান্ বধ্যোগ অসিতবার্ষগণ হইতে, (৪৬) অসিত বার্ষগণ হরিত কাশ্যপ হইতে, (৪৭) হরিত কশ্যপ শিল্পকশ্যপ হইতে, (৪৮) শিল্পকশ্যপ নিধ্রুব পুত্র কশ্যপ হইতে, (৪৯) নিধ্রুবপুত্র কশ্যপ বাক্ হইতে, (৫০) বাক্ অম্ভিনী হইতে, (৫১) অম্ভিনী আদিত্য হইতে (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন)।

বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই শুক্ল যজুঃ সমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৬।৫।৪

সাংজীবী-পুত্র পর্যন্ত [আচার্য বংশক্রম] সমান[২]। (১) সংজীবী-পুত্র মাণ্ডুকায়নি হইতে, (২) মাণ্ডুকায়নি মাণ্ডব্য হইতে, (৩) মাণ্ডব্য কৌৎস হইতে, (৪) কৌৎস মাহিত্থি হইতে, (৫) মাহিত্থি বামকক্ষায়ণ হইতে, (৬) বামকক্ষায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে, (৭) শাণ্ডিল্য বাৎস্য হইতে, (৮) বাৎস্য কুশ্রি হইতে, (৯) কুশ্রি যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন হইতে, (১০) যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন তুরকাবষেয় হইতে, (১১

(২) এখানে দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও আদিতে আবার এক হইয়াছে কা আদিত্য ও প্রজাপতি একই—মা।

শংকর বলেন ব্রহ্ম অর্থ বেদ। এই ব্রহ্মাখ্য বেদ প্রজাপতির উপাদশ; উপদে পরম্পরাক্রমে আমাদের নিকট আসিয়া বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

তুরকাবষেয় প্রজাপতি হইতে, (১২) প্রজাপতি ব্রহ্ম[৩] হইতে [এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন]। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ[৪], ব্রহ্মকে নমস্কার[৫]। ৬।৫।৪

ইহা বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায় (পঞ্চম ব্রাহ্মণ)।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ সমাপ্ত।

(৩) প্রজাপতি বেদের সহিত সম্বন্ধবশতঃ এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন—মা ও গ।

(৪) ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ=বেদ অনাদি অনন্ত—শ।

(৫) ব্রহ্মকে নমস্কার—বেদকে নমস্কার—মা।

ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা সমাপ্ত

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শান্তিপাঠ

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ ইইতে পূর্ণ উদ্‌গত হন।

পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন।

ওম্, শান্তি শান্তি, শান্তি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

সামবেদীয় ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণের দশটি অধ্যায় আছে, তাহার শেষ আটটি অধ্যায়ই ছান্দোগ্যোপনিষৎ নামে পরিচিত। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বৃহদারণ্যকোপনিষদের পরে রচিত বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। কেহ কেহ এই উপনিষৎকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন। স্বর্গীয় মহামহোপধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ বলেন, "ইহার ভাষা সরল, ভাব গভীর, যেমন আখ্যায়িকাগুলি উত্তমরূপে সাজান, আবার উপদেশ-গুলিও মধুর। সাধারণ লোকের করণীয় কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানীদের উপযোগী ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যন্ত এই উপনিষদে অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।"

এই উপনিষদের শংকরের ভাষ্য, রামানুজপন্থী রংগরামানুজের ভাষ্য ও মধ্বের ভাষ্য আছে। এবং আচার্য রাধাকৃষ্ণন তাঁহার Principial Upanisads' গ্রন্থে এই উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সকল হইতেই ব্যাখ্যা এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

শান্তি পাঠ*

ওম্, আমার অঙ্গ সমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্যায়িত হউক। সকলই ঔপনিষৎ (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম; আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ (প্রত্যাখ্যান) না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে নিরাকরণ না করেন। [ব্রহ্মের নিকট] আমার অনিরাকরণ (অপ্রত্যাখ্যান) যেন হয়। আমার নিকট [ব্রহ্মের] অনিরাকরণ হউক। সেই [পরম] আত্মাতে নিরত আমাতে, উপনিষৎসমূহে যে সকল ধর্ম আছে, তাহা [প্রতিভাত] হউক।

ওম্ শান্তি, শান্তি, শান্তি !

প্রথম অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(ওম্ উপাসনা)

উদ্গীথ[১] [ভক্তির অবয়ব] 'ওম্'[২] এই অক্ষরকে উপাসনা করিবে, কারণ 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া উদ্গান[৩] করা হয়। তাঁহার উপব্যাখ্যান এই—

(১) উদ্গীথ—সামবেদ যে সকল ভাগে বিভক্তি হইয়া গীত হয় তাহাদিগকে 'ভক্তি' বলে। উদ্গীথ ভক্তি তাহাদের একটি। উদ্গীথ ভক্তির অবয়ব (=অংশ) এবং প্রথম বলিয়া 'ওম্' কে উদ্গীথ বলা হয়—শ ও র।

(২) ওম্—অব্ (ধাতু রক্ষা করা)+মন্=রক্ষণকারী—ডাঃ রাজেন্দ্র মিত্র। যাহাতে জগৎ ওত (ও প্রোত)—র। মধ্ব একাধিক অর্থ দিয়াছেন—

(ক) সমস্ত বিশ্ব তাঁহাতে ওত, এবং সমস্ত বিশ্বে তিনি ওত (=পরিব্যাপ্ত) বলিয়া তিনি ওম্, (খ) তিনি সমস্ত বিশ্বকে অবন (=রক্ষণ) করেন বলিয়া তিনি ওম্।

* মূলমন্ত্রটির জন্য প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্ট ক (১) দ্রষ্টব্য।

*পৃথিবী এই [স্থাবর-জঙ্গম] সর্বভূতের রস[৪]। জল পৃথিবীর রস[৫]। ওষধিসকল জলের রস[৬]। পুরুষ ওষধি সমূহের রস[৭]। বাক্ পুরুষের রস।[৮] ঋক্ [বেদ] বাকের রস[৯], সাম [বেদ] ঋক্ সমূহের রস[১০], উদ্গীথ (ওম্) সামের (সামবেদের) রস[১১]। ১।১।২

(গ) ওম্ শব্দে তিনটি অক্ষর আছে—অ, উ, ম্। ইহার ব্যাখ্যা দুই ভাবে করিয়াছেন—(i) 'অ' বুঝায় অধিক, অতি অর্থাৎ যিনি অতি-উৎকৃষ্ট বা সর্বোৎকৃষ্ট। 'উ' বুঝায় উচ্চ—যিনি সর্বোচ্চ। ম্ বুঝায় জ্ঞান এবং গুণ। অর্থাৎ অনন্ত গুণ ও অনন্তজ্ঞান-সম্পন্ন। এবং 'ম্' দ্বারা ইহাও বুঝায়—তিনি বেদে প্রকাশিত। সুতরাং অর্থ এই যিনি সর্বোৎকৃষ্ট সর্বোচ্চ, অনন্তগুণ ও অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন এবং যিনি বেদে প্রকাশিত তিনি ওম্। (ii) 'অ' বুঝায় আনন্দ, 'উ' বুঝায় ওজঃ, 'ম্' বুঝায় ভরণ বা আশ্রয়। সুতরাং অর্থ এই যিনি সর্বানন্দ, সর্বশক্তি এবং সর্বাশ্রয় তিনি ওম্।

ওম্ শব্দটি পরমাত্মার নিকটতম অভিধান বা নাম, ওম্ নাম প্রযুক্ত উপাসনায় তিনি প্রসন্ন হন, ওম্ শব্দ এখানে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত—শ। ক, উ ১।২।১৮-১৯; মু. উ. ২।২।৬ এবং ঐ. উ. ১।১।১ দ্রষ্টব্য।

(৩) উদ্গান—উদ্গীথ গান

(৪) রস অর্থ সার, এখানে যেহেতু পৃথিবী ভূতবর্গের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ সেই জন্য ভূতবর্গের রস—শ ও র।

(৫) কারণ পৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত—শ; পৃথিবী জলপ্রকৃতি—র।

(৬) কারণ ওষধি জলেরই পরিণাম—শ ও র।

(৭) কারণ ওষধিজাত অন্নের পরিণামই এই পুরুষদেহ—শ ও র।

(৮) কারণ পুরুষের বৃত্তিসমূহ মধ্যে বাক্ শ্রেষ্ঠ—শ; কারণ বাক্ উপকারক—র।

(৯) কারণ ঋক্ বাক্ দ্বারা উচ্চারিত হয় এবং বাকের সার—শ; ঋক্ সমূহ গভীর অর্থ-যুক্ত—র।

(১০) সাম ঋকের হইতে সারতর—শ; সাম ছন্দবদ্ধ ঋক্ সুতরাং গীতসার বলিয়া রস—র।

(১১) উদ্গীথ অর্থ এখানে ওম্, সামবেদের সার—শ। এখানে উদ্গীথ শব্দদ্বারা উদ্গীথ অবয়ব ওম্‌কে বুঝায়। গীতরূপে শ্রাব্য বলিয়া সার—র।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৫) দ্রষ্টব্য

এই যে উদ্‌গীথ (-অবয়ব) ওম্, ইনি রস সমূহের 'রসতম'[১২] পরম ব্রহ্মস্থান[১৩] এবং অষ্টম[১৪]। ১।১।৩

কোন্ কোন্‌টি ঋক্, কোন্ কোন্‌টি সাম, ইহা বিবেচ্য। ১।১।৪

বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম[১৫], ওম্ এই অক্ষরই উদ্‌গীথ। যাহা বাক্ ও প্রাণ এবং ঋক্ ও সাম ইহাই সেই মিথুন[১৬]। ১।১।৫

এই [বাক্ ও প্রাণ] মিথুন ওম্ এই অক্ষরে সংমিলিত হয়[১৭]। যখনই মিথুন মিলিত হয়, তখন তাহারা পরস্পরের কামনা আপ্যায়িত (পূর্ণ) করে। ১।১।৬

যিনি ইহা(ওম্)কে এইরূপ[১৮] জানিয়া উদ্‌গীথ (ওম্) এই অক্ষরকে জানেন তিনি কাম্য বস্তুর প্রপয়িতা হন। ১।১।৭

(১২) ভাবার্থ—ওম্, ভূত সমূহের উত্তরোত্তর রসসমূহের সর্বোৎকৃষ্ট রস -শ ও র। রসতম—সকল রসের সার—রা।

(১৩) মূলে আছে পরমঃ পরার্ধ্যঃ—পর=ব্রহ্ম, অর্ধ্য=স্থান। ব্রহ্মের ন্যায় উপাস্য বলিয়া ব্রহ্মস্থানার্হ—শ ও র।

(১৪) কারণ পৃথিবী হইতে সামবেদ সপ্তম সুতরাং উদ্‌গীথ ওম্ অষ্টম—শ ও র।

(১৫) বাক্‌ই ঋক্ ও প্রাণই সাম—কারণ বাক্ ও প্রাণ যথাক্রমে ঋক্ ও সামের উৎপত্তির কারণ—শ। ঋক্ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হয়, সুতরাং বাক্‌ই ঋক্, সামগান প্রাণনরূপ-শ্বাসধারণ-সাধ্য বলিয়া সাম প্রাণ—র।

(১৬) এই মিথুন বাক্ ও প্রাণের মিথুন, ঋক্ ও সামের নয়। বাক্ ও প্রাণ, ঋক্ ও সামের কারণ বলিয়া ঋক্ ও সাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১৭) ভাবার্থ—বাক্ ও প্রাণের সম্মিলিত চেষ্টায়ই ঋক্-সামাত্মক ওম্ উচ্চারিত হয়—শ

(১৮) ১।১।৬ মন্ত্রে বলা হইয়াছে বাক্ ও প্রাণের মিথুনের ফল কামনাপূরণ, সুতরাং অর্থ প্রাপ্তিগুণ-বিশিষ্ট। শ্রুতিতে আছে 'তং যথা উপাসতে তদেব ভবতি'—তাঁহাকে উপাসক যে ভাবে উপাসনা করেন উপাসক তাহাই হন—অর্থাৎ তাহাই সিদ্ধ হয়—শ।

ইহা (ওম্) অনুমতি-জ্ঞাপক অক্ষর। যখনই কিছু অনুমোদন করা হয়, তখনই বলা হয় 'ওম্'। এই যে অনুমতি (-জ্ঞাপক ওম্) তাহাই সমৃদ্ধি (-র হেতু)[১৯]। যিনি ইঁহাকে (ওম্) এইরূপ জানিয়া উদ্‌গীথ (ওম্) এই অক্ষরকে উপাসনা করেন, তিনি সমুদয় কামনার সম্যক্ বৃদ্ধি-কারক হন। ১।১।৮

তাহা (ওম্) দ্বারাই এই ত্রয়ী বিদ্যা (বিহিত কর্ম) অনুষ্ঠিত হয়। ওম্ [উচ্চারণ করিয়া অধ্বর্যু] শ্রবণ করান, ওম্ [উচ্চারণ করিয়া হোতা] স্তোত্র পাঠ করেন, ওম্ [উচ্চারণ করিয়া উদ্‌গাতা] উদ্‌গান করেন। এই অক্ষরেরই পূজার জন্য, ইহারই মহিমা এবং রস দ্বারা[২০] [ত্রয়ীবিদ্যা-বিহিত কর্ম সম্পাদিত হয়।] ১।১।৯

যিনি ইঁহা(ওম্)কে এইরূপ জানেন এবং যিনি জানেন না, উভয়েই তাহা (ওম্) দ্বারাই (যজ্ঞাদি) কর্ম করেন। [কিন্তু] বিদ্যা[২১] ও অবিদ্যা ভিন্ন। যাহাই (যে কর্মই) বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ সহকারে করা হয়, তাহা 'বীর্যবত্তর' হয়। ইহাই (ওম্) অক্ষরের উপব্যাখ্যান। ১।১।১০

ইহা প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড।

(১৯) কারণ সমৃদ্ধ ব্যক্তিই ওম্ বলিয়া অনুমতি দেন—শ।

(২০) মহিমা ও রস দ্বারা—মহিমা=ঋত্বিক্ ও যজমানাদির প্রাণদ্বারা, রস=ব্রীহি যবাদির রস নিষ্পন্ন হবি দ্বারা—শ।

রংগরামানুজ বলেন ইহার অর্থ এই—সারভূত মাহাত্ম্যযুক্ত ওঙ্কার-লক্ষণসম্পন্ন অক্ষরের পুজার জন্য। তাঁহার মতে অনুবাদ এইরূপে হইবে: [এই সমুদয়] সারভূত মাহাত্ম্যযুক্ত অক্ষরের পুজার জন্য।

(২১) বিদ্যা—বিজ্ঞান—শ; knowledge—রা ও ঝা; উপাসনা—র।

(২২) উপনিষৎ=যোগ—শ; meditation—রা; উপনিষদ্-জনিত-ব্রহ্মাত্মক জ্ঞান—র।

প্রথম অধ্যায় প্রথম খণ্ডের ব্যাখ্যা সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(অধ্যাত্ম উদ্‌গীথ উপাসনা)

প্রজাপতি[১]র সন্তান—দেবগণ ও অসুরগণ—উভয়ে যখন সংগ্রাম করিয়াছিলেন[২], তখন দেবগণ "ইহা (উদ্‌গীথ) দ্বারা[৩] ইহাদিগকে (অসুরগণকে) অভিভূত করিব, [এই মনে করিয়া] উদ্‌গীথ গ্রহণ করিলেন। ১।২।১

দেবগণ নাসিকাস্থিত প্রাণকে (ঘ্রাণেন্দ্রিকে) উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে (প্রাণকে) অসুরগণ পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই জন্য [লোকে] তাহা (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) দ্বারা 'সুরভি' ও 'দুর্গন্ধি' উভয়ই আঘ্রাণ করে, কারণ ইহা (ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ প্রাণ) পাপবিদ্ধ। ১।২।২

(১) প্রজাপতি—কর্ম ও জ্ঞানে অধিকারী মানুষ—শ।

(২) দেবগণ—শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ, অসুরগণ—তমোময় স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ। এই সংগ্রাম অনাদিকাল হইতে প্রতি মানবদেহে চলিতেছে—শ।

(৩) উদ্‌গীথ—উদ্‌গীথ-অবয়ব ওম্ উপাসনা দ্বারা—ব ; উদ্‌গীথ ভক্তি দ্বারা অনুষ্ঠেয় জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান দ্বারা—শ।

(৪) মূলে আছে 'প্রাণম্ উদ্‌গীথম্ উপাসনাং চক্রিরে—They meditated on the udgitha as breath—বা। উদ্‌গীথ (ওম্)কে প্রাণরূপে-অর্থাৎ প্রাণ দৃষ্টিতে ওম্‌কে উপাসনা করিয়াছিলেন—শ ও ব।

(৫) অসুরগণ অর্থাৎ দেহমধ্যে স্বাভাবিক তমোবৃত্তিসমূহ আসক্তিরূপ অধর্ম (পাপ) দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। সেই পাপ কি ? নাসিকাস্থিত প্রাণ সুরভি গন্ধ গ্রহণ করেন এই অভিমান (=অহংকার) রূপ আসক্তি নিজ বিবেক-বিজ্ঞানকে অভিভূত করিল—অর্থাৎ বিবেক-বিজ্ঞান হারাইল। এই অহংকার রূপ পাপের জন্যই তাহাকে দুর্গন্ধি আঘ্রাণ করিতে হয়—শ।

* বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রথম অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণে এই উপখ্যান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে আছে সেখানে শংকরের ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

অনন্তর দেবগণ বাক্[ইন্দ্রিয়]কে উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিলেন। তাঁহাকে (বাক্‌কে) অসুরগণ পাপ[৬] দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই জন্য [লোকে] বাক্ [ইন্দ্রিয়] দ্বারা সত্য ও অনৃত উভয়ই বলে, কারণ বাক্ পাপবিদ্ধ। ১।২।৩

অনন্তর দেবগণ চক্ষুকে উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিলেন। তাঁহাকে (চক্ষুকে) অসুরগণ পাপ[৭] দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই জন্য ইহা (চক্ষু) দ্বারা [লোকে] দর্শনীয় (রমণীয়) ও অদর্শনীয় (অরমণীয়) উভয়ই দেখে, কারণ চক্ষু পাপবিদ্ধ। ১।২।৪

অনন্তর দেবগণ শ্রোত্রকে উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিলেন। অসুরগণ তাঁহাকে (শ্রোত্রকে) পাপ[৮] দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই জন্য তাহা (শ্রোত্র) দ্বারা [লোকে] শ্রবণীয় (প্রিয়) ও অশ্রবণীয় (অপ্রিয়) উভয়ই শ্রবণ করে, কারণ শ্রোত্র পাপবিদ্ধ। ১।২।৫

অনন্তর দেবগণ মনকে উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিলেন। অসুরগণ তাহাকে (মনকে) পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই জন্য তাহা (মন) দ্বারা [লোকে] সংকল্পনীয় ও অসংকল্পনীয় (সাধু ও অসাধু) উভয়ই মনন করে, কারণ মন পাপবিদ্ধ। ১।২।৬

অনন্তর যিনি এই মুখ্যপ্রাণ[১০] [দেবগণ] তাঁহাকে উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করলেন। যেমন অভেদ্য পাষাণকে [লোষ্ট্রাদি] প্রাপ্ত হইলে (আঘাত করিলে) বিধ্বস্ত হয়, তেমনি অসুরগণ তাঁহাকে (মুখ্যপ্রাণকে) প্রাপ্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইল। ১।২।৭

(৬) সত্য বচনের অভিমান (=অহংকার) রূপ পাপ—দ্র।

(৭) রমণীয় দর্শনের অহংকার রূপ পাপ—দ্র।

(৮) প্রিয় শব্দ গ্রহণ জনিত অহংকার রূপ পাপ—দ্র।

(৯) সাধু চিন্তার অহংকার রূপ পাপ—দ্র।

(১০) মুখ্য প্রাণ—breath in the mouth or principal breath (মুখে অবস্থিত প্রাণ বা প্রধান প্রাণ)—রা। নাসিকাস্থিত প্রাণ মুখ্য প্রাণের ন্যায় বায়ু-স্বরূপ হইলেও আশ্রয়স্থান ভিন্ন বলিয়া মুখ্য প্রাণ পাপবিদ্ধ হয় না—শ।

অভেদ্য পাষাণকে প্রাপ্ত হইয়া (আঘাত করিয়া) [লোষ্ট্রাদি] যেরূপ বিধ্বস্ত হয়, সেইরূপ যিনি এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন[১১] ব্যক্তির পাপ (অনিষ্ট) কামনা করেন বা যিনি তাঁহাকে হিংসা করেন, তিনি বিধ্বস্ত হন, কারণ সেই ব্যক্তি অভেদ্য পাষাণ [-বৎ]। ১।২।৮

ইহা (মুখ্যপ্রাণ) দ্বারা [কেহ] সুরভি বা দুর্গন্ধি জানে না, কারণ ইনি (মুখ্যপ্রাণ) বিগতপাপ। তাঁহার (মুখ্যপ্রাণের) সহায়ে [লোকে] যাহা আহার করে, যাহা পান করে, তাহা দ্বারা অপর প্রাণ (ইন্দ্রিয়-চক্ষুরাদি) সমূহকে [তিনি] পালন করেন। অন্তকালে ইঁহাকে (মুখ্যপ্রাণকে) না পাইয়া[১২] তাহারা[১৩] (ইন্দ্রিয়াদি) দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, সেইজন্য অন্তঃকালে [মানুষ] মুখব্যাদান করে। ১।২।৯

তাঁহাকে (মুখ্যপ্রাণকে) অঙ্গিরা [ঋষি] উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু [মুখ্যপ্রাণ] অঙ্গসমূহের রস (সার), সেই জন্য ইহাকে (মুখ্যপ্রাণকে)ই [ঋষিরা] আঙ্গিরস মনে করেন। ১।২।১০

বৃহস্পতি তাঁহাকে (মুখ্যপ্রাণকে) উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু বাক্ বৃহতী এবং ইনি (মুখ্যপ্রাণ) তাঁহার পতি সেই জন্য ইঁহাকেই (-মুখ্যপ্রাণকেই) [ঋষিগণ] বৃহস্পতি (= বৃহৎ + পতি) মনে করেন। ১।২।১১

আয়াস্য [ঋষি] তাঁহাকে (মুখ্যপ্রাণকে) উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু আস্য (মুখ) হইতে অয়ন (গমন) করেন, সেই জন্য [ঋষিগণ] ইহাকে (মুখ্য প্রাণকে)ই আয়াস্য (অয়+আস্য) মনে করেন। ১।২।১২

(১১) প্রাণতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণাত্মভূত হওয়ায় তিনি অভেদ্য হন—শ।

(১২) ইঁহাকে না পাইয়া—মুখ্য প্রাণের দ্বারা প্রাপ্ত অন্নপানাদি না পাইয়া—শ।

(১৩) তাহারা—কে উৎক্রমণ করে? শংকর ও রংগরামানুজ উভয়ই বলেন ইন্দ্রিয়সমূহ। যদিও মূলে একবচন আছে অর্থ বহুবচন হইবে বলিয়া বহুবচনে অনুবাদ করা হইয়াছে।

তাঁহাকে (মুখ্যপ্রাণকে) দাল্‌ভ্য বক [ঋষি] জানিয়াছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যবাসী [ঋষি]দের উদ্‌গাতা হইয়াছিলেন। তিনি [তাঁহাদের] কামনাপূরণার্থে তাঁহাদের জন্য [উদ্-] গান করিয়াছিলেন। ১।১।১৩

যিনি ইঁহাকে (মুখ্যপ্রাণকে) এইরূপ জানিয়া উদ্‌গীথ (ওম্) (এই) অক্ষরকে উপাসনা করেন, তিনি কামনাসমূহের (উদ্-) গায়ক হন। ইহা অধ্যাত্ম[১৪] (উদ্‌গীথোপাসনা)। ১।১।১৪

ইহা প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড

(১৪) অধ্যাত্ম—আত্মবিষয়ক—শ; অর্থাৎ শরীরমধ্যবর্ত্তী বস্তুসম্বন্ধী—গ।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

অধিদৈবত উদ্‌গীথ-উপাসনা

অনন্তর অধিদৈবত [উদ্‌গীথ-উপাসনা বলা হইতেছে]ঃ এই যিনি তাপ দেন তাঁহাকে (আদিত্যকে) উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিবে[১]। ইনি (আদিত্য) উদয়কালে প্রজাদের জন্য উদ্‌গান করেন[২]। উদয়কালে তিনি অন্ধকার ও ভয় বিনাশ করেন। যিনি এরূপ জানেন, তিনি অন্ধকার ও ভয়ের বিনাশক হন। ১।৩।১

ইনি (প্রাণ) ও উনি (আদিত্য) [উভয়ই] সমান। ইনি (প্রাণ)ও উষ্ণ, উনি (আদিত্য)ও উষ্ণ। ইঁহাকে (প্রাণকে) স্বর, এবং উঁহাকে

(১) আদিত্যদৃষ্টিতে উদ্‌গীথ (ওম্) উপাসনা করিবে—দু। উদ্‌গীথে আদিত্য-দৃষ্টি করিবে—গ।

(২) অর্থাৎ আদিত্য যেন প্রজাদের অন্নোৎপত্তির জন্য উদ্‌গীথ গান (সংক্ষেপে উদ্‌গান) করেন। সূর্য উদিত না হইলে ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন বা পক্ক হইতে পারে না। উদ্‌গাতা যেমন অন্ন প্রাপ্তির জন্য উদ্‌গান করেন, সেইরূপ আদিত্যও যেন উদিত হইয়া অন্নোৎপত্তির উদগান করেন—শ।

(আদিত্যকে) স্বর ও প্রত্যাস্বর[৩] বলা হয়। সেই জন্য ইহাকে (প্রাণকে) এবং উহাকে (আদিত্যকে) উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিবে[৪]। ১।৩।২

অনন্তর, ব্যানকে উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিবে[৫]। [লোকে] যে প্রাণন ক্রিয়া[৬] করে তাহাই প্রাণ, যখন অপান-ক্রিয়া[৬] করে, তাহাই অপান। প্রাণ ও অপানের যে সন্ধি (সম্মেলন) তাহাই ব্যান। যাহা ব্যান তাহাই বাক্, সেই জন্য (লোকে) প্রাণন-ক্রিয়া ও অপান-ক্রিয়া না করিয়া (অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিয়া) বাক্য উচ্চারণ করে। ১।৩।৩

যাহা বাক্ তাহাই ঋক্, সুতরাং প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া না করিয়া (নিরুদ্ধ করিয়া) [লোকে] ঋক্ [মন্ত্র] উচ্চারণ করে। যাহা ঋক্ তাহাই সাম সুতরাং প্রাণ ও অপান ক্রিয়া না করিয়া, লোকে সাম গান করে। যাহা সাম তাহাই উদ্‌গীথ সেই জন্য প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া না করিয়া (নিরুদ্ধ করিয়া) [লোকে] উদ্‌গান করে[৭]। ১।৩।৪

(৩) স্বর ও প্রত্যাস্বর—যিনি গমন করেন তিনি স্বর, যিনি প্রত্যাগমন করেন তিনি প্রত্যাস্বর। মৃত্যুর সময় প্রাণ নির্গতই হন আর ফিরিয়া আসেন না, সেইজন্য তিনি স্বর, আর আদিত্য অস্তমিত হইয়া পুনর্বার ফিরিয়া আসিয়া উদিত হন, সেই-জন্য স্বর ও প্রত্যাস্বর—শ। স্বর—গন্তা, যিনি গমন করেন। বায়ুরূপ বলিয়া প্রাণের সদা-গতিত্ব আছে। আদিত্য উদয়াস্তময় সেইজন্য তিনি স্বর ও প্রত্যাস্বর—র। স্বর=sound, প্রত্যাস্বর—reflecting sound—রা ও হি।

(৪) ভাবার্থ—প্রাণ ও আদিত্যকে এক করিয়া তদ্দৃষ্টিতে উদ্‌গীথ-ওঙ্কারে উপাসনা করিবে—গ।

(৫) উদ্‌গীথে ব্যান দৃষ্টি করিবে—গ। ব্যান বীর্যবান্, কর্মের হেতু অর্থাৎ ব্যাক্য প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে প্রাণ ও অপানকে নিরুদ্ধ করিয়া ব্যানের সাহায্যেই করিতে হয়—সেইজন্য ব্যানকে উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিতে হইবে—শ।

(৬) প্রাণনক্রিয়া—বায়ু-নিঃসরণ, শ্বাস ত্যাগ ; অপান—বায়ু অভ্যন্তরে আকর্ষণ করা—শ ও র। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঠিক বিপরীত অর্থ করিয়াছেন প্রাণন অর্থ inbreth, অপান অর্থ outbreath.

(৭) ভাবার্থ—ঋক্ বাক্ (শব্দ) বিশেষ। সাম ঋকে স্থিত (অর্থাৎ ঋক্ মন্ত্রই গীতাকারে পরিণত হইয়া সাম রূপে গীত হয়)। উদ্‌গীথ সামের অবয়ব (অংশ)-স্থানীয়। এই সমুদয়ই প্রাণ ও অপানের ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া কেবল ব্যানের সহায়তাই সম্পাদিত হয়—শ।

ইহা (বাক্যোচ্চারণ) অপেক্ষা অন্য বীর্যসাধ্য কর্ম সমূহ যেমন অগ্নি মন্থন[৮], লক্ষ্যসীমা অভিমুখে ধাবন, দৃঢ়-ধনু-অবনয়ন ও অপানক্রিয়া না করিয়া (নিরুদ্ধ করিয়া), [সম্পাদন] করিতে হয়। এই জন্য ব্যানকেই উদ্গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিবে। ১।৩।৫

অনন্তর উদ্গীথের অক্ষর সমূহকে উৎ-গী-থ-(এই অক্ষরত্রয়কে ভিন্নভাবে) উপাসনা করিবে। প্রাণই 'উৎ'[৯], কারণ প্রাণের দ্বারা (সহায়তায়) [লোক] উত্থিত হয়। বাক্ই 'গী', কারণ [পণ্ডিতগণ] বাক্সমূহকে গীর্ বলিয়া অভিহিত করেন। অন্নই 'থ', কারণ অন্নে এই সমস্ত [জগৎ] স্থিত। ১।৩।৬

দ্যৌ (দ্যু-লোক) ই 'উৎ', অন্তরীক্ষ 'গী', এবং পৃথিবী 'থ'। আদিত্যই 'উৎ', বায়ু 'গী', এবং অগ্নি 'থ'। সামবেদই 'উৎ', যজুর্বেদ 'গী' এবং ঋগ্বেদ 'থ'[১০]।

বাকের যে দুগ্ধ[১১], বাক্ ইহার (উপাসকের) জন্য সেই দুগ্ধ দোহন করেন। যিনি এই সমুদয়কে এইরূপে জানিয়া উদ্গীথের অক্ষর সমূহ উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন। ১।৩।৭

অনন্তর আশিষ-সমৃদ্ধি (কাম্য লাভ) [সম্বন্ধে বলা হইতেছে]—

(৮) অগ্নিমন্থন—অরণী কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি-উৎপাদন—দু।

(৯) 'উৎ' এই অক্ষরে প্রাণ দৃষ্টি করিবে—শ; প্রাণ বুদ্ধি করিবে—র। 'গী'-তে বাক্ বুদ্ধি এবং 'থ'তে অন্ন বুদ্ধি করিবে—র।

(১০) দ্যুলোক ও আদিত্য উর্ধ্বস্থিত এবং সামবেদ স্বর্গে পরিচিত বলিয়া তাহারা সকলেই উৎ, গী ধাতু অর্থ গলাধঃ-করণ করা (গেলা—to swallow)। সর্বব্যাপী বলিয়া অন্তরীক্ষ যেন লোকসমূহকে, এবং বায়ু যেন অগ্ন্যাদিকে গিলিয়া খান, এবং যজুঃ মন্ত্র দ্বারা দেবগণ আহুত হবি ভোজন করেন, সেইজন্য অন্তরীক্ষ, বায়ু ও যজুর্বেদ গী। পৃথিবী প্রাণীদের স্থান, অগ্নি যজ্ঞকর্মের স্থান এবং ঋক্ বেদে সামবেদ অধিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহারা স্থিতিবাচক 'থ'।

(১১) বাকের যে দুগ্ধ—বাক্ অর্থ ঋগ্বেদাদি, দুগ্ধ—পাঠের ফল; সুতরাং বাকের দুগ্ধ অর্থ বেদাদি পাঠের ফল—শ।

'উপসরণ'[১২], সমূহকে উপাসনা করিবে। [কিরূপে?] যে সাম দ্বারা স্তুতি করা হইবে সেই সামকে 'উপধাবন'[১৩] করিবে। ১।৩।৮

যে ঋক্ মন্ত্রে [সামটি অধিষ্ঠিত], সেই ঋক্ মন্ত্রটিকে, [এই সামটি] যে ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট, সেই ঋষিকে, এবং যে দেবতার স্তুতি করা হইবে, সেই দেবতাকে উপধাবন করিবে। ১।৩।৯

যে ছন্দে স্তুতি করা হইবে সেই ছন্দকে উপধাবন করিবে, যে স্তোম[১৪] দ্বারা স্তুতি করা হইবে সেই স্তোমকে উপধাবন করিবে। ১।৩।১০

যে দিকের অভিমুখী হইয়া স্তুতি করিবে, সেই দিক্‌কে[১৫] উপধাবন করিবে। ১।৩।১১

অবশেষে আত্মাকে[১৬] (নিজকে) চিন্তা করিয়া, (নিজ) কামনাকে ধ্যান করিয়া প্রমাদশূন্য হইয়া স্তুতি করিবে; যে কামনাযুক্ত হইয়া স্তুতি করিবে, সেই কামনা তাঁহার শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। ১।৩।১২

ইহা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড।

(১২) উপসরণ—উপগন্তব্য বা ধ্যেয়—শ (=contemplative things - ঝা) আশিষ-সমৃদ্ধির হেতুভূত উপাস্য সমূহ—র ; places of refuge—রা।

(১৩) উপধাবন করিবে—চিন্তা করিবে—শ ও র ; reflect—ঝা ও রা। কি প্রকারে উপধাবন করিতে হইবে, তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহে বলা হইয়াছে।

(১৪) স্তোম—তিনটি, পনেরটি, সতেরটি বা একুশটি সাম লইয়া সোমযাগে গানের নিয়ম আছে। সেই তিনটি বা পনেরটি বা সতেরটি বা একুশটি সমষ্টিকৃত মন্ত্রসমূহকে স্তোম বলে—আ।

(১৫) দিক্ সমূহকে তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের সহিত চিন্তা করিবে—শ।

(১৬) আত্মাকে (নিজকে) চিন্তা করিয়া—মূলে আছে আত্মানম্ উপসৃত্য—নিজকে ব্রহ্মাত্মক রূপে চিন্তা করিয়া—র, নিজের নাম, রূপ, গোত্রাদি চিন্তা করিতে হইবে—শ ; one should enter into oneself (নিজের মধ্যে প্রবেশ করিবে)—রা ; having approached himself—ঝা।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(উদ্‌গীথ ওমের শ্রেষ্ঠতা)

*উদ্‌গীথ ওম্ এই অক্ষরকে উপাসনা করিবে, কারণ ওম্ [উচ্চারণ করিয়া] উদ্‌গান করা হয়। তাঁহার উপব্যাখ্যান এই— ১।৪।১

দেবগণ মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন[১]। তাঁহারা ছন্দ (বেদ-মন্ত্র) দ্বারা [আপনাদিগকে] আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন[২]। যেহেতু ইহাদের [মন্ত্রসমূহ দ্বারা] আচ্ছাদন করা হইয়াছিল, সেই জন্য ছন্দ (মন্ত্র) সমূহের নাম হইল 'ছন্দ'[৩]। ১।৪।২

জলে যেরূপ মৎস্য দেখা যায়, সেইরূপ মৃত্যুও দেবগণকে ঋক্, সাম, যজুঃতে দর্শন করিলেন[৪]; তাঁহারাও (ইহা) জানিয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ হইতে উত্থিত হইয়া স্বরে (ওমে) প্রবেশ করিলেন[৫]। ১।৪।৩

(১) অর্থাৎ দেবগণ মরণভয়ে ভীত হইয়া বৈদিক কর্ম আরম্ভ করিলেন—শ ও র।

(২) অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্র দ্বারা—জপ হোমাদি কর্ম দ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন—শ ও র।

(৩) ছাদন (=আচ্ছাদন) করিয়াছিলেন বলিয়া ছন্দ নাম হইল—শ ও র।

(৪) অর্থাৎ বৈদিক কর্মে রত দেখিয়াছিলেন। ভাবটি এই—বৈদিক কর্মের ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেই কর্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দেবগণ মৃত্যুর অধীনে আসিবেন—শ ও র।

(৫) স্বর=ওম্—শ ও র (১।৪।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। শংকর ব্যাখ্যা করেন—বৈদিক কর্ম (যাগযজ্ঞ) দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না, সেইজন্য দেবগণ ঐ সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া 'স্বর' শব্দিত অক্ষরে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ ওঙ্কার-উপাসনাপর হইলেন। সেই উপাসনা দ্বারা অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব লাভ করা যায়। অর্থাৎ বৈদিক কর্মের ফল ক্ষয়শীল স্বর্গাদি লাভ, ওম্ উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়—তাহার ফল অক্ষয় অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রাপ্তি।

---

*মন্ত্রটি ১।১।১ রূপে আছে। ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

যখন কেহ ঋক্‌কে প্রাপ্ত হন[৬], ওম্ [এই অক্ষরটি]ই উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ[৭] করেন। সাম ও যজুঃ [পাঠ সময়েও] এইরূপ [ওম্ উচ্চারণ করেন]। এই যে অক্ষরটি (ওম্) ইহাই 'স্বর'। ইহা (ওম্) অমৃত ও অভয়। ইহাতে (ওমে) প্রবেশ করিয়া[৮] দেবগণ অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন। ১।৪।৪

যিনি এই অক্ষর (ওম্)কে এইরূপভাবে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই অক্ষর, অভয় ও অমৃত স্বরে (ওমে) প্রবেশ করেন। যেরূপ দেবগণ তাঁহাতে (ওমে) প্রবেশ করিয়া[৮] অমৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও অমৃত হন। ১।৪।৫

ইহা প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড।

(৬) মূলে আছে ঋচম্ আপ্নোতি—ঋক্ পাঠ আরম্ভ করেন—র; অধ্যয়ন দ্বারা আয়ত্ত করেন—আ; Learns—রা।

(৭) মূলে আছে অতিস্বরতি, (স্বরতি—উচ্চারণ করেন)-loudly utters—রা; আদর ও বুদ্ধির সহিত উচ্চারণ করেন—আ।

(৮) ওমে প্রবেশ করিয়া—ব্রহ্মবুদ্ধিতে ওম্‌কে ধ্যান করিয়া—শ; ওঙ্কার উপাসনা করিয়া—র।

প্রথম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(উদ্‌গীথ ওম্‌রূপে আদিত্য ও প্রাণের উপাসনা)

যাহা উদ্‌গীথ তাহাই প্রণব। যাহা প্রণব তাহাই উদ্‌গীথ[১]। ঐ আদিত্যই উদ্‌গীথ, ইনিই প্রণব, কারণ ইনি (আদিত্য) ওম্ উচ্চারণ করিয়া আগমন করেন[২]। ১।৫।১

(১) সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ ওম্‌কে উদ্‌গীথ বলেন, ঋগ্বেদীয়গণ ওম্‌কে প্রণব বলেন। সুতরাং উদ্‌গীথ ও প্রণব একই—শ; উদ্‌গাতার গীত উদ্‌গীথ ওঙ্কার, এবং হোতার উচ্চারিত প্রণব ওঙ্কারই। সুতরাং প্রণব ও উদ্‌গীথ একই—র।

(২) আদিত্য যেন ওম্ উচ্চারণ করিয়া সকলকে স্ব স্ব কর্তব্য করিতে অনুজ্ঞা দেন—র। আদিত্য ওম্ উচ্চারণ করিয়া আগমন করেন—শ।

কৌষীতকি (ঋষি) পুত্রকে বলিয়াছিলেন "আমি ইহাকে(আদিত্যকে)ই [উদ্দেশ করিয়া উদ্‌গীথ] গান করিয়াছিলাম, সেই জন্য তুমি আমার এক পুত্র হইয়াছ। তুমি রশ্মিসমূহের [উদ্দেশে উদ্‌গীথ] গান কর, তোমার বহুপুত্র হইবে[৩]।" ইহাই [উদ্‌গীথের] অধিদৈবত [উপাসনা]। ১।৫।২

এখন অধ্যাত্ম (দেহসম্বন্ধী) [উপাসনা বলা হইতেছে]—যিনি এই মুখ্যপ্রাণ, তাঁহাকে উদ্‌গীথ (ওম্) রূপে উপাসনা করিবে, কারণ ইনি (মুখ্যপ্রাণ) [যেন] ওম্ উচ্চারণ করিয়া গমন করেন[৪]। ১।৫।৩

কৌষীতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন "আমি ইহাকেই (মুখ্যপ্রাণকেই) [উদ্‌গীথরূপে] উপাসনা করিয়াছিলাম। সেই জন্য তুমি আমার এক (পুত্র) হইয়াছ। 'আমার বহুপুত্র হইবে' [ইহা ইচ্ছা করিয়া] তুমি প্রাণ সমূহকে[৫] ভূমা (বহুত্ব)-গুণবিশিষ্ট রূপে উপাসনা কর"[৬] ১।৫।৪

আর, যাহা উদ্‌গীথ তাহাই প্রণব, যাহা প্রণব তাহাই উদ্‌গীথ। [উদ্‌গাতার] উদ্‌গান দোষযুক্ত হইলেও হোতৃস্থান হইতেই[৭] তাহা সংশোধিত হয়, সংশোধিত হয়[৮] ১।৫।৫

ইহা প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ড।

(৩) আমি আদিত্য ও তাঁহার রশ্মিসমূহ অভেদ বা এক মনে করিয়া উপাসনা করিয়াছিলাম, সেইজন্য এক পুত্র হইয়াছে—তুমি আদিত্য ও রশ্মিসমূহকে পৃথক্-ভাবে উপাসনা কর, অনেক পুত্র প্রাপ্ত হইব—শ। উদ্‌গীথকে আদিত্য ও তাহার রশ্মিসমূহের ভেদরূপ গুণের দৃষ্টিতে উপাসনা করিলে, বহু পুত্র লাভ হয়—আ।

(৪) অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ওম্ শব্দ দ্বারা অনুজ্ঞা (অনুমতি) করিয়াই যেন আগমন করেন—শ।

(৫) প্রাণসমূহকে—বাগাদি ইন্দ্রিয় এবং মুখ্য প্রাণকে—শ।

(৬) ১।৫।৩-৪ মন্ত্রের ভাবার্থ—প্রাণ বা আদিত্যকে একত্ব গুণযুক্ত উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিলে এক পুত্র হয়, বহুত্ব গুণসম্পন্ন উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিলে বহু পুত্র হয়—শ।

(৭) হোতৃস্থান হইতে হোতার যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম হইতে—শ।

(৮) উদ্‌গীথ ও প্রণব একই। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্‌গাতা যদি উদ্‌গীথ দোষযুক্ত ভাবে গান করেন, হোতার নির্দোষ কর্ম দ্বারা তাহা সংশোধিত হয়—শ। উদ্‌গাতা সামগান করেন, তিনি সামবেদীয় মন্ত্রসমূহ গান করেন। হোতা ঋক্ মন্ত্র সমূহ পাঠ করেন। যদি উদ্‌গাতার কর্ম দোষযুক্ত হয়, তবে সাধারণতঃ হোতার সুষ্ঠু কর্মদ্বারা তাহা সংশোধিত হয় না। কিন্তু যদি উদ্‌গাতা জানেন যে প্রণব ও উদ্‌গীথ একই তবে সেইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্‌গাতার দোষ হোতার সুষ্ঠু কর্মদ্বারা সংশোধিত হয়—র।

প্রথম অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(আদিত্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষ)

ইহা (পৃথিবী)ই ঋক্ [বেদস্বরূপ], অগ্নি সাম [বেদস্বরূপ][1]। সেই (অগ্নিরূপী) সাম এই (পৃথিবীরূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত। সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়[2]। ইহা (পৃথিবী) 'সা' এবং অগ্নি 'অম'। এইরূপে (সা+অম) সাম [হইয়াছে]। ১।৬।১

অন্তরীক্ষই ঋক্, বায়ু সাম। সেই (বায়ুরূপী) সাম (অন্তরীক্ষরূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত। সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত রূপে সাম গীত হয়। অন্তরীক্ষই 'সা' এবং বায়ু (অম)। এইরূপে সাম [হইয়াছে]। ১।৬।২

দ্যৌ (দ্যুলোক)ই ঋক্, আদিত্য সাম। সেই (আদিত্যরূপী) সাম এই (দ্যৌরূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত। সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত রূপে সাম গীত হয়। দ্যৌ-ই 'সা' আদিত্য 'অম'। এইরূপে সাম [হইয়াছে]। ১।৬।৩

(১) ঋকে পৃথিবী দৃষ্টি এবং সামে অগ্নি দৃষ্টি করিবে—শ ও র।

(২) যেসকল মন্ত্র ঋগ্বেদে ক্রিয়াবিনিযুক্ত ভাবে নিবদ্ধ, প্রায় সেই সকল মন্ত্রই বিশেষ বিশেষ স্বরসংযোগে গেয়রূপে নিবদ্ধ হইয়া সামাকারে পরিণত হইয়াছে—হু।

নক্ষত্র সমূহই ঋক্, চন্দ্রমা সাম। সেই (চন্দ্রমারূপী) সাম এই (নক্ষত্র-সমূহরূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত। সেইজন্য ঋকে অধিষ্ঠিত রূপে সাম গীত হয়। নক্ষত্রসমূহই 'সা' এবং চন্দ্রমা 'অম'। এইরূপে সাম [হইয়াছে]।
১৷৬৷৪

আদিত্যের যে শুক্ল আভা তাহাই ঋক্, আর যাহা নীল—গাঢ় কৃষ্ণ[৩] (আভা) তাহা—সাম। সেই (গাঢ়কৃষ্ণ-আভারূপী) সাম এই (শুক্ল আভারূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত। সেইজন্য ঋকে অধিষ্ঠিত রূপে সাম গীত হয়। ১৷৬৷৫

আর এই যে আদিত্যের শুক্ল আভা, তাহাই 'সা' আর যাহা নীল—গাঢ় কৃষ্ণ-[আভা] তাহা অম, এইরূপে সাম [হইয়াছে]। আদিত্যের (আদিত্যমণ্ডলের) অভ্যন্তরে এই যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, তাঁহার নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণ[৪]। ১৷৬৷৬

তাঁহার চক্ষু 'কপ্যাস পুণ্ডরিকের[৬] ন্যায়। তাঁহার নাম 'উৎ' কারণ

(৩) একান্ত সমাহিত দৃষ্টি দ্বারা এই কৃষ্ণ বর্ণ দৃষ্ট হয়—শ ও র।

(৪) হিরণ্ময়—হিরণ্ময়ের ন্যায় অর্থাৎ জ্যোতির্ময়—শ; রমণীয় ও উজ্জ্বল—র; হিরণ্য ও সুবর্ণ শব্দেরও অর্থ একই—শ ও র।

(৫) রংগরামানুজ বলেন আদিত্যমণ্ডল অর্থ হৃদয়-পুণ্ডরিক, যেখানে পুরুষ—পরমাত্মা উদ্ভাসিত হন।

(৬) কপ্যাস—(ক) কং (জল) পিবতি (পান করে) কপি অর্থ সূর্য তাঁহা দ্বারা আস্তে (বিকশিত হয়—তাহা) কপ্যাস অর্থ রবিকর বিকসিত।

(খ) কং (জল) পিবতি (পান করে) অর্থাৎ মৃণাল বা নাল, তাহাতে আস্ত= অবস্থিত অর্থাৎ মৃণালস্থিত।

(গ) কং+অপি+আস্ত=জলেস্থিত—র।

মধ্ব (খ) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কপি=বানর+আস্যতি যেন অর্থাৎ বানর যাহা দ্বারা উপবেশন করে=পৃষ্ঠান্ত =(নিতম্ব), অর্থাৎ বানরের নিতম্বের ন্যায়—শ। এক প্রকার পদ্ম—হি। Red—রা। ইহা নিতান্তই আশ্চর্যও দুঃখের বিষয় যে পরম পুরুষের চক্ষুর বিবরণের তুলনার জন্য বানরের নিতম্বের তুলনার প্রয়োজন হইয়াছিল

তিনি সর্বপাপ হইতে 'উদিত'[৭]। যিনি এইরূপ জানেন তিনি সর্বপাপ হইতে 'উদিত'(=উত্তীর্ণ) হন। ১।৬।৭

ঋক্ ও সাম তাঁহার গান[৮]। সেই জন্য তিনি উদ্গীথ, যে হেতু ইঁহার (উদ্গীথের) গাতা (গায়ক) সেই জন্য [তাহার নাম] উদ্গাতা; ইনি[৯] (আদিত্য) হইতে ঊর্ধ্বতন যে সকল লোক আছে, তাহাদের (সেই লোক সমূহের) এবং দেবগণের কামনাসমূহ নিয়মিত করেন। ইহাই দেববিষয়ক [উদ্গীথ উপাসনা]। ১।৬।৮

ইহা প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ড।

বলিয়া আচার্য শংকর মনে করিতে পারিয়াছিলেন। আরও দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় যে আজও অনেক হিন্দু এই অর্থ সমর্থন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেকেই শংকরের এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই। পুণ্ডরিক—পদ্ম। অমরকোষ বলেন শ্বেতপদ্ম।

(৭) উদিত [উৎ+ইতঃ (=গত)]=(পাপের) ঊর্ধ্বে যিনি গত—শ ও র। উৎ=ঊর্ধ্ব বা উচ্চ।

(৮) মূলে আছে—গেষ্ণ=গান—র ও রা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্ব অর্থ করেন গায়ক। শংকর বলেন গেষ্ণ অর্থ সন্ধি (joints); এই দেব সর্ব্বাত্মক, ঋক্ সাম দ্বারা উপলক্ষিত পৃথিব্যাদি লোকসমূহ তাঁহার সন্ধি (joints)।

(৯) ইনি—হিরণ্ময় পুরুষ—শ; পরমাত্মা—র।

প্রথম অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্য পুরুষ)

অতঃপর অধ্যাত্ম (দেহবিষয়ক) [উপাসনা বলা হইতেছে]—বাক্ই ঋক্, প্রাণ[১] সাম। সেই (প্রাণরূপী) সাম এই (বাক্রূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত। সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত রূপে সাম গীত হয়। বাক্ই সা, প্রাণই অম। এইরূপে [বাক্ ও প্রাণ] সাম [হইয়াছে]। ১।৭।১

(১) প্রাণ=বায়ু সহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়—শ।

চক্ষুই ঋক্, আত্মা[২] সাম, সেই (ছায়াত্মক) সাম (চক্ষুরূপ) ঋকে অধিষ্ঠিত[৩]। সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত [রূপে] সাম গীত হয়। চক্ষুই সা এবং আত্মা অম। এইরূপে [চক্ষু ও আত্মা] সাম হইয়াছে। ১।৭।২

শ্রোত্রই ঋক্, মন সাম। (মনরূপী) সাম (শ্রোত্ররূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত[৪]। সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত [রূপে] সাম গীত হয়। শ্রোত্রই সা, মনই অম। এইরূপে [শ্রোত্র ও মন] সাম হইয়াছে। ১।৭।৩

আর, অক্ষির যে এই শুক্ল আভা, তাহাই ঋক্ যাহা নীল—গাঢ় কৃষ্ণ—[আভা] তাহা সাম। (নীল-গাঢ় কৃষ্ণ-আভারূপী) সাম (শুক্ল আভারূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত। সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত [রূপে] সাম গীত হয়। আর এই যে অক্ষির যাহাই শুক্ল আভা তাহাই সা, আর যাহা নীল—গাঢ় কৃষ্ণ-(আভা) তাহা অম। এইরূপে শুক্ল আভা এবং নীল—গাঢ় কৃষ্ণ (আভা) সাম হইয়াছে। ১।৭।৪

আর অক্ষির অভ্যন্তরে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ[৫], তিনিই যজুঃ[৬] তিনিই ব্রহ্ম[৭]। উঁহার (আদিত্য পুরুষের) যে রূপ, ইঁহার (অক্ষিপুরুষের,ও সেই রূপ। উঁহার যে গান[৮] ইঁহারও সেই গান, [উঁহার] যে নাম, [ইঁহারও] সেই নাম[৯]। ১।৭।৫

(২) আত্মা—ছায়াত্মা—শ; ছায়া—দ্বি; দেহচ্ছায়া—গ; চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহ—মহেশচন্দ্র; shadow or reflection of the self—ঝা। মধ্ব বলেন আত্মা অর্থ জীবাত্মা।

(৩) কারণ ছায়া (বা ছায়াত্মা) চক্ষুতে অবস্থিত—শ।

(৪) কারণ (ঋকের ন্যায়) শ্রোত্র মনের অধিষ্ঠাতা (controller—ঝা) বলিয়া মনের সামত্ব—শ।

(৫) উক্থ—স্তোত্রবিশেষ—শ।

(৬) যজুঃ—যজুর্মন্ত্র সমূহ—স্বাহা, স্বধা, বষট্কার প্রভৃতি শব্দও তিনি, সর্বাত্মক ও সর্বকারণ—শ। চণ্ডী—১।৭৩. শ্লোকে আছে—"ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা, ত্বং হি বষট্-কারস্বরাত্মিকা।"

(৭) ব্রহ্ম—ত্রয় বেদ—শ; তিনি ইহাদের সকলের আত্মা ব্রহ্ম—র।

(৮) মূলে আছে গেষ্ণ=গান (১।৬।৮ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। শংকর মতে অর্থ সন্ধিদ্বয়।

(৯) ভাবার্থ—আদিত্যে অধিদৈবতরূপে যিনি আছেন, মানব চক্ষুতে অধ্যাত্ম-রূপেও তিনিই। উভয়ে অভিন্ন, উভয়ই উদ্গীথ ওমরূপে উপাস্য।

সেই ইনি (চাক্ষুষ পুরুষ), ইঁহার অধোভাগে যে সমস্ত লোক আছে তাহাদের এবং মনুষ্যদের কামনা সমূহের নিয়মন করেন। সেই জন্য যাহারা বীণা সংযোগে গান করেন, তাঁহারা ইঁহাকেই গান করেন। সেই জন্য তাঁহারা ধনবান্ হন। ১।৭।৬

আর, যিনি ইঁহাকে এইরূপে জানিয়া সাম গান করেন, তিনি উভয়েরই (আদিত্যপুরুষের এবং অক্ষিপুরুষেরই) গান করেন। তিনি (উদ্গাতা) তাঁহার (অদিত্য পুরুষের) দ্বারা তাঁহার (আদিত্যের) ঊর্ধ্বস্থ লোক সমূহ এবং দেবতাদের কামনা সমূহ প্রাপ্ত হন। ১।৭।৭

আর ইঁহার (অক্ষিপুরুষের) দ্বারা ইঁহার (অক্ষিপুরুষের) নিম্নস্থ লোকসমূহ এবং মানুষের কামনাসমূহ প্রাপ্ত হন। সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানবান্ উদ্গাতা [যজমানকে] বলিবেন "তোমার কোন্ কামনা [সিদ্ধি]র জন্য গান করিব?" যিনি এই প্রকার জানিয়া সাম গান করেন, তিনি [সাম]-গান দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। ১।৭।৮-৯

ইহা প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

প্রবাহণ—শিলক-দাল্ভ্য সংবাদ

উদ্গীথ ওমের প্রতিষ্ঠা

[পুরাকালে] শালবত্য শিলক, চৈকিতায়ন দাল্ভ্য এবং জৈবলি প্রবাহণ এই তিনজন উদ্গীথে (উদ্গীথ-বিদ্যায়) কুশল ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন "আমরা উদ্গীথ [বিদ্যায়] কুশল। যদি অনুমতি হয়, আমরা উদ্গীথ [বিষয়ে] কথা বলি (আলোচনা করি)।" ১।৮।১

[তাঁহারা বলিলেন] "তাহাই হউক"। তাঁহারা একত্রে উপবেশন করিলেন। জৈবলি প্রবাহণ বলিলেন "ভগবান্" আপনারা প্রথম বলুন (আলোচনা করুন)। ব্রাহ্মণদ্বয় যে বাক্য বলেন আমি তাহা শ্রবণ করিব'। ১।৮।২

সেই শালবত্য শিলক চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্যকে বলিলেন "যদি অনুমতি হয় আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব।" [দাল্‌ভ্য] বলিলেন "প্রশ্ন করুন।" ১।৮।৩

[শিলক] বলিলেন "সামের গতি[২] কি?"

[দাল্‌ভ্য] বলিলেন "স্বর।"[৩]

[শিলক]—"স্বরের গতি কি?"

[দাল্‌ভ্য] —"প্রাণ"[৪]

[শিলক]—"প্রাণের গতি কি?"

[দাল্‌ভ্য]—"অন্ন"[৫]।

[শিলক]—"অন্নের গতি কি?"

[দাল্‌ভ্য]—"জল"[৬]। ১।৮।৪

(১) এই বাক্য হইতে মনে হয় তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না—শ। ছা. উ. পঞ্চম অধ্যায়-তৃতীয় খণ্ড হইতে দশম খণ্ডে জৈবলি প্রবাহণের কথা আছে। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন।

(২) সামের গতি—(মূলে সাম্নো গতিঃ আছে) সাম অর্থ এখানে উদ্‌গীথ (ওম্), গতি (essence—মা), আশ্রয় (substratum—ঝা), পরায়ণ (=ultimate basis—ঝা)—শ; goal, substratum, basis or final principle—রা। গতি—অয়ন, প্রাপ্য—র।

(৩) স্বর—sound—রা; accent—ঝা। সাম স্বরাত্মক—শ ও র। স্বরই সামের আত্মা। যাহা যদাত্মক, তাহা তদ্‌গতি এবং তদাশ্রয়—শ।

(৪) কারণ স্বর প্রাণ নিষ্পাদ্য, প্রাণের দ্বারাই স্বর উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ প্রাণ স্বরসম্পাদক—শ। কারণ প্রাণ নিবৃত্ত করিয়াই স্বর উচ্চারণ করিতে হয়। প্রাণ= Breath—রা।

(৫) কারণ অন্নই প্রাণের স্থিতি-কারক—শ (vital breath rests on food—ঝা)।

(৬) কারণ জল হইতেই অন্নের উৎপত্তি—শ।

[শিলক] "জলের গতি কি?"

[দাল্ভ্য]—"ঐ লোক (দ্যুলোক)[৭]"

[শিলক]—ঐ লোকের (দ্যুলোকের) গতি কি?"

[দাল্ভ্য] বলিলেন "স্বর্গ লোককে অতিক্রম করিবে না, আমরা সামকে স্বর্গে সংস্থাপন করি (=প্রতিষ্ঠিত জানি)। সাম স্বর্গরূপে স্তবনীয়। ১।৮।৫

শালবত্য শিলক, চৈকিতায়ন দাল্ভ্যকে বলিলেন "দাল্ভ্য, তোমার সাম অপ্রতিষ্ঠিত[৯] [রহিয়া গেল]। এখন যদি কেহ বলেন "তোমার শির নিপতিত হইবে, তবে তোমার শির নিপতিত হইবে[১০]।" ১।৮।৬

[দাল্ভ্য বলিলেন] "যদি অনুমতি হয়, আমি ভগবানের (আপনার) নিকট হইতে ইহা (সামের প্রতিষ্ঠা) জানিব।"

[শিলক]—"জানুন।"

[দাল্ভ্য]—"ঐ (=স্বর্গ) লোকের গতি কি?"

[শিলক]—"এই লোক (=পৃথিবী)[১১]।"

[দাল্ভ্য]—"এই লোকের গতি কি?"

[শিলক] বলিলেন "[সামের গতির জন্য সর্বভূতের] প্রতিষ্ঠা [এই পৃথিবী] লোককে অতিক্রম করিবে না। আমরা সামকে [সর্বভূতের] প্রতিষ্ঠা (পৃথিবী) লোকে সংস্থাপন করি। প্রতিষ্ঠারূপে এই সাম স্তবনীয়।

(৭) কারণ দ্যুলোক হইতেই বৃষ্টি হয়—শ ও র।

(৮) অর্থাৎ সামকে স্বর্গ অতিক্রম করিয়া অন্য আশ্রয়ে লইবে না—শ। ভাবটি এই—দাল্ভ্য মতে স্বর্গ-লোকেই সাম প্রতিষ্ঠিত।

(৯) অপ্রতিষ্ঠিত—unestablished—র; not well-established—ঋ। সাম (=উদ্গীথ ওম্) পরম আশ্রয়ে স্থাপিত হয় নাই এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া ইহাকে অপ্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে—শ। (স্বর্গ পরম আশ্রয় হইতে পারে না)।

(১০) অর্থাৎ যিনি সামের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন, তিনি যদি এই মিথ্যা ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হইয়া অভিসম্পাত দেন, তবে তাহার মস্তক নিপতিত হইবে—শ।

(১১) ভাবার্থ—পৃথিবীস্থ মানুষই যজ্ঞ, দানাদি দ্বারা স্বর্গলোককে পোষণ করে। এই পৃথিবী সর্বভূতের আশ্রয়, সুতরাং সাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত; ইহা শালবত্য শিলকের অভিমত—শ।

জৈবলি প্রবাহণ [শালবত্য শিলককে] বলিলেন "হে শালবত্য, তোমার সাম অন্তবান্। এখন যদি কেহ বলেন তোমার শির নিপতিত হইবে[১২]।" [শালবত্য শিলক] বলিলেন "অনুমতি হইলে আমি ভগবানের নিকট হইতে ইহা [সামরূপ ওম্ তত্ত্ব] জানিব।" [প্রবাহণ] বলিলেন "জানুন।" ১।৮।৭

ইহা প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ড

(১২) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাম অর্থ উদ্গীথ ওম্। সেই সামান্ত ওম্ অনন্ত, সেই ওম্‌কে পৃথিবীতে স্থাপিত করিয়া অন্তবান্ করার অপরাধে মস্তক নিপতিত হইবে—শ।

প্রথম অধ্যায় অষ্টম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—নবম খণ্ড

প্রবাহণ শিলক দাল্‌ভ্য সংবাদ (২)

উদ্গীথ ওমের প্রতিষ্ঠা

[শিলক]—"এই লোকের গতি কি?"

[প্রবাহণ] বলিলেন "আকাশ[১]। এই ভূতসমূহ আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয়, এবং আকাশই পরম আশ্রয়। ১।৯।১

সেই ইনি (আকাশাখ্য পরমাত্মা) 'পরোবরীয়[২] উদ্গীথ (ওম্)। সেই ইনি অনন্ত। যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানেন এবং পরোবরীয় উদ্গীথ

(১) আকাশ—ভূতাকাশ নয়, আকাশ অর্থ পরমাত্মা—শ ও র। আকাশ অর্থ বিষ্ণু কারণ তিনি সকলকে কাশিত বা দীপ্ত, অথবা প্রকাশিত করেন—ম। ব্র. সূ. ১।১।১৪ 'আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শংকর ও রামানুজ এই বিষয় আলোচনা অরিয়াছেন। আচার্য রাধাকৃষ্ণন আকাশ সাধারণ ভূতাকাশ—space বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন আকাশ (=space)কে সকলের আদি, স্থিতি ও লয় বলা হইয়াছে।

(২) মূলে আছে পরোবরীয়ান্—highest & best—রা ও ঝা। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ বরীয়ান্‌দের মধ্যে বর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা—র। উত্তরোত্তর বরীয়ান্, অর্থাৎ বরীয়ান্ অপেক্ষাও বর ও শ্রেষ্ঠ, এই উদ্গীথ ওম্ই পরমাত্মা—শ।

প্রথম অধ্যায় নবম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

(ওম্) কে উপাসনা করেন, তিনি পরোবরায় লোকসমূহ জয় করেন এবং তাঁহার [জাবনও][৩] পরোবরীয়ান্ হয়। ১।৯।২

শৌনক অতিধন্বা ঔদর শাণ্ডিল্যকে সেই ইহা (উদ্গীথ ওম্) শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন "যে পর্যন্ত তোমার সন্তানগণ (বংশ) উদ্গীথ (ওম্)-কে জানিবে, সেই পর্যন্ত ইহলোকে তাঁহাদের জীবন পরোবরীয়ান্ (সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম) হইবে। সেইরূপ পরলোকেও তাঁহার [পরোবরীয়ান্] স্থান [লাভ হইবে]।"

যিনি ইঁহা (উদ্গীথ ওম্কে) এইরূপে জানিয়া উপাসনা করেন তাঁহার জীবন ইহলোকে পরোবরীয়ান্ই হয়, এবং পরলোকেও সেইরূপ স্থান [লাভ হইবে]। ১।৯।৩-৪

ইহা প্রথম অধ্যায়ের নবম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়— দশম খণ্ড

উষস্তির উপাখ্যান

কুরুদেশে শিলাবৃষ্টি[১] দ্বারা [শস্য সমূহ] বিনষ্ট হইলে, চক্রায়ণ উষস্তি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া অপ্রাপ্তযৌবনা[২] জায়ার সহিত ইভ্যগ্রামে[৩] বাস করিয়াছিলেন। ১।১০।১

তিনি (উষস্তি) কল্মাষ (কুৎসিত মাষ) ভোজনে নিরত এক হস্তিপকের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহাকে (উষস্তিকে) হস্তিপক বলিল "এই যাহা আমার পাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে ইহা ব্যতীত অন্য মাষ (-কলায়) নাই।" ১।১০।২

(উষস্তি) বলিলেন "এই সমুদয়ের [অংশ] আমাকে দাও।" [হস্তিপক] তাঁহাকে তাহা দিল [এবং বলিল]—"অনুমতি হইলে, এই পানীয় [গ্রহণ করুন]।"

(১) শিলাবৃষ্টি—মূলে আছে 'মটচী'—শিলাবৃষ্টি—শ ও র, অথবা বজ্রপাত—শ। রাধাকৃষ্ণন বলেন ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপধ্যায়ের মত এই যে 'মটচী' শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থ—পঙ্গপাল।

(২) মূলে আছে আটিকী—অপ্রাপ্তযৌবনা—শ ও র। আটিকী-নামীয়া—রা

[উষস্তি] বলিলেন "তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে।" [হস্তিপক] বলিলেন "এই (কল্মাষ) গুলি উচ্ছিষ্ট নয় কি?" [উষস্তি] বলিলেন "এই (কল্মাষ) গুলি না খাইলে, আমি বাঁচিতাম না। জল-পান আমার ইচ্ছাধীন।" ১।১০।৪

তিনি (উষস্তি) [কতকটা কল্মাষ] ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট [কল্মাষ] জায়ার জন্য আনয়ন করিলেন। পূর্বেই [জায়ার] সুভিক্ষা হইয়াছিল. তিনি তাহা (অবশিষ্ট কল্মাষ) গ্রহণ করিয়া করিয়া রাখিয়া দিলেন। ১।১০।৫

[পরদিন] তিনি (উষস্তি) প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া বলিলেন "হায়! যদি কিছু অন্ন পাইতাম তবে কিছু ধন লাভ করিতে পারিতাম। ঐ রাজা যজ্ঞ করিবেন। তিনি আমাকে সকল ঋত্বিক্ কর্মের জন্য বরণ করিতেন।" ১।১০।৬

[তাঁহার] জায়া তাঁহাকে বলিলেন "পতি, এই কল্মষগুলি আছে।" তিনি তাহা খাইয়া আরব্ধ যজ্ঞে গমন করিলেন। ১।১০।৭

তিনি (উষস্তি) সেখানে (যজ্ঞস্থলে) স্তোত্র পাঠকারী উদ্‌গাতাদের নিকট উপবেশন করিলেন। তিনি প্রস্তোতা[৪]কে বলিলেন "হে প্রস্তোতা, যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত[৫] তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব গান কর তবে তোমার শির নিপতিত হইবে[৬]।" ১ ১০।৮-৯

এইরূপেই তিনি উদ্‌গাতাকে বলিলেন "হে উদ্‌গাতা, উদ্‌গীথে যে দেবতা অনুগত, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্‌গান কর, তবে তোমার মূর্ধা নিপতিত হইবে[৬]"। ১।১০।১০

এই রূপেই তিনি প্রতিহার[৭]-গায়ককে বলিলেন "হে প্রতিহার-গায়ক, যে দেবতা প্রতিহারে অনুগত তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার গান কর, তবে তোমার মুর্ধা নিপতিত হইবে[৬]।" ১।১০।১১

ইহা প্রথম অধ্যায়ের দশম খণ্ড

(৩) ইভ্যগ্রামে—হস্তিপক (মাহুত) গ্রামে—শ ও র।

(৪) প্রস্তোতা—প্রস্তাব সামবেদের একটি ভক্তি (=অংশ) যেমন উদ্‌গীথ এক ভক্তি। যিনি প্রস্তাব গান করেন তিনি প্রস্তোতা।

(৫) যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত—প্রস্তাবে স্তুত দেবতা—র; যে দেবতা প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত—ঝা ও হি।

(৬) ভাবার্থ—যিনি শুধু কর্ম করিতেই জানেন, কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তিনি কর্মতত্ত্ব-জ্ঞানীর সম্মুখে তাঁহার বিনা অনুমতিতে কর্ম করিতে পারেন না। যদি তিনি করেন, এবং কর্মতত্ত্বজ্ঞ যদি তাহাকে অভিশাপ দেন 'তোমার মূর্ধা নিপতিত হউক', তবে তাঁহার মূর্ধা নিপতিত হইবে—শ। শংকর আরও বলেন বৈদিক কর্মতত্ত্বজ্ঞানহীনের কর্ম দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, কিন্তু মোক্ষ লাভ হয় না।

(৭) প্রতিহার—প্রস্তাব ও উদ্গীথের ন্যায় সামবেদের ভক্তি বিশেষ।

প্রথম অধ্যায়—দশম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—একাদশ খণ্ড
উষস্তির উপাখ্যান (২)
প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ভক্তির দেবতা

অনন্তর যজমান তাঁহাকে (উষস্তিকে) বলিলেন "আমি ভগবান্‌কে জানিতে ইচ্ছা করি।" [উষস্তি] বলিলেন "আমি চাক্রায়ণ উষস্তি।" ১।১১।১

তিনি (যজমান) বলিলেন "এই সকল ঋত্বিক্ কর্মের জন্য আমি ভগবান্‌কেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। ভগবান্‌কে না পাইয়া অন্য সকলকে বরণ করিয়াছি। ১।১১।২

"ভগবান্ আমার সকল ঋত্বিক্ কর্মের জন্য [ব্রতী হউন]।" উষস্তি বলিলেন "তাহাই হউক। তাহা হইলে এখন ইঁহারাই আমার অনুমতি অনুযায়ী স্তুতি গান করুন। ইহাদের যে পরিমাণ ধন দিবেন, আমাকেও সেই পরিমাণ দিবেন।" যজমান বলিলেন "তাহাই হউক।" ১।১১।৩

অনন্তর প্রস্তোতা ইঁহার (উষস্তির) নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন "ভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন 'হে প্রস্তোতা, যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব গান কর তবে তোমার মূর্ধা নিপতিত হইবে।' সেই দেবতা কে?" ১।১১।৪

তিনি (উষস্তি) বলিলেন "প্রাণ[১] [সেই দেবতা], সর্বভূত এই প্রাণে

(১) প্রাণ—পরমাত্মা—র ও আ। বিষ্ণু তিনি প্রাণের অন্তরে আছেন; প্রস্তাব অর্থ সৃষ্টিকর্ম বা সৃষ্টিত্ব—ম।

বিলীন হয়[২], এবং প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়[২]। সেই এই দেবতা (প্রাণ) প্রস্তাবে অনুগত। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব গান করিতে, আমার উক্তি অনুযায়ী তোমার মূর্ধা নিপতিত হইত।" ১।১১।৫

অনন্তর উদ্গাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "ভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন 'হে উদ্গাতা, যে দেবতা উদ্গীথে অনুগত, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্গান কর, তবে তোমার মূর্ধা নিপতিত হইবে'। সেই দেবতা কে?" ১।১১।৬

[উষস্তি] বলিলেন "আদিত্য[৩] [সেই দেবতা]। এই সর্বভূতই উচ্চস্থ [ঊর্ধ্বস্থ] আদিত্যের গান (স্তব) করে। সেই এই দেবতা (আদিত্য) উদ্গীথে অনুগত। তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি উদ্গান করিতে, তবে আমার উক্তি অনুযায়ী তোমার মূর্ধা নিপতিত হইত।" ১।১১।৭

অনন্তর প্রতিহার-গায়ক, তাঁহার (উষস্তির) নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "ভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন 'হে প্রতিহার গায়ক, যে দেবতা প্রতিহারে অনুগত তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার গান কর, তবে তোমার মূর্ধা নিপতিত হইবে।' সে দেবতা কে?" ১।১১।৮

(উষস্তি) বলিলেন "অন্ন[৪] [সেই দেবতা]। সর্বভূত অন্ন আপনার জন্য আহরণ করিয়াই জীবিত থাকে, সেই দেবতা (অন্ন) প্রতিহারে অনুগত

(২) প্রাণে বিলীন হয়—প্রলয়কালে সর্বভূত প্রাণে লীন হয় এবং সৃষ্টির সময়ে প্রাণ হইতেই উত্থিত হয়—শ ও র।

(৩) আদিত্য—উদ্গীথে উপাস্য আদিত্য—র। (ষষ্ঠ খণ্ডে এবং ১।৭।৫, ১।৭।৭ ও ১।৯।২ কণ্ডিকায় তাঁহার কথা বলা হইয়াছে)। মধ্ব বলেন বিষ্ণু আদিত্যে আছেন সেই বিষ্ণুই প্রকৃত উদ্গীথ। তিনি পুরুষোত্তম, তিনিই সকল গান শ্রবণ করেন তিনি গানের ঈশ্বর। প্রাণ প্রস্তাবের দেবতা কারণ 'প্র' শব্দে উভয়েই আছে, সেই রূপ উচ্চ (=উৎ+চ) আদিত্যে এবং উৎ-গীথে 'উৎ' শব্দে উভয়ে আছে সেইজন্য আদিত্য উদ্গীথের দেবতা—শ ও র।

(৪) মধ্ব বলেন বিষ্ণুই অন্নরূপে অবস্থান করেন। প্রতিহার এবং অন্ন প্রতি আহরিত হয় বলিয়া অন্ন প্রতিহারের দেবতা—শ ও র।

তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতিহার গান করিতে আমার উক্তি অনুযায়ী তোমার মূর্ধা নিপতিত হইত।" ১।১১।৯

ইহা প্রথম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ড।

(৫) শংকর বলেন এই দুই খণ্ডের উপদেশ এই—প্রস্তাব, উদ্গীথ ও প্রতিহারকে যথাক্রমে প্রাণ, আদিত্য ও অন্নরূপে উপাসনা করিবে।

প্রথম অধ্যায় একাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

শৌব উদ্গীথ

অতঃপর শৌব[১] উদ্গীথ [কথিত হইতেছে] দাল্ভ্য বক, (নামান্তর) মৈত্রেয় গ্লাব[২] বেদ অধ্যয়নের জন্য [গ্রামের বাহিরে] গমন করিয়াছিলেন। ১।১২।১

তাঁহার নিকট এক শ্বেতবর্ণ কুক্কুর প্রাদুর্ভূত হইল। অপর কতকগুলি কুক্কুরও তাঁহার (শ্বেতবর্ণ কুক্কুরের) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "ভগবান্ আমাদের অন্নের জন্য [উদ্] গান করুন, আমরা ভোজন করিতে ইচ্ছা করি (অর্থাৎ আমরা ক্ষুধার্ত)[৩]।" ১।১২।২

[সেই শ্বেতবর্ণ কুক্কুর] তাহাদিগকে বলিল "এই স্থানেই প্রাতঃকালে আমার নিকট তোমরা সমাগত হইও।" দাল্ভ্য বক (নামান্তর) মৈত্রেয় গ্লাব সেখানে তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। ১।১২।৩

বহিষ্পবমান [স্তোত্র দ্বারা] স্তুতি করিবার সময় স্তবকারীরা (অর্থাৎ অধ্বর্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, উদ্গাতা, ও ব্রহ্মা এই পঞ্চ পুরোহিত ও

(১) শৌব উদ্গীথ—কুক্কুর দ্বারা দৃষ্ট উদ্গীথ—শ।

(২) দাল্ভ্য বক ও মৈত্রেয় গ্লাব—ক্ষেত্রজ পুত্র উভয় গোত্র নামে পরিচিত হয় বলিয়া দুই নাম—শ. দু।

(৩) ভাবার্থ—বকের বেদাধ্যয়নে সন্তুষ্ট হইয়া কোন দেবতা বা ঋষি বকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য শ্বেত কুক্কুর রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (অন্য কুক্কুরগুলি সাঙ্গোপাঙ্গ দেবতা বা ঋষি); অথবা বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অনুগত এবং প্রাণের সহাযোই ভোগ্য গ্রহণ করে, বকের বেদাধ্যয়নে পরিতুষ্ট হইয়া প্রাণ শ্বেত কুক্কুর রূপে এবং ইন্দ্রিয়গণ অন্য কুক্কুর রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—শ। ঋষি শ্বেত কুক্কুর রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—র। (প্রাণ-) বায়ু কুক্কুর রূপে অবির্ভূত হইয়াছিলেন—ম।

যজমান) যেরূপ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া (কচ্ছ ধারণ করিয়া-গ) পরিভ্রমণ করেন, সেইরূপ কুকুরগণ [একের মুখ দ্বারা অন্যের লাঙ্গুল ধরিয়া] পরিভ্রমণ করিয়াছিল। [অতঃপর] তাহারা একত্রে উপবেশন করিয়া 'হিং' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল[৪]। ১।১২।৪

[হিংকারের স্বরূপ]—ওম্, অদন (ভোজন) করিব, ওম্, পান করিব। ওম্ দেব, বরুণ, প্রজাপতি ও সবিতা[৪] অন্ন আহরণ করুন[৫]। হে অন্নপতে অন্ন আহরণ করুন, আহরণ করুন।[৬,৭] ১।১২।৫-৭

ইহা প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ড।

(৪) শংকর বলেন এক আদিত্যই দ্যুতিমান্ বলিয়া দেব, বর্ষণ করেন বলিয়া বরুণ, প্রজা পালন করেন বলিয়া প্রজাপতি, জগৎ প্রসব করেন বলিয়া সবিতা। সেই আদিত্যই পর্যায়ক্রমে দেব, বরুণ, প্রজাপতি ও সবিতা বলিয়া বিবৃত—শ ও র।

(৫) এখানে হিংকারের স্বরূপ বর্ণনা শেষ—শ ও আ। হিংশব্দকে হিংকার বলা হয়।

(৬) ১।১২।৫ মূলে স্বরগত প্রভেদ জ্ঞাপনের জন্য ২, ৩ অঙ্ক আছে, এখানে তাহা দেওয়া হয় নাই।

(৭) রাধাকৃষ্ণন বলেন 'অন্তরের আধ্যাত্মিক জীবনের স্বার্থে, এই খণ্ড যজ্ঞীয় বাহ্য আচার-বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক প্রতিবাদ।'

প্রথম অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(স্তোভ[১]-অক্ষর সমূহের উপাসনা)

এই লোক (পৃথিবী) 'হাউ'কার, বায়ু 'হাই'কার, চন্দ্র 'অথ'কার, আত্মা 'ইহ'কার এবং অগ্নি 'ঈ'কার[২]। ১।১৩।১

(১) স্তোভ—ঋক্ মন্ত্র সকল সামবেদে গীত হয়; ছন্দের বা গানের জন্য ত্রয়োদশটি অর্থশূন্য শব্দ—হাউ, হাই, অথ, 'ইহ', 'ঈ', 'উ', 'এ'; 'ঔহোয়ি'. 'হিং', 'স্বর'; 'যা' 'বাক্' ও 'হুং'—সামবেদে পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্রয়োদশ অর্থশূন্য শব্দকে স্তোভ বলে—আ। যেমন সংস্কৃত শ্লোকে চ, বৈ, তু, হি, ইত্যাদি অর্থহীন শব্দ পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, স্তোভগুলিও সেইরূপ ছিল। এখানে তাহাদের নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আনন্দগিরি আরও বলেন যে এই শব্দগুলি যে যে দেবতার ভক্তিতে আছে বা যে যে দেবতার সহিত এই শব্দগুলির সাদৃশ্য আছে, এই স্তোভগুলিতে সেই সেই দেবতার দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আদিত্য 'উ'কার, নিহব 'এ'কার, বিশ্বদেবগণ 'ঔহোয়ি'কার, প্রজাপতি হিংকার, প্রাণ 'স্বর'-কার, অন্ন 'যা'-কার, বিরাট্ বাক্-[কার][৩]। ১।১৩।২

'অনিরুক্ত'ই সঞ্চর' ত্রয়োদশ স্তোভ 'হুংকার'[৪]। ১।১৩।৩

যিনি সামের স্তোভ সমূহের এই উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) এই রূপে জানেন, বাক্যের যে দুগ্ধ (সার) সেই দুগ্ধকে বাক্ তাহার জন্য দোহন করেন। তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন। ১।১৩।৪

ইহা প্রথম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ড

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ব্রাহ্মণে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

(২) হাউকার অর্থ 'হাউ' কার অর্থ 'হাউ' শব্দ=syllable 'হাউ'—ঝা ও রা। (কার=শব্দ বা syllable)। (i) 'হাউ' কার অর্থাৎ 'হাউ' শব্দটি রথন্তর সামে আছে। রথন্তর অর্থ পৃথিবী; সুতরাং 'হাউ'কারে পৃথিবী দৃষ্টি করিবে অর্থাৎ হাউ-কার এই পৃথিবী এইরূপে উপাসনা করিবে। (ii) 'হাই'কার বামদেব্য (বায়ু ও জলের সম্মেলন) সামে আছে, সুতরাং ইহা বায়ু দৃষ্টিতে উপাসনা করিবে। (iii) 'অথ'কার—চন্দ্র অন্নস্বরূপ ও স্থিতিকারক সুতরাং অন্নের 'অ' ও স্থিতি র 'থ' লইয়া অথ। সুতরাং চন্দ্র 'অথ' দৃষ্টিতে উপাস্য। (iv) আত্মা 'ইহ' দৃষ্টিতে উপাস্য। (v) যে সকল সামে 'ঈ' কার আছে তাহারা অগ্নিসম্বন্ধীয় সুতরাং 'ঈ' অগ্নি দৃষ্টিতে উপাস্য—শ।

(৩) (i) 'উ' আদিত্য উর্ধ্বে অবস্থিত সুতরাং 'উ'তে আদিত্য দৃষ্টি করিবে।

(ii) নিহব অর্থ আহ্বান, আহ্বানে 'এহি' (=এস) বলা হয়, সুতরাং 'এ'তে নিহব দৃষ্টি করিবে।

(iii) ঔহোয়ি—শব্দ বিশ্বদেব সামে আছে, সুতরাং তাহাতে বিশ্বদেবগণ দৃষ্টি করিবে।

(iv) হিংকার—প্রজাপতি অনির্বাচ্য (=indefinable) হিং শব্দও অব্যক্ত (=indistinct—ঝা), সুতরাং হিংকারে প্রজাপতি দৃষ্টি করিবে।

(v) প্রাণই স্বরের উচ্চারণের হেতু সেইজন্য স্বরে প্রাণ দৃষ্টি করিবে।

(vi) অন্নের সহায়তাই লোক যাতি (=যায়), সেইজন্য 'যা' তে অন্নদৃষ্টি করিবে।

(vii) বিরাটের সামে 'বাক্' স্তোভটি আছে, সুতরাং বাকে বিরাট্ দৃষ্টি করিবে।

(৪) (i) অনিরুক্ত—undefined—ঝা ও রা। অব্যক্ত যাহা 'ইহা' বা 'উহা' বলিয়া নির্দেশ করা যায় না—শ; কারণাত্মা অব্যক্ত বলিয়া অনিরুক্ত। তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া অনিরুক্ত—র। সঞ্চর—indefinite—ঝা; variable—রা; দোলায়িত—র; [অবস্থানুযায়ী] স্বরূপ যাহার—শ। অনেক প্রকার কার্যরূপে সঞ্চরিত হন বলিয়া সঞ্চর—আ।

প্রথম অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(সাধু দৃষ্টিতে সমগ্র সামোপাসনা)

সমস্ত[1] সামের উপাসনাই সাধু[2]। যাহা সাধু তাহাকে সাম বলা হয়। যাহা অসাধু তাহা অ-সাম [বলা হয়] ২।১।১

এই জন্যই যখন বলা হয় "সামের দ্বারা[3] ইহার[4] নিকট গিয়াছে" তখন [বাস্তবিক পক্ষে] "সাধুভাবে ইহার নিকট গিয়াছে" ইহাই [বলা হয়]। যখন বলা হয় "অসাম দ্বারা ইঁহার নিকট গিয়াছে", তখন [বাস্তবিক পক্ষে] "অসাধু ভাবে ইঁহার নিকট গিয়াছে" ইহাই বলা হয়[5]। ২।১।২

যখন সাধু হয়, তখন যে বলা হয় "আমাদের সাম হইয়াছে", ইহা (এই বাক্য) দ্বারা "সাধু হইয়াছে", ইহাই বলা হয়। ২।১।৩

যিনি ইহা এইরূপ জানিয়া 'সামই সাধু' বলিয়া উপাসনা করেন সাধু ধর্ম সমূহ ইঁহার নিকট শীঘ্র আগমন করে এবং ইঁহার উপভোগ্য হয়। ২।১।৪

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড।

(১) সমস্ত—সমগ্র ; সর্ব অবয়ব-বিশিষ্ট অর্থাৎ পঞ্চভক্তি বা সপ্তভক্তি যুক্ত—শ ও র। ভক্তি সামের অংশ। ভক্তি কোন স্থলে পাঁচ, কোন স্থলে সাত ভাগে বিভক্ত।

(২) সাধু—শোভন, good—রা ও ঝা। সাধুভাবে উপাসনা কর্তব্য—র।

(৩) সামের দ্বারা—শোভন অভিপ্রায়ে—শ।

(৪) ইহার—রাজার বা সামন্তের—শ।

(৫) ভাবার্থ—সামকে মঙ্গল ও ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে—রা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(পঞ্চ লোক দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা)

[পৃথিব্যাদি] লোক দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। পৃথিবী-ই হিংকার[1], অগ্নিই প্রস্তাব[2], অন্তরীক্ষ উদ্গীথ[3] আদিত্যই প্রতিহার[4],

(১) পৃথিবী দৃষ্টিতে হিংকারকে উপাসনা করিবে, কারণ উভয়েই প্রথম—শ।

(২) প্রস্তাব অর্থ আরম্ভ, অগ্নিতেই যজ্ঞাদি কর্ম আরম্ভ হয়—শ।

(৩) কারণ উভয়ই উৎ (উচ্চ)—শ।

দ্যুলোক নিধন[৫]। ইহা (পৃথিবী হইতে) ঊর্ধ্বস্থ লোক [বিষয়ে উপাসনা]। ২।২।১

অতঃপর (ঊর্ধ্ব হইতে) নিম্নদৃষ্টিতে (সামোপাসনা) - দ্যুলোকেই হিংকার[৬], আদিত্য প্রস্তাব[৭], অন্তরীক্ষ উদ্‌গীথ[৮], অগ্নি প্রতিহার[৯] এবং পৃথিবী নিধন[১০]। ২।২।২

যিনি ইহাকে (সামকে) এইরূপে জানেন, পৃথিব্যাদি লোকসমূহে পঞ্চবিধ (হিংকারাদি) সাম উপাসনা করেন, ঊর্ধ্ব হইতে নিম্ন এবং নিম্ন হইতে ঊর্ধ্ব লোক সমূহ তাঁহার নিকট [ভোগ্যরূপে] উপস্থিত হয়। ২।২।৩

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ড।

(৪) কারণ আদিত্য সকল প্রাণীর 'প্রতি' (অভিমুখে) অবস্থিত। 'প্রতি' শব্দ প্রতিহারে আছে—শ।

(৫) কারণ নিধনের পর লোক দ্যুলোকে যায়, নিধন পঞ্চম বা শেষ ভক্তি—শ।

(৬) উর্ধ্ব হইতে দ্যুলোকই প্রথম, সামের প্রথম ভক্তি হিংকার—শ।

(৭) কারণ যখন আদিত্য উদিত হন, প্রাণীদের কর্ম প্রস্তাবিত (আরম্ভ) হয়—শ।

(৮) কারণ উৎ (ঊর্ধ্বত্ব) উভয়ে আছে—শ।

(৯) কারণ অগ্নি প্রাণীদের দ্বারা প্রতিহারিত (আহরিত)—শ।

(১০) কারণ স্বর্গ হইতে আগত মানবগণ এখানে নিধন প্রাপ্ত হয়—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

বৃষ্টি দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপসনা

বৃষ্টিতে [হিংকারাদি] পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। [বৃষ্টির] পূর্বে প্রবাহিত বায়ু হিংকার[১], মেঘ জাত হয় তাহা প্রস্তাব[২], বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাহা উদ্‌গীথ[৩], বিদ্যুৎ চমকিত হয় এবং মেঘ গর্জন করে, তাহা প্রতিহার, বৃষ্টির বিরতি হওয়া, তাহা নিধন। যিনি বৃষ্টি দৃষ্টিতে [হিংকারাদি]

(১) কারণ উভয়ই প্রথম—শ।

(২) মেঘের উৎপত্তি—বৃষ্টির আরম্ভ—সুতরাং প্রস্তাব—শ।

(৩) বর্ষণ উদ্‌গীথ, কারণ উভয়ই নিজ নিজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ—শ।

পঞ্চবিধ সামকে উপসনা করেন, তাঁহার জন্য মেঘবর্ষণ হয়, [বৃষ্টির অভাব হইলে] তিনি বর্ষণ করান। ২।৩।১-২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড

(৪) কারণ বিদ্যুৎ চমকানো এবং মেঘগর্জন প্রতিহৃত হয় (অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়ে)—শ।

(৫) কারণ বৃষ্টির সমাপ্তিই নিধন—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

জল দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা

সর্বপ্রকার জলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। মেঘ যে ঘনীভূত হয়, তাহা হিংকার[১], জল যে বর্ষিত হয়, তাহা প্রস্তাব[২], [নদী] যে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় তাহা উদ্‌গীথ,[৩] [নদী] যে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা প্রতিহার[৪], সমুদ্র নিধন[৫]। ১।৪।১

যিনি ইহাকে (সামকে) এইরূপে জানিয়া পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করেন, তিনি জলে (জলমগ্ন হইয়া) [পরলোকে] প্রয়াণ করেন না, তিনি জলশালী হন। ১।৪।২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড

(১) কারণ প্রথম জল ঘনীভূত হয় সেই জন্য হিংকার—শ।

(২) কারণ, বর্ষিত জলই পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিবার প্রস্তাব (=আরম্ভ) করে—শ।

(৩) পূর্ববাহিনী নদী ও উদ্‌গীথ উভয়ই শ্রেষ্ঠ—শ।

(৪) প্রতীচ্য নদীতে এবং 'প্রতিহারে' প্রতি শব্দের সাদৃশ্য—শ।

(৫) সমুদ্র নিধন কারণ সেখানে জলের নিধন বা সমাপ্তি—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(ঋতু দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা)

ঋতুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। বসন্ত হিংকার[১], গ্রীষ্ম প্রস্তাব[২], বর্ষা উদ্‌গীথ[৩], শরৎ প্রতিহার[৪], এবং হেমন্ত নিধন[৫]। ২।৫।১

যিনি ইঁহাকে (সামকে) এইরূপে জানেন, এবং ঋতু সমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, ঋতু সমূহ তাঁহার নিকট (ভোগ্যরূপে) উপস্থিত, এবং [তিনি] ঋতুমান্[৬] হন। ২।৫।২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ড

(১) কারণ উভয়ই প্রথম—শ। বৈদিক যুগে বসন্তকালে বর্ষ আরম্ভ হইত।

(২) কারণ বর্ষা কালের জন্য গ্রীষ্ম ঋতুতে খাদ্য দ্রব্যাদি-সংগ্রহ প্রস্তাব (বা আরম্ভ) হয়—শ।

(৩) বর্ষা ঋতু ও উদ্‌গীথ উভয়ই প্রধান—শ।

(৪) শরৎকালে বহু রোগী ও মৃত ব্যক্তিকে প্রতিহরণ করা হয়—শ।

(৫) হেমন্ত (হেমন্ত ও শিশির উভয়কে হেমন্ত বলা হইয়াছে) নিধন কারণ এই সময়ে বহু প্রাণীর নিধন হয়—শ।

(৬) ঋতুমান্—বসন্তাদি ঋতুফল-ভোগ-শালী—র।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ডের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(পশু দৃষ্টিতে সামের উপাসনা)

পশুসমূহে পঞ্চাবধ সাম উপাসনা করিবে। অজ (ছাগ) সমূহ হিংকার[১], মেষসমূহ প্রস্তাব[২], গোসমূহ উদ্‌গীথ[৩], অশ্বসমূহ প্রতিহার[৪], এবং পুরুষ নিধন[৫]। ২।৬।১

যিনি ইঁহাকে (সামকে) এইরূপে জানিয়া পশুসমূহে পঞ্চবিধ সাম উপাসনা করেন, পশুসমূহ তাঁহার [ভোগ্য] হয়, তিনি পশুমান্ হয়। ২।৬।২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ড

(১) শ্রুতিতে আছে 'পশুসমূহের মধ্যে ছাগ প্রথম'। ছাগের এই প্রথমত্ব বা প্রাধান্য বলিয়া হিংকার—শ।

(২) হিংকার ও প্রস্তাবের সাহচর্যের ন্যায়, অজ ও মেষের সাহচর্য আছে বলিয়া মেষ প্রস্তাব—শ।

(৩) কারণ পশুদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, এবং সামসমূহের মধ্যে উদ্গীথ শ্রেষ্ঠ—শ।

(৪) কারণ অশ্বগণ মানুষকে প্রতিহরণ (বহন) করে বলিয়া প্রতিহার, প্রতি শব্দের সাদৃশ্য—শ।

(৫) কারণ মানুষ পশুগণের আশ্রয়—শ। কারণ মানুষ পশুগণের নিধনের কারণ—দু।

দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(ইন্দ্রিয় দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা)

প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহে পরোবরীয়[১] সামের উপাসনা করিবে। প্রাণই হিংকার[২], বাক্ প্রস্তাব[৩], চক্ষু উদ্গীথ[৪], শ্রোত্র প্রতিহার[৫], এবং মন নিধন[৬]। ইহারা পরোবরীয়। ২।৭।১

যিনি ইঁহাকে(সামকে) এইরূপে জানিয়া প্রাণ-সমূহে পরোবরীয় পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করেন, তিনি পরোবরীয় হন, এবং তিনি পরোবরীয় লোকসমূহ জয় করেন। ২।৭।২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ড।

(১) পরোবরীয়—পরঃ+বরীয় অথবা পর+উ+বরীয়—most excellent—রা ও হি; noble and venerable—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ—র। পর+উ+বরীয় পর+উ (=উৎকর্ষ বাচক)। যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ—তিনি পরোবর। যিনি তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি পরোবরীয়—ম (Higher than the highest)। উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট—শ।

(২) প্রাণ=ঘ্রাণেন্দ্রিয়—শ; breath—রা ও হি; respiration—ডাঃ রাজেন্দ্র লাল। প্রাণ—উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রাণ প্রথম বলিয়া হিংকার।

(৩) কারণ বাক্ দ্বারাই সমস্ত কর্মের প্রস্তাব বা আরম্ভ হয়। সুতরাং বাক্ প্রস্তাব। প্রাণ অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ, কারণ ঘ্রাণ শুধু প্রাপ্ত গন্ধের গ্রাহক, কিন্তু বাক্ অপ্রাপ্ত বিষয় সম্বন্ধেও বলে—শ।

(৪) চক্ষু ও উদ্গীথ উভয়েই শ্রেষ্ঠ বলিয়া চক্ষু উদ্গীথ। চক্ষু বাক্ হইতে শ্রেষ্ঠ কারণ চক্ষু শব্দাতিরিক্ত বিষয় দর্শন করে—শ।

(৫) কারণ অপ্রিয় বাক্য হইতে শ্রোত্র প্রতিহরণ (turn away) করে। প্রতিশব্দের সাদৃশ্য বশতঃ শ্রোত্র প্রতিহার। শ্রোত্র চক্ষু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ চক্ষু এক দিকে দেখে, শ্রোত্র সর্বদিকে শ্রবণ করে—শ।

(৬) কারণ সর্ব-ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বিষয়সমূহ মনে 'নিধীয়ন্তে'-নিহিত হয়, সুতরাং মন নিধন। মন শ্রোত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ সর্ব-ইন্দ্রিয় দ্বারা আহরিত বিষয় সমূহ ব্যাপিয়া থাকে এবং অতীন্দ্রিয় বিষয় ও মনের গোচর হয়—শ।

মূলে 'পরোবরীয়' সামের কথা বলা হইয়াছে, প্রাণের বা ইন্দ্রিয় সমূহের কথা বলা হয় নাই। এবং ইন্দ্রিয়গণ যদি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হয়, তবে হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন, উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হইত। কিন্তু উদ্গীথ শ্রেষ্ঠ একথা শংকর স্বীকার করিয়াছেন এবং উপনিষদে স্বীকৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

বাক্ দৃষ্টিতে সপ্তবিধ সামের উপাসনা

অনন্তর সপ্তবিধ [সামের উপাসনা]—বাকে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে[১]। বাক্যে যাহা কিছু 'হুম্' [এই প্রকার উচ্চারণ], তাহা হিংকার, যাহা 'প্র' [-শব্দযুক্ত] তাহা প্রস্তাব, যাহা 'আ' [-শব্দযুক্ত] তাহা আদি, যাহা উৎ [-শব্দযুক্ত] তাহা উদ্গীথ, যাহা 'উপ' [-শব্দযুক্ত] তাহা উপদ্রব, যাহা 'নি' [শব্দ-যুক্ত] তাহা নিধন[২]। ২।৮।১-২

যিনি ইঁহাকে (সামকে) এইরূপে জানিয়া বাকে সপ্তবিধ সাম উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য বাকের যে দুগ্ধ, বাক্ সেই দুগ্ধ দোহন করেন, তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন। ২।৮।৩

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ড

(১) বাক্ দৃষ্টিতে সপ্তবিধ সাম উপাসনা করিবে—শ।

(২) সাদৃশ্যগুলি সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় অধ্যায় —অষ্টম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—নবম খণ্ড

(আদিত্য)

অনন্তর ঐ আদিত্যে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। সর্বদাই 'সম' (একরূপ) সেই জন্য আদিত্য সাম। সকলেই মনে করেন [আদিত্য] 'আমার অভিমুখে' 'আমার অভিমুখে'। তিনি সকলের প্রতি সম, সেই জন্য (তিনি) সাম। ২।৯।১

এই সর্বভূত তাঁহাতে (আদিত্যতে) অনুগত জানিবে। উদয়ের পূর্বে তাঁহার যে রূপ তাহা হিংকার, পশুগণ ইঁহার সেইরূপে অনুগত, সেই জন্য

তাহারা [আদিত্যের উদয়ের পূর্বে] হিং (শব্দ) করে, কারণ ইহারা এই সামের হিংকার (-অংশের) ভাগী। ২।৯।২

অতঃপর, প্রথম উদয়ের পর [আদিত্যের] যাহা (যেরূপ) তাহা প্রস্তাব। মনুষ্যগণ ইঁহার তাহার (সেই রূপের) অনুগত, সেই জন্য তাহারা স্তুতি ও প্রশংসা কামনা করে, কারণ তাহারা (মানুষেরা) এই সামের প্রস্তাব (-অংশের) ভাগী। ২।৯।৩

অতঃপর সংগব[৩] বেলায় যাহা (আদিত্যের যেরূপ) তাহাই 'আদি', পক্ষিগণ ইঁহার তাহার (সেই রূপের) অনুগত। তাহারা এই সামের 'আদি'[৪] (-অংশের) ভাগী, সেই জন্য তাহারা (পক্ষিগণ) অবলম্বনহীন হইয়া নিজ আত্মা[৪] (দেহ)কে অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়া অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করে। ২।৯।৪

অতঃপর ঠিক মধ্যাহ্নসময়ে যাহা (আদিত্যের যে রূপ) তাহাই উদ্‌গীথ। দেবগণ ইঁহার (আদিত্যের) তাহার (সেই উদ্‌গীথ রূপের) অনুগত[৫]। যে হেতু [দেবগণ] এই সামের উদ্‌গীথ [অংশ] ভাগী সেই জন্য তাঁহারা প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে 'সৎ-তম'[৬]। ২।৯।৫

অতঃপর মধ্যাহ্নের পর ও অপরাহ্নের পূর্বে, যাহা (আদিত্যের যেরূপ) তাহাই প্রতিহার। গর্ভ (গর্ভস্থ সন্তান) সমূহ ইঁহার (আদিত্যের) তাহার (প্রতিহার রূপের) অনুগত। যে হেতু ইহারা এই সামের প্রতিহার[৭] [অংশের] ভাগী, সেই জন্য তাহারা (গর্ভস্থ সন্তানসমূহ) প্রতিহৃত[৭] (ঊর্ধ্বে ধৃত) এবং নিম্নে পতিত হয় না। ২।৯।৬

অতঃপর অপরাহ্নের পরে এবং অস্তগমনের পূর্বে যাহা (আদিত্যের যে রূপ) তাহাই উপদ্রব[৮]। অরণ্যবাসী [পশুগণ] ইহার (আদিত্যের)

(৩) গবাং=রশ্মি সমূহের, সংগমন=ইতঃস্তত প্রসারণ যে বেলায় হয়, অথবা গো সহিত বৎস সমূহ যখন গমন করে সেই বেলা হইতেছে সঙ্গব—শ।

(৪) 'আদি' ও আত্মার শব্দদ্বয়ে 'আ' অক্ষরে সাদৃশ্য হেতু—শ।

(৫) আদিত্য ঠিক মধ্যাহ্নে সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় এবং দেবগণও জ্যোতির্ময় এই সাদৃশ্য—শ।

(৬) সৎতম = বিশিষ্টতম—শ; best—রা।

(৭) (গর্ভ) প্রতিহৃত এবং প্রতিহারে 'প্রতি' শব্দের সাদৃশ্য আছে—শ।

তাহার (উপদ্রবরূপের) অনুগত। যে হেতু [পশুগণ] এই সামের উপদ্রব [অংশের]ভাগী, সেই জন্য তাহারা মনুষ্যকে দর্শন করিলে, অরণ্যে বা গর্তে উপদ্রবণ (দ্রুতগমন) করে। ২।৯।৭

অতঃপর, প্রথম অস্তগমনে যাহা (আদিত্যের যে রূপ) তাহাই নিধন[১০]। পিতৃগণ ইঁহার (আদিত্যের) তাহার (এই নিধন রূপের) অনুগত। যে হেতু [পিতৃগণ] এই সামের নিধন [অংশের] ভাগী, সেই জন্য [পিণ্ড-সমূহকে কুশে] 'নিদধন'[১০] (স্থাপন) করে।

[এইরূপে] আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করা হয়। ২।৯।৮

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় নবম খণ্ড

(৮) উপদ্রব ও উপদ্রবণ শব্দের মধ্যে 'উপ' শব্দের সাদৃশ্য—শ।
(৯) শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন
(১০) নিধন ও নিদধন শব্দের সাদৃশ্য আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় নবম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দশম খণ্ড
আত্মসম্মিত ও অতিমৃত্যু সাম

অতঃপর আত্মসম্মিত[১] ও অতিমৃত্যু (মৃত্যু অতিক্রমকারী)[২] সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। হিংকার শব্দ তিন অক্ষর [-যুক্ত] প্রস্তাব ও তিন অক্ষর [-যুক্ত] সুতরাং উভয়ে সমান। ২।১০।১

'আদি' [শব্দ] দুই অক্ষর যুক্ত এবং প্রতিহার [শব্দ] চারি অক্ষর যুক্ত। উহা (প্রতিহার) হইতে একটি (অক্ষর) ইহাতে ('আদি' শব্দে যুক্ত করিলে), [উভয়ই] সমান। ২।১০।২

(১) মূলে 'আত্মসম্মিত' শব্দই আছে=নিজের অবয়বের তুল্য পরিমাণ অথবা পরমাত্মাসদৃশ—শ; uniform in itself—রা; self-measured—ঝা। যাহার সম কেহ নাই, যিনি সর্ব প্রকারে সম, তিনি আত্ম-সম্মিত অর্থাৎ বিষ্ণু—ম।

(২) মূলে আছে অতিমৃত্যু—মৃত্যুজয় হেতু—শ। তিনি মৃত্যুর অতীতে সুতরাং অতিমৃত্যু—ম। ভাবটি এই—'আত্মজ্ঞানে যেরূপ মৃত্যু নিবারিত হয়, সেইরূপ উপাসনার ফলে মৃত্যু-জয় হয়। দিবা ও রাত্রিরূপ কালে আবর্তন দ্বারা জগতের বিনাশ করেন বলিয়া আদিত্যকে মৃত্যু বলা হইয়াছে—শ ও র।

'উদ্‌গীথ' তিন অক্ষর যুক্ত উপদ্রব [শব্দ] চারি অক্ষর-যুক্ত, তিন [অক্ষর] দ্বারা তিন অক্ষর দ্বারা [উভয়ে] সমান হয়। একটি অক্ষর অবশি থাকে। তিন-অক্ষর যুক্ত বলিয়া [উভয়ে] সমান হইল। ২।১০।৩

'নিধন' [শব্দ] তিন-অক্ষর-যুক্ত। তাহা (নিধন) [অপর শব্দ সমূহের] সমানই হয়। এই সকল [অক্ষর] মিলিয়া [মোট] বাইশটি অক্ষর আছে। ২।১

একুশটি [অক্ষর] দ্বারা আদিত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই লোক হইতে [গণনা করিলে] আদিত্য একবিংশ[৩] দ্বাবিংশ [অক্ষর] দ্বারা আদিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ লোক জয় করা যায়। তাহা (সেই লোক নাক (সুখপ্রদ) ও বিশোক। ২।১০।৫

যিনি ইঁহাকে (সামকে) এইরূপে জানিয়া আত্মসম্মিত ও মৃত্যু অতিক্রমকারী সপ্তবিধ সাম উপাসনা করেন, তিনি [মৃত্যুরূপী] আদিত্য জয় প্রাপ্ত হন, এবং আদিত্যজয় হইতে শ্রেষ্ঠ জয়ও প্রাপ্ত হন। ২।১০।৬

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় দশম খণ্ড

(৩) এই লোক হইতে আদিত্য একবিংশতি—বার মাস, পাঁচ (হেমন্ত ও শীতে এক) ঋতু, তিন লোক এবং আদিত্য—ইহারা একুশ, সুতরাং আদিত্য একবিংশতি—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দশম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—একাদশ খণ্ড

গায়ত্র সাম

মন হিংকার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্‌গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার, প্রাণ নিধন এই 'গায়ত্র' [নামক] সাম প্রাণ সমূহে প্রোত[১]। ২।১১।১

(১) প্রাণের প্রাধান্য বশতঃ প্রাণ দৃষ্টি দ্বারা গায়ত্রাদি সামের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপারে মন প্রথম, এবং হিংকারও প্রথম, সুতরাং মন হিংকার। তাহার পর বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, সুতরাং বাক্ প্রস্তাব। উভ শ্রেষ্ঠ বলিয়া চক্ষু উদ্‌গীথ, অপ্রিয় বাক্য শ্রোত্র দ্বারা প্রতিহৃত হয়, সুতরাং শ্রোত্র প্রতিহার। সুষুপ্তিতে সকল ইন্দ্রিয় প্রাণে বিলীন হয়, সুতরাং প্রাণ নিধন এই জন্য গায়ত্র সাম প্রাণে প্রোক্ত (=প্রতিষ্ঠিত) woven—রা)—শ। প্রাণে প্রোত

যিনি এইরূপে 'গায়ত্র' [সাম প্রাণে প্রোত জানেন, তিনি প্রাণী[২] হন, তিনি সর্বায়ু[৩] প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল[৪] জীবন লাভ করেন, প্রজা ও পশুগণ দ্বারা মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন। তাঁহার ব্রত 'মহামনা হইব'। ২।১১।২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় একাদশ খণ্ড

ইহার অর্থ এই যে প্রাণে যে হরি আছেন তাঁহাতে আশ্রিত, তাঁহা দ্বারা নিয়মিত—ম। গায়ত্র সামের হিংকারাদি ভক্তিতে মনাদি দৃষ্টি কর্তব্য। গায়ত্র সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনাদির সহিতও সম্বন্ধযুক্ত—র।

(২) প্রাণা—অবিকল ইন্দ্রিয় যাহার—শ, possessor of vital breath—রা। মধ্ব বলেন প্রাণী অর্থ ভক্ত।

(৩) সর্বায়ু—শতবর্ষায়ু—শ; মোক্ষ, কারণ মোক্ষেই আমরা অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হই—ম।

(৪) মূলে আছে জ্যোগ্ জীবতি। জ্যোগ্=উজ্জ্বল—শ, সর্বজ্ঞ হন—ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়—একাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

রথন্তর সাম

[অগ্নি-উৎপাদনের জন্য যে] অভিমন্থন (কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ) করা হয় তাহাই হিংকার, ধূম যে জাত হয়, তাহাই প্রস্তাব, [অগ্নি] যে প্রজ্বলিত হয়, তাহাই উদ্গীথ, অংগার যে [উৎপন্ন] হয়, তাহাই প্রতিহার, আর [অগ্নি]যে সম্যক্ নির্বাপিত হয়, তাহাই নিধন[১]। ২।১২।১

এই রথন্তর [সাম] অগ্নিতে প্রোক্ত[২] (-প্রতিষ্ঠিত)।

যিনি এইরূপে এই রথন্তর [সাম] অগ্নিতে প্রোত জানেন, তিনি ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ভোক্তা হন, সর্বায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন, প্রজা

(১) অভিমন্থন প্রথম বলিয়া হিংকার, পরে ধূম হয় বলিয়া প্রস্তাব, প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ সেই জন্য উদ্গীথ, সকল অংগারই প্রতিহৃত (সরান) হয় বলিয়া প্রতিহার, অগ্নির উপশম বা নির্বাণ নিধন—শ।

(২) অগ্নিতে প্রোত— সুতরাং অগ্নি দৃষ্টিতে উপাসনা করিবে—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

যিনি এইরূপে এই বৈরাজ (সাম) ঋতু সমূহে প্রোত জানেন, তিনি প্রজা পশু এবং ব্রহ্মতেজের সহিত বিরাজ করেন, সর্বায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন, প্রজা-পশু সমূহ দ্বারা মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন। ২।১৬।২

তাঁহার ব্রত ঋতুকে নিন্দা করিবে না।

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(শক্করী সাম)

পৃথিবী হিংকার, অন্তরীক্ষ প্রস্তাব, দ্যুলোক উদ্‌গীথ, দিক্ সমূহ প্রতিহার এবং সমুদ্র নিধন।

এই শক্করী [সাম পৃথিব্যাদি] লোক সমূহে প্রোত[১]। ২।১৭।১

যিনি এইরূপে শক্করী সামসমূহ লোকসমূহে প্রোত জানেন, তিনি উৎকৃষ্ট লোক-বাসী হন, সর্বায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন, প্রজাপশুগণ দ্বারা মহান্ হন। কীর্তিতে মহান্ হন।

তাঁহার ব্রত-লোক সমূহকে নিন্দা করিবেন না। ২।১৭।২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ড।

(১) লোক দৃষ্টিতে এই সামকে উপাসনা করিবে—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

;তীয় অধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(রেবতী সাম)

অজ (ছাগ) সমূহ হিংকার, মেষসমূহ প্রস্তাব, গোসমূহ উদ্‌গীথ, অশ্ব সমূহ প্রতিহার, এবং পুরুষ নিধন[১]। ২।১৮।২

এই রেবতী [সাম] সমূহ পশুসমূহে প্রোত।

যিনি এইরূপে রেবতী [সাম] সমূহ পশু সমূহে প্রোত জানেন, তিান পশুমান্ হন। সর্বায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন, তিনি

(১) ব্যাখ্যার জন্য ২।৬।১ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২) সুতরাং পশুদৃষ্টিতে এই সামকে উপাসনা করিবে—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—অষ্টদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

প্রজা ও পশু দ্বারা মহান্ হন।

তাঁহাদের ব্রত—পশু সমূহকে নিন্দা করিবে না। ২।১৮।২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় অষ্টাদশ খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়—উনবিংশ খণ্ড

(যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম)

লোম হিংকার, ত্বক্ প্রস্তাব, মাংস উদ্গীথ, অস্থি প্রতিহার এবং মজ্জা নিধন।

এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় [সাম] অংগ সমূহে প্রোত[১]। ১।১৯।১

যিনি এইরূপে যজ্ঞীয় [সাম] সমূহকে অঙ্গ সমূহে প্রোত জানেন, তিনি [সর্ব-] অঙ্গবান্ হন, তাঁহার অঙ্গে বিকল হয় না, তিনি সর্বায়ু প্রাপ্ত হন উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন, প্রজা ও পশুদ্বারা মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন।

তাঁহার ব্রত—এক বৎসর মাংস সমূহ[২] ভক্ষণ করিব না, অথবা চিরজীবন মাংস সমূহ ভক্ষণ করিব না। ১।১৯।১

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় উনবিংশ খণ্ড

(১) সুতরাং অঙ্গ দৃষ্টিতে এই সামের উপাসনা করিবে—শ।

(২) মূলে আছে 'মজ্জ' শংকর বলেন শব্দটি বহুবচনান্ত এবং মৎস্য ও মাংস উভয়ই বুঝাইতেছে। রাধাকৃষ্ণন ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ marrow (মজ্জা) বলিয়া অনুবাদ করেন। রংগরামানুজ বলেন মজ্জা বলিয়া কথিত মাংস।

দ্বিতীয় অধ্যায়—উনবিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বিংশ খণ্ড

'রাজন' সাম

অগ্নি হিংকার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্রসমূহ প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন[১]।

(১) অগ্নি প্রথম বলিয়া হিংকার, বায়ু দ্বিতীয় সুতরাং প্রস্তাব, আদিত্য শ্রেষ্ঠ সেইজন্য উদ্গীথ, নক্ষত্রগণ দিবসে প্রত্যাহৃত (=অন্যত্র নীত) সুতরাং প্রতিহার; ইষ্ট ও পূর্তকর্মিগণ মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন সুতরাং চন্দ্রমা নিধন—শা।

এই রাজন [নামক সাম] দেবতা সমূহে প্রোত। ২।২০।১

যিনি এইরূপে 'রাজন' [সাম] দেবতা সমূহে প্রোত জানেন, তিনি দেবতাদের সলোকতা[২], সমান অধিকার এবং সাযুজ্য লাভ করেন এবং সর্বায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন, প্রজা ও পশু দ্বারা মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন।

তাঁহার ব্রত—ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না। ১।২০।২

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় বিংশ খণ্ড

(২) সলোকতা—এক লোকে বাস; সাযুজ্য—সহযোগিত্ব বা একদেহিত্ব—শ.দ্রু.; complete union—রা।

দ্বিতীয় অধ্যায় বিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—একবিংশ খণ্ড

(সর্ব পদার্থে সামোপাসনা)

ত্রয়াবিদ্যা[১] হিংকার, এই তিন লোক প্রস্তাব, অগ্নি-বায়ু-আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্রসমূহ, পক্ষিগণ ও কিরণ সমূহ প্রতিহার এবং সর্পগণ, গন্ধর্বগণ ও পিতৃগণ নিধন।

এই সাম সর্ব [বস্তু]তে প্রোত। ২।২১।১

যিনি এইরূপে এই সাম সর্ব-[বস্তু]তে প্রোত জানেন, তিনি সর্ব হন[২]। ২।২১।২

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

তিন তিন করিয়া যে পঞ্চ বিভাগ[৩] আছে

তাহদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অতিরিক্ত কিছু নাই। ২।২১।৩

যিনি তাহা (সর্বাত্মক সামকে) জানেন, তিনি সমস্তই জানেন, সকল দিক্ সমূহ তাঁহাকে 'বলি' আনয়ন করে। 'আমি সর্ব' এইরূপে তিনি উপাসনা করিবেন তাহাই [তাঁহার] ব্রত, তাহাই ব্রত। ২।২১।৪

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় একবিংশ খণ্ড

(১) ত্রয়ী বিদ্যা (=ঋক্, সাম, ও যজুঃ বেদ) সমস্ত কর্তব্য কর্মের প্রথম বলিয়া হিংকার, লোকত্রয় (=পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক) সৃষ্টির বা কর্মের পরিণাম সুতরাং প্রস্তাব, অগ্নিবায়ুআদিত্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া উদ্গীথ, নক্ষত্রাদি প্রত্যাহৃত হয় বলিয়া প্রতিহার; নিধনের 'ধ' বর্ণের সহিত সর্পাদির আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাঁহারা নিধন—শ। সর্প ও গন্ধর্বগণ নিধনের কারণ নিধন প্রাপ্ত মানুষ পিতৃলোকে গমন করেন, সুতরাং তাহারা নিধন এই অর্থও হইতে পারে।

(২) মূলে আছে - সর্বং হ ভবতি। সর্বেশ্বর হন—শ; সকল কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন—র।

(৩) ত্রয়ী বিদ্যা, তিন লোক, অগ্নিবায়ু আদিত্য প্রভৃতি পাঁচটি বিভাগেই তিনটি তিনটি আছে—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায় একবিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

(সামের বিবিধ স্বর)

শংকরের মতানুযায়ী অনুবাদ—

*সামসম্বন্ধী, উচ্চনাদ-বিশিষ্ট[১], পশুগণের হিতকর অগ্নি (দেবতা)র উদ্‌গীথকে আমি বরণ করি। প্রজাপতির (উদ্‌গীথ) অনিরুক্ত[২] (অস্পষ্ট), সোমের (সোম দেবতার) [উদ্‌গীথ] নিরুক্ত (স্পষ্ট)। বায়ুর [উদ্‌গীথ] মৃদু ও কোমল, ইন্দ্রের [উদ্‌গীথ] কোমল ও বলবান্[৩] বৃহস্পতির [উদ্‌গীথ] ক্রৌঞ্চ পক্ষীর কূজন-সদৃশ, বরুণের [উদ্‌গীথ] ভগ্ন কাংসের ন্যায়।

রংগরামানুজের মতানুযায়ী অনুবাদ—

পশুগণের হিতকর, সামসম্বন্ধী, বিশেষ-স্বর-বিশিষ্ট[১] [উদ্‌গীথ] আমি বরণ করি। অগ্নির উদ্‌গীথ অনিরুক্ত[২] (অস্পষ্ট); প্রজাপতির [উদ্‌গীথ] নিরুক্ত (স্পষ্ট), সোমের [উদ্‌গীথ] মৃদু, বায়ুর [উদ্‌গীথ] কোমল—(অপরাংশ শংকরের মতানুযায়ী অনুবাদের ন্যায়)।

সকল স্বরেরই সেবা করিবে, কেবল বরুণের সকল স্বরই বর্জন করিবে। ২।২২।১

'দেবগণের জন্য যেন, গানের দ্বারা অমৃতত্ব সাধন (লাভ) করি', ইহা [মনে করিয়া] গান করিবে। 'পিতৃগণের জন্য স্বধা[৪], মানুষদের জন্য

(১) মূলে আছে বিনর্দি—বিশিষ্ট নর্দ (স্বর) বিশিষ্ট—শ ও র। অথবা বৃষের ন্যায় স্বর—শ; high sounding—রা।

(২) অনিরুক্ত—অস্পষ্ট—র, undefined—রা; indistinct—হি। অমুকের ন্যায়, এইরূপ বিশেষণ যুক্ত করিয়া যাহাকে বলা যায় না, প্রজাপতি নিজেও অনিরুক্ত (বিশেষরূপবিহীন—দু) বলিয়া তাঁহার উদ্‌গীথও অনিরুক্ত—শ।

(৩) মূলে আছে 'বলবৎ'=প্রযত্নসাধ্য—শ ও র; Strong—রা।

* এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সুতরাং শংকর ও রংগরামানুজের মতানুযায়ী দুইটি অনুবাদ দেওয়া হইল।

আশা[৫], পশুগণের জন্য তৃণ ও উদক, যজমানের জন্য স্বর্গলোক, নিজের জন্য অন্ন, গানের দ্বারা যেন লাভ করি' মনে এইরূপ ধ্যান করিয়া অপ্রমত্তভাবে[৬] স্তব করিবে। ২।২২।২

সকল স্বরবর্ণ ইন্দ্রের[৭] আত্মা[৮] (দেহবয়বস্থানীয়) সকল উষ্মবর্ণ প্রজাপতির[৯] আত্মা, সকল স্পর্শ বর্ণ মৃত্যুর আত্মা। যদি কেহ [উদ্‌গাতার] স্বরবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে নিন্দা করেন, তবে তিনি (উদ্‌গাতা) ইহাকে বলিবেন "আমি [স্বরবর্ণ-উচ্চারণ-কালে] ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনিই তোমাকে প্রত্যুত্তর দিবেন।" ২।২২।৩

আর যদি উষ্মবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে নিন্দা করেন, তবে তিনি (উদ্‌গাতা) তাঁহাকে বলিলেন "আমি [উষ্মবর্ণ-উচ্চারণকালে] প্রজাপতির শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে সংচূর্ণ করিবেন।

আর যদি কেহ স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে নিন্দা করেন, তবে তিনি তাঁহাকে বলিবেন "আমি [স্পর্শবর্ণ উচ্চারণকালে] মৃত্যুর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম তিনি তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন।" ২।২২।৪

সকল স্বরবর্ণ 'ঘোষবান্' ও 'বলবান্' ভাবে বলিবে[১০] [এবং চিন্তা করিবে] আমি ইন্দ্রে (প্রাণে) বল বিধান করি।"

সকল উষ্মবর্ণকে অগ্রস্ত, অনিরস্ত ও বিবৃতভাব বলিবে[১১] [এবং চিন্তা করিবে] "আমি প্রজাপতিকে আত্মা সমর্পণ করিতেছি।"

(৪) স্বধা—স্বধা উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণকে পিণ্ডাদি দেওয়া হয়। স্বধা শব্দ দ্বারা পিতৃগণকে দেয় বস্তু বুঝাইতেছে—গ; offerings—রা; satisfactions—ঝা।

(৫) আশা—প্রার্থনা, প্রার্থিত বস্তু=শ; hope—রা।

(৬) অপ্রমত্তভাবে—with due care—ঝা; carefully—রা। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন-বর্ণাদি যত্নের সহিত উচ্চারণ করিয়া—শ।

(৭) ইন্দ্রের—বলসাধ্য কর্মের প্রবর্তক প্রাণের—শ।

(৮) আত্মা—দেহাবয়ব স্থানীয়—শ; অবয়বতুল্য—র।

(৯) প্রজাপতি—বিরাট্ অথবা কশ্যপ—শ।

(১০) অর্থাৎ সবল ধ্বনির সহিত উচ্চারণ করিবে—দু।

(১১) অগ্রস্ত—অন্তরে অপ্রবেশিত—শ; না চিবাইয়া—গ; গ্রাস না করিয়া-মহেশচন্দ্র। অনিরস্ত—বাহিরে অপ্রক্ষিপ্ত—শ; বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া—মহেশ-চন্দ্র। বিবৃতভাবে, প্রযত্নের সহিত—শ; স্পষ্টভাবে—মহেশ চন্দ্র।

সকল স্পর্শবর্ণকে অন্য বর্ণের সহিত মিশ্রিত না করিয়া ধীরে ধীরে বলিবে, [এবং চিন্তা করিবে] "আমি মৃত্যু হইতে আত্মাকে রক্ষা করি[১২]।" ২।২২।৫

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বাবিংশ খণ্ড

(১২) দ্রষ্টব্য—পণ্ডিত দুর্গাচরণ বলেন যে প্রথম হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাবিংশ খণ্ড পর্যন্ত যে সমস্ত উপাসনা প্রদত্ত হইল যে সমস্তই কর্মাঙ্গের উপাসনা। এইরূপ উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে মানুষ সাধারণতঃ কর্মপরতন্ত্র এবং জ্ঞানদুর্বল, মানবগণের কর্মানুষ্ঠানে সহজে প্রবৃত্তি হয়, জ্ঞানের পথ জটিল ও আয়াসসাধ্য। সেইজন্য এই উপনিষৎ প্রথমতঃ কর্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি অবলম্বন পূর্ব্বক উপাসনার অবতারণা করিয়াছেন। যাহারা কর্মানুরক্ত তাঁহাদের নিকট হিংকার প্রস্তাব ইত্যাদি সাম মন্ত্রগুলি এবং অগ্নি, পৃথিবী ইত্যাদি বিশেষ পরিচিত। সেই সাম মন্ত্র গুলিতে কেবল অক্ষরময় স্তোত্রাদি দৃষ্টি না করিয়া অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকাদি বুদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইলে পর এতদপেক্ষা সমুন্নত উপাসনায়—ব্রহ্মোপসনায় ক্রমে অধিকার লাভ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

(ধর্ম্ম স্কন্ধ ব্যাহৃতি ও ওঙ্কার)

*ধর্মের[১] 'স্কন্ধ' (বিভাগ) তিনটি : প্রথম [বিভাগ]—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান[২], তপস্যাই দ্বিতীয়[৩], [নৈষ্ঠিক] ব্রহ্মচারী ও যাবজ্জীবন আচার্য-গৃহবাসী হইয়া আচার্য-গৃহে দেহ-ক্ষয় – তৃতীয়।
ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু ব্রহ্মসংস্থ[৪] [পুরুষ] অমৃতত্ব লাভ করেন। ২।২৩।১

প্রজাপতি লোক সমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্যা করিলেন। তপস্যা-বিষয়াভূত সেই লোকসমূহ হইতে [তাহাদের সারভূতা] ত্রয়ীবিদ্যা

(১) ধর্ম—duty—ঝা, রা ও হি।
(২) এই তিনটি গৃহস্থের ধর্ম ; অধ্যয়ন—ঋগ্বেদাদির অভ্যাস—শ।
(৩) তপ বা তপস্যা দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রমীর কথা বলা হইয়াছে—শ।
(৪) ব্রহ্মসংস্থ—মূলে এই শব্দই আছে—ব্রহ্ম+সম্+স্থা+ড, যিনি ব্রহ্মে সম্যক্‌-স্থিত—শ ; ব্রহ্মনিষ্ঠ—র।

* মূল মন্ত্র তিনটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৩-৭) দ্রষ্টব্য।

প্রতিভাত হইল। তিনি (প্রজাপতি) তাঁহাকে (ত্রয়ীবিদ্যাকে) উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। তপস্যায় বিষয়ীভূত তাহা (ত্রয়ী-বিদ্যা) হইতে [তাহাদের সারভূত] ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ[৫] এই অক্ষর সকল প্রতিভাত হইল। [প্রজাপতি] তাহাদের [ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ] উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। সেই তপস্যা বিষয়ীভূত (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) হইতে [তাহাদের সারভূত] ওঙ্কার প্রতিভাত হইল। যেমন পত্র নাল দ্বারা সমস্ত পত্র ব্যাপ্ত, সেইরূপ ওঙ্কার দ্বারা সকল বাক্ (শব্দ) ব্যাপ্ত, ওঙ্কারই এই সমস্ত, ওঙ্কারই এই সমস্ত (জগৎ)। ২।২৩।২-৩

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

(৫) ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতি—শ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ত্রয়োবিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন "যাহা প্রাতঃ সবন[১], [তাহা] বসুগণের, মাধ্যন্দিন সবন রুদ্রগণের, তৃতীয় সবন আদিত্যগণের এবং বিশ্বদেবগণের"[২]। তবে যজমানের লোক কোথায়? যিনি তাহা (সেই লোক লাভের উপায়) না জানেন তিনি কিরূপে [যজ্ঞাদি] করিবেন? যিনি জানেন, তিনি [যজ্ঞ] করিবেন। ২।২৪।১-২

তিনি (যজমান) প্রাতঃকালীন অনুবাক[৩] [পাঠ] আরম্ভের পূর্বে, গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিয়া বাসব (বসুগণের উদ্দেশ্যে রচিত) সাম গান করেন। ২।২৪।৩

[হে অগ্নি,] [পৃথিবী-] লোকদ্বার উন্মোচন কর আমরা রাজ্য-লাভের জন্য তোমাকে দর্শন করিব।" ২।২৪।৪

(১) সোমযাগে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সোমলতাকে স্নান করাইয়া উহা ছেঁচিয়া রস বাহির করা হয়। এবং সেই সোম-রস দ্বারা হোম করা হয়। উভয় কর্মকেই সবন বলে।—ম. উলি। সবন=extraction (রস নিষ্কাশন)—ঝা, offering (উৎসর্গ, নিবেদন)—রা। অভিধানমতে অর্ঘ, যজ্ঞ, (সোমলতা) স্নান ও রস নিষ্কাশন।

(২) বসুগণ পৃথিবীর, রুদ্রগণ অন্তরীক্ষের, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ দ্যুলোকের অধিপতি, সেইজন্য তিন সবন—শ।

অনন্তর [যজমান এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আহুতি প্রদান করেন—"পৃথিবাবাসী ও লোকবাসী[৪] অগ্নিকে নমস্কার, তুমি যজমান-আমাকে লোক প্রাপ্তি করাও। আয়ুর শেষে যজমান (আমি) যজমানের এই যে লোক এখানে যেন গমন করি, স্বাহা।" [অতঃপর] "[লোক-দ্বারের] অর্গল অপসারিত কর।" ইহা বলিয়া তিনি উত্থান করেন। বসুগণ তাঁহাকে প্রাতঃসবন [দ্বারা প্রাপ্য লোক] প্রদান করেন। ২।২৪।৫-৬

মাধ্যন্দিন সবন আরম্ভের পূর্বে [যজমান] দক্ষিণাগ্নির পশ্চাতে উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিয়া রৌদ্র (রুদ্র দেবতার) সাম গান করেন। ২।২৪।৭

"[হে অগ্নি,] লোক (-প্রাপ্তির) দ্বার উন্মোচন কর। বৈরাজ্য[৫] লাভের জন্য তোমাকে দর্শন করিব।" ২।২৪।৮

অতঃপর [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আহুতি দিবেন। "অন্তরীক্ষবাসী ও লোকবাসী বায়ুকে নমস্কার। যজমান-আমাকে তুমি লোক-প্রাপ্তি করাও। আয়ু শেষে আমি যেন যজমানের এই যে লোক এখানে গমন করি, স্বাহা!" [অতঃপর "লোক দ্বারের] অর্গল অপসারিত কর" ইহা বলিয়া তিনি উত্থান করেন।

রুদ্রগণ তাঁহাকে মাধ্যন্দিনসবন [দ্বারা প্রাপ্য লোক] প্রদান করেন। ২।২।৪।৯-১০

তৃতীয় সবন আরম্ভ করিবার পূর্বে [যজমান] আহবনীয় [অগ্নি]র পশ্চাদ্‌ভাগে উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিয়া আদিত্য ও বৈশ্বদেব সাম গান করেন। ২।২৪।১১

(৩) প্রাতঃকালীন অনুবাক—প্রাতঃকালে পঠনীয় শস্ত্র (=যে সকল ঋক্ মন্ত্র ।ত হয় না)—শ। অনুবাক—বেদের অধ্যায়, খণ্ড, অংশ বা বিভাগ—ম. উ.

(৪) পৃথিবীবাসী ও লোকবাসী—শংকর অর্থ করেন পৃথিবীলোক-বাসী। রংগ-রামানুজ ও রাধাকৃষ্ণন দুইটি ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। লোকবাসী, who lives in the world.

(৫) বৈরাজ্য—বিরাট্ পুরুষেরঅধিকার—দু।

"[হে অগ্নি,] লোক (-প্রাপ্তির) দ্বার অপাবৃত কর। স্বারাজ্য[৬] লাভের জন্য তোমাকে দর্শন করিব"—ইহা আদিত্য (সাম)। ২।২৪।১২

অনন্তর বিশ্বদেব [সাম]—"[হে অগ্নি], লোক (-প্রাপ্তির) দ্বার অপাবৃত কর। আমরা সাম্রাজ্যলাভের জন্য তোমাকে দর্শন করিব।" ২।২৫।১৩

অতঃপর [যজমান এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আহুতি দিবেন "দ্যুলোক-বাসী এবং লোকবাসী আদিত্যগণকে এবং বিশ্বদেবগণকে নমস্কার। তুমি যজমান-আমাকে লোকপ্রাপ্তি করাও। আয়ুর শেষে যজমান (আমি) যজমানের এই যে লোক এখানে যেন গমন করি, স্বাহা!" [অতঃপর "লোক দ্বারের] অর্গল অপসারিত কর" ইহা বলিয়া [যজমান উত্থান করেন। ২।২৪।১৪-১৫

আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণ তাঁহাকে তৃতীয় সবন [দ্বারা প্রাপ্য লোক] প্রদান করেন। তিনিই যজ্ঞের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন, যিনি এরূপ জানেন। ২।২৪।১৬

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্বিংশ খণ্ড

(৬) স্বারাজ্য—অন্তরীক্ষ লোকে স্বাতন্ত্র্য—দু।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(মধুবিদ্যা—ঋগ্বেদ)

ঐ আদিত্য দেবগণের মধু[১]। দ্যুলোক তাহার বক্র বংশ খণ্ড[২]। অন্তরীক্ষ মধুচক্র[৩], মরীচি(কিরণ)সমূহ পুত্র (মক্ষিকাশাবক)গণ[৪]। ৩।১।১

(১) আদিত্য বসু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া মধু অর্থাৎ মধুর ন্যায়—শ; দেবগণের আনন্দ হেতু বলিয়া মধু—র।

(২) আকাশের উর্ধ্বে দ্যুলোক অবস্থিত। আকাশের উর্ধ্বাংশ ধনুর ন্যায় বক্রাকার বলিয়া বক্রবংশখণ্ডের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বক্রবংশখণ্ডে বা বক্রস্থানে মধুকরগণ মধুচক্র রচনা করে—শ।

(৩) মধু মধুচক্রে থাকে, আদিত্য অন্তরীক্ষে আছেন, সুতরাং অন্তরীক্ষ মধুচক্র—শ।

তাঁহার যে পূর্বস্থ রশ্মিসমূহ আছে, তাহারাই ইহার মধুনাড়ী (মধু-ছিদ্র) সমূহ। ঋক্ [মন্ত্র] সমূহই মধুকর, ঋগ্বেদ [-বিহিত কর্ম]ই পুষ্প। সেই [যজ্ঞাগ্নিতে আহুত ঘৃতাদিরূপ] জলই সেই অমৃত (পুষ্পের মধু)। [মধুকরস্থানীয়] ঋক্ [মন্ত্র-] সমূহ সেই (পুষ্পরূপ) ঋগ্বেদ [-বিহিত কর্ম]কে 'অভিতপ্ত' করিয়াছিল (=করে)। অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদ [-বিহিত কর্ম] হইতে 'রস' (সার)-রূপে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়শক্তি বীর্য, ও আহার্য অন্ন জাত হইল৫। ৩।১।২-৩

তাহা (সেই রস অর্থাৎ যশ, তেজ ইত্যাদি) ক্ষরিত হইল এবং তাহাই আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় লাভ করিল। ইঁহার (আদিত্যের) এই যে রোহিত রূপ (লোহিতবর্ণ) ইহাই তাহা। ৩।১।৪

ইহা তৃতীয় অধ্যায় প্রথম খণ্ড

(৪) শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই বলেন মরীচি শব্দ দ্বারা পৃথিবী হইতে আদিত্য দ্বারা আকৃষ্ট রশ্মিস্থ জল বুঝায়। এই মরীচি বা রশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষরূপ মধু-চক্রে অবস্থিত বলিয়া মক্ষিকা-শাবক—শ ও র।

(৫) ব্যাখ্যা—যেমন মধুকর পুষ্প হইতে রস আহরণ করিয়া মধু উৎপাদন করে সেইরূপ [মধুকররূপ] ঋক্ মন্ত্রসমূহ (পুষ্পরূপ) ঋগ্বেদবিহিত কর্ম হইতে [মধুরূপ] যশ তেজ, বীর্য ইন্দ্রিয় শক্তি ও অন্ন উৎপাদন করে—শ।

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(মধুবিদ্যা—যজুর্বেদ)

আর, ইঁহার (আদিত্যের) যে দক্ষিণস্থ রশ্মিসমূহ তাহারাই ইহার (মধুচক্রের) দক্ষিণ মধুনাড়ী (মধুছিদ্র) সমূহ। যজুঃ [মন্ত্র] সমূহই মধুকর, যজুর্বেদ [বিহিতকর্ম]ই পুষ্প। সেই (যজ্ঞাগ্নিতে আহুত ঘৃতাদিরূপ) জলই অমৃত। ৩।২।১

সেই যজু [মন্ত্র] সমূহ যজুর্বেদ [-বিহিত কর্ম]কে অভিতপ্ত করে। সেই অভিতপ্ত যজুর্বেদ [বিহিত কর্ম] হইতে রস (সার) রূপে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়শক্তি, বীর্য ও আহার্য অন্ন জাত হইল। ৩।২।২

তাহা (সেইরস অর্থাৎ যশ, তেজ ইত্যাদি) ক্ষরিত হইল, তাহাই আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার (আদিত্যের) এই যে শুক্লরূপ ইহাই তাহা (যশ বীর্যদি রূপ রস)। ৩।২।৩

ইহা তৃতীয় অধ্যায়-দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(মধু বিদ্যা—সামবেদ)

আর ইহার (আদিত্যের) যে পশ্চিমস্থ রশ্মিসমূহ তাহারাই ইহার (মধুচক্রের) পশ্চিমস্থ মধুনাড়ী (ছিদ্র) সমূহ। সাম [মন্ত্র] সমূহ মধুকর, সাম বেদ [-বিহিত কর্ম]ই পুষ্প। সেই [যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি ঘৃতাদি রূপ] জলই অমৃত (পুষ্পের রস)। ৩।৩।১

সেই সাম [মন্ত্র]সমূহ এই সামবেদ [-বিহিত কর্ম]কে অভিতপ্ত করে। সেই অভিতপ্ত সামবেদ [-বিহিত কর্ম] হইতে রস রূপে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়শক্তি, বীর্য আহার্য অন্ন জাত হইল। ৩।৩।২

তাহা (যশ বীর্যাদি রূপ রস) ক্ষরিত হইল। তাহাই আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইঁহার (আদিত্যের) এই যে কৃষ্ণরূপ ইহাই তাহা (যশ বীর্যাদিরূপ রস)। ৩।৩।৩

ইহা তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(মধু বিদ্যা—অথর্ব বেদ)

আর, ইঁহার (আদিত্যের) যে উত্তরস্থ রশ্মিসমূহ তাহারাই ইহার (মধুচক্রের) উত্তরস্থ নাড়ী (ছিদ্র)সমূহ। অথর্বাঙ্গিরস (-মন্ত্র)ই মধুকর। ইতিহাস পুরাণ[১] পুষ্প, সেই (যজ্ঞাগ্নিতে আহুত ঘৃতাদিরূপ) জলই অমৃত (পুষ্পের রস)। ৩।৪।১

(১) ইতিহাস পুরাণ—অশ্বমেধ যজ্ঞ বহুদিনব্যাপী বলিয়া রাত্রিতে ইতিহাস পুরাণ শ্রবণের বিধান আছে—শ। কোন কোন যজ্ঞে মহাকাব্য ও পুরাণ পাঠ করা হয়। এই আখ্যায়িকাসমূহের কথা ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে; এবং পরে তাহারা মহাভারত ও পুরাণ সমূহে সংগৃহীত হইয়াছে—রা।

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

সেই এই অথর্বাঙ্গিরস (মন্ত্র) সমূহ এই ইতিহাস পুরাণকে অভিতপ্ত করিয়াছিল (করে)। সেই অভিতপ্ত ইতিহাস পুরাণ হইতে রসরূপে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয় শক্তি, বীর্য, ও আহার্য অন্ন জাত হইল। ৩।৪।২

তাহা (যশ বীর্যাদিরূপ রস) ক্ষরিত হইল। তাহাই আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার [আদিত্যের] এই যে গাঢ় কৃষ্ণ রূপ (বর্ণ) ইহাই তাহা। ৩।৪।৩

ইহা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

আর, ইঁহার (আদিত্যের) যে ঊর্ধ্বস্থ রশ্মিসমূহ তাহারা ঊর্ধ্বস্থ মধুনাড়ী। গুহ্য আদেশ সমূহ[১] মধুকর, ব্রহ্মাই[২] পুষ্প, সেই জলই অমৃত। ৩।৫।১

এই যে গুহ্য আদেশ সমূহ ব্রহ্ম (প্রণব)কে অভিতপ্ত করিয়াছিল (করে)। সেই অভিতপ্ত (প্রণব) হইতে রস রূপে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয় শক্তি, বীর্য ও আহার্য অন্ন জাত হইল। ৩।৫।২

তাহা (রস) ক্ষরিত হইল, এবং তাহাই আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আদিত্যের মধ্যে এই যাহা স্পন্দিতের ন্যায়, ইহাই তাহা (রস)। ৩।৫।৩

সেই ইহারা (লোহিতাদিরূপ সমূহ) সকল রসের রস (সার)। বেদ সকলই রস, তাঁহাদের (বেদ সমূহের) ইহারা (লোহিতাদি রূপ সমূহ) রস। সেই ইহারা অমৃতের অমৃত, কারণ বেদ সকল অমৃত (নিত্য), ইহারা (লোহিতাদিরূপ সমূহ) তাঁহাদের (বেদসমূহের) অমৃত[৩]। ৩।৫।৪

ইহা তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড

(১) গুহ্য আদেশসমূহ—উপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশসমূহ—র; পূর্ব্বে (২।২৪।৪ ইত্যাদিতে) উল্লিখিত লোকদ্বার-সম্বন্ধী বিধি ও উপাসনাসমূহ—শ।

(২) ব্রহ্ম=প্রণব—শ।

(৩) ভাবার্থ—বেদ লোকসমূহের রস (ছা, উ. ২।২৩।২)। আদিত্যের এই লোহিতাদি রূপ বেদসমূহের রস। বেদসমূহ অমৃত, স্তুতরাং ইহারা অমৃতের অমৃত—শ। লোকসারভূত অমৃত বেদসমূহের প্রতিপাদ্য কর্ম দ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া তাঁহারা অমৃতের অমৃত।

তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(বসুগণ)

সেই যে প্রথম (আদিত্যের লোহিত রূপ) অমৃত, তাহা বসুগণ অগ্নি-মুখ[১] দ্বারা উপভোগ করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না। এই (লোহিত রূপ) অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন। ৩।৬।১

তাঁহারা (বসুগণ) এইরূপেই প্রবেশ করেন এবং সেই রূপ হইতেই উত্থিত হন।

শংকর ও রংগরামানুজ মতে অনুবাদ এইরূপ—

তাঁহারা এইরূপ বিষয়ে কোন সময়ে উদাসীন থাকেন, এবং কোন সময়ে এইরূপকে ভোগ করিবার জন্য উৎসাহবান্ হন[২]। ৩।৬।২

যিনি এই অমৃতকে এইরূপে জানেন, তিনি বসুগণেরই একজন হইয়া অগ্নিমুখ দ্বারা এই রূপকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং সেই রূপ হইতেই উত্থিত হন।

শংকর ও রংগরামানুজ মতে শেষ বাক্যের অনুবাদ এইরূপ—

তিনি এই রূপ লক্ষ্য করিয়া উদাসীন থাকেন এবং অন্য সময়ে এই রূপকে ভোগ করিবার জন্য উৎসহবান্ হন। ৩।৬।৩

যতকাল আদিত্য পূর্ব দিক্ হইতে উদিত হইবেন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইবেন, ততকাল তিনি (সেইরূপ জ্ঞানী) বসুগণের ন্যায় আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন। ৩।৬।৪

ইহা তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড

(১) বসুগণের মধ্যে অগ্নি প্রধান বলিয়া অগ্নি-মুখ—শ।

(২) মূলে আছে—"ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি" প্রথম অনুবাদ রাধাকৃষ্ণন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ও মহেশচন্দ্রের মতানুযায়ী বাচনিক অনুবাদ দ্বিতীয়টি শংকর ও রামানুজানুযায়ী ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। শংকর বলেন 'এইরূপকে লক্ষ্য করিয়া যেন তাঁহারা বলেন 'এখন ভোগের অবসর নাই' সুতরাং উদাসীন হন যখন ভোগাবসর হয় তখন উৎসাহী হন। রংগরামানুজ বলেন 'তাঁহারা ভোগের পর উদাসীন হন, এবং আবার ভোগকাল উপস্থিত হইলে উৎসাহবান্ হন'। ডা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এই রূপ দিয়াছেন—(**when the season of enjoyment is passed) they are quieted by the sight of those rays**

and (when the season of enjoyment returneth) they are excited thereby. বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশগুলি তাঁহার ব্যাখ্যা, এবং অবশিষ্টাংশ অনুবাদ।

(৩) কেবল প্রথম শব্দ 'ত=তে' স্থানে সঃ শব্দ ব্যতীত অন্যান্য অংশ (২) ব্যাখ্যা উদ্ধৃত মূলের ন্যায়।

তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

আর এই যে দ্বিতীয় অমৃত (আদিত্যের শুক্লরূপ) তাহা রুদ্রগণ ইন্দ্রমুখ দ্বারা উপভোগ করেন। দেবগণ ভোজন ও করেন না, পান ও করেন না ; এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। ৩।৭।১

তাঁহারা এই (শুক্ল) রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই (শুক্ল) রূপ হইতেই উত্থিত হন। [অথবা—তাহারা কোন সময়ে এই রূপ বিষয়ে উদাসীন থাকেন এবং অন্য সময়ে এই রূপকে ভোগ করিবার জন্য উৎসাহবান্ হন—শ ও র] ৩।৭।২

যিনি এই অমৃতকে এইরূপে জানেন তিনি রুদ্রগণেরই এক জন হইয়া ইন্দ্র-মুখদ্বারা এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি এই শুক্লরূপেই প্রবেশ করেন এবং এইরূপ হইতেই পুনরায় উত্থিত হন। [অথবা—তিনি এই রূপ বিষয়ে কোন সময় উদাসীন থাকেন এবং অন্য সময়ে এই রূপকে ভোগ করিবার জন্য উৎসাহবান্ হন—শ ও র]। ৩।৭।৩

যতকাল আদিত্য পূর্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন এবং উত্তরদিকে অস্তমিত হইবেন ততকাল তিনি রুদ্রগণের ন্যায় আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। ৩।৭।৪

ইহা তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(আদিত্য গণ)

আর, এই যে তৃতীয় অমৃত (আদিত্যের কৃষ্ণরূপ) তাহা আদিত্যগণ বরুণ-মুখ দ্বারা উপভোগ করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। ৩।৮।১

তাঁহারা (আদিত্যগণ) এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন। [অথবা—তাঁহারা এই রূপ বিষয়ে কোন সময়ে উদাসীন থাকেন এবং অন্য সময়ে এইরূপ উপভোগ করিবার জন্য উৎসাহবান্ হন—শ ও র] ৩।৮।২

যিনি এই অমৃতকে এইরূপে জানেন তিনি আদিত্যগণের একজন হইয়া বরুণ-মুখ দ্বারা এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এইরূপ হইতেই উত্থিত হন। [অথবা-তিনি এই রূপ বিষয়ে কোন সময়ে উদাসীন থাকেন এবং অন্য সময়ে এই রূপ ভোগ করিবার জন্য উৎসাহবান্ হন—শ ও র]। ৩।৮।৩

যতকাল আদিত্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইলেন এবং উত্তর দিকে অস্তমিত হইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল পশ্চিম দিকে উদিত হইবেন এবং পূর্ব দিকে অস্তমিত হইবেন, ততকাল তিনি (এইরূপ বিদ্বান্) আদিত্যগণের মত আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। ৩।৮।৪

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়—নবম খণ্ড

(মরুদ্‌গণ)

আর, এই যে চতুর্থ অমৃত (আদিত্যের গাঢ়কৃষ্ণ রূপ ; তাহা মরুদ্‌গণ সোম-মুখ দ্বারা উপভোগ করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পান ও করেন না। তাঁহারা অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। ৩।৯।১

তাঁহারা মরুদ্‌গণ এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন। [অথবা—তাঁহারা কোন সময়ে এই রূপে উদাসীন থাকেন এবং কোন সময়ে এই রূপের উপভোগের জন্য উৎসাহবান হন]। ৩।৯।২

যিনি এই অমৃতকে এইরূপে জানেন, তিনি মরুদ্‌গণের একজন হইয়া সোম-মুখ দ্বারা এহ অমৃতকে দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন। [অথবা—তিনি

কোন সময়ে এইরূপে উদাসীন থাকেন এবং অন্য সময়ে এই রূপের উপভোগের জন্য উৎসাহবান্ হন—শ ও র]। ৩।৯।৩

যত কাল আদিত্য পশ্চিমদিকে উদিত হইয়া দক্ষিণ দিকে অস্তমিত হইবেন, ততকাল তিনি (সেইরূপ বিদ্বান্) মরুদ্‌গণের ন্যায় আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন। ৩।৯।৪

ইহা তৃতীয় অধ্যায় নবম খণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়—দশম খণ্ড

(সাধ্যগণ)

আর এই যে পঞ্চম অমৃত (আদিত্যের স্পন্দনরূপ) তাহা সাধ্যগণ ব্রহ্ম (প্রণব)-মুখ দ্বারা উপভোগ করেন। দেবগণ ভোজন ও করেন না পানও করেন না, অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। ৩।১০।১

তাঁহারা (সাধ্যগণ) এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন। [অথবা—তাঁহারা কোন সময়ে এইরূপে উদাসীন হন, অন্য সময়ে এই রূপকে উপভোগের জন্য উৎসাহবান্ হন—শ ও র]। ৩।১০।২

যিনি এই অমৃতকে এইরূপে জানেন, তিনি সাধ্যগণের একজন হইয়া ব্রহ্মমুখে এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন। [অথবা—তিনি কোন সময়ে এই রূপ বিষয়ে উদাসীন থাকেন, এবং কোন সময়ে এই রূপ ভোগ করিবার জন্য উৎসাহবান্ হন।] ৩।১০।৩

যতকাল আদিত্য উত্তর দিকে উদিত হইয়া দক্ষিণ দিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণ কাল উর্ধ্বদিকে উদিত হইয়া নিম্ন দিকে অস্তমিত হইবেন, ততকাল তিনি সাধ্যগণের মত আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। ৩।১০।৪

ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের দশম খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(মধু বিদ্যালাভের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি)

অতঃপর (আদিত্য) ঊর্ধ্বে উদিত হইয়া আর উদিত ও হইবেন না, অস্তমিত ও হইবেন না। তিনি একাকীই মধ্যস্থলে অবস্থান করিবেন[১]। এ বিষয়ে শ্লোক [আছে]— ৩।১১।১

সেখানে (ব্রহ্ম-লোকে) এরূপ[২] নহে,
[সেখানে] আদিত্য কখন ও উদিত হন না বা অস্তমিত হন না ;
হে দেবগণ, এই সত্য (-কথন) দ্বারা,
আমি যেন ব্রহ্মের বিরুদ্ধ না হই[৩] (-শ)
[অথবা] হে দেবগণ, আমি যেন 'সত্য' 'ব্রহ্মে'র বিরুদ্ধ না হই—র। ৩।১১।২

যিনি এই ব্রহ্মোপনিষৎ (মধু-বিদ্যা) এই রূপে জানেন, তাঁহার পক্ষে আদিত্য উদিত হন না বা অস্ত গমন করেন না, তাঁহার পক্ষে সর্বদাই দিবা।[৪] ৩।১১।৩

(১) শংকর বলেন 'আদিত্য উদয় ও অস্তগমন দ্বারা প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্ম-ফল ভোগের সহায়তা করেন। কর্মফলের উপভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তিনি সকল প্রাণীকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবেন। তৎপর উর্ধ্বগত হইয়া আপনাতে আপনি অবস্থান করেন। প্রশ্ন হইতেছে আদিত্য উদয়াস্ত দ্বারা আমাদের আয়ুঃক্ষয় করেন। ব্রহ্মলোকেও কি তাহাই করেন ? ইহার উত্তর পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

মধ্ব বলেন—এই কণ্ডিকা এবং পূর্ব্ববর্তী কণ্ডিকায় 'আদিত্য' শব্দ দ্বারা আদিত্য-মণ্ডলস্থ বিষ্ণু (ব্রহ্ম)কে বুঝাইতেছে।

রংগরামানুজ বলেন পূর্ববর্তী কণ্ডিকাগুলিতে আদিত্য-শরীরক কার্যাবস্থ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। এখানে নামরূপরহিত কার্যাবস্থারহিত আদিত্য-জীব-শরীরক ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইতেছে।

(২) এরূপ = উদয়াস্ত—শ., দ্র।

(৩) ব্যাখ্যা—ব্রহ্মলোকে আদিত্যের উদয় বা অস্ত নাই। এই সত্য কথনের ফলে আমার যেন ব্রহ্ম প্রাপ্তির বাধা না হয়—শ। সেই আদিত্যভাবমুক্তিকালে মুক্ত আদিত্যের অন্তর্যামী পরমাত্মা উদিত বা অস্তমিত হন না। আমি যেন সেই সত্য (= নির্বিকার) ব্রহ্মের বিরোধ-গামী না হই—র।

(৪) ভাবার্থ—ব্রহ্মবিদ্ নিজে জ্যোতির্ময়, সুতরাং অন্ধকার তাঁহার নিকট থাকিতে পারে না; তিনি উদয়-অস্তময় কাল দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য। (= Unlimited by time—রা) নিত্য, অজ ব্রহ্ম হন—শ। এইরূপ ব্রহ্মবিদের জন্য আদিত্যের উদয় বা অস্তের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার সর্বদাই দিবা। তাঁহার সর্বদা সর্ব-

ব্রহ্মা তাহা (মধুবিদ্যা) প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে, মনু তাঁহার সন্তানগণকে [বলিয়াছিলেন]। পিতা (অরুণ) জ্যেষ্ঠ-পুত্র উদ্দালক আরুণিকে এই ব্রহ্ম (-বিদ্যা) শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৩।১১।৪

সেই জন্য ব্রহ্ম(-বিদ্যা) পিতা নিজ জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে অথবা [আচার্য্য] যোগ্য শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন। ৩।১১।৫

অন্য কাহাকেও [শিক্ষা দিবেন] না। যদি কেহ ইঁহাকে (আচার্যকে) সমুদ্রবেষ্টিতা ধনপূর্ণা ইহাকে (পৃথিবীকে) দান করেন, [তাহা হইলেও না]। কারণ ইহা (মধুবিদ্যা) তাহা (পৃথিবী দান) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩।১১।৬

ইহা তৃতীয় অধ্যায় একাদশ খণ্ড

সাক্ষাৎকার হয়—র। যিনি এই বিদ্যা জানেন, তিনি মুক্ত হন। সেই মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠের পরম স্বর্গে বাস করেন, যেখানে আদিত্যের উদয় বা অস্ত নাই—ম।

তৃতীয় অধ্যায় একাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(গায়ত্রী)

এই সর্বভূত—এই যাহা কিছু আছে [সমস্তই] গায়ত্রী[১]। বাক্ই গায়ত্রী[২], কারণ বাক্ই সর্বভূতের [নাম] গান করেন এবং তাহাদিগকে ত্রাণ করেন[৩]।* ৩।১২।১

(১) গায়ত্রী—একটি বৈদিক ছন্দের নাম, গায়ত্রী ছন্দকে ছন্দসমূহের মাতা বলা হয়। গীতা (১০।৩৫)য় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী'। গায়ত্রী ছন্দে রচিত একটি মন্ত্রকেও গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্র বলা হয়। বৃ. উ. ৫।১৪এ গায়ত্রী বিষয়ক আলোচনা আছে। আদিত্যদ্বারক ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের পর গায়ত্রীদ্বারক ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইতেছে—আ। গায়ত্রী অবলম্বনে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইতেছেন—শ। গৈ ধাতু গান করা এবং ত্রৈ ধাতু ত্রাণ করা হইতে গায়ত্রী শব্দ নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং গায়ত্রী অর্থ এই যে লোক গায়ত্রীকে গান করেন, গায়ত্রী তাহাকে ত্রাণ করেন—দ্বি। গায়ত্রী শব্দ দ্বারা গায়ত্রী-উপাসিত পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে; ব্রহ্ম-সর্বভূতাত্মক—র। বিষ্ণু বা ব্রহ্মকেই গায়ত্রী বলা হইয়াছে—ম। ব্রহ্ম বুদ্ধির অতীত, সেইজন্য (গয়েত্রী রূপ) প্রতীকের প্রয়োজন—রা।

(২) বাক্ই গায়ত্রী—বাক্ই শব্দরূপা হইয়া গায়ত্রীকে প্রকাশ করেন—শ। গায়ত্রী-শব্দিত ব্রহ্মই বাগ্-রূপবিশিষ্ট—র। বিষ্ণু বাকে অবস্থান করেন বলিয়া, তিনি (গায়ত্রীরূপী বিষ্ণু)ই বাক্—ম।

* মূল মন্ত্রটির অর্থ পরিশিষ্ট ক (২৮) দ্রষ্টব্য।

যাহাই সেই গায়ত্রী তাহাই ইহা যাহা এই পৃথিবী (অর্থাৎ গায়ত্রীই পৃথিবী)[৪]। কারণ ইহাতে (পৃথিবীতে) সর্বভূত প্রতিষ্ঠিত এবং [কেহই] ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ৩।১২।২

যাহা সে এই পৃথিবী ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষে এই শরীর (অর্থাৎ এই পৃথিবীই এই পুরুষের শরীর), কারণ প্রাণসমূহ ইহাতে (এই শরীরে) প্রতিষ্ঠিত[৫]। [কেহই] ইহাকে (শরীরকে) অতিক্রম করিতে পারে না। ৩।১২।৩

যাহা সেই পুরুষে শরীর ইহাই তাহা যাহা এই শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়। ইহাতেই (হৃদয়েই) এই প্রাণসমূহ প্রতিষ্ঠিত[৬]। ইহাকে (হৃদয়কে) [কোন প্রাণই] অতিক্রম করিতে পারে না। ৩।১২।৪

(৩) বাক্ (=শব্দ) দ্বারা সকল পদার্থ অভিহিত হয় এবং বাক্য দ্বারাই অভয় প্রদান করা হয়—শ। বাক্‌রূপী ব্রহ্ম সকলকে নাম দ্বারা প্রকাশ করেন এবং হিতাহিত বিধি নিষেধ দ্বারা ত্রাণ করেন—র। তিনি প্রকাশক এবং গায়ত্রীতে অবস্থান করেন—ম।

(৪) গায়ত্রীই এই পৃথিবী—গান এবং ত্রাণের সম্বন্ধের জন্য যেমন গায়ত্রীর সহিত সর্বভূতের সম্বন্ধ, সেইরূপ সর্বভূতের পৃথিবীতে অবস্থিতির জন্য পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ। সেইজন্য পৃথিবী গায়ত্রী—শ। 'যাহা সেই' শব্দ দ্বারা সর্বভূত পাদযুক্ত গায়ত্রী বলিয়া কথিত ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে, ব্রহ্মই পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবী ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই সর্বভূত ইহাতে প্রতিষ্ঠিত—র। গায়ত্রী বলিয়া কথিত বিষ্ণু পৃথিবীতে অবস্থিত, পরিব্যাপ্ত বলিয়া গায়ত্রীকে পৃথিবী বলা হইয়াছে—ম।

(৫) ভাবার্থ—গায়ত্রী-রূপা পৃথিবীই এই মানুষের শরীর, কারণ পৃথিবী হইতে এই শরীর সম্ভূত। গায়ত্রী কিরূপে? ভূত-শব্দ-বাচ্য প্রাণসমূহ এই শরীরে বিদ্যমান থাকায় শরীর গায়ত্রীশব্দবাচ্য—শ। পৃথিবীরূপ-পাদ-বিশিষ্ট যে গায়ত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দ দ্বারা কথিত ব্রহ্ম তাহাই শরীর, অর্থাৎ শরীর ব্রহ্মাত্মক; শরীর ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রাণসমূহ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত—র। গায়ত্রী দ্বারা কথিত বিষ্ণুই শরীর কারণ তিনি জীবের শরীরে বাস করেন। তিনি শং=মঙ্গল, র=আনন্দ এবং ইর=প্রজ্ঞা। তিনি শরীর অর্থাৎ মঙ্গল-আনন্দ-প্রজ্ঞা (-স্বরূপ)—ম।

(৬) ভাবার্থ—যাহা শরীররূপী গায়ত্রী তাহাই শরীর-অভ্যন্তরে হৃদয় (হৃৎ-পদ্ম)রূপী গায়ত্রী; হৃদয় কিরূপে গায়ত্রী? কারণ সকল প্রাণ এই হৃদয়ে অবস্থিত —শ। শরীররূপ পাদবিশিষ্ট গায়ত্রী শব্দ দ্বারা আখ্যাত ব্রহ্মই হৃদয় অর্থাৎ ব্রহ্ম হৃদয়শরীরক; সেইজন্য হৃদয় প্রাণসমূহের প্রতিষ্ঠা—র। তিনি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। হৃৎ+অয়ন অয়ন শব্দের অর্থ জানা বা চলা। তিনি হৃদয়ে গমনাগমন করেন বা হৃদয়কে জানেন বলিয়া তাঁহাকে হৃদয় বলা হয়—ম।

এই গায়ত্রী চতুষ্পদা এবং ষড়্‌বিধা[৭]। সেই ইহাই ঋক্ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— ৩।১২।৫

"ইঁহার মহিমা[৮] এই পরিমাণ

পুরুষ[৯] তাহা[১০] হইতেও মহান্

সর্বভূত ইঁহার এক পাদ,

ইঁহার (অবশিষ্ট) তিন পাদ দ্যুলোকে অমৃত[১১] (-স্বরূপ)[১২]।* ৩।১২।৬

সেই[১৩] যে ব্রহ্ম, ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষের (জীবদেহের) বহির্ভাগে [অবস্থিত] [ভূত-] আকাশ। সেই যে পুরুষের বাহির্ভাগে [অবস্থিত] [ভূত] আকাশ ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের মধ্যস্থিত

(৭) গায়ত্রী ছন্দরূপে ছয় অক্ষর যুক্ত চারিটি পাদে বিভক্ত। ব্রহ্মরূপী গায়ত্রী, সর্ব্বভূত, বাক্, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই ছয় প্রকারে প্রকাশিত বলিয়া গায়ত্রীকে চতুষ্পদা ও ষড়্‌বিধা বলা হইয়াছে—শ। রংগরামানুজ মতে—সর্ব্বভূত এক পাদ, পৃথিবী এক পাদ, শরীর এক পাদ ও হৃদয় এক পাদ এই চতুষ্পাদ। সর্ব্বভূত প্রভৃতি ছয়টির সঙ্গে গায়ত্রীর এক পাদের ছয়টি অক্ষরে একত্ব দেখান হইয়াছে মনে হয়।

(৮) ইঁহার=গায়ত্রী-সংজ্ঞক ব্রহ্ম—শ ও র। মহিমা—বিভূতিবিস্তার—শ।

(৯) পুরুষ—যিনি সকলকে (=সমস্ত জগৎকে) পুরণ করেন, সকল পুরীতে শয়ন =অবস্থান (করেন)—শ।

(১০) তাহা হইতে—তাঁহার মহিমা হইতে—র; বিকার লক্ষণযুক্ত গায়ত্রী-সংজ্ঞক (কার্য্যব্রহ্ম)—শ।

(১১) মূলে আছে ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি—ইঁহার ত্রিপাদ স্বর্গে অমৃত (-স্বরূপ)। শংকর ব্যাখ্যা করেন 'তিন পাদ যাঁহার তিনি ত্রিপাদ। সেই ত্রিপাদ অমৃত পুরুষ-সংজ্ঞক (পরব্রহ্ম), ইঁহার অর্থাৎ গায়ত্রী-আত্মকের (=কার্য ব্রহ্মের) স্বর্গে অর্থাৎ দ্যোতনবান্ নিজ আত্মাতে অবস্থিত।' রংগরামানুজ বলেন 'দিবি—দ্যৌ' শব্দ দ্বারা সমষ্টি ব্যষ্টিতত্ত্বের বহির্ভূত অপ্রাকৃত স্থান বিশেষকে বুঝাইতেছে। সেই অপ্রাকৃত স্থান বিশেষে পরমাত্মার অমৃত পাদত্রয় বর্তমান'। এখানে জগতে পরিব্যাপ্ত (immanent) এবং জগদতীত (transcendent) ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে। তাঁহার একাংশ জগতে প্রকাশিত তিন অংশ জগদতীত অমৃত স্বরূপ! ইহাই ভাবার্থ মনে হয়।

(১২) ঋ. বে, ১০।৯০।৩ মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এখানে গৃহীত হইয়াছে।*

(১৩) সেই 'ত্রিপাদ্-অমৃত' গায়ত্রীরূপী—শ।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (২৯) দ্রষ্টব্য।

আকাশ। সেই যে পুরুষের (জীবদেহের) মধ্যস্থিত আকাশ তাহাই হৃদয়ের মধ্যস্থিত আকাশ[১৪]।

ইহা পূর্ণ ও অপ্রবর্তি[১৫]। যিনি এরূপ জানেন তিনি পূর্ণা ও অপ্রবর্তি শ্রী লাভ করেন।* ৩।১২।৭-৯

ইহা তৃতীয় অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড

(১৪) ভাবার্থ=সেই গায়ত্রীরূপী ব্রহ্মই এই ভৌতিক আকাশ, দেহমধ্যগত আকাশ এবং হৃদয়মধ্যস্থ আকাশ। সেই হৃদয়াকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্ম পূর্ণ—শ। পরম ব্রহ্ম সর্ব-ব্যাপী। তিনি এই ভূতাকাশে আছেন, দৈহিক হৃদয়াকাশে জীবকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তিনি জীবের অন্তরতম আধ্যাত্মিক আকাশে আছেন—ম। বাহ্য আকাশ ব্যাপ্তত্ব, অমূর্তত্ব অচলত্ব প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মতুল্য। সেই বাহ্যাকাশ হইতে অভিন্ন দেহমধ্যস্থ আকাশ। বাহ্য ও অন্তরের বিভেদ থাকিলেও উভয়েই একধর্মী। সেই দেহমধ্যস্থ আকাশ হইতে অভিন্ন হৃদয়ে অবচ্ছিন্ন আকাশ তাহারা উভয়ও একধর্মী। হৃদয়স্থ আকাশও যেরূপ মহিমাশালী দেহমধ্যস্থ আকাশও সেইরূপ মহিমাশালী। তবে কি ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন? না, তিনি পূর্ণ এবং স্থির—র।

(১৫) পূর্ণ ও অপ্রবর্তি—মূলে এই দুই শব্দই আছে—complete & unmoving—ঋ; full & non-active—রা; পূর্ণ-অপরিচ্ছিন্ন—র; সর্বগত—শ; অপ্রবর্তি-অচল, স্থির—র; কোনও কারণে প্রবৃত্ত না হওয়াই যাঁহার স্বভাব, অবিনাশই যাঁহার ধর্ম; অন্যান্য ভূতসমূহ পরিচ্ছিন্ন ও বিনাশ-শীল, হৃদয়াকাশ সেরূপ নহে—শ।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩০) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

পঞ্চদ্বারপাল

সেই এই হৃদয়ে পাঁচটি দেব-দ্বার[১] আছে। ইহার (হৃদয়ের) সেই যে পূর্বদ্বার তাহাই প্রাণ। তাহাই চক্ষু এবং তাহাই আদিত্য[২]। সেই ইহাকে তেজরূপে ও অন্নাদ্য[৩] রূপে উপাসনা করিবে। যিনি এরূপ জানেন তিনি তেজস্বী ও অন্নাদ হন। ৩।১৩।১

(১) দেবদ্বার—মূলে আছে দেব-সুষয়:=স্বর্গ লোকে প্রবেশের দ্বার রূপ ছিদ্র, আদিত্যাদি দেবগণ দ্বারা রক্ষিত বলিয়া দেবদ্বার—শ। দেবতাদের অধিষ্ঠান রূপ পঞ্চছিদ্র—র। স্বর্গলোক অর্থ পরমাত্মা—আ।

(২) চক্ষু প্রাণের সহিত সংবদ্ধ এবং অভিন্ন। শ্রুতিতে আছে আদিত্যই বাহ্য প্রাণ। বৃ. উ. ৩।৯।২০ তে আছে আদিত্য চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রাণই আদিত্য—শ।

আর, ইহার যে দক্ষিণ দ্বার, তাহাই ব্যান, তাহাই শ্রোত্র, তাহাই চন্দ্রমা[৪]। সেই ইহাকে শ্রী ও যশ রূপে উপাসনা করিবে। যিনি এরূপ জানেন, তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন[৫]। ৩।১৩।২

আর, ইহার (হৃদয়ের) যে পশ্চিম দ্বার তাহাই অপান[৬], তাহাই বাক্[৭] তাহাই অগ্নি। সেই জন্য ইহাকে ব্রহ্মতেজ[৮] ও অন্নাদ্য বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি এরূপ জানেন তিনি ব্রহ্মতেজবান্ ও অন্নাদ হন। ৩।১৩।৩

আর, ইহার যে উত্তর দ্বার তাহাই সমান[৯], তাহাই মন[১০]। তাহাই পর্জন্য (বরুণ)। ইহাকে কীর্তি ও দেহ-কান্তি বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপ জানেন তিনি কীর্তিমান্ ও দেহকান্তিমান্[১১] হন। ৩।১৩।৪

আর, ইহার যে ঊর্ধ্বদ্বার তাহাই উদান[১২], তাহাই বায়ু, তাহাই আকাশ[১৩]। সেই ইহাকে ওজঃ এবং মহঃ বলিয়া উপাসনা করিবে।

(৩) অন্নাদ্য—অন্নের আদি বা কারণ; আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন (শস্য)। সুতরাং আদিত্য অন্নের আদি—গ।

(৪) শ্রুতিতে আছে প্রজাপতির শ্রোত্রের দ্বারাই দিক্‌সমূহ ও চন্দ্রমা সৃষ্ট হইল—শ।

(৫) শ্রবণেন্দ্রিয় জ্ঞানের কারণ, চন্দ্র অন্নের কারণ। অন্ন এবং জ্ঞান হইতেই শ্রী আসে; এবং জ্ঞানবান্ ও অন্নবান্ ব্যক্তিরই যশ হইয়া থাকে—শ।

(৬) অপান—এই বায়ু মূত্র পূরীষাদি অপনয়ন করে বলিয়া ইহা অপান—শ।

(৭) অপান বহির্গমন করায়, বাক্ ও বাক্যরূপে বহির্গমন করে। সুতরাং উভয়ের একত্ব। ছা. উ. ৫।১২।২ মন্ত্রে আছে 'অপান তৃপ্ত হইলে বাক্ তৃপ্ত হয়, বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হয়'। অগ্নি বাক্যের দেবতা—শ।

(৮) ব্রহ্মতেজ—সম্পূর্ণ বেদ-অধ্যয়নজনিত যে তেজ—শ।

(৯) সমান—পীত এবং ভক্ষিত বস্তুসমূহ সমতা-প্রাপ্ত (জীর্ণ) করায় বলিয়া সমান—শ।

(১০) ছা. উ. ৫।২২।২ মন্ত্রে আছে 'সমান তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হয়, মন তৃপ্ত হইলে বরুণ তৃপ্ত হন।' এবং অন্য শ্রুতিতে আছে প্রজাপতি মন দ্বারা জল এবং বরুণদেবকে সৃষ্টি করিলেন—আ।

(১১) মন হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কীর্তি-লাভ হয়—শ।

(১২) উদান-পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্বে উৎক্রমণ করে এবং উৎক্রমণের জন্য কর্ম করেন বলিয়া উদান—শ।

যিনি এইরূপ জানেন, তিনি ওজস্বী ও মহঃ-বান্ (মহীয়ান্) হন[১৪]। ৩।১৩।৫

এই পঞ্চ ব্রহ্ম-পুরুষ[১৫] স্বর্গ-লোকের দ্বারপাল। যিনি এই পঞ্চ ব্রহ্ম-পুরুষকে এইরূপে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া জানেন, তাঁহার কুলে বীর জাত হন। যিনি এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে এইরূপে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া জানেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ৩।১৩।৬

আর, এই দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে বিশ্বের উপরে, সমস্তের উপরে, সর্বোত্তম হইতেও উত্তমলোকে যে (ব্রহ্ম-) জ্যোতি দীপ্তি পায়, ইহাই তাহা যাহা পুরুষের (মানবের) অভ্যন্তরে [অবস্থিত] জ্যোতি। ৩।১৩।৭

তাঁহার (অন্তঃস্থ জ্যোতির) এই [রূপ] 'দৃষ্টি' (দর্শন হয়)—'যখন এই শরীরে স্পর্শ দ্বারা উষ্ণতা এইরূপ জানা যায়'[১৬]। তাঁহার (সেই অন্তঃস্থ জ্যোতির) এই (রূপ) শ্রুতি (শ্রবণ হয়)—'যখন কর্ণদ্বয়কে এইরূপে আচ্ছাদিত করিয়া [রথ-] নিনাদের ন্যায়, বৃষভ-নাদের ন্যায়, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ধ্বনি শরীরমধ্যে শ্রবণ করা যায়'[১৭]।

(১৩) উদান বায়ুস্বরূপ, আকাশ বায়ুর আধার সেইজন্য উদান আকাশ—শ।

(১৪) বায়ুও আকাশ বলের ও মহত্ত্বের হেতু—শ।

(১৫) ব্রহ্মপুরুষ—পঞ্চপ্রাণ ব্রহ্মের দ্বারপালের ন্যায়, হৃদয়াধিষ্ঠিত ব্রহ্মের নিকট গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া আছেন। রাজপুরুষ যেমন রাজার কর্মচারী, ব্রহ্মপুরুষও সেইরূপ যেন ব্রহ্মের কর্মচারী—শ।

(১৬) ৩।১৩।১-৬ মন্ত্রের ভাবার্থ—বাহ্য বিষয়াসক্ত এই চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, মন ও প্রাণ দ্বারা হৃদয়স্থিত ব্রহ্মের প্রাপ্তিপথ নিরুদ্ধ আছে। ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত না হইলে, মন বাহ্য বিষয়ে আসক্তিবশতঃ মিথ্যা বস্তুতে নিরত হয়, হৃদয়স্থিত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সেইজন্য বলা হইয়াছে এই পাঁচজন ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল—শ।

রাধাকৃষ্ণন বলেন 'ধ্যানের দ্বারা চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্ মন ও প্রাণ বায়ুসমূহ সংযত করিয়া এবং তাহাদের বাহ্য কর্ম নিরুদ্ধ করিয়া আমরা হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।'

(১৭) জীবনের লক্ষণ শরীরে উষ্ণতা। সেই উষ্ণতা এবং অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্র বদ্ধ করিয়া যে ধ্বনি শরীর মধ্যে শ্রবণ করা যায় তাহা চৈতন্যস্বরূপ আত্ম-জ্যোতির চিহ্ন—শ। এই উষ্ণতা ও ধ্বনি জাঠরাগ্নির (=বৈশ্বানরাগ্নির) দর্শন ও শ্রবণ—র।

তৃতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সেই সেই ইঁহাকে (জ্যোতিকে) দৃষ্ট এবং শ্রুত বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপ জানেন তিনি দর্শনীয় এবং [লোক-] বিশ্রুত হন। ৩।১৩।৮

ইহা তৃতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড
(শাণ্ডিল্য বিদ্যা—ব্রহ্মের স্বরূপ)

*এই সমস্তই ব্রহ্ম, (কারণ) তাঁহা হইতেই সমস্ত জাত হয়, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে [অথবা তাঁহারই এই জন্ম, লয় ও স্থিতি—র][১]। শান্ত হইয়া [তাঁহাকে] উপাসনা করিবে। পুরুষ (মানুষ) ক্রতুময়। এই লোকে পুরুষ যেরূপ ক্রতুযুক্ত হয়, ইহা (এই দেহ) হইতে প্রয়াণ করিয়াও সেইরূপ হয়[৩]। সে (মানুষ) ক্রতু করিবে। ১।১৪।১

(১) মূলে আছে "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্ ইতি।"

(ক) শংকর মতে ব্যাখ্যা এইরূপ—এই সমস্তই ব্রহ্ম। খলু শব্দের কোন অর্থ নাই। ইদম্=এই অর্থাৎ নামরূপাকারে পরিণত এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত এই জগৎ ব্রহ্ম(-স্বরূপ)। কিরূপে? তজ্জলান্=তৎ+জলান্। তৎ+জ, তৎ+ল, তৎ+অন্ তাঁহা হইতে জাত, (জন্ ধাতু), তাঁহাতে লীন বা লয় প্রাপ্ত (লী ধাতু), তাঁহাতে অন্ অর্থাৎ প্রাণন করে (=জীবিত থাকে)। সমাসে শেষ দুইটি 'তৎ' লোপ পাইয়া তৎ+জ+ল+অন্। ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ জাত হয়, তাঁহাতেই লীন হয়, তাহাতেই জীবিত থাকে বা অবস্থান করে। শান্ত-রাগদ্বেষাদি-দোষরহিত ও সংযত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিবে।

(খ) রংগরামানুজ মতে ব্যাখ্যা এইরূপ—জলান্ অর্থ জন্ম, লয় ও জীবনে স্থিতি। তৎ অর্থ তাঁহার (তাহা হইতে নয়)। তাঁহারই এই জন্ম স্থিতি লয়—অর্থাৎ তিনি জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ। ইদং শব্দ ব্রহ্ম বা সর্ব শব্দের বিশেষণ, সর্ব অর্থ 'সর্বশরীরক'। জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়া ব্রহ্ম সর্বাত্মক। রামানুজ ব্যাখ্যা করেন সর্ব উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং সকলের মধ্যে আত্মারূপে প্রবেশ করিয়া সকলের জীবয়িতৃ বলিয়া সর্বাত্মকরূপে ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে।

(গ) মধ্ব—ব্রহ্ম সকল জীবের নিকটতম (সর্ব জীবের অভ্যন্তরে) বলিয়া তাঁহাকে ইদম্ বা ইহা বা এই বলা হইয়াছে। তিনি সর্বম্, কারণ তিনি অনন্ত গুণের আধার। তৎ=তিনি (ব্রহ্ম) জলান্ অর্থাৎ জলে 'অন' (=চলন) করেন। সেইজন্য তাঁহাকে নারায়ণ বলা হয়। তাঁহাকে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।

* ৩।১৪।১ এবং মূলের জন্য পরিশিষ্ট ক (৩১) দ্রষ্টব্য।

[যিনি] 'মনোময়'[৪] 'প্রাণশরীরও'[৫] জ্যোতি-রূপ[৬], 'সত্য-সংকল্প'[৭] 'আকাশাত্মা'[৮], সর্বকর্মা[৯], সর্বকাম[১০], সর্বগন্ধ, সর্বরস[১১], এই সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, বাক্‌বিহীন ও আগ্রহ-শূন্য ; ৩।১৪।২

(ঘ) পূর্বে প্রতীক দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার কথা বলা হইয়াছে। প্রতীক পরিত্যাগ করিয়া এখন সগুণ ব্রহ্মোপাসনার কথা বলা হইতেছে—আ।

(২) ক্রতু ও ক্রতুময়—ক্রতু-নিশ্চয় অধ্যবসায়—'এইরূপ হইবে অন্যথা হইবে না' এইরূপ অবিচল প্রত্যয় বা দৃঢ় বিশ্বাস—শ ; উপাসনা—র ; নিশ্চিত জ্ঞান বিশ্বাস—ম ; purpose—রা, volition—ঝা ; ক্রতুময়—অবিচল প্রত্যয়জনিত অধ্যবসায়সম্পন্ন—শ ; উপাসনা-প্রধান—র ; consists of purpose—রা ; consists of volition—ঝা।

(৩) গীতা ৮।৬ এ এই ভাবটি আছে—যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, সেই সদা-পোষিত ভাবের দ্বারা তাঁহার সত্তা নিরূপিত হয় বলিয়া তিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন।

(৪) মনোময়—মনঃপ্রায় অর্থাৎ মনোবৃত্তি-প্রধান। আত্মা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-হীন। মন যাহা কিছু করে তাহাই আত্মার কার্য বলা হয়। আবার মন দ্বারাই আত্মার উপলব্ধি হয় সেই জন্য জীবাত্মা মনোময়—শ, দু ; বিশুদ্ধ মন দ্বারা গ্রাহ্য—র ; consists of mind—রা।

(৫) প্রাণশরীর—শংকর বলেন প্রাণ অর্থ এখানে লিঙ্গদেহ। লিঙ্গদেহ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চপ্রাণ-মন-বুদ্ধি-সমন্বিত। সেই লিঙ্গদেহ যাহার শরীর—শ। জগতে সর্বপ্রাণের ধারক প্রাণ যাঁহার—র ; whose body is life—রা।

(৬) জ্যোতিরূপ—মূলে আছে 'ভা-রূপঃ'-চৈতন্যলক্ষণ-যুক্ত ভা জ্যোতি যাঁহার—শ ; ভাস্বররূপ—র।

(৭) সত্যসংকল্প—যাঁহার সংকল্প (=ইচ্ছা) সত্য অর্থাৎ অন্যথা হয় না—শ ; অপ্রতিহতসংকল্প—র ; whose conception is truth—রা ; of true volition —ঝা।

(৮) আকাশাত্মা—যাঁহার আত্মা আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, সূক্ষ্ম অখণ্ড, ও রূপাদিবিহীন—শ ; অব্যাকৃত রূপ আকাশের আত্মা, প্রকাশিত হন এবং অন্যকে প্রকাশ করেন—র।

(৯) সর্বকর্মা—সমস্ত বিশ্বই সেই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। সর্বজগৎই যাহার কর্ম—শ ও র।

(১০) সর্বকাম—বিশুদ্ধ কাম যাঁহার—শ ; ভোগ্য-ভোগ-উপকরণাদি পরিশুদ্ধ যাঁহার—র।

(১১) সর্বগন্ধ সর্বরস—সর্বপ্রকার সুখকর গন্ধ যাঁহার—শ। এখানে জাগতিক গন্ধরস বুঝায় না, নিরবদ্য কল্যাণরূপ রস যাহার—র।

ইনি আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে [অবস্থিত]আত্মা। ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক [ধান্য] বা শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষ সূক্ষ্ম। [আবার] এই আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে [অবস্থিত] আত্মা পৃথিবী হইতে মহান্, অন্তরিক্ষ হইতে মহান্, দ্যুলোক হইতেও মহান্ এবং সর্বলোক হইতে মহান্। ৩।১৪।৩

[যিনি] সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বব্যাপী বাক্-রহিত, ও আগ্রহ-রহিত ইনিই আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে [স্থিত] আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম। ইহা (এই দেহ) হইতে প্রয়াণ করিয়া [ইঁহাকেই] প্রাপ্ত হইব। যাঁহার এইরূপ নিশ্চয় (বিশ্বাস) আছে, তাঁহার [ব্রহ্মপ্রাপ্তির] কোন সংশয় নাই। [শংকর মতে অনুবাদ—যাঁহার এইরূপ সত্য বিশ্বাস আছে এবং কোন সংশয় নাই (তিনি ঈশ্বর ভাব প্রাপ্ত হন)] ইহা বলিয়াছেন [ঋষি] শাণ্ডিল্য [ঋষি শাণ্ডিল্য][১৪]। ৩।১৪।৪

ইহা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড

(১২) বাক্-বিহীন—মূলে আছে 'অবাকী'—সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিহীন, বাক্ শব্দ দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় উপলক্ষিত হইতেছে—শ; যাঁহার বাক্ বা উক্তি নাই—র।

(১৩) মূলে আছে 'অনাদর'—আগ্রহ-শূন্য, তাঁহার কোন বিষয় অপ্রাপ্ত নাই বলিয়া কোন বিষয়ের জন্য আদর (=আগ্রহ) নাই—শ; সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ বলিয়া আদরণীয় কিছু নাই যাঁহার, অর্থাৎ-'পরিপূর্ণ-ঐশ্বর্য'—র।

(১৪) ভাবার্থ—রাধাকৃষ্ণন বলেন—এই প্রসিদ্ধ শাণ্ডিল্য-বিদ্যা আমাদিগকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব শিক্ষা দেয়। শাণ্ডিল্যের মত এই—(১) ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লয় হয় এবং তাঁহা দ্বারাই জীবিত থাকে। (২) আমাদের পরবর্তী জীবন এই জীবনের কৃতকর্মের উপর নির্ভর করে। (৩) আত্মা বিশ্বাতীত এবং বিশ্বব্যাপী উভয়ই। (৪) এই আত্মার সহিত একত্ব-লাভই মানবের গতি।

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(ত্রৈলোক্য-আত্মক-কোশ-বিজ্ঞান)

'অন্তরিক্ষ-উদর' এবং 'ভূমি-মূল' কোশ[১] জীর্ণ হয় না। দিক্ সমূহ ইহার কোণ, দ্যুলোক ইহার ঊর্ধ্ব রন্ধ্র। এই কোশই ধনাগার[২], ইহাতে এই বিশ্ব আশ্রিত। ৩।১৫।১

তাহার (কোশের) পূর্ব্বদিক্ 'জুহূ', দক্ষিণ (-দিক্) 'সহমানা', পশ্চিম (-দিক্) রাজ্ঞী এবং উত্তর (-দিক্) সুভূতা[৩]। বায়ু তাহাদের

(দিক্‌সমূহের) বৎস(-স্বরূপ)[৪]। যিনি এই বায়ুকে দিক্‌সমূহের বৎস এইরূপে জানেন তিনি 'পুত্ররোদন' (=পুত্র বিয়োগে) রোদন করেন না। সেই আমি এই বায়ুকেই দিক্‌সমূহের বৎসরূপে জানি আমি যেন পুত্ররোদন রোদন না করি। ৩।১৫।২

আমি অমুকের, অমুকের, অমুকের (তিনবার পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে হইবে) জন্য অবিনশ্বর কোশের শরণাগত হইতেছি। আমি অমুকের, অমুকের, অমুকের জন্য প্রাণের শরণাগত হইতেছি। অমুকের, অমুকের অমুকের জন্য 'ভূঃ'র (ভূলোকের) শরণাগত হইতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের জন্য 'ভুবঃ'র (ভুবঃ-লোকের) শরণাগত হইতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত 'স্বঃ'র (স্বঃ-লোকের) শরণাগত হইতেছি। ৩।১৫।৩

আমি যে বলিয়াছি 'প্রাণের শরণাগত হইতেছি' [কারণ] এই সর্ব-ভূতই—যাহা কিছু আছে—প্রাণ[৫], সুতরাং তাঁহারই শরণাগত হইতেছি। ৩।১৫।৪

আর, আমি যে বলিয়াছি 'ভূঃ (-লোকে)র শরণাগত হইতেছি' (তাহা দ্বারা) (আমি) 'পৃথিবীর শবণাগত হইতেছি, অন্তরিক্ষের শরণাগত হইতেছি, দ্যুলোকের শরণাগত হইতেছি'—ইহাই বলিয়াছি। ৩।১৫।৫

(১) অন্তরিক্ষ উদর অর্থ মধ্যস্থিত গর্ত যাহার, ভূমি (পৃথিবী) যাহার মূল বা অধোভাগ সেই ভুবন রূপ কোশ—শ, দ্র; মধ্ব বলেন কোশ—ক+উশ—ক অর্থ আনন্দ উশ অর্থ ইচ্ছাশক্তি। বিষ্ণুই সেই কোশ কারণ আনন্দ ও ইচ্ছা তাঁহার শক্তি।

(২) মূলে আছে বসুধান—ধনাগার—শ ও র। তাঁহারা বলেন বসু বা ধন অর্থ কর্মফল। প্রাণীদের কর্মফলসমূহ যাহাতে নিহিত থাকে তাহাই বসুধান। মধ্ব বলেন বসু অর্থ দেবতা, দেবতাগণের আশ্রয় তিনি।

(৩) পূর্বমুখী হইয়া হোম করা হয় (জুহ্বতি) বলিয়া পূর্বদিক্ জুহূ। দক্ষিণ দিকে যমভবনে পাপ কর্মের ফলভোগ সহ্য করিতে(সহতে) হয় বলিয়া দক্ষিণদিক্ সহমানা; পশ্চিমদিক্ রাজ্ঞী কারণ রাজা বরুণ সেখানে অধিষ্ঠিত অথবা সন্ধ্যাকালে আকাশ রক্তবর্ণ (রাগ) ধারণ করে। উত্তরদিক সুভূতা কারণ ঐশ্বর্যশালী শিব ও কুবের কর্তৃক অধিষ্ঠিত—শ।

(৪) বায়ু দিক্‌সমূহের বৎস—কারণ বিভিন্ন দিক্ হইতেই বায়ুর উৎপত্তি হয়—শ।

(৫) এই জগৎ প্রাণাত্মক—র।

আর, আমি যে বলিয়াছি 'ভুবঃ'র শরণাগত হইতেছি' [তাহা দ্বারা] 'অগ্নির শরণাগত হইতেছি, বায়ুর শরণাগত হইতেছি এবং আদিত্যের শরণাগত হইতেছি'—ইহাই বলিয়াছি। ৩।১৫।৬

আর, আমি যে বলিয়াছি 'স্বঃ'র শরণাগত হইতেছি' [তাহা দ্বারা] [আমি] 'ঋগ্বেদের শরণাগত হইতেছি, যজুর্বেদের শরণাগত হইতেছি এবং সামবেদের শরণাগত হইতেছি' ইহাই বলিয়াছি। ৩।১৫।৭

ইহা তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড
(পুরুষ যজ্ঞ)

পুরুষই যজ্ঞ। তাঁহার যে প্রথম চব্বিশ বৎসর তাহা প্রাতঃ-সবন[1] [-স্থানীয়]। গায়ত্রী (-ছন্দ) চতুর্বিংশতি-অক্ষরবিশিষ্ট; প্রাতঃসবনে গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। বসুগণ ইহার (পুরুষরূপী যজ্ঞের) তাহাতে (প্রাতঃসবনে) অনুগত। প্রাণসমূহই বসুগণ, কারণ ইহারা [বসুগণ] এই সমস্ত (ভূতবর্গ)কে বাস করাইয়া থাকেন। ৩।১৬।১

এই বয়সে যদি কিছু (কোন ব্যাধি) তাঁহাকে (পুরুষকে) সন্তাপিত করে, তবে তিনি বলিবেন—"হে প্রাণরূপী বসুগণ, আমার [প্রথমজীবনরূপ] প্রাতঃসবনকে [মধ্যবয়সরূপ] মাধ্যন্দিন সবনের সহিত সংযুক্ত কর। যজ্ঞ [-রূপী] আমি প্রাণ [-রূপী] বসুগণের মধ্যে যেন বিলুপ্ত না হই।" [ইহার ফলে] তিনি তাহা (সন্তাপ) হইতে মুক্ত হন, এবং নীরোগ হন। ৩।১৬।২

অতঃপর যে চুয়াল্লিশ বৎসর, তাহা মাধ্যন্দিন সবন [-স্থানীয়]। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ চুয়াল্লিশ অক্ষরযুক্ত। মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। রুদ্রগণ ইহার (পুরুষরূপী যজ্ঞের) তাহাতে (মাধ্যন্দিন সবনে) অনুগত। প্রাণসমূহই রুদ্রগণ, কারণ ইহারা (প্রাণসমূহ) এই সমস্ত (ভূতবর্গ)কে রোদন করাইয়া থাকেন। ৩।১৬।৩

(১) সবন—সোমলতা স্নান করাইয়া তাহা হইতে সোমরস নিষ্কাশন এবং তাহা দ্বারা সোমযাগে আহুতি প্রদান—ম. উলি.

এই বয়সে যদি কিছু তাঁহাকে সন্তাপিত করে তবে তিনি এই বলিবে "হে প্রাণ [-রূপী] রুদ্রগণ, আমার [মধ্যজীবন-রূপ] মাধ্যন্দি সবনকে [শেষজীবন-রূপ] তৃতীয় সবনের সহিত সংযুক্ত কর। যজ্ঞ [-রূপী] আমি যেন প্রাণ [-রূপী] রুদ্রগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই "[ইহার ফলে] তিনি ইহা (সন্তাপ) হইতে বিমুক্ত হন এব নীরোগ হন। ৩।১৬।৪

অতঃপর যে আটচল্লিশ বৎসর তাহা তৃতীয় সবন। জগতী ছন্দ আটচল্লিশ অক্ষর যুক্ত। তৃতীয় সবনে জগতী ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। আদিত্যগ ইহার (পুরুষরূপ যজ্ঞের) তাহাতে (তৃতীয় সবনে) অনুগত। প্রা সমূহই আদিত্যগণ, কারণ তাঁহারাই (প্রাণসমূহ) এই সম [ভূতবর্গ]কে আদান (গ্রহণ) করেন। ৩।১৬।৫

এই বয়সে যদি কিছু তাঁহাকে সন্তাপিত করে, তবে তিনি বলিবেন— "হে প্রাণ [-রূপী] আদিত্যগণ, আমার [শেষ-জীবন-রূপ] তৃতী সবনকে [পূর্ণ] আয়ুর সহিত সংযুক্ত কর। যজ্ঞ [-রূপী] আমি যেন প্রাণ [-রূপী] আদিত্যগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই।" [ইহা ফলে] তিনি ইহা (সন্তাপ) হইতে বিমুক্ত হন এবং নীরো হন। ৩।১৬।৬

সেই ইহা (তত্ত্ব) জানিয়া ঐতরেয় মহিদাস[২] বলিয়াছিলেন "[হে রোগ,] তুমি কেন আমাকে এইরূপে সন্তাপিত করিতেছ? আমি ইহ দ্বারা [পরলোকে] প্রয়াণ করিব না।" তিনি একশত ষোল বৎস জীবিত ছিলেন। যিনি এইরূপ জানেন তিনি একশত ষোল বৎস জীবিত থাকেন। ৩।১৬।৭

ইহা তৃতীয় অধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড।

(২) ঐতরেয় মহিদাস—দাস বা শূদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইতর নাম্নী নিম্নজাতির স্ত্রীলোকের পুত্র ছিলেন—রা। ইনি ঐতরেয় উপনিষদের দ্রষ্টা।

তৃতীয় অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

(জীবন যজ্ঞ[১]—দেবকীনন্দন কৃষ্ণ)

তিনি (মানুষ) যে ক্ষুধিত হন, বা পিপাসিত হন, সুখানুভব করেন না, সেই সমস্তই তাঁহার দীক্ষা[২]। ৩।১৭।১

আর [তিনি] যে আহার করেন, [তিনি] যে পান করেন [তিনি] যে সুখানুভব করেন, [তাহা] উপসদ্‌সমূহের[২] সহিত [সাদৃশ্য] প্রাপ্ত হয় [অর্থাৎ এই পানাহার ও সুখ উপসদ্‌সদৃশ)। ৩।১৭।২

আর, [তিনি] যে হাস্য করেন, [তিনি] যে ভোজন করেন, [তিনি] যে মৈথুনাচরণ করেন, [তাহারা] স্তুতি এবং শাস্ত্রের[৩] সহিত [সাদৃশ্য] প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ হাস্যাদি স্তুতি-শস্ত্রের সদৃশ)। ৩।১৭।৩

তাঁহার যে তপ, দান, সরলতা ও সত্যবচন, তাহারা ইহার [পুরুষ যজ্ঞের] দক্ষিণা। ৩।১৭।৪

[পুরুষ ও যজ্ঞ সম্বন্ধে] [লোকে] বলে—'সোষ্যতি' (পুরুষ সম্বন্ধে ইহার অর্থ—মাতা সন্তান প্রসব করেন, যজ্ঞ সম্বন্ধে ইহার অর্থ—ঋত্বিক্ সোমাভিষব (সোমরস নিষ্কাশন-করেন) এবং 'অসোষ্ট' (পুরুষ সম্বন্ধে ইহার অর্থ—মাতা সন্তান প্রসব করিয়াছেন) যজ্ঞ সম্বন্ধে ইহার অর্থ—ঋত্বিক্ সোমরস নিষ্কাশন করিয়াছেন)। আবার তাহাই ইহার (যজ্ঞের বা পুরুষের) উৎপত্তি (অর্থাৎ পুরুষের সম্বন্ধে উৎপত্তি অর্থ

(১) ঋষি এখানে এমন যজ্ঞের বিবরণ দিয়াছেন যাহা কোন ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান ব্যতীত মনে মনে বনবাসী সন্ন্যাসীদের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতির সংযমের সহিত দীক্ষার, সুখানুভবের সহিত যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের এবং স্তোত্র পাঠের, গুণসমূহের আহুতির, জন্মের সহিত পুনর্জন্মের এবং মৃত্যুর সহিত যজ্ঞের শেষ অনুষ্ঠানের সমীকরণ করা হইয়াছে—রা।

(২) সোমযাগের সর্বপ্রথম করণীয় দীক্ষার পূর্বে উপবাস করিতে হয়। তৎপর উপসদ্—সোমরস নিষ্কাশনের পূর্বে কয়েক-দিবসব্যাপী যাজ্ঞিক ক্রিয়া (-ম. উলি). উপসদের সময় দুগ্ধপানের বিধি আছে, সুতরাং সুখভোগ ইহাতে আছে বলিয়া পানাহারের সহিত তুলনা (—শ)।

(৩) স্তুতি ও শস্ত্র—উভয় প্রার্থনা ও প্রশংসাবাচক। যে প্রার্থনা গীত হয় তাহাই স্তুতি বা স্তোত্র, যাহা গীত হয় না, তাহা শস্ত্র।

জন্ম, যজ্ঞ সম্বন্ধে উৎপত্তি অর্থ সোমরস উৎপাদন বা নিষ্কাশন)।

(পুরুষের) মরণই [যজ্ঞের] 'অবভৃথ'[৪] [স্নান]। ৩।১৭।৫

আঙ্গিরস ঘোর [নামক ঋষি] দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে সেই ইহা (এই তত্ত্ব) উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—তিনি (মানুষ) অন্তবেলায় (মৃত্যুকালে) এই তিনের (তিন মন্ত্রের) শরণ লইবে (জপ করিবে)—

"তুমি অক্ষিত (অক্ষয়)
তুমি অচ্যুত,
তুমি প্রাণশংসিত[৫]।"

[ইহা শ্রবণ করিয়া] তিনি (কৃষ্ণ) [অন্য সকল বিষয়ে] নিস্পৃহ হইয়াছিলেন।

এই বিষয়ে দুইটি ঋক্‌মন্ত্র আছে— ৩।১৭।৬

(ক) এই ঋক্ মন্ত্রটির অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকায় দুই অনুবাদ প্রদত্ত হইল

শংকরের মতে অনুবাদ—

চিরন্তন [জগদ্-] বীজের (ব্রহ্মের) [দিবসের (দিবালোকের) ন্যায় সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠ জ্যোতি যাহা দ্যুলোকে (পরমাত্মাতে) দীপ্তি পাইতেছে তাহা (সেই জ্যোতি) [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] সর্বত্র দর্শন করেন][৬]।

রংগরামানুজ মতে অনুবাদ—

পুরাতন [জগদ্-] বীজভূত (অব্যক্তের) আদিভূত [জ্যোতির (পরব্রহ্মের) নিত্য প্রকাশ রূপ যাহা ভগবৎলোকে দীপ্তি পাইতেছে—তাহা [সূরিগণ] সর্বদা দর্শন করেন][৬]।

(খ) অন্ধকারের অতীতে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি-দর্শনকারী, এবং স্ব [-হৃদয়স্থ] শ্রেষ্ঠ [জ্যোতি] দর্শন-কারী আমরা, দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ সূর্যকে —শ্রেষ্ঠতম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩।১৭।৭

ইহা তৃতীয় অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ড

(৪) অবভৃথ—যজ্ঞসমাপ্তি-স্নান—র।

(৫) মূলে আছে 'অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণশংসিতমসি।' অক্ষিত—অক্ষত—শ; ক্ষয়শূন্য, অক্ষয়—র; indestructible—ঝা। অচ্যুত—যিনি নিজে স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না—শ ও র; প্রাণশংসিত-প্রাণের সম্যক্ সূক্ষ্ম তত্ত্ব—র Prana properly refined and made subtle—ঝা।

(৬) ঋগ্বেদের ৮।৬।৩০ মন্ত্র হইতে 'আদিৎ প্রত্নস্য রেতস' এই কয়েকটি শব্দ মাত্র মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে। শংকর, রংগরামানুজ, রাধাকৃষ্ণন, ঝা, ও পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য পণ্ডিতগণ সকলেই সম্পূর্ণ মন্ত্রটির অনুবাদ বা ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এখানেও সম্পূর্ণ মন্ত্রটির অনুবাদ দেওয়া হইল। [ ] বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ মূল ছা. উ.-এ নাই।

(৭) সূর্যকে—পরমেশ্বরকে—যিনি রসসমূহকে, রশ্মিসমূহকে, প্রাণসমূহকে, জগৎকে প্রেরণ করেন (energise)—শ ; সূর্যরূপ (জ্যোতি)—রা।

তৃতীয় অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(মন ও আকাশে ব্রহ্ম দৃষ্টি)

'মনই ব্রহ্ম'[১] এইরূপে উপাসনা করিবে। ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। অতঃপর, অধিদৈবত [উপাসনা]—'আকাশই ব্রহ্ম'[১]। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় (প্রকার উপাসনা)ই উপদিষ্ট হইতেছে। ৩।১৮।১

সেই এই (মনরূপী) ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্—বাক্ (-ইন্দ্রিয়) [এক] পাদ, প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) [এক] পাদ, চক্ষু [এক] পাদ, এবং শ্রোত্র [এক] পাদ[২]। উহা অধ্যাত্ম উপাসনা। অতঃপর, অধিদৈবত [উপাসনা] —অগ্নি [এক] পাদ, বায়ু [এক] পাদ, আদিত্য [এক] পাদ, এবং দিক্ সমূহ [এক] পাদ[২]।

অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় [প্রকার উপাসনা]ই উপদিষ্ট হইতেছে। ৩।১৮।২

বাক্ (-ইন্দ্রিয়)ই [মনোরূপী] ব্রহ্মের [এক-] 'চতুর্থ' পাদ। ইহা (বাক্) অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা 'ভাতি' দেয়, ও তাপ দেয়[৩]। যিনি এরূপ জানেন, কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা 'ভাতি' দেন এবং তাপ দেন। ৩।১৮।৩

প্রাণই (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) [মনোরূপী] ব্রহ্মের [এক] চতুর্থ পাদ। ইহা (প্রাণ) বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা ভাতি দেয় এবং তাপ দেয়[৩]।

(১) ভাবার্থ—আকাশ ও মন উভয়ই সূক্ষ্ম। মনের দ্বারা ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া মন ব্রহ্মদৃষ্টির যোগ্য। আকাশও সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী ও উপাধি-হীন বলিয়া আকাশ ব্রহ্ম দৃষ্টির যোগ্য—শ।

(২) ভাবার্থ—গবাদি পশুর যেমন চারিটি পাদ, সেইরূপ মনোরূপী ব্রহ্মেরও যেন বাক্, প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্র এই অধ্যাত্ম চারি পাদ, এবং আকাশরূপী ব্রহ্মের যেন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্সমূহ অধিদৈবত চারি পাদ—শ।

যিনি এরূপ জানেন, তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা ভাতি দেন ও তাপ দেন। ৩।১৮।৪

চক্ষুই [মনোরূপী] ব্রহ্মের [এক-] চতুর্থ পাদ। ইহা (চক্ষু) আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা ভাতি দেয় ও তাপ দেয়[৩]। যিনি এরূপ জানেন, তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা ভাতি দেন ও তাপ দেন। ৩।১৮।৫

শ্রোত্রই [মনোরূপা] ব্রহ্মের [এক-] চতুর্থ পাদ। ইহা (শ্রোত্র) দিক্ সমূহরূপ জ্যোতি দ্বারা ভাতি দেয় এবং তাপ দেয়[৩]। যিনি এরূপ জানেন, তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা ভাতি দেন ও তাপ দেন। ৩।১৮।৬

ইহা তৃতীয় অধ্যায় অষ্টাদশ খণ্ড

(৩) অগ্নি বাকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ বায়ু প্রাণের, আদিত্য চক্ষুর এবং দিক্ সমূহ শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সাহাযে স্বীয় কার্য সম্পাদন করে—নিজকে প্রকাশিত করে। অগ্নির সাহায্যে বাক্ শব্দোচ্চারণ করে, গন্ধবহ বায়ুর সাহায্যে প্রাণ গন্ধগ্রহণ করে, আদিত্যের সাহায্যে চক্ষু রূপ দর্শন করে, এবং দিক্সমূহের সাহায্যে শ্রোত্র শব্দ শ্রবণ করে।

তৃতীয় অধ্যায় অষ্টাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—উনবিংশ খণ্ড

(আদিত্যে ব্রহ্ম দৃষ্টি)

'আদিত্যই ব্রহ্ম' ইহাই উপদেশ। তাহার উপব্যাখ্যান—[সৃষ্টির] পূর্বে ইহা (এই জগৎ) 'অসৎ'ই ছিল। তাহা 'সৎ' হইল[১]। তাহা সম্ভূত হইল[২]। তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। তাহা সংবৎসরকাল শয়িত রহিল। [অতঃপর] তাহা (অণ্ড) বিভক্ত হইল। অণ্ড

(১) মূল মন্ত্রটি এই—"অসদ্ এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ, তৎ সদ্ আসীৎ" অসৎ=অব্যাকৃত-নাম-রূপ, অর্থাৎ যাহা নাম ও রূপে ব্যক্ত হয় নাই একেবারে অস্তিত্ববিহীন নহে—শ ও র। যেন অসৎ ছিল=শ, অসৎ-সদৃশ ছিল—র; অজ্ঞেয় —ম। সৎ=নাম ও রূপে অভিব্যক্ত—শ ও র। শংকর বলেন তৎ সদ্ আসীৎ এই বাক্যের অর্থ এই যে সৃষ্টির পুর্বে সেই 'অসৎ' স্তিমিত ও স্পন্দরহিত এবং অসতের (=অস্তিত্ব বিহীনের) ন্যায় ছিল তাহা 'সৎ হইল অর্থাৎ কার্যাভিমুখী এবং অল্পপরিমাণে (সৃষ্টির) প্রবৃত্তি-সম্পন্ন 'সৎ' হইলেন। অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন শূন্য হইতে সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববান্ উদ্ভূত হইল এরূপ নহে। রংগরামানুজ ব্যাখ্যা করেন 'ঈষদ্-নাম

কপাল (বিভক্ত অংশ)দ্বয়—[একটি] রজত-ময়, [অপরটি] স্বর্ণময় হইল। ৩।১৯।১

সেই যে রজতময় (অধঃস্থ কপাল) তাহাই এই পৃথিবী, যাহা সুবর্ণময় [ঊর্ধ্ব কপাল] তাহাই দ্যুলোক হইল। যাহা জরায়ু [ছিল] তাহারা পর্ব্বতসমূহ, যাহা উল্ব (সূক্ষ্ম গর্ভাবরণ) তাহাই মেঘের সহিত নীহার, যাহা ধমনী তাহাই নদীসমূহ, যাহা মূত্রাশয়ে জল তাহা সমুদ্র হইল। ৩।১৯।২

অনন্তর যাহা উৎপন্ন হইল তিনিই ঐ আদিত্য। তিনি জাত হইলে "উলু-উলু[৩]" ধ্বনি উত্থিত হইল, এবং সর্বভূত এবং সর্বকাম্য [বস্তু] [উৎপন্ন হইল]; সেই জন্য ইঁহার (আদিত্যের) উদয় ও অস্তের সময় উলু-উলু ধ্বনি উত্থিত হয় এবং সর্বভূত এবং সর্বকাম্য উৎপন্ন হইল। ৩।১৯।৩

যিনি ইঁহাকে এইরূপে জানিয়া 'আদিত্যই ব্রহ্ম' এইরূপে উপাসনা করেন, সাধু (মঙ্গল) ধ্বনিসমূহ শীঘ্র ইঁহার নিকট শীঘ্র আগমন করিবে এবং আনন্দ দিবে, আনন্দ দিবে। ৩।১৯।৪

ইহা তৃতীয় অধ্যায় ঊনবিংশ খণ্ড

রূপ-কার্যাভিমুখ' রূপ 'সৎ' হইলেন। মহেশচন্দ্র অসৎ শব্দের অর্থ বলেন নাম-রূপ-বিহীন, সৎ অর্থ সূক্ষ্ম সত্তাবান্।

(২) মূলে আছে 'তৎ সমভবৎ'—তাহা সম্ভূত হইল, it grew—রা। শংকর বলেন অল্পপরিমাণ সৃষ্টির প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইতে অধিকতর ক্রিয়া-সম্পন্ন হইলেন, অল্প-পরিমাণ নামরূপে অভিব্যক্তি দ্বারা অঙ্কুরীভাব প্রাপ্ত বীজের ন্যায় হইলেন। এবং ক্রমে স্থূলভাব প্রাপ্ত হইয়া অণ্ডাকারে পরিণত হইলেন।

(৩) মূলে আছে "ঘোষা উলূলবঃ" (উলু+উলু-তাহার বহুবচন) —উরুরব, বিস্তীর্ণ রব=উচ্চরব—শ ও র। দেশ-বিশেষ প্রসিদ্ধ উৎসবকালীন শব্দ বিশেষ—আ; উলু-উলুধ্বনি—গ ও মহেশ চন্দ্র। মনিয়ার উলিয়াম্‌স উল্লেখ করেন যে লাট্যায়নে (-র গৃহ্য সূত্রের উলুলু শব্দ এবং অথর্ববেদে উলুলি শব্দ আছে। উত্তর ভারতে প্রচলিত উলু-উলু শব্দই প্রকৃত অর্থ মনে হয়। দক্ষিণভারতে উলু-উলুর প্রথা নাই বলিয়া শংকর ও রংগরামানুজ উরুরব অর্থ দিয়াছেন ইহাও হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায় ঊনবিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

(জানশ্রুতি ও রৈক্ক সংবাদ)

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধার সহিত দানশীল, বহু দাতা এবং [ভোজনার্থীদের জন্য] বহু-অন্ন-রন্ধন-কারী ছিলেন। 'সর্বদিক্ হইতে [আগত ভোজনার্থীরা] আমার অন্ন ভোজন করিবে' [মনে করিয়া] তিনি সর্বদিকে পান্থশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন ! ৪।১।১

একদা নিশাকালে হংসগণ উড়িয়া যাইতেছিল। [এক] হংস [অন্য] হংসকে বলিল "হো, হো, অয়ি ভল্লাক্ষ, ভল্লাক্ষ[১], জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের জ্যোতি দিবসের ন্যায় (অথবা দ্যুলোকের ন্যায়[২]) ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাহা (সেই জ্যোতি) স্পর্শ করিও না, তাহা যেন তোমাকে দগ্ধ না করে।" ৪।১।২

অপর (ভল্লাক্ষ) [হংস] তাহাকে বলিল "ওরে, কে এমন আছে [যাহার বিষয়ে] শকট-বান[৩] রৈক্কের মত বলিতেছ ?" [প্রথম হংস বলিল] "যিনি শকটবান্ রৈক্ক, তিনি কিরূপ ?" ৪।১।৩

[ভল্লাক্ষ বলিল] "যেমন 'কৃত'[৪] নামক পাশা দ্বারা জয়লাভ করিলে নিম্নাঙ্ক পাশা অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমন প্রজা (প্রাণী)গণ যাহা কিছু সাধু [কর্ম] করে সেই সমস্তই ইঁহাতে (রৈক্কে অর্থাৎ রৈক্কের পুণ্য ফলে) মিলিত হয়। তিনি (রৈক্ক) যাহা জানেন, তাহা অপর যে কেহ জানিলে, তাঁহাকেও [তাঁহার সম্বন্ধেও] আমি এইরূপ বলি।" ৪।১।৪

(১) ভল্লাক্ষ—মন্দদৃষ্টি—শ ও র ; short-sighted—রা।

(২) মূলে আছে 'সমং দিবা জ্যোতিঃ'—দিবসের ন্যায় বা দ্যুলোক বা স্বর্গের ন্যায় উভয় অর্থই হইতে পারে—শ ও র।

(৩) মূলে আছে—'সযুগ্‌বান্'—শকটের সহিত বর্তমান—শ ; সশকট—র।

(৪) পাশার চারি পাশে সংখ্যা অঙ্কিত থাকে ; যে পাশে চারিটি অঙ্ক থাকে তাহাকে কৃত বা সত্য, যে পাশে তিনটি অঙ্ক থাকে তাহাকে ত্রেতা, যে পাশে দুইটি তাহাকে দ্বাপর এবং যে পাশে একটি অঙ্ক থাকে তাহাকে কলি বলে। ঊর্ধ্ব সংখ্যার পাশ ফেলিলে নিম্ন সংখ্যা তাহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কৃত পাশ ফেলিলে অন্য তিন সংখ্যা তাহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, ত্রেতা ফেলিলে অপর দুইটি তাহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়—শ।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ইহা শ্রবণ করিলেন। তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া ক্ষত্তা*কে বলিলেন "ওহে অঙ্গ*, তুমি আমাকে শকটবান্ রৈক্বের ন্যায় বলিতেছ।" [ক্ষত্তা বলিল] "এই শকটবান্ রৈক্ব কিরূপ?" ৪।১।৫

[রাজা বলিলেন] "যেমন কৃত নামক পাশা দ্বারা জয়লাভ করিলে, নিম্নাঙ্কগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমন প্রজাগণ যাহা কিছু সাধু [কর্ম] করে, তাহা সমস্তই ইঁহাতে মিলিত হয়। তিনি যাহা জানেন অপর কেহ তাহা জানিলে, তাঁহাকে আমি এরূপ বলি*।" ৪।১।৬

সেই ক্ষত্তা অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিল [এবং বলিল] "জানিতে পারিলাম না।" [রাজা] তাহাকে বলিলেন "ওহে যেখানে ব্রহ্মবিদ্-দের অন্বেষণ করিতে হয়, সেখানে ইহাকে অন্বেষণ কর।" ৪।১।৭

সে (ক্ষত্তা) একটি শকটের অধোভাগে খোস কণ্ডুয়নে নিরত [এক ব্যক্তি]র নিকট [গমন করিয়া] উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং বলিল "ভগবান্ই কি শকটবান্ রৈক্ব।" [তিনি] উত্তর দিলেন "ওহে—এ আমিই।" সেই ক্ষত্তা "জানিয়াছি", [ইহা মনে করিয়া] প্রত্যাগমন করিল। ৪।১।৭

ইহা চতুর্থ অধ্যায় প্রথম খণ্ড

(৫) মূলে ক্ষত্তা শব্দই আছে—বৈশ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ কন্যায় জাত ব্যক্তি ক্ষত্তা, তাহাদের জীবিকা—রাজান্তঃপুর-রক্ষণ—র; স্তুতিকারী—আ।

(৬) অঙ্গ = বৎস—শ ও র।

(৭) এই অনুবাদ শংকরের ব্যাখ্যানুযায়ী। রাধাকৃষ্ণন ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। রংগরামানুজ মতে রাজা ক্ষত্তাকে হংসদের কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। এই মত অনুসারে ৪।১।৫ কণ্ডিকা হংসদ্বয়ের কথোপকথন-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। মহেশচন্দ্রও এই মতাবলম্বী।

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(জানশ্রুতি ও রৈক্ব সংবাদ)

অতঃপর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছয়শত গাভী, সুবর্ণ কণ্ঠহার, এবং অশ্বতরী-যুক্ত রথ এই সমুদয় লইয়া রৈক্বের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন— ৪।২।১

"হে রৈক, এই ছয়শত গাভী, এই স্বর্ণ কণ্ঠহার এবং অশ্বতরী-রথ [গ্রহণ করুন]। হে ভগবন্, যে দেবতার আপনি উপাসনা করেন, এই দেবতা (সম্বন্ধে) উপদেশ দিন।" ৪।২।২

অপর (ব্যক্তি অর্থাৎ রৈক) তাঁহাকে বলিলেন "শূদ্র¹, গাভীসহ হার ও রথ তোমারই থাকুক।" অতঃপর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ পুনরায় সহস্র গাভী, স্বর্ণ কণ্ঠহার, অশ্বতরী-রথ এবং [নিজ] দুহিতাকে—এই সমস্ত লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ৪।২।৩

[জানশ্রুতি] তাঁহাকে বলিলেন "হে রৈক, এই সহস্র গাভী, এই স্বর্ণ কণ্ঠহার, এই অশ্বতরী-রথ, এই জায়া এবং এই গ্রাম যেখানে আপনি বাস করেন [এই সকল আপনার জন্যই সংকল্পিত]। ভগবান্ আমাকে উপদেশ দিন। ৪।২।৪

তাঁহার (রাজকন্যার) মুখ উত্তোলন করিয়া ধরিয়া [রৈক] বলিলেন "শূদ্র, তুমি এই সমস্ত আনিয়াছ, কিন্তু এই [রাজকন্যার] মুখই আমাকে আলাপ করাইবে।"

যেখানে [রৈক] বাস করিতেন, মহাবৃষ [প্রদেশে] সেই তাহারা (গ্রামসমূহ) রৈকপর্ণ নামীয়। তিনি (রৈক) তাঁহাকে বলিলেন— ৪।২।৫

ইহা চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড

(১) জনশ্রুতি ব্রহ্ম জ্ঞানবিহীন বলিয়া তাঁহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে—শ ও র। তিনি শূদ্র রাজাও হইতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(জানশ্রুতি—রৈক সংবাদ (৩)—সম্বর্গ বিদ্যা)

"বায়ুই সম্বর্গ¹। অগ্নি যখন নির্বাপিত হয়, [তখন] বায়ুতেই গমন করে। সূর্য যখন অস্তমিত হয়, [তখন] বায়ুতেই গমন করে। চন্দ্র যখন অস্তমিত হয়, [তখন] বায়ুতেই গমন করে। ৪।৩।১

(১) সংবর্গ—absorbent—রা ও ঝা। সংবর্জন, সংগ্রহণ এবং সংগ্রসন করে (=absorbs, swallows & merges in—ঝা) করে বলিয়া সম্বর্গ—শ। সংবর্জন গুণসম্পন্ন; সংবর্জনও সংগ্রহণ অর্থাৎ একীভূত করিয়া গ্রহণ—র। শংকর

জল যখন শুষ্ক হয়, [তখন] বায়ুতেই গমন করে। বায়ুই এই সকলকে আত্মসাৎ করেন। ইহাই অধিদৈবত (দেবতাবিষয়ক) [সংবর্গ]। ৪।৩।২

অনন্তর অধ্যাত্ম (শরীর-সম্বন্ধীয়) [সংবর্গ]—প্রাণই সংবর্গ, কারণ যখন তিনি (মানুষ) নিদ্রিত হন, তখন বাক্ (-ইন্দ্রিয়) প্রাণেই গমন করে; চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে, মন প্রাণে গমন করে। প্রাণই এই সকলকে আত্মসাৎ করে। ৪।৩।৩

সেই এই দুইই সংবর্গ—দেবগণের মধ্যে বায়ু; এবং প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহের মধ্যে প্রাণ। ৪।৩।৪

একদা কপি-পুত্র শৌনককে ও কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারীকে [যখন] অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল, [তখন] এক ব্রহ্মচারী [তাঁহাদের নিকট] ভিক্ষা চাহিলেন। [তাঁহারা] তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না। ৪।৩।৫

তিনি (ব্রহ্মচারী) বলিলেন—"এক দেব প্রজাপতি চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন তিনিই ভুবনের রক্ষক, [অথবা এক দেব চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন, সেই ভুবনের রক্ষক কে?][২] ?

হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন্, মর্ত্যগণ

বহুরূপে বর্তমান তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

যাঁহার জন্য এই অন্ন, তাঁহাকে ইহা দান হইল না"[৩] ৪।৩।৬

শৌনক কাপেয় তাহা (সেই বাক্য) মনে মনে আলোচনা করিলেন, এবং তাঁহার ব্রহ্মচারীর নিকট আগমন করিলেন [এবং বলিলেন]

বলেন বায়ু সংবর্গ বলিয়া উপাসনা করিবে। বায়ু সংবৃংক্তে গ্রাস করে বলিয়া সংবর্গ—ম। ব্রহ্মকেই বায়ু ও প্রাণ বলা হইয়াছে।

(২) চারিজন মহাত্মা-অধিদৈবত রূপে অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও জল, অধ্যাত্মরূপে বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন—র। মূলে আছে "মহাত্মনঃ চতুরঃ দেবঃ একঃ কঃ সঃ জগার ভুবনস্য গোপ্তা।"

প্রথম অনুবাদ শংকর, রংগরামানুজ, ও রাধাকৃষ্ণনের মতানুযায়ী। দ্বিতীয় অনুবাদ শংকর সম্ভব মনে করেন, এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত।

(৩) ভাবার্থ—সমগ্র জগৎ সংবর্গ-প্রজাপতির অন্ন। প্রজাপতি বায়ুরূপে অগ্নি-আদির, এবং প্রাণরূপে বাগাদির সংবর্গ। আমি উপাসক রূপে উপাস্য প্রজাপতির সহিত একত্ব অনুভব করিয়াছি। সুতরাং সেই প্রজাপতিরূপী অর্থাৎ প্রাণরূপী আমাকে ভিক্ষা না দিয়া প্রাণকে, প্রজাপতিকেই অন্ন দিতেছ না—র।

"[যিনি] দেবতাদের আত্মা এবং প্রজাদের জনয়িতা,
হিরণ্য-দন্ত[৪], ভক্ষণশীল ও মেধাবী
নিজে ভক্ষিত না হইয়া, যাহা অনন্ন (যাহা অন্ন নয় তাহা) ভক্ষণ করেন।
ইহার মহিমাকে মহান্ বলা হয়।
হে ব্রহ্মচারিন্, আমরা ইঁহাকে উপাসনা করি।" [অতঃপর নিজভৃত্যকে] বলিলেন "ইঁহাকে ভিক্ষা দাও।" ৪।৩।৭

[ভৃত্যরা] তাঁহাকে [ভিক্ষা] দিল।

এই পৃথক্ পাঁচটি (বাক্ চক্ষু শ্রোত্র ও মন এবং তাহাদের সংবর্গ প্রাণ) এবং অপর পাঁচটি (অগ্নি, সূর্য, চন্দ্রমা ও জল এবং তাঁহাদের সংবর্গ বায়ু) [মিলিত হইয়া] দশ হইয়া তাহা (পাশার) 'কৃত'[৫] (-সংখ্যক) হয়। সেইজন্য[৬] [অগ্নিবাগাদি] দশটি সবদিকে অন্নই (অন্নস্বরূপ) এবং কৃত [-সংখ্যক] (দশ)। সেই এই[৭] বিরাট্[৮] অন্ন ভোক্তা। তাঁহা দ্বারা এই সমস্ত দৃষ্ট হয়। যিনি এরূপ জানেন যিনি এরূপ জানেন, এই সকল ইহার দ্বারা দৃষ্ট হয়, এবং তিনি অন্নাদ হন। ৪।৩।৮

ইহা চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড

(৪) হিরণ্যদন্ত—হিরণ্যবিদারক দন্তযুক্ত-অথবা কমনীয় দন্তযুক্ত—র; অভগ্ন-দন্ত—শ. দু.

(৫) পাশায় সত্য বা কৃততে ৪, ত্রেতাতে—৩, দ্বাপরে—২, কলিতে—১, সংখ্যা আছে। ইহাদের যোগফল ১০ হয়। কৃতে অঙ্কিত সংখ্যা চার হইলেও যিনি এই কৃত প্রাপ্ত হন, তিনি সমস্ত ৪+৩+২+১=১০ ই প্রাপ্ত হন। বায়ু এবং প্রাণ ভোক্তা, অগ্ন্যাদি চারটি এবং বাগাদি চারটি তাহাদের অন্ন। ভোক্তা ২ এবং অন্ন ৮ মিলিয়া কৃতের সংখ্যা ১০ হয়। সুতরাং কৃতই ভোক্তা অপরেরা অন্ন—শ. দু. ও শ. গ.।

(৬) উভয়ে দশ সাদৃশ্য আছে বলিয়া—শ।

(৭) সেই এই—কৃতরূপে কল্পিত অগ্নিবাগাদি—শ. দু.

(৮) (বেদের) 'বিরাট্ ছন্দ দশ-অক্ষরা' এবং 'বিরাট্ই অন্ন' শ্রুতি ইহা বলেন। বিরাট্ই কৃত অর্থাৎ দশ সংখ্যক বলিয়া আবার অন্নভোক্তা—শ।

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান(১)

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া [গুরুগৃহে] বাস করিব। আমি কোন গোত্রীয় ?" ৪।৪।১

তিনি ইহাকে (পুত্রকে) বলিলেন—"তাত, আমি ইহা জানি না। বহু-চরণ-শীলা ও পরিচারিণী আমি যৌবনে তোমাকে লাভ করিয়াছি১। তুমি যে গোত্রীয় তাহা আমি জানি না। আমি এই জবালনামীয় এবং তুমি হও সত্যকামনামীয়। [সুতরাং আপনাকে] সেই সত্যকাম জাবাল বলিবে।" ৪।৪।২

তিনি (সত্যকাম) হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিলেন "আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য [অবলম্বন করিয়া] বাস করিব। আমি ভগবানের নিকট শিষ্যরূপে আসিয়াছি।" ৪।৪।৩

[গৌতম] তাহাকে বলিলেন "হে সৌম্য তুমি কোন গোত্রীয় ? তিনি (সত্যকাম) বলিলেন "মহাশয়২, আমি যে গোত্রীয় তাহা আমি জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে

(১) মূলে আছে 'বহু অহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ অলভে'—'I obtained thee when in my youth I attended on many people and devoted to their service'—ম্যা। In my youth when I went about a great deal as a maid servant I got you—রা। ডাঃ হিউমের অনুবাদ ও রাধাকৃষ্ণনের ন্যায়, কিন্তু তিনি Servant শব্দ ব্যবহার করেন নাই। মহেশচন্দ্র অনুবাদ করেন "যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পরিচারিণী অবস্থায় (কিংবা যৌবনে পরিচারিণী রূপে বহু লোকের পরিচর্যা করিয়া) তোমাকে লাভ করিয়াছি।" কিন্তু ভাষ্যকারগণের এবং আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের মত অন্যরূপ। শংকর বলেন 'স্বামিগৃহে অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে বহু পরিচর্যা করিতে আমি পরিচারণী—পরিচারণশীলা ছিলাম আমার চিত্ত পরিচর্যায় ছিল বলিয়া গোত্রাদি স্মরণে মন ছিল না।' রংগরামানুজ বলেন স্বামি-গৃহে অতিথি অভ্যাগতদের বহু পরিচর্যা করিয়াছিলেন বলিয়া চরন্তী এবং গুরুজনের পরিচরণশীলা বলিয়া পরিচারিণী। পণ্ডিত দুর্গাচরণ পাশ্চাত্ত্য ও তাঁহাদের মতাবলম্বীদের খুব কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মত ঠিক হয়, তবে জবালা সত্যপরায়ণা মহীয়সী মহিলা ছিলেন। সম্পূর্ণ উপাখ্যান পড়িলে প্রথম মতই ঠিক মনে হয়।

উত্তর দিলেন 'বহুচরণশীলা ও পরিচারিণী আমি যৌবনে তোমাকে পাইয়াছিলাম। তুমি যে কোন গোত্রীয় তাহা আমি জানি না। আমি জবালা-নামীয়া, তুমি সত্যকাম-নামীয়'; মহাশয়[২] আমি সত্যকাম জাবাল"। ৪।৪।৪

[গৌতম] তাহাকে বলিলেন "অব্রাহ্মণ কখনও এইরূপ [সরল সত্য] বলিতে সমর্থ হয় না। হে সৌম্য, তুমি সমিধ্ আহরণ কর। আমি তোমাকে [শিষ্যরূপে] উপনীত করিব, কারণ তুমি [ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম] সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই।" [গৌতম] তাঁহাকে উপনীত করিয়া, কৃশ ও দুর্ব্বল গোসমূহ হইতে চারিশত গো পৃথক্ করিয়া বলিলেন "হে সৌম্য, ইহাদিগকে অনুসরণ কর।" তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিবার সময় [সত্যকাম] বলিলেন "সহস্র পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না।" তিনি বহু বর্ষ প্রবাস করিলেন। তাহারা যখন এক সহস্র হইল— ৪।৪।৫

ইহা চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড

(২) মূলে আছে—ভোঃ—সম্বোধনসূচক। মহাশয়, বা হে (ভগবন্) এই অর্থ প্রকাশক।

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদ)

তখন একটি বৃষ[১] এইরূপ সম্বোধন করিলেন—'সত্যকাম'

[সত্যকাম] উত্তর করিলেন, 'ভগবন্',

[বৃষ]—"সৌম্য, আমরা সহস্র [সংখ্যা]

প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদিগকে আচার্য গৃহে লইয়া যাও।" ৪।৫।১

[বৃষ]—"ব্রহ্মের একপাদ তোমাকে বলিব।"

[সত্যকাম]—"ভগবান্ আমাকে বলুন।"

[বৃষ]—তাঁহাকে বলিলেন "পূর্ব্বদিক্ এক কলা (অংশ), পশ্চিম-

(১) শংকর বলেন—দিগধিষ্ঠাতৃ বায়ুদেব বৃষদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্যা-শ্রদ্ধা-সিদ্ধ সত্যকামকে বলিলেন। রংগরামানুজ বলেন 'গাভীদের সংরক্ষণে তুষ্ট হইয়া কোন দেবতা বৃষে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন'।

দিক্ এক কলা, দক্ষিণদিক্ এক কলা, এবং উত্তরদিক্ এক কলা। হে সৌম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'প্রকাশবান্' নামীয় চতুষ্কল[২] এক পাদ।" ৪।৫।২
যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল [এক] পাদকে প্রকাশবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে প্রকাশবান্ (প্রখ্যাত) হন। যিনি ইঁহাকে (ব্রহ্মকে) এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল [এক] পাদকে প্রকাশবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি [পরলোকে] প্রকাশবান্ লোকসমূহ জয় করেন।" ৪।৫।৩

ইহা চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড

(২) চতুষ্কল—চারিটি কলা অবয়ব (বা অংশ) আছে যাঁহার—শ।

চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(ব্রহ্মের অনন্তবান্ পাদ)

[বৃষ বলিলেন] "অগ্নি তোমাকে [ব্রহ্মের] এক পাদ বলিবেন।" পরদিন তিনি (সত্যকাম) গোসমূহকে [গুরু গৃহ] অভিমুখে প্রস্থান করাইলেন। তাহারা (গোসমূহ) সায়ংকালে যে স্থানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি সংস্থাপন (প্রজ্বলিত) করিয়া, গোসমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ্ আহরণ করিয়া, অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখে উপবেশন করিলেন[১]। ৪।৬।১

অগ্নি তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন 'সত্যকাম",
সত্যকাম উত্তর করিলেন "ভগবন্"। ৪।৬।২

[অগ্নি]—"হে সৌম্য, তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিব"
[সত্যকাম]—"ভগবান্ আমাকে বলুন।"
[অগ্নি] তাঁহাকে বলিলেন "পৃথিবী এক কলা, অন্তরিক্ষ এক কলা,

(১) শংকর ও রংগরামানুজ উভয়েই বলেন যে বৃষোপদিষ্ট চতুষ্কল প্রকাশবান্কে ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার জন্য উপবেশন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্যুলোক এক কলা এবং সমুদ্র এক কলা। হে সৌম্য, ইহাই ব্রহ্মের অনন্তবান্ নামীয় চতুষ্কল এক পাদ।" ৪।৬।৩

যিনি ইঁহাকে এইরূপে জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদকে অনন্তবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান্ হন। যিনি ইঁহাকে এইরূপে জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদকে অনন্তবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি অনন্তবান্ লোকসমূহ জয় করেন। ৪।৬।৪

ইহা চতুর্থ অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(ব্রহ্মের জ্যোতিস্মান্ পাদ)

[অগ্নি বলিলেন]—' হংস তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলিবেন"।

পরদিন তিনি (সত্যকাম) গোসমূহকে [গুরুগৃহ] অভিমুখে প্রস্থান করাইলেন। তাহারা (গোসমূহ) সায়ংকালে যেখানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি সংস্থাপন করিয়া, গোসমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া, সমিধ্ আহরণ করিয়া তিনি অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখে উপবেশন করিলেন। ৪।৭।১

একটি হংস[১] তাঁহার নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিলেন "সত্যকাম!"
সত্যকাম উত্তর করিলেন "ভগবন্!" ৪।৭।২

[হংস বলিলেন] "হে সৌম্য, আমি তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিব।"
[সত্যকাম]—"ভগবান্ আমাকে বলুন।"
[হংস] তাঁহাকে বলিলেন "অগ্নি এক কলা, সূর্য এক কলা, চন্দ্র এক কলা, বিদ্যুৎ এক কলা। হে সৌম্য, ইহাই ব্রহ্মের জ্যোতিষ্মান্ নামীয় চতুষ্কল একপাদ। ৪।৭।৩

"যিনি ইঁহাকে এইরূপে জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল (এক) পাদকে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে জ্যোতিষ্মান্ হন্। যিনি ইহাকে এই রূপে জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল [এক] পাদকে জ্যোতি-

(১) শংকর বলেন হংসরূপী আদিত্য।

-ষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি জ্যোতিষ্মান্ লোকসমূহ জয় করেন। ৪।৭।৪

ইহা চতুর্থ অধ্যায় সপ্তম খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(ব্রহ্মের আয়তনবান্ পাদ)

[হংস বলিলেন] "মদ্‌গু[1] তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলিবেন।" পরদিন তিনি গোসমূহকে [গুরুগৃহ] অভিমুখে প্রস্থান করাইলেন। তাহারা সায়ংকালে যেখানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি-সংস্থাপন করিয়া গোসমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া, সমিধ্ আহরণ করিয়া, তিনি অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখে উপবেশন করিলেন। ৪।৮।১

একটি মদ্‌গু তাঁহার নিকট উড়িয়া আসিয়া সম্বোধন করিলেন—"সত্যকাম!"

সত্যকাম উত্তর করিলেন "ভগবন্"! ৪।৮।২

[মদ্‌গু]—"হে সৌম্য, আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলিব।"

[সত্যকাম]—"ভগবান্ আমাকে বলুন।"

[মদ্‌গু] তাঁহাকে বলিলেন—"প্রাণ এক কলা, চক্ষু এক কলা, শ্রোত্র এক কলা, এবং মন এক কলা। হে সৌম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'আয়তনবান'[2] নামীয় এক চতুষ্কল পাদ।" ৪।৮।৩

যিনি ইঁহাকে এইরূপে জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল [এই] এই পাদকে আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে আয়তনবান্ হন। ৪।৮।৪

(১) মদ্‌গু—diver bird—রা। জলচর পক্ষীবিশেষ—এখানে মদ্‌গুরূপী প্রাণ—শ।

(২) আয়তনবান্—possessing support। শংকর বলেন—মনই এখানে আয়তন বা আশ্রয়, কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ভোগ (=experience -রা) গৃহীত হয়, মনই তাহাদের আয়তন বা অধিষ্ঠান।

চতুর্থ অধ্যায় অষ্টম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

যিনি ইঁহাকে এইরূপে জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল [এই] পাদকে আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি আয়তনবান্ লোকসমূহ জয় করেন। ৪।৮।৪

ইহা চতুর্থ অধ্যায় অষ্টম খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়—নবম খণ্ড

(সত্যকাম উপাখ্যান—আচার্যোপদেশ)

[সত্যকাম] আচার্যগৃহে উপস্থিত হইলেন। আচার্য তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন "হে সত্যকাম!"

সত্যকাম উত্তর দিলেন "ভগবন্!" ৪।৯।১

[আচার্য]—"হে সৌম্য, তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?"

[সত্যকাম] প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন "মনুষ্য ভিন্ন অন্যেরা। ভগবান্ আমাকে কাম্য বিষয়সমূহ বলুন।" ৪।৯।২

"ভগবানের ন্যায় [আচার্যদের] নিকট হইতেই শুনিয়াছি যে আচার্য হইতে বিদিত বিদ্যাই সাধিষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় (কল্যাণতম হয়)।" [আচার্য] তাঁহাকে ইহাই (পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাই) বলিলেন। এই বিষয়ে কিছুই পরিত্যক্ত হইল না, পরিত্যক্ত হইল না। ৪।৯।৩

ইহা চতুর্থ অধ্যায় নবম খণ্ড।

চতুর্থ অধ্যায়—দশম খণ্ড

(উপকোসল উপাখ্যান)

ব্রহ্ম, প্রাণ, সুখ ও আকাশ

উপকোসল কামলায়ন[১] সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্য [অবলম্বন করিয়া] বাস করিয়াছিলেন। [উপকোসল] দ্বাদশ বর্ষ তাঁহার (সত্যকামের) অগ্নিগণকে[২] পরিচর্যা করিয়াছিলেন। তিনি (সত্যকাম) অন্য শিষ্যদিগকে সমাবর্তন[৩] করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সমাবর্তন করাইলেন না[৪]। ৪।১০।১

(১) কামলায়ন—কমলের পুত্র—শ ও র।

(২) অগ্নিগণ—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতি।

[আচার্য-]জায়া তাঁহাকে (সত্যকামকে) বলিলেন "তপোনিরত ব্রহ্মচারী অগ্নিগণকে নিপুণভাবে পরিচর্যা করিয়াছেন। অগ্নিগণ তোমাকে যেন নিন্দা না করেন। তুমি ইঁহাকে [অভিপ্রেত বিদ্যা] উপদেশ দাও।" [কিন্তু] তিনি উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে গমন করিলেন। ৪।১০।২

তিনি (উপকোসল) মনোদুঃখে[৪] অনশন করিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য-জায়া তাঁহাকে বলিলেন "ব্রহ্মচারী, আহার কর। তুমি আহার করিতেছ না কেন?" তিনি বলিলেন "এই পুরুষে (আমাতে) এই সকল নানাপথগামী কামনা আছে। [আমি মানসিক] ব্যাধি দ্বারা পরিপূর্ণ। আমি আহার করিব না।" ৪।১০।৩

অনন্তর অগ্নিগণ একসঙ্গে বলিলেন "তপোনিরত এই ব্রহ্মচারী নিপুণভাবে আমাদের পরিচর্যা করিয়াছেন। ভাল, আমরা ইঁহাকে উপদেশ দিই।" তাঁহাকে (উপকোসলকে) [অগ্নিগণ বলিলেন]—"প্রাণ ব্রহ্ম, 'ক' (সুখ) ব্রহ্ম, 'খ' (আকাশ) ব্রহ্ম। ৪।১০।৪

তিনি (উপকোসল) বলিলেন "আমি জানি যে প্রাণই ব্রহ্ম, 'ক' (সুখ) ও 'খ' (আকাশ) যে ব্রহ্ম তাহা আমি জানি না।" তাঁহারা বলিলেন "যাহাই 'ক' তাহাই 'খ', যাহাই 'খ' তাহাই 'ক'।"[৫] প্রাণ ও তাঁহার আকাশ [সম্বন্ধে] [অথবা তিনি (ব্রহ্ম) প্রাণ ও আকাশ][৬] ইঁহাকে (উপকোসলকে) অগ্নিগণ বলিয়াছিলেন। ৪।১০।৫

ইহা চতুর্থ অধ্যায় দশম খণ্ড

(৩) সমাবর্তন—বেদবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়া ব্রহ্মচারীকে গৃহে প্রত্যাবর্তন—শ।

(৪) উপকোসলকে ব্রহ্ম-বিদ্যার্থী জানিয়া তাঁহাকে বেদশিক্ষা দিয়াই গৃহে প্রেরণ করিলেন না—র।

(৫) ভাবার্থ—প্রাণ ব্রহ্মস্বরূপ। যাহা থাকিলে জীবন থাকে, যাহার অপগমে জীবন থাকে না তাহার ব্রহ্মত্ব (অর্থাৎ প্রাণই ব্রহ্ম) বোধগম্য। 'ক' অর্থ সুখ, তাহা ক্ষণস্থায়ী। 'খ' অর্থ আকাশ, আকাশ জড় অচেতন, কি করিয়া সেই 'ক' বা 'খ' ব্রহ্ম হইতে পারে? উত্তর বলা হইল 'যাহা 'ক' (সুখ) তাহাই 'খ' (আকাশ)।' এখানে সুখ লৌকিক সুখ নয়—আকাশস্থ সুখ। আকাশ ভৌতিক আকাশ নয় হৃদয়স্থ সুখাশ্রয় আকাশ। সেই আকাশস্থ আনন্দই ধ্যেয় বলা হইয়াছে—শ।

আকাশ বুঝায় অপরিচ্ছিন্নত্ব। মূলের অর্থ, অপরিচ্ছিন্ন সুখই ব্রহ্ম। তিনি জগৎ-প্রাণয়িতৃ। সেই জন্য প্রাণ-বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম তিনিই আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখরূপ—র। প্রাণ অর্থ শক্তি, 'ক' আনন্দ এবং 'খ' অর্থ জ্ঞান, শক্তি অপর ব্রহ্ম এবং আনন্দ ও জ্ঞান পরব্রহ্ম—ম।

(৬) মূলে আছে—"প্রাণং চ হ অস্মৈ তদ্ আকাশং চ উচুঃ"। শংকর বলেন তদ্ আকাশ অর্থ তাঁহার আকাশ, অর্থাৎ প্রাণসম্বন্ধী হৃদাকাশ। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র পাঁচটি ব্যাখ্যা সম্ভব মনে করেন—(১) "তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং সেই আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (২) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৩) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং হৃদয়স্থ আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৪) 'ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ' তাহার নিকট ইহা বলিয়াছিলেন। (৫) '(ব্রহ্মই) প্রাণ এবং হৃদয়াকাশ' তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় দশম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—একাদশ খণ্ড

উপকোসল উপাখ্যান(২)—ব্রহ্ম সর্বগত।

অনন্তর গার্হপত্য (অগ্নি) ইঁহাকে (উপকোসলকে) উপদেশ দিলেন। "পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য [আমার তনু][১]। আদিত্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি[২]। ৪।১১।১

যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপ-কর্ম বিনাশ করিয়া লোকী[৩] হন, তিনি সর্বায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন, তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ইহলোকে ও পরলোকে আমরা তঁাহাকে উপভোগ (পালন) করি, যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন।" ৪।১১।২

ইহা চতুর্থ অধ্যায় একাদশ খণ্ড

(১) এই চারিটি রূপের মধ্যে আদিত্য ও অগ্নি প্রকাশধর্মী ও ভোক্তা (সুতরাং তাঁহাদের অভেদ) এবং পৃথিবী ও অন্ন ভোগ্য—শ ও র। মধ্ব বলেন পৃথিবী প্রভৃতি ব্রহ্মের নাম।

(২) অগ্নি এবং আদিত্য অভেদ বলিয়া বক্তা গার্হপত্য অগ্নি বলেন 'আমিই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ'—শ ও র। গার্হপত্য অগ্নি পরমাত্মার সহিত একত্ব অনুভব করিয়া এই সকল কথা বলিতেছেন এই ভাবে গ্রহণ করিলে অর্থ সরল হয়।

(৩) লোকী অগ্নিলোক প্রাপ্ত হন—শ, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন—র।

চতুর্থ অধ্যায় একাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

উপকোসল উপাখ্যান(৩)—ব্রহ্ম সর্বগত

অনন্তর অন্বাহার্যপচন [অগ্নি], (দক্ষিণাগ্নি) ইঁহাকে উপদেশ দিলেন। "জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রসমূহ এবং চন্দ্রমা [আমার তনু]। চন্দ্রমাতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি। ৪।১২।১

যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপ কর্ম বিনাশ করিয়া 'লোকী' হন, 'সর্বায়ু' প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন, তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। আমরা তাঁহাকে ইহলোকে ও পরলোকে উপভোগ (পালন) করি, যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন।" ৪।১২।২

ইহা চতুর্থ অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড

(১) ইষ্টিযাগে ঋত্বিকেরা যে অন্ন দক্ষিণা পান, তাহার নাম অন্বাহার্য। ঐ অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক করা হয় বলিয়া ইহার নাম অন্বাহার্যপচন। বেদীর দক্ষিণে বলিয়া ইহাকে দক্ষিণাগ্নি বলা হয়—গ।

চতুর্থ অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

উপকোসল উপাখ্যান(৪)—ব্রহ্ম সর্বগত।

অনন্তর আহবনীয় [অগ্নি] ইঁহাকে উপদেশ দিলেন "প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক এবং বিদ্যুৎ [আমার তনু]। বিদ্যুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি।

যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপকর্ম বিনাশ করিয়া লোকী হন, সর্বায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন যাপন করেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। আমরা তাঁহাকে ইহলোকে ও পরলোকে পালন করি, যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন।" ৪।১৩।১

ইহা চতুর্থ অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

উপকোসল-উপাখ্যান(৫)—আচার্য-শিষ্য সংবাদ

তাঁহারা (অগ্নিত্রয়)—"হে সৌম্য উপকোসল, তোমাকে আমাদের বিদ্যা (অগ্নি বিদ্যা) এবং আত্মবিদ্যা [উপদেশ দেওয়া হইল]। আচার্য তোমাকে 'গতি' [-বিষয়ে] বলিবেন।" আচার্য [প্রবাস হইতে] আগমন করিলেন। আচার্য তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন "উপকোসল!"
৪।১৪।১

তিনি (উপকোসল) উত্তর করিলেন "ভগবন্!"

[আচার্য]—"হে সৌম্য, ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখ দীপ্তি পাইতেছে। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?"

[উপকোসল]—"হে [ভগবন্] কে আমাকে উপদেশ দিবেন?"

[উপকোসল] যেন এই বিষয়ে সত্য গোপন করিলেন. এবং অগ্নিগণকে [নির্দেশ করিয়া] বলিলেন "ইঁহারা (অগ্নিগণ) নিশ্চয়ই [পূর্বে] অন্যরূপ ছিলেন, [এখন] এইরূপ হইয়াছেন।"

[আচার্য]—"হে সৌম্য, তাঁহারা (অগ্নিগণ) তোমাকে কি বলিয়াছেন?"
৪।১৪।২

[উপকোসল, অগ্নিগণ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া] উত্তর করিলেন "ইহা [বলিয়াছেন]"।

[আচার্য] "হে সৌম্য, [তাঁহারা] তোমাকে মাত্র লোকসমূহ [সম্বন্ধে] বলিয়াছেন। আমি তোমাকে তাঁহার (ব্রহ্মের) বিষয় বলিব। যেমন পদ্মপত্রে জল সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ যিনি এইরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) জানেন, পাপকর্ম তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না।"

[উপকোসল] তাঁহাকে বলিলেন "ভগবন্ আমাকে বলুন।" ৪।১৪।৩

ইহা চতুর্থ অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

উপকোসল উপাখ্যান(৬)—অক্ষি পুরুষের উপাসনা ও ব্রহ্মলোকের পথ

[আচার্য] বলিলেন "অক্ষিতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনি আত্মা[১]। ইনি অমৃত ও অভয়, ইনি ব্রহ্ম। সেইজন্য ইহাতে (অক্ষিতে) যদি ঘৃত বা

জল সিঞ্চন করা হয়, [তাহা অক্ষির] উভয় প্রান্তে গমন করে[২]। ৪।১৫।১
ইঁহাকে 'সংযদ্বাম'[৩] বলা হয়, কারণ সমস্ত 'বাম' ইঁহাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করে (সংযন্তি)। যিনি এরূপ জানেন সমস্ত 'বাম' তাঁহাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করে। ৪।১৫।২
ইনিই 'বামনী'[৪], কারণ তিনি সমস্ত 'বাম' প্রাপ্ত করান (নয়তি)। যিনি এরূপ জানেন সমস্ত 'বাম' প্রাপ্ত হন। ৪।১৫।৩
ইনিই ভামিনী[৫], কারণ ইনি সর্বলোকে ভাতি দেন। যিনি এরূপ জানেন তিনি সর্বলোকে ভাতি দেন। ৪।১৫।৪
[যাঁহারা এরূপ জানেন] তাঁহাদের শব-কর্ম করা হয় বা না হয়, তাঁহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে অহঃ (দিবস), অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই ছয়মাস যখন (সূর্য) উত্তর দিকে গমন করেন (অর্থাৎ উত্তরায়ণ), সেই মাসসমূহ হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে[৬]

(১) ইনি আত্মা—যাঁহাদের দৃষ্টি বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্মচর্যাদি-সাধন-সম্পন্ন, শান্ত ও বিবেকী তাঁহারা অক্ষিতে ব্রহ্মকে দেখেন—শ। যোগীদের দ্বারা এই অক্ষিপুরুষ আত্মা দৃষ্ট হন—র।

(২) পদ্মপত্রে জল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ জল ও ঘৃতেরও চক্ষুর সহিত সম্বন্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মের স্থানেরই যখন এরূপ মাহাত্ম্য, তখন স্থানাধিপতি অক্ষিপুরুষের যে নিরঞ্জনত্ব (=নির্লেপ ভাব) তাহা কি আর বলিতে হয়—শ দ্র.; ব্রহ্ম নির্লেপ সুতরাং তাঁহার স্থানে কিছু লিপ্ত হয় না—রা।

(৩) সংযদ্বাম—সংযৎ+বাম, centre of blessings—ঝা। (সংযৎ—সর্বতোভাবে আশ্রয় করে) বাম—সকল বননীয়, সম্ভজনীয় ও শোভন—শ (all desirable things, all that people want and all good things—ঝা)। সকল প্রার্থনীয়, প্রয়োজনীয় এবং শোভন পদার্থ সমূহ যাহাতে সর্বতোভাবে আশ্রয় করে সুতরাং শংকর মতে তাহা 'সংযদ্বাম'। রংগরামানুজ বলেন বননীয়, প্রার্থনীয় সমূহ যাহাতে সংগত।

(৪) বামনী—শংকর বলেন বাম অর্থ এখানে পুণ্যফল, যিনি পুণ্যানুরূপ ফল প্রাণীদের প্রদান করেন। রংগরামানুজ বলেন স্বীয় আশ্রিতকে যিনি শোভন বা প্রার্থনীয় বস্তু প্রদান করেন। Vehicle of blessings—ঝা। Goods-bringer—হি।

(৫) ভামিনী—ভামানি নয়তি দীপ্তি সমূহ প্রাপ্ত করান যিনি, সকল লোকে আদিত্য-চন্দ্র-অগ্নি-আদি রূপে যিনি দীপ্তি দেন—শ; সর্বলোক ব্যাপ্ত দীপ্তিমান্—র। Vehicle of light-ঝা; Light-bringer—হি।

[প্রাপ্ত হন]। তত্রস্থ এক অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে (ব্রহ্মবিদ্‌গণকে) ব্রহ্মে গমন করান (ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান)।

ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ। ইহা (এই পথ) দ্বারা গমনকারীরা এই মানব-আবর্তে পুনরাবর্তন করেন না। ৪।১৫।৫

ইহা চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ড

(৬) শংকর বলেন 'অর্চি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা বিদ্যুৎ শব্দ সমূহ দ্বারা তাহাদের অভিমানী দেবতাদের বুঝাইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(যজ্ঞে মৌনত্ব ও বাক্য)

এই যিনি প্রবাহিত হন (বায়ু) ইনিই যজ্ঞ। তিনিই গমন করিয়া (প্রবাহিত হইয়া) এই সমস্ত [জগৎ] পবিত্র করেন। যেহেতু ইনি গমন করিয়া (প্রবাহিত হইয়া) সমস্ত [জগৎ] পবিত্র করেন, সেইজন্য ইনিই যজ্ঞ। মন ও বাক্ তাঁহার দুই পথ[২]। ৪।১৬।১

তাহাদের একটিকে (মন-পথকে) ব্রহ্মা [নামক ঋত্বিক্] মনের দ্বারা সংস্কৃত করেন ; হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্‌গাতা [ঋত্বিক্ গণ] অন্যটিকে বাক্ দ্বারা [সংস্কৃত করেন]। প্রাতঃকালীন অনুবাক আরম্ভের পর এবং 'পরিধানীয়া' [নামীয় ঋক্ মন্ত্র পাঠ] আরম্ভের পূর্বে ব্রহ্মা যদি কথা বলেন, তবে তিনি অন্য পথকেই (বাক্‌রূপী পথকেই) সংস্কৃত করেন। অপরটি (মন-পথ) হীন হয়[৩]।

(১) শ্রুতি বলেন 'বায়ুই যজ্ঞের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠা'। বায়ু সর্বদা ক্রিয়াশীল যজ্ঞ ও ক্রিয়াত্মক—সেই জন্য বায়ুকে যজ্ঞ বলা হয়—শ।

বায়ু প্রবাহিত হইয়া সমস্ত পবিত্র করে। যজ্ঞ ও পবিত্র করেন, সুতরাং বায়ু যজ্ঞ—রা।

(২) যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণে বাক্ ব্যাপৃত থাকে। মন্ত্রের যথাভূত অর্থ-বিজ্ঞানে মন ব্যাপৃত। সুতরাং ইহারা যজ্ঞের পথদ্বয় যাহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়—শ।

(৩) ভাবার্থ—ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ মৌনাবলম্বন করিয়া মানসিক ধ্যান দ্বারা যজ্ঞমন্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করিয়া মনরূপ পথ সংস্কার করিবেন। যদি তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া কথা বলেন, তবে যজ্ঞের অঙ্গহানি হয়—শ। আচার্য রাধাকৃষ্ণন ব্যাখ্যা

যেমন একপদবিশিষ্ট [মানুষ] চলিতে গেলে, অথবা একচক্রে বর্তমান রথ [চলিতে গেলে] বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ইহার [যজ্ঞ] বিনষ্ট হয়। যজ্ঞের অনুরূপ যজমানও বিনষ্ট হয়। তিনি (যজমান) [এইরূপ অঙ্গহীন] যজ্ঞ করিয়া পাপী হন। ৪।১৬।২-৩

আর যেখানে (যে যজ্ঞে) প্রাতঃকালীন অনুবাক আরম্ভের পরে এবং 'পরিধানীয়া' (ঋক্ মন্ত্র পাঠ) আরম্ভের পূর্বে, ব্রহ্মা কথা বলেন না[৪], সেখানে উভয় পথই সংস্কৃত হয়, কোনটিও হীন হয় না। ৪।১৬।৪

যেমন উভয়পদযুক্ত [মানুষ] চলিতে গেলে এবং উভয় চক্র-বর্তমান-রথ [চলিতে গেলে] প্রতিষ্ঠিত হয় সেইরূপ ইহার (যজমানের) যজ্ঞও প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞের অনুরূপ যজমানও প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেয় প্রাপ্ত হন। ৪।১৬।৫

ইহা চতুর্থ অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড

করেন—সাধারণতঃ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা মন দ্বারা অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিয়া যজ্ঞকে অনুসরণ করেন। যখন তিনি এই মৌন ভগ্ন করেন এবং কথা বলেন তখন মানসিক ক্রিয়া (বা ধ্যান) বাধা প্রাপ্ত হয়। ঋত্বিক্ ব্রহ্মার কর্তব্য হইবে ধ্যান।

(৪) মৌনগুণ দেখান হইতেছে—আ।

চতুর্থ অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(মৌনভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত)

প্রজাপতি লোকসমূহকে [উদ্দেশ করিয়া সার সংগ্রহের জন্য] তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপ্যমান[১] [লোক সমূহ] হইতে তিনি রস (সার) উদ্ধার (নিষ্কাশিত) করিলেন—পৃথিবী হইতে অগ্নিকে, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ুকে দ্যুলোক হইতে আদিত্যকে। ৪।১৭।১

তিনি এই তিন দেবতাকে[২] [উদ্দেশ করিয়া সারসংগ্রহের জন্য] তপস্যা করিলেন। সেই তপ্যমান [দেবগণ] হইতে রস উদ্ধার

(১) তপ্যমান—তপ বা ধ্যানের বিষয়ীভূত—শ। অনেক স্থানে অভিতপ্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) তিন দেবতা—অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য।

করিলেন—অগ্নি হইতে ঋক্ [মন্ত্র] সমূহকে, বায়ু হইতে যজুঃ [মন্ত্র] সমূহকে এবং আদিত্য হইতে সাম [মন্ত্র] সমূহকে। ৪।১৭।২

তিনি ত্রয়ী বিদ্যাকে [উদ্দেশ করিয়া সারসংগ্রহের জন্য] তপস্যা করিলেন। সেই তপ্যমান [ত্রয়ীবিদ্যা] হইতে রস উদ্ধার (নিষ্কাশিত) করিলেন—ঋক্ [মন্ত্র] সমূহ হইতে ভূঃ কে, যজুঃ [মন্ত্র] সমূহ হইতে ভুবঃ কে, এবং সাম [মন্ত্র] হইতে স্বঃ কে। ৪।১৭।৩

সেখানে (সেই যজ্ঞে) যদি ঋক্ [মন্ত্র] হইতে[৩] [যজ্ঞের] রিষ্ট হয়, তবে "ভূঃ স্বাহা" [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] গার্হপত্য [অগ্নিতে] আহুতি দিবেন। তাহা হইলে ঋক্ [মন্ত্র] সমূহেরই রসের দ্বারা, ঋক্ [মন্ত্র] সমূহেরই বীর্যের দ্বারা ঋক্ [মন্ত্র] সম্বন্ধী বিশেষ রিষ্টির প্রতিবিধান হয়। ৪।১৭।৪

আর যদি যজুঃ [মন্ত্র] হইতে [যজ্ঞের] রিষ্ট হয়, তবে "ভুবঃ স্বাহা" [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিবেন। তাহা হইলে যজুঃ [মন্ত্র] সমূহেরই রস দ্বারা, যজুঃ [মন্ত্র] সমূহের বীর্য দ্বারা যজ্ঞের যজুঃ [মন্ত্র] সম্বন্ধী বিশেষ রিষ্টির প্রতিবিধান হয়। ৪।১৭।৫

আর যদি সাম [মন্ত্র] হইতে [যজ্ঞের] রিষ্ট হয়, তবে "স্বঃ স্বাহা" [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আহবনীয় [অগ্নি]তে আহুতি দিবেন। তাহা হইলে সাম [মন্ত্র] সমূহরেই রস দ্বারা ; সাম [মন্ত্র] সমূহের বীর্যের দ্বারা যজ্ঞের সাম [মন্ত্র] সম্বন্ধী বিশেষ রিষ্টির প্রতিবিধান হয়। ৪।১৭।৬

যেমন লবণ[৪] দ্বারা সুবর্ণকে, সুবর্ণ দ্বারা রজতকে, রজত দ্বারা রঙ্গ (রাং) কে, রঙ্গ দ্বারা সীসাকে, সীসা দ্বারা লৌহকে, লৌহ দ্বারা কাষ্ঠকে এবং চর্ম দ্বারা কাষ্ঠকে সংযোজিত করা হয়, তেমনি এই লোকসমূহের, এই দেবতাদের এবং এই ত্রয়ী বিদ্যার বীর্যের দ্বারা যজ্ঞের বিশেষ রিষ্টির প্রতিবিধান হয়, যেখানে (যে যজ্ঞে) এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন (ঋত্বিক্) ব্রহ্মা থাকেন, সেই যজ্ঞ সুচিকিৎসিত[৪] (সংস্কৃত) হয়। ৪।১৬।৭-৮

(৩) অর্থাৎ ঋক্ মন্ত্র সম্বন্ধী ঋক্ মন্ত্র অপপ্রয়োগের জন্য—শ. ভু.

(৪) লবণ—ক্ষার দ্রব্য—শ ; সোহাগা—গ।

সেখানে (যে যজ্ঞে) এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা থাকেন, সেই যজ্ঞ 'উদক-প্রবণ'[৬] হয়। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে এই গাথা আছে—

"যে যে স্থান হইতে [যজ্ঞ] ফিরিয়া আসে[৭]
সেই সেই স্থানে [ব্রহ্মা] গমন করেন[৮]। ৪।১৭।৯

মননশীল ব্রহ্মাই এক (মাত্র) ঋত্বিক্ [যিনি] ঘোটকীর ন্যায়, 'কুরু'-দিগকে রক্ষা করেন[৯]। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যজ্ঞ, যজমান এবং সকল ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করেন ; সেই জন্য এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন (ঋত্বিক্)-কেই ব্রহ্মা [নিযুক্ত] করিবে, যিনি এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন নহেন তাঁহাকে [করিবে] না, যিনি এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে [করিবে] না। ৪।১৭।১০

ইহা চতুর্থ অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ড

(৫) সুচিকিৎসিত--রোগার্ত লোক যেমন সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় নীরোগ হয়, সেইরূপ ব্যাহৃতি-হোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্তাভিজ্ঞ ব্রহ্মা দ্বারা যজ্ঞ অক্ষত হয়—শ।

(৬) উদক-প্রবণ—উত্তরদিকে নিম্ন, দক্ষিণ দিকে উচ্চ অর্থাৎ উত্তর মার্গপ্রাপ্তির হেতু—শ ও র।

(৭) যজ্ঞ ফিরিয়া আসে—ঋত্বিক্‌গণের ত্রুটী বশতঃ যজ্ঞ ক্ষতি-গ্রস্ত হয়—শ।

(৮) অর্থাৎ ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিয়া যজ্ঞ অক্ষত বা পূর্ণ করেন—শ।

(৯) মূলে আছে "মানবঃ ব্রহ্মা এব একঃ ঋত্বিক্ কুরূন্ অশ্বাঃ অভিরক্ষতি।" মানব—মননশীল—শ ও র। ঘোটকী যেমন যোদ্ধাকে রক্ষা করে, সেইরূপ মননশীল ঋত্বিক্ ব্রহ্মা যজ্ঞকারীকে রক্ষা করেন—শ। ভাবটি এই—ব্রহ্মা মৌন থাকিয়া যজ্ঞাঙ্গ-সমূহ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিবেন। যখনই কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি হইবে, তিনি যথাযথ আহুতি দ্বারা যজ্ঞ অক্ষত করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপাসনা)*

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে[১] জানেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন ; প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। ৫।১।১

* এই বিষয়টি বৃ. উ. ৬।১, প্র. উ. ২য় প্রশ্নে আছে।

যিনি বসিষ্ঠকে[২] জানেন, স্বজনগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাগ্ ই বসিষ্ঠ[৩]। ৫।১।২

যিনি প্রতিষ্ঠা[৪]কে জানেন, তিনি ইহলোক ও মরলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা[৫]। ৫।১।৩

যিনি সম্পদ্‌কে জানেন, ইঁহার জন্য দৈব ও মানুষী কাম্যসমূহ সম্পাদিত হয়। শ্রোত্রই সম্পদ্[৬]। ৫।১।৪

যিনি আয়তন (আশ্রয়)কে জানেন, তিনি স্বজনগণের আয়তন হন। মনই আয়তন[৭]। ৫।১।৫

একদা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহ 'আমি শ্রেষ্ঠ' 'আমি শ্রেষ্ঠ' বলিয়া বিবাদ করিয়াছিলেন। ৫।১।৬

সেই প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহ পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন "ভগবন্, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" [প্রজাপতি] বলিলেন "তোমাদের মধ্যে যে [দেহ হইতে] উৎক্রান্ত হইলে শরীর 'পাপিষ্ঠতর[৮]' ন্যায় দৃষ্ট হয়, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ।" ৫।১।৭

(১) যিনি বয়সে প্রথম তিনি জ্যেষ্ঠ, আর যিনি জ্ঞানে ও গুণে প্রথম তিনি শ্রেষ্ঠ। প্রাণ জ্যেষ্ঠ, কারণ ভ্রূণে প্রাণ প্রথম আসে। প্রাণ বয়সে, গুণে ও জ্ঞানে ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ প্রাণ ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়গণ কোন কর্ম করিতে পারে না—শ।

(২) বসিষ্ঠ—অন্যকে শ্রেষ্ঠ বাস-কারক, আচ্ছাদক বা সর্বাপেক্ষা বলশালী—শ; অতিশয় ধনশালী—র; most prosperous—রা।

(৩) বাগ্মীরা অতিশয় ধনবান্ হন, সেইজন্য অন্যকে বাস প্রদান করিতে পারেন—র। বাগ্মীরা নিজেরা বাস করেন, এবং অতিশয় ধনশালী বলিয়া বাক্য দ্বারা অভিভূত করিতে পারেন সুতরাং বাক্ই বসিষ্ঠ—শ।

(৪) প্রতিষ্ঠা—প্রকৃষ্ট রূপে স্থিতি—শ; firm basis—রা।

(৫) বৃ. উ. ৬।১।৩ এ আছে—চক্ষুই প্রতিষ্ঠা কারণ চক্ষু দ্বারাই সম ও বিষম দেশে বা কালে প্রতিষ্ঠিত হয়—শ ও র।

(৬) বৃ. উ. ৬।১।৪ বলেন 'শ্রোত্রের দ্বারাই বেদসমূহ অধিগত বা গৃহীত হয়, বেদার্থ বিজ্ঞাত হয়'। এই জ্ঞান হইতেই কর্মের অনুষ্ঠান হয়। কর্ম হইতেই কাম্য সম্পদ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং শ্রোত্রই সম্পদ্—শ ও র।

(৭) বৃ. উ. ৬।১।৪ বলেন মনই আশ্রয়, কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বিষয়সমূহের মনই আশ্রয়—শ ও র। অর্থাৎ মনের সংকল্প অনুসারে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয়। সেই জন্য মনই আশ্রয়।

সেই বাক্ দেহ হইতে উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন—"আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে?" [অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন] "যেমন মূকগণ কথা না বলিয়াও প্রাণের দ্বারা প্রাণন ক্রিয়া করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া, মন দ্বারা চিন্তা করিয়া [জীবিত থাকে] সেইরূপ [জীবিত ছিলাম]"। [তখন] বাক্ (দেহে) প্রবেশ করিলেন। ৫।১।৮

[অনন্তর] চক্ষু উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া, প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে?" [অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন] "অন্ধগণ যেমন দর্শন না করিয়াও প্রাণের দ্বারা প্রাণন ক্রিয়া করিয়া, বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া, মন দ্বারা চিন্তা করিয়া [জীবিত থাকে] সেইরূপ [জীবিত ছিলাম]"। [তখন] চক্ষু [দেহে] প্রবেশ করিলেন। ৫।১।৯

[অনন্তর] শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে?" [অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন] "বধিরগণ যেমন শ্রবণ না করিয়াও প্রাণ দ্বারা প্রাণন করিয়া বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, মন দ্বারা ধ্যান করিয়া [জীবিত থাকে] সেইরূপ [জীবিত ছিলাম]।" [তখন] শ্রোত্র [দেহে] প্রবেশ করিলেন। ৫।১।১০

অনন্তর মন উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে? [অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন] "শিশুগণ যেমন ধ্যান না করিয়াও প্রাণদ্বারা প্রাণন ক্রিয়া করিয়া, বাক্ দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করিয়া [জীবিত

(৮) 'পাপিষ্ঠতর' মূলে এই শব্দই আছে—অতিশয় পাপিষ্ঠ—র ; শরীর জীবিত অবস্থায় ও যে পাপিষ্ঠ, প্রাণ বহির্গত হইলে পর তদপেক্ষা অধিকতর পাপিষ্ঠ বলিয়া যেন দৃষ্ট হয়, অশুচি শব বলিয়া অনুভূত হয়—শ, দ্ব ; the worst—রা।

পঞ্চম অধ্যায় প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

থাকে [সেইরূপ জীবিত ছিলাম]"। তখন মন [দেহে] প্রবেশ করিলেন। ৫।১।১১

অনন্তর প্রাণ উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন পাদবন্ধনের শঙ্কু (খুঁটি) সমূহ উৎপাটিত করে, সেইরূপ (প্রাণ) অপর প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহকে উৎপাটিত [করিবার উপক্রম] করিলেন। তাঁহারা (ইন্দ্রিয়গণ) তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া বলিলেন "ভগবন্ [আমাদের প্রভু] হউন। আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উৎক্রমণ করিবেন না।" ৫।১।১২

অনন্তর বাক্ ইঁহাকে (প্রাণকে) বলিলেন "আমি যেরূপ বসিষ্ঠ, আপনি সেইরূপ বসিষ্ঠ হউন।" অনন্তর চক্ষু বলিলেন "আনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা [-গুণসম্পন্ন] আপনিও সেইরূপ প্রতিষ্ঠা [-গুণসম্পন্ন] হউন।" ৫।১।১৩

অনন্তর শ্রোত্র ইঁহাকে বলিলেন "আমি যেরূপ সম্পদ্ [-গুণ-সম্পন্ন], আপনিও সেইরূপ সম্পদ্ [-গুণ-সম্পন্ন] হউন।" অনন্তর মন ইঁহাকে বলিলেন "আমি যেরূপ আয়তন [-গুণ-সম্পন্ন] আপনিও সেইরূপ আয়তন [-গুণসম্পন্ন] হউন। ৫।১।১৪

[পণ্ডিতগণ বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে] বাক্ বলেন না, শ্রোত্র বলেন না, মন বলেন না। [পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে] প্রাণই বলেন। এই সমস্ত নিশ্চয়ই প্রাণ। ৫।১।১৫

ইহা পঞ্চম অধ্যায় প্রথম খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড
(মন্থকর্ম)

তিনি (প্রাণ) বলিলেন "আমার অন্ন কি হইবে?" [ইন্দ্রিয়গণ] বলিলেন "এই যাহা কিছু আছে—কুক্কুর (-অন্ন) পর্যন্ত, পক্ষী (-অন্ন) পর্যন্ত[১] এই সমস্তই 'অন' এর অন্ন। 'অন' [শব্দটি] প্রাণের

(১) মূলে আছে—"যৎ কিঞ্চিদ্ ইদম্ আ শভ্যঃ আ শকুনিভ্যঃ।" ইহার বাচনিক অনুবাদ—এই যাহা কিছু কুক্কুর পর্যন্ত, পক্ষী পর্যন্ত। কিন্তু শংকর ও রংগরামানুজ

প্রত্যক্ষ নাম[২]। যিনি এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহার কিছুই 'অনন্ন' (অভক্ষ্য) নয়। ৫।২।১

তিনি (প্রাণ) বলিলেন "আমার কি বাস হইবে?" তাঁহারা (ইন্দ্রিয়গণ) বলিলেন "জল।" সেই জন্যই ভোজনকারীরা ভোজনের পূর্বে ও পরে [জল আচমন করিয়া প্রাণের] পরিধান (ব্যবস্থা) করেন। [ইহা দ্বারাই প্রাণ] বাস লাভ করেন এবং অনগ্ন হন[৩]। ৫।২।২

সত্যকাম জাবল ব্যাঘ্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে সেই ইহা (প্রাণ-বিজ্ঞান) উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "যদি (কেহ) শুষ্ক স্থাণুকে ইহা (প্রাণ-বিজ্ঞান) উপদেশ দেন, তবে ইহাতে শাখা জাত হইবে এই পত্র সমূহ প্রাদুর্ভূত হইবে।" ৫।২।৩

আর, যদি (কেহ) মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অমাবস্যা (তিথি)তে দীক্ষিত হইয়া[৪], পূর্ণিমা রাত্রিতে সর্বৌষধির (বীজ-পিষ্ট) মন্থ (মণ্ড)কে দধি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, "জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে স্বাহা" [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] আজ্যের [প্রক্ষেপস্থানে—শ] আহুতি[৫] দিয়া অবশিষ্ট [স্রুব-সংলগ্ন] অংশ মন্থে[৬] অবনয়ন করিবেন। ৫।২।৪

"বসিষ্ঠকে স্বাহা!" [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আজ্যের [প্রক্ষেপস্থানে আহুতি দিয়া[৫] অবশিষ্ট অংশ মন্থে অবনয়ন করিবেন। "প্রতিষ্ঠাকে স্বাহা!" [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আজ্যের [প্রক্ষেপ-

উভয়েই অর্থ করেন যে কুক্কুরান্ন এবং পক্ষীর খাদ্য পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণের অন্ন। শংকর বলেন—জগতে প্রাণিগণ যে কিছু অন্ন ভোজন করে তাহা প্রাণেরই অন্ন—অর্থাৎ প্রাণই সেই সমস্ত অন্ন ভোজন করে—শ।

(২) 'অন' শব্দ সর্বপ্রকার চেষ্টা ও ব্যাপ্তিত্ব-গুণ বুঝায়, সেই জন্য 'অন'কে প্রাণের প্রত্যক্ষ নাম বলা হইয়াছে—শ। ভোজনাদি বিবিধ চেষ্টা যুক্ত বলিয়া প্রাণের নাম 'অন'—র।

(৩) ভোজনের পূর্বে ও পরে 'অদ্ভিঃ পরিদধতি' (জলের দ্বারা পরিধান ব্যবস্থা করি) এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচমন করার বিধি। শংকর বলেন যে ভোজনের পূর্বে আচমন প্রাণ-কে বস্ত্র এবং ভোজনের পরে আচমন প্রাণকে উত্তরীয় প্রদান করে; সেই জন্য অনগ্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) দীক্ষিতের ন্যায় ভূমিশয়ন, সত্যবচন ও ব্রহ্মচর্যাদি পালন করিয়া—শ।

(৫) মূলে আছে—আজ্যস্য হুত্বা। ঘৃতের দ্বারা আহুতি দিয়া—র; ঘৃতের প্রক্ষেপ স্থানে আহুতি দিয়া—শ।

স্থানে] আহুতি দিয়া[৬] অবশিষ্ট অংশ মন্থে অবনয়ন করিবেন। "সম্পদ্‌কে স্বাহা!" এই অগ্নিতে আজ্যের [প্রক্ষেপস্থানে] আহুতি[৬] দিয়া, অবশিষ্ট অংশ মন্থে অবনয়ন করিবেন। "আয়তনকে স্বাহা!" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] অগ্নিতে আজ্যের [প্রক্ষেপস্থানে] আহুতি[৬] দিয়া অবশিষ্ট অংশ মন্থে অবনয়ন করিবেন। ৫।২।৫

অনন্তর [অগ্নি হইতে] একটু দূরে সরিয়া অঞ্জলিতে মন্থ গ্রহণ করিয়া [এই মন্ত্র] জপ করিবে— ৫।২।৬

"তুমি 'অম[৭]' নামীয়, কারণ এই সমস্ত (জগৎ), তোমার সহিত[অবস্থিত]। [অথবা-তুমি প্রাণ এই সমস্ত (জগৎ) তোমার (অধীন)] তিনি (মন্থরূপী প্রাণ) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা (দীপ্তিমান্) ও অধিপতি। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজ্য (দীপ্তি) ও আধিপত্য প্রাপ্ত করান। আমি যেন (প্রাণের ন্যায়) সমস্ত (জগৎ) হই।" ৫।২।৬

অনন্তর এই ঋক্‌মন্ত্রের এক এক পাদ [উচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস] ভক্ষণ করিবেন। 'তৎ সবিতুঃ বৃণীমহে' (সেই (অন্ন) সবিতার নিকট প্রার্থনা করি) [ইহা উচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস] ভক্ষণ করিবেন। বয়ং দেবস্য ভোজনং (আমরা দেবতার ভোজন) [ইহা উাচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস] ভক্ষণ করিবেন। "শ্রেষ্ঠম্ সর্বতমম্" (শ্রেষ্ঠ সকলের বিধাতা) [ইহা উচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস] ভক্ষণ করিবেন। "তুরং ভগস্য ধীমহি" (শীঘ্র ভগদেবের ধ্যান করি)[৯] [ইহা উচ্চারণ করিয়া] সমস্ত [অবশিষ্ট অংশ] পান করিবেন। [তাহার পর] কংস বা চমস (পাত্রটি) ধৌত করিয়া, সংযতবাক্ ও সংযতচিত্ত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে চর্মের উপর বা মৃত্তিকাতে শয়ন করিবেন। তিনি যদি [স্বপ্নে] স্ত্রী দর্শন করেন, কর্ম সফল হইয়াছে জানিবেন। ৫।২।৭

(৬) মন্থে—মন্থপাত্রে—শ।

(৭) অম—প্রাণের নাম—শ ও র। (৮) মূলে আছে—'অমা হি তে সর্বমিদম্' শংকর বলেন অমা অর্থ সহ। প্রথম অনুবাদ শংকর মতানুযায়ী। রংগরামানুজ বলেন আমাহি—অর্থ তুমিই প্রাণ; দ্বিতীয় অনুবাদ রংগরামানুজ-মতানুযায়ী।

(৯) সম্পূর্ণ মন্ত্রটি— তৎ সবিতু র্বৃণীমহে, বয়ং দেবস্য ভোজনম্
শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি ॥

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

কাম্যকর্ম [অনুষ্ঠানে] যদি স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন হয়
সেই স্বপ্ন নিদর্শন হইতে* জানিবেন কর্ম সফল হইয়াছে।

ইহা পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ—দেব সবিতার সর্বধারণকারী ও শ্রেষ্ঠ অন্ন আমরা প্রার্থনা করি। শীঘ্র ভগদেবের (স্বরূপ) ধ্যান করি।

অথবা—দেব সবিতার অন্ন আমরা প্রার্থনা করি।
শীঘ্র ভগদেবের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব বিধাতৃ স্বরূপ ধ্যান করি।

(৯) মূলে শব্দটি সমাপ্তি সূচক বলিয়া দুইবার আছে।

পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

প্রবাহণ-শ্বেতকেতু সংবাদ—পঞ্চাগ্নি বিদ্যা

আরুণির(১) পুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চালদের সমিতিতে গমন করিয়াছিলেন। [রাজা] জৈবলি প্রবাহণ তাঁহাকে বলিলেন "হে কুমার, তোমাকে কি [তোমার] পিতা উপদেশ দিয়াছেন?"

[শ্বেতকেতু]—"হে ভগবন্, অনুশিষ্ট (উপদিষ্ট) হইয়াছি। ৫।৩।১

[প্রবাহণ]—"প্রজা (প্রাণি-) গণ ইহলোক হইতে [মৃত্যুর পর] ঊর্ধ্বে কোথায় প্রয়াণ করে, তাহা জান কি?

[শ্বেতকেতু]—"না, ভগবন্।"

[প্রবাহণ]—"যে প্রকারে তাহারা পুনরাবর্তন করে তাহা জান কি?"

[শ্বেতকেতু]—"না, ভগবন্।"

[প্রবাহণ]—"দেবযান ও পিতৃযাণ পথদ্বয় কোথায় পৃথক্ হইয়াছে, জান কি?"

[শ্বেতকেতু]—"না, ভগবন্।" ৫।৩।২

(১) মূলে আছে আরুণেয়—আরুণির পুত্র—শ।

* পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড হইতে নবম খণ্ড পর্যন্ত পঞ্চাগ্নি বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। বৃ. উ. ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে প্রবাহণ-শ্বেতকেতু-আরুণির সংবাদ এবং পঞ্চাগ্নি বিদ্যার কথা আছে।

[প্রবাহণ]—"পরলোক যে কারণে [জীব দ্বারা] পূর্ণ হয় না, তাহা জান কি ?"

[শ্বেতকেতু]—"না, ভগবন্।"

[প্রবাহণ]—"পঞ্চম আহুতিতে, যে প্রকারে জল পুরুষ [পদ]-বাচ্য হয়, তাহা জান কি ?"

[শ্বেতকেতু]—"নিশ্চয়ই না, ভগবন্।" ৫।৩।৩

[প্রবাহণ]—"তবে কেন বলিলে 'আমি অনুশিষ্ট (উপদিষ্ট) হইয়াছি' ? যিনি এই সমস্ত জানেন না, তিনি কিরূপে বলিতে পারেন 'আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি' ?" তিনি (শ্বেতকেতু) মনোদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "ভগবান্ আমাকে সম্যক্ উপদেশ না দিয়াই বলিয়াছিলেন 'তোমাকে সম্যক্ উপদেশ দিলাম'। ৫।৩।৪

'রাজন্য বন্ধু'[২] আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছলেন, আমি তাহাদের একটিরও উত্তর দিতে সমর্থ হই নাই।" তিনি (পিতা) বলিলেন "তখন (রাজসভা হইতে আগমন মাত্রই) তুমি আমাকে এইসকল [প্রশ্ন] যেরূপ বলিয়াছিলে, [সেই সকল তোমাকে বলি নাই] যেহেতু আমি ইহাদের একটিও জানি না। যদি এই সকল জানিতাম, তবে তোমাকে কেন বলিব না ?" ৫।৩।৫

[অনন্তর] গৌতম রাজার স্থানে গমন করিলেন। [রাজা] সমাগত তাঁহাকে (গৌতমকে) পূজা করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি সভায় উপস্থিত হইলেন। [রাজা] তাঁহাকে বলিলেন "ভগবন্ গৌতম, মানুষী বিত্তের বর প্রার্থনা করুন।" তিনি বলিলেন "হে রাজন্, মানুষী বিত্ত আপনারই [থাকুক]। কুমারের নিকট যে বাক্য বলিয়াছিলেন তাহাই আমাকে বলুন।" তিনি (রাজা) দুঃখিত হইলেন। ৫।৩।৬

(২) 'রাজন্যবন্ধু' মূলে এই শব্দই আছে। অর্থ, রাজারা যাহার বন্ধু কিন্তু নিজে দুর্বৃত্ত—শ। প্রবাহণ রাজা ছিলেন, তাঁহাকে রাজা না বলিয়া এই অসম্মানসূচক বাক্য তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

[রাজা] তাঁহাকে আদেশ দিলেন "দীর্ঘকাল এখানে বাস কর।" [দীর্ঘকাল বাসের পর রাজা] তাঁহাকে বলিলেন "গৌতম, তুমি আমাকে যেরূপ (যাহা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—যেহেতু তোমার পূর্বে কখনও কোন ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন নাই, সেই জন্য সর্বলোকে ক্ষত্রিয়েরই [এই বিদ্যা উপদেশ দিবার] কর্তৃত্ব ছিল" ইহা তাঁহাকে [রাজা] বলিলেন। ৫।৩।৭

ইহা পঞ্চম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড
পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (২)

[প্রবাহণ]—"গৌতম[১], ঐ লোক (দ্যুলোক)ই অগ্নি, তাহার আদিত্যই সমিধ্, রশ্মিসমূহ ধূম, দিবস অর্চি (অগ্নিশিখা), চন্দ্রমা অঙ্গার এবং নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গ[২]। ৫।৪।১

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধা[৩]কে আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা সম্ভূত হন[৪]। ৫।৪।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড

(১) প্রবাহণ পাঁচটি প্রশ্ন শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শেষ প্রশ্নটি ছিল—'পঞ্চম আহুতি দেওয়া হইলে জল যে প্রকারে পুরুষ [-পদ]-বাচ্য হয়, তাহা জান কি?' সেই প্রশ্নের উত্তর প্রথম দেওয়া হইতেছে।

(২) ব্যাখ্যা—দ্যুলোক অগ্নি না হইলেও দ্যুলোকে অগ্নি দৃষ্টি বিহিত হইতেছে। আদিত্য সমিধ্, কারণ অগ্নি যেমন সমিধ্ দ্বারা দীপ্ত হয়, দ্যুলোকও সেইরূপ আদিত্য দ্বারা দীপ্ত হয়। রশ্মি ধূম, কারণ ধূম যেমন সমিধ্ হইতে উত্থিত হয়; রশ্মিসমূহও সেই রূপ আদিত্য হইতে উত্থিত হয়। দিবস অর্চি (শিখা), কারণ উভয়ই প্রকাশ-ধর্মী। চন্দ্রমা অঙ্গার, কারণ অগ্নি নির্বাপিত হইলে অঙ্গারই থাকে, সেইরূপ দিবস অতীত হইলে চন্দ্রমার উদয় হয়। নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গ কারণ উভয় বিক্ষিপ্ত হয়—শ ও র।

(৩) যজ্ঞে যে সকল তরল পদার্থ—ঘৃত, মধু, জল প্রভৃতি—শ্রদ্ধার সহিত আহুতি দেওয়া হয় তাহাই ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া সূক্ষ্মরূপে দ্যুলোকে প্রবেশ করিলে তাহাকে শ্রদ্ধা বলা হয়। অথবা শ্রদ্ধাপূর্বক সম্পাদিত হয় বলিয়া তরল আহুতিকে শ্রদ্ধা বলা হয়—শ। দ্যুলোক-লক্ষণযুক্ত অগ্নিতে দেব (ইন্দ্রিয়)গণ শ্রদ্ধারূপ জল দ্বারা আহুতি দেন। শ্রুতিতে আছে শ্রদ্ধাই জল। এখানে শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ জল। শ্রদ্ধার সহিত আহুতি দেওয়া হয় বলিয়া জলকে শ্রদ্ধা বলা হয়—র।

(৪) যজমান দুগ্ধাদি তরল পদার্থ দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ করেন, তাহার ফলে তিনি সূক্ষ্ম অদৃশ্য আকারে দ্যুলোকে প্রবেশ পূর্বক চন্দ্রস্বরূপ হন—শ।

পঞ্চম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (৩)

"গৌতম, পর্জন্যই[১] অগ্নি, বায়ুই তাঁহার সমিধ্, অভ্র ধূম, বিদ্যুৎ শিখা, অশনি (বজ্র) অঙ্গার, এবং মেঘগর্জন স্ফুলিঙ্গসমূহ[২]। ৫।৫।১

সেই এই (পর্জন্যরূপ) অগ্নিতে দেবগণ সোম রাজাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি সম্ভূত হয়[৩]। ৫।৫।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড

(১) পর্জন্য—যে সকল উপকরণের সাহায্যে বৃষ্টি হয়, তাহাদের অভিমানী দেবতা—শ।

(২) ব্যাখ্যা—বৃষ্টি প্রবর্তক দেবতাতে অগ্নি দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। বায়ুর সাহায্যেই পর্জন্যরূপ অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, অর্থাৎ বাতাদির প্রাবল্য হইলেই বৃষ্টি হয়। অভ্র অর্থ জলভরা মেঘ, তাহা ধূম্রবর্ণ, সুতরাং অভ্রকে ধূম বলা হইয়াছে। শিখা ও বিদ্যুৎ উভয়ই প্রকাশধর্মী (অর্থাৎ নিজের উজ্জ্বলতা দ্বারা নিজকে এবং অপরকে প্রকাশ করে) বলিয়া বিদ্যুৎকে শিখা, বজ্র ও অঙ্গার উভয়ই কঠিন বলিয়া অশনিকে অঙ্গার এবং মেঘগর্জন ও স্ফুলিঙ্গ উভয় চতুর্দিকে প্রসারিত বলিয়া মেঘগর্জনকে স্ফুলিঙ্গ বলা হইয়াছে—শ।

(৩) ৫।৪।২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে শ্রদ্ধারূপ জল সোমাকারে পরিণত হয়। সেই সোমরূপী জল পর্জন্যরূপী অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়—শ।

পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (৪)

"গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, সংবৎসর তাহার সমিধ্, আকাশ ধূম, রাত্রি অর্চি, দিক্‌সমূহ অঙ্গার, অবান্তর দিক্‌সমূহ স্ফুলিঙ্গ[১]। ৫।৬।১

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন সম্ভূত হয়[২]। ৫।৬।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড

(১) ব্যাখ্যা—পৃথিবী অগ্নি না হইলেও তাহাতে অগ্নিদৃষ্টি করিতে হইবে সংবৎসর সমিধ্ কারণ সংবৎসররূপ কালই পৃথিবীকে শস্যপূর্ণা করে। অগ্নি যেমন ধূ হইতে উত্থিত হয়, সেইরূপ আকাশও যেন পৃথিবী হইতে উত্থিত হইয়াছে মনে হয় অগ্নি উজ্জ্বল এবং তাঁহার শিখাও তদনুরূপ। পৃথিবী জ্যোতিঃশূন্য তাহার শিখাও পৃথিবীর অনুরূপ জ্যোতিঃশূন্য বলিয়া রাত্রিকে [পৃথিবীর] অর্চি বলা হইয়াছে। অগ্নি

শেষ অঙ্গার এবং পৃথিবীর শেষ দিক্ সমূহ, সুতরাং দিক্ সমূহকে অঙ্গার বলা হইয়াছে। ফুলিঙ্গ অবান্তর দিক্ (=কোণ) সমূহ কারণ উভয়ই ক্ষুদ্র—শ।

(২) পৃথিবীর রূপ অগ্নিতে বৃষ্টিরূপ আহুতি প্রদান করিলেই শস্য উৎপন্ন হয়—শ।

পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (৫)

"গৌতম, পুরুষই অগ্নি, বাক্ই তাঁহার সমিধ্, প্রাণ ধূম, জিহ্বা অর্চি, চক্ষু অঙ্গার এবং শ্রোত্রই স্ফুলিঙ্গ[১]। ৫।৭।১

সেই এই [পুরুষ রূপ] অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে রেতঃ (শুক্র) সম্ভূত হয়। ৫।৭।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম খণ্ড

(১) ভাবার্থ—পুরুষে অগ্নি দৃষ্টি করিতে হইবে। বাক্ই সমিধ, কারণ বাক্ দ্বারাই পুরুষ দীপ্তি পায়। প্রাণ ধূম, কারণ ধূম যেমন অগ্নি হইতে নির্গত হয়, প্রাণও সেইরূপ পুরুষের মুখপথে নির্গত হয়। জিহ্বা অর্চি কারণ উভয় লোহিতবর্ণ; চক্ষু অঙ্গার কারণ উভয়ই জ্যোতির আশ্রয়। শ্রোত্র স্ফুলিঙ্গ কারণ উভয়ই চতুর্দিকে প্রসাধিত—শ।

পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (৬)

গৌতম, 'যোষা' (স্ত্রী) অগ্নি, উপস্থ তাহার সমিধ্, উপমন্ত্রণ ধূম, 'অন্তঃকরণ' অঙ্গার, স্বল্প সুখই স্ফুলিঙ্গ। ৫।৮।১

সেই এই (স্ত্রীরূপ) অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ (শুক্র)কে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে গর্ভ সম্ভূত হয়[১]। ৫।৮।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম খণ্ড

(১) জলই প্রথম শ্রদ্ধারূপে, দ্বিতীয় সোমরূপে, তৃতীয় বৃষ্টিরূপে, চতুর্থ অন্নরূপে এবং পঞ্চম গর্ভরূপে উৎপন্ন হয়। এই সকল আহুতিতে জলের বাহুল্য বা প্রাধান্য থাকায় জল বলা হইয়াছে। প্রশ্ন ছিল পঞ্চম আহুতিতে জল যে প্রকারে পুরুষ (-পদ-) বাচ্য হয় তাহা জান কি? কি প্রকারে তাহা প্রমাণ করা হইল—শ।

পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—নবম খণ্ড

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (৭) ও জন্ম মৃত্যু

এইরূপে পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষ [-পদ-] বাচ্য হয়। জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া সেই গর্ভ দশ বা নয় মাস বা যত কাল [প্রয়োজন] অভ্যন্তরে শয়ন করিয়া পরে জাত হয়। ৫।৯।১

জাত হইয়া যে পর্যন্ত তাহার আয়ু [সেই পর্যন্ত] জীবিত থাকে। [পরে কর্ম দ্বারা] নির্দিষ্ট হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিলে অগ্নিগণই তাহাকে আহরণ করে [অথবা—তাহাকে অগ্নির জন্য আহরণ করা হয়][১]—যাহা (যে অগ্নি] হইতে আগত এবং যাহা (যে অগ্নি) হইতে সম্ভূত হইয়াছে। ৫।৯।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় নবম খণ্ড

(১) মূলে আছে 'অগ্নয় এব হরন্তি'—এই বাক্যটি দুই ভাবে অর্থ করা হইয়াছে অগ্নয়ঃ এব হরন্তি অথবা অগ্নয়ে এব হরন্তি। রংগরামানুজ প্রথম পাঠ এবং শংকর দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। শংকর অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য অর্থ দিয়াছেন। প্রথম অনুবাদ রংগরামানুজ অনুযায়ী। বন্ধনীমধ্যস্থ দ্বিতীয় অনুবাদ শংকরানুযায়ী।

পঞ্চম অধ্যায় নবম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—দশম খণ্ড

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (৮) ও গতি

যাঁহারা ইহা (পঞ্চাগ্নি বিদ্যা) এইরূপে জানেন এবং এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপের উপাসনা করেন[১] তাঁহারা অর্চিতে গমন করেন, অর্চি[২] হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে (উত্তরায়ণ) ষণ্মাসে—যখন সূর্য উত্তর দিকে গমন করে—; সেই [ষণ্-] মাস হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে

(১) মূলে আছে "যে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতি উপাসতে—(বাচনিক অনুবাদ উপরে দেওয়া হইয়াছে)—যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও তপস্বী হইয়া (সত্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের) উপাসনা করেন—শ। যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত তপকে অর্থাৎ সত্যকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন—র। Meditate on faith as austerity (or with faith & austerity)—রা।

বিদ্যুতে[২] [গমন করেন] সেখানে এক অমানব পুরুষ ইঁহাকে ব্রহ্মে গমন করান। ইহাই দেবযান পথ। ৫।১০।১-২

আর এই যাঁহারা গ্রামে [বাস করিয়া] ইষ্ট, পূর্ত[৩] ও দান উপাসনা (অনুষ্ঠান) করেন, তিনি ধূম[৪]কে প্রাপ্ত হন, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে (দক্ষিণায়ন) ষণ্মাস—যখন সূর্য দক্ষিণে গমন করেন-[প্রাপ্ত হন]। সেই ষণ্মাস হইতে তাঁহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না। [দক্ষিণায়ন] মাস সমূহ হইতে পিতৃলোক, এবং পিতৃলোক হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। ইনি (চন্দ্রমা) সোমরাজা, তিনি দেবগণের অন্ন, তাঁহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন[৫]। ৫।১০।৩-৪

সেখানে (চন্দ্রলোকে) তাঁহারা (মৃত কর্মিগণ) কর্মফল ক্ষয় [অথবা কর্মফল ভোগ শেষ][৬] পর্যন্ত বাস করিয়া যে পথে গমন করিয়াছিলেন এই পথেই পুনরায় প্রত্যাগমন করেন—[চন্দ্রমা হইতে] আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু হইয়া ধূম হন এবং ধূম হইয়া অভ্র হন। অভ্র হইয়া মেঘ হন, মেঘ হইয়া বর্ষিত হন। তাঁহারা (কর্মীরা) ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল মাষ হইয়া জাত হন। ইহা (এই অবস্থা) হইতে নিষ্ক্রমণ অতিশয় কষ্টসাধ্য।[৭] যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, যে রেতঃ-সিঞ্চন করে, তাহার আকার ধারণ করিয়াই [জীব] জাত হয়। ৫।১০।৫-৬

(২) শংকর বলেন অর্চি, দিবস হইতে বিদ্যুৎ পর্যন্ত শব্দ দ্বারা ইহাদের অভিমানী দেবতাদিগকে বুঝায়।

(৩) ইষ্ট পূর্ত—ইষ্ট অর্থ যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম, পূর্ত—কূপ-তড়াগখননাদি লোক-হিতকর স্মার্ত কর্ম—শ

(৪) ধূম, রাত্রি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের অভিমানী দেবতাদের বুঝায়—শ।

(৫) অন্ন অর্থ ভোগের উপকরণ, ভক্ষ্য অন্ন নহে—শ ও র। শংকর বলেন এই দেবতাদের উপভোগে কর্মিগণও উপভোগ ও সুখ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহারা দেবগণের সহিত সুখে ক্রীড়া—আমোদপ্রমোদ—করে। চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হওয়া অর্থ চন্দ্রমণ্ডলে ভোগোপযোগী শরীর প্রাপ্ত হন। দেবগণের ভক্ষণ গলাধঃকরণ নয়। দৃষ্টি দ্বারা তৃপ্তিকেই ভক্ষণ বলা হয়।

(৬) মূলে আছে 'যাবৎ সম্পাতম্—সম্পাত=কর্মক্ষয়—শ; কর্মফল ভোগ শেষ—র ও রামা।

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ করেন[৯], তাঁহারা শীঘ্র রমণীয়া যোনি—ব্রাহ্মণ-যোনি, বা ক্ষত্রিয়-যোনি, বা বৈশ্য-যোনি-প্রাপ্ত হন। যাহারা ইহলোকে কুৎসিত আচরণ করে, তাহারা কুৎসিত যোনি—কুক্কুরযোনি বা শূকরযোনি বা চণ্ডাল-যোনি-প্রাপ্ত হয়।[১০] ৫।১০।৭

আর, যাহারা এই উভয় পথের কোন পথ দ্বারাই [গমন করে] না ; সেই সকল (জীবগণ) 'জন্মগ্রহণ কর ও মরিয়া যাও' [এই প্রবাহে] পুনঃ পুনঃ আবর্তনকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহাই তৃতীয় স্থান (পথ)। সেই জন্যই পরলোক (চন্দ্রলোক) পূর্ণ হয় না। সেই জন্য [এই সংসার গতিকে] ঘৃণা করিবে। এই বিষয়ে শ্লোক আছে ৫।১০।৮

হিরণ্য-অপহরণকারী, সুরাপায়ী,
গুরুশয্যাশায়ী, ব্রহ্মঘাতী
এই চার জন পতিত হয়,
পঞ্চম তাহাদের সহচর [-ও পতিত হয়।] ৫।১০।৯

আর যিনি এই পঞ্চাগ্নি [বিদ্যা][১১] এই রূপে জানেন তিনি তাহাদের সহচর হইলেও পাপদ্বারা লিপ্ত হন না। তিনি শুদ্ধ, পূত এবং পুণ্য-লোক-ভোগী হন। ৫।১০।১০

ইহা পঞ্চম অধ্যায় দশম খণ্ড

(৭) ব্যাখ্যা—শংকর বলেন ইহা হইতে নিষ্ক্রামণ, জল বা ব্রীহি যব ইত্যাদিকেও বুঝাইতে পারে। জল বুঝাইলে সেই জল সমুদ্রে, মরুভূমিতে বা পর্বত বা দুর্গম স্থানে বর্ষিত হইলে ব্রীহি যবাদি হইয়া নাও জন্মিতে পারে। আর ব্রীহিযবাদি বুঝাইলে তাহারা অন্ন হইলেও তাহা সন্ন্যাসী, শিশু বা বৃদ্ধদের দ্বারা ভক্ষিত হইলে সেই অন্ন শুক্রাকারে পরিণত নাও হইতে পারে। সুতরাং বৃষ্টির জল ও ভক্ষিত শস্য হইতে রেতঃরূপে নিষ্ক্রমণ অতি কষ্টসাধ্য—শ। রংগরামানুজ বলেন ইহা অর্থ ব্রীহিযবাদি অন্ন। তিনিও মোটামুটি শংকরের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(৮) যে রেত সিঞ্চন করে, জাতক তাহার আকার প্রাপ্ত হয় ; মানুষের সন্তান মানুষ, পশুর সন্তান পশু—শ।

(৯) মূলে আছে রমণীয়চরণা—রমণীয় আচরণ যাঁহাদের—দ্র.; শোভন, পুণ্য কর্ম যাঁহার স্বভাব—শ।

(১০) শংকর বলেন সৎকর্মের ফল চন্দ্রলোকে সম্পূর্ণ ভোগ হয় না। অবশিষ্ট সৎ কর্মের জন্য সৎ জন্ম হয়।

পঞ্চম অধ্যায় দশম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(অশ্বপতি ও ষড়্ ব্রাহ্মণ সংবাদ)

ঔপমন্যব (উপমন্যুর পুত্র) প্রাচীনশাল, পৌলুষি (পুলুষির পুত্র) সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবেয় (ভাল্লবির পুত্র) ইন্দ্রদ্যুম্ন, শার্করাক্ষ্য (শর্করাক্ষের পুত্র) জন, এবং অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল—ইহারা সকলেই মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়[১]। তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া মীমাংসা (বিচার) করিলেন—"কে আমাদের আত্মা ? ব্রহ্ম কি ?" ৫।১১।১

তাঁহারা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন "ভগবদ্গণ, উদ্দালক আরুণি সম্প্রতি বৈশ্বানর[২] আত্মাকে জানেন। অনুমতি হইলে[৩] আমরা তাঁহার নিকট যাইব।" অনন্তর তাঁহারা তাঁহার (উদ্দালকের) নিকট গমন করিলেন। ৫।১১।২

তিনি (উদ্দালক) চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন "এই সকল মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ আমাকে প্রশ্ন করিবেন। আমি তাহাদিগকে হয়তো সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইব না। ভাল[৪], আমি ইহাদিগকে অন্যের (উপদেষ্টার) কথা বলিয়া দিই।" ৫।১১।৩

তিনি (উদ্দালক) তাঁহাদিগকে বলিলেন "ভগবদ্গণ, অশ্বপতি কৈকেয়[৫] সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন। অনুমতি হইলে[৬], আমরা তাঁহার নিকট যাইব।" তাঁহারা সকলে তাঁহার (অশ্বপতির) নিকট গমন করিলেন। ৫।১১।৪

(১) মূলে আছে মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয়। বিশাল শালা বা গৃহ যাঁহার আছে, মহাগৃহস্থ—শ ও র। মহাশ্রোত্রিয়—শ্রুতি বা বেদ-অধ্যয়ন-সম্পন্ন—শ ও র।

(২) বৈশ্বানর—(ক) "বিশ্ব=সকল, নর=মানুষ ; বিশ্ব+নর=বিশ্বানর=বৈশ্বানর, অর্থাৎ যিনি সকল মানব রূপে বিদ্যমান। (খ) অথবা বিশ্ব=সকল বিকার, নর=কর্তা, বৈশ্বানর=সকল বিকারের কর্তা। (গ) অথবা—বিশ্ব=(সকল) নর যাঁহার, অর্থাৎ যিনি সকল নরের আত্মা-রূপে বিদ্যমান তিনি বৈশ্বানর।"—গ। বৈশ্বানর আত্মা—Universal Self—রা।

(৩) মূলে আছে 'হন্ত'। (৪) মূলে আছে 'হন্ত'। (৫) কেকয়ের পুত্র—শ ও র। কেকয় দেশের রাজাও হইতে পারে। (৬) মূলে আছে 'হন্ত'।

* একাদশ খণ্ড হইতে অষ্টাদশ খণ্ড পর্য্যন্ত উপাখ্যান ও উপদেশ প্রায় এই আকারেই শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৬।১ এ আছে।

[অশ্বপতি] অভ্যাগতগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূজা করাইলেন। [পর দিন] প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন—

"আমার জনপদে চোর নাই, কদর্য[৭] নাই,
মদ্যপায়ী নাই, অগ্নিহোত্রবিহান [ব্রাহ্মণ] নাই,
অবিদ্বান্ নাই, ব্যভিচারী নই,
ব্যভিচারিণী কিরূপে থাকিবে ?"

ভগবদ্‌গণ, আমি যজ্ঞ করিতেছি। এক এক জন ঋত্বিক্‌কে যে পরিমাণ ধন দিব, ভগবদ্‌গণের প্রত্যেককে তাহা দিব। ভগবদ্‌গণ, [এখানে] বাস করুন।" ৫।১১।৫

তাঁহারা বলিলেন "মানুষ যে প্রয়োজনে আগমন করে, তাহাই প্রথমে বলা উচিত। আপনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে সম্প্রতি জানেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন।" ৫।১১।৬

তিনি (অশ্বপতি) তাঁহাদিগকে বলিলেন "আমি আগামী প্রাতঃকালে উত্তর দিব।" [পরদিন প্রাতঃকালে] তাঁহারা সমিৎ-হস্তে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উপনীত[৮] না করিয়াই এইরূপ বলিলেন— ৫।১১।৭

ইহা পঞ্চম অধ্যায় একাদশ খণ্ড

(৭) মূলে কদর্য শব্দই আছে। =অদাতা—শ ; দানশূন্য—র ; miser—রা।
(৮) আনন্দগিরি বলেন উপনয়ন অর্থ পায়ে পতিত হওয়া বা প্রণাম করা। সমিধ্-হস্তে আগমন করা শিষ্যত্বগ্রহণের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ হইয়াও হীনবর্ণ রাজার নিকট সমিৎ-হস্তে বিনয় সহকারে আগমন করায় রাজা, উপনয়ন না করিয়াই বিদ্যাদান করিলেন—শ।

পঞ্চম অধ্যায় একদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড
দ্যৌ বৈশ্বানর আত্মার মূর্ধা

"হে ঔপমন্যব, কাঁহাকে তুমি আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ?" [ঔপমন্যব প্রাচীনশাল] বলিলেন "ভগবন্, রাজন্, দ্যৌকেই[১] [আত্মা বলিয়া উপাসনা করি]।" [রাজা অশ্বপতি বলিলেন]—"তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া [অথবা—যে আত্মাকে] উপাসনা কর, ইনি 'সুতেজা' [-সংজ্ঞক]

(১) দ্যৌকে (দ্যুলোককে) বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনা করি—শ। দ্যুলোক-শরীরক বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করি—র।

বৈশ্বানর আত্মা[২], সেইজন্য[৩] তোমার কুলে (সোমরস) সুত, প্রসুত ও আসুত[৪] দেখা যায় এবং তুমি অন্ন ভোজন কর এবং প্রিয় দর্শন কর। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন এবং প্রিয় দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। ইনি (দ্যৌ = দ্যুলোক) [বৈশ্বানর] আত্মার মূর্ধা (মস্তক)। যদি তুমি [পূর্ণ জ্ঞানের জন্য] আমার নিকট না আসিতে তবে তোমার মূর্ধা নিপতিত হইত[৫]।" ইহাই [রাজা] বলিলেন[৬]। ৫।১২।১-২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড

(২) মূলে আছে 'এষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে'। শেষ অংশের অনুবাদ দুই প্রকার হয়। "তুমি যে আত্মাকে" অথবা 'তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া' উপাসনা কর। সুতেজা—শোভন তেজ যাঁহার—শ ও র ; the good light—রা; light, brilliant—ঝা। ইনি সুতেজা বৈশ্বানর আত্মা—এই বাক্যের শংকর ব্যাখ্যা এইরূপ করেন—ইনি বৈশ্বানর আত্মার সুতেজা অংশ (অর্থাৎ) তুমি যাহা উপাসনা কর, তাহা আত্মার এক অংশ মাত্র। রংগরামানুজ ব্যাখ্যা করেন—দ্যুলোকাবিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর আত্মাকে তুমি উপাসনা কর। দ্যুলোক সূর্যচন্দ্রাদি তেজযুক্ত বলিয়া তাহা সুতেজা। সেই দ্যুলোকাবিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর আত্মাকে তুমি উপাসনা কর, তিনি সুতেজত্বগুণের জন্য সুতেজা-নামীয় বৈশ্বানর। (রংগরামানুজ 'দ্যুলোকাবিচ্ছিন্ন' শব্দ দ্বারা 'দ্যুলোকশরীরক' অর্থ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়)।

(৩) সেইজন্য—সুতেজা-সংজ্ঞক বৈশ্বানর আত্মার অংশকে উপাসনা কর বলিয়া—শ।

(৪) সুত, প্রসুত ও আসুত—সুত=নিষ্কাশিত, প্রসুত—প্রকৃষ্টরূপে নিষ্কাশিত, আসুত—সম্যক্ নিষ্কাশিত—গ। সোমযাগ সাধারণতঃ তিন প্রকার একাহ, অহীন ও সত্র। একাহযাগে সোম সুত, অহীন যাগে প্রসুত এবং সত্র যাগে আসুত হয়—র ও আ। অর্থাৎ তাঁহার গৃহে তিন প্রকার সোমযাগই অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) অবয়বকে (=অংশকে) পূর্ণরূপে উপাসনা করার অপরাধে শির নিপতিত হইত—শ। বৈশ্বানর আত্মার শির-রূপী দ্যুলোককে সমগ্র বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করার জন্য শির নিপতিত হইত—র।

(৬) রাধাকৃষ্ণন ব্যাখ্যা করেন যে এখানে ভাবের ক্রমবিকাশ সম্পন্ন হইয়াছে। অশ্বপতি জিজ্ঞাসকদের বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে ধারণা কি তাহা জানিলেন। তাঁহাদের ধারণা যে দ্যৌ (=দ্যুলোক), সূর্য, বায়ু, আকাশ, জল এবং পৃথিবী বৈশ্বানর আত্মা, তাহা আংশিক সত্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বৈশ্বানর আত্মা সমগ্র, সর্বব্যাপক ও অনন্ত, এবং প্রাকৃতিক পদার্থ এবং ব্যষ্টি আত্মা তাঁহার অংশ মাত্র। কোন বিশেষ দেবতা যাঁহাকে বিশ্বের কোন পরিচ্ছিন্ন অংশের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া চিন্তা করা হয়—এবং বৈশ্বানর আত্মা এক বলিয়া যে ধারণা তাহা ভ্রান্ত।

পঞ্চম অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

আদিত্য বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু

অনন্তর [অশ্বপতি] সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে বলিলেন "প্রাচীনযোগ্য, কাঁহাকে তুমি আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?" [সত্যযজ্ঞ] বলিলেন "ভগবন্, রাজন্, আদিত্যকেই [আত্মা বলিয়া উপাসনা করি]।" [অশ্বপতি] বলিলেন "যাঁহাকে তুমি আত্মা বলিয়া [অথবা, যে আত্মাকে তুমি] উপাসনা কর, ইনিই 'বিশ্বরূপ'[১] [-সংজ্ঞক] বৈশ্বানর আত্মা। সেই জন্যই তোমার কুলে বহু 'বিশ্বরূপ'[২] দৃষ্ট হয়; অশ্বতরীযুক্ত রথ, দাসী, স্বর্ণ কণ্ঠহার [তোমার জন্য] প্রস্তুত [আছে]; এবং তুমি অন্নভোজন কর, প্রিয় দর্শন কর। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। ইহা (আদিত্য) [বৈশ্বানর] আত্মার চক্ষু। তুমি যদি আমার নিকট [পূর্ণজ্ঞানের জন্য] না আসিতে তবে তুমি অন্ধ হইতে"[৩] ইহা [রাজা] বলিলেন। ৫।১৩।১-২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড

(১) বিশ্বরূপ—আদিত্য বিশ্বরূপ কারণ শুক্লনীলাদিরূপ আদিত্যে আছে, অথবা আদিত্য হইতে সমস্ত রূপ আগত—শ; আদিত্য বিশ্বপ্রকাশ করেন বলিয়া বিশ্বরূপ—র। এই বিশ্বরূপ বৈশ্বানর আত্মার সম্পূর্ণরূপ নয়। বিশ্বরূপ—universal form—রা; multiform—ঝা।

(২) বিশ্বরূপ অর্থ এখানে ইহলোকের এবং পরলোকের জন্য বহু প্রকার ভোগোপকরণ—শ; বিশ্বপ্রকাশক পুত্র-রত্নাদি—র।

(৩) অংশকে পূর্ণ বলিয়া উপাসনা করার অপরাধে—শ; বৈশ্বানর আত্মার চক্ষুরূপী আদিত্যকে সমগ্র বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করার জন্য—র।

পঞ্চম অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

বায়ু বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ

অনন্তর [অশ্বপতি] ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বলিলেন "বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?" [ইন্দ্রদ্যুম্ন] বলিলেন 'ভগবন,

রাজন্, বায়ুকেই [আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি]।” [অশ্বপতি] বলিলেন “তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর [অথবা—তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর] ইনিই পৃথক্‌বর্ত্মা[১] [-সংজ্ঞক] বৈশ্বানর আত্মা (অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মার পৃথক্‌বর্ত্মা অংশ) সেই জন্য[২] নানাদিক্ হইতে বলি (-উপহার) সমূহ তোমার নিকট আসে, নানাবিধ রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে ; তুমি অন্ন ভোজন কর, প্রিয় দর্শন কর যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ থাকে। ইনি (এই পৃথক্‌বর্ত্মা বায়ু) [বৈশ্বানর] আত্মার প্রাণ (অর্থাৎ প্রাণরূপ অংশ)। যদি তুমি আমার নিকট [পূর্ণজ্ঞানের জন্য] না আসিতে, তবে তোমার প্রাণ উৎক্রমণ করিতে।” ইহা (রাজা) বলিলেন। ৫।১৪।১-২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড

(১) পৃথক্‌বর্ত্মা—নানাপ্রকার বর্ত্ম অর্থাৎ পথ যাহার আছে সেই বায়ু। বায়ু আবহ, উদ্বহ, নিবহ প্রভৃতি সাত প্রকার বায়ু আছে—শ। বায়ু বিবিধগতি-স্বভাব বলিয়া পৃথক্‌বর্ত্মা—র ; of varied course—রা ; diverse-coursed—ঝা।

(২) বৈশ্বানর আত্মার পৃথক্‌বর্ত্মা অংশ উপাসনা করে বলিয়াই পৃথক্ অর্থাৎ নানাদিক্ হইতে বলি (=উপহার) আগমন করে।

পঞ্চম অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(আকাশ বৈশ্বানর আত্মার মধ্যশরীর)

অনন্তর [অশ্বপতি] জনকে বলিলেন “শার্করাক্ষ্য, তুমি কাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?” [জন শার্করাক্ষ্য] বলিলেন “ভগবন্, রাজন্, আকাশকেই [আত্মা বলিয়া উপাসনা করি]।” [অশ্বপতি বলিলেন] “তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া [অথবা—যে আত্মাকে] উপাসনা কর ইনিই ‘বহুল’[-সংজ্ঞক] বৈশ্বানর আত্মা[১]। সেই জন্য তুমি প্রজা ও ধনে ‘বহুল’ হইয়াছ, অন্ন ভোজন কর, প্রিয় দর্শন কর। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন, তাঁহার কুলে

ব্রহ্মতেজ হয়। ইনি (এই আকাশ) [বৈশ্বানর] আত্মার 'সংদেহ'[২]। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তবে তোমার সংদেহ বিশীর্ণ হইত।" ইহা [অশ্বপতি] বলিলেন। ৫।১৫।১-২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড

(১) আকাশের বহুলত্বের কারণ আকাশ সর্বব্যাপী—শ। আকাশ 'বহুল' কারণ আকাশ ভূতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—র। বহুল=full—রা; extensive—ঝা।

(২) সংদেহ=মধ্যম শরীর—শ, অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগ—দু; মধ্যকায়—র; =body—রা; trunk—ঝা।

পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(জল বৈশ্বানর আত্মার বস্তি)

অনন্তর [অশ্বপতি] বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে বলিলেন "বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?" [বুড়িল] বলিলেন "ভগবন্, রাজন্, জলকেই [আত্মা বলিয়া উপাসনা করি]। [অশ্বপতি বলিলেন] "তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া [অথবা, যে আত্মাকে] উপাসনা কর, ইনিই (জলই) রয়ি[১] [-সংজ্ঞক] বৈশ্বানর আত্মা। সেই জন্য তুমি রয়িমান্ ও পুষ্টিমান্, এবং তুমি অন্ন-ভোজন কর, প্রিয় দর্শন কর। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। ইনি (জল) [বৈশ্বানর] আত্মার বস্তি। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার বস্তি বিদীর্ণ হইত।" ইহা [অশ্বপতি] বলিলেন। ৫।১৬।১-২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড

(১) রয়ি—wealth—রা ও ঝা। ধন, বৈশ্বানর আত্মা ধনস্বরূপ। জল হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে ধন উৎপন্ন হয়। সুতরাং জল রয়ির কারণ বলিয়া রয়ি; রয়িমান্—ধনবান্—শ। রংগরামানুজ বলেন জলের বেগ আছে বলিয়া অথবা জল ধনপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া রয়ি।

(২) বস্তি—মূত্রাশয়।

পঞ্চম অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড
(পৃথিবী বৈশ্বানর আত্মার পাদদ্বয়)

অনন্তর [অশ্বপতি] উদ্দালক আরুণিকে বলিলেন "গৌতম, তুমি কাঁহাকে আত্মা বলিষা উপাসনা কর ?" [উদ্দালক] বলিলেন "ভগবন্, রাজন্, পৃথিবীকেই [আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি]।" [অশ্বপতি বলিলেন]: "যাঁহাকে তুমি আত্মা বলিয়া [অথবা—যে আত্মাকে] উপাসনা কর ইনিই প্রতিষ্ঠা [-সংজ্ঞক] [বৈশ্বানর] আত্মা। সেই জন্য তুমি প্রজা ও পশুসমূহের সহিত প্রতিষ্ঠিত আছে, তুমি অন্ন ভোজন কর, প্রিয় দর্শন কর। "যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। ইনি (এই পৃথিবী) [বৈশ্বানর] আত্মার পাদদ্বয়।" "যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তবে তোমার পদদ্বয় বিশীর্ণ হইত।" ইহা [অশ্বপতি বলিলেন। ৫।১৭।১-২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ড।

পঞ্চম অধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড
(বৈশ্বানর আত্মা সর্বাত্মক)

[অশ্বপতি] তাঁহাদিগকে (সমাগত ব্রাহ্মণ সকলকে) বলিলেন "এই তোমরা এই বৈশ্বানর আত্মাকে যেন পৃথক্ [এইরূপ খণ্ড ভাবে] জানিয়া [কেবল] অন্ন [মাত্র] ভোজন করিতেছ। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে 'প্রাদেশমাত্র'[১] ও 'অভিবিমান'[২] এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি

(১) প্রাদেশ মাত্র = বিঘত পরিমাণ (এক বিঘত—বৃদ্ধাঙ্গুলি অগ্রভাগ হইতে বিস্তৃত তর্জনীর অগ্রভাগ পর্যন্ত), of the measure of the span—রা ও হি; as a whole composed of part—ব্যা। ব্র. সূ. ১।২।২৯ আশ্মরথ্যের মত উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে যদিও পরমেশ্বর অতিমান অর্থাৎ অপরিমিত, পরিমাণরহিত, তবু তিনি প্রাদেশ মাত্র (=প্রাদেশপরিমাণ) হৃদয়ে অভিব্যক্ত হন বলিয়া তাঁহাকে প্রাদেশমাত্র বলা হয়। ব্র. সূ. ১।২।৩০ সূত্রে বাদরি বলেন উপাসকের হৃদয় প্রাদেশ-পরিমাণ, সেই স্থানে তিনি স্মৃত (=ধ্যানগোচর) হন বলিয়া তাঁহাকে প্রাদেশমাত্র বলা হয়। ব্র, সূ. ১।২।৩১ সূত্রে জৈমিনি মত অনুসারে মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অংশকে বৈশ্বানর কল্পনা করা হইয়াছে। মস্তক হইতেছে দ্যৌ, চক্ষুদ্বয় সূর্য, নাসিকা বায়ু (=প্রাণবায়ু) বায়ু, মুখ্য-আকাশ আকাশ, মুখের লালা জল (রয়ি) চিবুক

সর্বলোকে, সর্বভূতে ও সর্ব আত্মাতে অন্ন ভোজন করেন।[৩]* ৫।১৮।১

সেই এই বৈশ্বানর আত্মার সুতেজা (দ্যৌ=দ্যুলোক)ই মূর্ধা, বিশ্বরূপ (আদিত্য) চক্ষু, পৃথক্‌বর্ত্মাত্মা (বায়ু) প্রাণ, বহুল (আকাশ) সংদেহ, রয়ি (জল) বস্তি, পৃথিবী পাদদ্বয়। [বৈশ্বানর-আত্মবিদের -শ, অথবা—বৈশ্বানর আত্মার উপাসকের—র][৪] বক্ষঃস্থলই বেদি, লোম সমূহ কুশ, হৃদয় গার্হপত্য (অগ্নি), মন অন্বাহার্যপচন [অগ্নি=দক্ষিণাগ্নি], এবং মুখ আহবনীয় [অগ্নি]।* ৫।১৮।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় অষ্টাদশ খণ্ড

পৃথিবী। মস্তক হইতে চিবুক পর্যন্ত প্রাদেশপরিমাণ। সেইজন্য বৈশ্বানর আত্মা প্রাদেশমাত্র।

শংকর ব্যাখ্যা করেন—প্রাদেশ—দ্যুলোক মস্তক হইতে পৃথিবী পাদ পর্যন্ত অবয়ব সমূহ। যিনি এইরূপ প্রাদেশ বা অবয়ব সমূহ দ্বারা মিত জ্ঞাত হন। রংগরামানুজ বলেন—প্রাদেশ-মাত্র-দ্যুলোকাদি প্রদেশসম্বন্ধী মাত্রা যাঁহার। অর্থাৎ দ্যুলোক প্রভৃতি প্রদেশ-পরিচ্ছিন্ন রূপে যাহাকে উপাসনা করা হয়।

(২) অভিবিমান—অভিব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া যিনি বিগতমান (=অপরিমেয়)—র। শংকর তিনটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন—(ক) যিনি প্রত্যগ্‌ আত্মারূপে—অহম্‌ (=আমি) রূপে বিমত অর্থাৎ বিশেষ রূপে জ্ঞাত। (খ) অন্তরাত্মারূপে যিনি সকলের অভিগত (=নিকটস্থ) এবং যিনি বিমান—যাঁহার মাপ করা যায় না, অর্থ অপরিমেয়। (গ) জগতের কারণ বলিয়া যিনি সকলকে পরিমাপ করেন। identical with the self (=আত্মার সহিত একীভূত), the inner self behind parts (অংশের পশ্চাতে অন্তরাত্মা)—রা; self-conscious, i.e, cognised by the indvidual self—ঝা।

(৩) ভাবার্থ—যে আত্মা এই সমগ্র বিশ্বের রূপ ধারণ করিয়াছেন তিনি বৈশ্বানর আত্মা (=universal self)। ইহাকে সমস্ত জীবের আত্মা বলিয়া জানিতে হইবে। এই আত্মাকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করার পরে তাঁহাকে সমস্ত সৃষ্টির আত্মা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ব্যষ্টি 'আমি' ও বৈশ্বানর 'আমি' একই—রা।

(৪) শংকর বলেন বৈশ্বানর-আত্মবিদের ভোজনই অগ্নিহোত্র। ইহাই প্রদর্শনের জন্য বলা হইতেছে যে এই বৈশ্বানর-আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর-আত্মবিদের বক্ষঃস্থল বেদি, লোমসমূহ কুশ ইত্যাদি।

রংগরামানুজ বলেন—এই প্রকার উপাসকের শরীরে সন্নিহিত ত্রিলোক-শরীরক বৈশ্বানর পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করার জন্য নিজের বক্ষঃস্থল, লোম, হৃদয়, মন ও মুখ-বিবরকে প্রাণাহুতির আধার, বৈশ্বানর পরমাত্মার বেদি, কুশ, গার্হপত্য অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় অগ্নি-রূপ অগ্নিহোত্রের উপকরণ পরিকল্পনা করিয়া এবং প্রাণাহুতির

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩২) দ্রষ্টব্য

অগ্নিহোত্রত্ব পরিকল্পনা করিয়া এই প্রকার প্রাণ-অগ্নিহোত্র দ্বারা বৈশ্বানর পরমাত্মাকে আরাধনা করিবে।

ইহা পঞ্চম অধ্যায় অষ্টাদশ খণ্ড।

পঞ্চম অধ্যায়—উনবিংশ খণ্ড

[প্রাণের উদ্দেশ্যে আহুতি]

সেই জন্য যে অন্ন প্রথম আসিবে, তাহা 'হোমীয়' (অর্থাৎ আহুতিরূপে অর্পণ করিতে হইবে)। তিনি প্রথম আহুতি দ্বারা যে হোম করিবেন, তাহা 'প্রাণায় স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। [তাহা দ্বারা] প্রাণ তৃপ্ত হয়। ৫।১৯।১

প্রাণ তৃপ্ত হইলে, চক্ষু তৃপ্ত হন। চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত হন। আদিত্য তৃপ্ত হইলে দ্যুলোক তৃপ্ত হয়। দ্যুলোক তৃপ্ত হইলে দ্যুলোকে এবং আদিত্যে [যাহারা] অধিষ্ঠিত আছে, সেই সকল তৃপ্ত হয়। তাহা-দের তৃপ্তি অনুযায়ী [ভোক্তা স্বয়ং] প্রজা, পশু, ভক্ষ্য অন্ন, তেজ (শরীরের উজ্জ্বলতা) এবং ব্রহ্ম (বেদপাঠজনিত) দীপ্তির সহিত তৃপ্ত হন। ৫।১৯।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় উনবিংশ খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়—বিংশ খণ্ড

ব্যান

অনন্তর দ্বিতীয় [আহুতি] দ্বারা যে হোম করিবেন, তাহা (সেই আহুতি) 'ব্যানায় স্বাহা' (ব্যানকে স্বাহা !) উচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। [তাহা দ্বারা] ব্যান [বায়ু] তৃপ্ত হয়। ৫।২০।১

ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রোত্র তৃপ্ত হয় ; শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে, চন্দ্রমা তৃপ্ত হন। চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হন ; দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু চন্দ্রমাতে এবং দিক্‌সমূহে অধিষ্ঠিত, তাহারাও তৃপ্ত হয়। তাহাদের তৃপ্তি অনুযায়ী [ভোক্তা স্বয়ং] প্রজা, পশু, ভক্ষ্য অন্ন, তেজ ও ব্রহ্ম দীপ্তির সহিত তৃপ্ত হন ৫।২০।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় বিংশ খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়—একবিংশ খণ্ড

অপান

অনন্তর তৃতীয় [আহুতি] দ্বারা যে হোম করিবেন তাহা 'অপানায় স্বাহা !' উচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। তাহা দ্বারা অপান [-বায়ু] তৃপ্ত হয়। ৫।২১।১

অপান তৃপ্ত হইলে বাক্ তৃপ্ত হয়। বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হন। অগ্নি তৃপ্ত হইলে, পৃথিবী তৃপ্ত হন। পৃথিবী তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু পৃথিবীতে এবং অগ্নিতে অধিষ্ঠিত, তাহারাও তৃপ্ত হয়। তাহাদের তৃপ্তি অনুযায়ী [ভোক্তা স্বয়ং] প্রজা, পশু, ভক্ষ্য অন্ন, তেজ এবং ব্রহ্ম দীপ্তির সহিত তৃপ্ত হন। ৫।২১।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় একবিংশ খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

সমান

অতঃপর চতুর্থ [আহুতি] দ্বারা যে হোম করিবেন, তাহা 'সমানায় স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবেন। তাহা দ্বারা সমান [বায়ু] তৃপ্ত হয়। ৫।২২।১

সমান বায়ু তৃপ্ত হইলে, মন তৃপ্ত হয়। মন তৃপ্ত হইলে পর্জন্য তৃপ্ত হন। পর্জন্য তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হন। বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু বিদ্যুতে এবং পর্জন্যে অধিষ্ঠিত তাহারা তৃপ্ত হয়। তাহাদের তৃপ্তিতে অনুযায়ী [ভোক্তা স্বয়ং] প্রজা, পশু, ভক্ষ্য অন্ন তেজ ও ব্রহ্ম-দীপ্তির সহিত তৃপ্ত হন। ৫।২২।১

ইহা পঞ্চম অধ্যায় দ্বাবিংশ খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

উদান

অতঃপর পঞ্চম [আহুতি] দ্বারা যে হোম করিবেন, তাহা 'উদানায় স্বাহা !' উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবেন। তাহা দ্বারা উদান [বায়ু] তৃপ্ত হয়। ৫।২৩।১

উদান তৃপ্ত হইলে, ত্বক্ তৃপ্ত হয়। ত্বক্ তৃপ্ত হইলে, বায়ু তৃপ্ত হন। বায়ু তৃপ্ত হইলে, আকাশ তৃপ্ত হন। আকাশ তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু বায়ুতে এবং আকাশে অধিষ্ঠিত তাহারা তৃপ্ত হয়। তাহাদের তৃপ্তি অনুযায়ী [ভোক্তা স্বয়ং] প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, তেজ ও ব্রহ্ম-দীপ্তির সহিত তৃপ্ত হন। ৫।২৩।২

ইহা পঞ্চম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

বৈশ্বানর জ্ঞানের ফল

যিনি ইহা [বৈশ্বানর-বিদ্যা] না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, [জ্বলন্ত] অঙ্গার (অর্থাৎ আহুতিযোগ্য অগ্নি) অপসারিত করিয়া ভস্মে আহুতি দিলে, যেরূপ (ফল) হয় তাঁহারও সেইরূপ হইবে।[১] ৫।২৪।১

আর যিনি ইহা [বৈশ্বানর বিদ্যা] এইরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাঁহার সর্বলোকে, সর্বভূতে ও সর্ব-আত্মাতে আহুতি দেওয়া হয়।[২] ৫।২৪।২

যেমনই ইষীকার তূলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তেমনই যিনি ইহা (বৈশ্বানর-বিদ্যা) এইরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন তাঁহার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়। ৫।২৪।৩

সেই জন্য এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন [ব্যক্তি] যদ্যপি চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট [অন্ন] প্রদান করেন, তবে তাঁহার সেই [অন্ন] বৈশ্বানর আত্মাতেই আহুত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে— ৫।২৪।৪

ইহলোকে ক্ষুধিত বালকগণ যেরূপ মাতার
চারিদিকে সমবেত হয়।
সেইরূপ সর্বভূত অগ্নিহোত্রের উপাসনা
করে, অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে[৩]। ৫।২৪।৫

ইহা পঞ্চম অধ্যায় চতুর্বিংশ খণ্ড

(১) ভস্মে আহুতি যেরূপ নিষ্ফল, বৈশ্বানর বিদ্যার জ্ঞান না থাকিলে যজ্ঞও সেইরূপ নিষ্ফল—র।

(২) শংকর বলেন ছা. উ. ৫।১৮।১ মন্ত্রে যে 'সর্বভূতে সর্বলোকে অন্ন-ভক্ষণ করেন' আর এখানে যে আহুতি দেওয়া হয় বলা হইয়াছে, উভয়ই প্রকৃত পক্ষে একই। অর্থাৎ

সকলের অন্নই তাহার অন্ন হয়। রংগরামানুজ বলেন সর্বাত্মক ভগবানের আরাধনায় সকলই আরাধিত হয়।

(৩) সর্বভূত বৈশ্বানর আত্মার জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির অগ্নিহোত্র (=অগ্নিতে আহুতি) কে ভোজনের জন্য উপাসনা করে—অর্থাৎ কখন ইনি ভোজন করিবেন বা আহুতি দিবেন, সেই জন্য অপেক্ষা করে, কারণ সেই ভোজন বা আহুতি দ্বারা সর্বভূত তৃপ্ত হইবে—শ (তাঁহার পক্ষে ভোজন ও আহুতি প্রদান একই)।

পঞ্চম অধ্যায় চতুর্বিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদ

(একের জ্ঞানে সর্বজ্ঞান)

ওম্, [পুরাকালে] শ্বেতকেতু আরুণেয় [নামে এক ব্যক্তি] ছিলেন। [তাঁহার] পিতা তাঁহাকে বলিলেন "শ্বেতকেতু, তুমি ব্রহ্মচর্য [অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে] বাস কর। সৌম্য, আমাদের বংশে কেহ বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর[1] ন্যায় হয় নাই।" ৬।১।১

তিনি (শ্বেতকেতু) দ্বাদশবর্ষবয়স্ক ছিলেন। [গুরুগৃহে] গমন করিয়া চতুর্বিংশবয়স পর্যন্ত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্মম্ভরি[2], বেদাধ্যয়ন-অভিমানী ও অবিনীতস্বভাব[3] হইয়া [পিতৃগৃহে] আগমন করিলেন। [তাঁহার] পিতা তাঁহাকে বলিলেন "সৌম্য, শ্বেতকেতু, এই যে [তুমি] আত্মম্ভরি, বেদাধ্যয়ন-অভিমানী ও অবিনীতস্বভাব হইয়াছ। তুমি কি সেই 'আদেশ'[4] [আচার্যকে] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাঁহা দ্বারা অশ্রুত

(১) ব্রহ্মবন্ধু—যিনি নিজে ব্রাহ্মণোচিত-গুণসম্পন্ন নন, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে নিজের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন—শ, তুঃ—রাজন্যবন্ধু।

(২) মূলে আছে মহামনা—তিনি কাহাকেও নিজের সমান মনে করেন না—শ (আমিই মহৎ অন্য কেহ মহৎ নয়)=আত্মম্ভরি—conceited—ঝা; greatly conceited—রা।

(৩) মূলে আছে 'স্তব্ধ'—arrogant—রা ও ঝা। অপ্রণত-স্বভাব—শ। বেদাধ্যয়ন করিলেও ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে এইরূপ স্বভাব হইয়াছিল—শ ও র।

(৪) আদেশ—উপদেশ—র; instruction—রা; teaching—ঝা। যাহা কেবল শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ দ্বারা পাওয়া যায় অথবা যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম উপদিষ্ট হন—শ।

[বিষয়] শ্রুত হয়, অ-মত বিষয় 'মত' হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয় ?"[৫] [শ্বেতকেতু বলিলেন] "ভগবন্, কি প্রকারে এই [রূপ] 'আদেশ' হইতে পারে ?* ৬।১।২-৩

সৌম্য, যেমন একটি মৃৎ-পিণ্ডের [জ্ঞান] দ্বারা সকল মৃন্ময় [বস্তু] বিজ্ঞাত হয়, বিকার বাক্য দ্বারা রচনা (রচিত) [অথবা বাক্যের অবলম্বন—শ] নাম, মৃত্তিকাই সত্য[৬] ; সৌম্য, যেমন একটি সুবর্ণ-পিণ্ড [জ্ঞান] দ্বারা সকল সুবর্ণময় [বস্তু] বিজ্ঞাত হয়, বিকার বাক্য দ্বারা রচনা (রচিত) [অথবা বাক্যের অবলম্বন—শ] নাম, সুবর্ণই সত্য ; সৌম্য, যেমন একটি নখনিকৃন্তন (নরুণ) [জ্ঞান] দ্বারা সকল লৌহময় [বস্তু] বিজ্ঞাত হয়, বিকার বাক্য দ্বারা রচনা [অথবা, বাক্যের অবলম্বন—শ] নাম, লৌহই সত্য, সেইরূপ, সৌম্য, সেই 'আদেশ' (উপদেশ)* ৬।১।৪-৬

[শ্বেতকেতু বলিলেন] "পূজনীয় তাঁহারা (আচার্যগণ) ইহা (একবিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান তত্ত্ব) নিশ্চয়ই জানিতেন না ; যদি ইহা জানিতেন, তবে কেন আমাকে বলিবেন না ? ভগবান্ আমাকে ইহা বলুন।" [পিতা] বলিলেন "তাহাই হোক্"। ৬।১।৭

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় প্রথম খণ্ড

(৫) তুলনীয়—কাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়—মু- উ. ১।১।৩। আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, ত, বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়—বৃ. উ. ৪।৫।৩।

(৬) মূলে আছে—"যথা সৌম্য, একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বমৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, াচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্।"

(ক) বাচা আরম্ভণম্—(i) বাক্যের দ্বারা রচনা অথবা (ii) শংকরের বলেন াক্যের অবলম্বন বা প্রয়োজন। আনন্দগিরি বলেন মূলে ষষ্ঠীর অর্থে তৃতীয়া ব্যবহৃত ইয়াছে। (iii) being due to words—ঝা ; arising from speech—রা; erbal distinction—হি ; indicated by different words—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। (iv) রংগরামানুজ বলেন ষষ্ঠীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তিকে গ্রহণ যুক্তিক্ত নয়, প্রয়োজনের হেতু বলিয়া তৃতীয়া বিভক্তি। বাক্যের অবলম্বন বলিলে ামধেয় শব্দ ব্যবহারে পুনরুক্তি দোষ হয়। কাহার প্রয়োজনে ? বাক্যের প্রয়োজনে। াহার মতে অর্থ হইবে—বিকার বাক্যের প্রয়োজনে, ব্যবহারের জন্য নাম। পণ্ডিত সন্তকুমার সম্পূর্ণ বাক্যটির অনুবাদ করিয়াছেন 'বিকার সকল বাক্যের দ্বারাই রচিত য় তাহারা নাম মাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য' (উপনিষদ্ ৩য় খণ্ড ভূমিকা—১২২ পৃঃ)

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৩) দ্রষ্টব্য।

(খ) বিকার—modification (পরির্তিত অবস্থা), manifestation (অভিব্যক্তি), development (বিকাশ), change (পরিবর্তন)—রা; product—ঝা; modification—হি; পরিণাম—গ।

(গ) ব্যাখ্যা (i) শংকর বলেন কার্য (=effect) কারণ হইতে ভিন্ন নয়। সুতরাং একটি মৃৎপিণ্ড জানিলে সকল মৃন্ময় পদার্থই বিজ্ঞাত হয়। কারণ মৃন্ময় পাত্র সকল মৃত্তিকারই বিকার বা অবস্থান্তর মাত্র। বিকার নামে কোন বস্তু নাই; বিকার কেবল বাক্যের অবলম্বন মাত্র, কেবল নাম। প্রকৃত পক্ষে বিকার মৃত্তিকাই, মৃত্তিকাই সত্য।

(ii) রাধাকৃষ্ণন—এই উপনিষদ্ বলেন সকল বিকারই মৃত্তিকার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই উপনিষদ্ বলেন না যে বিকার কেবল বাক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত অথবা কেবল মাত্র নাম।

(iii) রংগরামানুজ—বিকার বস্তুর পরিণাম—পরিবর্তিত অবস্থা। মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদি। মৃৎদ্রব্যের বিকারের নাম কাহার প্রয়োজনে? বাক্যের প্রয়োজনে—অর্থাৎ বাক্যের ব্যবহারের জন্য। মৃত্তিকাই সত্য, এই বাক্যের অর্থ এই—মৃত্তিকা কারণ, বিকার (ঘটাদি) কার্য (effect), কার্য ও কারণের একদ্রব্যত্ব প্রমাণের জন্য বলা হইয়াছে মৃত্তিকাই সত্য।

(iv) মধ্ব-মতে (৬।১।৪-৬) মন্ত্রের তাৎপর্য এই—একটি মৃত্তিকাখণ্ডকে জানিলে সাদৃশ্যবশতঃ সকল মৃন্ময়বস্তু জানা যায়, সেইরূপ সত্তার সাদৃশ্যবশতঃ বিষ্ণুকে জানিলে, জগৎ যে সত্য, ইহা জানা যায়। যখন একখণ্ড স্বর্ণ জানা যায়, তখন ইহা লৌহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানা যায়। সেইরূপ ঈশ্বরকে জানিলে তিনি যে জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা জানা যায়। সেইরূপ ক্ষুদ্র নখনিকৃন্তন (নরুনের) জ্ঞান দ্বারা বৃহৎ লৌহ পদার্থকে সাদৃশ্য দ্বারা জানা যায়, সেইরূপ মানুষের জ্ঞান হইতে আমরা বিষ্ণুকে জানিতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায় প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(সৎরূপী ব্রহ্ম জগৎকারণ)

*"সৌম্য, [সৃষ্টির] 'অগ্রে' ইহা (এই জগৎ), এক অদ্বিতীয় 'সৎ'১ [-স্বরূপ]ই ছিল। এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন "ইহা (এই জগৎ) 'অগ্রে' এক অদ্বিতীয় 'অসৎ'২ [-স্বরূপ]ই ছিল। সেই 'অসৎ' হইতে 'সৎ' জাত হইয়াছিল।" ৬।২।১

(১) ইহা—নামরূপদ্বারা বিভক্ত এবং বহুত্ব-অবস্থাযুক্ত জগৎ—র। নামরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত জগৎ—শ।

* মূল মন্ত্র দুইটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৪) দ্রষ্টব্য।

[পিতা] বলিলেন "সৌম্য, ইহা কিরূপে হইতে পারে ? কিরূপে 'সৎ' 'অসৎ' হইতে জাত হইতে পারে ? সৌম্য, ইহা এক অদ্বিতীয় 'সৎ' [-স্বরূপ]ই ছিল। ৬।২।২

তিনি [সেই সৎ] 'ঈক্ষণ' (চিন্তা) করিলেন "আমি বহু হইব,[৪] প্রকৃষ্ট-রূপে জাত হইব।" তিনি তেজ[৫] সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজ[৫] ঈক্ষণ করিলেন "আমি বহু হইব প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব"। তিনি (তেজরূপী 'সৎ') জল সৃষ্টি করিলেন। সেই জন্য যখনই পুরুষ শোক করে (সন্তপ্ত হয়) বা স্বেদাক্ত হয়, তখন তেজ হইতে জল জাত হয়। ৬।২।৩

সেই জল ঈক্ষণ করিলেন "আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।" তিনি 'অন্ন'[৬] সৃষ্টি করিলেন। সেই জন্য যেখানেই [জল-] বর্ষণ হয়, সেখানে জল হইতেই প্রভূত 'অন্নাদ্য'[৭] অধিজাত হয়। ৬।২।৪

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড

(২) এক অদ্বিতীয়—মূলে আছে একমেবাদ্বিতীয়ম্—একই অদ্বিতীয়।—স্বীয় কার্যভাবাপন্ন কিছু ছিল না বলিয়া একই, দ্বিতীয় অপর কিছু ছিল না বলিয়া অদ্বিতীয়—শ

(৩) সৎ ও অসৎ=Being & non-being—রা ও ঝা। সৎ=অস্তিত্বমাত্র (বিদ্যমানতা, সত্তামাত্র) নির্বিশেষ, সর্বগত, এক, নিরবয়ব নিরঞ্জন, বিজ্ঞানস্বরূপ—শ; পরমাত্মা, ব্রহ্ম—র। অসৎ—সদের বিপরীত। তৈ. উ. ২।৭।১ মন্ত্রে আছে "অগ্রে ইহা অসৎই ছিল"। সেখানে অসৎ অর্থ নাম ও রূপে অনভিব্যক্ত ব্রহ্ম, nonbeing নয়।

(৪) বহু হইব—বিচিত্র অনন্ত চিদ্-অচিদ্-মিশ্র ব্যষ্টি জগৎরূপে বহু হইব—র।

(৫) তেজ ও জল (৬।২।৪) তেজ বা জল ঈক্ষণ করিতে পারে না; সুতরাং অর্থ তেজরূপী বা জলরূপী ব্রহ্ম—শ; তেজ বা জলশরীরক পরমাত্মা—র। তৈ. উ.(২।১।৩)-এ আছে আত্মা হইতে প্রথম আকাশ উৎপন্ন হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ উৎপন্ন হইয়াছে। শংকর বলেন 'আকাশ ও বায়ু সৃষ্টির পর তেজ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সমস্তই সৎ-এর কার্য, সৎই কারণ, অর্থাৎ সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণন বলেন তেজ বা জল দ্বারা ভূত-সমূহকে বুঝায় নাই। তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের বুঝায়।

(৬) অন্ন—পৃথিবী—মহাভূতাধিকরণ পৃথিবী—র।
(৭) অন্নাদ্য—মূলে এই শব্দই আছে—ব্রীহিযব ইত্যাদি—শ ও র।

ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(ত্রিবৃৎ-করণ)

সেই এই ভূত সমূহের তিনটি বীজ (কারণ) আছে—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। ৬।২।১

সেই এই [সৎ-স্বরূপ] দেবতা ঈক্ষণ করিলেন "আচ্ছা, আমি এই তিন দেবতাতে (তেজ, জল ও অন্নতে) জীব-আত্মা[১]রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হই।"[২] ৬।৩।২

"তাঁহাদের (তেজ, জল ও অন্নের) প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ[৩] করিব।" [এইরূপ চিন্তা করিয়া] সেই [সৎরূপী] এই দেবতা জীব-আত্মারূপ এই তিন দেবতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন। ৬।৩।৩

[সদ্‌রূপী ব্রহ্ম] তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন। সৌম্য, এই তিন দেবতা প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইলেন। সৌম্য, এই তিন দেবতা প্রত্যেকে যে প্রকারে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট অবগত হও।" ৬।৩।৪

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড

(১) মূলে আছে—'অনেন জীবেন আত্মনা'—এই জীব-আত্মারূপে = প্রাণধারণ কর্তারূপে—শ; জীবসমষ্টিবিশিষ্ট আত্মা দ্বারা—র; by means of living self—রা; through this living self—ঝা।

(২) ভাবার্থ—সৎএর সহিত তিন সূক্ষ্মভূতত্রয়ের—তেজ, জল ও অন্নের সংযোগে এই নাম-রূপবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হয়—শ। তেজ, জল ও অন্নের—তিন সূক্ষ্মভূতের সৎ-এর সহিত সংযোগে এই জগৎ উৎপন্ন হয়। এই তিন সূক্ষ্মভূতকেই দেবতা বলা হইয়াছে, সৎ হইতেছে পরা দেবতা, পরম সত্তা, সৎই পরম সত্তা। তেজ প্রথমসৃষ্টি, তেজ হইতে জল, জল হইতে অন্ন সৃষ্টি হয়। সৎ এই তিনের অন্তরাত্মা-রূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন এবং এই তিনকে মিশ্রিত করিয়া ত্রিবৃৎ করেন—রা।

(৩) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব—অর্থাৎ তিন দেবতারই অংশ প্রত্যেক সৃষ্টিতে থাকিবে—একটির প্রাধান্য থাকিবে, অপর দুইটি গৌণ ভাবে থাকিবে—শ। (সূক্ষ্ম) তেজ ½,

(সূক্ষ্ম) জল ১/৪, + (সূক্ষ্ম) পৃথিবী ১/৪=স্থূল তেজঃ। (সূক্ষ্ম) জল ১/২+সূক্ষ্ম তেজ ১/৪+(সূক্ষ্ম) অন্ন ১/৪=স্থূল জল—গ।

ষষ্ঠ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায় —চতুর্থ খণ্ড
(ত্রিবৃৎকৃত স্থূল ভূত)

অগ্নির[১] যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ[২], যে শুক্ল [রূপ] তাহা জলের[২] [রূপ], যে কৃষ্ণ [রূপ] তাহা অন্নের[২] (পৃথিবীর) [রূপ]। [এই রূপে][৩] অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইল।[৩] বিকার বাক্য দ্বারা রচনা [অথবা, ব্যবহারের জন্য—র ; অথবা, বাক্যের অবলম্বন—শ] নাম।[৪] এই তিন রূপই সত্য। ৬।৪।১

আদিত্যের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ[২], যে শুক্ল [রূপ] তাহা জলের [রূপ], যে কৃষ্ণ [রূপ] তাহা অন্নের [রূপ]। এই রূপে আদিত্যের আদিত্যত্ব অপগত হইল, বিকার বাক্য দ্বারা রচনা [অথবা, ব্যবহারের জন্য—র ; অথবা, বাক্যের অবলম্বন—শ] নাম এই তিনরূপই সত্য। ৬।৪।২

চন্দ্রমার যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ, যে শুক্ল [রূপ] তাহা জলের, যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের। [এইরূপে] চন্দ্রের চন্দ্রত্ব অপগত হইল। বিকার বাক্য দ্বারা রচনা নাম, তিনরূপই সত্য। ৬।৪।৩

বিদ্যুতের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ, যে শুক্ল [রূপ] তাহা জলের, যে কৃষ্ণ [রূপ] তাহা অন্নের। [এই রূপে] বিদ্যুতের বিদ্যুত্ত্ব

(১) অগ্নির ও আদিত্যের—ত্রিবৃৎকৃত স্থূল অগ্নির ও আদিত্যের—শ।

(২) তেজের, জলের ও অন্নের যে রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তেজের, জলের ও অন্নের অ-ত্রিবৃৎকৃত। অমিশ্রিত সূক্ষ্ম তেজের, জলের ও অন্নের রূপ—শ।

(২) অর্থাৎ তেজের রূপ, জলের রূপ, ও অন্নের রূপ গ্রহণ করিলেন—র।

(৪) মূলে আছে অপাগাৎ-অপগত হইল ; vanishes—রা ও ঝা।

মূলে আছে 'বাচারম্ভনং বিকারঃ নামধেয়ম্'—বিকার বাক্যের অবলম্বন নাম—শ ; বিকার বাক্য-ব্যবহারের জন্য নাম—র ; modifications are only names arising out of speech—রা ; being only modifications of words a mere name—ঝা।

অপগত হইল। বিকার বাক্যের রচনা নাম, এই তিনরূপই সত্য।" ৬।৪।৪

সেই ইহা (এই ত্রিবৃৎ-বিদ্যা) জানিয়াই পূর্বে মহাগৃহস্থগণ ও মহা-শ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছিলেন "অদ্য আমাদের নিকট অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত কেহই কিছু বলিতে পারিবেন না" [তাঁহারা এরূপ বলিতে পারিয়াছিলেন কারণ] এই সমুদয় হইতেই তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন। ৬।৪।৫

যাহা লোহিতের (লোহিত বর্ণের) ন্যায় ছিল, তাহা তেজের রূপ, ইহা জানিয়াছিলেন ; যাহা শুক্লের ন্যায় ছিল, তাহা জলের রূপ ইহা জানিয়াছিলেন। যাহা কৃষ্ণের ন্যায় ছিল, তাহা অন্নের (পৃথিবীর) রূপ, ইহা জানিয়াছিলেন। ৬।৪।৬

যাহা অবিজ্ঞাতের ন্যায় ছিল, তাহা এই দেবতাদেরই (তেজ, জল, ও অগ্নিরই) মিশ্রণ, তাহা জানিয়াছিলেন। হে সৌম্য, এই তিনটি দেবতা পুরুষ (জীবদেহ)কে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেরূপে 'ত্রিবৃৎ" ত্রিবৃৎ হন, তাহা আমার নিকট অবগত হও। ৬।৪।৭

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

শরীরে ত্রিবৃৎ-করণের উদাহরণ

"অন্ন ভুক্ত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়, তাহার (অন্নের) যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা পুরীষ [-রূপে পরিণত] হয়, যাহা মধ্যম [অংশ] তাহা মাংস, যাহা সূক্ষ্মতম [অংশ] তাহা মন[১] [হয়]। ৬।৫।১

"জল পীত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। তাহার যাহা স্থূলতম অংশ তাহা মূত্র হয় ; যাহা মধ্যম [অংশ] তাহা রক্ত এবং যাহা সূক্ষ্মতম [অংশ] তাহা প্রাণ[২] হয়। ৬।৫।২

(১) সূক্ষ্মাংশ মন (হয়)—সূক্ষ্মতম অংশ উর্ধ্বে হৃদয়প্রদেশে গমন করিয়া হিতানামক সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহে অনুপ্রবেশ করিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিতি উৎপাদন করিয়া মন হয়, (অর্থাৎ) মনোরূপে পরিণত হইয়া মনের পুষ্টি ও উন্নতি সাধন করে—শ। মনকে আপ্যায়িত করে, মনের বৃদ্ধি সাধন করে—র।

"তেজ (ঘৃতাদি তেজস্কর খাদ্য) ভুক্ত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। তাহার যাহা স্থূলতম অংশ তাহা অস্থি হয়, যাহা মধ্যম [অংশ] তাহা মজ্জা এবং যাহা সূক্ষ্মতম [অংশ] তাহা বাক্[৩] [হয়]। ৬।৫।৩

"হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ আপোময়, বাক্ তেজোময়ী"। [শ্বেতকেতু] বলিলেন "ভগবান্ আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন।"[৪] [আরুণি] বলিলেন, "সৌম্য, তাহাই হোক্—" ৬।৫।৪

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড

(২) পরে বলা হইবে—প্রাণ অপোময়—শ।

(৩) কারণ ঘৃত-তৈলাদি ভক্ষণের দ্বারা বাক্ স্পষ্ট এবং ভাষণ-সমর্থ হয়—শ।

(৪) শংকর বলেন যে শ্বেতকেতু বুঝিতে পারিতেছেন না যে যখন এই দেহ সমানভাবে তেজ-অপ্-অন্নময়, তখন কি প্রকারে অন্ন, অপ্, স্নেহজাতীয় পদার্থ ভুক্ত হইয়া মন, প্রাণ ও বাকের বৃদ্ধি জন্মায়।

ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি

"সৌম্য, দধি মথিত হইলে, যাহা সূক্ষ্মতম [অংশ] তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, তাহা [নবনীতরূপে পরিণত হইয়া) ঘৃত হয়। ৬।৬।১

"হে সৌম্য, এইরূপেই অন্নের ভুক্ত যাহা সূক্ষ্মতম [অংশ] তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং এবং তাহা মন হয়[১]। ৬।৬।২

"সৌম্য, পীত জলের যাহা সূক্ষ্মতম [অংশ] তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং তাহা প্রাণ হয়। ৬।৬।৩

"সৌম্য, ভুক্ত তেজের (তেজস্কর খাদ্যের) যাহা সূক্ষ্মতম [অংশ] তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, এবং তাহা বাক্ হয়।" ৬।৬।৪

"সৌম্য মন অন্নময়, প্রাণ 'আপোময়', বাক্ তেজোময়ী"। [শ্বেতকেতু বলিলেন] "ভগবান্ আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন।" [আরুণি] বলিলেন। সৌম্য, তাহাই হোক— ৬।৬।৫

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড

(১) অর্থাৎ মনের অবয়বসমূহের সহিত মিলিত মনের উপচয় (=পুষ্টি, বৃদ্ধি, উন্নতি) সাধন করে—শ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

মনের অন্নময়ত্ব

"সৌম্য, পুরুষ ষোড়শকলা-যুক্ত[১]। পঞ্চদশ দিন আহার করিও না। ইচ্ছামত জল পান কর, কারণ প্রাণ 'আপোময়', জলপান করিলে প্রাণ-বিয়োগ হয় না। ৬।৭।১

তিনি (শ্বেতকেতু) পঞ্চদশ দিন আহার করিলেন না। অনন্তর ইঁহার (পিতার) নিকট আগমন করিলেন, [এবং বলিলেন] "পিতা, কি বলিব?" তিনি (পিতা) বলিলেন "সৌম্য, ঋক্, যজুঃ সাম, [মন্ত্র সমূহ বল]" [শ্বেতকেতু বলিলেন] "পিতা, [এই সকল] আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না (মনে আসিতেছে না।)" ৬।৭।২

[পিতা আরুণি] তাঁহাকে বলিলেন "সৌম্য, যেমন [ইন্ধন দ্বারা] পরিবর্ধিত মহানের (মহান্ অগ্নির) খদ্যোত পরিমাণ এক অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহা দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ [বস্তু] দগ্ধ করা যায় না, সৌম্য, তেমনি তোমার ষোড়শ কলার এক কলা অবশিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা এখন বেদসমূহ অনুভব করিতে পারিতেছ না। তুমি আহার কর, তখন আমার কথা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিবে।" ৬।৭।৩

তিনি (শ্বেতকেতু) আহার করিলেন, পরে ইঁহার (পিতার) নিকট গমন করিলেন। তিনি (পিতা) যাহা কিছু প্রশ্ন করিলেন, তিনি সমস্তই প্রতিপন্ন[২] করিলেন। ৬।৭।৪

[পিতা আরুণি] তাঁহাকে বলিলেন "সৌম্য, [ইন্ধন দ্বারা] বর্ধিত মহানের (মহান্ অগ্নির) খদ্যোত-পরিমাণ অবশিষ্ট অঙ্গারকে যেমন তৃণ দ্বারা সংযোজিত করিয়া প্রজ্বলিত করে এবং তাহা দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ [বস্তুও] দগ্ধ করা যায়, তেমনি, সৌম্য, তোমার ষোড়শ কলার এক কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অন্ন দ্বারা সংযোজিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা এখন বেদসমূহ অনুভব

(১) ষোড়শকলাযুক্ত—অন্নপুষ্ট মন ষোড়শশক্তি-বিশিষ্ট—শ; মনাদি-ষোড়শ-অংশযুক্ত—র। প্র. উ. ৬।১-২ দ্রষ্টব্য।

করিতেছ। সৌম্য, অতএব মন অন্নময়, প্রাণ 'আপোময়' এবং বাক্ তেজোময়ী।" [শ্বেতকেতু] তাহা (সেই তত্ত্ব) ইঁহার (উদ্দালক আরুণির) নিকট হইতে বিশেষভাবে জানিয়াছিলেন, বিশেষভাবে জানিয়াছিলেন। ৬।৭।৫-৬

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম খণ্ড

(২) মূলে আছে প্রতিপেদে—প্রতিপন্ন করিলেন—যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিলেন answered –রা। ঋক্-আদির পাঠ ও অর্থ বুঝিলেন—শ; উত্তর দানে সমর্থ হইলেন —র।

ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

সৎই সর্বাত্মক

উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন "সৌম্য, আমার নিকট স্বপ্নতত্ত্ব অবগত হও। *যখন পুরুষ নিদ্রা যান (স্বপিতি) এই নাম প্রাপ্ত হন, তখন তিনি 'সৎ' এর সহিত 'সম্পন্ন'[১] (মিলিত) হন, তখন তিনি নিজকে প্রাপ্ত হন (স্বম্ অপীতঃ)। সেইজন্য ইহাকে (পুরুষকে) বলা হয় নিজকে প্রাপ্ত হইয়াছেন '(স্বপিতি)'। তখন তিনি নিজকে (নিজ স্বরূপকে) প্রাপ্ত হন (স্বম্ অপীতঃ)[২]। ৬।৮।১

সূত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন দিকে দিকে উড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া বন্ধনস্থানকেই আশ্রয় করে, তেমনি সৌম্য, সেই মন দিকে দিকে বিচরণ করিয়া, অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া প্রাণকেই আশ্রয় করে। সৌম্য, মন প্রাণেই আবদ্ধ[৩]। ৬।৮।২

সৌম্য, 'অশনয়া' (ক্ষুধা) ও পিপাসাকে বিশেষরূপে জান। যখন পুরুষ ক্ষুধার্ত (অশিশিষতি) এই নাম (প্রাপ্ত হয়), জলই তাহার 'অশিত'

(১) মূলে 'সম্পন্নঃ' শব্দই আছে—স তে সম্পন্ন হয়—has reached the pure being—রা; becomes imbued with Being—ঝা। 'স'তে একীভূত হয়—গ, মিলিত হয়—দু ও মহেশচন্দ্র।

(২) ভাবার্থ—সুষুপ্তি অবস্থায় ব্যক্তিগত সংবিদ্ থাকে না, (জীব) আত্মা পরমাত্মাতে একীভূত বলা হয়। বাক্, মন, ইন্দ্রিয়গণ বিশ্রাম পায়, প্রাণই কেবল সক্রিয় থাকে। জীবাত্মা তাহার শ্রান্তি দূর করার জন্য অল্প সময়ের জন্য তাহার গভীরতর আত্মাতে প্রবেশ করে। সুষুপ্তিতে বুদ্ধি অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থায় আবার সক্রিয় হয়—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৫) দ্রষ্টব্য।

(ভুক্তদ্রব্য)কে এই নাম (প্রাপ্ত হয়), জলই তাহার 'অশিত' (ভুক্তদ্রব্য)কে [যথাস্থানে] 'নিয়া' যায় (নয়তি)। যেমন গো-নায় (গো-নেতা অর্থাৎ গোপাল), অশ্বনায় (অশ্বপাল), পুরুষনায় (পুরুষদের নেতা, রাজা বা সেনাপতি) [বলা হয়], তেমনি জলকে 'অশনায়' (অশিত অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের নেতা) বলা হয়। সৌম্য, এইরূপে[৪] এই (শরীর রূপ) অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, বলিয়া বিশেষভাবে জানিবে। সৌম্য, ইহা (এই দেহ) 'অমূল' (কারণবিহীন) নহে। ৬।৮।৩

অন্ন ভিন্ন ইহার (এই শরীরের) মূল আর কোথায় হইতে পারে?[৫] *সৌম্য, এই প্রকারেই অন্ন [-রূপ] অঙ্কুর দ্বারা জল [-রূপ] মূল (কারণ) অন্বেষণ কর। সৌম্য, জল [-রূপ] অঙ্কুর দ্বারা তেজ [-রূপ] মূল অন্বেষণ কর। সৌম্য, তেজ[-রূপ] অঙ্কুর দ্বারা 'সৎ' [-রূপ] মূল অন্বেষণ কর। সৌম্য, এই সমস্ত প্রজা (প্রাণী)র 'সৎ' ই মূল, 'সৎ'ই আশ্রয় 'সৎ'ই প্রতিষ্ঠা[৬]। ৬।৮।৪

আর যখন পুরুষ পিপাসিত এই নাম [প্রাপ্ত হয়] (পিপাসিত হয়), তখন তেজই তাহার পীত (তরল বস্তু) [যথাস্থানে] 'নিয়া' যায়

(৩) শংকর বলেন এখানে মন অর্থ জীব, মনই জীবের পরিচায়ক বলিয়া জীবকে মন বলা হইয়াছে এবং প্রাণ অর্থ পরমাত্মা। রংগরামানুজের মত একটু ভিন্ন, তিনি বলেন, মন প্রাণে নিবদ্ধ কারণ প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে মনও উৎক্রান্ত হয় এবং সুষুপ্তিতে বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত মন প্রাণে প্রবেশ করে। তিনি আরও বলেন এইরূপে জীবও পরমাত্মাতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ রংগরামানুজ প্রাণের ও মনের সাধারণ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণনের মতও কতকটা রংগরামানুজের ন্যায়। তিনি বলেন এখানে জীবের প্রাণ ও মনের সম্বন্ধ দেখান হইতেছে; মন যদিও প্রাণের অতীতে অবস্থান করে, প্রাণ মনের মূল এবং মন প্রাণ হইতেই সম্ভূত।

(৪) এইরূপে—ভুক্ত অন্ন জল দ্বারা রস রূপে পরিণত হওয়ার ফলে—শ ও র।

(৫) অন্নই শরীরের মূল কারণ, অন্ন হইতেই শরীর উৎপন্ন হয়, কিরূপে? ভুক্ত অন্ন জল দ্বারা দ্রবীভূত হয়, পরে জঠর-অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রসে পরিণত হয়। রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র হয়—শ।

(৬) সৎ—Being, মূল=root, প্রতিষ্ঠা—support—রা ও ঝা। 'সৎ'ই সমগ্র বিশ্বের অন্তিম মূল—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৬) দ্রষ্টব্য।

(নয়তে)। যেমন গো-নায় (গোপাল) অশ্বনায় (অশ্বপাল), 'পুরুষ-নায়' (রাজা বা সেনাপতি) [বলা হয়], তেমনি এই তেজকে 'উদন্যা'[৭] (উদক-নেতা) বলা হয়। সৌম্য, এইরূপে[৮] এই (জল-রূপ) অঙ্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া বিশেষভাবে জানিবে। সৌম্য, ইহা (এই দেহ) অমূল হইতে পারে না। ৬।৮।৫

সৌম্য, জল ভিন্ন তাহার (এই শরীরের) মূল আর কোথায় হইতে পারে? সৌম্য, জল [-রূপ] অঙ্কুর দ্বারা তেজ [-রূপ] মূল অন্বেষণ কর। সৌম্য, তেজ [-রূপ] অঙ্কুর দ্বারা 'সৎ' [-রূপ] মূল অন্বেষণ কর। সৌম্য, এই সমস্ত প্রজার 'সৎ'ই মূল, 'সৎ'ই আশ্রয়, 'সৎ'ই প্রতিষ্ঠা। সৌম্য, এই তিন দেবতা (তেজ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া[৯] যে প্রকারে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয় তাহা বলা হইয়াছে। সৌম্য, পুরুষের [পরলোকে] প্রয়াণকালে, বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতাতে[১০] মিলিত হয়[১১]। ৬।৮।৬

*সেই যে এই অণিমা (সৎ), এই সমস্ত (জগৎ) এতদাত্মক (অর্থাৎ সদাত্মক)। তাহা সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমি তাহা।[১২]।

(৭) 'উদন্যা'—(=উদক-নেতা=উদককে যে লইয়া যায়)। উদকনায় হওয়া উচিত কিন্তু বৈদিক আর্ষ প্রয়োগ—শ।

(৮) তেজই পীত জলকে রক্ত ও প্রাণে পরিণত করে বলিয়া—শ।

(৯) অর্থাৎ জীব দেহে প্রবেশ করিয়া—দ্র।

(১০) পরম দেবতা—'সৎ'রূপী ব্রহ্ম—শ ; পরমাত্মা—র।

(১১) ব্যাখ্যা—'সৎ' হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। বাকে তেজ উপাদানের প্রাধান্য এবং মনে পৃথিবী-উপাদনের প্রাধান্য আছে। যখন মানুষ পরলোকে প্রয়াণ করে তাহার বাক্ মনে লীন হয়, তাহার স্বর লোপ পায়, যদিও তাহার মনের শক্তি থাকে। যখন মন প্রাণে লীন হয়, মনের কার্য লোপ পায়। যখন প্রাণ তেজে লীন হয়, যখন মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে অর্থাৎ সে জীবিত কি মৃত এই বিষয়ে সন্দেহ হয়, আমরা তাহার দেহ স্পর্শ দ্বারা অনুভব করি। যদি শরীর উষ্ণ হয়, তবে সে জীবিত ; যদি [উষ্ণ] না হয়, তবে সে মৃত ইহা মনে করি। তেজ তখন পরম সতে গৃহীত হয়। যদি আমরা ব্রহ্ম-চিন্তা-মগ্ন হইয়া এই জীবন হইতে প্রয়াণ করি, তবে আমরা পরম 'সৎ'কে প্রাপ্ত হইব, তাহা না হইলে আবার জগতে প্রবেশ করিব—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য প্রথমাংশের পরিশিষ্ট ক ( ) দ্রষ্টব্য।

[শ্বেতকেতু বলিলেন] "ভগবান্ পুনরায় বুঝাইয়া দিন।" [পিতা আরুণি] বলিলেন "সৌম্য, তাহাই হউক।" ৬।৮।৭

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় অষ্টম খণ্ড।

(১২) মূলে আছে—"সঃ যঃ এষঃ অণিমা ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বং তৎ সত্যং সঃ আত্মা, তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো"। অণিমা—subtle essence (সূক্ষ্ম সার)—রা ও ঝা; অণুত্ব—শ; অণুর ন্যায় দুর্বিজ্ঞেয় সৎ—র। এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ আছে সুতরাং প্রধান ব্যাখ্যাগুলির সারাংশ দেওয়া হইল।

(ক) শংকর—এই সৎসংজ্ঞক অণিমা অর্থাৎ অণুত্ব জগতের মূল। এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক—সদাত্মক, সৎস্বরূপ। এতদ্ (=ইহা অর্থাৎ সৎ) যাহার আত্মা, তাহা এতদাত্ম, তাহার ভাব 'ঐতদাত্ম্যম্'। এই সৎসংজ্ঞক আত্মা দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ আত্মাবান্। সেই সৎসংজ্ঞকই প্রকৃত সত্য—পরমার্থ সৎ। তিনিই আবার জগতের আত্মা। তুমিই তাহা অর্থাৎ সেই 'সৎরূপী ব্রহ্ম'।

(খ) রংগরামানুজ—'সৎ' শব্দিত ইনিই অণিমা অর্থাৎ অণুর ন্যায় দুর্বিজ্ঞেয়। এই সমস্ত জগৎ সৎ-আত্মক, তিনি সত্য তিনিই আত্মা। তুমিই তাহা—অর্থাৎ তুমি "সৎ-আত্মক'। 'তাহা' অর্থ সদ্রূপী ব্রহ্ম নয়, সৎ-আত্মক, বা ব্রহ্মাত্মক। জগৎ যেমন 'সৎ'-আত্মক' তুমিও সেইরূপ 'সৎ'-আত্মক। তত্ত্বমসি (তুমি তাহা) বাক্যটি পূর্বাংশের উপসংহার।

(গ) মধ্ব—বিষ্ণুকে 'য' বলা হয় কারণ তিনি সকলকে নিয়মিত ('যমন') করেন, তাঁহাকে 'স' বলা হয়, কারণ তিনি সকলের সার, তিনি অণিমা, কারণ তিনি অণিমা (=সূক্ষ্ম) বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাত হন।

বিশ্বকে এতদ্ (-সৎ)-আত্মক বলা হয়, কারণ এই জগৎ তাঁহার দ্বারা শাসিত হয়। (মূলে তৎ শব্দ আছে তাহা 'তাহা' বলিয়া উপরে অনুবাদ করা হইয়াছে। মধ্ব সেই অর্থ গ্রহণ করেন না) তাহাকে 'তৎ' বলা কারণ তিনি 'তত' সর্বব্যাপী। তাঁহাকে সত্য বলা হয় কারণ তিনি পরম আনন্দ। তাঁহাকে আত্মা বলা কারণ পূর্ণত্বের সকল গুণ তাঁহাতে আছে। (মূলে আছে স আত্মাতৎত্বম্ অসি। মধ্ব বলেন আত্মা+অতৎ=আত্মাতৎ, অতৎ=তাহা নয়। সুতরাং তাঁহার মতে পাঠ অতৎ ত্বম্ অসি)। প্রকৃত পক্ষে তুমি তাহা বা তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম নও। গর্বিত অসুরেরাই বলে "আমি ব্রহ্ম"।

(ঘ) রাধাকৃষ্ণন—'তত্ত্বমসি' তুমিই তাহা। উপনিষদের এই প্রসিদ্ধ মূল বাক্যটি (i) মানব-আত্মার ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং (ii) প্রকৃত আত্মা ও উপাধির (যাহার সহিত আত্মাকে ভ্রম করা হয়) পার্থক্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। যাহা কেবল দৈহিক ও মানসিক, তাহা মাত্র যিনি জানেন, তিনি নিজকে (নিজের আত্মাকে) জানেন না। 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমি তাহা) এই মূল বাক্যটি 'অন্তর পুরুষ' প্রতি প্রযোজ্য—নাম ও বংশসমন্বিত ব্যবহারিক আত্মার প্রতি নয়। ঐতরেয় আরণ্যক (২।২।৪।৬ মন্ত্রে) বলেন 'যাহা আমি তাহা তিনি, যাহা তিনি তাহা আমি'। ***রংগরামানুজ বলেন "তৎ ত্বম্

অসি" (তুমিই তাহা) এই বাক্য শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরতত্ত্ব, বিশ্ব ও জীব উভয়েই সমভাবে বর্তমান। 'তৎ' (তাহা) অর্থ সমগ্রবিশ্ব-শরীরক ঈশ্বর, ত্বম্ (=তুমি) অর্থ জীবাত্মা-শরীরক ঈশ্বর। ঈশ্বরতত্ত্ব উভয়েই বর্তমান।

(ঙ) বৈষ্ণবগণ ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা দেন। 'তত্ত্বম্' শব্দটি তাঁহাদের মতে একটি সমাস—তস্য ত্বম্—তুমি তাঁহার। এই ব্যাখ্যাটি বৈষ্ণবদের ঐতিহ্য অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের ব্যাখ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায় অষ্টম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—নবম খণ্ড

সুষুপ্তিতে সৎ-জ্ঞানাভাব (১)

"সৌম্য, মধুকরগণ যেমন নানাবিধ বৃক্ষের রসসমূহ আহরণ করিয়া সেই রসকে 'একতা' প্রাপ্ত করায় এবং মধু প্রস্তুত করে, তাহাদের (রস সমূহের) যেমন তখন 'আমি অমুক বৃক্ষের রস', 'আমি অমুক বৃক্ষের রস' এইরূপ বিবেক থাকে না, সৌম্য, তেমনি এই সকল প্রজা (প্রাণী) 'সৎ'এ মিলিত হইয়া[১] "সৎ'এ মিলিত হইয়াছি" ইহা জানিতে পারে না[২]। ৬।৯।১-২

তাহারা (প্রাণিগণ) ইহলোকে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক (নেকড়ে), বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ (ডাঁশ) মশক বা যে যাহা ছিল, (সুষুপ্তির পর) তাহা পুনরায় হয়[৩]। ৬।৯।৩

সেই যে এই অণিমা (সৎ), এই সমস্ত (জগৎ) এতদাত্মক (সৎ-আত্মক)। তাহা সত্য, তিনি আত্মা; শ্বেতকেতু, 'তুমিই তাহা" [শ্বেতকেতু বলিলেন] "ভগবান্ আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন।" [পিতা আরুণি] বলিলেন "সৌম্য, তাহাই হোক্"। ৬।৯।৪

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় নবম খণ্ড

(১) সুষুপ্তি কালে সতে মিলিত হইয়া—শ।
(২) 'আমি দেবদত্ত সতের সহিত মিলিত হইয়াছি' এই বোধ থাকে না—র।
(৩) এখানে সুষুপ্তি ও জাগরণের কথা বলা হইয়াছে—শ ও র।

ষষ্ঠ অধ্যায় নবম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—দশম খণ্ড

সুষুপ্তিতে সৎ-জ্ঞানাভাব

"সৌম্য, এই পূর্ববাহিনী নদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, পশ্চিমাভিমুখী নদীসমূহ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়; তাহারা সমুদ্র হইতে [উদগত

হইয়া] সমুদ্রেই গমন করে, এবং সমুদ্রই হইয়া যায়। তাহারা তখন যেমন "আমি অমুক [নদী]" "আমি অমুক [নদী]" ইহা জানে না, সৌম্য, তেমনি এই সকল প্রজা(জীব)গণ 'সৎ' হইতে আগমন করিয়া, 'সৎ হইতে আগমন করিয়াছি' ইহা জানিতে পারে না। ১।১০।১

তাহারা (প্রাণিগণ) ইহলোকে (সুষুপ্তির পূর্বে) ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক যে যাহা ছিল, [সুষুপ্তির পর] তাহা পুনরায় হয়। ৬।১০।২

সেই যে এই অণিমা (সৎ), এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক (সৎ-আত্মক)। তাহা সত্য, তিনি আত্মা। শ্বেতকেতু, 'তুমিই তাহা'।" [শ্বেতকেতু বলিলেন] "ভগবান্ আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন।" [পিতা আরুণি] বলিলেন "সৌম্য, তাহাই হোক্।" ৬।১০।৩

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় দশম খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়—একাদশ খণ্ড

জীব আত্মা

"সৌম্য, এই মহান্ বৃক্ষের মূলে যে কেহ আঘাত করিলে, [বৃক্ষটি] জীবিত থাকিয়া [রস] ক্ষরণ করে। [বৃক্ষের] মধ্যভাগে যে কেহ আঘাত করিলে, [বৃক্ষটি] জীবিত থাকিয়া [রস] ক্ষরণ করে। [বৃক্ষের] অগ্রভাগে যে কেহ আঘাত করিলে, [বৃক্ষটি] জীবিত থাকিয়া [রস] ক্ষরণ করে। সেই এই [বৃক্ষ] 'জীব' আত্মা দ্বারা অনুব্যাপ্ত বলিয়া, [জল ও রস] অনবরত পান করিয়া মোদিত হইয়া অবস্থান করে। ৬।১১।১

'জীব' যখন ইহার (এই বৃক্ষের) একটি শাখা ত্যাগ করেন তখন তাহা (শাখা) শুষ্ক হয় ; [যদি] দ্বিতীয় শাখা ত্যাগ করে, তাহা শুষ্ক হয় ; [যদি] তৃতীয় শাখা ত্যাগ করে তাহা শুষ্ক হয়। [জীব] সমস্ত [বৃক্ষ] ত্যাগ করিলে, সমস্ত বৃক্ষ শুষ্ক হয়।" ৬।১১।২

[পিতা আরুণি] বলিলেন "সৌম্য, এইরূপই জানিও 'জীব'-পরিত্যক্ত হইয়া ইহা (এই দেহ) মৃত হয়, [কিন্তু] জীব মৃত হয় না। সেই যে এই অণিমা [সৎ] এই সমস্ত [জগৎ] এতদাত্মক ('সৎ'-আত্মক)। তাহা সত্য, তিনি আত্মা, শ্বেতকেতু তুমিই তাহা"। [শ্বেতকেতু বলিলেন]

"ভগবান্ আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন।" [পিতা আরুণি] বলিলেন 'সৌম্য, তাহাই হোক।" ৬।১১।৩

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় একাদশ খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

'সৎ' হইতে স্থূলজগতের উৎপত্তি

[আরুণি]—"একটি বটফল ইহা (এই বৃক্ষ) হইতে আহরণ কর।"

[শ্বেতকেতু ফল আহরণ করিয়া] "ভগবন্' এই [সেই ফল]"

[আরুণি]—"ইহা ভগ্ন কর।"

[শ্বেতকেতু]—"ভগবন্, ভগ্ন হইয়াছে।"

[আরুণি]—"এখানে কি দেখিতেছ?"

[শ্বেতকেতু]—"ভগবন্, অণুর ন্যায় বীজ সকল।"

[আরুণি]—"ইহাদের একটিকে ভগ্ন কর।"

[শ্বেতকেতু]—"ভগবন্, ভগ্ন হইয়াছে।"

[আরুণি]—ইহাতে কি দেখিতেছ?"

[শ্বেতকেতু]—"ভগবন্, কিছুই না।" ৬।১২।১

[আরুণি] তাঁহাকে বলিলেন "সৌম্য, [বীজের] এই যে অণুপরিমাণ [অংশটি, তাহা] দেখিতেছ না; সৌম্য, এই অণুর মধ্যেই ঈদৃশ মহান্ বটবৃক্ষ অবস্থান করে। সৌম্য, শ্রদ্ধাবান্ হও।[১] ৬।১২।২

"সেই যে এই অণিমা [সৎ], এই সমস্ত (জগৎ) এতদাত্মক ('সৎ'-আত্মক)। তাহা সত্য, তিনি আত্মা; শ্বেতকেতু, তুমিই তাহা।" [শ্বেতকেতু বলিলেন] "ভগবান্ পুনরায় আমাকে বুঝাইয়া দিন।" [আরুণি] বলিলেন "সৌম্য, তাহাই হোক্।" ৬।১২।৩

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড

(১) ব্যাখ্যা—যেমন অদৃশ্য অতি সূক্ষ্ম বীজাংশ হইতে বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অদৃশ্য অতিসূক্ষ্ম 'সৎ' হইতে নাম-রূপবান্ স্থূল কার্যরূপ (effect) জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এই কথায় শ্রদ্ধা কর—শ।

ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড
('সৎ' অদৃশ্য)

"এই লবণ [-খণ্ড] [ঘটপূর্ণ] জলে ফেলিয়া পরে প্রাতঃকালে আম নিকট আসিও।" তিনি (শ্বেতকেতু) তাহাই করিলেন [পর আরুণি] তাঁহাকে বলিলেন "বৎস, রাত্রিতে যে লবণ [-খণ্ড] জ ফেলিয়াছিলে তাহা আনয়ন কর।" তিনি (শ্বেতকেতু) অনুসন্ধা করিয়া অবগত হইলেন না (অর্থাৎ, প্রাপ্ত হইলেন না), যেহেতু [জলে] বিলীনই হইয়াছিল। ৬।

[আরুণি]—"বৎস, ইহার (এই জলের) উপরিভাগ হইতে জল আচম (পান) কর ; [ইহা] কিরূপ ?"

[শ্বেতকেতু]—"লবণ (লবণাক্ত)।"

[আরুণি] "মধ্যভাগ হইতে আচমন কর। কিরূপ ?"

[শ্বেতকেতু]—"লবণ।"

[আরুণি]—"অধোভাগ হইতে পান কর কিরূপ ?"

[শ্বেতকেতু]—"লবণ"।

[আরুণি]—"ইহা (এই জল) ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট এস।'

তিনি (শ্বেতকেতু) তাহাই করিলেন।

[আরুণি] তাঁহাকে বলিলেন "তাহা (সেই লবণ জলমধ্যে) সর্বদা বর্তমান আছে। সৌম্য, [সেইরূপ] 'সৎ' এখানে (এই দেহে বর্তমা আছে)। তুমি দেখিতে পাইতেছ না। তিনি নিশ্চয়ই আছেন। ৬।১৩।

"সেই যে এই অণিমা (সৎ), এই সমস্ত [জগৎ] এতদাত্মক ('সৎ আত্মক)। তাহা সত্য, তিনি আত্মা ; শ্বেতকেতু, তুমিই তাহা। [শ্বেতকেতু বলিলেন] "ভগবান্ পুনরায় আমাকে বুঝাইয়া দিন। [আরুণি] বলিলেন "সৌম্য তাহাই হোক্।" ৬।১৩।

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড

(১) ভাবার্থ—যদি সৎই জগতের মূল, তবে তিনি প্রত্যক্ষগোচর কেন না ? বিদ্যমান বস্তুও সকল সময় প্রত্যক্ষগোচর হয় না, অথচ অন্য প্রকারে তা উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্য লবণখণ্ড জলে নিক্ষেপ

ণ দেওয়া হইয়াছে। চক্ষু ও স্পর্শ দ্বারা পিণ্ডাকার লবণ প্রত্যক্ষগোচর না
লও জিহ্বাদ্বারা তাহার অস্তিত্ববোধ হয়। সেইরূপ এই দেহে 'সৎ' বিদ্যমান,
ন, তাঁহাকে ভিন্ন উপায়ে উপলব্ধি করিতে হইবে, যদিও তিনি ইন্দ্রিয়-
চর নহেন—শ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

'সৎ'-জ্ঞানের উপায়

"সৌম্য, যেমন কোন বদ্ধচক্ষু পুরুষকে গন্ধারদেশ হইতে আনিয়া, পরে [যদি] তাহাকে জনশূন্য স্থানে পরিত্যাগ করা হয়, সে যেমন সেখানে [কখনও] পূর্বমুখ, [কখনও] উত্তর মুখ, [কখনও] দক্ষিণমুখ, [কখনও] পশ্চিম-মুখ হইয়া চাৎকার করে 'আমি বদ্ধচক্ষু [অবস্থায়] 'আনীত' এবং বদ্ধচক্ষু [অবস্থায়] পরিত্যক্ত হইয়াছি।' ৬।১৪।১

তাহার যেমন চক্ষুবন্ধন মোচন করিয়া [কেহ যদি] বলে 'এই দিকে গন্ধার [দেশ], এই দিকে গমন কর', সে যেমন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উপদেশ-প্রাপ্ত, ও বিচার-সমর্থ হইয়া গন্ধারদেশেই উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করিয়া সেই রূপই ইহলোকে আচার্যবান্[১] পুরুষ [সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে] জানেন। তাঁহার (ব্রহ্মবিদের) [ব্রহ্ম-প্রাপ্তির] ততদিনই বিলম্ব[২], যত দিন দেহ হইতে বিমুক্ত না হন[৩]। অনন্তর [সৎ-স্বরূপের সহিত] মিলিত হন[৪]। ৬।১৪।২

"সেই যে এই অণিমা [সৎ], এই সমস্ত [জগৎ] এতদাত্মক। তাহা সত্য ; তিনি আত্মা ; শ্বেতকেতু, তুমিই তাহা।"

[শ্বেতকেতু বলিলেন] "ভগবান্ আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন।"[৫]

[আরুণি] বলিলেন "সৌম্য তাহাই হোক্।" ৬।১৪।৩

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড

(১) আচার্যবান্—আচার্যের উপদেশ দ্বারা যিনি ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—র ;
দ্যা-বন্ধনমুক্ত—শ।

(২) বিলম্ব—ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিলম্ব—শ ও র।

(৩) বিমুক্ত না হন—কর্মদ্বারা আরব্ধ দেহ যে পর্যন্ত ভোগ-দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত না
—শ ; যত দিন প্রারব্ধ কর্মদ্বারা আরব্ধ দেহ হইতে মুক্ত না হন—র।

(৪) ভাবার্থ—শংকর বলেন সৎই আমাদের প্রকৃত আবাস। আমাদের চক্ষু
হিক কামনাদ্বারা আবদ্ধ। ঐহিক কামনা আমাদের বন্ধন। যখন আমরা

আত্মবিদ্ আচার্যের সাক্ষাৎ পাই,—যাঁহার নিজের বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে—এবং যখন তিনি পথ প্রদর্শন করেন, তখন আমরা অনুভব করি যে আমরা কেবল জগতের জীব নই, আমরা চরম সত্যের অংশভূত। [শংকরমতে] আমরা তখনই মুক্ত হই যখন অতীতকর্ম দ্বারা আরব্ধ দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মুক্তি-জ্ঞান লাভের পর কৃতকর্ম আমাদিগকে আবদ্ধ করে না; কিন্তু যে কর্ম সমূহদ্বারা আমাদের দেহ প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাদের ফল আমাদিগকে ক্ষয় করিতে হইবে—রা।

(৫) শ্বেতকেতু জানিতে চান—কিরূপে আত্মজ্ঞানী সৎকে প্রাপ্ত হন—জ্ঞানী কি এই দেহেই মুক্ত হন; না আর্চি-অদি মার্গে গমন করিয়া মুক্ত হন? পরবর্তী খণ্ডে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে—শ।

ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

মৃত্যুতে মিলন

"সৌম্য, জ্ঞাতিগণ [মুমূর্ষু] রোগসন্তপ্ত পুরুষকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে [এবং বলে] 'আমাকে চেন কি? আমাকে চেন কি?" যতক্ষণ না বাক্ মনে মিলিত হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতায় (মিলিত হয়) ততক্ষণ [সেই পুরুষ] চিনিতে পারে। ৬।১৫।১

অনন্তর, যখন ইহার বাক্ মনে মিলিত হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতায় [মিলিত হন] তখন [সেই পুরুষ] আর চিনিতে পারে না। ৬।১৫।২

সেই যে এই অণিমা (সৎ), এই সমস্ত [জগৎ] এতদ্ (সৎ-) আত্মক। তাহা সত্য, তিনি আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তাহা।"

[শ্বেতকেতু বলিলেন]—"ভগবান্ আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন১।"

[আরুণি] বলিলেন "সৌম্য, তাহাই হোক্— ৬।১৫।৩।

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড

(১) ব্রহ্মবিদ্ ও অব্রহ্মবিদ্ উভয়েই পরমদেবতায় অর্থাৎ সতে মিলিত হন। ব্রহ্মবিদ্ ফিরিয়া আসেন না, অব্রহ্মবিদ্দের পুনর্জন্ম হয়। শ্বেতকেতু জানিতে চাহেন তাহার কারণ কি? পরবর্তী খণ্ডে মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে—শ।

ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(ব্রহ্মবিদের পুনর্জন্ম নিরোধ)

"সৌম্য, [চৌর্য সন্দেহে] যদি কোন বদ্ধহস্ত পুরুষকে আনয়ন করা হয় [এবং বলা হয়] '[এই ব্যক্তি] অপহরণ করিয়াছে, ইহার [পরীক্ষার]

জন্য কুঠার উত্তপ্ত কর', সে যদি তাহার (সেই চৌর্যের) কর্তা হয়, [এবং চৌর্য অস্বীকার করে], তাহা দ্বারাই সে নিজকে মিথ্যা [-বাদী প্রতিপন্ন] করে। মিথ্যাচারী নিজকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে এবং সে দগ্ধ হয় এবং নিহত হয়। ৬।১৬।১

আর যদি সে তাহার (চৌর্য্যের) কর্তা না হয়, [এবং চৌর্য অস্বীকার করে], তাহা দ্বারাই সে নিজকে সত্য [-বাদী প্রতিপন্ন] করে। সেই সত্যসন্ধ সত্য দ্বারা নিজকে আবৃত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে, সে দগ্ধ হয় না, পরে মুক্তি লাভ করে। ৬।১৬।২

সেখানে (উপমাস্থলে) যেমন তিনি (সত্যসন্ধ) দগ্ধ হন না [তেমনি ব্রহ্মবিদ্ ও অব্রহ্মবিদ্ উভয়েরই সৎ-আত্মক হইলেও ব্রহ্মবিদ্ মুক্ত হন —শ; সংসারে আবদ্ধ হন না—র।][1] এই সমস্ত (জগৎ) এতদাত্মক ('সৎ'-আত্মক), তাহা সত্য, তিনি আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তাহা।" [শ্বেতকেতু] ইঁহার নিকট হইতে তাহা (=সেই তত্ত্ব) বিশেষ ভাবে জানিয়াছিলেন, বিশেষভাবে জানিয়াছিলেন। ৬।১৬।৩

ইহা ষষ্ঠ অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

(১) ব্রহ্মবিদ্ ও অব্রহ্মবিদ্ সদাত্মক, ব্রহ্মবিদ্ সেই সৎকে (সত্যকে) জানেন, অব্রহ্মবিদ্ তাঁহাকে জানেন না, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্ মুক্ত হন বা সংসারে আবদ্ধ হন না; অব্রহ্মবিদ্ মুক্ত হন না বা সংসারে আবদ্ধ হন—শ ও র।

ষষ্ঠ অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

সনৎকুমার-নারদ-সংবাদ

(নাম ব্রহ্ম)

[একদিন] নারদ সনৎকুমারের[১] নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "ভগবন্, অধ্যাপন করুন।"[২] [সনৎকুমার] তাঁহাকে বলিলেন "তুমি যাহা জান, তাহার সহিত আমার নিকট উপস্থিত হও (অর্থাৎ তুমি যাহা জান, তাহা আমাকে প্রথম বল) তাহার অধিক [যাহা জানি তাহা] তোমাকে বলিব।" ৭।১।১

তিনি (নারদ) বলিলেন "ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ [-স্থানীয়] 'অথর্ব' (অথর্ববেদ), পঞ্চম [-স্থানীয়] ইতিহাস-পুরাণ[৩], বেদসমূহের বেদ (ব্যাকরণ)[৪], শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব- (উৎপাতবিষয়ক) বিদ্যা, নিধিতত্ত্ব[৫], তর্কশাস্ত্র, একায়ন[৬], দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা[৭], ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্বেদ),

(১) সনৎকুমার—ছা. উ. ৭।২৬।২ অনুসারে সনৎকুমারকে 'স্কন্দ' বলা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে তিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালক। যাহার চূড়া উপবীত হয় নাই, যিনি বেদ-সন্ধ্যাবিহীন, স্বয়ং নারায়ণ যাঁহার গুরু। হরিবংশে তিনি নিজের পরিচয় এইরূপে দিয়াছেন "আমি যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছি. সেইরূপ কুমারই আছি জানিবে। সেই জন্য আমার নাম দেওয়া হইয়াছে 'সনৎকুমার'। বামন পুরাণ অনুসারে, সনৎকুমার ধর্ম ও অহিংসার চারপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র। (রাধাকৃষ্ণনের P. W. হইতে গৃহীত)। 'সনৎ' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা ও সর্বদা। সেই অর্থে তিনি ব্রহ্মার পুত্র অথবা চিরকুমার—মনি. উলি.। শংকর সনৎকুমারকে যোগীশ্বর ও ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়াছেন। রংগরামানুজ তাঁহাকে যোগীশ্বর বলেন।

(২) রাধাকৃষ্ণন বলেন 'শিক্ষিত নারদ অশিক্ষিত সনৎকুমারের নিকট উপদেশের জন্য গমন করেন। আত্মোপলব্ধির জন্য ধর্ম ও প্রেমের সাধন শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়।'

(৩) ইতিহাসপুরাণ—মহাভারত—শ ও র।

(৪) মহাভারত পঞ্চমবেদ, এই পাঁচবেদের বেদ—ব্যাকরণ, কারণ ব্যাকরণের সাহায্যেই পদাদি বিভাগ করিয়া ঋগ্বেদাদি বিজ্ঞাত হয়—শ।

(৫) নিধিতত্ত্ব—কাল তত্ত্ব—শ ; ভূগর্ভস্থ ধনপ্রাপ্তির উপায়-তত্ত্ব—র, ম, ও দু।

(৬) একায়ন—নীতি শাস্ত্র—শ ; তর্কশাস্ত্রের একায়ন শাখা—র।

(৭) ব্রহ্মবিদ্যা—বেদাঙ্গভূত শিক্ষাদি—র। ব্রহ্মের—ঋক্ যজুঃ সামের বিদ্যা শিক্ষা কল্প ও ছন্দ—শ।

নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-দেবজন বিদ্যা[৮], এই সকল, ভগবন্, আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। ৭।১।২

"ভগবন্, [এই সকল অধ্যয়ন করিয়াও] আমি কেবল মন্ত্রবিদ্[৯] হইয়াছি, আত্মবিদ্[৯] হই নাই। ভগবৎ-সদৃশদের নিকট শুনিয়াছি যে আত্মবিদ্ শোক[১০] উত্তীর্ণ হন। ভগবন্, আমি শোক করি, সেই আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন।" [সনৎকুমার] তাঁহাকে বলিলেন "তুমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা 'নাম' মাত্র। ৭।১।৩

ঋগ্বেদ নাম মাত্র, যজুর্বেদ, সামবেদ. চতুর্থ [-স্থানীয়] আথর্বণ (অথর্ব বেদ), পঞ্চম [-স্থানীয়] ইতিহাস-পুরাণ, বেদসমূহের বেদ (ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব [-উৎপাতবিষয়ক] বিদ্যা, নিধিতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, একায়ন, দেববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজন-বিদ্যা, —এই সমুদয় নামই। তুমি নামকে (ব্রহ্মরূপে) উপাসনা[১১] কর। ৭।১।৪

যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, নামের গতি যতদূর ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছগতি হয়, যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"ভগবন্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [কিছু] আছে কি?"

[সনৎকুমার]—"নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।১।৫

ইহা সপ্তম অধ্যায় প্রথম খণ্ড

(৮) সর্পদেবজন বিদ্যা—সর্পবিদ্যা ও দেবজন বিদ্যা অর্থাৎ গন্ধযোগ (কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য নির্মাণপ্রণালী), নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি বিজ্ঞান—শ; দেব-বিদ্যা=গান্ধর্ব শাস্ত্র, জন-বিদ্যা=আয়ুর্বেদ—র।

(৯) মন্ত্রবিদ্—শব্দার্থমাত্র যিনি জানেন অথবা কর্মবিদ্—শ; কর্মতত্ত্বজ্ঞ—দু; কেবলমাত্র শব্দব্রহ্মনিষ্ঠ, অথবা মন্ত্রপ্রধানকর্মনিষ্ঠ—র; knowing words—র; know only verbal text—ঝা। (খ) আত্মবিদ্—পরব্রহ্মবিদ্—র; knower of self—রা ও ঝা।

(১০) শোক—মনস্তাপ—শ; সংসার—র; sorrow—রা।

(১১) নামকে উপাসনা কর—প্রতিমাকে যেরূপ বিষ্ণুবুদ্ধিতে (বিষ্ণু মনে করিয়া) উপাসনা করে, নামকেও সেইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে—শ নামই ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে—র।

সপ্তম অধ্যায় প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(বাক্ ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"বাক্[১] নিশ্চয়ই নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাক্‌ই ঋগ্বেদ বিজ্ঞাপিত করে, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ [-স্থানীয়] আথর্বণ (অথর্ব বেদ), পঞ্চম [-স্থানীয়] ইতিহাস-পুরাণ, বেদসমূহের বেদ (ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈববিদ্যা, নিধিতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজন-বিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ জল তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতি সমূহ, শ্বাপদ সকল, কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্যন্ত, ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অনৃত, সাধু ও অসাধু, হৃদয়জ্ঞ (প্রিয়) ও অহৃদয়জ্ঞ, [বাক্‌ই বিজ্ঞাপিত করে]। যদি বাক্ না থাকিত, তবে ধর্ম ও অধর্ম বিজ্ঞাপিত হইত না[২]। সত্য ও অনৃত, সাধু ও অসাধু, হৃদয়জ্ঞ ও অহৃদয়জ্ঞ এই সমস্ত বাক্‌ই বিজ্ঞাপিত করে। [সুতরাং] বাক্‌কে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর। ৭।২।১

যিনি বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, যতদূর পর্যন্ত বাকের গতি, ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছ-গতি হয়, যিনি বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"ভগবন্, বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [কিছু] আছে কি ?"

[সনৎকুমার] "বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।২।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড

(১) বাক্—বাগিন্দ্রিয়—শংকর। শংকর বলেন—বাগিন্দ্রিয় জিহ্বামূলাদি অষ্ট স্থানে স্থিত এবং বর্ণসমূহের প্রকাশক। অষ্ট স্থান হইতেছে—বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু—হু।

(২) শংকর বলেন—বাগিন্দ্রিয়-অভাবে অধ্যয়নের অভাব, অধ্যয়ন-অভাবে, ঋগ্বেদাদির অর্থাবগতির অভাব, অর্থাবগতির অভাবে ধর্মাধর্ম বিজ্ঞাপিত হইত না।

সপ্তম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(মন ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"মন নিশ্চয়ই বাক্ [-ইন্দ্রিয়] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ[১]। [হস্ত-] মুষ্টি যেমন দুইটি আমলকী [ফল], বা দুই বদরী [ফল], বা দুইটি অক্ষ (বহেড়া) [ফল]কে অনুভব করে[২] সেইরূপ মন বাক্ ও নামকে অনুভব করে[২]। তিনি (কোন পুরুষ) যখন মন দ্বারা মনন করেন 'আমি মন্ত্র অধ্যয়ন করিব' তখন তিনি অধ্যয়ন করেন। [যখন মনন করেন] 'আমি কর্ম করিব',—তখন কর্ম করেন। [যখন মনন করেন] 'আমি পুত্র ও পশু পাইতে ইচ্ছা করি' তখন তিনি [তাহা] লাভ করেন। [যখন মনন করেন] 'আমি ইহলোক ও পরলোক [পাইতে] ইচ্ছা করি', তখন তিনি তাহা লাভ করেন।

মনই আত্মা[৩], মনই লোক[৪], মনই ব্রহ্ম[৫]। মনকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর[৬]। ৭।৩।১

(১) মন বাগিন্দ্রিয়কে বক্তব্য বিষয়ে নিয়োজিত করেন, সেইজন্য বাক্ মনের অধীন—শ।

(২) মূলে আছে 'অনুভবতি'—অনুভব করেন, ব্যাপ্ত করিয়া থাকে—শ; অন্তর্গত করে—র; hold—রা ও ঝা।

(৩) মনই আত্মা—মন আছে বলিয়াই আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয়, সেই জন্য মনকে আত্মা বলা হইয়াছে—শ; আত্মধর্মভূক্ত কর্তৃত্ব মনের অধীন বলিয়া মনকে আত্মা বলা হইয়াছে—র। Mind is indeed the self—রা ও ঝা।

(৪) মনই লোক—mind is the world—রা ও ঝা; মন আছে বলিয়া (শ্রেষ্ঠ-) লোকপ্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং তাহার উপায় অনুষ্ঠান সম্ভব হয়, সেই জন্য মনকে লোক বলা হইয়াছে—শ; লোক-প্রাপ্তি মনের ব্যাপারাধীন বলিয়া মন লোক—র।

(৫) মনই ব্রহ্ম—মন আত্মা ও লোক বলিয়াই মন ব্রহ্ম—শ; বাগাদি হইতে বৃহৎ বলিয়া মন ব্রহ্ম—র।

(৬) ব্যাখ্যা—চিন্তাশক্তি-যুক্ত অন্তঃকরণই মন। মনের কার্য—সংকল্প, মীমাংসা ও নির্বাচন। মনকে আত্মা বলা হয় কারণ আত্মার কর্তৃত্বগুণ এবং ভোক্তৃত্ব গুণ থাকে তখন যখন মন তাহার কার্য করে—রা।

সপ্তম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

"যিনি মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের যতদূর গতি ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছ-গতি হয়, যিনি মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"ভগবন্, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [কিছু] আছে কি ?"

[সনৎকুমার]—"মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ আমাকে তাহা বলুন।" ৭।৩।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড

(সংকল্প ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"সংকল্প[১] নিশ্চয়ই মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখনই (প্রথমে) [মানুষ] সংকল্প করে, পরে মনন করে, পরে বাক্‌কে প্রেরণ করে—তাহাকে (বাক্‌কে) নামে (নামোচ্চারণে) প্রেরণ করে। নামে মন্ত্রসমূহ 'এক' হয়, মন্ত্রসমূহে কর্ম সকল 'এক' হয়[২]। ৭।৪।১

সেই সকলের [মন, বাক্, নাম, মন্ত্র ও কর্মের] সংকল্পই একমাত্র গতি, সংকল্পই ইহাদের আত্মা, এবং ইহারা সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত[৩]। দ্যুলোক ও পৃথিবী [যেন] সংকল্প করিয়াছে, বায়ু ও আকাশ [যেন] সংকল্প

(১) সংকল্প—মননের ন্যায় অন্তঃকরণের বৃত্তি—ইহা কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণ পূর্বক কর্মের ইচ্ছা—শ; will—ঝা ও রা; ইহাতে ইচ্ছা ব্যতীত চিন্তার অংশও আছে—রা; ইহা কর্তব্য এইরূপ মনন—র।

(২) ব্যাখ্যা—নাম সাধারণ শব্দ, মন্ত্র বিশেষ শব্দ। সকল যজ্ঞাদি কর্মই মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, মন্ত্রহীন কর্ম (যজ্ঞাদি) থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্মসমূহ মন্ত্রের অন্তর্ভূত হয়। এক হওয়া অর্থ অন্তর্ভূত হওয়া। মন্ত্র বিশেষ শব্দ, সেই মন্ত্রসমূহ নামে—সাধারণ শব্দে এক (অন্তর্ভূত) হয়, কারণ বিশেষ বা ব্যাপ্য পদার্থ সাধারণ বা ব্যাপকে অন্তর্ভূত হয়—শ।

(৩) ভাবার্থ—সংকল্প মনাদির গতি অর্থাৎ মনাদি সংকল্পে লয় হয়। 'সংকল্প তাহাদের আত্মা', ইহার অর্থ এই—তাহাদের উৎপত্তি সংকল্পে। সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত অর্থ তাহাদের স্থিতিও সংকল্পে—শ। মনাদি সংকল্পকেই অনুসরণ করে; সংকল্প ইহাদের আত্মা অর্থাৎ কর্তা, অথবা তাহারা সংকল্প দ্বারা ব্যাপ্ত; ইহাদের সত্তাও সংকল্পাধীন—র। **All these centre (বা merge—ঝা) in the will, have the will as their soul (বা are made up of the will—ঝা) & abide in the will—রা ও ঝা।**

করিয়াছে ; জল ও তেজ (যেন) সংকল্প করিয়াছে, তাহাদের সংকল্পেই [যেন] বৃষ্টি সংকল্প করে, বৃষ্টির সংকল্পে [যেন] অন্ন সংকল্প করে, অন্নের সংকল্পে [যেন] প্রাণসমূহ সংকল্প করে, প্রাণসমূহের সংকল্পে [যেন] মন্ত্রসমূহ সংকল্প করে, মন্ত্রসমূহের সংকল্পে [যেন] কর্মসকল সংকল্প করে, কর্মসকলের সংকল্পে [যেন] লোক⁴ সংকল্প করে, লোকের সংকল্পে [যেন] সকলেই সংকল্প করে⁵। সেই সংকল্প এইরূপ। তুমি সংকল্পকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর। ৭।৪।২

"যিনি সংকল্পকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন, তিনি সংকল্পিত লোক সমূহ—[স্বয়ং] ধ্রুব হইয়া ধ্রুব [লোক]সমূহ, [স্বয়ং] প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত [লোক]সমূহ, [স্বয়ং] ব্যথাহীন হইয়া ব্যথাহীন [লোক]সমূহ প্রাপ্ত হন। সংকল্পের যতদূর গতি, ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছ গতি হয়, যিনি সংকল্পকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"ভগবন্, সংকল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [কিছু] আছে কি?"

[সনৎকুমার]—"সংকল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।৪।৩

ইহা সপ্তম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড

(৪) লোক—কর্মফল—শ ; স্বর্গাদি লোক কর্মাধীন—র।

(৫) রংগরামানুজ বলেন এই সকল যেন স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সংকল্প করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(চিত্ত ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"চিত্ত¹ নিশ্চয়ই সংকল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

[মানুষ] যখনই [প্রথমে] [কোন বিষয়ে] সচেতন হয়, তাহার পরে

(১) চিত্ত—(বাংলায় চিত্ত অর্থ মন—এখানে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই)—intelligence—ব্যা ; thought—রা ও হি। উপস্থিত বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে দেশ ও কালানুযায়ী বোধশক্তি এবং অতীত ও অনাগত বিষয়ে প্রয়োজন-নিরূপণ-সামর্থ্য—শ ; বর্তমান-বিষয়ক বোধশক্তি আর অতীত ও অনাগত বিষয়ে নিরূপণ-শক্তি

সংকল্প করে, পরে মনন করে, পরে বাক্ [-ইন্দ্রিয়-]কে প্রেরণ করে—তাহাকে (বাক্‌কে) নামে (নামোচ্চারণে) প্রেরণ করে। নামে মন্ত্রসমূহ 'এক' হয়, কর্ম সকল মন্ত্রসমূহে এক হয়। ৭।৫।১

এই সকলের (সংকল্প, মন, বাক্, নাম, মন্ত্র ও কর্মের) চিত্তই একমাত্র গতি, চিত্তই ইহাদের আত্মা, ইহারা চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য কেহ যদি বহুবিদ্ হইয়াও 'অচিত্ত'[২] হন, তবে [লোকে] ইহার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন "ইনি থাকিয়াও নাই"। ইনি যদি কিছু জানিতেন, অথবা যদি বিদ্বান্ হইতেন তবে এইরূপ 'অচিত্ত' হইতেন না। আর, যদি অল্পবিদ্ ও চিত্তবান্ হন, তবে [লোকে] তাঁহাকে (তাহার কথা) শুনিতে ইচ্ছা করে, চিত্তই ইহাদের একমাত্র গতি, চিত্তই আত্মা, চিত্তই প্রতিষ্ঠা। চিত্তকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর। ৭।৫।২

যিনি চিত্তকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন, তিনি 'চিত্ত'[৩] লোকসমূহ—[স্বয়ং] ধ্রুব হইয়া ধ্রুব [-লোক] সমূহ, [স্বয়ং] প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত] লোক- [সমূহ,] স্বয়ং ব্যথাবিহীন হইয়া ব্যথাবিহীন [লোক-] সমূহ—প্রাপ্ত হন। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, যতদূর পর্যন্ত চিত্তের গতি ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছ গতি হয়।"

[নারদ]—"ভগবন্, চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [কিছু] আছে কি?"

[সনৎকুমার]—"চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।৫।৩

ইহা সপ্তম অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড

—শ., দ্র.। বর্তমান অতীত ও অনাগত বিষয়ে প্রয়োজন-সম্বন্ধে চিন্তানুরূপ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মন—র।

(২) অচিত্ত—প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয়ে বোধ ও বিবেচনা-রহিত—শ; কোন বিষয়ে প্রয়োজননিরূপণে ক্ষমতাবিহীন—র; Unthinking—র; unintelligent —খা।

(৩) চিত্তলোকসমূহ—মূলে আছে 'চিত্তান্ লোকান্'—worlds he has thought—রা; উপচিত লোকসমূহ (কর্মদ্বারা সঞ্চিত লোকসমূহ)—শ ও র; বুদ্ধিমান্‌দের গুণের দ্বারা সঞ্চিত বা অর্জিত—শ; যে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা (চিত্ত) করা হইয়াছে—মহেশচন্দ্র ঘোষ।

সপ্তম অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(ধ্যান ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"ধ্যান[১] নিশ্চয়ই চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছেন, অন্তরিক্ষ যেন ধ্যান করিতেছেন, দ্যুলোক যেন ধ্যান করিতেছেন, জল যেন ধ্যান করিতেছেন, পর্ব্বতসমূহ যেন ধ্যান করিতেছেন[২], দেবমনুষ্যগণ যেন ধ্যান করিতেছেন। সেই জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যেন ধ্যান-ফলের অংশী হন। আর যাহারা ক্ষুদ্র, তাহারা কলহশীল, পরদোষ-প্রকাশক এবং পরদোষ-প্রচারক হয়। আর যাহারা 'প্রভু' তাঁহারা যেন ধ্যান-ফলের অংশী হন। ধ্যানকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা করিবে। ৭।৬।১

"যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ধ্যানের যতদূর গতি ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছ গতি হয়, যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"ভগবন্, ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [কিছু] আছে কি?"

[সনৎকুমার]—"ধ্যান অপেক্ষা [শ্রেষ্ঠ] নিশ্চয়ই আছে।" ৭।৬।২

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।"

ইহা সপ্তম অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড

(১) ধ্যান—একাগ্রতা, ভিন্নজাতীয় চিন্তা নিরোধপূর্ব্বক একই অবলম্বনে নিশ্চল জ্ঞানপ্রবাহ—শ; বিজাতীয় প্রত্যয় পরিত্যাগপূর্বক অব্যবহিত একচিন্তন—র; contemplation—রা ও ম্যা। পতঞ্জলি বলেন প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ (পা. সূ. ৩।২)—প্রত্যয়ের (জ্ঞানবৃত্তির) একতানতাই ধ্যান।

(২) ভাবার্থ—যেমন যে মনুষ্যগণ ধ্যান করেন ও শান্তভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত হন, তেমনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ প্রভৃতি যেন ধ্যানের ফলেই স্থির ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—রা।

(৩) দেবমনুষ্যগণ—দেবগণ এবং মনুষ্যগণ, অথবা দেবসদৃশ মনুষ্যগণ—শ।

সপ্তম অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(বিজ্ঞান ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"বিজ্ঞান' নিশ্চয়ই ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ[১]। বিজ্ঞান দ্বারাই ঋগ্বেদ বিশেষভাবে জানা যায়; যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ

[-স্থানীয়] আথর্বণ (অথর্ববেদ), পঞ্চম [-স্থানীয়] ইতিহাস-পুরাণ, বেদসমূহের বেদ (ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈববিদ্যা, নিধিতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, একায়ন (নীতিশাস্ত্র—শ), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ, তৃণ ও বনস্পতি সমূহ, শ্বাপদসমূহ, কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্যন্ত [ক্ষুদ্র প্রাণিসমূহ], ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অনৃত, সাধু ও অসাধু, হৃদয়জ্ঞ ও অহৃদয়জ্ঞ, অন্ন ও রস, ইহলোক ও পরলোক, বিজ্ঞানের দ্বারাই বিশেষরূপে জানা যায়। বিজ্ঞানকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর। ৭।৭।১

"যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন, তিনি বিজ্ঞানবান্ ও জ্ঞানবান্দের লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানের গতি যতদূর, ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছ-গতি হয়, যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ (কিছু) আছে কি ?

[সনৎকুমার]—"বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ আমাকে তাহা বলুন।" ৭।৭।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় সপ্তম খণ্ড

(১) বিজ্ঞান—understanding—রা ; learning—ঝা ; শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান—শ ; প্রমাণজনিত জ্ঞান—র।

(২) বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান ধ্যানের কারণ বলিয়া ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ। কিরূপে ? বিজ্ঞানের সাহায্যেই লোক বেদার্থ জানিতে পারেন, বেদের সেই প্রমাণজনিত সেই অর্থ বিজ্ঞান ধ্যানের কারণ বা প্রবর্তক—শ। ধ্যান স্মৃতি-সন্ততি (প্রবাহ) লক্ষণযুক্ত, আর বিজ্ঞান প্রমাণজনিত জ্ঞান, সেই জন্য বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ—র।

সপ্তম অধ্যায় সপ্তম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(বল ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"বল[১] নিশ্চয়ই বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[২] [কারণ] শত বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে একজন বলবান্ ব্যক্তি কম্পিত করেন। যখন কেহ বলবান্ হন, তখন তিনি উত্থাতা হন। উত্থাতা [আচার্য ও

বিদ্বান্‌দের] পরিচর্যাকারী হন। পরিচর্যাকারী [আচার্য ও বিদ্বান্‌দের] সমীপে উপবেশন-কারী হন, [উপদেষ্টা আচার্যের] দ্রষ্টা হন, [তাঁহার উপদেশ-] শ্রোতা হন, [সেই উপদেশ ও যুক্তির] মননকারী হন, [উপদেশ ও যুক্তি মননের ফলে] বোদ্ধা হন, [উপলব্ধির ফলে] কর্তা হন, [কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া] বিজ্ঞাতা হন। বল দ্বারাই পৃথিবী স্থিত থাকে, বল দ্বারাই দ্যুলোক, বল দ্বারাই অন্তরিক্ষ, বল দ্বারাই পর্বতসমূহ, বল দ্বারাই দেবমনুষ্যগণ, বল দ্বারাই তৃণ ও বনস্পতিগণ, শ্বাপদগণ, কীটপতঙ্গ পিপীলিকা পর্যন্ত [ক্ষুদ্র প্রাণিগণ], বল দ্বারাই লোক স্থিত (প্রতিষ্ঠিত) থাকে। বলকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর। ৭।৮।১

"যিনি বলকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন, যতদূর বলের গতি, ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছগতি হয়।"

[নারদ]—"ভগবন্, বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?"

[সনৎকুমার]—"বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।৮।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় অষ্টম খণ্ড

(১) বল—strength—রা; power—ঝা। অন্নাহার-জনিত (ছা. উ. ৬।৭।১-৩) মনের জ্ঞাতব্য বিষয় উপলব্ধি করার প্রতিভা বা শক্তি—গ

(২) বল বিজ্ঞানেরও কারণ, বল ব্যতীত বিজ্ঞান লাভ হয় না, শুধু সেই জন্যই বল বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় জগতে আমরা বলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করি—এক বলবান্ শত বিজ্ঞানবান্‌কে কম্পিত করে—আ। পরিচর্যা, উপসদন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি বলসাধ্য বলিয়া বল বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—র।

সপ্তম অধ্যায় অষ্টম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—নবম খণ্ড

[সনৎকুমার]—"অন্ন নিশ্চয়ই বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ*। সেই যদি কেহ দশ [দিন ও] রাত্রি আহার না করেন, তিনি যদি জীবিত ও থাকেন, তিনি অদ্রষ্টা (দৃষ্টিবিহীন,) অশ্রোতা (শ্রবণবিহীন), অমন্তা (মননবিহীন), অবোদ্ধা (বোধবিহীন), অকর্তা (ক্রিয়াবিহীন)

ও অবিজ্ঞাতা (বিজ্ঞানবিহীন) হন। আর, [যদি] অন্নগ্রহণ করেন, তবে তিনি দ্রষ্টা হন, শ্রোতা হন, মননকারী হন, বোদ্ধা হন, কর্তা হন, ও বিজ্ঞাতা হন। অন্নকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর।" ৭।৯।১

যিনি অন্নকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন তিনি 'অন্নবান্' ও 'পানবান্' লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। অন্নের যতদূর গতি, ততদূর পর্যন্ত ইহার যথেচ্ছগতি হয়, যিনি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।" ৭।৯।২

[নারদ]—ভগবন্, অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

[সনৎকুমার]—"অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবাম্ আমাকে তাহা বলুন।"

ইহা সপ্তম অধ্যায় নবম খণ্ড

(১) অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—অন্ন বল-লাভের কারণ বলিয়া—শ; বল-সম্পাদক বলিয়া অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—র।

সপ্তম অধ্যায় নবম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—দশম খণ্ড

(জল ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"জল নিশ্চয়ই অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' সেই জন্য যখন সুবৃষ্টি না হয়, তখন অন্ন অল্পতর হইবে [মনে করিয়া] প্রাণসমূহ ব্যথিত হয়। আর যদি সুবৃষ্টি হয়, বহু অন্ন হইবে [মনে করিয়া] প্রাণসমূহ আনন্দিত হয়। এই সমুদয়ে জলই মূর্ত হইয়াছে—এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, এই যে দ্যুলোক, এই যে পর্ব্বত সমূহ, এই যে দেব-মনুষ্যগণ এই যে পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদসমূহ, কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্যন্ত [ক্ষুদ্র প্রাণিসমূহ] এই সকলে জলই মূর্ত হইয়াছে। জলকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর। ৭।১০।১

"যিনি জলকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন তাঁহার সর্ব কামনা তৃপ্ত হয়, জলের যতদূর গতি ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছ গতি হয়, যিনি জলকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"ভগবন্, জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?"

[সনৎকুমার]—"জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন। ৭।১০।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় দশম খণ্ড

(১) জলই অন্নের কারণ বলিয়া জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—শ।

সপ্তম অধ্যায় দশম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—একাদশ খণ্ড

তেজ ব্রহ্ম

[সনৎকুমার]—"তেজ নিশ্চয়ই জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ[১]। [যখন] সেই এই [তেজ] বায়ুকে গ্রহণ[২] করিয়া আকাশকে অভিতপ্ত করেন, তখন [লোকে] বলে, [জগৎকে] সন্তপ্ত করিতেছে, [দেহকে] উত্তপ্ত করিতেছে, বৃষ্টি হইবে।[৩] তেজ প্রথমে তাহা (নিজের রূপ) দর্শন করাইয়া পরে জল সৃষ্টি করেন। সেই ইহা (তেজই) মেঘগর্জন-রূপে ঊর্ধ্ব-গামী ও বক্রগামী বিদ্যুৎগণের সহিত বিচরণ করেন। সেই জন্য [লোকে] বলে 'বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে, মেঘ গর্জন করিতেছে, বৃষ্টি হইবে।' তেজই প্রথমে তাহা (নিজের রূপ) দর্শন করাইয়া পরে জল সৃষ্টি করে। তেজকে [ব্রহ্ম রূপে] উপাসনা কর। ৭।১১।১

যিনি তেজকে ব্রহ্ম [রূপে] উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন, এবং তেজোময়, ভাস্বর, তমোবিহীন লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। তেজের যতদূর গতি ততদূর পর্যন্ত ইঁহার যথেচ্ছগতি হয়, যিনি তেজকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"ভগবন্, তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?"

[সনৎকুমার]—"তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।১১।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় একাদশ খণ্ড

(১) তেজই জলের কারণ বলিয়া শ্রেষ্ঠ—শ ও র। তেজ—fire—বা ; heat—স্বা।

(২) গ্রহণ করিয়া—মূলে আছে আগৃহ্য—নিজে বায়ুকে নিশ্চল করিয়া—শ ও র।

সপ্তম অধ্যায় একাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(আকাশ ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"আকাশ নিশ্চয়ই তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[১] আকাশেই সূর্য ও চন্দ্রমা উভয়ে, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র সমূহ, এবং অগ্নি [অবস্থিত]। [লোকে] আকাশের দ্বারাই (সাহায্যে) আহ্বান করে, আকাশের দ্বারাই শ্রবণ করে, প্রত্যুত্তর শ্রবণ করে; আকাশেই সুখী হয়, [আবার] আকাশেই অসুখী হয়; আকাশেই [সকলে] জাত হয়, আকাশের অভিমুখে (অঙ্কুরাদি) জাত হয়[২]। আকাশকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর।

৭।১২।১

"যিনি আকাশকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন, তিনি আকাশবান্, প্রকাশবান্[৩], বাধাহীন, বিস্তীর্ণগতি লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। আকাশ যতদূর বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্ত ইহার যথেচ্ছ-গতি হয়, যিনি আকাশকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন।"

[নারদ]—" ভগবন্, আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?"

[সনৎকুমার]—"আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।১২।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড

(১) বায়ুর সহিত আকাশ তেজের কারণ বলিয়া আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকাশ তেজ ও বায়ুর কারণ বলিয়া আকাশ শ্রেষ্ঠ—র। আকাশ=Ether—র; space—হি; akasha—ঝা। রাধাকৃষ্ণন বলেন আকাশ শব্দ দ্বারা প্রথমে শূন্যস্থান (space) বুঝাইত—যেখানে মানুষ গমনাগমন বা অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে পারিত।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৪।২।১. শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৩।২।১৯। দ্যৌ (sky) এবং পৃথিবী যখন বিভিন্ন হইল তাহাদের অন্তর্বর্তী শূন্য স্থান অন্তরিক্ষ বা atmosphere (বায়ুমণ্ডল) হইল। ইহা শূন্য ছিল, সুতরাং বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইল। আকাশ শূন্যস্থান (space) হইতে ভিন্ন। কৌ. উ. (১।৬) মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম হওয়ার ন্যায় আকাশ হইতে জন্ম হওয়ার কথা বলেন।

(২) আকাশে—অনাবৃত স্থানেই জন্ম সম্ভব। মৃত্তিকার আবৃত স্থানে জন্ম সম্ভব নয়। অঙ্কুরাদি আকাশ অভিমুখেই উদ্গত হয়—শ।

(৩) শংকর বলেন আকাশ ও প্রকাশের নিত্য সম্বন্ধ।

সপ্তম অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(স্মৃতি ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।[১] সেই জন্ত স্মরণ করিতে না পারিলে, যদিও বহু [লোক] সমবেত হয় তাঁহারা [পরস্পরের] কোন কিছুই শ্রবণ করিতে পারে না, মনন (চিন্তা) করিতে পারে না বা বুঝিতে পারে না। যখন স্মরণ করিতে পারে, তখন শ্রবণ করিতে পারে, মনন করিতে পারে, এবং বুঝিতে পারে। স্মৃতি দ্বারাই পুত্রগণকে চিনিতে পারে, স্মৃতি দ্বারাই পশুসমূহকে চিনিতে পারে। স্মৃতিকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা কর। ৭।১৩।১

"যিনি স্মৃতিকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন, স্মৃতির যতদূর গতি, ততদূর ইহার যথেচ্ছগতি হয়, যিনি স্মৃতিকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন।

[নারদ]—"ভগবন্, স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?"

[সনৎকুমার]—"স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবশ্যই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।১৩।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড

(১) স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ আকাশ বাহ্য পদার্থ, স্মৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম। স্মরণকারীর স্মৃতিশক্তি থাকিলেই, আকাশাদি সমস্ত বস্তু অর্থবান্ ও সার্থক হয়। স্মরণশক্তি না থাকিলে বস্তু বা ব্যক্তি বর্তমান থাকিলেও তাহাদের অস্তিত্বের উপযুক্ত কোন কার্য্য সম্ভব হয় না—শ।

সপ্তম অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(আশা ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—"আশা' নিশ্চয়ই স্মৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আশা দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই স্মৃতি (স্মৃতিমান্ মানুষ) মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। কর্ম করেন, পুত্র পশুসমূহ ইচ্ছা (কামনা) করেন, এবং ইহলোক ও পরলোক ইচ্ছা করেন। আশাকে [ব্রহ্মরূপে] উপাসনা করিবে। ৭।১৪।১

"যিনি আশাকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন, আশাদ্বারা ইহার সর্ব-কামনা সমৃদ্ধি লাভ করে, ইহার 'আশিষ' (প্রার্থনা) 'অমোঘ' হয়। আশার যতদূর গতি, ততদূর ইঁহার যথেচ্ছ গতি হয়, যিনি আশাকে ব্রহ্ম [-রূপে] উপাসনা করেন।"

[নারদ]—"ভগবন্, আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?"

[সনৎকুমার]—"আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে।"

[নারদ]—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।" ৭।১৪।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড

(১) আশা—অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা; আশা, তৃষ্ণা ও কামনা সমান-অর্থক—শ; ফলেচ্ছা—র; hope—রা ও ঝা।

সপ্তম অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(প্রাণ ব্রহ্ম)

[সনৎকুমার]—প্রাণ[১] নিশ্চয়ই আশা হইতে শ্রেষ্ঠ। যেমন [রথচক্রের] শলাকাসমূহ [চক্র-] নাভিতে 'সমর্পিত' থাকে সেইরূপ এই সমস্ত (নাম হইতে আশা পর্যন্ত) এই প্রাণে 'সমর্পিত'।[২] প্রাণ প্রাণের দ্বারাই গমন করেন, প্রাণই প্রাণকে দান করেন, প্রাণ প্রাণকে (প্রাণের উদ্দেশ্যে) দান করেন।[৩] প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য, প্রাণই ব্রাহ্মণ।[৪] ৭।১৫।১

(১) প্রাণ—spirit—ঝা; life-breath—রা। শংকর মতে প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা (conscious self) যাহা নাম ও রূপের সর্বপ্রকার বহুবিধত্ব (variety) প্রকাশ করার জন্য দেহে প্রবেশ করিয়াছে—রা। দৈহিক প্রজ্ঞাত্মরূপ মুখ্য-প্রাণ। এই প্রাণ সর্বব্যাপী ও অন্তর্বহির্গত। সূত্র দ্বারা মণিসমূহ যে রূপ গ্রথিত সেইরূপ এই সমস্ত (নাম হইতে) আশা পর্য্যন্ত প্রাণে সমর্পিত। প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই, আত্মা দেহে অবস্থান করে, প্রাণ দেহত্যাগ করিলে আত্মারও দেহত্যাগ হয়। জগতে যাবতীয় পদার্থ এই প্রাণ-শক্তিতে অবস্থিত—শ। প্রাণশব্দ দ্বারা প্রাণের সহচর জীবকে বুঝায়—র। পরমব্রহ্ম—ম।

"যদি কেহ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভাগিনী, আচার্য বা ব্রাহ্মণকে কিছু অনুচিত প্রত্যুত্তর দেয়, তবে [লোকে] 'তোমাকে ধিক্' ইহাই ইহাকে বলে। [এবং আরও বলে] 'তুমিই পিতৃহন্তা, তুমিই মাতৃহন্তা, তুমিই ভ্রাতৃহন্তা, তুমিই ভগিনীহন্তা, তুমিই আচার্যহন্তা তুমিই ব্রাহ্মণ-হন্তা,।"* ৭।১৫।২

"কিন্তু যদি [কেহ] 'উৎক্রান্ত-প্রাণ' ইহা(দেহ) দিগকে শূল দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া, [অবয়ব সকল] একত্রিত করিয়া দাহ করে, [কেহ] বলিবে না 'তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনীহন্তা, আচার্যহন্তা বা ব্রাহ্মণহন্তা'।" ৭।১৫।৩

"প্রাণই এই সমস্ত (পিতা মাতা ইত্যাদি) হইয়া থাকেন। সেই তিনিই (প্রাণবিদ্‌ই) এই রূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন (চিন্তা) করিয়া এইরূপ বিশেষভাবে জানিয়া অতিবাদী হন। তাঁহাকে যদি [কেহ] বলে 'আপনি অতিবাদী', [তিনি] বলিবেন 'আমি অতিবাদী'। [তিনি] গোপন করিবেন না।৭" ৭।১৫।৪

ইহা সপ্তম অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড।

(২) নাম হইতে আশা পর্যন্ত বিষয় সমূহকে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, প্রথমটি কার্য পরবর্তীটি কারণ। কার্য অপেক্ষা কারণ শ্রেষ্ঠ। মৃণাল যেমন তন্তুদ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ নাম হইতে আশা পর্যন্ত সমস্ত বিষয়গুলি আশা-আকাঙ্ক্ষারূপ পাশে বদ্ধ। আশা আবার ঐ সমস্ত বিষয় সমেত প্রাণে প্রতিষ্ঠিত—শ।

(৩) প্রাণ প্রাণের দ্বারাই অর্থাৎ নিজ শক্তিদ্বারাই, গমনাগমন করেন, গমনাদি ক্রিয়াতে যে শক্তি তাহা প্রাণের নিজেরই, অন্যের নহে। ক্রিয়া, কারক এবং তাহার ফল সমস্তই প্রাণ, প্রাণের বহির্ভূত কিছু নাই। প্রাণ প্রাণকে দান করে—অর্থাৎ যাহা দান করে তাহা প্রাণেরই স্বরূপ। যাহার উদ্দেশ্যে দান করে তাহাও প্রাণই —শ। গমনকারী দেবদত্ত জীবই, গমনের করণ অশ্বও জীব; দাতাও জীব, দেব গবাদি জীবই; সম্প্রদানভূত ব্রাহ্মণও জীবই—র।

(৪) পিতামাতাও প্রাণই—প্রাণ থাকিলেই পিতামাতা প্রভৃতি সম্বন্ধ থাকে প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে পিতামাতা প্রভৃতি শব্দ আর প্রয়োগ করা যায় না—শ। পিতামাতা জীবই—র।

* (৫) প্রাণনাশ করিলেই কেবল হত্যা হয় না; গুরুজনকে অপমান বা অবজ্ঞাসূচক ভাষাও হত্যাতুল্য—দু।

(৬) অতিবাদী—নাম হইতে আশা পর্যন্ত বর্ণিত বিষয় সমূহের অতীত তত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণতত্ত্ব) সম্বন্ধেও যিনি বলিতে পারেন, তিনি অতিবাদী, যিনি ভূমাখ্য পরমার্থ সত্যকে জানেন, তিনি অতিবাদী—শ। যিনি স্ব-উপাস্যকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেন—র; যিনি ব্রহ্ম বিষয়ে বলেন তিনি অতিবাদী—ম; high talker—ঝা। 'মু. উ. ৩।১।৪ মন্ত্রে অতিবাদী শব্দ ঠিক এই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই'; excellent talker, তিনি নাম হইতে আশা পর্যন্ত বিষয়ের অতীতে গমন করিয়া উপলব্ধি করেন যে প্রাণ বা প্রজ্ঞাত্মাই ব্রহ্ম—রা।

(৭) কারণ তিনি অনুভব করেন 'আমি সর্বশ্বর প্রাণ'—শ।

সপ্তম অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড
(অতিবাদী)

[সনৎকুমার]—"যিনি সত্য দ্বারা[২] অতিবাদী হন, তিনিই [প্রকৃত] অতিবাদী।[১]"

[নারদ]—"আমি সত্য দ্বারা যেন অতিবাদী হই।"

[সনৎকুমার]—"তবে সত্যকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে।"

[নারদ]—'ভগবন্, আমি সত্যকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।" ৭।১৬।১

ইহা সপ্তম অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড।

(১) সত্য—ব্রহ্ম (তুলনীয়—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম—তৈ. উ. ২।১।১ সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য—ছা. উ. ৮।৩।৪)—র। ভূমাসংজ্ঞক পরমার্থ সত্য—শ। 'দ্বারা'—নিমিত্ত—র; পরমার্থ সত্য অবগত হইয়া—শ। মূলে আছে 'সত্যেন'—by the true—ঝা; of truth—রা; সত্যের নিমিত্ত—র; সত্য অবগত হইয়া—শ।

(২) প্রাণ[তত্ত্ব]বিদ্ আপেক্ষিক আতিবাদী, যিনি পরমার্থ সত্যকে বিশেষ ভাবে জানেন, তিনিই প্রকৃত অতিবাদী—শ; সকলের অতীতে যিনি আছেন, সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে যিনি বলেন, তিনি অতিবাদী—ম।

সপ্তম অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড
(সত্য ও বিজ্ঞান)

[সনৎকুমার]—"যখন [কেহ] বিশেষরূপে জানেন[১], তখনই তিনি সত্য বলেন। বিশেষরূপে না জানিয়া কেহ সত্য বলিতে পারেন না।

বিশেষরূপে জানিলেই সত্য বলে। বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান)-কেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে।"

[নারদ]—"আমি বিজ্ঞানকে বিশেষরূপে জানিতে চাই।" ৭।১৭।১

ইহা সপ্তম অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ড

(১) বিশেষরূপে জানেন—সাক্ষাৎকার হয়—র; সৎরূপে জানেন—শ।

(২) বিজ্ঞান = understanding—রা ও ঝা।

সপ্তম অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(বিজ্ঞান ও মনন)

[সনৎকুমার]—"যখন কেহ মনন করেন,[১] তখন তিনি বিশেষরূপে জানেন। মনন (চিন্তা) না করিয়া কেহ বিশেষরূপে জানিতে পারেন না। মনন করিয়াই বিশেষরূপে জানিতে পারেন। মতি (মনন)কে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।"

[নারদ]—ভগবন্, মতি(মনন)কে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৭।১৮।১

ইহা সপ্তম অধ্যায় অষ্টাদশ খণ্ড

(১) মনন করেন—জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিবার জন্য তদনুকূল তর্ক বা বিচার করেন —শ ও আ; ব্রহ্মোপাসনার উপায়রূপ মনন করেন—র; thinks—রা, reflects—ঝা।

সপ্তম অধ্যায় অষ্টাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম্ অধ্যায়—ঊনবিংশ খণ্ড

(মনন ও শ্রদ্ধা)

[সনৎকুমার]—"যখন কেহ শ্রদ্ধাবান্[১] হন, তখনই তিনি মনন করেন। শ্রদ্ধাবান্ না হইলে, কেহ মনন করিতে পারেন না।

শ্রদ্ধাবান্ হইলেই মনন করিতে পারেন। শ্রদ্ধাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে"।

[নারদ]—ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৭।১৯।১

(১) শ্রদ্ধা—faith—রা ও ঝা। মন্তব্য বিষয়ে আদর ও আস্তিক্যবুদ্ধি—শ; অর্থাৎ যাহা যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সেইরূপই সত্য এইরূপ জ্ঞান—দু। শ্রদ্ধা মননের কারণ—আ। বিষ্ণুকে শ্রদ্ধা বলা হয়, কারণ তাঁহার রূপ পবিত্র—ম।

সপ্তম অধ্যায় উনবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—বিংশ খণ্ড

(নিষ্ঠা)

[সনৎকুমার]—"যখন [কেহ] নিষ্ঠাবান্ হন তখনই তিনি শ্রদ্ধাবান্ হন। নিষ্ঠাবান্ না হইলে, [কেহ] শ্রদ্ধাবান্ হন না। নিষ্ঠাবান্ হইলেই [মানুষ] শ্রদ্ধাবান্ হন। নিষ্ঠাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে।"

[নারদ]—ভগবন্, আমি নিষ্ঠাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৭।২০।১

(১) নিষ্ঠা—Steadfastness—রা; Service—ঝা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুশুশ্রূষাদি বিষয়ে তৎপরতা—শ। ব্রহ্মই একমাত্র শ্রোতব্য, অন্য কেহ নহে, এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধিই নিষ্ঠা—র। বিষ্ণুকে নিষ্ঠা বলা হয়, কারণ তিনি সর্বসময়ে স্থির—ম।

সপ্তম অধ্যায় বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—একবিংশ খণ্ড

(কৃতি)

[সনৎ কুমার]—"যখন [কেহ] কর্ম করেন, তখন তিনি নিষ্ঠাবান্ হন। কর্ম না করিলে কেহ নিষ্ঠাবান্ হন না। কর্ম করিলেই [মানুষ] নিষ্ঠাবান্ হন। 'কৃতি'কেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে।"

[নারদ]—"আমি কৃতিকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।" ৭।২১।১

(১) কৃতি—action—ঝা; activity—রা। কৃতি—ইন্দ্রিয়-সংযম, ও চিত্তের একাগ্রতাসাধন, কৃতি থাকিলেই মানুষ পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠাদি বিজ্ঞান পর্যন্ত বিষয়-সম্পন্ন হয়—শ। উদ্যোগ ও প্রযত্নের সহিত অন্তরে অবস্থিত হেয়ত্ব অনুসন্ধানের সহিত মনের নিয়মনই কৃতি; ব্রহ্মই একমাত্র শ্রোতব্য এই নিশ্চয় নিষ্ঠা থাকিলেই কৃতি সম্ভব হয়—র। চিত্তের একাগ্রতা—গ। কৃতি নিষ্ঠার কারণ—আ। বিষ্ণুকে কৃতি বলা হয়, কারণ তিনি সকলের কর্তা—ম।

সপ্তম অধ্যায় একবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

(সুখ)

[সনৎকুমার]—"যখন [কেহ] সুখ[১] লাভ করেন, তখন তিনি কর্ম করেন। সুখলাভ না করিলে [কেহ] কর্ম করেন না। সুখলাভ করিলেই কর্ম করেন। সুখকে বিশেষরূপে জানিতে জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে।"

[নারদ]—"সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।" ৭।২২।১

(১) সুখ—Bliss—ঝা; happiness—রা; বিষ্ণুকে সুখ বলা হয় কারণ তিনি আনন্দময়—ম।

সপ্তম অধ্যায় দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ভূমাই সুখ

[সনৎকুমার]—যাহা ভূমা[১], তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।*

[নারদ]—"ভগবন্, ভূমাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ৭।২৩।১

(১) মূলে আছে—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।" ভূমা —The infinite—রা ও ঝা; মহান্, নিরতিশয় ও বহু—শ (grand, unexcelled & abundant—ঝা)। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্রহ্ম—দু। ভূমা শব্দ বহুত্ববাচক। এখানে বিপুলতা বুঝায়—সংখ্যা বা পরিমাণবাচক বিপুলতা নয়, উৎকর্ষজনিত বিপুলতা—র। শংকর বলেন 'অল্পে সুখ নাই। কারণ অল্প (-প্রাপ্তি) অধিক (-প্রাপ্তির) তৃষ্ণার কারণ হয়। তৃষ্ণাই দুঃখের বীজ। ভূমাই সুখ, কারণ ভূমাতে তৃষ্ণাদি দুঃখবীজ নাই'। ভাবটি এই—অল্প পাইলে, যাহা পাওয়া যায় নাই, সেই অপ্রাপ্তির তৃষ্ণা হয়। ভূমাকে, অনন্তকে, প্রাপ্ত হইলে, অপ্রাপ্ত কিছু থাকে না সুতরাং তৃষ্ণা—দুঃখের বীজ —থাকিতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ খণ্ড সমাপ্ত

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৮) দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

ভূমার লক্ষণ

[সনৎকুমার]—"যাঁহাতে (কেহ) অন্য কিছু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু বিশেষভাবে জানেন না, তিনিই ভূমা[১]। আর যাহাতে [কেহ] অন্য কিছু দর্শন করেন, অন্য কিছু শ্রবণ করেন, অন্য কিছু বিশেষভাবে জানেন, তাহাই অল্প। যিনি ভূমা তিনিই অমৃত, আর যাহা অল্প তাহা মরণশীল"*।

[নারদ]—তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

[সনৎকুমার]—স্বীয় মহিমায়, অথবা [স্বীয়] মহিমায় ও [প্রতিষ্ঠিত] নহেন।[২] ৭।২৪।১

ইহলোকে গো, অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য, দাস, ভার্যা ক্ষেত্র, ও গৃহাদিকে [মানুষ] মহিমা বলে। আমি এইরূপ [মহিমার কথা] বলিতেছি না, বলিতেছি না, [কারণ অল্প বা সান্ত পদার্থ বা জীব] একে অন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩]"

ইহা [সনৎকুমার] বলিলেন। ৭।২৪।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় চতুর্বিংশ খণ্ড।

(১) ব্যাখ্যা—(ক) অবিদ্যা অবস্থায় ভেদ দর্শন, শ্রবণ বা জ্ঞান থাকে। অবিদ্যা দূর হইয়া যখন ভূমার অনুভূতি হয়, তখন ভেদ বা দ্বৈতভাব থাকে না। ভূমাতে কোন প্রকার সাংসারিক ব্যবহার (=empirical dualities—রা) নাই—শ। (খ) যাঁহাকে অনুভব করিলে অন্য কিছু দর্শন করা যায় না, শ্রবণ করা যায় না বা বিজ্ঞাত হওয়া যায় না, তিনিই ভূমা। যাঁহাকে দর্শন করিলে অন্য কিছু দর্শন করা যায় না, যাঁহাকে শ্রবণ করিলে অন্য কিছু শ্রবণ করা যায় না, যাঁহার বিজ্ঞান হইলে অন্য কিছুর বিজ্ঞান হয় না, তিনিই ভূমা—র।

(২) ব্যাখ্যা—ভূমা স্বীয় মহিমায়—স্বীয় মহাত্ম্যে স্বীয় বিভূতিতে—প্রতিষ্ঠিত। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি অপ্রতিষ্ঠিত ও অনাশ্রিত—শ। সর্বাশ্রয়ের আবার আশ্রয় কি?—দ্র। ভূমা নিজের মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত, আর যাহা অল্প, তাহা নিজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভূমা অন্য কিছুতে বা স্বীয় মহিমায়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না কারণ তিনি অপ্রতিষ্ঠিত ও অনাশ্রিত—রা। তিনি স্বরূপমহিমাধারক বা আত্মাধার, অথবা অনাধার—র।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৩৯) দ্রষ্টব্য।

(৩) ভূমা স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ আপনার বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত অথবা আপনাতেও প্রতিষ্ঠিত নন, অপ্রতিষ্ঠিত। অল্প বা সান্ত আপনাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহার স্বপ্রতিষ্ঠত্ব সম্ভব নয়—র। ভূমা আপনা হইতে বিভিন্ন কিছুতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না, যাহা অল্প বা সান্ত তাহারা অন্য পদার্থ বা জীবে প্রতিষ্ঠিত—স্বা।

সপ্তম অধ্যায় চতুর্বিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—পঞ্চবিংশ খণ্ড

(ভুমা সর্বময়)

[সনৎকুমার]—তিনিই (ভূমা) 'অধো'ভাগে, তিনি 'উপরি'ভাগে, তিনি পশ্চাতে, তিনি পুরোভাগে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনিই এই সমস্ত।[১] অতঃপর অহম্ (-আমি) অবলম্বনে [অথবা দৃষ্টিতে ভূমার][২] উপদেশ—আমিই অধোভাগে, আমি 'উপরি'ভাগে আমি পশ্চাতে, আমি পুরোভাগে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে আমিই এই সমস্ত।[৩] *

৭।২৫।১

(১) কেন ব্রহ্ম অন্য কাহাতেও প্রতিষ্ঠিত নয়? কারণ ভূমার অতিরিক্ত অন্য কোনপদার্থ নাই যাহাতে ভূমা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভূমা সর্বময়, সুতরাং ভূমা অন্য কিছুতে প্রতিষ্ঠিত নয়—শ। ভূমা এই সমস্ত জগৎ। এই চিদ্-অচিদ্-আত্মক জগৎ তাঁহার শরীর। মানবশরীরে আত্মা যেমন ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ ভূমা সর্বব্যাপ্ত। সর্বভূতাত্মক ভূমার উপাসনাতে, তিনি আমার শরীরে অবস্থিত এইরূপে উপাসনা কর্তব্য—র।

(২) অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ—অহংকার—অহং বুদ্ধি(= আমি বোধ)—র। অহম্ অবলম্বনে বা অহং জ্ঞানে ভূমার উপদেশ—র। অহংকার দ্বারা যাহা উপদিষ্ট তাহা অহংকারাদেশ, দ্রষ্টা ও ভূমার অভিন্নত্ব দর্শনের জন্য উপদেশ—শ। অহম্ অবলম্বনে উপদেশ—গ। অহং দৃষ্টিতে (ভূমার) উপদেশ—মহেশচন্দ্র।

(৩) আশংকা হইতে পারে ভূমা কি দ্রষ্টা জীব হইতে পৃথক্? ভূমা ও দ্রষ্টার অভিন্নত্ব জ্ঞাপনের জন্য 'আমি অধোভাগে' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অহং বা আমি শব্দ দ্বারা ভূমাকেই নির্দেশ করা হইয়াছে—শ। 'আমি অধোভাগে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভূমার সর্বাত্মকত্ব এবং অহং (আমি) অবলম্বনে ভূমার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে—র।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪০) দ্রষ্টব্য

অতঃপর আত্মা [অবলম্বনে] উপদেশ—আত্মাই অধোভাগে, আত্মা 'উপরি'ভাগে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা পুরোভাগে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত। সেই ইনি (বিদ্বান্) এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া এইরূপ বিশেষভাবে জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হন, তিনি স্বরাট্[8] হন, তাঁহার সর্বলোকে যথেচ্ছগতি হয়।*

আর, যাঁহারা ইহা হইতে অন্যরূপ জানেন, তাঁহারা অন্য রাজার অধীন, এবং ক্ষয়শীল-লোকবাসী হন। সর্বলোকে তাঁহাদের যথেচ্ছগতি হয় না। ৭।২৫।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় পঞ্চবিংশ খণ্ড।

(৪) (ক) আত্মরতি—আত্মাতেই রতি (=প্রীতি) যাহার—শ। স্রক্চন্দনাদির জন্য প্রীতিই রতি। আত্মাই যাহার রতি (=প্রীতি)—র; has pleasure in Self-রা। মু. উ. ৩।১।৪

(খ) আত্মক্রীড়—আত্মাতে ক্রীড়া যাহার। রতি কেবল দেহ-সাধ্য (=দেহদ্বারাই প্রাপ্ত) ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষ। বিদ্বানের রতি ও ক্রীড়া আত্মা দ্বারা সম্পন্ন হয়—শ। আত্মাই ক্রীড়া যাহার—র; has delight in self—রা। মু. উ. ৩।১।৪

(গ) আত্মমিথুন—মিথুন দ্বন্দ্বজনিত সুখ—শ; স্ত্রীসম্ভবা প্রীতি—র। ইহার সুখ দ্বন্দ্ব-নিরপেক্ষ, দ্বিতীয় সেখানে নাই—শ। আত্মাই মিথুন যাহার—র; has union in the self—রা।

(ঘ) আত্মানন্দ—যাহার আনন্দ বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ, যাহার সকল আনন্দ আত্মাতে—শ। ভূমার সহিত যাহার সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহার সর্ববিধ সুখানুভব আত্মসুখানুভবের অন্তর্গত—র; has joy in health—রা।

(ঙ) স্বরাট্—Self-ruler independent—রা; Self-Sovereign—ঝা। স্বরাজ্যে অভিষিক্ত—শ; নিজেই রাজা, তিনি কোন কার্যের বশ নন, কোন বাধা নিষেধের কিংকর নহেন—র।

সপ্তম অধ্যায় পঞ্চবিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪১) দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়—ষড়্‌বিংশ খণ্ড

[সনৎকুমার]--সেই এই (স্বরাজপ্রাপ্ত) এইরূপ দর্শনকারী এইরূপ মননকারী, এইরূপ বিজ্ঞাতার (নিকট) আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে আশা, আত্মা হইতে স্মৃতি, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, আত্মা হইতে জল, আত্মা হইতে আবির্ভাব ও তিরোভাব, আত্মা হইতে বল, আত্মা হইতে বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সংকল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে কর্মসমূহ, আত্মা হইতেই এই সমস্ত*[উৎপন্ন হয়] ।[১]

৭।২৬।১

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

[তত্ত্ব-] দর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগও না, দুঃখও না।

[তত্ত্ব-]দর্শী সমস্তই দর্শন করেন, সর্বকালে সমস্তই প্রাপ্ত হন ॥

তিনি [সৃষ্টির পূর্বে] এক প্রকার থাকেন, তিন প্রকার হন,

পঞ্চ প্রকার, সপ্ত প্রকার ও নব প্রকার হন।

পুনশ্চ, [তাঁহাকে] একাদশ, একশত দশ, এক হাজার বিশ বলা হয় [২] ॥

আহার শুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে [ধ্রুবা] স্মৃতি, [ধ্রুবা] স্মৃতি-লাভ হইলে সর্বগ্রন্থির বিমোচন হয়।''** ভগবান্ সনৎকুমার [রাগদ্বেষাদি-]দোষবিমুক্ত তাঁহাকে (নারদকে) অন্ধকারের পরপার দর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহাকে (ভগবান্ সনৎকুমারকে) স্কন্দ * বলা হইয়া থাকে। ৭।২৬।২

ইহা সপ্তম অধ্যায় ষড়্‌বিংশ খণ্ড।

(১) ভাবার্থ—(ক) 'সৎ'স্বরূপ আত্মার জ্ঞানের পূর্বে, সাধক নিজকে সেই সৎ-রূপী আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করেন, এবং সেই নিজ হইতে পৃথক্ সৎ-রূপী আত্মা হইতে প্রাণ হইতে নাম পর্যন্ত সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ মনে করেন। এবং সৎ-স্বরূপ আত্মার জ্ঞানলাভের পর স্বীয় আত্মা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারেন—শ।

---

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪২) দ্রষ্টব্য।

** মূল মন্ত্রটীর জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৩) দ্রষ্টব্য।

(খ) উপাসকের অন্তর্যামীই পূর্বনির্দিষ্ট প্রাণশব্দিত জীব পর্যন্ত সকল প্রপঞ্চ-উপাদান-সম্পন্ন পরমাত্মা—র।

(২) আত্মা সৃষ্টির পূর্বে এক। সৃষ্টিতে তিনি অনন্ত ভেদ-বিশিষ্ট হন। —শ। নিরবয়ব আত্মা অনেকবিধ শরীর ধারণ করেন—র।

(৩) ব্যাখ্যা—(ক) সাত্ত্বিক আহার সেবনে সত্ত্বের (=অন্তঃকরণের) শুদ্ধি (নির্মলতা) হয়। অন্তঃকরণ নির্মল হইলে ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হয়। ধ্রুবা স্মৃতি অর্থ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপ্রবাহরূপ আত্মার ধ্যান। এই ধ্যান দ্বারা আত্মার দর্শন লাভ হয় তখন মোক্ষ হয় এবং সকল গ্রন্থির বিমোচন হয়—র।

(খ) আহার অর্থ শব্দাদি ভোগ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। তাহার শুদ্ধি অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-দোষসম্পর্করহিত বিষয়ানুভূতি। এই শুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণের নির্মলতা হয়। অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইলে ভূমা আত্মার তত্ত্ব অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপ্রবাহ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে অবিদ্যাজনিত অনর্থরূপ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়—শ., দ্বৃ।

(৪) স্কন্দ—কার্তিকেয় অথবা জ্ঞানী—মনি. উলি. ও গ।

সপ্তম অধ্যায় ষড়্‌বিংশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(দহর আকাশ)

১ ওম্, অনন্তর, এই (দেহরূপ) ব্রহ্মপুরে[১] এই যে দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরিক [-সদৃশ—শ, আকারবিশিষ্ট—র] গৃহ আছে, ইহাতে 'দহর' 'অন্তরাকাশ'[৩] [বর্তমান][৪]। তাঁহার মধ্যে যাহা আছে তাঁহা অন্বেষণ করিতে হইবে,[৫] তাঁহাই বিশেষরূপে জানিতে[৬] ইচ্ছা করিতে হইবে।* ৮।১।১

[এই উপদেশ শুনিয়া শিষ্য] যদি তাঁহাকে (আচার্যকে) বলেন "এই ব্রহ্মপুরে এই যে দহর পুণ্ডরিক [-সদৃশ বা আকারবিশিষ্ট] ইহাতে দহর অন্তরাকাশ [অথবা ইহার মধ্যে দহর আকাশ], এখানে এমন কি আছে যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং যাহা বিশেষভাবে জানিতে হইবে?" তিনি (আচার্য) বলিবেন— ৮।১।২

(১) ব্রহ্মপুরে—পরব্রহ্মের পুরে—শ ও র ; পুরে=স্থানে—র।

(২) পুণ্ডরিক গৃহ—মূলে আছে 'পুণ্ডরিকং বেশ্ম'। পুণ্ডরিক=শ্বেতপদ্ম=পুণ্ডরিক সদৃশ—শ ; পুণ্ডরিক আকারবিশিষ্ট—র। পুণ্ডরিক বেশ্ম=হৃদয়-পুণ্ডরিক—শ ও র ; ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান—গ।

(৩) আকাশ বা অন্তরাকাশ—(ক) আ, সমন্তাৎ=চতুর্দিকে, কাশতে=প্রকাশিত হয়, সুতরাং আকাশ অর্থ যিনি চতুর্দিকে প্রকাশিত হন, অর্থাৎ পরমাত্মা—র। (খ)—আকাশসংজ্ঞক ব্রহ্ম, আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম অশরীর ও সর্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্মকে আকাশ বলা হইয়াছে—শ। হৃদয়পদ্ম দহর (=ক্ষুদ্র)। এই হৃদয়পদ্ম দ্বারাই ব্রহ্ম উপলব্ধ হন ; এই উপলব্ধির স্থান (হৃদয়পদ্ম) পরিচ্ছিন্ন (পরিমিত, limited) বলিয়া ইহাকে দহর আকাশ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই আকাশ (=ব্রহ্ম) দহর নহেন—শ।

(৪) মূলে আছে 'দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশ', ইহার অন্য অনুবাদও সম্ভব—ইহার মধ্যে দহর আকাশ [বর্তমান]—রাধাকৃষ্ণন ও মহেশচন্দ্র এই অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে অন্তঃশব্দ অস্মিন্ শব্দের সহিত যোগ করা হইয়াছে এবং অন্তঃ অর্থ মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৫) মূলে আছে "তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তৎ অন্বেষ্টব্যম্"। শংকর বলেন 'তাঁহার মধ্যে' অর্থ আকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্মে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। 'যাহা' বা 'তাহা' কি তাহা তিনি বলেন নাই। রংগরামানুজও তাঁহার মধ্যে আকাশ-

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৪) দ্রষ্টব্য।

*"এই (বাহ্য) আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়মধ্যস্থ আকাশও সেই পরিমাণ।[৭] দ্যৌ (দ্যুলোক) ও পৃথিবী উভয়ই ইহার মধ্যেই সমাহিত (সম্যগ্‌স্থিত)। অগ্নি ও বায়ু উভয়ে, সূর্য ও চন্দ্রমা উভয়ে, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ, এবং ইহার (দেহী-আত্মার) যাহা আছে এবং যাহা নাই সেই সমস্তই,[৮] ইহাতে (হৃদয়াকাশে উপলব্ধ ব্রহ্মে) সমাহিত।[৮] ৮৷১৷৩

সংজ্ঞক ব্রহ্মমধ্যে, এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন 'যাহা' 'তাহা' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের গুণাবলীর কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণাবলীর অন্বেষণ (=অনু-+এষণ =উপাসনা) করিতে হইবে। আনন্দগিরি শংকর-ভাষ্যের টীকায় তিনটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন—(১) তাঁহার অর্থাৎ আকাশসংজ্ঞক ব্রহ্মে যাহা আশ্রিত আছে, তাহা ও তাহার আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। (২) তাঁহার মধ্যে—স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত যাহা=অন্তরাকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্ম, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। (৩) তাহার মধ্যে অর্থ হৃদয়পুণ্ডরিকে, যাহা=অন্তরাকাশসংজ্ঞক ব্রহ্ম তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্বামী গম্ভীরানন্দ এই শেষ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয়।

(৬) মূলে আছে বিজিজ্ঞাসিতব্য-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনন শ্রবণাদি উপায়ে অন্বেষণ করিয়া সাক্ষাৎকরণীয়—শ; প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় করিতে হইবে—রা।

(৭) সেই পরিমাণ—আকাশের সমান এই অভিপ্রায়ে 'সেই পরিমাণ' বলা হয় নাই, ব্রহ্মের অনুরূপ অপর দৃষ্টান্ত নাই বলিয়া সেই পরিমাণ বলা হইয়াছে—শ। শংকর ব্যাখ্যা করিয়া বলেন হৃদয়পদ্ম স্বভাবতঃ অল্পপরিমিত। তাহারই অনুরূপ এবং তন্মধ্যগত যে অন্তঃকরণ তাহা বিশুদ্ধ হইলে, সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বচ্ছ বিজ্ঞান-জ্যোতি-স্বরূপ প্রকাশমান ব্রহ্মও সেই পরিমাণ উপলব্ধ হন। অন্তঃকরণ 'দহর-অন্তরাকাশ' পূর্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম কিরূপ? এই ভৌতিক (বাহ্য) আকাশ যেমন পরিমাণে বৃহৎ ও সীমাহীন, সেই হৃদয়মধ্যস্থ (হৃদয়ে উপলব্ধ) আকাশ (ব্রহ্ম)ও সেই পরিমাণ বৃহৎ ও সীমাহীন। ব্রহ্ম স্বরূপতা অতুলনীয়, এত বৃহৎ যে ধারণাতীত। তাঁহাকে বুদ্ধিস্থ করিতে হইলে, তাঁহার নিকটতম উপমারূপে আকাশকে মাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। সেইজন্য উপনিষৎ পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আকাশ বলা হইয়াছে—কারণ ব্রহ্ম ও আকাশ অশরীর, সূক্ষ্ম, ও সর্বগত। তিনি আকাশ হইতেও বৃহৎ কারণ তিনি আকাশ স্বর্গ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন এবং আকাশ তাঁহা হইতে সম্ভূত। রংগরামানুজ বলেন হৃদয় পুণ্ডরিক মধ্যবর্তী আকাশ শব্দ দ্বারা

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৪) দ্রষ্টব্য।

[শিষ্য], যদি তাঁহাকে (আচার্যকে) বলেন "যদি এই ব্রহ্মপুরে এই সমস্ত—সর্বভূত ও সর্বকামনা—'সমাহিত' থাকে, তবে যখন তাহা (দেহ) জরাপ্রাপ্ত হয় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন কি অবশিষ্ট থাকে?" ৮।১।৪

তিনি (আচার্য) বলিবেন *"ইহার (দেহের) জরা দ্বারা ইনি (হৃদয়স্থ আকাশরূপী ব্রহ্ম) জীর্ণ হন না, ইহার বধে ইনি হত হন না। ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম [রূপ] পুর, ইহাতে সমস্ত কামনা সমাহিত (সম্যক্‌স্থিত)। ইনি আত্মা,—নিষ্পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম. সত্যসংকল্প[৯]। যেমনই ইহলোকে প্রজাগণ [রাজার] যেরূপ আদেশ [তাহা] অনুসরণ করে, এবং তাহারা যে যে প্রদেশ, যে জনপদ, যে ক্ষেত্রখণ্ডের [প্রতি] কামনাবান্ হয়, তাহা তাহা [প্রাপ্ত হইয়া, তাহা তাহা] আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে[১০] ৮।১।৫

বুঝাইতেছে ব্রহ্ম ভূতাকাশের ন্যায় বিপুল, দ্যুলোক ও পৃথিবী শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে ভোগ্য ভোগস্থান ও ভোগোপকরণ সমূহ এবং অগ্নি-সূর্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে ভোক্তৃবর্গ। সকলই তাঁহার আশ্রিত।

(৮) অর্থাৎ জীবের সম্পর্কিত যাহা কিছু আছে, যাহা বিনষ্ট হইয়াছে এবং যাহা এখন নাই ভবিষ্যতে হইবে সেই সমস্তই—শ। যাহা ভোগ্যরূপে আছে আর যাহা মনোরথ-গোচরেও নাই সেই সমস্তও—র। জীবকে ক্ষুদ্রাকার বিশ্ব বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে, বিশ্ব যেন বৃহদাকার জীব—রা।

(৯) সত্যকাম ও সত্যসংকল্প—যাঁহারা কামনা সর্বদা সত্য হয় কখনও ব্যর্থ হয় না, তিনি সত্যকাম। সেইরূপ কামনার হেতু সংকল্পসমূহ সর্বদা সত্য হয় তিনি সত্যসংকল্প—শ।

(১০) বাক্যটি অসম্পূর্ণ। শংকর ইহা এইভাবে সম্পূর্ণ করেন "সেইরূপ জীবের পুণ্যফলোপভোগে স্বাতন্ত্র্য নাই" (ভাবটি এইরূপ যতদিন ভোগবাসনা থাকিবে ততদিন অধীনতা থাকিবে, স্বারাজ্যও স্বাতন্ত্র্য হইবে না)। রংগরামানুজ এইরূপে পূরণ করেন—"সেইরূপ পরলোকেও নির্ভরশীল হইয়া থাকে।"

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৪) দ্রষ্টব্য।

যেমন ইহলোকে কর্মদ্বারা অর্জিত 'লোক' (ফল) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকেও সেইরূপই পুণ্যদ্বারা অর্জিত [স্বর্গাদি] লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং এই সত্যকামনাসমূহ[১১] না জানিয়া [পরলোকে] গমন করেন, তাঁহাদের সর্বলোকে যথেচ্ছগতি হয় না। আর যাঁহারা আত্মাকে এবং এই সত্যকামনাসমূহকে জানিয়া [পরলোকে] গমন করেন, তাঁহাদের সর্বলোকে যথেচ্ছগতি হয়।[১২] ৮।১।৬

ইহা অষ্টম অধ্যায় প্রথম খণ্ড।

(১১) সত্যকামনাসমূহ—সত্যসংকল্পের ফলস্বরূপ স্বীয় আত্মস্থ কামনাসমূহ—শং। সত্য অর্থাৎ নিত্য ও কল্যাণগুণসম্পন্ন কামনাসমূহ—র; True desires—ম্যা; real desires—রা

(১২) সার্বভৌমরাজার ইহলোকে যেরূপ—শ।

অষ্টম অধ্যায় প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(ব্রহ্মজ্ঞ পূর্ণকাম)

তিনি (যিনি আত্মাকে ও সত্য কামনাসমূহকে জানিয়াছেন) যদি পিতৃলোক[১] কামী হন, তবে সংকল্প [হওয়া] মাত্রই ইঁহার পিতৃগণ [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হন। [তিনি] সেই পিতৃলোকসম্পন্ন (পিতৃগণের সঙ্গজনিত সুখ প্রাপ্ত) হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।১

আর [তিনি] যদি মাতৃলোককামী হন, তবে সংকল্পমাত্রই ইঁহার মাতৃগণ [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হন। [তিনি] মাতৃলোক-সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।২

আর [তিনি] যদি ভ্রাতৃলোককামী হন, তবে সংকল্পমাত্রই ভ্রাতৃগণ [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হন, তিনি ভ্রাতৃলোক-সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান হন। ৮।২।৩

(১) লোক—সুখভোগের জন্য যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই লোক—শ; লোক্যতে ইতি লোক—র (=যাহা ভোগের জন্য দর্শন বা ইচ্ছা করা হয়)। পিতৃগণ-সুখের হেতু বলিয়া লোক—শ।

আর [তিনি] যদি ভগিনীলোককামী হন, তবে ইঁহার সংকল্পমাত্রই ভগিনীগণ [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হন, [তিনি] ভগিনীলোক সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।৪

আর [তিনি] যদি 'সখিলোককামী হন, তবে সংকল্পমাত্রই সখাগণ [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হন। [তিনি] 'সখিলোক-সম্পন্ন' হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।৫

আর [তিনি] যদি গন্ধমাল্যলোককামী হন, তবে সংকল্পমাত্রই গন্ধ ও মাল্য [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হয়; [তিনি] গন্ধমাল্যলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।৬

আর [তিনি] যদি অন্নপানলোককামী হন, তবে সংকল্পমাত্রই অন্ন ও পানীয় [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হয়; [তিনি] অন্নপানলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।৭

আর [তিনি] যদি গীতবাদ্যলোককামী হন, তবে ইঁহার সংকল্পমাত্রই গীতবাদ্য [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হয়। [তিনি] গীতবাদ্যলোক-সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।৮

আর [তিনি] যদি স্ত্রী-লোককামী হন, তবে সংকল্পমাত্রই স্ত্রীগণ [ইঁহার] নিকট উপস্থিত হন। [তিনি] স্ত্রীলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।৯

তিনি যে যে বিষয় (বা প্রদেশ) [লাভে] অভিলাষী হন, যে কাম্য কামনা করেন সংকল্পমাত্রই ইহারা [ইঁহার] নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি তৎ-সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন। ৮।২।১০

ইহা অষ্টম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টম অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

সম্প্রসাদ আত্মা ও সত্যব্রহ্ম

*সেই এই সত্যকামনাসমূহ [অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে] 'অনৃত' দ্বারা আবৃত। 'সৎ'এ [অবস্থিত] সেই সত্য [কামনা]সমূহের অনৃতই

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৫) দ্রষ্টব্য।

আবরণ, কারণ ইহার (অজ্ঞানজীবের) যে যে [আত্মীয়] এখান হইতে [পরলোকে] প্রয়াণ করে, [সে] তাহাকে ইহলোকে দর্শনের জন্য লাভ করে না। ৮৷৩৷১

আর ইহার (ব্রহ্মবিদ্‌ জীবের) যাহারা (যে আত্মীয়রা) ইহলোকে জীবিত এবং যাহারা মৃত, অন্য যে সকল [বস্তু] ইচ্ছা করিয়াও লাভ করা যায় না, সেই সমস্ত তিনি এখানে (হৃদয়াকাশরূপ ব্রহ্মে) গমন করিয়া লাভ করেন; [অজ্ঞান ব্যক্তির এরূপ নয়] কারণ এখানে ইহার (অজ্ঞানের) এই সত্য কামনাসমূহ অনৃত দ্বারা আবৃত। ইহা (সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত)—নিধি-ক্ষেত্রে অজ্ঞ [ব্যক্তি] যেমন উপর্যুপরি [নিধি-নিহিত ক্ষেত্রে] বিচরণ করিয়াও নিহিত (ভূগর্ভস্থ) হিরণ্যনিধি লাভ করিতে পারে না, তেমনি এই সমস্ত প্রজা (জীব) গণ [সুষুপ্তিকালে] প্রতিদিন ব্রহ্ম [রূপ] লোকে গমন করিয়াও তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না, কারণ অনৃত দ্বারা [তাহাদের জ্ঞান] অপহৃত।[২] ৮৷৩৷২

সেই এই আত্মা হৃদয়ে [অবস্থিত বা উপলব্ধ]। তাহার ('হৃদয়' শব্দের) নিরুক্ত (মৌলিক অর্থ) এই—হৃদি (হৃদয়ে) অয়ম্‌ (ইনি অর্থাৎ আত্মা)[৩]। সেই জন্য [ইহার নাম] হৃদয়। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন

(১) অনৃত—What is false—রা; the untrue—ঝা। অনৃত অর্থ—স্ত্রী-অন্নাদি বিষয়ে তৃষ্ণা এবং তাহার জন্য স্বেচ্ছাচারিতা—তাহাদিগকে অনৃত বলা হয় যেহেতু মিথ্যাজ্ঞানই তাহাদের কারণ—শ। ঋত ব্যতীত অন্য সকল অনৃত। ঋত অর্থ কর্মফলের আকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম, পরম পুরুষের আরাধনায় ফলপ্রাপ্তি, তাহার অতিরিক্ত যাহা, সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বিরোধী সাংসারিক ফলই অনৃত—র।

(২) ভাবার্থ—আমাদের সকল কামনা আত্মাতেই পূর্ণ হয়। ব্রহ্মপুর আমাদের হৃদয়ে সেখানে আমরা আমাদের সকল কামনা প্রাপ্ত হইব। সত্য, ও অনৃত উভয়ই এক সঙ্গে বর্তমান থাকিতে পারে না। ইহারা হৃদাকাশ বা বিজ্ঞানের বিকল্প প্রকাশ—উচ্চাভিমুখী ও নিম্নাভিমুখী আবর্তিত অবস্থা—রা। আমরা সুষুপ্তিকালে প্রত্যহ হৃদয়াকাশরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই, কিন্তু আমরা ব্রহ্মকে যে প্রাপ্ত হইয়াছি, আমাদের অজ্ঞানতাবশতঃ তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারি না—শ। নিধি-ক্ষেত্র বিজ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন সেইস্থানে বিচরণ করিয়াও নিধির অস্তিত্ব জানিতে পারে না, সেইরূপ আমরা ব্রহ্মকে যে সুষুপ্তিকালে প্রাপ্ত হই, তাহা জানিতে পারি না—র।

[ব্যক্তি] প্রতিদিনই [সুষুপ্তিকালে] স্বর্গলোক (হৃদয়াকাশরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম)কে প্রাপ্ত হন।[৪] ৮।৩।৩

*আর, এই যে সম্প্রসাদ[৫] [ইনি] এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া[৬] পরম জ্যোতি-সম্পন্ন[৭] হইয়া স্বীয় (সৎ-আত্মা)রূপে প্রকাশিত হন[৮]। ইনিই আত্মা, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহা ব্রহ্ম। সেই এই ব্রহ্মের নাম, সত্য।" ইহা [আচার্য্য] বলিলেন। ৮।৩।৪

['সত্যম্' এই শব্দের] সেই এই তিন অক্ষর 'স,তী[৯], য়ম্'। তাহাদের মধ্যে যাহা 'সৎ' ('স' অক্ষর) তাহা অমৃত[১০], আর যাহা 'তি' (অক্ষর) তাহা মর্ত্য,[১১] যাহা যম্' (অক্ষর) তাহা উভয়কে ('সৎ' ও 'তী'কে) যমিত (নিয়মিত) করে, সেই জন্য [ইহার নাম] যম্'। এইরূপ জ্ঞান সম্পন্ন [ব্যক্তি সুষুপ্তি সময়ে] প্রত্যহ স্বর্গলোক (ব্রহ্মরূপ লোক) প্রাপ্ত হন। ৮।৩।৫

ইহা অষ্টম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড।

(৩) সমাসে 'ই'কার লোপ হইয়া, হৃদ্+অয়ম্=হৃদয়ম্।

(৪) ভাবার্থ—আমরা সুষুপ্তিতে হৃদয়স্থ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই। আমাদের হৃদয়ে [জাগরিত অবস্থায়] ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে—রা। সুষুপ্তিতে সকলেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, বিদ্বান্ তাহা জানেন, অবিদ্বান্ তাহা জানে না—শ।

(৫) সম্প্রসাদ—serene being—রা; serene and happy being—ম্যা। সম্যক্ প্রসাদ গুণযুক্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রসন্নতাপ্রাপ্ত, সুষুপ্তজীব—র; প্রসাদ গুণযুক্ত বলিয়া সুষুপ্ত আত্মার নাম সম্প্রসাদ—মহেশচন্দ্র। শংকর বলেন—সুষুপ্তিকালে মানুষ সৎস্বরূপ স্বীয় আত্মা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করে। জাগ্রত বা স্বপ্নকালীন বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগজাত কলুষতা তখনথাকে না; সুতরাং সম্যক্ প্রসন্নতা যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি সংপ্রসাদ। প্রত্যেক জীবকেই সম্প্রসাদ বলা যায় কিন্তু বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্)কেই সংপ্রসাদ বলা হয়।

(৬) অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অশরীরতাই আত্মার স্বরূপ—শ।

(৭) অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞানস্বভাবরূপ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া—শ, দ্বি।

(৮) অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে অবস্থিতি করেন—র।

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৫) দ্রষ্টব্য।

(৯) তী—শংকর বলেন উচ্চারণের জন্য ঈকার—প্রকৃত অক্ষর 'তি'।

(১০) অমৃত—অবিনাশী ভূমা, সদ্ ব্রহ্ম—শ; চেতন—র।

(১১) মর্ত্য—শংকর কোন বিশেষ অর্থ দেন নাই=মরণশীল। অচেতন—র।

অষ্টম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(ব্রহ্ম সেতু)

*আর, যিনি আত্মা তিনি সেতু[১], এবং এই লোকসমূহের অসংভেদের,[২] জন্য বিধৃতি (ধারণকর্তা)। অহোরাত্র এই সেতু উত্তীর্ণ হইতে পারে না[৩], জরা [পারে না], মৃত্যু [পারে]না, শোক [পারে]না, সুকৃতি [পারে] না, দুষ্কৃতি [পারে]না, সমুদয় পাপ ইহা হইতে নিবৃত্ত হয়, কারণ এই ব্রহ্ম [-রূপ]লোক নিষ্পাপ। ৮।৪।১

সেই জন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া (আত্মারূপসেতুকে প্রাপ্ত হইয়া) [তিনি] অন্ধ হইলে, অন্ধত্বহীন হন, বিদ্ধ হইলে অবিদ্ধ হন, সন্তপ্ত হইলে অসন্তপ্ত হন।[৪] সেই জন্য, এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিও দিনে পরিণত হয়, কেন না ব্রহ্মলোক নিত্য বিভাত। ৮।৪।২

সেই জন্য যাঁহারাই ব্রহ্মচর্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। তাঁহাদের সর্বলোকে যথেচ্ছগতি হন। ৮।৪।৩

ইহা অষ্টম অধ্যায় চতুর্থখণ্ড

(১) সেতু—সেতু স্থানীয়—শ ও র; bridge—রা; dam—ঝা।

(২) মূলে আছে অসংভেদায়—তিন অর্থ করা হইয়াছে—(১) মিশ্রিত না হইয়া যায় এইজন্য—র; (২) ভিন্ন না হইয়া যায় এই জন্য—গ; (৩) বিদীর্ণ না হইয়া যায় সেইজন্য—শ। যদি পরমাত্মা লোকসমূহ ধারণ না করিতেন, তবে পৃথিবীর গন্ধ, জলের শৈত্য, তেজের উষ্ণতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ মিশ্রিত হইয়া যাইত—র। জগৎ-সমূহের অবিনাশের জন্য, বিদীর্ণ না হওয়ার জন্য, তিনি বর্ণ আশ্রমাদি—ক্রিয়া, কর্তা ও ফল ভেদাদি সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, তাহা না হইলে তাহা বিনাশ-প্রাপ্ত হইত—শ।

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৬) দ্রষ্টব্য।

অসংভেদায়—for keeping the worlds apart,—রা; for safety of the worlds—ঝা।

(৩) সংসারীরা আহোরাত্ররূপী কাল (time) দ্বারা সীমাবদ্ধ. আত্মা সেই-রূপ কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন—শ ও র।

(৪) যখন কেহ এই সেতু পার হয়, এবং অপর পারে গমন করেন, সাংসারিক কষ্ট তখন শেষ হয়—রা।

অষ্টম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড
(ব্রহ্মচর্য)

আবার যাহাকে যজ্ঞ বলা হয়, তাহা ব্রহ্মচর্যই[১], কেন না যিনি জ্ঞাতা, [তিনি] ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) লাভ করেন। আর, যাহাকে 'ইষ্ট' বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারাই এষণা করিয়া (ইষ্ট্বা),[২] [সাধক] আত্মাকে লাভ করেন। ৮।৫।১

আর যাহাকে সত্রায়ণ [যজ্ঞ][৩] বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্যই ; কারণ [সাধক] ব্রহ্মচর্য দ্বারাই, সৎ হইতে আপনার (অথবা আত্মার) ত্রাণ লাভ করেন। আর, যাহাকে মৌন বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্যই, কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারাই (সাধক) আত্মাকে বিদিত হইয়া পরে মনন [ধ্যান] করেন। ৮।৫।২

(১) যজ্ঞ ব্রহ্মচর্যসাধ্য বলিয়া যজ্ঞকে ব্রহ্মচর্য বলা হইতেছে—র। যজ্ঞ দ্বারা যে ফল (ব্রহ্ম-প্রাপ্তি) ব্রহ্মচর্য দ্বারাই তাহাই হয়—শ। এই খণ্ডে কর্মবাদীদের অনুষ্ঠান সমূহকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যেমন বৃ. উ. ১।১।১-২এ অশ্বমেধ যজ্ঞকে দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বলিয়া কর্মবাদিগণ বলেন। এখানে যজ্ঞ অর্থ বলা হইয়াছে যঃ জ্ঞঃ (=যিনি জ্ঞাতা) তিনি ব্রহ্মচর্য দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হন ; সুতরাং ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ।

(২) ইষ্ট্বা= (i) কর্মবাদীদের মতে যজ্ঞ করিয়া বা পূজা করিয়া (ব্রহ্মলাভ হয়) অথবা (ii) জ্ঞানবাদীদের মতে ব্রহ্মচর্য দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া (ব্রহ্ম লাভ হয়)। সুতরাং ইষ্টই ব্রহ্মচর্য।

(৩) সত্রায়ণ—কর্মবাদীদের যজ্ঞবিশেষ। জ্ঞানবাদী এখানে বলেন অর্থ সৎ+ত্রায়ণ, সৎ হইতে ব্রহ্মচর্য দ্বারা আত্মার ত্রাণ। সুতরাং সত্রায়ণ ব্রহ্মচর্য।

আর, যাহাকে 'অনাশকায়ন' (অনশন ব্রত) বলা হয়, তাহাও ব্রহ্ম চর্যই, কারণ ব্রহ্মচর্যদ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা যায়, তাঁহার (সেই আত্মার) নাশ হয় না।—

আর যাহাকে অরণ্যায়ন (অরণ্যবাস) বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য, কারণ ইহা (পৃথিবী) হইতে তৃতীয় স্বর্গে—ব্রহ্মলোকে—'অর' ও 'ণ্য' নামক দুইটি অর্ণব আছে। সেখনে 'ঐরম্মদীয়' নামক সরোবর, সেখানে সোমস্রাবী অশ্বত্থ বৃক্ষ ও সেখানে অপরাজিতা[৫] নামে ব্রহ্মার পুরী এবং প্রভু (ব্রহ্ম-) নির্মিত হিরণ্ময় মণ্ডপ আছে।

যাঁহারাই ব্রহ্মলোকে [স্থিত] তাঁহারা এই 'অর' ও 'ণ্য' নামীয় দুইটি অর্ণব লাভ করেন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। তাঁহারা সর্বলোকে যথেচ্ছগতি হন। ৮।৫।৩

যাঁহারাই ব্রহ্মচর্যদ্বারা ব্রহ্মলোকে এই 'অর' ও 'ণ্য' [নামীয়] অর্ণবদ্বয় লাভ করেন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। তাঁহাদের সর্বলোকে যথেচ্ছগতি হয়। ৮।৫।৪

ইহা অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড।

৪) যজ্ঞের আরম্ভে 'মৌন' অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য দ্বারা আত্মাকে মনন করা হয়। মৌন এবং 'মনুতে' শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মৌন ব্রহ্মচর্য।

(৫) অনাশকায়ন—ইহা কর্মবাদীদের উপবাস ব্রত। (অনাশক+অয়ন; অশ্ ধাতু ভক্ষণ করা, আশক=ভক্ষণ, অনাশক=উপবাস। অয়ন—পথ. আশ্রয়, ব্রত—সুতরাং উপবাস ব্রত)। জ্ঞানবাদীদের মতে যাহাতে নাশ হয় না, তাহাই অনাশক। এই পথের নাম অনাশকায়ন। ব্রহ্মচর্য দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা যায় তাহা নাশ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য অনাশকায়ন।

(৬) অরণ্য শব্দের দুই অর্থ:—(১) বন, (২) অর এবং ণ্য ব্রহ্মলোকে অর্ণবদ্বয়। কর্মপথে অরণ্যায়ন অর্থাৎ বনে গমন বিধি ছিল। জ্ঞানপথে ব্রহ্মচর্য দ্বারা 'অর' ও 'ণ্য' অর্ণবদ্বয় ব্রহ্মলোকে লাভ হয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য অরণ্যায়ন।

দ্রষ্টব্য—(১)—(৬) ব্যাখ্যা মহেশচন্দ্র ঘোষের ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে। শংকরের ব্যাখ্যায় ইহার আভাষ আছে।

কৌষীতকি উপনিষৎ ১।৩-৬ মন্ত্রে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে।

অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(মৃত্যুর পর গতি)

আর, হৃদয়ের এই যে নাড়ীসমূহ, তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত অণুপরিমাণ (সূক্ষ্ম) [রস দ্বারা পূর্ণ] রহিয়াছে। ঐ আদিত্য পিঙ্গল, ইনি শুক্ল, ইনি পীত এবং ইনি লোহিত। ৮।৬।১

যেমন কোন পথ বিস্তৃত হইয়া এই (নিকটস্থ) এবং ঐ (দূরবর্তী) উভয় গ্রামে গমন করে, তেমনি আদিত্যের এই রশ্মিসমূহ বিস্তৃত হইয়া উভয় লোকে ইহাতে (এই দেহে) এবং উহাতে (আদিত্যমণ্ডলে) গমন করে (প্রবিষ্ট হয়)। ঐ আদিত্য হইতে তাহারা (রশ্মিসমূহ) বিস্তৃত হইয়া [দেহস্থ] এই নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ট হয়। তাহারা (রশ্মিসমূহও আবার) এই নাড়ীসমূহ হইতে বিস্তৃত হইয়া ঐ আদিত্যে প্রবিষ্ট হয়[১]। ৮।৬।২

যখন সেই ইনি (জীব) সুপ্ত, [ইন্দ্রিয় সমূহ] সম্যক্ অস্তগত, এবং [ইনি] সম্যক্ প্রসন্ন [হন] এবং স্বপ্ন দর্শন করেন না, তখন তিনি নাড়ীসমূহে প্রবেশ করেন (অর্থাৎ নাড়ীসমূহ অবলম্বনে হৃদয়াকাশে প্রবেশ করেন)। তখন তাঁহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না এবং তিনি [সৌর] তেজ সম্পন্ন হয়। ৮।৬।৩

আর যখন ইনি (জীব) বলহীনতা প্রাপ্ত হন (মুমূর্ষু হন) তখন তাঁহার চতুর্দিকে আসীন (উপবিষ্ট) (আত্মীয়গণ) বলেন "আমাকে চেন কি?" "আমাকে চেন কি?" তিনি যতক্ষণ শরীর হইতে উৎক্রান্ত না হন, ততক্ষণ চিনিতে পারেন। ৮।৬।৪

অনন্তর যখন এই শরীর হইতে [জীব] উৎক্রমণ করেন, তখন তিনি এই রশ্মিসমূহ দ্বারা (অবলম্বনে)ই ঊর্ধ্বে গমন করেন। তিনি (বিদ্বান্) 'ওম্' বলিতে বলিতে [অথবা ধ্যান করিতে করিতে] ঊর্ধ্বেই গমন করেন।

(১) ভাবার্থ—আদিত্য হইতে রশ্মিসমূহ বিস্তৃত হইয়া দেহস্থ নাড়ীসমূহে প্রবেশ করে, আবার নাড়ীসমূহ হইতে বিস্তৃত হইয়া আদিত্যে প্রবেশ করে।

মনের [এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে] যাইতে যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়েই তিনি (বিদ্বান্) আদিত্যে গমন করেন।[২] ইনি (আদিত্য) নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকের দ্বার— বিদ্বানের পক্ষে প্রবেশের, আর অবিদ্বানের পক্ষে নিরোধের। ৮।৬।৫

সেই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

হৃদয়ের মধ্যে একশত একটি নাড়ী (আছে),
তাহাদের একটি মস্তক (ব্রহ্মরন্ধ্র) অভিমুখে প্রসারিত।
বিদ্বান্ তাহা (সেই নাড়ী) দ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।
অন্য [নাড়ী]সমূহ ভিন্নপথগামী, মাত্র উৎক্রমণের জন্যই মাত্র উৎক্রমণের জন্যই [দ্বার স্বরূপ]। ৮।৬।৬

ইহা অষ্টম অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড।

(২) মূলের পাঠের বিশ্লেষণ এবং অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। মূলে আছে—স ওমিতি বাহোদ্বামীয়তে। স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি। শংকর বা, হ, দুইটি শব্দ ভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন এবং 'ধ্যান করিতে করিতে' শব্দ উহ্য মনে করেন। তাঁহার অর্থানুযায়ী অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। রংগরামানুজ বাহ সন্ধি বিভাগ করিয়া বলেন ব+আহ—অর্থ—ওম্ বলিতে অর্থাৎ কীর্তন করিতে। মীয়তে অর্থ উভয়েই প্রমীয়তে=(পরলোক গমন করেন) এই অর্থ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ শংকর ও রংগরামানুজ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, দুর্গাচরণ, হিউম এবং মহেশচন্দ্রের মতানুযায়ী। ঝা ও রাধাকৃষ্ণন এই অংশের অর্থ অন্যরূপ করেন এবং তাঁহারা অনুবাদ বিষয়ে একমত নন। সম্পূর্ণ বাক্যটির বিভিন্ন অনুবাদ এই—1) Or he goes up with the thought of Om. As his mind is failing, he goes to the Sun—রা। 2) With the thought of Om he passes up. As quickly as one could direct his mind he comes to the Sun—হি। 3) Or goes upward meditating on Om and dies. While mind is failing he goes to the Sun—ঝা। রংগরামানুজ বলেন "মনের বেগে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন"।

অষ্টম অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—সপ্তম খণ্ড
(প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ-১)

*প্রজাপতি [এক সময়] বলিয়াছিলেন "যে আত্মা অপহতপাপ (নিষ্পাপ), বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি আত্মাকে [আচার্য ও শাস্ত্র উপদেশ অনুযায়ী] অন্বেষণ করিয়া বিশেষরূপে জানেন,[১] তিনি সর্বলোক এবং সর্বকাম্য প্রাপ্ত হন।" ৮।৭।১

দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই তাহা (উপদেশের কথা) লোকপরম্পরায় জানিতে পারিলেন। তাঁহারা বলিলেন "বেশ, যে আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া সর্বলোক ও সর্বকাম্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিব।" দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্যে বিরোচন [প্রজাপতির] অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পরস্পরের অজ্ঞাতসারে সমিদ্ হস্তে প্রজাপতির সকাশে আগমন করিলেন। ৮।৭।২

তাঁহারা উভয়ে বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য [অবলম্বন করিয়া] বাস করিলেন। [অতঃপর] প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন "কি ইচ্ছা করিয়া তোমরা দুই জনে বাস করিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন 'যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া বিশেষরূপে জানেন, তিনি সর্বলোক ও সর্বকাম্য প্রাপ্ত হন।' ইহা ভগবানের বাণী বলিয়া বিদিত। তাঁহাকেই (সেই আত্মাকেই) জানিবার ইচ্ছা করিয়া আমরা বাস করিতেছি।" ৮।৭।৩

(১) মূলে আছে অনুবিদ্য বিজানাতি। অনুবিদ্য—আচার্য ও শাস্ত্রোপদেশ অনুযায়ী অন্বেষণ করিয়া—শ; বাক্যার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া—র। বিজানাতি—ধ্যান করেন—র; বিশেষ ভাবে অবগত হন—শ।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৭) দ্রষ্টব্য।

প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন "অক্ষিতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন[২], ইনিই আত্মা।" [তিনি]আরও বলিলেন "ইনিই অমৃত ও অভয় ; ইনিই ব্রহ্ম।" অনন্তর তাঁহারা বলিলেন "ভগবন্, এই যিনি জলে, এবং এই যিনি দর্পণে পরিদৃষ্ট তাঁহাদের মধ্যে কে ইনি (আত্মা) ?" [প্রজাপতি] বলিলেন "ইনি (আত্মা)ই এই সমস্তের অভ্যন্তরে পরিদৃষ্ট হন।" ৮।৭।৪

ইহা অষ্টম অধ্যায় সপ্তম খণ্ড

(২) প্রজাপতির কথার তাৎপর্য এই 'আত্মা চক্ষুতে দ্রষ্টারূপে আছেন।' কেনোপনিষদের ভাষায় 'তিনি চক্ষুর চক্ষু' ১।২। 'যাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করা যায় না, যাঁহা দ্বারা চক্ষু দর্শন করে'২।৭। শংকর বলেন এই যে অক্ষিতে পুরুষ ইহাকে নিবৃত্ত-চক্ষু এবং নির্দোষ যোগিগণ দর্শন করেন। ইন্দ্র এবং বিরোচন উভয়েই ভুল বুঝিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন যে অক্ষিতে যে পুরুষের ছায়া পতিত হয়, তাহাই আত্মা; তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন জলে বা দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাদের মধ্যে কোনটি আত্মা ? উত্তরে প্রজাপতি পূর্বের উপদেশ 'চক্ষুর মধ্যে আত্মা দ্রষ্টা রূপে আছেন' মনে রখিয়া পরোক্ষ উত্তর দিলেন "যিনি এই সমস্তের মধ্যে সর্বতোভাবে দৃষ্ট হন, তিনিই আত্মা।"

প্রজাপতি এই উত্তর এবং পরবর্তী খণ্ডসমূহে যে উত্তর দিয়াছেন তাহা হইতে ঐ, উ, ১।৩।১৩ এবং বৃ. উ. ৪।২।২ মন্ত্রে উক্তবাণী 'দেবতারা পরোক্ষ-প্রিয়' তাহার সত্যতা অনুভব করি। শিষ্যের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে আচার্যের বাক্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

অষ্টম অধ্যায় সপ্তম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(প্রজাপতি ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ-২)
(আসুরী উপনিষৎ)

[প্রজাপতি]—"জল [পূর্ণ]-পাত্রে আত্মাকে (আপনাকে) অবেক্ষণ (দর্শন) করিয়া[১] আত্মার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে না পার, তাহা আমাকে বলিবে।" তাঁহারা উভয়ে জল[পূর্ণ]-পাত্রে 'অবেক্ষণ' করিলেন। [প্রজাপতি বলিলেন]—"কি দর্শন করিতেছ ?" তাঁহারা [উভয়ে]

বলিলেন "ভগবন্, আমরা দুইজনে এই সমগ্র আত্মাকেই (দেহকেই) দর্শন করিতেছি—[এমন কি] লোম পর্যন্ত, নখপর্যন্ত 'প্রতিরূপ'।"[২] ৮।৮।১

প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন "সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত, সুবসনপরিহিত এবং পরিষ্কৃত হইয়া জল[পূর্ণ]পাত্রে 'অবেক্ষণ' কর।" তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত, সুবসনপরিহিত এবং পরিষ্কৃত হইয়া জল[পূর্ণ]পাত্রে 'অবেক্ষণ' করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দর্শন করিতেছ?"[৩] ৮।৮।২

তাঁহারা উভয়েই বলিলেন "ভগবন্, এই যেমনই আমরা (উভয়ে) সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত, সুবসনপরিহিত ও পরিষ্কৃত আছি, তেমনি [জলে] এই দুইজনও সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত, সুবসনপরিস্থিত ও পরিষ্কৃত।"[৪] প্রজাপতি বলিলেন "ইনি আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়, ইনি ব্রহ্ম[৫]"। তাঁহারা উভয়ে শান্তহৃদয় হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ৮।৮।৩

তাহাদিগকে [গমন করিতে] নিরীক্ষণ করিয়া প্রজাপতি বলিলেন "আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়া এবং সম্যক্ বিদিত না হইয়া [ইহারা] গমন করিল। দেবগণের বা অসুরগণের যাহাদেরই ইহা (এই ভ্রান্ত জ্ঞান) উপনিষৎ হইবে, তাহারাই পরাভূত হইবে।"

*সেই বিরোচন শান্তহৃদয় হইয়াই অসুরদের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে এই উপনিষৎ শিক্ষা দিলেন—ইহলোকে [দেহরূপ] আত্মাই[৬] পূজনীয় ও পরিচরণীয় (সেবনীয়)। ইহলোকে [দেহরূপ] আত্মাকে[৬] পূজা করিলে এবং পরিচর্যা করিলে, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮।৮।৪

(১) মূলে আছে—'আত্মানম্ অবেক্ষ্য'—আপনাকে—নিজেকে—দর্শন করিয়া, প্রজাপতি এই অর্থে আত্মানম্ অবেক্ষ্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'আত্মানম্' শব্দ ব্যবহার করায়, ইন্দ্র ও বিরোচন ছায়াকেই আত্মা মনে করিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের ভ্রান্তি রহিয়াই গেল। তাঁহারা দেহকেই আত্মা মনে করিলেন। (শংকরের ও রংগরামানুজের ব্যাখ্যার সারাংশ)।

* মূল মন্ত্রটীর জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৮) দ্রষ্টব্য।

সেই জন্য অদ্যাপি ইহলোকে দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, ও যজ্ঞহীন [মানুষ]কে 'আসুর' বলা হয়, কারণ ইহাই অসুরদের উপনিষৎ। [অসুরগণ] মৃতের শরীর গন্ধমাল্যাদি[৭], বসন ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে এবং মনে করে 'ইহা দ্বারাই [মৃত ব্যক্তি] পরলোক জয় করিবে'। ৮।৮।৫

ইহা অষ্টম অধ্যায় অষ্টম খণ্ড।

(২) ভাবার্থ—দেহ পরিবর্তনশীল, সুতরাং আত্মা হইতে পারে না, কারণ কারণ আত্মা পরিবর্তনশীল নহেন—রা।

(৩) ভাবার্থ—এই উদাহরণ দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে যে দৈহিক পরিবর্তন, বসন ও অলংকারের ন্যায়, প্রকৃত আত্মার বাহিরে। 'তাহারা অনাত্মন'—রা।

(৪) প্রজাপতি অক্ষিপুরুষকে আত্মা বলিয়াছেন। ইন্দ্র ও বিরোচন অক্ষিতে যে পুরুষের ছায়া দৃষ্ট হয় তাহাকে আত্মা মনে করিলেন। তখন প্রজাপতি জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিবিম্ব দেখিতে বলিলেন। প্রজাপতির উদ্দেশ্য ছিল যে জলে ছায়া দেখিলে সেই ছায়া আত্মা নয় তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবে। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া ছায়া দেখিতে বলিলেন, উদ্দেশ্য এই যে শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং ছায়া আত্মা নয়—শ

(৫) প্রজাপতি আপনার অভিপ্রেত আত্মার কথাই বলিলেন। তাঁহারা দেহই আত্মা মনে করিলেন, এবং প্রজাপতির কথা ভুল বুঝিলেন।

(৬) আত্মা=দেহ—শ ও র।

(৭) মূলে আছে 'ভিক্ষয়া'—ভিক্ষা দ্বারা—শংকর অর্থ করেন—গন্ধমাল্যাদি। রংগরামানুজ বলেন ভিক্ষা করিয়া (বসনাদি দ্বারা সজ্জিত করেন)। মনিয়ার উলিয়াম্‌স মনে করেন ভিক্ষা=ভোগ্য বস্তু। মহেশচন্দ্র মনে করেন শ্মশানে যাইবার সময় অনেকে গন্ধমাল্যাদি প্রদান করিত, সুতরাং ভিক্ষা। রাধাকৃষ্ণন মনে করেন গন্ধমাল্যাদি যাহা লোকের নিকট হইকে ভিক্ষা করা হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায় অষ্টম খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—নবম খণ্ড

(প্রজাপতি-ইন্দ্র-সংবাদ)

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণকে প্রাপ্ত না হইয়াই (অর্থাৎ দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই) এই 'ভয়'[১] দেখিলেন—"যেমন এই শরীর সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত হইলে [জলস্থ শরীর প্রতিবিম্ব] সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত

হয়, সুবসন-পরিহিত হইলে উহাও সুবসন পরিহিত হয়, পরিষ্কৃত হইলে [উহাও] পরিষ্কৃত হয়, তেমনি [শরীর] অন্ধ হইলে, [উহাও] অন্ধ হয়, স্রাম[২] হইলে [উহাও] স্রাম[২] হয়, [শরীরাংশ] ছিন্ন হইলে, [উহাও] ছিন্ন হয়, এবং এই শরীরের নাশ অনুযায়ী ইহাও নাশপ্রাপ্ত হয়। আমি ইহাতে [দেহাত্মজ্ঞানে] কোন ভোগ্য [ফল] দেখি না। ৮।৯।১

তিনি (ইন্দ্র) পুনরায় সমিদ্-হস্তে [প্রজাপতির নিকট] আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন "মঘবন্, তুমি যে শান্তহৃদয়ে বিরোচনের সহিত প্রস্থান করিয়াছিলে, কি ইচ্ছা করিয়া পুনরায় আগমন করিলে?" তিনি (ইন্দ্র) বলিলেন "ভগবন্, যেমনই এই শরীরকে সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত করিলে [প্রতিবিম্ব] সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত হয়, সুবসন পরিহিত হইলে, (উহাও) সুবসন-পরিহিত হয়, পরিষ্কৃত হইলে [উহাও] পরিষ্কৃত হয়, তেমনি ইহা (এই দেহ) অন্ধ হইলে, [উহাও] অন্ধ হয়, খঞ্জ[২] হইলে [উহাও] খঞ্জ হয়, [শরীরাংশ] ছিন্ন হইলে [উহাও] ছিন্ন হয়, এই শরীরের নাশ অনুযায়ী, [উহাও] নাশপ্রাপ্ত হয়। আমি ইহাতে কোন ভোগ্য দেখি না।" ৮।৯।২

(প্রজাপতি) বলিলেন "মঘবন্, ইহা এই রূপই বটে। ইহাকেই (আত্মাকেই) পুনরায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব। তুমি আরও

(১) মূলে ভয়ম্ শব্দ আছে—স্বীয় দেহকে আত্মা বলিয়া গ্রহণের জন্য ভয়—শ; দোষ—র; আশঙ্কা—গ; শঙ্কা—মহেশচন্দ্র।

(২) স্রাম—মূলে আছে "স্রামে স্রামঃ"। স্রাম = খঞ্জ (lame)—রা ও হি; একচক্ষু (কাণা) অথবা সর্বদা যাহার চক্ষু বা নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত হইতেছে—শ; lame, sick—মনি. উলি., তিনি বলেন এই অর্থে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে স্রামশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মহেশচন্দ্র বলেন স্রাম অর্থ খঞ্জ। তিনি বলেন ৮।৪।৫ ঋক্‌মন্ত্রে স্রাম খঞ্জ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পূর্ব্বে 'অন্ধ' বলা হইয়াছে, সুতরাং খঞ্জ অর্থ সমীচীন।

অষ্টম অধ্যায় নবম খণ্ডের ব্যাখ্যা সমাপ্ত

বত্রিশ বৎসর [এখানে] বাস করে।" [ইন্দ্র] বত্রিশ বৎসর [সেখানে] বাস করিলেন। তাহার পর প্রজাপতি বলিলেন— ৮।৯।৩

ইহা অষ্টম অধ্যায় নবম খণ্ড

অষ্টম অধ্যায়—দশম খণ্ড

(ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ-২)

(স্বপ্নাত্মা)

[তিনি] বলিলেন "এই যিনি স্বপ্নে 'মহীয়মান' হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়, ইনি ব্রহ্ম।" (ইহা শ্রবণ করিয়া) ইনি (ইন্দ্র) শান্তহৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দেবগণকে প্রাপ্ত না হইয়াই (অর্থাৎ দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই) এই ভয় (আশঙ্কা) দেখিলেন—"যদ্যপি এই শরীর অন্ধ হয় তিনি (স্বপ্নদর্শী আত্মা) অন্ধ হন না, যদি স্রাম হয়, [তিনি] স্রাম হন না,[১] ইহার দোষে [উনি] দূষিত হন না। ইহার (শরীরের) বধে [তিনি] হত হন না, ইহার স্রামত্ব দ্বারা [ইনি] স্রাম[১] হন না তথাপি [স্বপ্ন দেখেন] ইহাকে যেন হত্যা করে, যেন বিতাড়িত করে, [ইনি] যেন অপ্রিয়তা অনুভব করেন, যেন রোদন করেন। ইহাতে আমি ভোগ্য দেখি না। ৮।১০।১-২

তিনি (ইন্দ্র) পুনরায় সমিদ্ হস্তে [প্রজাপতির নিকট] আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন "মঘবন্, তুমি যে শান্তহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছিলে। কি ইচ্ছা করিয়া পুনরায় আগমন করিলে?"

তিনি (ইন্দ্র) বলিলেন "ভগবন্, যদি এই শরীর অন্ধ হয়, তিনি (স্বপ্নদর্শী আত্মা) অন্ধ হন না, যদি ইহা স্রাম হয় [তিনি] স্রাম হন না, ইহার দোষে [ইনি] দূষিত হন না, ইহার বধে [তিনি] নিহত হন না, ইহার স্রামত্ব দ্বারা তিনি স্রাম হন না, [তথাপি স্বপ্নে দেখেন] যেন ইহাকে হত্যা করে, যেন বিতাড়িত করে, তিনি যেন অপ্রিয়তা

(১) ছা. উ. ৮।৯।২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভব করেন, যেন রোদন করেন। আমি ইহাতে কোন ভোগ্য (কল্যাণ) দেখি না।"

[প্রজাপতি] বলিলেন "মঘবন্, ইহা এরূপই বটে। ইহাকে (আত্মাকে) তোমাকে পুনরায় ব্যাখ্যা করিব। আরও বত্রিশ বৎসর (এখানে) বাস কর।" তিনি (ইন্দ্র) আরও বত্রিশ বৎসর [সেখানে] বাস করিলেন। [তাহার পর] প্রজাপতি বলিলেন— ৮।১০।৩-৪

অষ্টম অধ্যায়— দশম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—একাদশ খণ্ড

প্রজাপতি-ইন্দ্র সংবাদ (৩)

(সুষুপ্তাত্মা)

[প্রজাপতি] বলিলেন "যখন সেই ইনি (যিনি) সুপ্ত, [যাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহ] সম্যক্ অন্তর্গত, [যিনি] সম্যক্ প্রসন্ন এবং স্বপ্ন দেখেন না, ইনি আত্মা[১], ইনি অমৃত ও অভয়, ইনি ব্রহ্ম।" তিনি (ইন্দ্র) শান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। দেবগণকে প্রাপ্ত না হইয়াই (অর্থাৎ দেবগণের নিকট গমন করার পূর্ব্বেই), তিনি 'ভয়' দর্শন করিলেন— 'ইনি (আত্মা) নিশ্চয়ই সম্প্রতি (সুষুপ্তি সময়ে) [জাগ্রত অবস্থার ন্যায়] আপনাকে 'ইনি (বা ইহা) আমি'[২] এইরূপ জানেন না এবং এই ভূতসমূহকেও [জানেন না][৩]। আমি ইহাতে কোন ভোগ্য দেখি না।' ৮।১১।১

(১) মূলে আছে "তৎ যত্র এতদ্ সুপ্তঃ, সমস্তঃ, সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষঃ আত্মা"। এই বাক্যের অর্থ ও অনুবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে ঃ

(ক) যখন মানুষ সুপ্ত, সমস্ত, সংপ্রসন্ন এবং কোন স্বপ্ন দেখেন না, তাহা আত্মা—রা।

(খ) যাঁহাতে মানুষ সুপ্ত.........তাহা আত্মা—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

(গ) যিনি এতাদৃশ নিদ্রামগ্ন.........তিনি আত্মা—গ।

(ঘ) আত্মা যে সময় এরূপ সুপ্ত যে.........ইহাই (ঈদৃশ অবস্থাপন্ন আত্মা) আত্মা—দু।

(ঙ) যত্র=যদা, যখন, তৎ এতদ্=এষঃ=ইনি—র।

তিনি (ইন্দ্র) পুনরায় [প্রজাপতির নিকট] সমিদ্-হস্তে আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন "মঘবন্, তুমি যে শান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছিলে ; কি ইচ্ছা করিয়া পুনরায় আগমন করিয়াছ ?" তিনি (ইন্দ্র) বলিলেন "ভগবন্. ইনি (আত্মা) নিশ্চয়ই সম্প্রতি (সুষুপ্তি-কালে) আপনাকে (নিজকে) [জাগ্রত অবস্থার ন্যায়] 'আমি ইহা [বা ইনি]' এইরূপে জানেন না, এবং ভূত সমূহকেও [জানেন না]। ইনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন[৩]। ইহাতে আমি কোন ভোগ্য দেখি না।" ৮।১১।২

[প্রজাপতি] বলিলেন "মঘবন্, ইহা এরূপই বটে ইহা (আত্মার বিষয়) তোমাকে পুনরায় ব্যাখ্যা করিব। ইহা (আত্মার বিষয়) হইতে অন্য কিছু (ব্যাখ্যা) করিব না। আরও পাঁচ বৎসর [এখানে] বাস কর।" তিনি (ইন্দ্র) আরও পাঁচ বৎসর বাস করিলেন। এই সমস্তে একশত এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। [লোকে] যে বলে "মঘবান্ একশত এক বৎসর প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য [অবলম্বন করিয়া] বাস করিয়াছিলেন।" তাহা এইরূপ। [প্রজাপতি] তাঁহাকে বলিলেন—
৮।১১।৩

ইহা অষ্টম অধ্যায় একাদশ খণ্ড।

(চ) শংকর ব্যখ্যা করিয়া বলেন 'অক্ষিতে যিনি দ্রষ্টা এবং যিনি স্বপ্নে মহীয়মান হন, সেই ইনিই সুপ্ত সম্যক্, অস্তগত এবংসংপ্রসন্ন এবং স্বপ্ন দেখেন না ; ইনিই আত্মা।

(২) আমি ইহা (বা ইনি)—অর্থাৎ আমি অমুক—দ্র।

(৩) ইন্দ্র অনুভব করিলেন যে সংবিদের বিষয় যদি কিছু না থাকে, তবে জ্ঞাতাও যেন বিনষ্ট হন—রা।'

অষ্টম অধ্যায় একাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

প্রজাপতি—ইন্দ্র সংবাদ (৪)

অশরীর আত্মা

"মঘবন্, এই শরীর মর্ত্য (মরণধর্মী) এবং মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত। তাহা (শরীর) এই অমৃত 'অশরীর' আত্মার অধিষ্ঠান। 'অশরীর' [আত্মা]

প্রিয় ও অপ্রিয় [বোধ] দ্বারা ব্যাপ্তি। সশরীর সত্তের (শরীরী আত্মার) প্রিয় ও অপ্রিয়ের[১] (প্রিয়-অপ্রিয়বোধের) বিরতি নাই। [কিন্তু] অশরীর সৎকে প্রিয় ও অপ্রিয় [বোধ] স্পর্শ করিতে পারে না।* ৮।১২।১

*বায়ু অশরীর, অভ্র, বিদ্যুৎ, ও মেঘগর্জন—ইহারাও অশরীর। যেমন ইহারা ঐ আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া [গ্রীষ্মকালে] পরম জ্যোতিসম্পন্ন হইয়া, [বর্ষায়] স্বীয় রূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপই 'সম্প্রসাদ' (সম্যক্ প্রসন্নতাপ্রাপ্ত জীবাত্মা) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি রূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপে প্রকাশিত হন। তিনি উত্তম পুরুষ[২]। তিনি সেখানে বিচরণ করেন, স্ত্রীগণের সহিত,যানবাহনের সহিত,বা জ্ঞাতিগণের সহিত হাস্য (অথবা-আহার) করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, আনন্দ অনুভব করিয়া, [পিতামাতা হইতে] উপজাত শরীরকেও স্মরণ না করিয়া [বিচরণ করেন]। যেমন রথ (বা শকটে) অশ্ব (বা বলীবর্দ) যুক্ত থাকে, তেমনি এই শরীরে প্রাণ[৩] যুক্ত[৪]। ৮।১২।২-৩

*আর, যাঁহাতে এই চক্ষুরূপ আকাশ অনুগত তিনি 'চাক্ষুষ পুরুষ',[অথবা যাঁহাতে নিবদ্ধ বলিয়া এই চক্ষু আকাশ অর্থাৎ রূপ বা আলোক প্রকাশ করে তিনি চাক্ষুষ পুরুষ—র], চক্ষু [তাঁহার] দর্শনের জন্য [ইন্দ্রিয় মাত্র] যিনি জানেন 'আমি ইহা আঘ্রাণ করি', তিনিই আত্মা, ঘ্রাণ (-ইন্দ্রিয়)

(১) প্রিয় ও অপ্রিয়—বাহ্যবিষয়-সংযোগ-জনিত প্রিয় ও অপ্রিয় (সুখ ও দুঃখ) —শ ; pleasure & pain—ঝা ও রা। কর্মাবদ্ধ শরীরে সহিত যোগজনিত সুখ ও দুঃখ—র।

(২) উত্তম পুরুষ (গীতা ১৫।১৬-১৮, উত্তম পুরুষকে পরমাত্মা বলা হয়। বেদে ইহাকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে) Supreme person—রা ; the Highest person—ঝা। উৎ+তম=উত্তম।

(৩) প্রাণ=পঞ্চপ্রাণ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সংযুক্ত এবং জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি-বিশিষ্ট প্রজ্ঞাত্মা—শ ; প্রাণ সহচারী প্রত্যগ্ আত্মা—র ; life—রা; the spirit—ঝা।

(৪) ভাবার্থ—আত্মা, অন্তরস্থ সাক্ষিরূপে মাত্র, এই সকল আনন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু তাহাদের সহিত নিজকে একীভূত করেন না। যেমন অশ্ব রথের সহিত সংযুক্ত সেইরূপই আত্মা দেহের সহিত সংযুক্ত। এই সম্বন্ধ বাহ্যিক—রা।

* মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৪৯) দ্রষ্টব্য

[তাঁহার] গন্ধগ্রহণ করিবার জন্য [ইন্দ্রিয় মাত্র]। যিনি জানেন 'আমি ইহা বলিতেছি, তিনিই আত্মা, বাক্ [-ইন্দ্রিয়] [তাঁহার] বাক্যোচ্চারণের জন্য [ইন্দ্রিয় মাত্র]। যিনি জানেন 'আমি ইহা শ্রবণ করি', তিনিই আত্মা, শ্রোত্র [শ্রবণেন্দ্রিয়] [তাঁহার] শ্রবণের জন্য [ইন্দ্রিয় মাত্র][৬]। ৮।১২।৪

আর, যিনি জানেন[৭] 'আমি মনন করি', তিনিই আত্মা, মন ইহার দৈব চক্ষু। সেই ইনি (মুক্ত আত্মা) মনরূপ এই দৈব চক্ষু দ্বারা এই কাম্য সমূহ—যাহা ব্রহ্মলোকে আছে—দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করেন। ৮।১২।৫

দেবগণ সেই এই আত্মাকে উপাসনা করেন; সেই জন্য সর্বলোক ও সর্বকাম্য তাঁহাদের আয়ত্ত হয়। যিনি [আত্মার সম্বন্ধে শাস্ত্র ও আচার্য হইতে] উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া[৮] সেই আত্মাকে বিশেষরূপে জানেন তিনি সর্বলোক এবং সর্বকাম্য প্রাপ্ত হন।" ইহা প্রজাপতি বলিলেন, প্রজাপতি বলিলেন। ৮।১২।৬

ইহা অষ্টম অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড

(৫) মূলে আছে যত্র এতৎ আকাশম্ অনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ। প্রথম অনুবাদ শংকরভাষ্যের দুর্গাচরণের ব্যাখ্যানুযায়ী, দ্বিতীয় অনুবাদ রংগ-রামানুজ অনুযায়ী। শংকরমতে আকাশ অর্থ দেহ-ছিদ্র। রংগরামানুজ আকাশ অর্থ করেন যাহা রূপ বা আলোক প্রকাশ করে-আ-কাশ্ ধাতু প্রকাশার্থে।

(৬) ভাবার্থ—আত্মাই প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপলব্ধা, ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞানের 'করণ' (instruments)—রা।

(৭) শংকর বলেন আত্মার জ্ঞান-কর্তৃত্ব আত্মার সত্তা বা অস্তিত্বস্বরূপ যেমন সূর্যের প্রকাশ তাহার স্বরূপ।

(৮) মূলে আছে অনুবিদ্য—শংকর ৮।৭।১ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অনুবিদ্য অর্থ দিয়াছেন শাস্ত্র ও আচার্য হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অন্বেষণ করিয়া। এই অর্থ গ্রহণ করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয়।

অষ্টম অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড
('শ্যাম-শবল' জপ ও ধ্যান)

*'আমি শ্যাম[১] হইতে শবল[২]কে প্রাপ্ত হই[৩], এবং শবল হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই। অশ্ব যেমন লোমসমূহ কম্পিত করিয়া [শ্রম ও ধূলি প্রভৃতি অপসরণ করিয়া নির্মল হয়], চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে প্রমুক্ত হইয়া [উজ্জ্বল হয়], সেইরূপ আমি পাপ বিধৌত করিয়া এবং শরীর ত্যাগ করিয়া, কৃতাত্মা[৪] হইয়া নিত্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই, প্রাপ্ত হই।' ৮।১৩।১

ইহা অষ্টম অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড।

(১) শ্যাম—গম্ভীর (=নিবিড) বর্ণ হৃদয়স্থ ব্রহ্ম অত্যন্ত দুরবগাহ্য বলিয়া শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ—শ ; একাকার বিচিত্রতাহীন ব্রহ্ম—ম ও র। The Sombre—ঝা ; the Dark—বা।

(২) শবল—(ক) নামরূপাকারে প্রকটিত প্রকৃতি স্বরূপ (খ) অর, ণ্যাদি বহুকাম মিশ্রিত ব্রহ্মলোক—শ ; বিচিত্রতাপূর্ণ ব্রহ্ম—ম ; চিৎ-অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম—র; Variegated—ঝা ; Vari-cloured—বা।

(৩) ভাবার্থ—ধ্যানের দ্বারা হৃদয়স্থ ব্রহ্মকে—শ্যামকে জানা যায়। মানস চিন্তা বলে অথবা মৃত্যুর পর 'অর'ণ্য-আদি বহুকাম মিশ্রিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। নামরূপে প্রকটিত প্রকৃতি স্বরূপ শবল ব্রহ্মলোক হইতে শ্যামকে—হৃদয়স্থ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—শ।

(৪) কৃতাত্মা—ধ্যান দ্বারা কৃতকৃত্য—সকল কর্তব্য যিনি সম্পাদন করিয়াছেন—শ। যাঁহার আত্মা ও মন সংযত হইয়াছে—মনি. উলি।

অষ্টম অধ্যায় ত্রয়োদশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড
(ব্রহ্মোপাসনা)

* '[যিনি] আকাশ[১] নামীয়, নাম ও রূপের নির্বাহক, এবং ইহারা (নাম ও রূপ) যাঁহার মধ্যে বর্তমান, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত এবং তিনি আত্মা। আমি প্রজাপতির সভাগৃহে গমন করি, আমি ব্রাহ্মণদের যশ, রাজাদের যশ, বৈশ্যদের যশ [স্বরূপ আত্মা]। আমি যশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যশের যশ।

আমি যেন 'শ্যেত' (রক্তাভ শ্বেতবর্ণ), দন্তরহিত ও ভক্ষণকারী শ্যেত লিন্দু (পিচ্ছিল স্থান) প্রাপ্ত না হই, প্রাপ্ত না হই। [পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে অনুবাদ :—আমি যেন বার্দ্ধক্যজনিত শুভ্র ও দন্তহীন, দন্তহীন ও শুভ্র লালাস্রাবী (বৃদ্ধত্ব) প্রাপ্ত না হই।][২]' ৮।১৪।১

ইহা অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ড।

*মূল মন্ত্রটির জন্য পরিশিষ্ট ক (৫০) ও (৫১) দ্রষ্টব্য

(১) আকাশ—ব্রহ্মকে আকাশ বলা হয় কারণ উভয়ই অশরীর সূক্ষ্ম, ও সর্বব্যাপী—শ।

(২) মূলে আছে 'শ্বেতম্ অদৎকম্ অদৎকম্ শ্বেতম্'। রংগরামানুজ শ্বেত স্থানে শ্বেত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলেন এই বাক্য ঈশ্বরকে বলা হইয়াছে শ্বেত—শুক্লবর্ণ, অদংকম্—দন্তহীন, অদংকম্-ভক্ষয়িতা—তিনি সত্ত্বগুণসম্পন্ন বলিয়া জ্ঞান কর্ম প্রভৃতি অপহরণ করেন; শ্বেত—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন—তাঁহার মতে অনুবাদ হইবে শুক্লবর্ণ, দন্তহীন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও (জ্ঞান ও কর্মের) ভক্ষয়িতাকে প্রাপ্ত হইয়া লিন্দু যেন প্রাপ্ত না হই।

অষ্টম অধ্যায় চতুর্দশ খণ্ড ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

ব্রহ্মা ইহা (এই তত্ত্ব) প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন প্রজাপতি মনু [স্বীয়] প্রজা(সন্তান)গণকে [বলিয়াছিলেন]। যিনি যথাবিধি গুরুর কর্ম (সেবা শুশ্রূষাদি) শেষ করিয়া, অবশিষ্ট সময়ে আচার্যকুল হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া, সমাবর্তন করেন, গার্হস্থ্য আশ্রমে [অবস্থান পূর্বক) পবিত্র স্থানে 'বেদ' অধ্যয়ন করেন, [পুত্রও শিষ্যগণকে] ধর্মপরায়ণ করেন, সর্বেন্দ্রিয় নিজ আত্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত করেন, তীর্থ (শাস্ত্রানু-মোদিত বিষয়) ভিন্ন অন্যত্র হিংসা না করেন, এবং আয়ুশেষ পর্যন্ত এই প্রকার জীবনযাপন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তিনি আর [সংসারে] প্রত্যাবর্তন করেন না, প্রত্যাবর্তন করেন না। ৮।১৫।১

ইহা অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ড।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ সমাপ্ত।

শান্তিপাঠ

আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ আপ্যায়িত হউক। সমস্তই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে প্রত্যাখ্যান না করি; ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন, অপ্রত্যাখ্যান হউক, আমার নিকট অপ্রত্যাখ্যান হউক। সেই [পরম] আত্মাতে নিরত আমাতে উপনিষদ্ [-উপদিষ্ট] ধর্ম প্রতিভাত হউক, উহা আমাতে [প্রতিভাত] হইক।

ওম্ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

বাংলায় উপনিষৎ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট (ক)

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

(অনেক স্থানে সন্ধি বিভক্ত করা হইয়াছে)

(১) নৈব ইহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ। মৃত্যুনৈবেদম্ আবৃতমাসীৎ অশনায়য়া, অশনায়া হি মৃত্যুঃ। তন্মনোঽকুরুত 'আত্মন্বী স্যাম্' ইতি।

বৃ.উ. ১।২।১

(২) সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়তেতি। স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ। ১।২।৪

(৩) অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। ১।৩।২

(৪) আত্মা এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। সোঽহসম্মীতি অগ্রে ব্যাহরৎ। ততোঽহংনামাভবৎ॥ ১।৪।১

(৫) সোঽবেদ্ অহং বাব সৃষ্টিরস্মি। অহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি। ততঃ সৃষ্টিরভবৎ॥ ১।৪।৫

(৬) তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত, অসৌনামা অয়মিদং রূপ ইতি। তদ্ ইদমপি এতর্হি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে, অসৌনামা অয়মিদংরূপ ইতি। স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ, যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাৎ, বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে, তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নোহি সঃ, প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যংশ্চক্ষুঃ, শৃণ্বঞ্ শ্রোত্রং, মন্বানো মনঃ, তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে, ন স বেদ, অকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি ; আত্মা ইত্যেব উপাসীত, অত্র হ্যেতে সর্বে একং ভবন্তি। তদ্ এতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মা। ১।৪।৭

(৭) তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ, অন্তরতরং যদয়মাত্মা। * * * আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। ১।৪।৮

(৮) ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মনমেবাবেৎ, অহং ব্রহ্মাস্মীতি ; তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ। ১।৪।১০

(৯) যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ। বৃ.উ. ১।৪।১৪

(১০) যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি।
প্রাণাদ্বা এষ উদেতি, প্রাণেঽস্তমেতি
তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি। ১।৫।২৩

(১১) স যথোর্ণনাভিঃ তন্তুনা উচ্চরেৎ, যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি, তস্য উপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষাং সত্যম্। ২।১।২০

(১২) দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্তং চ এবামূর্তং চ, মর্ত্যং চামৃতং চ, স্থিতং চ, যৎ চ, সৎ চ, ত্যৎ চ। ২।৩।১

(১৩) অথাত আদেশো নেতি নেতি, ন হি এতস্মাদ্ ইতি নেতি অন্যৎ পরম্ অস্তি, অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্ ইতি, প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষাম্ এষ সত্যম্। ২।৩।৬

(১৪) পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ
পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ
স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্। ২।৫।১৮

(১৫) রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হি অস্য হরয়ঃ শতা দশ॥
অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ, তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূরিতি অনুশাসনম্। ২।৫।১৯

(১৬) যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরঃ। যঃ অপানেন অপানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরঃ। যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরঃ। য উদানেন উদানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরঃ। এষঃ ত আত্মা সর্বান্তরঃ। ৩।৪।১

(১৭) ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ। ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ। ন মতের্মন্তারং মন্বীথা। ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ। বৃ.উ. ৩।৪।২

(১৮) যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। ৩।৭।৩ * * * যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ অন্তরঃ যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং, যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। ৩।৭।১৫

(১৯) এতৎ বৈ তৎ অক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি, অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুষ্কম্, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্কম্, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্। ন তদ্ অশ্নাতি কিংচন ন তদ্ অশ্নাতি কশ্চন। ৩।৮।৮

(২০) এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, নিমেষাঃ মুহূর্তাঃ, অহোরাত্রাণি অর্ধমাসাঃ, মাসাঃ, ঋতবঃ, সংবৎসরাঃ ইতি বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যঃ অন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যঃ অন্যা যাং যাং দিশম্ অনু, এতস্য বা প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরঃ অন্বায়ত্তাঃ। ৩।৮।৯

(২১) যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি, যজতে, তপঃ তপ্যতে, বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবৎ এব অস্য তৎ ভবতি। যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং গার্গি, বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, স ব্রাহ্মণঃ। বৃ. উ. ৩।৮।১০

(২২) পৃথিবী এব যস্য আয়তনম্, অগ্নিঃ লোকঃ, মনোজ্যোতিঃ, যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য। বেদ বৈ অহং তং পুরুষং সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং যম্ আত্থ, য এব অয়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষঃ। বৃ.উ. ৩।৯।১০

(২৩) তৎ বৈ অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা, অভয়ং রূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিংচন বেদ, ন আন্তরম্, এবম্ এব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যম্ কিংচন বেদ, ন অন্তরম্, তৎ বৈ এতদ্ অস্য আপ্তকামম্, আত্মকামম্, অকামং রূপং শোকান্তরম্। ৪।৩।২১

অত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকাঃ অলোকাঃ দেবা অদেবাঃ বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনঃ অস্তেনঃ ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ, অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন, তীর্ণঃ হি তদা সর্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি। ৪।৩।২২

(২৪) সলিলঃ, একঃ, দ্রষ্টা, অদ্বৈতঃ ভবতি, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্ ইতি হ এনম্ অনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এষা অস্য পরমা গতিঃ, এষা অস্য পরমা সম্পদ্, এষ অস্য পরমঃ লোকঃ, এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ এতস্য এব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি। ৪।৩।৩২

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

(২৫) ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ উদ্‌গীথম্ উপাসীত। ** এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যাঃ আপঃ রসঃ, অপাম্ ওষধয়ঃ রসঃ ওষধীনাং পুরুষঃ রসঃ, পুরুষস্য বাক্ রসঃ, বাচঃ ঋক্ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ সাম্নঃ উদ্‌গীথঃ রসঃ। সঃ এষঃ রসানাং রসতমঃ, পরমঃ পরার্ধ্যঃ অষ্টমঃ যৎ উদ্‌গীথঃ। ছা. উ. ১।১।১-৩

(২৬) ত্রয়ঃ ধর্মস্কন্ধাঃ—যজ্ঞঃ অধ্যয়নং দানম্ ইতি প্রথমঃ, তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ, ব্রহ্মচারী আচার্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ, অত্যন্তম্ আত্মানম্ আচার্যকুলে অবসাদয়ন্ সর্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি। ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি। ছা.উ. ২।২৩।১

(২৭) যথা শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণানি এবম্ ওঙ্কারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণ্ণা ওঙ্কারঃ এব ইদম্ সর্বম্, ওঙ্কারঃ এব ইদং সর্বম্। ২।২৩।৩

(২৮) গায়ত্রী বৈ ইদং সর্বং ভূতং যৎ ইদং কিংচ। বাক্ বৈ গায়ত্রী। বাক্ বৈ ইদং সর্বং ভূতম্ গায়তি চ ত্রায়তে চ। ৩।১২।১

(২৯) তাবান্ অস্য মহিমা ততঃ জ্যায়ান্ চ পূরুষঃ
পাদঃ অস্য ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি। ৩।১২।৬

(৩০) যৎ বৈ তৎ ব্রহ্ম ইতি ইদম্ বাব তৎ যঃ অয়ম্ বহির্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ যঃ বৈ সঃ বহির্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ। অয়ং বাব সঃ যঃ অয়ম্ অন্তঃ পুরুষঃ আকাশঃ যঃ বৈ সঃ অন্তঃ পুরুষঃ আকাশঃ। অয়ং বাব সঃ যঃ অয়ম্ অন্তর্হৃদয়ঃ আকাশঃ তৎ এতৎ পূর্ণম্ অপ্রবর্তি॥ ৩।১২।৭-৯

(৩১) সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্ ইতি, শান্তঃ উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ ভবতি, তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি, সঃ ক্রতুং কুর্বীত॥ মনোময়ঃ, প্রাণশরীরঃ, ভারূপঃ সত্যসংকল্পঃ, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকামঃ, সর্বগন্ধঃ, সর্বরসঃ, সর্বং ইদং অভ্যাত্তঃ, অবাকী অনাদরঃ॥ এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহেঃ বা, যবাৎ বা সর্ষপাৎ বা, শ্যমাকাৎ বা, শ্যামাকতণ্ডুলাৎ বা, এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে, জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ, জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ, জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ॥ সর্বকর্মা সর্বকামঃ, সর্বগন্ধঃ, সর্বরসঃ, সর্বং ইদং অভ্যাত্তঃ, অবাকী, অনাদরঃ, এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে এতৎ ব্রহ্ম, এতং ইতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতাস্মি ইতি, যস্য স্যাৎ অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি ইতি হ স্ম আহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ॥ ৩।১৪।১-৪

(৩২) তান্ হোবাচ এতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিব ইমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসঃ অন্নমত্থ, যস্তু এবং প্রদেশমাত্রম্ অভিবিমানম্ আত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষু আত্মসু অন্নমত্তি ॥ তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধৈব সুতেজাঃ, চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা, সংদেহো বহুলঃ, বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ। উর এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ, মনোঽন্বাহার্যপচনঃ, আস্যমাহবনীয়ঃ। ছা.উ. ৫।১৮।১-২

(৩৩) যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥ যথা সৌম্য, একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। ৬।১।৩-৪

(৩৪) সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেব ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদ্ অসতঃ সজ্জায়েতেতি।···সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ; তদপোঽসৃজত।···তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি, তা অন্নমসৃজন্ত। ৬।২।১-৪

(৩৫) যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি। তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে, স্বং হি অপীতো ভবতি।

৬।৮।১

(৩৬) তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেব খলু শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ, অদ্ভিঃ সোম্য, শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ। তেজসা সোম্য, শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্য, ইমাঃ, সর্বাঃ প্রজাঃ, সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ৬।৮।৪

(৩৭) স য এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি।

৬।৮।৭

(৩৮) যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ৭।২৩।১

(৩৯) যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছৃণোতি, অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, যদল্পং তন্মর্ত্যম্। ৭।২৪।১

(৪০) স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ এব অহমেবাধস্তাৎ, অহমুপরিষ্টাদ্, অহং পশ্চাদ্, অহং পুরস্তাদ্, অহং দক্ষিণতঃ, অহমুত্তরতঃ, অহমেব ইদং সর্বমিতি। ৭।২৫।১

(৪১) অথাত আত্মাদেশ এব—আত্মা এব অধস্তাদ্, আত্মা উপরিষ্টাদ্, আত্মা পশ্চাদ্, আত্মা পুরস্তাদ্, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মোত্তরতঃ, আত্মৈব ইদং সর্বম্ ইতি। স বা এব এবং পশ্যন্, এবং মন্বানঃ, এবং বিজানন্, আত্মরতিঃ আত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি। তস্য সর্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি। ৭।২৫।২

(৪২) তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্য এবং বিজানতঃ আত্মতঃ প্রাণ, আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মরঃ, আত্মত আকাশঃ, আত্মত স্তেজঃ, আত্মত আপঃ, আত্মত আবির্ভাব-তিরোভাবৌ, আত্মতোঽন্নম্, আত্মতোবলম্, আত্মতো বিজ্ঞানম্, আত্মতো ধ্যানম্, আত্মতশ্চিত্তম্, আত্মতঃ সংকল্পঃ, আত্মতো মনঃ, আত্মতো বাগ্, আত্মতো নাম, আত্মতো মন্ত্রাঃ, আত্মতঃ কর্মাণি, আত্মত এবেদং সর্বমিতি। ৭.২৬।১

(৪৩) ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং ন দুঃখতাম্
সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥ ইতি
স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ,

সত্ত্ব-শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ। ৭।২৬।২

(৪৪) ওম্, অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। ·····যাবান্ বা অয়মাকাশঃ, তাবানেষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভৌ অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি, যচ্চ অস্য ইহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি। ······এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। ৮।১।১,৩,৫

(৪৫) ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ, তেষাম্ সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং যো যো হি অস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে। ৮।৩।১

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। ৮।৩।৪

(৪৬) অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ, এষাং লোকানামসংভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো, ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং, সর্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। ৮।৪।১

(৪৭) য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ। ৮।৭।১

(৪৮) * * স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম। তেভ্যো হ এতামুপনিষদং প্রোবাচ, আত্মৈবেহ মহয্যঃ, আত্মা পরিচর্যঃ, আত্মানমেবেহ

মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকৌ আপ্নোতীমং চামুং চেতি। তস্মাদপি অদ্য ইহ, অদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহুরাসুরো বত ইতি অসুরাণাং হি এষা উপনিষৎ। প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্তি, এতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে ॥ ৮।৮।৪-৫

(৪৯) মঘবন্, মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা, তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্, আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং, ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্ যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ।·····অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুঃ, অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্, অথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মা, অভিব্যাহারায় বাগ্ অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্। অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। ৮।১২।১-৫

(৫০) শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরম্, অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি। ৮।১৩।১

(৫১) আকাশো বৈ নাম, নামরূপয়োর্নির্বাহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা। ৮।১৪।১

বাংলায় উপনিষৎ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট